অন্তহীন প্রান্তর, সীমাহীন রোমাঞ্চ

দ্য কোয়েস্ট

উইলবার স্মিথ

অনুবাদ। শওকত হোসেন

দ্য কোয়েস্ট

উইলবার স্মিথ

অনুবাদ । শওকত হোসেন

রোদেলা প্রকাশনী

দ্য কোয়েস্ট

মূল : উইলবার স্মিথ

অনুবাদ : শওকত হোসেন

স্বত্ব © অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা ২০১১

রোদেলা ১৭২

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
অফিস : ৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা
যোগাযোগ : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা/অক্ষর বিন্যাস
অনুবাদক

মেকআপ
খোরশেদ আলম সবুজ

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা
মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

The Quest by Willber Smith Translated by Saokot Hossain.
First Published Ekushe Boimela 2011 Published by Riaz Khan,
Rodela Prokashani 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail : rodela.prokashani@gmail.com

Price : Tk. 500.00 only **US $ 10.00**

ISBN : 978-984-8975-02-2 Code : 172

লেখকের উৎসর্গ:

আমার স্ত্রী
মোখিনোসোকে

অনুবাদকের উৎসর্গ:

এদেশের রহস্য-সাহিত্যের
মুকুটহীন সম্রাট
শ্রদ্ধেয় জনাব **শেখ আব্দুল হাকিম (হাকিম ভাই)**-কে

THE QUEST
GIZA
LUXOR
N.
LAKE SEMLIKI NIANZU
LAKE NALUBAALE
FORT ADARI
RIVER NILE
RIVER NILE
KABALIGA FALLS
LAKE SEMLIKI NIANZU
RED STONES
JINJA FALLS
MOUNTAINS OF THE MOON
LAKE
CLOUD GARDENS
KITANGULE GAP
JARRA
RIVER KITANGULE
LAKE NALUBAALE

উঁচু পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এল দুটি নিঃসঙ্গ অবয়ব। পথ চলায় জীর্ণ ফারের পোশাক ওদের পরনে, শীতের কবল থেকে বাঁচতে মাথার চামড়ার হেলমেটের কানের ফ্ল্যাপ চিবুকের নীচে বেঁধে রেখেছে। মুখে দাঁড়িগোঁফের জঙ্গল, রোদে পোড়া চেহারা। পিঠে বইছে সামান্য সম্বলটুকু। এখানে আসতে গিয়ে বেশ ধকল পোহাতে হয়েছে, তাড়া করে ফিরেছে ওদের যাত্রাটুকু। পথ দেখালেও কেন এখানে এসেছে ওরা তার কোনও ধারণা নেই মেরেনের, এখানে আসার কোনও ইচ্ছেও ওর ছিল না। ওর পেছন পেছন আসা বুড়ো মানুষটারই জানা আছে সেটা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ঝেড়ে কাশার কোনও লক্ষণ চোখে পড়েনি তার ভেতর।

মিশর ছেড়ে আসার পর এপর্যন্ত অনেকগুলো সাগর, হ্রদ আর বিরাট বিরাট নদী পেরিয়েছে ওরা, বিস্তৃর্ণ, নিবিড় বন জঙ্গল, প্রান্তর পেছনে ফেলে এসেছে। বিচিত্র ও হিংস্র সব পশু-পাখীর দেখা পেয়েছে; দেখেছে তারচেয়েও অদ্ভুত ও বিপজ্জনক মানুষ। অবশেষে পাহাড়সারির মাঝে এসেছে ওরা, তুষার-ঢাকা চূড়ার সুবিশাল বিশৃঙ্খল, মুখ ব্যাদান করে থাকা গহ্বর, যেখানে ক্ষীণ হাওয়ায় শ্বাস নেওয়াই দায় হয়ে পড়েছিল। শীতে পটল তুলেছিল ওদের ঘোড়াগুলো, একটা আঙুলের ডগা খুইয়েছে মেরেন। পুড়ে কালো হয়ে গেছে, গা জ্বালানো তুষারে পচেছে। তবে ভাগ্য ভালো, তলোয়ার ধরার বা বিশাল ধনুক থেকে তীর ছোঁড়ার কাজে লাগা আঙুল খোয়ায়নি।

শেষ খাড়া ক্লিফের কিনারে এসে থামল মেরেন। পাশে এসে দাঁড়াল বুড়ো। স্নো টাইগারের চামড়া দিয়ে বানানো তার পরনের ফারের কোট, মেরেনের উপর হামলে পড়ার পর একটা মাত্র তীর ছুঁড়ে ওটাকে খতম করেছিল মেরেন। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নদী আর নিবিড় সবুজ বনে ঘেরা অচেনা এক দেশের দিকে চেয়ে রইল ওরা।

'পাঁচ বছর,' বলল মেরেন। 'পাঁচ বছর ধরে চলার উপর আছি আমরা। আমাদের চলা কি তবে শেষ হলো, ম্যাগাস?'

'হ্যাঁ, মেরেন, অতদিন হয়নি বোধ হয়?' জানতে চাইল তাইতা, তুষার শুভ্র ভুরুর নিচে পরিহাসের ছলে ঝলকে উঠল ওর দুই চোখ।

জবাবে পিঠ থেকে সোর্ড স্ক্যাবার্ড নামিয়ে চামড়ায় আঁকা দাগগুলো দেখাল সে। 'প্রত্যেকটা দিনের হিসাব রেখেছি আমি, ইচ্ছে করলে গুনে দেখতে পারেন,' বলল ও। তাইতাকে অনুসরণ করেছে ও, আয়ুর অর্ধেকের চেয়ে বেশি বার প্রাণ বাঁচিয়েছে তার, কিন্তু এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারবে না মানুষটা সত্যি সিরিয়াস

নাকি স্রেফ ওর সাথে ঠাট্টা করে চলেছে। 'আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি, সম্মানিত ম্যাগাস। আমাদের যাত্রা শেষ হয়েছে?'

'না, হয়নি।' মাথা নাড়ল তাইতা। 'তবে একটা ব্যাপারে স্বস্তি পেতে পারো। অন্তত ভালো একটা সূচনা করতে যাচ্ছি আমরা।' এবার সামনে চলে এলো সে, ক্লিফের শরীর থেকে বের হয়ে আসা একটা সংকীর্ণ চাতাল ধরে আগে বাড়ল।

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে রইল মেরেন। তারপর ওর রুক্ষ সরল সুদর্শন চেহারায় বিষণ্ন হালছাড়া হাসি ফুটে উঠল। 'বুড়ো শয়তানটা কী কোনওদিনই থামবে না?' পাহাড়ের উদ্দেশে প্রশ্ন করল ও, তারপর স্ক্যাবার্ড ফের কাঁধে ফেলে অনুসরণ করল ওকে। ক্লিফের নিচে এসে শাদা কোয়ার্টয পাথরের একটা টিলা পাশ কাটাল ওরা। ঠিক তখনই আকাশ থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর। 'স্বাগতম, পর্যটক! অনেকক্ষণ হলো তোমাদের অপেক্ষা করছি!'

বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল ওরা, চোখ তুলে মাথার ওপরের চাতালের দিকে তাকাল। শিশুসুলভ একটা অবয়ব বসে আছে ওখানে, দেখে এগার বছরের বেশি হবে বলে মনে হলো না। ছেলেটা পরিষ্কার দৃষ্টিসীমায় থাকলেও ওকে অগে দেখতে না পাওয়াটা বেশ অস্বাভাবিক, চড়া রোদের আলো তাকে স্পষ্ট ফুটিয়ে তুলে, শাদা কোয়ার্টয পাথরে ঠিকরে যাচ্ছে। উজ্জ্বল শাদা আভা ঘিরে রেখেছে তাকে, চোখ ঝলসে দিচ্ছে। 'বিদ্যা আর প্রজননের দেবী সরস্বতী'র মন্দিরের পথ দেখিয়ে তোমাদের নিয়ে যেতে আমাকে পাঠানো হয়েছে,' সুরেলা কণ্ঠে বলল ছেলেটা।

'মিশরিয় ভাষায় কথা বলছ তুমি!' মহাবিস্ময়ে বলে উঠল মেরেন।

মৃদু হেসে নির্বোধ মন্তব্য ফিরিয়ে দিল ছেলেটা। দুষ্টু বাঁদরের মতো বাদামি চেহারা, কিন্তু হাসিটা এত সুন্দর, পাল্টা না হেসে পারল না মেরেন।

'আমার নাম গঙ্গা। বার্তাবাহক। চলো! আরও বেশ অনেকটা পথ বাকি।' উঠে দাঁড়াতেই নগ্ন কাঁধের উপর ঘন চুলের বেনুনী লুটিয়ে পড়ল। এই শীতেও স্রেফ একটা নেংটি পরে আছে। নগ্ন ধড় গাঢ় চেস্টনাট রঙের, কিন্তু পিঠের উপর উটের কুঁজের মতো একটা কুঁজ বইছে সে। ভূতুড়ে, ভীতিকর। ওদের মুখের ভাব লক্ষ করে ফের হাসল ছেলেটা। 'এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাবে তোমরা, আমাদের মতোই,' বলল সে। চাতাল থেকে লাফ দিয়ে নেমে তাইতার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'এই দিকে।'

পরের দুটো দিন নিবিড় বাঁশ বনের ভেতর দিয়ে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল গঙ্গা। অসংখ্যা মোঁচড় আর বাঁক নিয়েছে পথ, সে না থাকলে কয়েক শো বার পথ হারাতে হতো ওদের। যতই নিচে নামছে, ততই উষ্ণ হয়ে উঠছে হাওয়া; এক সময় ফারের পোশাক খুলে মাথা উন্মুক্ত রেখেই পথ চলতে পারল ওরা। তাইতার চুল শীর্ণ, ঋজু, চকচকে; মেরেনের চুল গাঢ়, ঘন, কোঁকড়া। দ্বিতীয় দিন বাঁশ বনের প্রান্তে পৌঁছাল ওরা, নিবিড় জঙ্গলের দিকে চলে যাওয়া রাস্তা ধরল। এখানকার গাছপালা মাথার উপর মিলে সূর্যের আলো আড়াল করেছে। জমিনের সোঁদা গন্ধ ও

পচা গাছের স্যাঁতসেঁতে গন্ধে ভারি হয়ে আছে পরিবেশ। মাথার উপর দিয়ে ঝলমলে পাখীর ঝাঁক দ্রুত উড়ে যাচ্ছে। কিচিমিচির আওয়াজ করছে ক্ষুদে বাঁদরের দল। মগ ডালে জমায়েত হয়েছে ওরা। ফুলে ভরা লতাপাতায় ভেসে বেড়াচ্ছে অপূর্ব, রঙিন নানা রকম প্রজাপতি।

নাটকীয়ভাবে জঙ্গল শেষ হয়ে গেল, একটা খোলা প্রান্তরে পৌঁছাল ওরা, প্রায় লীগখানেক দূরে জঙ্গলের উল্টোদিকের প্রাচীরের কাছে শেষ হয়েছে এটা। ফাঁকা জায়গার সীমান্তে একটা বিশাল প্রাসাদ দাঁড়িয়ে। মাখনের মতো হলুদ পাথরের চাঁই থেকে বানানো ওটার মিনার, বুরুজ আর টেরেসগুলো। একটা পাথরের দেয়াল পুরো জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। বাইরের দিক ঢেকে রাখা মূর্তি আর প্যানেলগুলো নগ্ন পুরুষ ও ইন্দ্রিয়কাতর নারীদের মহাযজ্ঞ তুলে ধরেছে।

'মূর্তিগুলোর খেলা দেখলে ঘোড়াও ভয় পাবে,' সতর্ক কণ্ঠে বলল মেরেন, যদিও ওর চোখজোড়া ঝিলিক মারছে।

'আমার ধারণা ভাস্কর্যের জন্যে দারুণ মডেল হবে তুমি,' বলল তাইতা। হলদে পাথরের গায়ে মানবদেহের সম্ভব সব রকম ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'তবে দেয়ালের কোনও কিছুই নিশ্চয় নতুন নয় তোমার কাছে?'

'বরং উল্টো, অনেক কিছু শেখার আছে আমার,' স্বীকার গেল মেরেন। 'এর অর্ধেকও কোনওদিন স্বপ্নে আর কল্পনায় আসেনি।'

'জ্ঞান আর বংশধারার মন্দির,' ওদের মনে করিয়ে দিল গঙ্গা। 'এখানে প্রজননের কর্মকাণ্ডকে একাধারে পবিত্র ও সুন্দর মনে করা হয়।'

'মেরেনেরও অনেক দিন ধরে তাই ধারণা,' শুষ্ক কণ্ঠে মন্তব্য করল তাইতা।

এখন ওদের পায়ের নিচের পথ মসৃণ, পথ ধরে মন্দিরের বাইরের প্রাচীরের তোরণের কাছে চলে এল ওরা। বিশাল কাঠের কবাট খোলা ছিল।

'ভেতরে যাও!' ওদের তাগিদ দিল গঙ্গা। '*অপ্সরা*রা অপেক্ষা করছে।'

'*অপ্সরা?*' জানতে চাইল মেরেন।

'মন্দিরের সেবাদাসী,' ব্যাখ্যা করল গঙ্গা।

তোরণ পার হলো ওরা। তারপর এমনকি তাইতা পর্যন্ত বিস্ময়ে চোখ পিটপিট করে উঠল। এক অনন্য সাধারণ উদ্যানে নিজেদের আবিষ্কার করেছে ওরা। মসৃণ সবুজ আঙিনায় ফুলে ভরা গুল্ম ঝোপ আর ফল গাছের ছড়াছড়ি; এরই মধ্যে বেশির ভাগ গাছপালাই ফুলে-ফলে ভরে উঠেছে: রসাল ফলগুলো তৃপ্তিকরভাবে পেকে উঠছে। এমনকি অভিজ্ঞ বৃক্ষ বিশেষজ্ঞ ও উদ্যানবিদ তাইতা পর্যন্ত কিছু কিছু বিচিত্র প্রজাতির গাছ চিনতে পারল না। ফুলের কেয়ারিগুলোয় চোখ ধাঁধানো নানা রঙের সমাহার। তোরণের কাছে লনে বসে ছিল তিন জন তরুণী। পর্যটকদের দেখেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা, হালকা পায়ে ছুটে এল মিলিত হতে। উত্তেজনায় নাচছে, লাফাচ্ছে। তাইতা ও মেরেনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। প্রথম *অপ্সরা* ছিপছিপে, সোনালি চুল মাথায়, অসাধারণ সুন্দরী। মাখনের মতো মসৃণ ত্বকের কল্যাণে

ওকেও বাচ্চা মেয়ে মনে হচ্ছে। 'শুভেচ্ছা, ভালোভাবেই দেখা হলো। আমি আস্ত্রাতা,' বলল সে।

দ্বিতীয় *অপ্সরার* মাথায় ঘন চুল, চোখজোড়া তীর্যক। মৌচাকের মোমের মতো পলিশ করা স্বচ্ছ ত্বক। নিপূণ কারিগরের হাতে খোদাই করা হাতির দাঁতের মতো। নারী সত্তার পূর্ণ বিকাশে অনন্য সাধারণ লাগছে তাকে। 'আমি উ লু,' বলল সে। মেরেনের পেশল বাহু সমীহের সাথে লক্ষ করতে লাগল। 'তুমি অনেক সুন্দর।'

'আমার নাম তানসিদ,' বলল লম্বা মূর্তির মতো তৃতীয় *অপ্সরা*। চোখজোড়া বিস্ময়কর টারকোয়েজ সবুজ, দাঁতগুলো শাদা, নিখুঁত। তাইতাকে চুমু খেল সে, বাগানের কোনও ফুলের সৌরভের মতোই সুবাসিত মনে হলো ওর নিঃশ্বাস। 'তোমাকে স্বাগতম,' ওকে বলল তানসিদ। 'তোমাদের অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। আমাদের জন্যে আনন্দ বয়ে এনেছ তোমরা।'

উ লুকে এক হাতে জাড়িয়ে ধরে তোরণের দিকে চোখ ফেরাল মেরেন। 'গঙ্গা কোথায় গেল?' জানতে চাইল ও।

'গঙ্গা বলে কেউ কখনও ছিল না,' ওকে বলল তাইতা। 'বুনো আত্মা সে। কাজ শেষ হওয়ায় ভিন্ন জগতে ফিরে গেছে।' কথাটা মেনে নিল মেরেন। ম্যাগাসের সাথে অনেক লম্বা সময় কাটানোর পর এখন আর অদ্ভুত ও জাদুকরী কোনও ঘটনায়ও অবাক হয় না।

অপ্সরারা মন্দিরের ভেতরে নিয়ে এল ওদের। বাগানের উজ্জ্বল রোদের পর উঁচু দেয়ালগুলো শীতল ও ম্লান ঠেকল। সরস্বতীর সোনার মূর্তির সামনে রাখা ধূপদানীর ধূপের সুবাসে সুবাসিত হয়ে আছে চারপাশের হাওয়া। ওগুলোর সামনে পূজা দিচ্ছে ঢিলেঢালা জাফরানি জোব্বা পরা পুরোহিত আর পুরোহিতীনিরা, অন্যদিকে আরও অনেক *অপ্সরা* প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে ছায়ার ভেতর। কেউ কেউ আগন্তুকদের জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে এগিয়ে এল। মেরেনের বাহু আর বুকে হাত বোলাল ওরা, বিলি কেটে দিল তাইতার রূপালি দাড়িতে।

সবশেষে উ লু, তানসিদ আর আস্ত্রাতা হাত ধরে একটা দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে মন্দিরের আবাসিক মহলে নিয়ে এল ওদের। খাবার ঘরে গামলা ভরা সব্জির স্ট্যু আর কাপে করে মিষ্টি লাল মদ খেতে দিল। দীর্ঘদিন সামান্য খাবারের উপর টিকে ছিল ওরা, এমনকি তাইতাও গ্রোগ্রাসে খেল। খাওয়া শেষ হওয়ার পর তাইতাকে ওর জন্যে আলাদা করে রাখা ঘরে নিয়ে গেল তানসিদ। পোশাক খুলতে সাহায্য করল ওকে, তারপর উষ্ণ পানি ভরা একটা তামার বেসিনে দাঁড় করিয়ে ক্লান্ত শরীর স্পঞ্জ করে দিল। যেন সন্তানের পরিচর্যা করছে কোনও মা, এতটাই কোমল ও স্বাভাবিক ওর ভঙ্গি। মেয়েটা ওর নপুংসক বানানোর বিভৎস ক্ষতে স্পঞ্জ বোলানোর সময়ও এতটুকু বিব্রত বোধ করল না তাইতা। গা মুছে দিয়ে ওকে তক্তপোষের কাছে নিয়ে এল মেয়েটা, ওর পাশে বসে মৃদু কণ্ঠে গান গাইতে লাগল, যতক্ষণ না স্বপ্নহীন ঘুমে তালিয়ে গেল ও।

মেরেনকে অন্য একটা কামরায় নিয়ে এল উ লূ আর আস্ত্রাতা। তানসিদের মতোই ওকে গোসন করাল ওরা, তারপর তক্তপোষে শুইয়ে দিল। ওদের কাছে রাখার চেষ্টা করল মেরেন, কিন্তু পরিশ্রান্ত ছিল ও, ইচ্ছাটুকুও আন্তরিক ছিল না। খিলখিল করে হাসতে হাসতে চলে গেল ওরা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমে ঢলে পড়ল ও।

দিনের আলো চুঁইয়ে ভেতরে না আসা অবধি ঘুমাল ও। জেগে উঠল তারপর। মনে হলো যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে, আবার তরতাজা হয়ে উঠেছে। ওর পুরোনো মলিন পোশাক অদৃশ্য হয়ে গেছে, সে জায়গায় টাটকা ঢিলেঢালা টিউনিক দেখা যাচ্ছে। পোশাক পরা শেষ করেছে কি করেনি, এমন সময় দরজার বাইরে মিষ্টি নারী কণ্ঠের হাসি আর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। চীনা মটির ডিশ আর ফলের রস নিয়ে হুড়মুড় করে হাজির হলো মেয়ে দুটো। খাবার সময় মেরেনের সাথে মিশরিয় ভাষায় কথা বলল দুই *অপ্সরা*, কিন্তু নিজেরা কথা বলার সময় পাঁচ মিশেলি ভাষা চালিয়ে গেল, সব ভাষাই যেন ওদের কাছে ডালভাত মনে হলো। তবে দুজনই স্পষ্টতই যার যার মাতৃভাষার প্রতিই বেশি পক্ষপাত দেখাল। আস্ত্রাতা লোনিয়, ওর সূক্ষ্ম সোনালি চুলের কারণ বোঝা গেল। উ লু দূর ক্যাথের সুরেলা ঘণ্টাধ্বনির মতো কথা বলে।

খাবার শেষ হলে মেরেনকে বাইরে রোদের আলোয় নিয়ে এল ওরা। একটা ফোয়ারা গভীর পুকুরে পানি ঢেলে দিচ্ছে এখানে। পরনের হাল্কা পোশাক ঝেড়ে ফেলে নগ্ন দেহে পুকুরের জলে ঝাপিয়ে পড়ল দুজনই। মেরেনকে নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওকে নিতে ফিরে এল আস্ত্রাতা। ওর চুল ও শরীর পানিতে চকচক করছে। হাসতে হাসতে ওকে জড়িয়ে ধরল ও। ওর টিউনিক খুলে নিল, তারপর টেনে পুকুরে নামাল। ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল উ লু। ওকে পুকুরে নামানোর পর খুশিতে পানি ছিটাতে লাগল ওরা। অচিরেই ভদ্রতা বিসর্জন দিল মেরেন। ওদের মতোই খোলামেলা, নিঃসঙ্কোচ হয়ে উঠল। ওর চুল ধুইয়ে দিল আস্ত্রাতা, অবাক হয়ে ওর গিঁট পাকানো পেশির ক্ষত চিহ্নগুলো দেখতে লাগল।

দুই *অপ্সরা* ওর সাথে গা মেলানোর সময় ওদের খুঁতহীন দেহ সৌষ্ঠভে রীতিমতো অবাক হয়ে গেল মেরেন। পানির নিচে সারাক্ষণই ব্যস্ত ওদের হাত। ওরা দুজনে মিলে ওকে পুকুর থেকে তুলে গাছপালার নিচে একটা ছোট তাঁবুতে নিয়ে এল। পাথুরে মেঝেতে কার্পেট আর সিল্কের কুশনের স্তূপ। ওকে তার উপর শুইয়ে দিল ওরা, পুকরের পানিতে এখনও ভেজা ও।

'এইবার দেবীর পূজা দেব আমরা,' বলল উ লু।

'কীভাবে সেটা করতে চাও?' জানতে চাইল মেরেন।

'ভয় পেয়ো না। তোমাকে বাৎলে দেব,' ওকে আশ্বস্ত করল আস্ত্রাতা। ওর পিঠে নিজের রূপালি শরীর সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়ে পেছন থেকে কানে চুমু খেল। হাত

বাড়িয়ে উ লুকে সোহাগ করতে চাইল ও। সামনে থেকে মেরেনকে দুই পায়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে সে। কিছুক্ষণ বাদে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যেন ওরা তিনজনই একসাথে ভেসে গিয়ে একটা মাত্র প্রাণে রূপান্তরিত হয়েছে, ছয় পা, ছয় হাত ও তিন মাথাঅলা একটা প্রাণী।

মেরেনের মতো সকাল সকাল জেগে উঠল তাইতা। দীর্ঘ পথ চলায় ক্লান্ত হলেও কয়েক ঘণ্টার ঘুমে শরীর-প্রাণ সেরে উঠেছে। তক্তপোষে উপুড় হয়ে বসে আছে ও, রোদের আলো চুঁইয়ে ঘরে আসছে। বুঝতে পারছে এখানে একা নয় ও।

তক্তপোষের পাশে বসে ওর দিকে চেয়ে হাসছে তানসিদ। 'শুভ দিন, ম্যাগাস। আপনার খাবার আর পানীয় নিয়ে এসেছি। নিজেকে শক্তিশালী করে তোলার অবসরে কশ্যপ আর সুমনা আপনার সাথে পরিচিত হতে উদগ্রীব হয়ে আছে।'

'ওরা কারা?'

'কশ্যপ আমাদের সম্মানিত যাজক, সুমনা আমাদের সম্মানিত মা। আপনার মতোই দুজনই বিশিষ্ট ম্যাজাই।'

মন্দিরের উদ্যানে কুঞ্জে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল সুমনা। অজ্ঞাত বয়সের সুন্দরী মহিলা সে, পরনে জাফরানি জোব্বা। ওর কানের উপরে ঘন চুলে রূপালি ছোপ দেখা যাচ্ছে, চোখজোড়া প্রচণ্ড বুদ্ধিদীপ্ত। আলিঙ্গন সেরে তাইতাকে ওর পাশে মার্বল বেঞ্চে বসার আমন্ত্রণ জানাল সে। মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রার কথা জানতে চাইল। খানিকক্ষণ আলাপের পর সুমনা বলল, 'আপনারা ঠিক সময় মতো যাজক কশ্যপের সাথে দেখা করার জন্যে আসায় আমরা দারুণ খুশি। আর বেশি দিন আমাদের সাথে থাকবেন না উনি। তিনিই আপনাদের জন্যে লোক পাঠিয়েছিলেন।'

'জনতাম, এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছিল আমাকে, কিন্তু কে ডাক দিয়েছে, জানা ছিল না,' মাথা দুলিয়ে বলল তাইতা। 'আমাকে কেন তলব করেছেন উনি?'

'নিজেই বলবেন তিনি,' বলল সুমনা। 'এখন আমরা ওর কাছেই যাব।' ওর হাত ধরল সে। তানসিদকে রেখে এটা সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল, মনে হলো ওটার শেষ নেই বুঝি। অবশেষে সর্বোচ্চ মন্দির মিনারের চূড়ার একটা ছোট বৃত্তাকার কামরায় পৌঁছুলো ওরা। ওটার চারপাশ খোলা, উত্তরে দূরের তুষার-ঢাকা পাহাড়সারি পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়। মেঝের মাঝখানে গদি ভর্তি একটা নরম তক্তপোষে এক লোক বসে আছেন।

'ওর সামনে গিয়ে বসুন,' ফিসফিস করে বলল সুমনা। 'বলতে গেলে সম্পূর্ণ কালা উনি, কথা বলার সময় ঠোঁটের নড়াচড়া দেখতেই হবে।' সুমনার কথামতো করল তাইতা। নীরবতায় কশ্যপ আর ও পরস্পরকে খানিকক্ষণ জরিপ করল।

প্রাচীন বুড়ো কশ্যপ। চোখজোড়া ম্লান, ফিকে; মাঢ়ী দাঁতহীন। গায়ের ত্বক প্রাচীন পার্চমেন্টের মতো শুষ্ক, কোঁচকানো। চুল, দাড়ি ও ভুরুজোড়া কাঁচের মতো মলিন ও স্বচ্ছ। নিয়ন্ত্রণের অতীত অবিরাম কেঁপে চলেছে মানুষটার মাথা ও হাত।

'কেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, ম্যাগাস?' জানতে চাইল তাইতা।

'কারণ আপনার মনটা ভালো,' ফিসফিসে কণ্ঠে বললেন কশ্যপ।

'আমার কথা কীভাবে জানতে পেরেছেন?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'গোপন বিদ্যা ও সত্তা দিয়ে, ইথারে এক ধরনের ঝামেলা ছড়িয়ে দেন আপনি, দূর থেকে টের পাওয়া যায়,' ব্যাখ্যা করলেন কশ্যপ।

'কী চান আমার কাছে?'

'কিছু না, আবার অনেক কিছু, হয়তো এমনকি আপনার জীবন।'

'খুলে বলুন।'

'হায়! অনেক দেরি হয়ে গেছে। মরণের কালো চাঁদ তাড়া করে ফিরছে আমাকে। সূর্যাস্তের আগেই চলে যাব আমি।'

'আমার জন্যে রাখা কাজটা কি অনেক গুরুত্বপূর্ণ?'

'এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর হতে পারে না।'

'কী করতে হবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'আমি চেয়েছিলাম আপনার জন্যে অপেক্ষায় থাকা সংগ্রামের জন্যে আপনাকে তৈরি করে যাওয়া, কিন্তু এখন *অপ্সরা*দের কাছে জানতে পারলাম আপনি নপুংশক। আপনি এখানে আসার আগে জানা ছিল না কথাটা। যেভাবে ভেবেছিলাম সেভাবে এখন আর আপনাকে আমার বিদ্যা শেখাতে পারব না।'

'সেটা কেমন?' জানতে চাইল তাইতা।

'দৈহিক বিনিময়ে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'আমাদের যৌন মিলনের প্রয়োজন হতো। আপনার ক্ষতের কারণে সেটা সম্ভব নয়।' নীরব রইল তাইতা। ওকে সম্পর্শ করতে শীর্ণ থাবার মতো একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন কশ্যপ। কোমল কণ্ঠে কথা বললেন তিনি। 'আপনার আভা দেখে বুঝতে পারছি ক্ষতের কথা তুলে আঘাত দিয়ে ফেলেছি। সেজন্যে দুঃখিত। কিন্তু আমার হাতে সময় নেই। সোজাসাপ্টা কথা বলতেই হচ্ছে।'

নীরব রইল তাইতা। তো খেই ধরলেন কশ্যপ। 'সুমনার সাথে বিনিময়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। ওর মনটাও খুব পরিষ্কার। আমি চলে যাবার পর আমার কাছ থেকে শেখা বিষয়টুকু আপনাকে শেখাবে ও। আপনাকে বিচলিত করার জন্যে দুঃখিত।'

'সত্যি কথা বেদনাদায়ক হতে পারে, কিন্তু আপনি তা নন। আমাকে যা করতে বলবেন তাই করব।'

'তাহলে আমার সারা জীবনের শিক্ষা আর বিদ্যা সুমনাকে দেওয়ার সময় আমাদের সাথেই থাকবেন। পরে আপনার সাথে তা ভাগ করে নেবে ও। তখন আপনার দায়িত্ব পবিত্র প্রয়াসের জন্যে তৈরি হয়ে যাবেন আপনি, যেটা আপনার নিয়তি।'

মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল তাইতা।

জোরে হাত তালি দিল সুমনা, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল দুজন অচেনা *অপ্সরা*। দুজনই অল্প বয়সী, সুন্দরী; একজন কৃষ্ণকেশী, অন্যজন মধু রঙা চুলের অধিকারী। সুমনার সাথে দূরের দেয়ালের কাছে রাখা ছোট কাঁসারির দিকে এগিয়ে গেল ওরা। কয়লার আগুনে তীব্র গন্ধঅলা এক গামলা গুল্ম সেদ্ধ করতে সাহায্য করল ওকে। আরক তৈরি হয়ে গেলে কশ্যপের কাছে নিয়ে এল। একজন ওর মাথা ধরে রাখল, অন্যজন ওর ঠোঁটে ছোঁয়াল বাটিটা। শব্দ করে আরকটা খেলেন তিনি, চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ল খানিকটা, তারপর ক্লান্ত হয়ে তক্তপোষের উপর লুটিয়ে পড়লেন।

এবার দুই *অপ্সরা* সসম্মানে যত্নের সাথে নগ্ন করল ওকে। তারপর একটা অ্যালাবাস্টার শিশি থেকে সুগন্ধী মলম মাখাল কুঁচকিতে। গুঙিয়ে উঠলেন কশ্যপ। বিড়বিড় করে এপাশওপাশ মাথা দোলাতে লাগলেন। কিন্তু *অপ্সরা*দের নিপুন হাতের যত্ন ও ওষুধের প্রভাবে জেগে উঠল তার শিশ্ন।

সম্পূর্ণ ফুলে উঠলে ওর তক্তপোষের উপর সুমনা মিলিত হলো ওর সাথে এসে ফিসফিস করে তার কানে কানে কথা বলল: 'প্রভু, আমাকে আপনার যা কিছু দেবার আছে তা গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত।'

'আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে তা হস্তান্তর করছি,' ক্ষীণ ও অস্পষ্ট শোনাল কশ্যপের কণ্ঠস্বর। 'বুঝেশুনে কাজে লাগিয়ো।' আবার এপাশ-ওপাশ মাথা দোলাতে শুরু করলেন তিনি। ভীতিকর ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে আছে তার প্রাচীন চেহারা। তারপর সহসা আড়ষ্ট হয়ে গেলেন তিনি, গুঙিয়ে উঠলেন; তীব্র খিঁচুনীতে কেঁপে উঠল তার শরীর। প্রায় ঘণ্টাখানেক দুজনের কেউই নড়ল না। তারপর ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে এল কশ্যপের গলা দিয়ে। তক্তপোষের উপর শিথিল হয়ে গেল তার দেহ।

আর্তনাদ ঠেকাল সুমনা। 'মারা গেছেন উনি' বিপুল দুঃখ ও সহানুভূতির সাথে বলল ও। আস্তে করে কশ্যপের মরদেহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ম্লান খোলা চোখজোড়া বুজে দিল। তাইতার দিকে তাকাল এবার।

'সূর্যাস্তের সময় ওর লাশ পোড়াব আমরা। সারা জীবন আমার গুরু ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কশ্যপ। আমার চোখে বাবার চেয়েও বেশি ছিলেন তিনি। এখন ওর সত্তা রয়েছে আমার সাথে। এক হয়ে গেছে আমার আত্মার সাথে। আমাকে ক্ষমা করবেন, মাগাস, কিন্তু এমনি ভীষণ অভিজ্ঞতা থেকে সামলে উঠতে অনেক সময় লাগবে আমার, ততক্ষণ আপনার কোনও কাজে আসব না আমি।'

সেদিন সন্ধ্যায় ঘরের বাইরের অন্ধকার বেলকনিতে তানসিদের পাশে দাঁড়িয়ে নিচের মন্দিরের উদ্যানে যাজক কশ্যপের মরদেহ চিতায় পোড়ানো প্রত্যক্ষ করল তাইতা। মানুষটার সাথে আরও আগে পরিচয় হয়নি বলে এক ধরনের গভীর দুঃখ বোধ করল ও। এমনি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের সময়টুকুতেও ওদের দুজনের আন্ত রিকতার ব্যাপারে সচেতন ছিল ও।

অন্ধকারে একটা কোমল কণ্ঠ কথা বলে উঠল, চমকে চিন্তায় ছেদ পড়ল ওর। ফিরে তাকাতেই সুমনাকে দেখতে পেল, চুপিসারে ওদের সাথে এসে যোগ দিয়েছে।

'কশ্যপও আপনাদের দুজনের মাঝে বাঁধন সম্পর্কে সজাগ ছিলেন,' তাইতার অন্য পাশে এসে দাঁড়াল ও। 'আপনও সত্যের সেবাদাস। সে জন্যেই এমন জরুরি ভিত্তিতে আপনাকে তলব করেছিলেন তিনি। অত দূরে যাবার মতো শক্তিতে কুলালে নিজেই যেতেন। আপনার দেখা দৈহিক বিনিময়ের সময় সত্যির খাতিরে চূড়ান্ত মহান বিসর্জন দিয়েছেন তিনি। আপনাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আমার কাছে একটা বার্তা দিয়েছেন কশ্যপ। তার আগে আমি যেন আপনার বিশ্বাস পরীক্ষা করি সেটা চেয়েছেন তিনি। বলুন তো, গালালার তাইতা, আপনার ধর্ম বিশ্বাস কী?'

একটু ভাবল তাইতা। তারপর জবাব দিল: 'আমার বিশ্বাস বিশ্বজগৎ দুটো শক্তিশালী বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্র। তার প্রথমটি সত্যির দেবতাদের বাহিনী, দ্বিতীয়টি মিথ্যার দানোদের।'

'এই ভীষণ সংগ্রামে আমাদের মতো মরণশীলরা কী করতে পারে?' জিজ্ঞেস করল সুমনা।

'আমরা সত্যির প্রতি নিজেদের নিবেদন করতে পারি, কিংবা মিথ্যার কাছে গ্রস্ত হতে দিতে পারি।'

'সত্যির ডান দিকের পথ বেছে নিলে কীভাবে মিথ্যার অন্ধকার শক্তির মোকাবিলা করতে পারব?'

'চিরন্তন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যতক্ষণ না সত্যির রূপ স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। সেটা অর্জন করার পর আমরা দয়াময় অমরদের দলে যোগ দিতে পারব। এরাই সত্যির যোদ্ধা।'

'এটাই কি সব পুরুষের নিয়তি?'

'নাহ! অল্প কয়েকজনের, কেবল সুযোগ্যরাই এই মর্যাদা লাভ করবে।'

'সময়ের শেষে সত্যি কি মিথ্যার বিরুদ্ধে জয়ী হবে?'

'নাহ! মিথ্যা টিকে থাকবে, তবে সত্যিও। এই যুদ্ধ অন্তহীনভাবে সামনে পেছনে চলতে থাকে।'

'সত্যি কি ঈশ্বর নন?'

'তাকে রা বা আহুরা মাযদা, বিষ্ণু বা যিউস, ওদেন বা তোমার কানে শ্রুতমধুর যেকোনও নামে ডাকতে পারো। কিন্তু ঈশ্বর ঈশ্বরই, এক এবং অদ্বিতীয়।' আপন বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি দিল তাইতা।

'আপনার আভা থেকে দেখতে পাচ্ছি আপনার এই নিশ্চয়তায় মিথ্যার লেশ নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল সুমনা, হাঁটু গেড়ে বসল ওর সামনে। 'আমার ভেতরে অবস্থানরত কশ্যপের আত্মা আপনি সত্যিই সত্যির পক্ষে থাকায় সন্তুষ্ট। আমাদের উদ্যোগে কোনও বাধা বা কুণ্ঠা নেই। এবার আমরা কাজে নামতে পারি।'

'তার আগে আমাদের 'উদ্যোগ'টা একটু বুঝিয়ে দাও, সুমনা।'

'এই কঠিন সময়ে মিথ্যা আবারও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। নতুন ভয়ঙ্কর এক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে গোটা মানবজাতিকে, বিশেষ করে আপনার প্রিয় মিশরকে। এই ভীষণ বস্তুর বিরুদ্ধে তৈরি করার জন্যেই এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছিল আপনাকে। আমি আপনার অন্তর্চক্ষু খুলে দেব, তাহলে কোন পথ ধরে চলতে হবে সেটা স্পষ্ট দেখতে পাবেন।' উঠে ওকে আলিঙ্গন করল সুমনা। তারপর আবার কথা বলল সে। 'এখন হাতে বেশি সময় নেই। সকালে শুরু করব আমরা। তার আগে অবশ্য একজন সাহায্যকারী বেছে নিতে হবে।'

'সেটা কাদের ভেতর থেকে?' জানতে চাইল তাইতা।

'আপনার *অপ্সরা* তানসিদ আগেও আমাকে সাহায্য করেছে। কী করতে হবে ও জানে।'

'তবে ওকেই বেছে নাও.' রাজি হলো তাইতা। মাথা দুলিয়ে তানসিদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সুমনা। তারপর আবার তাইতার দিকে তাকাল।

'আপনাকেও সাহায্যকারী বেছে নিতে হবে,' বলল সুমনা।

'তাকে কী করতে হবে সেটা বলো।'

'তাকে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে, আপনার জন্যে দরদ থাকতে হবে। তার প্রতি আপনার অগাধ আস্থা থাকতে হবে।'

একটুও দ্বিধা করল না তাইতা। 'মেরেন!'

'নিশ্চয়ই,' সায় দিল সুমনা।

ভোরে পর্বতমালার পাদদেশ ধরে উঠতে শুরু করল ওরা চারজন। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া পথ ধরে ঢাল বেয়ে উপরের বাঁশ বনে পৌঁছাল। একটা পাকা ডাল বেছে নেওয়ার আগে দোল খেতে থাকা অনেকগুলো হলদে বাঁশ পরখ করল সুমনা। তারপর মেরেনকে দিয়ে বড়সড় একটা টুকরো কাটাল। ওটা সহ মন্দিরে ফিরে এল ও।

বাঁশের ডাল থেকে বেশ কয়েকটা লম্বা কাঠি বানাল সুমনা ও তানসিদ। পলিশ করতে করতে এক সময় মানুষের চুলের মতো সরু অথচ সূক্ষ্মতম ব্রোঞ্জের চেয়েও তীক্ষ্ণ ও ঘাতসহ হয়ে গেল ওগুলো।

মন্দির সমাজের প্রশান্তিতেও এক ধরনের উত্তেজনা আর প্রত্যাশার আবহ টের পাওয়া যাচ্ছে। *অপ্সরা*দের উঁচু গলার হাসি ও প্রাণবন্ত ভাব চাপা পড়েছে। যখন তাইতার দিকে তাকাচ্ছে তানসিদ, ওর চোখে যুগপৎ বিস্ময় ও করুণার ছাপ পড়ছে। অপেক্ষার বেশির ভাগ দিনগুলো পাশে থেকে বিপদের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করতে সাহায্য করছে সুমনা। অনেক বিষয় নিয়েই আলাপ করছে ওরা। কশ্যপের প্রজ্ঞা ও কণ্ঠে কথা বলেছে সুমনা।

এক পর্যায়ে ওকে দীর্ঘ সময় ধরে খুঁচিয়ে চলা একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করল তাইতা: 'আমার বিশ্বাস তুমি একজন দীর্ঘায়ু, সুমনা।'

'আপনারই মতো, তাইতা।'

'এটা কীভাবে সম্ভব যে আমরা অল্পকিছু বাকিদের চেয়ে অনেক বেশিদিন বেঁচে থাকি?' জিজ্ঞেস করল ও। 'এটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ।'

'আমার আর যাজক কশ্যপের মতো যারা তাদের ক্ষেত্রে এর কারণ সম্ভবত আমাদের জীবনযাত্রার কায়দা: আমাদের খাবার, পানীয়, আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের ব্যাপার। কিংবা হয়তো, আমাদের একটা লক্ষ্য আছে বলে, চালিয়ে যাওয়ার একটা উদ্দেশ্য, ক্রমাগত খুঁচিয়ে চলা একটা স্পার।'

'আমার বেলায়? তোমার আর যাজকের তুলনায় নিজেকে কিশোর মনে হলেও সাধারণ লোকের মেয়াদ অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি,' বলল তাইতা।

হাসল সুমনা। 'আপনার মনটা ভালো। এ পর্যন্ত আপনার বুদ্ধির শক্তি আপনার দৈহিক দুর্বলতাকে পরাস্ত করতে পেরেছে, কিন্তু শেষ বিচারে কশ্যপের মতো আমাদের সবারই মরতে হবে।'

'আমার প্রথম প্রশ্নের জবাব দিয়েছো তুমি, কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন আছে। কে আমাকে বেছে নিয়েছে?' জানতে চাইল তাইতা, যদিও জানত এই প্রশ্নের জবাব মিলবে না।

মিষ্টি হেঁয়ালিময় হাসি দিয়ে সামনে ঝুঁকে ওর ঠোঁটে উপর একটা আঙুল রাখল সুমনা। 'আপনাকে বাছাই করা হয়েছে,' বলল ফিসফিস করে, 'এতেই সন্তুষ্ট থাকুন।' তাইতা জানে ওকে জ্ঞানের শেষ সীমায় ঠেলে দিয়েছে ও: এরপর তার পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

দিনের বাকি সময় আর পরবর্তী রাতের অর্ধেকটা একসাথে ওদের ভেতর এপর্যন্ত যা কিছু বিনিময় হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করল ওরা। তারপর ওকে নিজের শোবার ঘরে নিয়ে এলো সুমনা, ভোরের আলো চেম্বার ভরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত মা আর শিশুর মতো পরস্পর গায়ে গা লাগিয়ে ঘুমাল। ঘুম থেকে উঠে এক সাথে স্নান করল ওরা। তারপর ওকে উদ্যানের এক গোপন কোণের প্রাচীন পাথুরে

দালানে নিয়ে এলো সুমনা। এখানে আগে আসেনি তাইতা। আগেই এসেছে তানসিদ। বিশাল মূল কামরার মাঝখানে রাখা একটা মার্বল পাথরের টেবিলে কাজে ব্যস্ত। ওরা ঢুকতেই চোখ তুলে তাকাল। 'বাকি সুইগুলো তৈরি করছি,' ব্যাখ্যা করল সে। 'তবে তোমরা একা থাকতে চাইলে আমি চলে যাব।'

'না, তুমি থাকো, প্রিয় তানসিদ,' বলল সুমনা। 'তোমার উপস্থিতি আমাদের কোনও সমস্যা করবে না।' তাইতার হাত ধরে গোটা কামরায় ঘুরে বেড়াল ও। 'গোড়াতে প্রথম দিকের যাজকরা এই কামরার নকশা করেছিলেন। কাজ করার জন্যে স্পষ্ট আলোর প্রয়োজন ছিল তাঁদের।' মাথার উপর অনেক উঁচুতে বসানো বিরাট আকারের খোলা জানালাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'এই অপারেশন টেবিলের উপর পঞ্চাশ প্রজন্মেরও বেশি যাজক অন্তর্চক্ষু খোলার অস্ত্রপচার করেছেন। ওরা প্রত্যেকেই ছিলেন জ্ঞানী, কথাটা দিয়ে আমরা গুরুকে বোঝাই, যারা অন্য মানুষ ও জীব জানোয়ারের আভা দেখতে পান।' দেয়ালের খোদাই করা লেখাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'আমাদের আগে শতাব্দীর পর শতাব্দী, সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ যারা বিদায় নিয়েছেন, তাদের সবার কথা রয়েছে ওখানে। আমাদের ভেতর কোনও বাধা থাকতে পারবে না। আপনাকে মিথ্যা আশ্বাসও দেব না–কথা বলার আগেই যেকোনও রকম প্রতারণার প্রয়াস স্পষ্ট বুঝে যাবেন আপনি। তো আপনাকে সত্যি করে বলছি, সফল হওয়ার আগে কশ্যপের অভিভাবকত্বে চারবার অন্তর্চক্ষু খোলার চেষ্টা করেছিলাম আমি।'

সবচেয়ে সাম্প্রতিক খোদাই লিপির দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'এখানে আমার প্রয়াসের নথি দেখতে পাচ্ছেন। প্রথমে হয়তো আমার দক্ষতা আর নৈপূণ্য ছিল না। আমার রোগিরা হয়তো ডান দিকের পথে যথেষ্ট অগ্রগামী ছিল না। একবার তো ফল ছিল মহাবিপর্যয়কর। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তাইতা, এটা বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।' এক মুহূর্ত নীরব রইল সুমনা, ভাবছে। তারপর ফের খেই ধরল। 'আমার আগেও অনেকে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে দেখুন!' দেয়ালের আরও দূরবর্তী প্রান্তের শেওলায় ঢাকা সুপ্রাচীন খোদাই লিপির কাছে নিয়ে গেল ওকে সুমনা। 'এগুলো এত পুরোনো হয়ে গেছে যে পাঠোদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবে ওখানে কী লেখা আছে বলছি। প্রায় দুই হাজার বছর আগে এক মহিলা এসেছিলেন এই মন্দিরে। এককালে এজিয়ান সাগরের তীরে লিয়ন নামে এক শহরের এক প্রাচীন জাতির জীবিত সদস্য ছিল সে। অ্যাপোলোর প্রধান পুরোহিতিনী। আপনার মতোই দীর্ঘায়ু। তার সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পৃথিবীময় ঘুরে জ্ঞান আর বিদ্যা আয়ত্ত করেছে। তখন এখানকার যাজক ছিলেন কর্মা। অচেনা মহিলা নিজেকে সত্যির প্রতিমূর্তি হিসাবে তুলে ধরতে পেরেছিল তার সামনে। এভাবে তার অন্তর্চক্ষু খোলাতে রাজি করাণ তাকে। এটা এমন এক সাফল্য ছিল যার ফলে যাজক বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু মহিলা মন্দির ছেড়ে চলে যাবার বেশ পরেই সন্দেহ আর কুচিন্তায় ভরে ওঠে কর্মার

মন। কয়েকটা মারাত্মক ঘটনার ফলে তিনি বুঝতে পারেন মহিলা সম্ভবত প্রতারক, চোর, বামপন্থার গুরু, মিথ্যার দাস হবে। অবশেষে তিনি জানতে পারেন, প্রকৃতপক্ষে যাকে বাছাই করা হয়েছিল তাকে হত্যা করার জন্যে ডাকিনীবিদ্যা কাজে লাগিয়েছে সে। নিহত নারীর পরিচয় ধারণ করে তাকে ভাঁওতা দিতে আপন পরিচয় যতটুকু সম্ভব আড়াল করতে পেরেছিল সে।'

'কী পরিণতি হয়েছে চিড়িয়াটার?'

'সরস্বতী দেবীর যাজকরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাকে খুঁজে বের করা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু নিজেকে আড়াল করে উধাও হয়ে গেছে সে। এতদিনে হয়তো মরে গেছে। সবচেয়ে ভালো এটাই আশা করতে পারি আমরা।'

'কী নাম তার?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'এই যে! এখানে খোদাই করা আছে।' আঙুলের ডগা দিয়ে লেখা স্পর্শ করল সুমনা। 'নিজেকে সূর্যদেবতার বোনের নামে, ইয়োস পরিচয় দিয়েছিল সে। এখন আমি জানি, এটা তার আসল নাম না। তবে তার আত্মার চিহ্ন ছিল বেড়ালের থাবার ছাপ। এই যে এখানে।'

'আরও কতজন ব্যর্থ হয়েছে?' বিষণ্ন ভাবনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল তাইতা।

'অনেক।'

'তোমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটা বলো।'

এক মুহূর্ত ভাবল সুমনা, তারপর বলল, 'আমি যখন একেবারে নবীশ ছিলাম তখনকার একটা ঘটনার কথা বিশেষভাবে মনে আছে। তার নাম ছিল বোতাদ, দেবতা ভোদেনের যাজক ছিলেন তিনি। পবিত্র নীল টাট্টুতে ভরা ছিল তাঁর শরীর। শীতল সাগরের ওপারের উত্তরের দেশ থেকে আনা হয়েছিল তাঁকে। বিশাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। কিন্তু বাঁশের সুইয়ের নিচে মারা গেছেন। অন্তরের মুক্ত শক্তির কাছে টিকে থাকার পক্ষে তার মহাশক্তি যথেষ্ট ছিল না। মগজ ফেটে গিয়েছিল, নাক কান থেকে রক্ত বের হয়ে এসেছিল।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুমনা। 'ভয়ঙ্কর কিন্তু দ্রুত ছিল মরণটা। হয়তো বোতাদ ওর আগে যারা এই কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাদের চেয়ে ভাগ্যবান ছিলেন। অন্তর্চক্ষু মালিকের উপরই বিগড়ে যেতে পারে, লেজ ধরে রাখা বিষাক্ত সাপের মতো। এতে ফুটে ওঠা কিছু আতঙ্ক এতই স্পষ্ট ও ভয়ঙ্কর যে, বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।'

সেদিনের বাকি সময়টুকু নীরব রইল ওরা। এদিকে পাথুরে টেবিলে নিজের কাজে ব্যস্ত রইল তানসিদ। অবশিষ্ট বাঁশের সুই পলিশ করে আর অস্ত্রপচারের সরঞ্জাম সাজিয়ে সময় কাটাল সে।

অবশেষে তাইতার দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে কথা বলল সুমনা। 'এখন আপনি জানেন কোন ঝুঁকির ভেতর পড়তে যাচ্ছেন। চেষ্টা করতে বাধ্য নন আপনি। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার সম্পূর্ণ আপনার।'

মাথা নাড়ল তাইতা। 'আমার কোনও উপায় নেই। এখন আমি জানি, আমার জন্মক্ষণেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে।'

সেই রাতে তাইতার ঘরে ঘুমাল তানসিদ ও মেরেন। বাতি নেভানোর আগে তাইতাকে একটা চীনা মাটির গামলা ভর্তি গরম ভেষজ নির্যাস দিল তাসনিদ। ওটা খাওয়ার প্রায় সাথে সাথে তক্তপোষের উপর লুটিয়ে পড়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল তাইতা। ওর শ্বাস প্রশ্বাস পরখ করে দেখতে আর ভোরের শীতল হাওয়া ঘরে ঢুকতে শুরু করলে ওর গায়ে চাদর টেনে দিতে রাতে দুবার জেগে উঠল মেরেন।

ঘুম থেকে জেগে ওদের তিনজনকে দেখতে পেল তাইতা: সুমনা, তানসিদ ও মেরেন। ওর তক্তপোষ ঘিরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

'ম্যাগাস, আপনি তৈরি?' সতর্ক কণ্ঠে জানতে চাইল সুমনা।

মাথা দোলাল তাইতা, কিন্তু মেরেন হড়বড়িয়ে কথা বলে উঠল, 'এই কাজ করতে যাবেন না, ম্যাগাস। নিজের উপর একাজ করতে যাবেন না, এটা অশুভ।'

ওর পেশল বাহু হাতে তুলে নিয়ে শক্ত করে দোলাল তাইতা। 'ঝুঁকির কথা ভেবেই তোমাকে বেছে নিয়েছি। তোমাকে আমার দরকার। আমাকে হতাশ করো না, মেরেন। কাজটা একা করতে হলে পরিণতি কী হবে কে বলতে পারে? একসাথে আমরা বিজয়ী হতে পারব, আগেও যেমন অনেকবার জিতেছি।' বেশ কয়েকবার অনিয়মিত শ্বাস টানল মেরেন। 'তুমি তৈরি, মেরেন? বরাবরের মতো আমার পাশে থাকছ?'

'আমাকে ক্ষমা করবেন, দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়েছিলাম আমি, তবে এখন আমি তৈরি, ম্যাগাস,' ফিসফিস করে বলল ও।

উদ্যানের উজ্জ্বল রোদের আলোয় নিয়ে এলো ওদের সুমনা, সেখান থেকে প্রাচীন দালানে। মার্বল টেবিলের এক কিনারে শৈল্য চিকিৎসকের সরঞ্জাম রাখা। অন্যপ্রান্তে একটা কয়লার ভাণ্ড রয়েছে; ওটার উপর তপ্ত হাওয়া কাঁপছে। নিচের মেঝেয় ভেড়ার পশমের গালিচা বিছানো। তাইতাকে কিছু বলার দরকার হলো না, টেবিলের দিকে মুখ করে গালিচার উপর হাঁটু গেড়ে বসল ও। মেরেনের উদ্দেশে মাথা দোলাল সুমনা, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আগেই ওকে সব বুঝিয়ে দিয়েছে ও। তাইতার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ও। তারপর এমনভাবে দুহাতে আলিঙ্গন করল ওকে যাতে তাইতা নড়াচড়া করতে না পারে।

'চোখ বন্ধ করো, মেরেন,' নির্দেশ দিল সুমনা। 'দেখতে যেয়ো না।' ওদের সামনে এসে দাঁড়াল সুমনা, তারপর একটা চামড়ার ফিতে বাড়িয়ে দিল তাইতাকে দাঁতে চেপে রাখতে। মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল তাইতা। ডান হাতে একটা

রূপার চামচ নিয়ে ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ও, তারপর অন্য হাতের দুই আঙুলে তাইতার ডান চোখের পাতা ফাঁক করল। 'সব সময়ই ডান চোখে দিতে হয়,' ফিসফিস করে বলল ও। 'সত্যির দিক।' চোখের পাতা বড় করে টেনে রাখল ও। 'শক্ত করে ধরে রাখ, মেরেন!'

ঘোঁৎ করে সায় দিল মেরেন, আরও শক্ত করে চেপে ধরল তাইতাকে। এক সময় গুরুর চারপাশে ব্রোঞ্জের রিংয়ের মতো হয়ে উঠল ওর হাতের বাঁধন। চামচের প্রান্তটা দৃঢ়, নিশ্চিত হাতে তাইতার চোখের উপরের পাতার নিচে পিছলে ঢুকিয়ে দিল সুমনা, আস্তে অক্ষিগোলকের পেছনে নিয়ে গেল। তারপর আস্তে করে কোটর থেকে চোখটা বের করে আনল। তাইতার গালের উপর ডিমের মতো ঝুলে থাকতে দিল ওটাকে। অপটিক নার্ভের ফিতের সাথে ঝুলছে। শূন্য কোটরটা যেন গোলাপি গভীর গুহা, চোখের জলে চকচক করছে। রূপার চামচটা তানসিদের হাতে তুলে দিল সুমনা। ওটাকে একপাশে নামিয়ে রেখে একটা বাঁশের সূঁচ তুলে নিল তানসিদ। ডগাটাকে কয়লার আগুনের উপর ধরে রাখল ও, যতক্ষণ না সেটা পুড়ে শক্ত হয়ে গেল। ধোঁয়া ওঠা সূঁচটা এবার সুমনার হাতে তুলে দিল ও। ডান হাতে সূঁচটা নিয়ে তাইতার শূন্য কোটর বরাবর চোখ না আসা পর্যন্ত মাথা নামিয়ে আনল সুমনা। অপটিক পাথওয়ের করোটিতে ঢোকার পথের কোণ আর অবস্থান যাচাই করল।

ওর আঙুলের নিচে তাইতার চোখের পাতা নড়ছে, কাঁপছে, নিয়ন্ত্রণের অতীত পিটপিট করে চলেছে। গ্রাহ্য করল না সুমনা। আস্তে আস্তে সুইটা চক্ষু কোটরে ঢুকিয়ে দিল, যতক্ষণ না সেটা পাথওয়ের প্রবেশ মুখ স্পর্শ করল। চাপ বাড়াল ও, যতক্ষণ না আকস্মিকভাবে সুইটা পর্দা ভেদ করে স্নায়ুর কোনও ক্ষতি না করেই নার্ভের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেল। যাবার পথে বলতে গেলে কোনও বাধার মুখে পড়ল না। ক্রমে গভীরে প্রবেশ করল ওটা। মগজের ফ্রন্টাল লোবের প্রায় এক আঙুল সমান গভীরতায় ঢোকার পর ঠিক অনুভব করা নয়, সূঁচটা দুচোখের ভেতর থেকে বের আসা স্নায়ু তন্তুর বান্ডিল যেখানে অক্ষিকোটরের অপটিক খাদ পেরিয়েছে সেখানে কিঞ্চিত বাধা টের পেল সুমনা। বাঁশের ডগাটা পোর্টালে পৌঁছেছে। ওর অভিব্যক্তি শান্ত থাকলেও সুমনার নির্মল ত্বকের উপর ক্ষীণ স্বেদবিন্দুর আস্তরণ দেখা দিয়েছে। চোখজোড়া সরু হয়ে গেছে। টানটান হয়ে গেছে ও, শেষ ধাক্কাটা দিল এবার। তাইতার দিক থেকে কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। সুমনা বুঝতে পারল সূক্ষ্ম লক্ষ্যভেদ করতে পারেনিও। সামান্য পিছিয়ে আনল সুইটা, তারপর সেই আগের গভীরতায় ফের ঠেলা দিল। এইবার একটু উপরে।

কেঁপে উঠল তাইতা, মৃদু শ্বাস ফেলল। তারপর শূন্যতায় হারিয়ে যাওয়ায় শিথিল হয়ে এল তার শরীর। এমন কিছু হবে বলে মেরেনকে আগেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। শক্তিশালী হাতে তাইতার চিবুকটা উঁচু করে রাখল ও, যাতে ওর প্রিয় মানুষটির মাথা সামনে হেলে না পড়ে। যেমন সাবধানে ঢুকিয়েছিল ঠিক একই

রকম সাবধানতায় চক্ষু কোটর থেকে সূঁচটা বের করে আনল সুমনা। রক্তের লেশমাত্র নেই ওতে। ওর চোখের সামনে সূক্ষ্ম ক্ষতের মুখটা আপনাআপনি বুজে গেল।

গুনগুন করে অনুমোদনসুলভ একটা শব্দ করল সুমনা। এবার চামচ দিয়ে ঝুলন্ত চোখটা আবার আস্তে করে কোটরে বসাল। স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রুত জায়গামতো বসার পর দ্রুত পিটপিট করতে লাগল তাইতার চোখের পাতা। লিনেনের ব্যান্ডেজের দিকে হাত বাড়াল সুমনা। আগেই নিরাময়কারী মলমে ভিজিয়ে মার্বল টেবিলের উপর রেখেছিল তানসিদ। তাইতার মাথার চারপাশে পেঁচিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল।

'যত তাড়াতাড়ি পারো, ওর জ্ঞান ফেরার আগেই ওকে ওর ঘরে নিয়ে যাও, মেরেন।'

দুধের বাচ্চার মতো কোলে তুলে নিল ওকে মেরেন। সুঠাম কাঁধের উপর ওর মাথা রাখল। তাইতাকে নিয়ে দৌড়ে মন্দিরে ফিরে এল ও, তারপর ওকে ওর ঘরে নিয়ে এল। সুমনা ও তানসিদ অনুসরণ করল ওকে। মেয়ে দুটি পৌঁছানোর পর অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল তানসিদ। আগেই ওখানে একটা কেতলি চাপিয়ে রেখেছিল ও। এক বাটি ভেষজ নির্যাস ঢেলে নিল। সুমনার কাছে নিয়ে এল ওটা।

'ওর মাথা তুলে ধরো!' নির্দেশ দিল সুমনা। তাইতার ঠোঁটের কাছে ধরল বাটিটা, তরলটুকু আস্তে আস্তে ওর মুখে তুলে দিয়ে গলা ডলে দিতে লাগল যাতে গিলতে পারে। বাটির সবটুকু তরল খাওয়াল ওকে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। আড়ষ্ট হয়ে গেল তাইতা, ওকে অন্ধ করে রাখা ব্যান্ডেজের দিকে হাত বাড়াল। যেন প্লাস্টার করা, এমনভাবে কাঁপতে শুরু করল ওর হাত। দাঁত কপাটি লেগে গেছে। তারপর দুপাটি এক করল ও। চোয়ালের গোড়ার পেশি শক্ত হয়ে উঠল। নিজের জিভ কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারে ভেবে ভয় পেল মেরেন। বুড়ো আঙুলে ম্যাগাসের দাঁত ফাঁক করার প্রয়াস পেল ও। কিন্তু আচমকা আপনাআপনি খুলে গেল তাইতার মুখ, আর্তনাদ করে উঠল ও। পাকা কাঠের মতো গিঁট পাকিয়ে গেল ওর শরীরে সমস্ত পেশি। একের পর এক খিঁচুনি কাঁপিয়ে দিল ওকে। সত্রাসে আর্তনাদ করে চলল ও, হতাশায় গোঙাল, তারপর যান্ত্রিক হাসিতে ফেটে পড়ল। ঠিক যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি সহসা কাঁদতে শুরু করল, যেন ওর হৃদয় ভেঙে গেছে। তারপর ফের আর্তনাদ করে উঠল ও। পিঠ বেঁকে গেল, একেবারে গোড়ালি স্পর্শ করার যোগাড় হলো মাথার। এমনকি মেরেনও ওর দুর্বল নাজুক, প্রাচীন দেহটাকে সামলে রাখতে পারছে না, দানবীয় শক্তি ভর করেছে ওখানে।

'ওর উপর কীসের আসর হলো?' সুমনার উদ্দেশে মিনতিভরা কণ্ঠে জানতে চাইল মেরেন। 'নিজেকে শেষ করে ফেলার আগেই ওকে থামাও!'

'ওর অন্তর্চক্ষু এখন বিস্ফারিত। এখনও নিয়ন্ত্রণ করতে শেখেনি। সাধারণ মানুষকে পাগল করে তোলার মতো এতই ভয়ঙ্কর সব ইমেজ বয়ে চলেছে ওর ভেতর, ওর মনকে ভরে দিচ্ছে। মানবজাতির সব ভোগান্তি সহ্য করছে ও।' তাইতাকে তেতো ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে সুমনাও এখন হাঁপাচ্ছে। সব ঘরের ছাদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে তাইতা।

'এই উন্মাদনাই উত্তরের বোতাদকে মেরে ফেলেছিল,' তানসিদকে বলল সুমনা। 'ইমেজগুলো ওর মগজকে ফুটন্ত তেল ভর্তি ব্লাডারের মতো ফুলিয়ে দিয়েছিল, এক সময় ধরে রাখতে না পারায় ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।' ব্যান্ডেজ খাঁমচানো থেকে বিরত রাখতে তাইতার হাত ধরে রাখার চেষ্টা করছে ও। 'সব বিধবা আর সন্তানহারা মায়ের কষ্ট অনুভব করছে ম্যাগাস, যারা তাদের প্রথম সন্তানের মরণ প্রত্যক্ষ করেছে। রোগে শোকে কষ্ট পেয়ে প্রাণ হারানো প্রতিটি নারী-পুরুষের ভোগান্তির স্বাদ পাচ্ছে। সমস্ত স্বৈরাচারীর নিষ্ঠুরতায়, মিথ্যার দৌরাত্ম্যে অসুস্থ বোধ করছে। বিধ্বস্ত নগরীর আগুনে পুড়ছে, পরাস্তদের সাথে হাজার হাজার যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ হারাচ্ছে। জীবন্ত প্রতিটি জীবের প্রাণ হারানোর কষ্ট অনুভব করছে। নরকের গভীরে চোখ রাখছে।'

'এতে মারা যাবে ও!' তাইতার মতোই সমান মাত্রার কষ্ট ভোগ করছে মেরেন।

'যদি অন্তর্চক্ষু নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, হ্যাঁ, সত্যিই প্রাণ হারাতে পারে ও। ওকে ধরে রাখো। ওকে নিজের মতো চলতে দিয়ো না।' ভীষণভাবে এপাশ-ওপাশ পাক খাচ্ছে তাইতার মাথা, বিছানার পাশের পাথুরে দেয়ালে টক্কর খাচ্ছে।

এবার উঁচু কাঁপা কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ শুরু করল সুমনা, ওর নিজের কণ্ঠস্বর নয় এটা। এই ভাষা এর আগে কখনও শোনেনি মেরেন। কিন্তু মন্ত্রে তেমন একটা কাজ হলো না।

নিজের বাহুতে তাইতার মাথা রাখল মেরেন। ওর দুপাশে অবস্থান নিলে সুমনা ও তানসিদ। নিজেদের দেহের সাহায্যে বাধা দিয়ে হিংস্র প্রয়াসে নিজেকে আহত করার হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। ওর খোলা মুখে সুবাসিত ফুঁ দিচ্ছে তানসিদ। 'তাইতা!' চিৎকার করে ডাকল ও। 'ফিরে এসো! আমাদের কাছে ফিরে এসো!'

'তোমার কথা শুনতে পাবে না ও,' বলল সুমনা। সামনে ঝুঁকে দুই হাত বাটির মতো করে তাইতার ডান কানের কাছে, সত্যির কান, ধরল। মন্ত্রের মতো একই ভাষায় মৃদু কণ্ঠে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল। অর্থ না বুঝতে পারলেও প্রভাব টের পেল মেরেন। অপর ম্যাগাসের সাথে কথা বলার সময় তাইতাকে এই ভাষা ব্যবহার করতে শুনেছিল ও। ওদের গোপন ভাষা এটা, একে ওরা বলে তেনমাস।

শান্ত হয়ে এল তাইতা, মাথাটা একপাশে কাত করল, যেন সুমনার কথা শুনতে পাচ্ছে। ওর কণ্ঠস্বর নিচু হয়ে এলেও তাতে তাগিদের ছাপ ফুটে উঠল। বিড়বিড় করে জবাব দিল তাইতা। ওকে নির্দেশনা দিচ্ছে সুমনা, বুঝতে পারল মেরেন।

বিধ্বংসী ইমেজ ও শব্দ থেকে উদ্ধার পেতে অন্তর্চক্ষু বন্ধ করায় সাহায্য করছে। যেন কীসের অভিজ্ঞতা লাভ করছে বুঝতে পারে, ওকে আঘাত দিয়ে চলা আবেগের জোয়ারের উপর নিয়ন্ত্রণ খুঁজে পায়।

সেদিনের বাকি সময় ও পরবর্তী দীর্ঘ রাতের বেশির ভাগ সময় ওর পাশে রইল ওরা। ভোরের দিকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমে ঢলে পড়ল মেরেন। ওকে জাগানোর চেষ্টা করল না মেয়েরা। বিশ্রাম নিতে দিল। মারপিট আর কঠোর শারীরিক প্রয়াসে মজবুত ওর শরীর, কিন্তু ওদের আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তির সাথে পেরে ওঠার মতো যোগ্যতা নেই। ওদের পাশে ও শিশুর মতো।

তাইতার খুব কাছে রইল সুমনা ও তানসিদ। এক সময় মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে আছে, আবার একবার মনে হচ্ছে অস্থির, ঘোরের ভেতরে যাওয়া আসা করছে। চোখের পট্টির ওপাশে যেন কল্পনা থেকে বাস্তবতাকে আলাদা করতে পারছে না। একবার উঠে বসে ভীষণ শক্তিতে তানসিদকে বুকে টেনে নিয়েছিল ও। 'লস্ত্রিস!' চিৎকার করে বলেছে। 'কথামতো ফিরে এসেছো তুমি। ওহ, আইসিস আর হোরাস। তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম আমি। এতগুলো বছর তোমার অপেক্ষায় তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে ছিলাম। আমাকে আর ছেড়ে যেয়ো না।'

ওর এমনি বিস্ফোরণে কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দেখায়নি তানসিদ। ওর দীর্ঘ রূপালি চুলে বিলি কেটে দিয়েছে। 'তাইতা, নিজেকে কষ্ট দিয়ো না। তোমার যতদিন প্রয়োজন, ততদিনই তোমার সাথে থাকব আমি।' যতক্ষণ না ফের বোধহীনতায় ডুবে গেল ও, ততক্ষণ আলগোছে শিশুর মতো বুকের কাছে ধরে রাখল ওকে। তারপর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সুমনার দিকে চোখ তুলে তাকাল ও। 'লস্ত্রিস!'

'এককালে মিশরের রানি ছিল,' ব্যাখ্যা করল সুমনা। অন্তর্চক্ষু ও কশ্যপের প্রজ্ঞা দিয়ে তাইতার মনে গভীরে তদন্ত চালিয়ে ওর স্মৃতি খুঁড়ে বের করে আনছে। লস্ত্রিসের জন্যে ওর চিরস্থায়ী ভালোবাসা এতই স্পষ্ট যে, সুমনার কাছে ওর নিজের ভালোবাসা মনে হচ্ছে।

'এতটুকু থেকে ওকে পেলেপুষে বড় করেছে তাইতা। সুন্দরী ছিল সে। ওদের আত্মা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও মিলিত হওয়ার জো ছিল না। বিক্ষত শরীরের কারণে পুরুষত্বহীনতার দরুণ ওর পক্ষে কোনওদিনই বন্ধু ও রক্ষাকারীর চেয়ে বেশি কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। তারপরেও সারা জীবন ওকে ভালোবেসেছেন উনি, মরণের পরেও থেমে নেই তা। মেয়েটাও বিনিময়ে ভালোবেসেছে ওকে। ওর কোলে মাথা রেখে মারা যাবার সময় লস্ত্রিস বলেছিল, "এই জীবনে মাত্র দুজন পুরুষকে ভালোবেসেছি আমি, তুমি তাদের একজন। পরজন্মে দেবতারা হয়তো আমাদের ভালোবাসাকে আরও করুণার চোখে দেখবেন।"'

সুমনার কণ্ঠস্বর ভেঙে এল। দুটি মেয়ের চোখই অশ্রুতে টলমল করছে।

এর পর নেমে আসা নীরবতা ভঙ্গ করল তানসিদ। 'আমাকে সব খুলে বলো, সুমনা। সত্যিকারের ভালোবাসার চেয়ে সুন্দর কিছু পৃথিবীতে নেই।'

'লস্ত্রিস মারা যাবার পর,' ম্যাগাসের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কোমল কণ্ঠে বলল সুমনা, 'ওকে আলিঙ্গন করেন তাইতা। ওকে সমাধিতে শোয়ানোর আগে মাথা থেকে এক গাছি চুল কেটে নিয়েছিলেন তিনি, সোনার লকেটে ভরে রাখেন।' সামনে ঝুঁকে তাইতার গলায় সোনালী চেইনে ঝোলানো লস্ত্রিসের মাদুলি স্পর্শ করল ও। 'দেখেছো আজও ওটা পরে আছেন উনি। এখনও ওর ফেরার অপেক্ষা করছেন।'

কেঁদে ফেলল তানসিদ। ওর দুঃখে সমব্যথী হলো সুমনা। কিন্তু চোখের পানিতে সেটা ধুয়ে ফেলতে পারল না। নিপূণ কারিগরের পথে অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়ায় এখন এই ধরনের স্বস্তিকর মানবীয় দুর্বলতা পেছনে ফেলে এসেছে। দুঃখ সুখেরই ভিন্ন চেহারা। শোকাকূল হওয়াই মানুষের চরিত্র। তানসিদের পক্ষে এখনও কান্নার অবকাশ আছে।

মহা বর্ষাকাল শেষ হওয়া নাগাদ বিপদ কাটিয়ে উঠল তাইতা, অন্তর্চক্ষু নিয়ন্ত্রণ শিখে গেল ও। ওর এই নতুন ক্ষমতা সম্পর্কে এখন সবাই সজাগ। এক ধরনের অলৌকিক স্থিরতার বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে ও। ওর কাছে থাকাটাকে স্বস্তিকর আবিষ্কার করেছে মেরেন ও তানসিদ, কথা না বললেও ওর সঙ্গে ভালো লাগছে।

অবশ্য, সজাগ থাকার বেশির ভাগ সময়ই সুমনার সাথে কাটাচ্ছে তাইতা। মন্দির দ্বারে দিনের পর দিন বসে থাকে ওরা, অন্তর্চক্ষু দিয়ে সামনে দিয়ে যারা যায় তাদের জরিপ করে। ওদের চোখে প্রতিটি মানবদেহ নিজস্ব আভায় জ্বলজ্বল করছে, বদলে যাওয়া আলোর মেঘ প্রত্যেকের আবেগ, ভাবনা ও চরিত্র মেলে ধরছে ওদের সামনে। এইসব সঙ্কেত ব্যাখ্যা করার কায়দা তাইতাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে সুমনা।

রাত নেমে এলে সবাই যার যার ঘরে চলে গেলে মন্দিরের অন্ধকার ঘরে দেবী সরস্বতীর প্রতিমার মাঝে ঘেরাও হয়ে বসে সুমনা ও তাইতা, সারা রাত কথা বলে পার করে, এখনও উচ্চ মর্যাদার দীক্ষাপ্রাপ্তদের প্রাচীন তেনমাস ভাষা ব্যবহার করছে ওরা, যার মাথামুণ্ড কিছুই বোঝে না মেরেন বা তানসিদ। যেন ওরা বুঝে গেছে বিদায়ের ক্ষণ শিগগিরই হাজির হবে ওদের সামনে। হাতের সময়টুকুর প্রতিটি সেকেন্ডের সদ্ব্যবহার করতে হবে ওদের।

'তুমি কোনও আভা বিলোচ্ছ না?' চূড়ান্ত আলোচনার সময় জানতে চাইল তাইতা।

'আপনিও না,' জবাব দিল সুমনা। 'কোনও মোহন্তই বিলোয় না। এটাই আমাদের পরস্পরের কাছে পরিচয় দেওয়ার নিশ্চিত উপায়।'

'তুমি আমার চেয়ে অনেক প্রাজ্ঞ।'

'প্রজ্ঞার জন্যে আপনার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা আমাকে ছাড়িয়ে গেছে। এখন আপনার অন্তর্চক্ষু খুলে যাওয়ায় আপনি কুশলীদের চূড়ান্ত অবস্থানের ঠিক আগের জায়গায় পৌঁছে গেছেন। এখন আপনি যেখানে আছেন, আর মাত্র একটি পর্যায় আছে এরপর। সেটা হচ্ছে দয়াময় অমরত্ব।'

'রোজই নিজেকে আরও শক্তিশালী বোধ করছি। আগের চেয়ে পষ্টভাবে আহ্বান শুনতে পাচ্ছি। একে উপেক্ষা করা যাবে না। তোমাদের ছেড়ে যেতেই হচ্ছে আমাকে।'

'হ্যাঁ, আমাদের সাথে আপনার অবস্থানের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে,' সায় দিল সুমনা। 'আমাদের আর কখনও দেখা হবে না, তাইতা। দুঃসাহসই যেন আপনার সাথী হয়। অন্তর্চক্ষু আপনাকে পথ দেখাক।'

পুকুর ধারের তাঁবুতে আস্ত্রাতা ও উ লু'র সাথে ছিল মেরেন। দৃঢ় পদক্ষেপে তাইতাকে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে চট করে কাপড়ের দিকে হাত বাড়াল ওরা। পোশাক পরে নিল। তানসিদ রয়েছে ওর পাশে। এই প্রথম যেন তাইতার পরিবর্তনের মাত্রাটুকু ধরতে পারল ওরা। এখন আর বয়সের ভারে নুয়ে নেই ও, দীর্ঘ, ঋজু ভঙ্গি, শক্তিশালী। ওর মাথার চুল আর দাড়িতে এখনও রূপালি আভা থাকলেও আগের চেয়ে ঢের ঘন, ঝলমলে মনে হচ্ছে। ওর চোখজোড়া এখন আর ম্লান, আবছা নয়, বরং পরিষ্কার, স্থির। এমনকি ন্যূনতম কল্পনাপ্রবণ মেরেনও এইসব পরিবর্তন ধরতে পারছে। ছুটে গিয়ে তাইতার সামনে নত হলো ও। নিঃশব্দে ওর পা জড়িয়ে ধরল। ওকে তুলে আলিঙ্গন করল তাইতা। তারপর সামনে ধরে সতর্কভাবে যাচাই করল। মেরেনের আভা যেন গাঢ় কমলা রঙের, মরুর বুকে ভোরের মতো। সৎ যোদ্ধার আভা, বীর ও সত্যিকারের যোদ্ধা। 'তোমার অস্ত্রশস্ত্র নাও, সৎ মেরেন, কারণ এবার আমাদের বিদায় নিতে হচ্ছে।' মুহূর্তের জন্যে মাটির সাথে যেন সেঁটে রইল মেরেন। কিন্তু পরক্ষণে আস্ত্রাতার দিকে চোখ ফেরাল।

ওর আভা যাচাই করল তাইতা। তেলের লণ্ঠনের স্থির শিখার মতো, পরিষ্কার, নির্মল। কিন্তু সহসা শিখাটাকে কেঁপে উঠতে দেখল ও। তারপর বিদায়ের বেদনা কাটিয়ে উঠতেই ফের স্থির হয়ে গেল। ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মন্দিরের আবাসিক এলাকায় চলে গেল মেরেন, খানিক পরে ফিরে এল আবার। কোমরে সোর্ডবেল্ট বেঁধে নিয়েছে, বাম কাঁধে ঝুলছে তীর ধনুক। তাইতার বাঘের ছালের জোব্বা গোল করে বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে।

মেয়েদের এক এক করে চুমু খেল তাইতা। তিন *অপ্সরার* নৃত্যরত আভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ও। উ লু রূপালি মেঘের আড়ালে আবৃত হয়ে গেছে, তাতে কাঁপা

সোনালি রঙের ছোপ, অনেক জটিল, আস্ত্রাতার আভার চেয়ে গভীর। কুশলীদের পথে আরও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে সে।

তানসিদের আভা মদের বাটিতে ভেসে বেড়ানো মূল্যবান তেলের পর্দার মতো মুক্তো যেন, বারবার রঙ আর ভাব বদলাচ্ছে, আলোর নক্ষত্র ছুঁড়ে দিচ্ছে। ওর আত্মা মহান, মনটা খুবই ভালো। নিজেকে কখনও সুমনার বাঁশ- সূঁচের খোঁচার নিচে যেতে দেবে কিনা ভাবল তাইতা। ওকে চুমু খেল। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতর ঝলকে কেঁপে উঠল ওর আভা। অল্প কদিনের পরিচয়ে আত্মার অনেক কিছুই বিনিময় করেছে ওরা। মেয়েটা ওকে ভালোবেসে ফেলেছে।

'তোমার নিয়তি পূরণ হোক,' ওদের ঠোঁট বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় ফিসফিস করে বলল তাইতা।

'আমি মন থেকে জানি আপনি আপনার নিয়তি পূরণ করবেন, ম্যাগাস,' কোমল কণ্ঠে জবাব দিল সে। 'আপনার কথা কোনওদিন ভুলব না আমি।' সহজাতভাবে ওর গলা জড়িয়ে ধরল। 'আহা, ম্যাগাস, আমি যদি...কী যে ইচ্ছে করছে...'

'জানি কী ইচ্ছে করছে। ভালোই হতো সেটা,' আস্তে করে বলল তাইতা। 'কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপার সম্ভব নয়।'

মেরেনের দিকে ফিরল ও। 'তুমি তৈরি?'

'আমি তৈরি, ম্যাগাস,' বলল মেরেন। 'আপনি পথ দেখান, আমি আসছি।'

উল্টোপথে এগোল ওরা। চূড়ার কাছে যেখানে চিরন্তন হাওয়া বিলাপ করে ফিরছে সেখানে পাহাড়ে উঠে তারপর বিশাল পাহাড়ি পথের গোড়াতে হাজির হলো, সেপথ ধরে এগোল পশ্চিমে। সমস্ত বাঁক ও মোড়, প্রতিটি চড়াই, পাস ও বিপজ্জনক ফোর্ড মনে আছে মেরেনের, ফলে সঠিক পথের খোঁজ করতে গিয়ে এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করল না ওরা, দ্রুত আগে বাড়ল। আবার একবাতানার হাওয়াখেলানো প্রান্তরে পৌঁছুল ওরা, বুনো ঘোড়ার বড় বড় পাল দাবড়ে বেড়ায় এখানে।

প্রথম আগ্রাসী হিকসস বাহিনীর সাথে মিশরে আবির্ভাব ঘটার পর থেকেই অসাধারণ পশুগুলোর সাথে খাতির জমে গিয়েছিল তাইতার। শত্রুপক্ষের কাছ থেকে ওগুলোকে বন্দি করে ও, ফারাও মামোসের জন্যে ওর নকশা করা রথে জুততে প্রথম দলটাকে পোশ মানায়। এই সেবার বিনিময়ে ওকে 'দশ সহস্র রথের প্রভু' উপাধি দিয়েছিলেন ফারাও। ঘোড়ার প্রতি তাইতার ভালোবাসা অনেক দিনের পুরোনো।

ঘেসো প্রান্তর হয়ে যাবার পথে উঁচু কঠিন পাহাড়ী পথ বেয়ে নেমে আসার পর ঘোড়ার পালের মাঝে থাকবার জন্যে বিরতি দিল ওরা। ঘোড়ার পাল অনুসরণ করে

একটা মলিন, বৈশিষ্ট্যহীন ল্যান্ডস্কেপের মুখোমুখি হলো। গোপন একটা উপত্যকা, পরিষ্কার মিষ্টি পানি বুকে নিয়ে প্রাকৃতিক ঝর্নার একটা ধারা বয়ে চলেছে ওটার পাশ দিয়ে। উন্মুক্ত প্রান্তরকে ক্ষয়ে দেওয়া চিরন্তন হাওয়া অবশ্য ছায়া ঢাকা জায়গাগুলোতে পৌঁছেনি, ঘাস এখানে সবুজ, রসালো। অনেক ঘোড়া দেখা যাচ্ছে এখানে। ওদের উপভোগ করতে ঝর্নার ধারে শিবির খাটাল তাইতা। ঘোসো মাটি দিয়ে একটা কুঁড়ে বানাল মেরেন। শুকনো গোবর জ্বালানি হিসাবে কাজে লাগাল ওরা। পুকুরে মাছ আর জলো ইঁদুরের ছড়াছড়ি। ফাঁদ পেতে ওগুলো ধরল মেরেন, ওদিকে ভেজা জমিনে খাবার উপযোগি শ্যাওলা আর শেকড়ের সন্ধান করল তাইতা। ওদের কুঁড়ের চারপাশে, ঘোড়াগুলো যাতে মাড়িয়ে না দেয়, এমন কাছাকাছি দূরত্বে সরস্বতীর মন্দির থেকে আনা কিছু বীজ ছড়িয়ে দিল ও। বেশ ভালো ফসল ফলাল। বিশ্রামে সুস্থ হয়ে উঠল ওরা, পরের কঠিন যাত্রার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করছে।

ঝর্নার কাছে ওদের উপস্থিতিতে ঘোড়াগুলো অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। অচিরেই তাইতাকে কয়েক কদম কাছে আসার সুযোগ করে দিল ওরা, কিন্তু তারপরই মাথা ঝাঁকিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। সদ্য পাওয়া অন্তর্চক্ষুর ক্ষমতায় প্রতিটি ঘোড়ার আভা নিরীখ করল ও।

নিচু জাতের প্রাণীদের ঘিরে রাখা আভা মানুষের আভার মতো তীব্র না হলেও সুস্থ ও শক্তিশালী এবং পেশল ও হৃদয়বান ঘোড়াগুলোকে আলাদা করতে পারল ও। ওদের মেজাজ আর অবস্থাও যাচাই করল। কোনগুলো মাথা গরম, বা বেপরোয়া আর কোনগুলো কোমল ও বশ মানানোর উপযোগী সেটা স্থির করা গেল। বাগানের গাছগুলোর বড় হতে কয়েক সপ্তাহ সময় নিল। এই সময় পাঁচটা পশুর সাথে পরীক্ষামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলল ও। সবকটাই উন্নত বুদ্ধিমত্তা, শক্তি ও আন্তরিক মানসিকতার। ওগুলোর তিনটে মাদী ঘোড়া, বাচ্চাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে পায়ের কাছে। বাকি দুটো বাচ্চা, এখনও স্ট্যালিয়নগুলোর সাথে ফষ্টিনষ্টি করছে বটে কিন্তু লাথি হাঁকিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে ওদের আগে বাড়া ঠেকাচ্ছে। একটা বিশেষ বাচ্চা ঘোড়ার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করছে তাইতা।

ছোট্ট পালটাও ওর মতো আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে। ওদের কবল থেকে বাগান বাঁচাতে মেরেনের দেওয়া বেড়ার কাছে ঘুমাচ্ছে ওরা। ব্যাপারটা উদ্বিগ্ন করে তুলেছে মেরেনকে। 'মেয়ে মানুষদের চেনা আছে আমার, ওই কুটিল মাদীগুলো বিশ্বাস করতে পারছি না। সাহস সঞ্চয় করছে ওরা। একদিন সকালে উঠে দেখব আমাদের বাগানের আর কিছুই বাকি নেই।' বেশির ভাগ সময়ই বেড়াটাকে আরও মজবুত করা আর আগ্রাসীভাবে পাহারা দেওয়ার পেছনে ব্যয় করছে ও।

তাইতাকে ফসলের অংশ কাঁচা সীমের খানিকটা একটা ব্যাগে ভরে সেগুলো পটের কাছে আনার বদলে ছোট্ট পালটা যেখানে বসে আগ্রহের সাথে জরিপ করছিল সেখানে নিয়ে যেতে দেখে রীতিমতো ভীত হয়ে উঠল মেরেন। নিজের জন্যে পছন্দ

করা বাচ্চা ঘোড়াটা ধোঁয়াটে ধূসর ছোপঅলা ক্রিম রঙা। তাইতাকে আগের চেয়ে ওর কাছে যাবার সুযোগ দিল ওটা, দুই কান খাড়া করে ওর আদুরে কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। অবশেষে তার ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে গেল ও। মাথা নেড়ে দৌড়ে পালাল ওটা। থেমে পিছু ডাকল ও: 'তোমার জন্যে একটা উপহার ছিল, প্রিয়তমা। মিষ্টি মেয়ের জন্যে মিষ্টি।' ওর কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়াল ঘোড়াটা। মুঠো ভর্তি সীম বাড়িয়ে ধরল তাইতা। ঘাড়ের উপর দিয়ে ওর দিকে তাকাল ঘোড়াটা। চোখ পাকাল, চোখের পাতার গোলাপি কিনারা বেরিয়ে পড়ল। সীমের গন্ধ শুঁকতে নাক ফোলাল তারপর।

'হ্যাঁ, সুন্দরী জানোয়ার, স্রেফ গন্ধ শুঁকো। কীভাবে প্রত্যাখ্যান করবে আমাকে?'

নাক দিয়ে একটা শব্দ করল ঘোড়াটা, সিদ্ধান্তহীনতায় মাথা দোলাল।

'আচ্ছা, ঠিকাছে। নিতে না চাইলে মেরেন খুশি হয়েই নিজের পটে রাখবে এগুলো।' বেড়ার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ও। কিন্তু এখনও হাত বাড়িয়ে রেখেছে। গভীর মনোযোগের সাথে পরস্পরকে মাপল ওরা। ওর দিকে এক পা বাড়াল ঘোড়াটা। আবার থমকে দাঁড়াল। মুখের কাছে হাত এনে একটা সীম দাঁতের ফাঁকে রেখে মুখ খোলা রেখে চিবুল তাইতা। 'কি যে মজা বলে বোঝাতে পারব না,' ওকে বলল ও। অবশেষে হার মানল ওটা। কাছে এসে নিপূণভাবে বাটির মতো করে ধরা হাত থেকে সীম তুলে নিল। মখমলের মতো নাকটা, নিঃশ্বাসে লেগে আছে নতুন ঘাসের গন্ধ। 'তোমাকে কী নামে ডাকব?' ওকে জিজ্ঞেস করল তাইতা। 'তোমার সৌন্দর্যের সাথে মানানসই হতে হবে। আহ! তোমার উপযুক্ত নাম পেয়েছি। তোমার নাম হবে উইন্ডস্মোক।'

পরের সপ্তাহগুলোয় জমিতে নিড়ানি দিল তাইতা ও মেরেন। তারপর পাকা সীম তুলে জলো ইঁদুরের চামড়ায় বানানো বস্তায় তুলে রাখল। রোদ-হাওয়ায় লতা শুকিয়ে বান্ডিল বানাল। বেড়ার উপর দিয়ে ঘাড় বাঁকা করে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াগুলো, তাইতার দেওয়া সীমের লতা চিবুচ্ছে। সেদিন সন্ধ্যায় শেষবারের মতো উইন্ডস্মোককে একমুঠো সীম দিয়ে ওটার ঘাড়ে হাত তুলে কেশরে বিলি কাটল তাইতা, মৃদু স্বরে কথা বলল ওটার সাথে। তারপর কোনওরকম তাড়াহুড়ো ছাড়াই টিউনিকের স্কার্ট তুলে হাড়জিরজিরে পায়ে ওটার পিঠে চেপে বসল। মহাবিস্ময়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল ঘোড়াটা, কাঁধের উপর দিয়ে দেখছে তাইতাকে, চোখজোড়া চিকচিক করছে। পায়ের আঙুলে ওটাকে গুঁতো দিল তাইতা, পশুটা এগোতে শুরু করল, ওদিকে মহা আনন্দে চিৎকার ছেড়ে হাত তালি দিল মেরেন।

ওরা পুকুর পারের শিবির ত্যাগ করার সময় উইন্ডস্মোকের পিঠে রইল তাইতা, মেরেন চালাচ্ছে অন্য একটা পুরোনো মেয়ার। ওদের মালসামান পিছনে আসা ঘোড়াগুলোর পিঠে বোঝাই করা।

এভাবে বিদায় নেওয়ার সময়ের চেয়ে অনেক দ্রুত বাড়ি ফিরতে পারল ওরা। কিন্তু গালালায় পৌঁছালো যখন, ততদিনে সাত বছর পার হয়ে গেছে। ওদের ফেরার খবর রাষ্ট্র হওয়ামাত্র আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল গোটা শহরে। নগরবাসীরা অনেক আগেই ধরে নিয়েছিল ওরা মরে গেছে। সবাই যার যার পরিবার নিয়ে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে হাজির হলো। ওদের সম্মান দেখাতে ছোটখাট উপহার রয়েছে সবার কাছে। ওদের দূরে থাকার সময় অধিকাংশ বাচ্চাই বেড়ে উঠেছে। অনেকের বাচ্চাকাচ্চাও হয়েছে। বাচ্চাদের আদর করল তাইতা, আশীর্বাদ করল।

কাফেলা চালকদের কল্যাণে ওদের প্রত্যাবর্তনের খবর মিশরের বাকি অংশে দ্রুত রাষ্ট্র হয়ে গেল। অচিরেই ফারাও নেফার সেতি আর রানি মিনতাকার বার্তাবাহকরা হাজির হলো থেবসের দরবারে। পাঠানো সংবাদে তেমন খুশির কিছু নেই: প্রথমবারের মতো রাজ্যে আবির্ভূত প্লেগের সংবাদ কানে এলো তাইতার। 'যত তাড়াতাড়ি পারো, চলে এসো, প্রাজ্ঞ,' নির্দেশ দিয়েছেন ফারাও। 'তোমাকে আমাদের প্রয়োজন।'

'আইসিসের নতুন চাঁদ উঠলেই আসব আমি,' জবাব দিল তাইতা। ইচ্ছে করে অবাধ্যতা দেখাচ্ছে না ও, জানে ফারাওকে পরামর্শ দেওয়ার মতো আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি এখনও নেওয়া হয়নি ওর। বুঝতে পারছে, এই প্লেগ আসলে শ্রদ্ধেয় মাতা সুমনার আশঙ্কিত মহা অমঙ্গলের প্রকাশ, যার জন্যে ওকে সতর্ক করে দিয়েছিল সে। অন্তর্চক্ষুর অধিকারী হলেও এখনই মিথ্যার শক্তির মোকাবিলা করতে পারবে না ও। অবশ্যই লক্ষণ বিচার করতে হবে ওকে, যাচাই করতে হবে, তারপর নিজের আধ্যাত্মিক সম্পদ একত্রিত করতে হবে। সহজাত প্রবৃত্তির জোরে ও জানে গালালায় ওর জান্যে নির্দেশনা আসবে, সেজন্যে অপেক্ষাও করতে হবে।

কিন্তু অনেক রকম বাধা আর বিচ্যুতি দেখা গেল। অচিরেই আগন্তুকদের আগমন ঘটতে শুরু করল, তীর্থযাত্রী ও ভিখিরির দল ভিখ মাঙতে শুরু করল, পঙ্গু আর অসুস্থরা এলো রোগমুক্তির আশায়। রাজণ্যদের দূতরা সাথে করে বিপুল উপহার নিয়ে এলেন, ভবিষ্যদ্বাণী ও ঐশী নির্দেশনা চাইলেন তাঁরা। আগ্রহের সাথে ওদের আভা বিচার করল তাইতা। আশা করল ওদের ভেতর ওর কাঙ্ক্ষিত জন আছে। বারবার হতাশ হতে হলো, উপহারসহই ফেরত পাঠাল ওদের।

'আমাদের কি কিছু খাজনা রেখে দেওয়া উচিত ছিল না, ম্যাগাস?' আবেদন জানাল মেরেন। 'আপনি পবিত্র পুরুষে পরিণত হলেও তো খাবারের দরকার হবে, তাছাড়া আপনার টিউনিকও তো ন্যকড়ায় পরিণত হয়েছে। আমারও একটা নতুন ধনুক দরকার হয়ে পড়েছে।'

মাঝে মাঝে হয়তো কোনও অতিথি ক্ষীণ আশা জাগিয়ে তুলছে, যখন আভার জটিলতা চিনতে পারছে ও। ওরা প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সন্ধানী, ম্যাজাইদের ভ্রাতৃসংঘের মাঝে ওর খ্যাতি জেনে হাজির হচ্ছে। কিন্তু ওরা ওর কাছে নিতে আসছে, কারওই ওর ক্ষমতার সাথে তাল মেলানোর ক্ষমতা বা বিনিময়ে কিছু দেওয়ার নেই।

তারপরেও ওদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে ও, প্রতিটি কথা যাচাই করছে। তাৎপর্যপূর্ণ তেমন কিছুই নেই, তবু অনেক সময় কোনও বিক্ষিপ্ত মন্তব্য বা ভুল মতামত সঠিক পথে নিয়ে আসছে ওর মনকে। ওদের ভুলের ভেতর দিয়ে বিপরীত ও সঠিক উপসংহারে পৌঁছে যাচ্ছে ও। কশ্যপ ও সুমনার সতর্কবাণী সর্বক্ষণ মাথায় রয়েছে ওর, আসন্ন সংগ্রামে বেঁচে থাকার জন্যে ওর সর্বশক্তি, প্রজ্ঞা আর বুদ্ধির দরকার হবে।

মিশর থেকে এসে লোহিত সাগর তীরবর্তী পাহাড়ী বুনো সাগাফাগামী কাফেলা নিয়মিত মিশর মাতার খবর বয়ে আনছে। এমনি আরেকটা কাফেলা পৌঁছানোর পর কাফেলার সর্দারের সাথে আলাপ করতে মেরেনকে পাঠাল তাইতা। বিখ্যাত ম্যাগাস তাইতার আস্থাভাজন জানা থাকায় ওর সাথে সম্মানের সাথে ব্যবহার করল সবাই। সেদিন সন্ধ্যায় শহর থেকে ফিরে ও জানাল, 'কাফেলার বণিক ওবেদ তিন্দালি মহাদেবতা হোরাসের কাছে প্রার্থনার সময় তার নাম মনে রাখার আবেদন জানিয়েছে। সুদূর ইথিওপিয়া থেকে সবচেয়ে ভালো মানের কফির দরাজ উপহার পাঠিয়েছে আপনার কাছে, কিন্তু আপনাকে এখন নিজেকে স্থির করার জন্যে সাবধান করে দিচ্ছি, ম্যাগাস, কেননা ডেল্টা থেকে আপনার জন্যে স্বস্তিকর কোনও খবর বয়ে আনেনি সে।'

চোখের আড়ালে খেলে যাওয়া শঙ্কা লুকোতে মুখ নিচু করল বুড়ো মানুষটা। এরই মধ্যে যেসব খবর পেয়েছে তার চেয়ে খারাপ সংবাদ আর কী হতে পারে? আবার মুখ তুলে তাকিয়ে শক্ত কণ্ঠে কথা বলল ও। 'আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করো না মেরেন। কিছুই লুকিয়ো না। নীল নদের বান শুরু হয়ে গেছে?'

'এখনও হয়নি,' মৃদু কণ্ঠে, বিষণ্ন সুরে জবাব দিল মেরেন। 'এই নিয়ে বিনা বন্যায় সাত বছর কেটে যাচ্ছে।'

তাইতার কঠিন অভিব্যক্তি বদলে গেল। বন্যা আর দক্ষিণ থেকে বয়ে আসা উর্বর পলিমাটি ছাড়া মিশর দুর্ভিক্ষ, পঙ্গপাল ও মরণের ফাঁদে পড়বে।

'ম্যাগাস, খবরটা আমার দুঃখ যারপরনাই বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আরও খারাপ খবর বাকি আছে এখনও,' বিড়বিড় করে বলল মেরেন। 'নীল নদের যেটুকু পানি অবশিষ্ট ছিল সেটা রক্ত হয়ে গেছে।'

ওর দিকে চেয়ে রইল তাইতা। 'রক্ত!' পুনরাবৃত্তি করল ও। 'বুঝলাম না!'

'ম্যাগাস, এমনকি নদীর শুকিয়ে যাওয়া পুকুরগুলো পর্যন্ত গাঢ় লাল হয়ে গেছে, পচা লাশের মতো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে,' বলল মেরেন। 'মানুষ বা পশু কেউই ওই পানি মুখে তুলতে পারছে না। ঘোড়া, গরু আর ছাগলগুলো তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে। নদীর কিনারে সার বেঁধে পড়ে আছে ওদের মরদেহ।'

'প্লেগ ও ভোগান্তি! সময়ের আদিতেও এমন কিছু কখনও কেউ কল্পনা করেনি,' ফিসফিস করে বলল তাইতা।

'কিন্তু এটা কেবল একটামাত্র প্লেগ নয়, ম্যাগাস,' গোঁয়ারের মতো বলে চলল মেরেন। 'নীলের রক্তাক্ত পুকুর থেকে কুকুরের মতো বিশাল আর ক্ষিপ্র কাঁটাঅলা ব্যাঙ উঠে এসেছে। ওদের বিষাক্ত শরীর ঢেকে রাখা ফুঁসকুড়ি থেকে দুর্গন্ধময় বিষ চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে। মড়া পশুগুলো খেয়ে নিচ্ছে ওরা। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। লোকে বলছে, মহান হোরেস যেন ক্ষমা করেন, দানবগুলো বাচ্চা আর বয়স্ক দুর্বল লোক, আর যাদের নিজেদের বাঁচানোর ক্ষমতা নেই, তাদেরও আক্রমণ করছে। আর্তনাদ ছেড়ে মোচড় খাওয়ার সময়ই গিলে নিচ্ছে ওদের।' থেমে লম্বা শ্বাস নিল মেরেন। 'কী ঘটছে এই দুনিয়ায়? আমাদের উপর একি ভয়ানক অভিশাপ নেমে এলো, মহান ম্যাগাস?'

ওদের একসাথে থাকার দশকগুলোয়, সেই ক্ষমতাদখলকারীদের বিরুদ্ধে মহান লড়াইয়ের সময় থেকে, নেফার সেতির উচ্চ ও নিম্ন মিশরের দ্বৈত সিংহাসনে আরোহণের কাল থেকেই বরাবর তাইতার পাশে ছিল মেরেন। তাইতার দত্তক ছেলে ও, ওর ছেঁটে ফেলা পৌরুষ থেকে কোনওদিনই ওর পক্ষে জন্ম নেওয়া সম্ভব হতো না। না, মেরেন ওর কাছে সন্তানের চেয়েও বেশি, বুড়ো মানুষটার প্রতি ওর ভালোবাসা রক্তের বাঁধনও অতিক্রম করে গেছে। এখন ওর নিজস্ব দুর্দশা সবকিছু আচ্ছন্ন করে রাখলেও ওকে বিচলিত হতে দেখে আলোড়িত হলো তাইতা।

'আমাদের প্রাণপ্রিয় দেশে, আমাদের ভালোবাসার মানুষজনের কপালে, আমাদের প্রিয় রাজার ভাগ্যে, কেন এমন হচ্ছে?' আবেদন ঝরে পড়ল মেরেনের কণ্ঠে।

মাথা নাড়ল তাইতা, অনেকক্ষণ নীরব রইল। তারপর সামনে ঝুঁকে মেরেনের বাহু স্পর্শ করল। 'দেবতারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন,' বলল ও।

'কেন?' লেগে রইল মেরেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন শঙ্কায় বলতে গেলে ছেলেমানুষের মতো হয়ে গেছে এই মহাবীর যোদ্ধা ও সামনের কাতারের সঙ্গীটি। 'কী অন্যায় হয়েছে?'

'আমরা মিশরে ফেরার পর থেকে মনে মনে এই প্রশ্নেরই জবাব খুঁজে ফিরছি। উৎসর্গ করেছি, লক্ষণের আশায় আকাশের আনাচে-কানাচে খোঁজ করেছি। কিন্তু ওদের ঐশী ক্ষোভের কারণ এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। যেন ঘৃণায় ভরা সত্তায় ঢাকা পড়ে গেছে।'

'ফারাও ও মিশরের স্বার্থে, আমাদের স্বার্থে এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতেই হবে, ম্যাগাস।' আকুতি জানাল মেরেন। 'কিন্তু আর কোথায় খোঁজ করা বাকি আছে?'

'অচিরেই জবাব পেয়ে যাব, মেরেন। দৈবজ্ঞ আগেই এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। অপ্রত্যাশিত কোনও বার্তাবাহক নিয়ে আসবে খবরটা–হয়তো মানুষ বা

দানো, কোনও পশু বা দেবতা। সম্ভবত আকাশের বুকে তারার হরফে লেখা কোনও লক্ষণ হিসাবে দেখা দেবে। তবে এই গালালাতেই আমার কাছে আসবে উত্তরটা।'

'কখন, ম্যাগাস? এরই মধ্যে কি যথেষ্ট দেরি হয়ে যায়নি?'

'সম্ভবত আজ রাতেই।'

ক্ষিপ্রতার সাথে উঠে দাঁড়াল তাইতা। অনেক বয়স হলেও তরুণের মতোই নড়াচড়া করতে পারে। ওর ক্ষিপ্রতা ও সজীবতা সব সময়ই মেরনকে বিস্মিত করে আসছে। এমনকি এতগুলো বছর ওর সাথে কাটানোর পরেও। টেরেসের কোণ থেকে ছড়িটা তুলে নিল তাইতা, হালকাভাবে ওটার উপর ভর দিয়ে সিঁড়ির নিচে গিয়ে উঁচু মিনারের দিকে তাকাল। গ্রামবাসীরা ওর জন্যেই বানিয়েছে ওটা। গালালা গ্রামের সবাই শ্রম দিয়েছে। বুড়ো ম্যাগাসের প্রতি ওদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার লক্ষযোগ্য প্রমাণ। শহরকে পুষ্টিতে ভরে তোলা ঝর্নার মুখ খুলে দিয়েছিল ও, নিজস্ব জাদুর অদৃশ্য কিন্তু জোরাল শক্তিতে ওদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে।

মিনারের বাইরের দিকে এঁকেবেঁকে উঠে যাওয়া সিঁড়িটার দিকে তাকাল তাইতা; ধাপগুলো সরু, দুপাশ খোলা, রক্ষা করার জন্যে রেইলিং নেই। আইবেক্সের মতো উঠে গেল ও, পায়ের দিকে তাকাচ্ছে না। পাথরে মৃদু আওয়াজ তুলছে ওর ছড়ির ডগা। চূড়ার প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে রেশমী প্রার্থনার গালিচায় পুব দিকে ফিরে বসল ও। ওর পাশে রূপার একটা ফ্লাস্ক রাখল মেরেন। তারপর তাইতার প্রয়োজনে চট করে সাড়া দেওয়ার মতো কাছাকাছি দূরত্বে ওর পেছনে বসল, তবে এত কাছে নয় যে ম্যাগাসের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হবে।

ফ্লাস্কের শিংয়ের ছিপি খুলে তীব্র তেতো এক চুমুক তরল খেল তাইতা। ধীরে ধীরে গিলল, পেট থেকে শরীরের প্রতিটি পেশিতে উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়া টের পাচ্ছে। স্ফটিকের মতো ঔজ্জ্বল্যে ভরিয়ে দিচ্ছে ওর মনটাকে। মৃদু শ্বাস নিল ও। তরলের কোমল প্রভাবে আত্মার অন্তর্চক্ষু খোলার সুযোগ করে দিল।

দুরাত আগে বুড়ো চাঁদটাকে গিলে নিয়েছে রাতের দানব। এখন আকাশটা তারার দখলে। অবস্থান অনুযায়ী তারাগুলো ফুটে ওঠার সময় খেয়াল রাখল তাইতা। সবচেয়ে উজ্জ্বল ও শক্তিশালী তারাটা রয়েছে সবার আগে। অচিরেই হাজার হাজার তারা উঠে গোটা আকাশ ভরে ফেলল, রূপালি আভায় ভাসিয়ে দিল মরুভূমি। জীবনভর তারা পর্যবেক্ষণ করেছে তাইতা। ভেবেছিল তারা সম্পর্কে যা কিছু জানার, বোঝার তার সবই ওর জানা বা বোঝা হয়ে গেছে; কিন্তু এখন ওর অন্তর্চক্ষু দিয়ে নতুন উপলব্ধি এবং বস্তুর চিরন্তর পরিকল্পনায় মানুষ ও দেবতাদের কর্মকাণ্ডে ওদের অবস্থান সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি গড়ে তুলছে ও। একটা বিশেষ উজ্জ্বল নক্ষত্রকে সাগ্রহে আলাদা করে নিল ও। জানে, ওর বসার জায়গা থেকে

ওটাই সবচেয়ে কাছে। তারাটাকে দেখামাত্র উল্লসিত হয়ে উঠল ওর সমস্ত ইন্দ্রিয়: সেদিন সন্ধ্যায় তারাটা যেন সরাসরি মাথার উপর ঝুলে আছে বলে মনে হলো।

এই তারাটা রানি লস্ত্রিসকে মমি করার ঠিক নব্বই দিন পর, যেরাতে তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল সেরাতে আবির্ভূত হয়। ওটার আবির্ভাব ছিল অলৌকিক ঘটনা। মারা যাবার আগে লস্ত্রিস আবার ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করেছিল ওর কাছে, ওর দৃঢ় বিশ্বাস জাগল ওই তারাটিই রানির প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। ওকে কখনওই ছেড়ে যায়নি সে। এতগুলো বছর ওর নক্ষত্র ছিল ওর ধ্রুবতারা। ওটার দিকে তাকালেই রানির মৃত্যুর পর ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলা নিঃসঙ্গতা দূর হয়ে যায়।

এখন অন্তর্চক্ষু দিয়ে তাকাতেই লস্ত্রিসের তারার চারপাশে ওর আভা লক্ষ করল ও। অন্যান্য মহাজাগতিক কাঠামোর তুলনায় বেশ ছোট হলেও স্বর্গীয় আর কোনও বস্তুই ওটার ঔজ্জ্বল্যের সাথে পাল্লা দিতে পারবে না। লস্ত্রিসের জন্যে নিজের ভালোবাসা অবিরাম, হ্রাসহীনভাবে বয়ে যাওয়া অনুভব করল তাইতা, ওর আত্মাকে উষ্ণ করে তুলেছে। সহসা সতর্কতায় ওর গোটা দেহ আড়ষ্ট হয়ে গেল, শিরা-উপশিরা হয়ে হৃৎপিণ্ডের দিকে ধেয়ে গেল একটা শীতল অনুভূতি।

'ম্যাগাস!' ওর মেজাজের পরিবর্তন টের পেয়ে গেল মেরেন। 'কী হয়েছে?' তাইতার কাঁধ আঁকড়ে ধরল সে। তলোয়ারের বাটের উপর অন্য হাত। কষ্টের ভেতর কথা বলতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল তাইতা, শূন্যে তাকিয়ে রইল।

শেষবার চোখ রাখার পর মাঝের সময়টুকুতে স্বাভাবিক আকারের চেয়ে কয়েক গুন স্ফীত হয়ে উঠেছে লস্ত্রিসের তারা। এক কালের উজ্জ্বল, অবিরাম আভা এখন মিটমিটে হয়ে গেছে, ওটার বিচ্ছুরণ যেন পরাস্ত সেনাদলের তাঁবুর মতো বেহাল অবস্থায় তিরতির করে কাঁপছে। দেহ বিকৃত হয়ে গেছে, প্রান্তগুলো ফাঁপা, মাঝখানে দুমড়ে গেছে।

এমনকি মেরেনও পরিবর্তনটা ধরতে পারল। 'আপনার তারা! একটা কিছু হয়েছে ওটার। এর মানে কী?' তাইতার কাছে ওটার গুরুত্ব জানে ও।

'বলতে পারব না,' ফিসফিস করে বলল তাইতা। 'আমাকে এখানে রেখে যাও, মেরেন। নিজের গালিচায় ফিরে যাও। আমার এখন মনোযোগ নষ্ট হওয়া চলবে না। ভোরে আমাকে নিতে এসো।'

সূর্য ওঠার পর তারাটা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত লক্ষ রাখল তাইতা। ওকে টাওয়ার থেকে নিয়ে যেতে এল মেরেন। লস্ত্রিসের তারাটার মরণ যাত্রার কথা জানে ও।

রাতের দীর্ঘ জাগরণের ফলে ক্লান্ত হলেও ঘুমাতে পারেনি ও। মৃত্যুপথযাত্রী নক্ষত্রের ইমেজ ওর মনটা ভরে রেখেছে, অন্ধকার, আকারহীন দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খেয়েছে ওকে। এটা ছিল অশুভের সবশেষ ও সবচেয়ে মারাত্মক প্রকাশ। প্রথমে মানুষ আর পশু ঘাতক প্লেগের আক্রমণ, এবার তারাদের ধ্বংসকারী ভয়ানক এই

বৈরিতা। পরের রাতে টাওয়ারে ফিরল না তাইতা, তার বদলে সান্ত্বনার আশায় একাই মরুভূমিতে গেল। গুরুকে অনুসরণ না করার নির্দেশ থাকলেও দূরত্ব বজায় রেখে পিছু নিল মেরেন। অবশ্য তাইতা ওর উপস্থিতি টের পেয়ে জাদুর মায়ায় নিজেকে আড়াল করে ফাঁকি দিল। গুরুর নিরাপত্তার কথা ভেবে ক্ষিপ্ত, শঙ্কিত মেরেন সারা রাত খোঁজ করে বেড়াল। ভোরে অনুসন্ধানী দল গঠন করতে গালালায় ফিরে প্রাচীন মন্দিরের সিঁড়িতে তাইতাকে নিঃসঙ্গ বসে থাকতে দেখতে পেল ও।

'আমাকে হতাশ করলে, মেরেন। দায়িত্ব অবহেলা করে ইতিউতি ঘুরে বেড়ানো তোমাকে মানায় না,' ওকে ভর্ৎসনা করল সে। 'এখন কি আমাকে উপোস রাখতে চাও তুমি? তোমার নতুন কাজের মেয়েটাকে তলব করো, আশা করো সুন্দর চেহারা তার রান্নার বারটা বাজায়নি।'

সেদিন দিনের বেলায় ঘুমাল না ও, টেরেসের কিনারায় ছায়ায় বসে রইল। সন্ধ্যার খাবার শেষ হলে আরও একবার মিনারে উঠে গেল। সূর্যটা দিগন্তের মাত্র এক আঙুল নিচে, কিন্তু যখন তারাগুলো ওর চোখে ধরা দিতে শুরু করবে, অন্ধকারের একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে রাজি নয় ও। চোরের মতো দ্রুত ও নিঃশব্দে রাত নামল। তীক্ষ্ণ চোখে পুবে তাকাল তাইতা। রাতের আকাশের অন্ধকার হয়ে আসা খিলানে একে একে দেখা দিতে শুরু করেছে তারাগুলো। ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সহসা ওর মাথার উপর উদয় হলো দিল লস্ত্রিসের তারা। গ্রহপুঞ্জের সারিতে নিজের অবস্থান স্থির রেখেছে দেখে বিস্মিত হলো ও। গালালার মিনারের মাথার উপর লণ্ঠনের কম্পিত শিখার মতো ঝুলে আছে এখন।

এখন আর তারা নেই ওটা। শেষবার ওটায় চোখ রাখার পর অল্প কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে একটা ভীষণ মেঘে বিস্ফোরিত হয়েছে, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। গাঢ়, অশুভ বাষ্প বের হয়ে আসছে চারপাশ থেকে। মাথার উপর গোটা আকাশকে আলোকিত করে তোলা বিশাল আগুনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

অপেক্ষা করল তাইতা, দীর্ঘ অন্ধকার মুহূর্ত জুড়ে লক্ষ করতে লাগল। ওর মাথার উপরের অবস্থান থেকে নড়ল না তারাটা। সূর্যোদয়ের সময়ও একই জায়গায় রইল ওটা। রাতের পর বিরাট আলোকবর্তিকার মতো আকাশের বুকে স্থির হয়ে রইল তারাটা, নির্ঘাৎ স্বর্গের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে ওটার অলৌকিক আলো। ওটাকে ঘিরে রাখা ধ্বংসের মেঘ একবার বাড়ছে আবার কমছে। কেন্দ্রে ঝলসে উঠছে আগুন। তারপর মরে যাচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই ফের আরেক জায়গায় দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে।

ভোরে প্রাচীন মন্দিরে হাজির হলো শহরবাসীরা। হাইপোস্টাইল হলের বিশাল বিশাল কলামের ছায়ায় ম্যাগাসের কথা শুনতে অপেক্ষা করতে লাগল। তাইতা টাওয়ার থেকে নেমে এলে ঘিরে ধরল ওকে। ওদের শহরের উপর কুলন্ত বিশাল আগ্নেয় বিস্ফোরণের ব্যাখ্যার আবেদন জানাল। 'হে মহান ম্যাগাস, এটা কি আরেকটা প্লেগের আগাম লক্ষণ? দয়া করে এই ভীষণ কুলক্ষণের ব্যাপারটা বুঝিয়ে

দিন।' কিন্তু ওদের স্বস্তি দেওয়ার মতো কিছুই বলতে পারল না ও। ওর গবেষণা লস্ত্রিসের তারার এমনি অস্বাভাবিক আচরণের জন্যে তৈরি করেনি ওকে।

নতুন চাঁদ আবার ভরে উঠল, বিস্ফোরিত নক্ষত্রের ভীতিকর ইমেজ কোমল করে তুলল ওটার আলো। কিন্তু আবার ওটা ক্ষয়ে যাবার পর ফের আকাশে আধিপত্য বিস্তার করল লস্ত্রিসের তারা। এত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে যে অন্য তারাগুলোকে ওটার পাশে তুচ্ছ ঠেকল। যেন ওটার আলোতে আকৃষ্ট হয়েই দক্ষিণ থেকে ধেয়ে এল পঙ্গপালের ঝাঁক, নেমে এল গালালার বুকে। দুদিন থাকল ওগুলো, সেচের জমি তছনছ করে দিল, ধুরা ভুট্টার একটা কণা বা জলপাই গাছের ডালে একটা পাতাও অবশিষ্ট রইল না। ওদের ঝাঁকের ভারে ডালিম গাছের ডাল নুয়ে পড়ল, ভেঙে পড়ল তারপর। তৃতীয় দিন সকালে এক বিশাল সীমাহীন মেঘের আকারে আকাশে ভাসল, উড়ে গেল পশ্চিমে নীলের দিকে: নীল নদের বান না ডাকায় ইতিমধ্যে মরণোন্মুখ দেশের উপর আরও গজব নামাবে বলে।

গোটা মিশর ভীত, হতাশায় মুষড়ে পড়ল দেশের লোকজন।

এরপর আরেকজন অতিথি এলেন গালালায়। রাতের বেলায় হাজির হলেন তিনি, কিন্তু লস্ত্রিসের তারাটা তেলের কুপির শেষ শিখার মতো এমন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল যে অনেক দূরে থাকলেও তাইতাকে কাফেলা দেখাতে পারছিল মেরেন।

'বহুদূরের দেশ থেকে আসছে ওই মালবাহী পশুগুলো,' মন্তব্য করল মেরেন। উট মিশরের প্রাণী নয়, এখনও ওর উত্তেজনা জাগিয়ে তোলার মতো বিরল জিনিস। 'ক্যারাভান রুট ধরে আসেনি ওরা, এসেছে সোজা মরুভূমির উপর দিয়ে। গোটা ব্যাপারটাই অদ্ভুত। ওদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে আমাদের।'

ইতস্তত না করে সোজা মন্দিরের উদ্দেশে এগিয়ে এলো বিদেশী পর্যটকের দল। যেন কেউ পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। উট চালকরা ওদের পশু বাঁধল। তারপর শিবির খাটানোর স্বাভাবিক শোরগোল শুরু হলো।

'ওদের কাছে যাও,' নির্দেশ দিল তাইতা। 'দেখ কী জানতে পারো।'

সূর্য বেশ উপরে উঠে আসার আগে ফিরল না মেরেন। 'মোট বিশজন পুরুষ রয়েছে ওখানে, সবাই চাকর বাকর। বলছে আমাদের কাছে আসতে নাকি বিশ মাস ধরে চলার উপর আছে ওরা।'

'ওদের নেতা কে? তার সম্পর্কে কী জানতে পেরেছ?'

'তার দেখা পাইনি। বিশ্রাম নিতে চলে গেছেন তিনি। শিবিরের মাঝখানের তাঁবুটাই তাঁর। সেরা উল দিয়ে বানানো। দলের সবাই অনেক শ্রদ্ধা আর সম্মানের সাথে তার কথা বলে।'

'কী নাম তাঁর?'

'জানি না। ওকে স্রেফ হিতামা বলছে ওরা, ওদের ভাষায় এর মানে "মহান জ্ঞানী"।'

'এখানে কী চান?'

'আপনাকে, ম্যাগাস। আপনার কাছেই এসেছেন। ক্যারাভান সর্দার নাম ধরে আপনার খোঁজ করছিল।'

সামান্য বিস্মিত হয়েছে মাত্র তাইতা। 'আমাদের কাছে কী খাবার আছে? এই হিতামা নামের লোকটাকে ঠিক মতো আপ্যায়ন করতে হবে।'

'পঙ্গপাল আর খরার পর তেমন কিছু অবশিষ্ট নেই। আমার কাছে কিছু ঝলসানো মাছ আর লোনা পিঠা বানানোর মতো যথেষ্ট ভূট্টা আছে।'

'গতকাল যোগাড় করা ব্যাঙের ছাতাগুলোর কী হলো?'

'পচে গন্ধ ছড়াচ্ছে এখন। গ্রামে হয়তো একটা কিছু মিলতে পারে।'

'না, বন্ধুদের আর ঝামেলায় ফেলো না। এমনিতেই ওদের জীবন বেশ কঠিন হয়ে গেছে। আমাদের যা আছে তাতেই কাজ সারব।' শেষমেষ অতিথির ঔদার্যের কল্যাণে রক্ষা পেল ওরা। ওদের সাথে সন্ধ্যার খাবারে অংশ নিতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন হাতিমা, কিন্তু চমৎকার একটা উটসহ ফেরত পাঠালেন তিনি মেরেনকে। পরিষ্কার বোঝা গেল এখানকার জনগণ দুর্ভিক্ষে কেমন কষ্ট পাচ্ছে তার স্পষ্ট ধারণা রাখেন তিনি। পশুটা জবাই করে সিনার মাংসের রোস্ট বানালো মেরেন। ওটার বাকি অংশ হিতামার ভৃত্য ও শহরের বেশিরভাগ লোকজনের খাবার হিসাবে যথেষ্ট হবে।

মন্দিরের ছাদে অতিথির জন্যে অপেক্ষায় রইল তাইতা। লোকটা কে হতে পারে জানতে কৌতূহল হচ্ছে। পদবী থেকে বোঝা যাচ্ছে ম্যাগাইদের একজন। কিংবা হয়তো অন্য কোনও প্রাজ্ঞ গোত্রের প্রধান পুরোহিত। ওর মন বলছে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু প্রকাশ পাবে ওর কাছে।

ইনি কি তবে ভবিষ্যদ্বাণীর সেই বার্তাবাহক, যার জন্যে এতদিন অপেক্ষায় আছি? ভাবল ও। তারপর মেহমানকে নিয়ে প্রশস্ত পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে মেরেনের উঠে আসার শব্দ পেয়ে নড়ে চড়ে বসল ও।

'তোমাদের গুরুর দিকে লক্ষ রেখ। সিঁড়ির ধাপগুলো ভেঙে পড়ার দশা হয়েছে, বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে।' বাহকদের বলল মেরেন। অবশেষে ছাদে পৌঁছাল ওরা। তাইতার তক্তপোষের কাছেই পর্দা ঢাকা হাওদা নামাতে সাহায্য করল ওদের। তারপর ওদের দুজনের মাঝখানে টেবিলে ডালিমের গন্ধঅলা শরবতের একটা রূপালি বাটি আর দুটো খাওয়ার বাটি রাখল। নিজের গুরুর দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল। 'আর কী করতে পারি, ম্যাগাস?'

'এবার তুমি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারো, মেরেন। খাবার জন্যে তৈরি হলে খবর দেব তোমাকে।' একটা বাটিতে শরবত ঢেলে পর্দার মুখের কাছে

ধরল তাইতা, শক্ত করে বাঁধা রয়েছে ওটার মুখ। 'শুভেচ্ছা, স্বাগতম। আমার দীন কুটিরে সম্মান বয়ে এনেছেন আপনি,' অদৃশ্য অতিথির উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলল ও। কোনও জবাব মিলল না। পালকির উপর অন্তর্চক্ষুর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করল ও। রূপালি পর্দার ওধারে জীবন্ত কোনও প্রাণীর আভা ধরতে না পেরে রীতিমতো অবাক মানল। প্রতিটি জায়গা সাবধানে পরখ করার পরেও প্রাণের কোনও চিহ্ন পেল না। ফাঁকা, বন্ধ্যা ঠেকল। 'কেউ নেই?' চট করে উঠে পালকির দিকে এগিয়ে গেল ও। 'কথা বলুন!' দাবি জানাল। 'এটা কী ধরনের শয়তানি?'

একটানে পর্দাটা সরিয়ে দিল ও, বিস্ময়ে পিছিয়ে এল এক কদম। গদিমোড়া বিছানায় আসন পেতে বসে আছেন এক লোক, ওরই দিকে তাকিয়ে আছেন। পরনে স্রেফ রেশমি একটা নেংটি। কঙ্কালসার শরীর, টাক মাথাটা খুলির মতো; গায়ের ত্বক সাপের ছেড়ে দেওয়া খোলসের মতোই শুষ্ক, কোঁকড়ানো। প্রাচীন ফসিলের মতো জরাজীর্ণ তার অবয়ব, কিন্তু চেহারা অভিব্যক্তি প্রশান্ত, সুন্দরও।

'আপনার কোনও আভা নেই!' ঠোঁটের ফাঁক গলে কথাগুলো বেরিয়ে আসা ঠেকানোর আগেই সজোরে বলে উঠল ও।

মৃদু মাথা দোলালেন হিতামা। 'আপনারও তাই, তাইতা। সরস্বতীর মন্দির থেকে ফিরে আসা কেউই চোখে পড়ার মতো আভা বিলোয় না। আমরা আমাদের মনুষ্যত্বের একটা অংশ আলোকবাহী কশ্যপের কাছে রেখে এসেছি। এই ঘাটতি আমাদের পরস্পরকে চিনতে সক্ষম করে তোলে।'

সময় নিয়ে কথাটা ভাবল তাইতা। সুমনার কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন হিতামা।

'কশ্যপ বেঁচে নেই, দেবীকে সাক্ষী রেখে এক নারী তার জায়গা অধিকার করেছে। ওর নাম সুমনা। সে আমাকে বলেছে এমন আরও আছে। আপনার সাথেই প্রথম দেখা হলো।'

'আমাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনকেই অন্তর্চক্ষু উপহার দেওয়া হয়েছে। আমাদের সংখ্যা কমে গেছে। ভয়ঙ্কর একটা কারণ আছে এর পেছনে, সময় মতোই আপনাকে খুলে বলব।' নিজের পাশে তক্তপোষের উপর খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিলেন তিনি। 'আমার পাশে বসুন, তাইতা। কানে তেমন একটা ভালো শুনতে পাই না। কিন্তু অনেক কিছু আলোচনার আছে, আমাদের হাতে আবার সময়ও খুব বেশি নেই।' অতিথি এবার কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে যাওয়া মিশরিয় ভাষা বাদ দিয়ে কুশলীদের প্রচীন তেনমাস ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। 'আমাদের গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।'

'আমার খোঁজ পেলেন কীভাবে?' পাশে বসার সময় একই ভাষায় জানতে চাইল তাইতা।

'তারা পথ দেখিয়েছে।' পুব আকাশের দিকে মুখ ফেরালেন প্রাচীন গণক। ওদের আলাপের অবসরে রাত নেমে এসেছে, আকাশের বুকের অলঙ্করণ রাজকীয়

ভঙ্গিতে জেগে উঠছে। লস্ত্রিসের তারাটা এখনও মাথার উপর জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু এখন আরও বদলে গেছে ওটার আকার আর বস্তু। এখন মাঝখানে আর কঠিন কোনও অংশ নেই। স্রেফ উজ্জ্বল গ্যাসের মেঘে পরিণত হয়েছে ওটা, সৌর হাওয়ায় দীর্ঘ পুচ্ছ ছেড়ে যাচ্ছে।

'সব সময়ই ওই তারাটার সাথে নিবিড় সম্পর্কের ব্যাপারে সজাগ ছিলাম আমি,' বিড়বিড় করে বলল তাইতা।

'তার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে,' রহস্যজনকভাবে ওকে আশ্বস্ত করলেন বুড়ো। 'ওটার সাথেই আপনার নিয়তি মিশে আছে।'

'কিন্তু ওটা তো আমাদের চোখের সামনেই মরতে বসেছে।।'

বুড়ো ওর দিকে এমনভাবে তাকালেন, তাইতার আঙুলের ডগাগুলো তিরতির করে কেঁপে উঠল। 'কিছুই মরে না। আমরা যাকে মৃত্যু বলি সেটা স্রেফ অবস্থার পরিবর্তন। সব সময়ই সে আপনার সাথে থাকবে।'

'লস্ত্রিস' নামটা উচ্চারণ করতে মুখ খুলেছিল তাইতা, কিন্তু ইশারায় ওকে থামিয়ে দিলেন বুড়ো মানুষটা।

'জোরে ওর নাম নেবেন না। তাহলে হয়তো যারা আপনার অমঙ্গল চায় তাদের কাছে ওর অস্তিত্ব প্রকাশ করে বসবেন।'

'তবে কী নাম এত শক্তিশালী?'

'নাম ছাড়া কোনও সত্তার অস্তিত্ব থাকবে না। এমনকি দেবতাদেরও নাম প্রয়োজন হয়। একমাত্র সত্যিই নামহীন।'

'আর মিথ্যা,' বলল তাইতা, কিন্তু মাথা নাড়লেন বুড়ো।

'মিথ্যার নাম আহরিমান।'

'আপনি আমার নাম জানেন,' বলল তাইতা, 'কিন্তু আপনার নামের বেলায় আমি অজ্ঞ।'

'আমি দিমিতার।'

'দিমিতার তো এক উপদেবতার নাম,' নিমেষে নামটা চিনে ফেলল তাইতা। 'আপনি কী তাই?'

'দেখতেই পাচ্ছেন, আমি মরণশীল,' হাত উঁচু করলেন তিনি, তিরতির করে কাপছে। 'আমি আপনার মতোই একজন দীর্ঘায়ু, তাইতা। অসাধারণভাবে দীর্ঘ সময় বেঁচে আছি। তবে অচিরেই মারা যাব। এরইমধ্যে মরতে চলেছি। সময় হলেই আমাকে অনুসরণ করবেন আপনি। আমরা কেউই উপদেবতা নই। আমরা দয়াময় অমর নই।'

'দিমিতার, আমাকে চট করে ছেড়ে যেতে পারবেন না আপনি। কেবল তো পরিচয় হলো।' প্রতিবাদ করল তাইতা। 'আপনার খোঁজে অনেক সময় দিয়েছি। আপনার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে আমার। নিশ্চয়ই সেকারণেই আমার কাছে এসেছেন। এখানে নিশ্চয়ই মরতে আসেননি?'

সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা কাত করলেন দিমিতার। 'যতক্ষণ সম্ভব থাকব আমি, কিন্তু বয়সের ভারে আমি ক্লান্ত, মিথ্যার জোরে অসুস্থ।'

'আমাদের একটি ঘণ্টাও নষ্ট করা চলবে না। আমাকে জ্ঞান দিন।' বিনয়ের সাথে বলল তাইতা। 'আপনার পাশে আমি ছোট্ট খোকার মতো।'

'আমরা তো শুরু করে দিয়েছি,' বললেন দিমিতার।

'সময় আমাদের মাথার উপরের নদীর মতো,' মাথা তুলে চিবুক নেড়ে আকাশের বুকে দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তজোড়া সীমাহীন তারার নদী ওশানাসের দিকে ইঙ্গিত করলেন দিমিতার। 'এর কোনও কোনও আদি-অন্ত নেই। আমার আগেও একজন এসেছিল, তার আগে আগত আরও সীমাহীন অনেকের মতো। আমাকে দায়িত্ব দিয়ে গেছে সে। এটা এক দৌড়বিদের কাছ থেকে আরেক দৌড়বিদের হাতে চালান করা ঐশী ব্যাটনের মতো। কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে বেশি দূরে বয়ে নিয়ে যায়। আমার দৌড় প্রায় শেষের পথে। কারণ আমার ক্ষমতার বেশিরভাগই প্রকাশ করে ফেলেছি। এখন আপনার হাতে ব্যাটন তুলে দিতে হবে।'

'আমাকে কেন?'

'এটাই নির্ধারিত হয়ে আছে। সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা বা কৌতূহল দেখানো আমাদের কাজ নয়। আপনাকে আমার কাছে খোলামেলা হতে হবে, তাইতা, যাতে আপনাকে যা দিতে চাই সেটা গ্রহণ করতে পারেন। আপনাকে সতর্ক না করে পারছি না, এটা একটা বিষাক্ত উপহার। হাতে পাওয়ার পর কখনও স্থায়ী শান্তির খোঁজ আর পাবেন না হয়তো। কারণ বিশ্বজগতের সমস্ত ভোগান্তি আর কষ্ট মাথায় নিতে চলেছেন আপনি।'

নীরব হয়ে গেল ওরা, এই অবসরে বিষণ্ন সম্ভাবনাটুকু খতিয়ে দেখল তাইতা। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'পারলে প্রত্যাখ্যান করতাম। চালিয়ে যান, দিমিতার, কারণ অনিবার্যকে ঠেকাতে পারব না আমি।'

মাথা দোলালেন দিমিতার। 'আমি যেখানে ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়েছি সেখানে আপনি সফল হবেন, দৃঢ় বিশ্বাস আছে আমার। মিথ্যার চ্যালাদের আক্রমণের মুখে সত্যির দুর্গ পথের প্রহরী হবেন আপনি।'

দিমিতারের ফিসফিসানি জোরাল হলো, নতুন তাগিদের সুর ফুটে উঠল। 'দেবতা, উপদেবতা, কুশলী সাধক আর দয়াময় অমরদের কথা বলেছি আমরা। এথেকে বুঝতে পেরেছি আপনার এসবের গভীর জ্ঞান রয়েছে। তবে আপনাকে আরও বলতে পারি আমি। মহা বিশৃঙ্খলার সূচনা থেকেই দেবতাদের উত্থান হচ্ছে, তারপর ফের পতন ঘটছে। পরস্পরের বিরুদ্ধে আর মিথ্যার দাসদের বিরুদ্ধে

লড়াই করেছেন তাঁরা। প্রাচীন দেবতা টাইটানদের পরাস্ত করেছিলেন অলিম্পিয় দেবতারা। এক সময় তারাও দুর্বল হয়ে যাবেন। কেউই আর ওদের বিশ্বাস বা পূজা করবে না। ওরা পরাস্ত হবেন, আরও তরুণ দেবতারা তাদের স্থান দখল করবেন কিংবা আমরা পরাজিত হলে, মিথ্যার বৈরী চররা ওদের অতিক্রম করে যেতে পারে।' খানিক ক্ষণ নীরব রইলেন তিনি, কিন্তু আবার যখন খেই ধরলেন, বেশ অটল শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'স্বর্গীয় ধারায় এই উত্থান-পতন মহা বিশৃঙ্খলার মাঝে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে আবির্ভূত স্বাভাবিক ও অপরিবর্তনীয় আইনি বিধানের অংশ। এইসব বিধান বিশ্বজগতকে নিয়ন্ত্রণ করে। ওরা জোয়ার ভাটার নির্দেশ দেয়, দিন রাতের পরিবর্তনের আদেশ দেয়। বাতাস ও ঝড়ের নিয়ন্ত্রণ করে। আগ্নেয়গিরি ও জলোচ্ছ্বাসের নিয়ন্ত্রণ করে। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, ও দিনরাতের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। দেবতারা স্রেফ সত্যির দাস। শেষ পর্যন্ত কেবল সত্যি আর মিথ্যাই টিকে থাকবে।' অকস্মাৎ ঘুরে পেছনে চোখ ফেরালেন দিমিতার। অভিব্যক্তি নির্বিকার। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলেন। 'আপনি কি অনুভব করতে পারছেন, তাইতা? শুনতে পাচ্ছেন?'

নিজের সমস্ত ক্ষমতা কাজে লাগাল তাইতা, তারপর চারপাশে ক্ষীণ একটা শব্দ শুনতে পেল, অনেকটা লাশের উপর নেমে আসা শকুনের ডানা ঝাপ্টানোর মতো। মাথা দোলাল ও। কথা বলতে পারছে না, এতটাই অলোড়িত বোধ করছে। মহাঅশুভের বোধ ওকে প্রায় অভিভূত করে ফেলেছে। পাল্টা যুঝতে বলতে গেলে নিজের পুরো শক্তি ব্যবহার করতে হলো ওকে।

'এরই মধ্যে আমাদের মাঝে এসে পড়েছে সে,' নিচু হয়ে গেল দিমিতারের কণ্ঠস্বর, শ্রমসাপেক্ষ, রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠল, যেন কোনও অশুভ উপস্থিতির ভারে ওর ফুসফুস দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। 'গন্ধ পাচ্ছেন তার?'

নাক ফোলাল তাইতা। পচন, অসুস্থতা আর পচা মাংস, প্লেগের তীব্র দুর্গন্ধ, ফাটা মলের পচা দুর্গন্ধ লাগল নাকে। 'বুঝতে পারছি, গন্ধ পাচ্ছি,' জবাব দিল ও।

'বিপদে পড়েছি আমরা,' বললেন দিমিতার। তাইতার দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। 'হাত মেলান!' নির্দেশ দিলেন। 'ওকে ঠেকাতে দুজনের শক্তি এক করতে হবে!'

ওদের আঙুলগুলো পরস্পর মিলতেই মাঝখানে তীব্র নীল ঝলক বিস্ফোরিত হলো। হাত সরিয়ে নিয়ে যোগাযোগ নষ্ট করার ঝোঁকটা অতি কষ্টে দমন করল তাইতা। দিমিতারের হাত শক্ত করে ধরে আঁকড়ে থাকল। শক্তির আদান প্রদান হলো ওদের ভেতর। আস্তে আস্তে শক্তিশালী সত্তার উপস্থিতি মিলিয়ে গেল। আবার মুক্তভাবে শ্বাস টানতে পারল ওরা।

'এটা অনিবার্য ছিল,' হালছাড়া ভঙ্গিতে বললেন দিমিতার। 'আমি তার রূপ আর জাদুর মায়া কাটিয়ে পালিয়ে আসার পর থেকেই গত কয়েক শতাব্দী ধরে পিছু ধাওয়া করছে সে। কিন্তু এখন আমরা একসাথে হওয়ার পর এত জোরাল

মনস্তাত্ত্বিক শক্তি সৃষ্টি করেছি যে অনেক দূর থেকেই টের পেয়ে গেছে, যেমনটা বড় আকারের হাঙর যেমন দেখার অনেক আগেই সার্দিন মাছের ঝাঁকের অবস্থান টের পায়।' বিষাদভরা চোখে তাইতার দিকে তাকালেন তিনি। এখনও ওর হাত ধরে রেখেছেন। 'এখন আমার মাধ্যমে আপনার কথাও জেনে গেছে মেয়েটা, তাইতা। আবশ্য আমার কারণে না হলেও ভিন্ন কোনও উপায়ে আপনার কথা জানতোই। নক্ষত্রমণ্ডলীতে পাঠানো আপনার সৌরভ অনেক শক্তিশালী। সে হচ্ছে চরম শিকারী।'

'আপনি "মেয়ে" বলছেন? এই মেয়েটা কে?'

'নিজেকে ইয়োস বলে সে।'

'নামটা আমি শুনেছি। পঞ্চাশ প্রজন্মেরও আগে সরস্বতীর মন্দিরে গিয়েছিল ইয়োস নামে এক মহিলা।'

'সে-ই।'

'ইয়োস সূর্য দেবতা হেলিয়াসের বোন ভোরের প্রাচীন দেবী,' বলল তাইতা। 'এক অতৃপ্ত নিম্ফোম্যানিয়াক, তবে টাইটান ও অলিম্পিয়দের লড়াইয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।' মাথা নাড়ল ও। 'সেই একই ইয়োস হতে পারে না।'

'ঠিক বলেছেন, তাইতা। ওরা এক নয়। এই ইয়োস মিথ্যার দাসী। নিপূণ ভণ্ড, ক্ষমতাদখলকারী, প্রতারক, তস্কর, শিশুখাদক। প্রাচীন দেবীর নাম ভাঁড়িয়েছে, তাঁর কণ্ঠ নকল করেছে। তবে তাঁর কোনও গুণ আয়ত্ত করতে পারেনি।'

'ইয়োস পঞ্চাশ প্রজন্ম ধরে বেঁচে আছে ধরে নেব? তার মানে এখন তার বয়স দুই হাজার বছর,' অবিশ্বাস-ভরা কণ্ঠে বলে উঠল তাইতা। 'আসলে সে কী? মরণশীল নাকি অমর? মানুষ না দেবী?'

'গোড়াতে মানুষই ছিল। অনেক বছর আগে ইলিয়নের অ্যাপোলো দেবীর পুরোহিতিনী ছিল সে। স্পার্টানরা শহর দখল করার পর হত্যালীলা এড়িয়ে ইয়োস নাম ভাঁড়ায়, এখনও মানুষই আছে, তবে কীসে পরিণত হয়েছে তার বর্ণনা দেওয়ার মতো ভাষা আমার জানা নেই।'

'ইলিয়নের এই নারীর আবির্ভাবের উল্লেখ করা খোদাই লিপি দেখিয়েছে আমাকে সুমনা,' বলল তাইতা।

'সেই একই ব্যক্তি। কার্মা ওকে অন্তর্চক্ষুর উপহার দিয়েছেন। ওকে মনোনীত ভেবেছিলেন তিনি। নিজেকে আড়াল করা আর প্রতারণার বেলায় তার ক্ষমতা এত বেশি যে কার্মার মতো মহান সাধু ও যাজক পর্যন্ত তা ভেদ করে দেখতে পারে নি।'

'সে অশুভের প্রতিভূ হয়ে থাকলে, সেক্ষেত্রে তাকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করাই হবে আমাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব।'

পরিহাসের হাসি দিলেন দিমিতার। 'এ কাজেই সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু মহিলা যেমন অশুভ তেমনি চতুর। হাওয়ার মতোই অধরা। কোনও আভাই ছড়ায় না সে। জাদু আর কূটকৌশলে নিজেকে এমনভাবে বাঁচায় যা কিনা

অতিলৌকিক বিষয়ে আমার জ্ঞানের বাইরে। ওকে যারা ধরার চেষ্টা করে তাদের জন্যে ফাঁদ পাতে সে। এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে অনায়াসে ঘুরে বেড়াতে পারে। কার্মা স্রেফ তার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারপরেও একবার ওকে খুঁজে পেতে সফল হয়েছিলাম।' নিজেকে আবার শুধরে নিলেন তিনি। 'কথাটা পুরোপুরি সত্যি না। আমি ওকে পাইনি। সেই আমাকে খুঁজে বের করেছিল।'

সাগ্রহে সামনে ঝুঁকল তাইতা। 'এই চিড়িয়াকে আপনি চেনেন? সামনাসামনি তার দেখা পেয়েছিলেন? বলুন আমাকে, দিমিতার, দেখতে কেমন সে?'

'হুমকির মুখে পড়লে গিরগিটির মতো চেহারা পাল্টাতে ওস্তাদ। তবে তার অসংখ্য দোষের ভেতর অহঙ্কারের অস্তিত্ব আছে। সে যে কেমন সুন্দর চেহারা নিতে পারে কল্পনাও করতে পারবেন না। সব বুদ্ধি ঘোলা করে দেয়, যুক্তি বোধ লোপ পায়। সে এই রূপ ধরলে তখন কোনও পুরুষের পক্ষে ঠেকানো সম্ভব হয় না। ওর চেহারা এমনকি সবচয়ে ভালো মানুষটিকেও জঘন্য পশুতে পরিণত করে।' নীরব হয়ে গেলেন তিনি, বিষাদে ভারি হয়ে এলো দুচোখের পাতা। 'কুশলী সাধক হিসাবে আমার সমস্ত প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও আপন নীচ ইন্দ্রিয়কে সামাল দিতে পারিনি। ক্ষমতা আর পরিণাম আঁচ করার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলেছি। ওই মুহূর্তে আমার কাছে সে ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। কামনায় গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। শরতের হাওয়া যেভাবে ঝরা পাতা নিয়ে খেলে ঠিক সেভাবে আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে সে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে বুঝি সবই আমাকে দিচ্ছে সে। এই দুনিয়ার বুকের সব আনন্দ যোগাচ্ছে। আমাকে নিজের দেহ তুলে দিয়েছিল সে।' মৃদু কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠলেন দিমিতার। 'এমনকি এখনও সেই স্মৃতি আমাকে প্রায় পাগল করে তোলে। প্রতিটি উত্থান-পতন, মোহনীয় মুখ, সুরভিত আলিঙ্গন...ওকে ঠেকানোর কোনও চেষ্টা করিনি, মরণশীল কোনও পুরুষের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।' তার অবয়বে ক্ষীণ বিক্ষুব্ধ রঙের ছোঁয়া লাগল।

'তাইতা, আপনি বলেছিলেন আসল ইয়োস এক অতৃপ্ত নিম্ফোম্যানিয়াক। কথাটা ঠিক। কিন্তু এই ভিন্ন ইয়োস ক্ষুধার দিক থেকে তাকেও হারিয়েছে। সে চুমু খাওয়ার সময় প্রেমিকের মূল রস শুষে বের করে আনে, ঠিক আমি বা আপনি যেভাবে পাকা কমলা থেকে রস বের করব। যখন কোনও পুরুষকে বিচিত্র, নারকীয় মিলনে বন্দি করে, তখন সে তার পুরো সত্তা, তার আত্মা বের করে আনে। পুরুষের সত্তাই তাকে পুষ্টি যোগানো অমৃত। এক ধরনের দানবীয় রক্তচোষা সে, মানুষের রক্তে টিকে থাকে। শিকার হিসাবে কেবল উন্নত সত্তা বেছে নেয়, ভালো মনের নারী-পুরুষ, সত্যির দাস, বৈচিত্র্যময় খ্যাতিমান ম্যাগাস বা প্রতিভাবান ভবিষ্যদ্বক্তা। শিকারের খোঁজ পেলেই নেকড়ে বাঘ যেভাবে হরিণের পিছু নেয় ঠিক সেভাবে তার পিছু ধাওয়া করে। সর্বভূক সে। বয়স বা চেহারা কোনও ব্যাপার নয়, শারীরিক দুর্বলতা বা পঙ্গুত্বেও কিছু আসে যায় না। তাদের মাংসে তার ক্ষুধা মেটে না, আত্মা লাগে। তরুণ-যুবা, নারী-পুরুষ সবাইকে গ্রাস করে সে। একবার আয়ত্তে পেলে,

নিজের রূপালি জালে আটকাতে পারলে, তাদের পুঞ্জীভূত শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা শুষে নেয়। ওদের মুখে অভিশপ্ত চুমু দিয়ে শুষে নেয়। ঘৃণিত আলিঙ্গনে নিংড়ে নেয়। পড়ে থাকে স্রেফ একটা শুকনো খোসা।'

'এই দৈহিক বিনিময় দেখেছি,' বলল তাইতা। 'কশ্যপ জীবনের প্রান্তে পৌঁছার পর তার জ্ঞান আর প্রজ্ঞা সুমনার কাছে হস্তান্তর করার সময়, ওকে নিজের উত্তরাধিকারী বেছে নিয়েছিলেন তিনি।'

'আপনি দেখেছেন ইচ্ছাকৃত বিনিময়। ইয়োসের অশ্লীল কর্মকাণ্ড এক ধরনের জৈবিক আগ্রাসন, দখল। সে বিনাশী, আত্মার খাদক।'

মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ে বাক রহিত হয়ে রইল তাইতা। তারপর জানতে চাইল, 'প্রাচীন ও অশক্ত? সম্পূর্ণ বা পঙ্গু? নারী আর পুরুষ? যাদের মিলিত হওয়ার ক্ষমতা নেই, তাদের সাথে কীভাবে মিলিত হয় সে?'

'তার এমন ক্ষমতা আছে যেটা কিনা আপনি আর আমি কুশলী সাধক হলেও ধারে কাছে যেতে পারব না বা পরিমাপ করতে পারব না। শিকারের দুর্বল শরীর এক দিনের জন্যে চাঙা করার কায়দা আবিষ্কার করেছে সে, কেবল তার মন আর খোদ সত্তাকে মুছে দিতে।'

'তারপরেও আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু দেননি, দিমিতার। আসলে কি সে? মরণশীল নাকি অমর; মানুষ না দেবী? ওর বিরল সৌন্দর্যের কোনও মেয়াদ নেই? সে কি আপনার বা আমার মতো সময় বা বয়সের হাতে নাজুক নয়?'

'আপনার প্রশ্নের জবাব, তাইতা, আমি জানি না। পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বয়স্কা নারী হতে পারে সে,' দুহাত মেলে অসহায়ত্বের একটা ভঙ্গি করলেন দিমিতার। 'তবে সে এমন কোনও শক্তি আবিষ্কার করেছে যেটা এর আগে কেবল দেবতাদের জানা ছিল। তাতে কি দেবী হয়ে যাচ্ছে সে? জানি না। অমর না হাতে পারে, তবে নিশ্চিতভাবে জরাহীন।'

'আপনার প্রস্তাবটা কী, দিমিতার? ওর আস্তানার খোঁজ কীভাবে পাব?'

'ইতিমধ্যে আপনার খোঁজ পেয়ে গেছে সে। ওর দানবীয় ক্ষুধা জাগিয়ে তুলেছেন আপনি। এরই মধ্যে আপনার পিছু নিয়েছে সে। এবার আপনাকে কাছে টেনে নেবে।'

'দিমিতার, এমনকি এই চিড়িয়ার পাতা ফাঁদ বা প্রলোভনের শিকার হওয়ার সময় অনেক আগেই ফেলে এসেছি।'

'আপনাকে চায় সে, পেয়ে তবে ছাড়বে। তবে আমরা দুজন ওর জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছি।' নিজের বক্তব্য নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলেন তিনি। তারপর আবার খেই ধরলেন। 'আমার যা দেওয়ার ছিল, বলতে গেলে সবই ছিনিয়ে নিয়েছে সে। আমাকে দূর করতে চাইবে, বিচ্ছিন্ন করতে চাইবে আপনাকে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আপনার কোনও ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তাকে। একা ওকে ঠেকানো প্রায় অসম্ভব বলে আবিষ্কার করবেন আপনি। আমাদের মিলিত

শক্তিতে হয়তো তাকে ঠেকানো যাবে, এমনকি তার আপাত অমরত্বকে পরীক্ষার মুখে ফেলে দিতে পারব।'

'আপনাকে পাশে পেয়ে আমি খুশি,' বলল তাইতা।

চট করে সাড়া দিলেন না দিমিতার। অদ্ভুত নতুন অভিব্যক্তি নিয়ে তাইতাকে জরিপ করলেন। অবশেষে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ভয় বা বিপদের ভয় হচ্ছে না?'

'না, আমার বিশ্বাস আমরা একসাথে সফল হবো,' বলল তাইতা।

'আমার সত্যিকারের সতর্কবাণী নিয়ে ভেবেছেন আপনি। আমরা কোন শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যাচ্ছি বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তারপরেও দ্বিধা করছেন না। সবচেয়ে প্রাজ্ঞ পুরুষ হয়েও আপনার মাঝে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?'

'আমি জানি এটা অনিবার্য। বেপরোয়া আর ভালো মনেই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে আমাকে।'

'তাইতা, আপনার গভীরতম কন্দরে অনুসন্ধান করুন। মনের ভেতর কোনও রকম আনন্দের বোধ টের পাচ্ছেন? শেষ কবে এমন উদ্যমী, এমন সজীব বোধ হয়েছে আপনার?'

চিন্তিত দেখাল তাইতাকে, কিন্তু জবাব দিল না।

'তাইতা, নিজের কাছে সম্পূর্ণ সৎ থাকতে হবে আপনাকে। এখন আপনার মনে হচ্ছে যে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, যেখান থেকে আর নাও ফিরতে পারেন? নাকি বুকের ভেতর আরেকটা অপ্রত্যাশিত আবেগের বোধ জেগেছে? নিজেকে প্রেমিকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ছুটে যাওয়া রাজহাঁসের মতোই যে কোনও পরিণতির বেলায় বেপরোয়া ঠেকছে?'

নীরব রইল তাইতা, কিন্তু ওর চেহারা বদলে গেল: গালের হালকা আভা মিলিয়ে গেল ওর, চোখজোড়া গম্ভীর হয়ে গেল। 'আমি ভীত নই,' অবশেষে বলল ও।

'আমাকে সত্যি বলুন। আপনার মন যৌনতার ইমেজে ভরে গেছে, অনিরুদ্ধ কামনা ভর করেছে, তাই না?' চোখ ঢাকল তাইতা, শক্ত করে চোয়াল চেপে ধরল। নিষ্ঠুরের মতো বলে চললেন দিমিতার। 'ইতিমধ্যেই অশুভ ক্ষমতায় আপনাকে আক্রান্ত করেছে সে। জাদু আর প্রলোভনে বন্দি করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা ঘোলা করে দেবে সে। অচিরেই সে আদৌ খারাপ কিনা সেই ভাবনাই খেলতে শুরু করবে আপনার মনে। ওকে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকা যেকারও মতোই অসাধারণ, অভিজাত ও গুণবতী মনে হবে আপনার। শিগগিরই মনে হবে আসলে আমিই খারাপ। ওর বিরুদ্ধে আপনার মন বিষিয়ে তুলছি। সেটা ঘটালেই আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে সে, তখন ধ্বংস হয়ে যাব আমি। নিজেকে স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় তার কাছে সমর্পণ করবেন আপনি। আমাদের দুজনের বিরুদ্ধে জিতে যাবে সে।'

গোটা শরীর প্রবল বেগে ঝাঁকাল তাইতা, যেন বিষাক্ত এক ঝাঁক কীটের কবল থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়। 'আমাকে ক্ষমা করবেন, দিমিতার!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'এখন ওর কাণ্ড সম্পর্কে সাবধান করায় নিজের মাঝে জেগে ওঠা ক্ষতিকর দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছি। বিচার-বুদ্ধি লোপ পাচ্ছিল আমার। আপনার কথাই ঠিক। অদ্ভুত এক আকাঙ্ক্ষায় দুলছিলাম আমি। হায়, মহান হোরাস রক্ষা করুন।' গুঙিয়ে উঠল তাইতা। 'আবার এমন কষ্ট বোধ করতে হবে ভাবিনি। ভেবেছিলাম অনেক দিন আগেই বুঝি কামনার নিপীড়ন থেকে বেরিয়ে এসেছি।'

'আপনাকে ভাসিয়ে দেওয়ার উল্টো আবেগ প্রজ্ঞা ও যুক্তি থেকে আসেনি। এটা আত্মার এক ধরনের সংক্রমণ, ভয়ঙ্করতম ডাইনীর ধনুক থেকে ছোঁড়া বিষাক্ত তীর। ঠিক এভাবেই একবার তার হাতে ধরা পড়েছিলাম। আমার কী দশা হয়েছে নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। অবশ্য, বেঁচে থাকার কৌশল শিখেছি আমি।'

'আমাকে সেটা শিখিয়ে দিন। ওর মোকাবিলায় সাহায্য করুন, দিমিতার।'

'অনিচ্ছাকৃতভাবে ইয়োসকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি আমি। ভেবেছিলাম তাকে ফাঁকি দিতে পেরেছি, কিন্তু আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্যে আমাকে শিকারী হাউন্ডের মতো কাজে লাগিয়েছে সে। এখন আপনি ওর শিকার। কিন্তু এখন আমাদের অবশ্যই একসাথে, একক হিসাবে থাকতে হবে। একমাত্র এভাবেই তার আক্রমণ ঠেকানোর আশা করতে পারি। তবে, সবার আগে গালালা থেকে চলে যেতে হবে। দীর্ঘ সময় এক জায়গায় থাকা চলবে না। আমাদের সত্যিকারের অবস্থান সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকলে, আমাদের উপর নিজের ক্ষমতা স্থির করা অনেক কঠিন হবে তার পক্ষে। আমাদের ভেতর অবশ্যই একটা চিরস্থায়ী আড়াল তৈরি করতে হবে যাতে চলাফেরা গোপন করা যায়।'

'মেরেন!' তাগিদের সুরে ডাকল তাইতা। ঝটপট মনিবের কাছে চলে এল সে। 'কত দ্রুত গালালা ছাড়তে পারব আমরা?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘোড়া নিয়ে আসছি আমি। কিন্তু আমরা কোথায় যাব, প্রভু?'

'থেবস আর কারনাকে,' জবাব দিল তাইতা, দিমিতারের দিকে তাকাল।

মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন তিনি। ' জাগতিক ও অলৌকিক সব উৎস থেকে সব রকম সাহায্য যোগাড় করতে হবে আমাদের।'

'ফারাও দেবতাদের মনোনীত পুরুষ, মানবজাতির ভেতর সবচেয়ে ক্ষমতাবান,' সায় দিল তাইতা।

'আর আপনি তাঁর প্রিয়ভাজনদের মধ্যে প্রধান,' বললেন দিমিতার। 'আজ রাতেই আমাদের তাঁর কাছে যেতে রওনা দিতে হবে।'

উইন্ডস্মোকের পিঠে আসীন হলো তাইতা, ইকবাতানার সমভূমি থেকে নিয়ে আসা অন্য একটা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে খুব কাছে থেকে অনুসরণ করল মেরেন। উটের পিঠে নিজের দোল খাওয়া হাওদায় শুয়ে রইলেন দিমিতার। তার

পাশাপাশি এগোল তাইতা। হাওদার পর্দা খোলা, কাফেলার নানা মৃদু শব্দ-ছাপিয়ে ছোট পেরেকের ঝুনঝুনানি, হলদে বালির বুকে ঘোড়া আর উটের পায়ের শব্দ এবং চাকা ও পাহারাদারদের নিচুকণ্ঠের কথোকথন পরস্পরের সাথে আলাপ করছিল ওরা। রাতে বিশ্রাম নিতে ও পশুদের পানি খাওয়াতে দুবার থামল ওরা। প্রতিবার বিরতির সময় আত্মগোপনের জাদুর অনুশীলন করল তাইতা ও দিমিতার। ওদের মিলিত শক্তি দর্ভেদ্য, দুর্জয় হয়ে উঠল যেন: যদিও আবার পশুর পিঠে আসীন হওয়ার আগে চারপাশের নৈঃশব্দ্য ও অন্ধকারে তীক্ষ্ণ তল্লাশি চালালেও ইয়োসের ভীষণ উপস্থিতির নতুন কানও চিহ্ন বের করতে পারেনি ওরা।

'আপাতত আমাদের হারিয়ে ফেলেছে সে, কিন্তু সব সময়ই ঝুঁকির ভেতর থাকব আমরা; ঘুমের সময় বিপদ হবে সবচেয়ে বেশি। একসাথে দুজনের ঘুমানো ঠিক হবে না,' পরামর্শ দিলেন দিমিতার।

'আমরা আর কখনওই সতর্কতায় ঢিল দিতে পারব না,' বলল তাইতা। 'অযথা ভুলের ব্যাপারে সতর্ক থাকব। প্রতিপক্ষকে খাট করে দেখেছিলাম আমি। অসতর্ক অবস্থায় হানা দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছি ইয়োসকে। আমার এই বোকামি ও দুর্বলতার জন্যে দুঃখিত।'

'আপনার চেয়ে আমার দোষ শতগুন বেশি,' স্বীকার গেলেন দিমিতার। 'আমার ক্ষমতা দ্রুত ক্ষয়ে যাবার ভয় হচ্ছে, তাইতা। আপনাকে আগেই পরামর্শ দেওয়া উচিত ছিল আমার, কিন্তু নবীশের মতো আচরণ করেছি আমি। এরপর আর আমাদের কোনও ভুল করা চলবে না। অবশ্যই প্রতিপক্ষের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে হবে, তারপর সেই পথেই আক্রমণ শানাতে হবে। তবে নিজেদের প্রকাশ করা চলবে না।'

'আপনার সব কথা সত্ত্বেও ইয়োস সম্পর্কে আমার বিদ্যা ও উপলব্ধি বেদনাদায়কভাবে ক্ষীণ। নিজের বিপদের সময় মোকাবিলা করা ওর প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার মনে করতে হবে আপনাকে, সে যত তুচ্ছই হোক, কিংবা তাৎপর্যহীন মনে হোক,' বলল তাইতা, 'নইলে সব সুবিধা থাকবে ওর পক্ষে, আমি অন্ধ থেকে যাব।'

'আমাদের মধ্যে আপনার ক্ষমতা অনেক বেশি,' বললেন দিমিতার। 'তবে ঠিক কথাই বলেছেন। আমরা একসাথে হওয়ার পর তার প্রতিক্রিয়া কত ক্ষিপ্র ছিল ভেবে দেখুন, আমাদের মিলিত শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে সে। আমাদের দেখা হওয়ার কয়েক ঘণ্টার ভেতর পাল্লা দিয়েছে। এখন থেকে আমার উপর তার আক্রমণ অবিরাম ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। ওর সম্পর্কে যা কিছু জানি তার সবটুকু আপনার হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেওয়া চলবে না। সে আমাকে খুন বা আমাদের ভেতর বিভেদ সৃষ্টি করার আগে কতটা সময় পাওয়া যাবে কে জানে। প্রতিটি ঘণ্টা মূল্যবান।'

মাথা দোলাল তাইতা। 'তাহলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দিয়েই শুরু করা যাক। সে কে, কোত্থেকে এসেছে, জানি আমি। এবার জানতে হবে তার ঠিকানা। কোথায় আছে সে, দিমিতার? ওকে কোথায় খুঁজে পাব আমরা?'

'অনেক অনেক আগে আগামেনন ও তাঁর ভাই মেনেলস ইলিয়ন দখল করার পর অ্যাপোলোর মন্দির থেকে পালানোর পর থেকে অসংখ্য আস্তানায় আত্মগোপন করেছে সে।'

'তার সাথে আপনার সেই করুণ সাক্ষাৎ হয়েছিল কোথায়?'

'মধ্য সাগরের এক দ্বীপে, জলদস্যু ও ডাকাতের শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল সেটা। সেই সময় এরনা নামের এক বিরাট অগ্নি-পাহাড়ের ঢালে থাকত সে। আগ্নেয়গিরি থেকে আগুন, অগ্নি পাথর আর বিষাক্ত ধোঁয়ার মেঘ বেরিয়ে সোজা আকাশের দিকে উঠে যেত।'

'অনেক আগের ঘটনা?'

'আমার বা আপনার জন্মেরও বহু শত বছর আগে।'

শুষ্ক হাসল তাইতা। 'হ্যাঁ, তা বটে। অনেক আগের কথাই।' আবার কঠিন হয়ে উঠল ওর অভিব্যাক্তি। 'এমন কি হতে পারে যে ইয়োস এখনও এরনাতেই আছে?'

'এখন আর ওখানে নেই সে,' বিনা দ্বিধায় জবাব দিলেন দিমিতার।

'নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে?'

'তার কবল থেকে ফিরে আসার সময় আমার শরীর ও প্রাণশক্তি, দুটোই খানখান হয়ে গিয়েছিল, আমার মন বেসামাল হয়ে গেছে, আমাকে যেই বিপদে সে ফেলেছিল তার কারণে মানসিক শক্তি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এক দশকের কিছু বেশি সময় তার বন্দি ছিলাম, কিন্তু প্রতিটি বছর যেন আয়ুর সমান বুড়িয়ে গেছি আমি। তারপরেও পালানোর সময় নিজেকে আড়াল করতে আগ্নেয়গিরির বিশাল অগ্নুৎপাতের সুযোগ নিয়েছিলাম। এরনার পুব ঢালে এক সামান্য দেবতার মন্দিরের যাজকদের সাহায্য পেয়েছিলাম। একটা ছোট নৌকায় সংকীর্ণ প্রণালী দিয়ে দ্রুত আমাকে মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে দিয়েছে ওরা। আমাকে পাহাড়ের গায়ে লুকানো গোত্রের আরেকটা মন্দিরের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যায় তারপর। ওখানে ওদের ভাইদের হাওলায় রেখে যায়। ওই সৎ যাজকরা আমার অবশিষ্ট ক্ষমতা ফিরে পেতে সাহায্য করেছে, ইয়োসের পাঠানো এককভাবে বিষাক্ত জাদু টের পাওয়ার জন্যে সেটা দরকার ছিল আমার।'

'সেটা কি তার দিকেই ফেরত পাঠাতে পেরেছিলেন?' জানতে চাইল তাইতা। 'তার জাদু দিয়েই তাকে ঘায়েল করতে পেরেছিলেন?'

'সে হয়তো আত্মতুষ্টিতে ভুগছিল, কারণ আমার বাকি শক্তিকে খাট করে দেখেছিল বলে নিজেকে যথাযথভাবে সুরক্ষিত করেনি। তার সত্তা লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা চালিয়েছিলাম আমি। অন্তর্চক্ষু দিয়ে তখনও টের পাচ্ছিলাম তা। খুব কাছে

ছিল সে। আমাদের মাঝখানে কেবল সংকীর্ণ প্রণালীটা ছিল। আমার হামলা ঠিকই জোরালভাবে আঘাত করে তাকে। ইথারে তার অর্তনাদ শুনতে পেয়েছি। তারপরই উধাও হয়ে গেছে সে। কিছু সময়ের জন্যে তাকে শেষ করতে পেরেছি বলে বিশ্বাস করেছিলাম। আমার মেজবানরা এরনা পাহাড়ের ঢালের ভাইদের সাহায্যে গোপন অনুসন্ধান চালিয়েছিল। ওদের কাছে জানতে পারি, উধাও হয়ে গেছে সে, তার সবেক আস্তানা পরিত্যক্ত। বিজয়ের সুযোগ কাজে লাগাতে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করিনি। মোটামুটি গায়ে শক্তি ফিরে পাওয়ামাত্র নিরাপদ সেই আশ্রয় ছেড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে দূর কোণে, বরফের মহাদেশে চলে গেছি আমি। ইয়োসের নাগাল থেকে এর বেশি দূরে যাওয়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। অবশেষে শান্তিতে থাকার মতো একটা জায়গার খোঁজ পাই, তখনও পাথর চাপা ব্যাঙের মতো সন্ত্রস্ত ছিলাম। অল্প কিছুদিন পর, পঞ্চাশ বছর বা তার কম হবে, ফের শত্রুর পুনরাবির্ভাব টের পাই। যেন বিপুলভাবে বেড়ে উঠেছিল তার ক্ষমতা। আমার উদ্দেশে ছুঁড়ে দেওয়া ভয়ঙ্কর তীরের গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছিল ইথারে। আমার সঠিক অবস্থান ধরতে পারেনি সে। তার অনেকগুলো তীর আমার অবস্থানের কাছাকাছি এলেও কোনওটাই লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি। তারপর থেকে প্রতিটি দিনই ছিল রীতিমতো সংগ্রাম, উত্তরাধিকারীকে খুঁজে ফিরছিলাম আমি। তার আক্রমণের জবাব দেওয়ার মতো ভুল করার সুযোগ ছিল না। যখনই টের পেয়েছি এগিয়ে আসছে সে, স্রেফ নীরবে অন্য কোথাও সরে গিয়েছি। অবশেষে বুঝতে পেরেছি পৃথিবীর বুকে একটা জায়গাই আছে যেখানে আমার খোঁজ করবে না সে। তখন আবার গোপনে এরনায় ফিরে যাই। তার পুরোনো আস্তানা, আমার বন্দিশালা সেই গুহায় আশ্রয় নিই। তার অশুভ শক্তির জোরাল প্রতিধ্বনি তারপরও আমার নাজুক অস্তিত্ব ঢেকে দিচ্ছিল। পাহাড়ে গা ঢাকা ছিলাম আমি। এক সময় টের পেলাম আমার প্রতি তার আগ্রহ কমে গেছে। তার অনুসন্ধান এলোমেলো হয়ে এক সময় বন্ধ হয়ে গেল। হয়তো ভেবেছে, আমি শেষ হয়ে গেছি বা আমার ক্ষমতা এমনভাবে নষ্ট করে দিয়েছে যে আমাকে আর ঝুঁকি মনে হয়নি। তারপর আপনার জোরাল অস্তিত্ব টের পাওয়ার সেই আনন্দময় দিন পর্যন্ত আত্মগোপনেই ছিলাম। সরস্বতীর যাজিকারা আপনার অন্তর্চক্ষু খুলে দেওয়ার পর সে কারণে ইথারে তৈরি হওয়া অস্থিরতা টের পেলাম। এবার আপনি যে তারাটাকে লস্ত্রিস ডাকেন, সেটা দেখা দিল। নিজের বিক্ষিপ্ত স্থিরতা একত্রিত করে তারা অনুসরণ করে আপনার কাছে হাজির হই।'

দিমিতারের কথা শেষ হলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল তাইতা। উইন্ডস্মোকের পিঠে উবু হয়ে বসে আছে ও, ওটার সহজ দুলুনির সাথে দোল খাচ্ছে। মাথার চারপাশে জড়িয়ে রেখেছে জোব্বাটা। ওটার ফোকর দিয়ে কেবল ওর চোখজোড়া দেখা যাচ্ছে। 'তো এরনায় না থাকলে,' অবশেষে জিজ্ঞেস করল ও। 'কোথায় আছে সে, দিমিতার?'

'বলেছি তো, আমার জানা নেই।'

'যদিও মনে হচ্ছে আপনার জানা নেই, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন,' ওকে শুধরে দিল তাইতা। 'ওর কাছে কতদিন আটক ছিলেন? দশ বছর বললেন না?'

'দশ বছর,' সায় দিলেন দিমিতার। 'প্রত্যেকটা বছর ছিল অনন্ত কালের মতো।'

'তাহলে তো অন্য যেকারও চেয়ে তাকে বেশি চেনেন আপনি। আপনার মাঝে তার অংশ আছে, ভেতর বাইরে নিজের ছাপ রেখে গেছে সে।'

'আমার কাছ থেকে নিয়েছেই শুধু, দেয়নি কিছু।'

'তার কাছ থেকে আপনিও নিয়েছেন বৈকি, হয়তো সমান নয়, তবে নারী-পুরুষের কোনও মিলনই সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় না। তার সম্পর্কে ধারণা রয়েছে আপনার। হতে পারে সেটা আপনার জন্যে প্রচণ্ড বেদনাদায়ক হওয়ায় আড়াল করে রেখেছেন। বের করে আনতে সাহায্য করতে দিন।'

অনুসন্ধানীর ভূমিকা গ্রহণ করল তাইতা। নির্মম হয়ে উঠল ও, শিকারের শারীরিক বা মানসিক দুর্বলতা ও ক্ষতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে এখনও ওর মাঝে রয়ে যাওয়া মহা ডাইনীর অবশিষ্ট সমস্ত স্মৃতি খুঁড়ে বের করে আনতে লাগল, তা যত ক্ষীণ বা গভীরভাবে চাপা থাকুক। দিনের পর দিন বুড়ো মানুষটার মন তছনছ করে চলল। তবে পথ চলা থামাল না। বুনো মরুসূর্যকে ফাঁকি দিতে রাতের বেলায় চলছে, ভোরের আগে আবার শিবির ফেলছে। দিমিতারের তাঁবু খাটানোমাত্র সূর্যালোক থেকে আশ্রয় নিচ্ছে ওরা। তারপর জিজ্ঞাসাবাদের কাজ শুরু করছে তাইতা। অবশেষে বুড়ো মানুষটার ভোগান্তির সত্যিকার মাত্রা, ওর সাহস ও ইয়োসের বিপুল বিস্তারি নিপীড়নের কবল থেকে বাঁচতে তার শক্তির প্রয়োজন দেখে তার প্রতি জোরাল দরদ ও সমীহ বোধ করলেও নিজের কাজ থেকে বিরত হওয়ার মতো দয়া দেখাতে গেল না।

অবশেষে মনে হলো তাইতার শেখার মতো আর কিছু বাকি নেই, কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না ও। দিমিতারের জানানো তথ্যগুলোকে মনে হলো বাহ্যিক ও তুচ্ছ।

'বাবিলনে আহুরা মাযদার পুরোহিতরা এক ধরনের জাদু চর্চা করে,' অবশেষে দিমিতারকে বলল ও। 'মানুষকে মৃত্যুর কাছাকাছি গভীর ঘোরে পৌঁছে দিতে পারে ওরা। তারপর তার মনকে সময় ও স্থানের বিচারে সুদূরে, একেবারে জন্মের ক্ষণটিতে পর্যন্ত পাঠাতে পারে। জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়, বলা বা শোনা সমস্ত কথা, প্রতিটি কণ্ঠস্বর ও চেহারা পরিষ্কার হয়ে ওঠে তার কাছে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন দিমিতার। 'এসব কথা শুনেছি। আপনারও এই বিদ্যা জানা আছে সে, তাইতা?'

'আমার উপর আপনার আস্থা আছে? নিজেকে আমার হাতে তুলে দেবেন?'

নিতান্ত অসহায়ের মতো চোখ বুজলেন দিমিতার। 'আমার ভেতর আর কিছুই বাকি নেই। আমি একটা শুকনো খোসামাত্র, যার ভেতর থেকে খোদ সেই ডাইনীর মতোই ক্ষুধার্তের মতো প্রতিটি ফোঁটা শুষে নিয়েছেন আপনি।' থাবার মতো একটা

হাত তুলে মুখ মুছলেন তিনি, বন্ধ করে রাখা চোখ ডললেন। চোখ মেলে তাকালেন তারপর। 'নিজেকে আপনার হাতে সঁপে দিচ্ছি। পারলে আমার উপর ওই জাদু প্রয়োগ করুন।'

সোনার মাদুলিটা চোখের সামনে ধরে চেইনের উপর দোলাতে শুরু করল তাইতা। 'সোনালি তারার উপর মনোযোগ স্থির করুন। মন থেকে অন্য সব চিন্তা দূর করে দিন। নিজের আত্মার গভীর ছাড়া আর কিছু দেখবেন না, দিমিতার। আপন আত্মার অন্তস্তলকে আপনি ভয় পান। আপনাকে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। ঘুমের কোলে ছেড়ে দিন নিজেকে। ঘুম যেন আপনার মাথার উপর পৌঁছে যায়, অনেকটা কোমল পশমী কম্বলের মতো। ঘুমান, দিমিতার, ঘুমান...'

আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে এলেন বুড়ো মানুষটা। চোখের পাতা কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। খাটিয়ার উপর রাখা মড়ার মতো পড়ে রইলেন তিনি। মৃদু নাক ডাকছে। আস্তে করে খুলে গেল একটা চোখের পাতা, উল্টে গেল ওটার পেছনে চোখটা, ফলে কেবল শাদা অংশটুকু দেখা গেল, অন্ধ, ঝাপসা। মনে হচ্ছে গভীর ঘোরে হারিয়ে গেছে। কিন্তু ওকে একটা প্রশ্ন করল তাইতা, উত্তর দিলেন তিনি। কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট, দুর্বল, স্বর তীক্ষ্ণ।

'সময়ের নদী বেয়ে উল্টো দিকে এগিয়ে যান, দিমিতার।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন দিমিতার। 'অনেক বছর পেছনে চলে যাচ্ছি...পেছনে, পেছনে, পেছনে...' শক্তিশালী হয়ে উঠল ওর কণ্ঠস্বর। আরও জোরাল।

'এখন কোথায় আপনি?'

'আমি এখন ই-তেমেন-আন-কাই, মানে আকাশ ও পৃথিবীর ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়ে আছি,' শক্তিশালী তরুণ কণ্ঠে জবাব দিলেন তিনি।

তাইতা জানে বাবিলনের কেন্দ্রের এক বিশাল কাঠামো ওটা। ওটার দেয়াল চকমকে ইটে তৈরি, আকাশ-মাটির যত রঙ আছে সব রঙের মিশেল। বিশাল পিরামিডের আকৃতির। 'কী দেখতে পাচ্ছেন, দিমিতার?'

'খোলা জায়গা, খোদ মহাবিশ্ব, আকাশ ও স্বর্গের অক্ষ।'

'দেওয়াল ও উঁচু টেরেস দেখতে পাচ্ছেন?'

'কোনও দেয়াল নেই, তবে শ্রমিক আর দাসদের দেখছি। জমিনে যত পিঁপড়া ও আকাশে যত পঙ্গপাল আছে তত। ওদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।' এরপর নানা ভাষায় কথা বলে চললেন দিমিতার, মানুষের সব ভাষার মিশেল। কয়েকটা ভাষা বুঝতে পারল তাইতা, কিন্তু অন্যগুলো দুর্বোধ্য রয়ে গেল। সহসা প্রাচীন সুমেরিয় ভাষায় চিৎকার করে উঠলেন দিমিতার। 'একটা মিনার বানাব আমরা, ওটা স্বর্গে পৌঁছে যাবে।'

বিস্ময়ের সাথে তাইতা বুঝতে পারল, টাওয়ার অভ বাবেলের ভিত্তি স্থাপনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছেন তিনি। ফিরে গেছেন সময়ের সূচনায়।

'এখন শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘুরে চলেছেন আপনি। ই-তেমেন-আন-কাই-এর পূর্ণ উচ্চতায় পৌঁছানো দেখেছেন, রাজারা পূজা দিচ্ছেন, চূড়ায় রয়েছেন দেবতা বেল ও মারদুক। সময়ের আরও এধারে চলে আসুন!' ওকে নির্দেশ দিল তাইতা, তারপর দিমিতারের চোখ দিয়ে বিশাল সব সাম্রাজ্যের উত্থান ও রাজাদের পতনের দৃশ্য দেখতে লাগল; ওদিকে দিমিতার সেই সব ঘটনার কথা বলে চললেন যার কথা প্রাচীন কালেই বিস্মৃত হয়েছে সবাই। অনেক শতাব্দী আগেই ধূলোয় রূপান্তরিত নারী-পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

অবশেষে পরাস্ত হলেন দিমিতার, শক্তি হারিয়ে ফেললেন। ওর ভুরুর উপর একটা হাত রাখল তাইতা। সমাধি প্রস্তরের মতোই শীতল ঠেকল। 'শান্ত হন, দিমিতার,' ফিসফিস করে বলল। 'এবার ঘুমান। অতীতের স্মৃতি ছেড়ে বর্তমানে ফিরে আসুন।'

কেঁপে উঠলেন দিমিতার, শিথিল হলো ওর শরীর। সূর্যাস্ত অবধি ঘুমালেন তিনি। তারপর জেগে উঠলেন স্বাভাবিকভাবেই, যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি। তরতাজা, শক্তিশালী মনে হলো নিজেকে। তাইতার আনা ফল আর ছাগলের টক দুধ ক্ষুধার্তের মতো খেলেন। এই সময় কাজের লোকেরা তাঁবুর কাছে এসে উটের পিঠে রসদপত্র চাপাল। কাফেলা ফের রওয়ানা দেওয়ার সময় তাইতার পাশাপাশি খানিকটা পথ হাঁটার মতো শক্তি ফিরে পেলেন তিনি।

'আমি ঘুমে থাকার সময় কি কি স্মৃতি খুঁড়ে এনেছেন?' হাসিমুখে জানতে চাইলেন। 'কিছুই মনে করতে পারছি না, তার মানে আসলে কিছুই পাননি।'

'ই-তেমেন-আন-কাইয়ের ভিত্তি স্থাপনের সময় হাজির ছিলেন আপনি,' ওকে জানাল তাইতা।

থমকে দাঁড়ালেন দিমিতার, সবিস্ময়ে তাইতার দিকে ফিরলেন। 'এ কথা বলেছি আমি?'

জবাবে ঘোরে থাকার সময় দিমিতারের উচ্চারিত কয়েকটা ভাষা অনুকরণ করে শোনাল তাইতা। সাথে সাথে সেগুলো শনাক্ত করলেন দিমিতার। অচিরেই অবসন্ন হয়ে এল তার পাজোড়া, কিন্তু উৎসাহে ভাটা পড়ল না এতটুকু। নিজের পালকিতে উঠে শুয়ে পড়লেন গালিচার উপর। ওর পাশাপাশি এগোল তাইতা। দীর্ঘ রাত জুড়ে অব্যাহত রইল ওদের আলাপ। অবশেষে দুজনের জন্যেই বিশেষ গুরুত্ববহ একটা প্রশ্ন করলেন দিমিতার। 'ইয়োসের কথা বলেছি? গোপন কোনও স্মৃতি উদ্ধার করতে পেরেছেন?'

মাথা নাড়ল তাইতা। 'আপনাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইনি। সরাসরি ওদিকে যাইনি। বরং আপনার স্মৃতিকে স্বাধীনভাবে চলে বেড়াতে দিয়েছি।'

'একপাল কুকুরসহ শিকারীর মতো,' সহসা সশব্দ হাসির সাথে মন্তব্য করলেন দিমিতার। 'সাবধান, তাইতা, আমরা যেন ষাঁড়ের খোঁজ করতে গিয়ে মানুষখেকো সিংহীকে চমকে না দিই।'

'আপনার স্মৃতি এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে ইয়োসের খোঁজ করার মানে বিশাল সাগরের বিস্তারে বিশেষ একটা হাঙর খোঁজার মতো। আমাদের হয়তো তার স্মৃতির খোঁজ পেতে আরেকটা জীবন কাটিয়ে দিতে হতে পারে।'

'আমাকে সরাসরি ওর কাছে নিয়ে যেতে হবে,' বিনা দ্বিধায় বললেন দিমিতার।

'আপনার নিরাপত্তার কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি আমি, এমনকি আপনার জীবনাশঙ্কাও দেখা দিতে পারে,' মন্তব্য করল তাইতা।

'কাল ফের কুকুরের পাল পাঠাব আমরা? এবার কিন্তু সিংহীর গন্ধ শুঁকিয়ে দিতে হবে ওদের।'

রাতের বাকি সময়টুকু নীরব রইল ওরা। যার যার ভাবনা ও স্মৃতিতে বিভোর। ভোরের প্রথম আলো ফুটে উঠলে এক ছোট উপকূলে পৌঁছাল ওরা। খেজুর বাগানে যাত্রা বিরতির ঘোষণা দিল তাইতা। পশুগুলোকে দানা-পানি খাওয়ানো হলো, এই অবসরে তাঁবু খাটানো হলো। তাইতা জানতে চাইল, 'দিমিতার, আবার চেষ্টা চালানোর আগে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে চান? নাকি এখনই শুরু করতে তৈরি আছেন?'

'সারা রাত বিশ্রাম নিয়েছি। আমি তৈরি।'

ওর চেহারা পরখ করল তাইতা। ওকে দেখে শান্ত মনে হচ্ছে, ম্লান চোখজোড়া প্রশান্ত। লস্ত্রিসের তাবিজ উঁচু করে ধরল তাইতা। 'চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছে। চোখ বন্ধ করুন। অনেক শান্তি ও নিরাপদ বোধ করছেন আপনি। আপনার শরীর ভারি হয়ে এসেছে। আরাম বোধ করছেন। আমার কথা শুনুন। ঘুমের ধেয়ে আসা টের পাচ্ছেন...আশীর্বাদের ঘুম...গভীর, উপশমকারী ঘুম...'

প্রথম প্রয়াসের চেয়ে ঢের দ্রুত ঘুমে তলিয়ে গেলেন দিমিতার: তাইতার কোমল পরামর্শের কাছে ক্রমবর্ধমানহারে বশ মানছেন।

'আগুন আর ধোঁয়া উগড়ানো একটা পাহাড় রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন?'

মুহূর্তের জন্যে মড়ার মতো নীরব রইলেন দিমিতার। ঠোঁটজোড়া ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার, কাঁপতে লাগল। তারপরই ভীষণভাবে মাথা নাড়লেন। 'কোনও পাহাড় নেই! পাহাড় বলে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!' চড়া হয়ে ভেঙে গেল ওর কণ্ঠস্বর।

'পাহাড়ের চূড়ায় এক মহিলা আছে,' লেগে রইল তাইতা, 'সুন্দরী। দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী নারী। দেখতে পাচ্ছেন, দিমিতার?'

কুকুরের মতো হাঁপাতে শুরু করলেন দিমিতার, হাপরের মতো ওঠানামা করছে তাঁর বুক। তাইতার মনে হলো ওকে হারাতে বসেছে ও। ঘোরের বিরুদ্ধে লড়ছেন দিমিতার, বের হয়ে আসার চেষ্টা করছেন। ও জানে এটাই ওদের শেষ চেষ্টা, আবার চেষ্টা করতে গেলে বুড়ো মানুষটা আর নাও বাঁচতে পারেন।

'ওর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন, দিমিতার? মিষ্টি সুরেলা কথা শুনুন। কী বলছে সে আপনাকে?'

এবার অদৃশ্য কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন দিমিতার, তক্তপোষের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছেন। পাগলের মতো বিড়বিড় করছেন তিনি। হাঁটু আর কনুই একসাথে করে বুকের কাছে এনে বলের মতো হয়ে গেছেন। পরক্ষণেই হাত-পা সোজা করে ফেললেন তিনি, বাঁকা হয়ে গেল পিঠটা। পাগলের মতো বকবক করছেন। প্রলাপ বকছেন, হাসছেন। দাঁতে দাত চেপে ধরলেন এবার, এক সময় মাঢ়ীর একটা দাঁত ভেঙে পড়ল। রক্ত আর লালার মিশেলের সাথে ওটা ছুঁড়ে ফেললেন।

'শান্ত হোন, দিমিতার!' ভয়ে ভয়ে উঠল তাইতার মন, যেন পাত্র ভরা পানি উতড়ানোর উপক্রম হয়েছে। 'স্থির হোন! নিরাপদে আছেন আপনি।'

সহজ হয়ে এলো দিমিতারের শ্বাসপ্রশ্বাস, তারপরই তাইতাকে অবাক করে কুশলী সাধুর মতো প্রাচীন ভাষায় কথা বলে উঠলেন। কথাগুলো অচেনা, কিন্তু বলার ঢঙ আরও বেশি অচেনা। এখন আর বয়স্ক কারও মতো নয় ওর কণ্ঠস্বর, বরং তরুণীর মতো মিষ্টি, সুরেলা; এমন সুরেলা কণ্ঠ কখনও শোনেনি তাইতা।

'আগুন, হাওয়া, জল ও মাটি, কিন্তু আগুনই এসবের প্রভু।' প্রতিটি যন্ত্রণাদায়ী ওঠানামা তাইতার মনে খোদাই হয়ে যাচ্ছে। জানে এই শব্দ কোনওদিন মুছতে পারবে না ও।

আবার তক্তপোষের উপর লুটিয়ে পড়লেন দিমিতার। শরীরের আড়ষ্টতা বিদায় নিল। চোখজোড়া কেঁপে উঠে বন্ধ হয়ে গেল। স্থির হলো শ্বাসপ্রশ্বাস। সহজ হয়ে এলো বুকের প্রবল ওঠানামা। ওর হৃৎপিণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে গেছে ভেবে ভয় হলো তাইতার। কিন্তু পাঁজরে কান পেতে চাপা অথচ ছন্দোময় কম্পনের শব্দ শুনে প্রবল স্বস্তির সাথে বুঝতে পারল এযাত্রা রক্ষা পেয়েছেন দিমিতার।

দিনের বাকি সময়টুকু ওকে ঘুমাতে দিল তাইতা। দিমিতার যখন জেগে উঠলেন, মনে হলো বিপদ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আসলেই কী ঘটেছে তার কোনও উল্লেখই করলেন না তিনি। মনে হলো যেন কোনও স্মৃতিই অবশিষ্ট নেই তার মনে।

ছাগলের দুধের স্যুপ খাওয়ার সময় কাফেলার দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়ে আলাপ করল ওরা। গালালা থেকে কতটা পথ দূরে এসেছে ও ফারাও নেফার সেতির অনন্য সাধারণ প্রাসাদে যেত আর কতটা পথ বাকি আছে আন্দাজ করার প্রয়াস পেল। আগেভাগেই ওদের আগমনের সংবাদ দিয়ে রাজার কাছে বার্তাবাহক পাঠিয়েছে তাইতা। তিনি কীভাবে ওদের অভ্যর্থনা জানাবেন বোঝার প্রয়াস পেল।

'একমাত্র সত্যিকারের আলো আহুরা মাযদার কাছে প্রার্থনা করুন, হতভাগ্য আক্রান্ত এই দেশে যেন আর নতুন কোনও প্লেগ না আসে,' বলে চুপ করে গেলেন দিমিতার।

'আগুন, হাওয়া, জল ও মাটি...' কথোপকথনের সুরে বলে উঠল তাইতা।

'...কিন্তু আগুনই হচ্ছে এসবের প্রভু,' নোট বইয়ের লেখা মুখস্থ করার মতো পুনরাবৃত্তি করল দিমিতার। নিমেষে হাত উঠে এসে মুখ চেপে ধরল তার, বুড়ো চোখে বিস্ময় নিয়ে তাইতার দিকে তাকালেন তিনি। 'আগুন, হাওয়া, জল ও মাটি সৃষ্টির চারটি মৌল উপাদান। এখন ওগুলোর নাম বললেন না, তাইতা?'

'আগে বলুন আগুনকে কেন সবগুলোর প্রভু বলেছেন আপনি।'

'প্রার্থনা মন্ত্র,' বললেন দিমিতার।

'কার প্রার্থনা? কীসের মন্ত্র?'

মনে করার প্রয়াসে ম্লান হয়ে গেল দিমিতারের চেহারা। 'জানি না।' বেদনাদায়ক স্মৃতি খুঁড়ে আনতে গিয়ে কণ্ঠস্বর কেঁপে যাচ্ছে তার। 'এর আগে কখনও শুনিনি।'

'শুনেছেন,' এবার অনুসন্ধানী কণ্ঠে বলল তাইতা। 'ভাবুন, দিমিতার! কোথায়? কে?' তারপর আচমকা আবার সুর পাল্টাল। নিখুঁতভাবে অন্যের কণ্ঠ নকল করতে পারে ও। ঘোরে থাকার সময় দিমিতারের উচ্চারণ করা সুরেলা মেয়েলী কণ্ঠে কথা বলল। 'কিন্তু এসবের প্রভু হচ্ছে আগুন।'

ঢোক গিললেন দিমিতার, দুহাত কান ঢাকলেন। 'না!' চিৎকার করে উঠলেন। 'ওই সুরে কথা বলে ধর্মের অবমাননা করছেন আপনি। জঘন্য অপবিত্রতার কাজ করছেন। এটা মিথ্যার স্বর, ডাইনী ইয়োসের কণ্ঠস্বর!' হেলান দিয়ে বসে ভাঙা কণ্ঠে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

নীরবে ওর সামলে নেওয়ার অপেক্ষা করল তাইতা।

অবশেষে মাথা তুলে দিমিতার বললেন 'আহুরা মাযদা দয়া করুন, আমার দুর্বলতা ক্ষমা করুন। কেমন করে এই মারাত্মক কথাগুলো ভুলে গেলাম?'

'দিমিতার, আপনি ভোলেননি। স্মৃতি আপনার কাছে ধরা দিতে চায়নি,' আস্তে করে বলল তাইতা। 'এখন সব মনে করতে হবে–দ্রুত, ইয়োস অনুপ্রবেশ করে আটকানোর আগেই।'

'"কিন্তু এসবের প্রভু হচ্ছে আগুন।" এই মন্ত্র দিয়েই সবচেয়ে অপবিত্র আচার শুরু করেছিল সে,' ফিসফিস করে বললেন দিমিতার।

'এরনায়?'

'ওকে অন্য কোথাও দেখিনি।'

'আগুনের জায়গায় আগুনকে মহিমান্বিত করেছে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল তাইতা। 'আগ্নেয়গিরির বুকের ভেতর ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে সে। আগুন তার শক্তির অংশ, কিন্তু ক্ষমতার উৎস থেকে চলে গেছে সে। তবু আমরা জানি তা আবার সজীব হয়ে উঠেছে। আপনি যে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন খেয়াল করেছেন সেটা? এখন আমরা জানি ঠিক কোথায় তার খোঁজ করতে হবে।'

স্পষ্টই বিস্মিত দেখাল দিমিতারকে।

'আগ্নেয়গিরির আগুনেই খুঁজতে হবে ওকে,' ব্যাখ্যা করল তাইতা।

দিমিতারকে যেন ভাবনা গুছিয়ে নিচ্ছেন। 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি,' বললেন তিনি।

'চলুন, ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু এগোনো যাক!' বলল তাইতা। 'তিনটি উপাদানের অধিকারী আগ্নেয়গিরি: আগুন, মাটি ও হাওয়া। কেবল জলের অভাব রয়েছে। সাগরের পাশে এরনার অবস্থান। আস্তানার হিসাবে আরেকটা আগ্নেয়গিরি সন্ধান পেয়ে থাকলে কাছেই বিরাট জলের উৎস থাকতে বাধ্য।'

'সাগর?' জিজ্ঞেস করলেন দিমিতার।

'কিংবা বড় কোনও নদী,' আন্দাজ করল তাইতা। 'সাগরের পাশে কোনও আগ্নেয়গিরি, দ্বীপের উপরও হতে পারে, কিংবা বিরাট কোনও হ্রদের ধারে। এমন জায়গাতেই ওর খোঁজ করতে হবে।' দিমিতারের কাঁধ দুহাতে জড়িয়ে ধরল ও। আন্তরিক হাসল। 'তো, দিমিতার, অস্বীকার করলেও সে কোথায় লুকিয়ে আছে আপনার জানা ছিল।'

'এখানে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। আমার অপসৃয়মান স্মৃতি থেকে আপনার বুদ্ধির জোরেই সেটা বের করে এনেছেন আপনি,' বললেন দিমিতার। 'তবে একটা কথা বলুন তো, তাইতা, আমাদের অনুসন্ধানের এলাকা কতখানি কমাতে পেরেছি? বর্ণনার সাথে মেলে এমন আগ্নেয়গিরির সংখ্যা কত?' একটু থামলেন তিনি, তারপর নিজেই জবাব দিলেন। 'কয়েক হাজার হবে। নিশ্চয়ই বিস্তৃত জমিন আর সাগরের কারণে দূরে দূরে থাকবে সেগুলো। সবগুলোয় পৌঁছতে অনেক বছর লাগবে। মনে হয় না, এখন আর এমন কাজ করার শক্তি আছে।'

'গত কয়েক শো বছর ধরে থেবসের হাথরের মন্দিরের পুরোহিতরা পৃথিবীপৃষ্ঠের নিখুঁত গবেষণা করেছে। সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-নদীর বিস্তারিত মানচিত্র আছে ওদের কাছে। চলার পথে আমার জানা তথ্য ওদের কাছে চালান করেছি। ওদের সাথে ভালো জানাশোনা আছে। পানির কাছাকাছি সমস্ত আগ্নেয়গিরির তালিকা দিয়ে সাহায্য করবে ওরা। মনে হয় না সবগুলোর কাছে যেতে হবে। আমরা দুজন আমাদের শক্তি এক করে দূর থেকে অশুভের উৎসারণ জানতে প্রত্যেকটা পাহাড়ের দিকে শব্দ পাঠাতে পারি।'

'তাহলে হাথরের মন্দিরে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে, শক্তি সামলে রাখতে হবে। ইয়োসের বিরুদ্ধে এই সংঘাত আপনার শক্তি ও প্রতিরক্ষার শেষ বিন্দুটুকুও শুষে নিচ্ছে। আপনাকেও বিশ্রাম নিতে হবে, তাইতা।' পরামর্শ দিলেন দিমিতার। 'দুদিন ধরে ঘুমাননি, অথচ ওকে বের করে আনার দীর্ঘ পথে এরইমধ্যে প্রথম পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছি আমরা।'

এই পর্যায়ে ওদের তাঁবুতে এক বান্ডিল সুরভিত মরু ঘাস একে, বিছানা বানাতে লেগে গেল মেরেন। তার উপর বাঘের ছাল বিছিয়ে দিল। হাঁটু গেড়ে বসে মনিবের পায়ের জুতো খুলল, টিউনিকের ঢিতে ফিলে করে দিল। কিন্তু ওকে ধমকে উঠল তাইতা। 'আমি কচি খোকা নই, মেরেন। নিজের পোশাক খুলতে পারি।'

তাকে বিছানার উপর শুইয়ে দেওয়ার সময় আমোদিত হাসল মেরেন। 'আপনি কচি খোকা নন, সেটা আমাদের জানা আছে, ম্যাগাস। অবাক কাণ্ড, সাধারণত তো এমন আচরণ করেন না আপনি?' প্রতিবাদ করবে বলে মুখ খুলল তাইতা, কিন্তু তার বদলে মৃদু নাক সিঁটকাল এবং পরক্ষণেই ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে।

'আমি ঘুমানোর সময় ও পাহারায় ছিল। এবার আমি ওকে পাহারা দেব, সৎ মেরেন,' বললেন দিমিতার।

'এটা আমার দায়িত্ব,' তাইতার দিকে খেয়াল রেখে বলল মেরেন।

'মানুষ আর জানোয়ারের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে পারবে তুমি–তোমার চেয়ে ভালো পারবে না কেউ,' বললেন দিমিতার। 'কিন্তু অকাল্টের সাহায্যে আক্রমণ করা হলে অসহায় হয়ে পড়বে। সৎ মেরেন, তোমার তীর-ধনুক নিয়ে যাও, আমাদের জন্যে তাগড়া একটা হরিণল শিকার করে আনো।'

আরও কিছুক্ষণ তাইতার কাছে থাকল মেরেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে বের হয়ে গেল। তাইতার তক্তপোষের পাশে অবস্থান নিলেন দিমিতার।

তরঙ্গায়িত ঝিলমিল জলের পাশে তুষার-শাদা উজ্জ্বল সৈকতে সাগর তীর ধরে হাঁটছে তাইতা। জেসমিন ও লাইলাক ফুলের সৌরভ-মাখা হাওয়া পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে চোখে-মুখে, এলোমেলো করে দিচ্ছে দাড়িগোঁফ। জলের কিনারায় এসে থামল ও, ছোট ছোট ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে লাগল ওর পায়ে। সাগরের উপর দিয়ে দূরে চোখ ফেরাল। ওধারের গাঢ় শূন্যতাই দেখতে পেল শুধু। জানে পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে ও, তাকিয়ে আছে চিরন্তন বিশৃঙ্খলার দিকে। রোদে দাঁড়িয়ে থাকলেও অন্ধকারের দিকে ওর চোখ। তারাগুলো জোনাকপোকার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে তার উপর।

লস্ত্রিসের তারার খোঁজ করল ও। কিন্তু নেই। ক্ষীণতম আভাটুকুও অবশিষ্ট নেই। শূন্যতা থেকে এসেছিল, আবার শূন্যতায় ফিরে গেছে। ভীষণ বেদনাবোধে আক্রান্ত হলো ও। আপন নিঃসঙ্গতায় তলিয়ে যাবার অনুভূতি হলো। ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় অবশেষে গানের আওয়াজ শুনতে পেল: তরুণ কণ্ঠস্বর নিমেষে চিনে ফেলল, যদিও অনেক দিন আগে শুনেছিল। বুকের পাঁজরে মাথা ঠুকছে ওর হৃৎপিণ্ড। আওয়াজ আরও কাছে সরে এলে বুনো একটা পশু মুক্তি পেতে মরিয়া হয়ে উঠল।

'যখন প্রিয়তমার মুখখানি দেখি,
আহত কোয়েলের মতো ডানা ঝাপ্টায় আমার হৃদয়;
ওর হাসির রোদ্রালোকে
ভোরের আকাশের মতো লাল হয়ে ওঠে আমার মুখ...'

এটাই ছিল ওকে শেখানো ওর প্রথম গান, সব সময়ই প্রিয় গান ছিল ওর। সাগ্রহে ওকে খুঁজে পেতে ঘুরে দাঁড়াল ও। কারণ ওর জানা আছে এই গায়িকা লস্ত্রিস ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। ওরই হেফাযতে ছিল সে, নদীর জরে ওর স্বাভাবিক মায়ের মৃত্যুর পরপরই দেখভাল ও শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ওর ওপর। ওকে ভালোবেসে ফেলেছিল ও, যেভাবে কোনও দিন কোনও পুরুষ কোনও নারীকে ভালোবাসেনি।

রোদের আলোয় উজ্জ্বল সাগরের বিপরীতে চোখ আড়াল করল ও। একটা অবয়ব দেখতে পেল জলের বুকে। কাছে এগিয়ে এল অবয়বটা, আরও কাছে আসতে লাগল। ক্রমে স্পষ্ট হয়ে এলো ওটার কাঠামো। দেখা গেল ওটা একটা বিরাট সোনালি ডলফিন, এত দ্রুত ও জাঁকের সাথে সাঁতার কাটছে যে, ওটার নাকের কাছে কুঁকড়ে যাচ্ছে জল, ফেনা তুলে সরে যাচ্ছে। ওটার পিঠে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ে, দক্ষ রথ চালকের মতো ভারসাম্য বজায় রেখেছে। সাগরের শৈবালের লাগাম ধরে পেছনে হেলে আছে, লাগাম দিয়েই অসাধারণ প্রাণীটাকে সামলাচ্ছে, গান গাওয়ার সময় ওর উদ্দেশে মৃদু হাসছে মেয়েটা।

হাঁটু গেড়ে বালির উপর বসে পড়ল তাইতা। 'মিস্ট্রেস!' চিৎকার করে বলে উঠল। 'মিষ্টি লস্ত্রিস!'

আবার বার বছর বয়সে ফিরে গেছে ও, যখন প্রথম ওর সাথে জানাশোনা হয়েছিল। পরনে কেবল ব্লিচ করা একটা লিনেনের স্কার্ট, কড়কড়ে, ঝলমলে; সারসের ডানার মতো শাদা। ওর ছিপছিপে দেহের ত্বকের রঙ বিবলসের ওধারের পাহাড় থেকে আনা তৈলাক্ত সিডার কাঠের মতো চকচক করছে। সদ্য পাড়া ডিমের মতো ওর বুক, গোলাপি গার্নেট বসানো।

'লস্ত্রিস, আমার কাছে ফিরে এসেছ। আহা, দয়াময় হোরাস! হে, করুণাময় আইসিস! ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছ,' ফুঁপিয়ে উঠল ও।

'তোমাকে কোনওদিনই ছেড়ে যাইনি আমি, প্রিয় তাইতা,' গানে বিরতি দিয়ে বলল লস্ত্রিস। ওর অভিব্যাক্তিতে দুষ্টুমি আর ছেলেমানুষি আমোদের ছাপ। ওর কমনীয় ঠোঁটজোড়া হাসিতে বেঁকে গেলেও চোখে কোমল সহানুভূতির ছাপ। নারীসুলভ প্রজ্ঞা ও উপলব্ধিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে ও। 'তোমাকে দেওয়া আমার প্রতিশ্রুতির কথা কোনওদিনই ভুলিনি।'

পিছলে সৈকতে উঠে এলো সোনালি ডলফিন। লাফ দিয়ে ওটার পিঠ থেকে মোহনীয় ভঙ্গিতে বালির উপর নেমে দাঁড়াল লস্ত্রিস। ওর দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক পাশের কাঁধের উপর নেমে এসে বুকের মাঝখানে ঝুলছে ঘন চুলের গোছা। ওর মুখের প্রতিটি জায়গা ও রূপালি বাঁক খোদাই হয়ে আছে ওর মনে। 'কাছে এসো, তাইতা,' বলতেই ওর দাঁতগুলো মুক্তো-মালার মতো ঝিকিয়ে উঠল। 'আমার কাছে ফিরে এসো, আমার সত্যিকারের ভালোবাসা!'

ওর দিকে পা বাড়ানোর চেষ্টা করল তাইতা। প্রথম কয়েক পদক্ষেপে বয়সের ভারে টলে উঠল ন্যূব্জ পাজোড়া, কিন্তু তারপরই নতুন শক্তি খেলে গেল ওর দেহে। সোজা হয়ে দাঁড়াল ও, অনায়াসে এগিয়ে গেল শাদা বালির উপর দিয়ে। টের পাচ্ছে ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে আছে শরীরের পেশিগুলো। ওর পেশি এখন কোমল, উজ্জীবিত।

'ও, তাইতা, তুমি কত সুন্দর!' আহবান জানাল লস্ত্রিস। 'কত ক্ষিপ্র, শক্তিশালী, কী তরুণ, প্রিয় আমার।' মেয়েটার কথাগুলো সত্যি জানে বলে অমোদিত হয়ে উঠল ওর হৃদয়-মন। আবার তরুণ হয়ে গেছে ও, প্রেমে পড়েছে।

ওর দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিল সে। মরণ বাঁধনে ধরে ফেলল ওকে মেয়েটা। ওর আঙুলগুলো শীতল, হাড় সর্বস্ব, অস্থিব্যামোয় বাঁকা; শুষ্ক, কর্কশ ত্বক।

'আমাকে সাহায্য করো, তাইতা,' আর্তনাদ করে উঠল লস্ত্রিস। কিন্তু এখন ওর কণ্ঠস্বর নয় এটা, নিদারুণ বয়স্ক পুরুষের যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠস্বর। 'আমাকে বাগে পেয়ে গেছে সে!'

মরণভীতিতে ওর হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে লস্ত্রিস। অস্বাভাবিক ঠেকছে ওর শক্তি–ওর আঙুল মুচড়ে দিচ্ছে, বেঁকে যাওয়া হাড়ের যন্ত্রণা টের পাচ্ছে ও, পেশি ভেঙে পড়ছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল ও। 'ছেড়ে দাও!' চিৎকার করে বলল। 'তুমি লস্ত্রিস নও।' এখন আর তরুণ নেই ও। ওকে পূর্ণ করে তোলা এক মুহূর্ত আগের শক্তি উবে গেছে। বয়স ও হাতাশা গ্রাস করে নিল ওকে, আপন স্বপ্নের বিস্ময়কর নকশা প্রকাশিত হতে দেখে ভীতিকর বাস্তবতার ভয়ঙ্কর ঝাপ্টায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে ও।

বিপুল ভারের নিচে তাঁবুর মেঝেয় নিজেকে আবিষ্কার করল ও। ভারের কারণে বুক বসে যাচ্ছে; শ্বাস নিতে পারছে না ও। এখনও ওর হাতজোড়া চেপে ধরে রেখেছে কেউ। ওর কানের খুব কাছেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ধ্বনি, এত কাছে, মনে হচ্ছে কানের পর্দা ফেটে যাবে বুঝি।

জোর করে চোখ মেলে তাকাল ও। ওর স্বপ্নের শেষ দৃশ্যটুকু মিলিয়ে গেল। ওর মুখের মাত্র কয়েক ইঞ্চি উপরে দেখা যাচ্ছে দিমিতারের মুখ। বলতে গেলে চেনাই যায় না; যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে। ফোলা, পিঙ্গল। মুখটা হাঁ হয়ে গেল, হলদে জিভ বের হয়ে এলো। হাঁপানি ও মরিয়া ফোঁপানিতে মিলিয়ে যাচ্ছে ওর আর্তনাদ।

এখন ধাক্কা খেয়ে পুরোপুরি সজাগ তাইতা। তাঁবুর ভেতরটা সাপের গন্ধের মতো গন্ধে ভরা। বিশাল আঁশটে প্যাঁচে ঢেকে গেছেন দিমিতার, কেবল ওর মাথা আর একটা হাত মুক্ত রয়েছে। এখনও মুক্ত হাতে তাইতাকে আঁকড়ে ধরে আছেন তিনি–অনেকটা ডুবন্ত মানুষের মতো। ওকে ঘিরে নিখুঁত সমান ল্যুপ তৈরি করেছে প্যাঁচটা। পেশির নিয়মিত খিঁচুনিতে এঁটে বসছে। প্যাঁচ চেপে বসায় পরস্পরের সাথে ঘঁসা খাচ্ছে আঁশগুলো: দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে দিমিতারের নাজুক শরীর। সাপের

ত্বকে সোনা, চকলেট আর লালচে বাদামী দারুণ নকশা করা। কিন্তু কেবল ওটার মাথা দেখেই ওদের হামলা চালানো প্রাণীটিকে চিনতে পারল তাইতা।

'পাইথন,' জোরে বলে উঠল ও। ওর দুহাতের মুঠি মেলালে যত বড় হবে তার দ্বিগুন সাপটার মাথার আকার। মুখ ব্যাদান করে রেখেছে ওটা, দিমিতারের হাড় সর্বস্ব কাঁধে বিঁধে আছে দাঁতগুলো। দাঁত কেলানো মুখের দু-কোণ থেকে চকচকে লালার ধারা গড়িয়ে নামছে–সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেওয়ার আগে শিকারকে এই তরলে ঢেকে নেয় সে। তাইতার দিকে চেয়ে থাকা ছোট গোল চোখজোড়া কালো, নিষ্করুণ। আরও একবার কুণ্ডলীটা চেপে বসল। মানুষ আর সাপের ভারের নিচে নিজেকে অসহায় মনে হলো তাইতার। দিমিতারের মুখের দিকে তাকাল ও, নীরবতায় আটকে গেছে বেচারার অন্তিম আর্তনাদ। এখন আর শ্বাস নিতে পারছেন না দিমিতার। কোটর থেকে ফেটে বের হয়ে আসার যোগাড় হয়েছে ওর ম্লান চোখজোড়া। নিদারুণ চাপে পাঁজরের একটা হাড় ভাঙার শুনল তাইতা।

কোনওমতে যথেষ্ট শক্তি এক করে চেঁচিয়ে উঠল তাইতা, 'মেরেন!' জানে দিমিতার নেই বললেই চলে। ওর হাতের উপর মরণ মুঠি ঢিলে হয়ে এসেছে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ও। কিন্তু এখনও ফাঁদে আটকে আছে। দিমিতারকে বাঁচাতে একটা কিছু অস্ত্র দরকার। এখনও মনের পর্দায় লস্ত্রিসের ইমেজ ভাসছে ওর, গলার কাছে উড়ে এলো ওর হাত। চেইনে ঝোলানো একটা সোনালি তারা ঝুলছে ওখানে। লস্ত্রিসের তাবিজ।

'আমাকে শক্তি দাও, প্রিয়া আমার,' ফিসফিস করে বলল ও। ভারি ধাতব অলঙ্কারটা ওর হাতের তালুতে খাপে খাপে এঁটে বসল। ওটা দিয়ে পাইথনের মাথায় আঘাত হানল ও। একটা গোল চোখের দিকে তাক করেছিল, তীক্ষ্ণ ধাতব ডগাটা চোখ ঢেকে রাখা স্বচ্ছ আঁশ ভেদ করে গেল। হিংস্র, বিস্ফোরক শব্দে হিসহিস করে উঠল সাপটা। কুণ্ডলী পাকানো শরীরে খিঁচুনি উঠল, পাঁক খেল ওটা। কিন্তু দাঁতগুলো দিমিতারের কাঁধে বিঁধে রইল। এমনভাবে কোনাকুনি এঁটে বসেছে যে, শিকার গেলার সময়ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যায়। প্রকৃতিগতভাবেই সহজে ছেড়ে দেওয়ার নয়। চোয়াল আলগা করে নেওয়ার প্রয়াসে বেশ কয়েকটা সহিংস উদগীরণের ভঙ্গি করল পাইথনটা।

ফের আঘাত করল তাইতা। সাপের চোখের ঠিক মাঝখানে হাঁকাল ধাতব তীক্ষ্ণ ডগাটা, তারপর প্যাঁচাতে শুরু করল। দিমিতারকে ছেড়ে পাইথনের সর্পিল শরীর কুণ্ডলী শিথিল হয়ে এলো। প্রবল বেগে এপাশ ওপাশ মাথা দুলিয়ে এক সময় দিমিতারের শরীর থেকে দাঁত তুলে নিল ওটা। দুটো চোখই উপড়ে নেওয়া হয়েছে। ওদের উপর শীতল তেলতেলে রক্ত ছিটিয়ে সরে গেল সাপটা। বুকের উপর থেকে ভার সরে যেতেই ছোট করে শ্বাস টানল তাইতা। তারপর একপাশে সরিয়ে দিল দিমিতারের শিথিল শরীর, ওর চেহারা বরাবর আঘাত হানল ক্রুদ্ধ পাইথন। চট করে হাত ওঠাল ও, কব্জিতে দাঁত সেঁধিয়ে দিল সাপটা। কিন্তু তারা ধরে রাখা

হাতটা এখনও মুক্ত। কব্জির হাড়ে তীক্ষ্ণ দাঁতের ঘর্ষণের অনুভূতি টের পাচ্ছে ও। কিন্তু ব্যথা নতুন করে শক্তি যোগাল ওকে। আহত চোখে ফের ডগাটা বসিয়ে দিল ও, এবার আরও গভীরে। খুলির ভেতর থেকে চোখটা বের করে আনল তাইতা, যন্ত্রণায় কুকড়ে গেল পাইথন। বিস্ফোরণ ঘটেছে যেন। আবার আক্রমণ করতে চোয়াল ছাড়িয়ে নিল ওটা। বর্ম পরানো মুঠির মতো যেন ওটার নাকের আঘাতগুলো। তাঁবুর মেঝেয় গাড়িয়ে বেড়াতে লাগল তাইতা। আঘাত এড়ানোর প্রয়াস পাচ্ছে। চিৎকার করে ডাকছে মেরেনকে। ওর বুকের চেয়েও চওড়া সাপটার দোলানো কুণ্ডলী ভরে রেখেছে গোটা তাঁবু।

এবার উরুতে একটা হাড়ের মতো কাঁটা বিঁধে যাওয়া টের পেল তাইতা, যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল ও। জানে কীসে আঘাত করেছে ওকে। যৌন ছিদ্রের দুপাশে খাট ও মোটা লেজের নিচের দিকে ভয়ঙ্কর একজোড়া থাবা থাকে পাইথনের। সঙ্গীকে আঁকড়ে ধরতে ব্যবহার করে থাকে ওগুলো। এই হুক দিয়ে শিকারও পাকড়াও করে। কুণ্ডলীর জন্যে এক ধরনের গোজের কাজ দেয় ওগুলো, শক্তি বাড়িয়ে তোলে বহুগুন। মরিয়া হয়ে পা আলগা করে নেওয়ার চেষ্টা করল তাইতা। কিন্তু হুকগুলো ওর মাংসে গেঁথে গেছে। তেলতেলে প্রথম কুণ্ডলীটা প্যাঁচাতে শুরু করল ওকে।

'মেরেন!' আবার চিৎকার করল। ও। কিন্তু দুর্বল ওর কণ্ঠস্বর, আরেকটা কুণ্ডলী চেপে বসল। আবার মেরেনকে ডাকার চেষ্টা করল ও। কিন্তু হুঁশ করে ওর বুকের সব বাতাস বের হয়ে গেল। দুমড়ে গেল পাঁজর।

সহসা মেরেন এসে হাজির হলো তাঁবুর মুখে। এক মুহূর্ত থেমে সাপটার ফুটকিঅলা শরীরের অর্থ পুরোপুরি বুঝে নিল। পরক্ষণে এক লাফে সামনে বাড়ল। পিঠে ঝোলানো খাপ থেকে তলোয়ার বের করতে মাথার উপর হাত বাড়িয়ে দিল। তাইতার চোট পাওয়ার ঝুঁকি থাকায় ওটার মাথা লক্ষ্য করে আঘাত করার সহস করল না। তো আক্রমণের কোণ বদলাতে নাচের ভঙ্গিতে একপাশে সরে গেল। পাইথনের নিক্ষিপ্ত মাথা এখনও শিকারের দিকে ব্যস্ত। কিন্তু তাইতার পায়ের আরও গভীরে হুক বিঁধানোর জন্যে খাট লেজটা স্থির করে রেখেছে। তলোয়ারের ফলার ঝিলিকে সাপটার হুকের উপরের লেজের দৃশ্যমান অংশ আলগা করে নিল মেরেন। তাইতার পায়ের সমান লম্বা একটা অংশ, ওর উরুর মতোই পুরু।

শরীরের ওপরের অংশটুকু প্রায় তাঁবুর সমান উঁচু করে ফেলল পাইথন। বিশাল হাঁ হলো ওটার মুখ, মেরেনের উপর ঝুলে থাকার সময় ঝিলিক দিয়ে উঠল ওটার নেকড়েসুলভ দাঁতগুলো। অবশিষ্ট চোখে ওকে জরিপ করার সময় এপাশ ওপাশ দোল খেয়ে চলল ওটার মাথা। কিন্তু আঘাতের ফলে মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে যাওয়ায় থমকে গেছে ওটা। তলোয়ার উঁচু করে ওটার মুখোমুখি দাঁড়াল মেরেন। সামনে ছুটে এসে ওর মুখ লক্ষ্য করে আক্রমণ চালাল সাপটা। কিন্তু তৈরি ছিল মেরেন, হাওয়ায় গুঞ্জন তুলল ওর তলোয়ার। পরিষ্কার সাপের গলায় ঢুকে গেল উজ্জ্বল

ফলাটা। লুটিয়ে পড়ল মাথাটা। পাঁক খেয়ে চলল মুণ্ডহীন জানোয়ারটা, ওদিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে খিঁচুনি খাওয়ার মতো ফাঁক হয়ে গেল ওটার চোয়াল। লাথি মেরে ওটার শিথিল হয়ে আসা কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে আগে বাড়ল মেরেন, তাইতার বাহু আঁকড়ে ধরল। ওর কব্জিতে সাপের দাঁতের তৈরি ফুটো থেকে রক্ত ঝরছে। তাইতাকে মাথার উপর উঁচু করে ধরে তাঁবুর বাইরে নিয়ে এলো ও।

'দিমিতার! দিমিতারকে বাঁচাতেই হবে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল তাইতা। আবার দৌড়ে গেল মেরেন। আঘাত হানতে লাগল মুণ্ডহীন সাপের গায়ে। দিমিতারের পড়ে থাকার জায়গায় যাবার পথ তৈরির প্রয়াস পাচ্ছে। অবশেষে শোরগোলে সচেতন হয়ে অন্য ভৃত্যরাও দৌড়ে এলো। ওদের ভেতর সবচেয়ে সাহসীজন মেরেনকে অনুসরণ করে তাঁবুতে ঢুকল, সাপটাকে টেনে একপাশে সরিয়ে মুক্ত করল দিমিতারকে। অচেতন হয়ে আছেন তিনি, দরদর করে রক্ত বের হয়ে আসছে কাঁধের ক্ষতস্থান থেকে।

নিজের ক্ষত উপেক্ষা করে দ্রুত কাজে নামল তাইতা। বুড়ো মানুষটার বুক ক্ষতবিক্ষত, ক্ষতে ভরা। বুকে হাত বুলিয়ে অন্তত দুটি হাড় ভাঙার ব্যাপারে নিশ্চিত হলো ও, কিন্তু সবার আগে ওর কাঁধের ক্ষতের রক্তক্ষরণ বন্ধ করাই জরুরি। ব্যথায় জ্ঞান ফিরে এল দিমিতারের। তাঁবুর এক কোণে রাখা কাসারিতে জ্বলন্ত আগুনে মেরেনের ড্যাগারের ডগা তাতিয়ে কামড়ের জায়গাগুলো পরিষ্কার করার সময় ওকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করল তাইতা।

'সাপের কামড় বিষাক্ত নয়। এটা অন্তত ভাগ্যের ব্যাপার,' দিমিতারকে বলল ও।

'হয়তো এই একটা ব্যাপারই আছে,' ব্যথায় আড়ষ্ট দিমিতারের কণ্ঠস্বর। 'ওই সাপটা স্বাভাবিক নয়, তাইতা। শূন্যতা থেকে পাঠানো হয়েছে ওটাকে।'

এ-কথার বিরোধিতার করার মতো স্বস্তিদায়ক কোনও যুক্তি খুঁজে পেল না তাইতা, তবে বুড়ো মানুষটার হতাশাকে প্রশ্রয় দিতে চাইল না ও। 'আরে, রাখুন, পুরোনো বন্ধু,' বলল ও। 'এমন কিছু খারাপ হয়নি যাকে দুশ্চিন্তা করে আরও খারাপ করে তুলতে হবে। আমরা দুজনই বেঁচে আছি। ইয়োসের একটা যন্ত্র না হয়ে সাপটা স্বাভাবিকও হয়ে থাকতে পারে।'

'আগে কখনও মিশরে এমন প্রাণীর কথা শুনেছেন?' জানতে চাইলেন দিমিতার।

'দক্ষিণের দেশে এদের দেখেছি,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল তাইতা।

'দক্ষিণে, অনেক দূরে?'

'হ্যাঁ, সত্যি,' স্বীকার গেল তাইতা। 'এশিয়ার সিন্ধু নদেরও ওধারে, নীল নদ যেখানে দুটো ধারায় ভাগ হয়ে গেছে, তারও দক্ষিণে।'

'সব সময়ই গভীর জঙ্গলে,' নাছোড়বান্দা দিমিতার। 'মরুভূমিতে কোনও সময়ই না? এত বিরাট তো নয়ই?'

'যা বলেন,' হার মানল তাইতা।

'আমাকে মারতেই পাঠানো হয়েছে ওটাকে, আপনাকে নয়। আপনার মৃত্যু চায় না সে–এখনই না,' চূড়ান্ত সুরে বললেন দিমিতার।

নীরবে পরীক্ষা চালিয়ে গেল তাইতা। দিমিতারের কোনও গুরুত্বপূর্ণ হাড় ভাঙেনি দেখে স্বস্তি বোধ করল। পাতন করা মদে ওর কাঁধ ধুয়ে ক্ষতস্থান মলমে ঢেকে লিনেনের ফিতেয় ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিল ও। তারপরই কেবল নিজের ক্ষতের দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ মিলল।

নিজের কব্জিতে ব্যান্ডেজ বাঁধার পর দিমিতারকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল ও। মেরেন যেখানে দানবীয় পাইথনের লাশ রেখেছিল সেদিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করল ওকে। মাথা আর লেজের অংশ বাদে পনেরটা টুকরোরই মাপ নিল ওরা। এমনকি মেরেনের পেশীবহুল বাহুও ওটার সবচেয়ে স্থূল অংশের বেড় পেল না। বেশ অনেক আগেই মারা গেলেও অসাধারণ নকশা করা চামড়ার নিচে এখনও নাচছে পেশিগুলো, পাক খাচ্ছে।

ছড়ির ডগা দিয়ে সাপের খণ্ডিত মাথাটা নাড়ল তাইতা, তারপর খুঁচিয়ে খুলে ফেলল মুখটা। 'চোয়ালের বাঁধন আলগা করার ক্ষমতা ছিল ওটার, যাতে বিশালদেহী মানুষও গিলে ফেলার মতো বড় হাঁ করতে পারে।'

মেরেনের সুদর্শন চেহারায় ঘৃণার ছাপ ঠিকরে পড়ছে। 'বিশ্রী, অশুভ প্রাণী। ঠিকই বলেছেন দিমিতার। দানবটা ঠিক শূন্যতা থেকে এসেছে। ওটার লাশ পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব আমি।'

'তেমন কিছুই করবে না তুমি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল তাইতা। 'এমনি অতিপ্রাকৃত প্রাণীর চর্বিতে সক্রিয় জাদুকরী শক্তি থাকে। যদি, বেশ সম্ভবপর মনে হচ্ছে, এটা ডাইনীর জাদু বলে সৃষ্টি হয়ে থাকলে আমরা হয়তো ওটাকে তার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারব।'

'তাকে কোথায় পাওয়া যাবে জানা না থাকলে,' যুক্তি দেখাল মেরেন। 'কীভাবে ফেরত পাঠাবেন ওটাকে?'

'এটা তার সৃষ্টি, তারই অংশ। এটাকে অনেকটা ঘর চেনানোর পায়রার মতো তার কাছে পাঠাতে পারব আমরা,' ব্যাখ্যা করলেন দিমিতার।

অস্বস্তির সাথে নড়ে উঠল মেরেন। এতগুলো বছর ম্যাগাসের সাথে থাকলেও এই ধরনের রহস্য ওকে বিভ্রান্ত ও হতাশায় ভরে দেয়।

ওর জন্যে করুণা বোধ করল তাইতা, বন্ধুসুলভ বাঁধনে ওর বাহুর উপরের অংশ ধরল। 'আবার তোমার কাছে ঋণী হয়ে গেলাম। তুমি না থাকলে দিমিতার আর আমি এখন ওই জানোয়ারটার পেটে থাকতাম।'

কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মেরেনের উদ্বিগ্ন চেহারা। 'তাহলে আমাকে বলুন, ওটাকে নিয়ে কী করতে চান আপনারা।' কম্পিত লাশের গায়ে একটা লাথি হাঁকাল ও। ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে বিরাট গোলকের আকার নিচ্ছে ওটা।

'আমরা আহত। জাদুর শক্তি কাজে লাগানোর মতো সেরে উঠতে বেশ কয়েক দিন লেগে যেতে পারে। ওটাকে এমন কোনও নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও যেখানে শকুন বা শেয়াল খেয়ে নেবে না।' বলল তাইতা। 'পরে ওটার ছাল খসিয়ে পানিতে সেদ্ধ করব।'

চেষ্টা করলেও পাইথনের লাশ উটের পিঠে ওঠাতে পারল না মেরেন। লাশের গন্ধে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল ওটা। চিৎকার করে কামড়ে দিতে চাইল; শেষে মেরেন আর পাঁচজন শক্তপোক্ত লোক মিলে টেনে ঘোড়াগুলোর কাছে নিয়ে গেল ওটাকে, তারপর হায়েনা ও অন্য মড়াখেকোদের হাত থেকে বাঁচাতে পাথরে ঢেকে দিল।

ফিরে এসে তাঁবুর মেঝেয় ম্যাজাইদের বসে থাকতে দেখল মেরেন, পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন ওরা। দুজনের শক্তি একত্রিত করতে পরস্পরের হাত ধরে রেখেছে, গোটা শিবিরের চারপাশে নিরাপত্তা ও আড়ালের এটা পর্দা নির্মাণ করেছেন। জটিল অনুষ্ঠান শেষে দিমিতারকে লাল শেপেনের এক ডোজ ওষুধ খাওয়াল তাইতা। অচিরেই ওষুধের প্রভাবে ঘুমে ঢলে পড়লেন বুড়ো মানুষটা।

'এবার আমাদের একা থাকতে দাও, সৎ মেরেন। বিশ্রাম নাও, তবে ডাকলেই যেন শুনতে পাও এমন দূরে থেক,' বলল তাইতা। নজর রাখার সুবিধার কথা ভেবে দিমিতারের পাশে বসল ও। কিন্তু ওর নিজের শরীরই বাধ মানছে না, গভীর ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল ও। ঘুম থেকে জেগে দেখল ওর আহত হাত প্রবল বেগে ঝাঁকাচ্ছে মেরেন। ঘুম জড়ানো চোখে উঠে বসল ও। গর্জে উঠল, 'কী সমস্যা তোমার? কাণ্ডজ্ঞান খুইয়েছ নাকি?'

'ম্যাগাস, আসুন, জলদি!'

ওর কণ্ঠের জরুরি তাগিদ আর মুখের অভিব্যাক্তি সতর্ক করে তুলল তাইতাকে। দিমিতারের দিকে চোখ ফেরাল ও। স্বস্তির সাথে লক্ষ করল বুড়ো মানুষটা এখনও ঘুমাচ্ছেন। হাঁচড়েপাঁছড়ে উঠে দাড়াল ও। 'কী হয়েছে?' জানতে চাইল, কিন্তু মেরেন চলে গেছে। ভোরের শীতল হাওয়ায় ওকে অনুসরণ করে বাইরে এলো তাইতা। ঘোড়ার আস্তাবলের দিকে ছুটে যেতে দেখল ওকে। ওর কাছে যাবার পর নিঃশব্দে সরীসৃপকে ঢেকে রাখা পাথরের স্তূপটার দিকে ইঙ্গিত করল মেরেন। মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত বোধ করল তাইতা। তারপর দেখল পাথরগুলো একপাশে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

'সাপটা চলে গেছে,' হড়বড় করে বলল মেরেন। 'রাতের বেলায়ই অদৃশ্য হয়ে গেছে ওটা।' বলির উপর রেখে যাওয়া পাইথনের ভারি দেহের ছাপ দেখাল। রক্তের কয়েকটা দলা শুকিয়ে কালচে বলের আকৃতি নিয়েছে। এছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ঘাড়ের পেছনের পশমগুলো খাড়া হয়ে গেছে, টের পেল তাইতা; ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ লেগেছে যেন। 'ঠিকমতো তল্লাশি করেছ তো?'

মাথা দোলাল মেরেন। 'শিবিরের আশপাশের আধা লীগ এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। কোনও নিশানাই পাইনি।'

'কুকুর বা বুনো জানোয়ার খেয়ে নিয়েছে,' বলল তাইতা, কিন্তু মেরেন মাথা নাড়ল।

'কুকুরগুলোর ওটার কাছে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। গন্ধ পেয়েই ওরা চেঁচামেঁচি জুড়ে দিয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল।'

'হায়েনা, শকুন?'

'না, কোনও পাখির পক্ষে ওই পাথরগুলো সরানো সম্ভব না, তাছাড়া ওই সাইজের একটা লাশ অন্তত শখানেক হায়েনার খাবার হতে পারত। গর্জন আর চিৎকারে রাতের অন্ধকারে মহাগ্যাঞ্জাম বাধিয়ে বসত ওরা। কোনও শব্দ হয়নি। আর কোথাও কোনও ট্র্যাক বা নাদি বা হ্যাঁচড়ানোর দাগও নেই।' ঘন কোকড়া চুলে হাত চালাল ও। তারপর গলা নিচু করে বলল, 'দিমিতারের কথাই ঠিক, এখানে কোনও প্রশ্নের অবকাশ নেই। মাথা যোগাড় করে উড়ে গেছে, জমিন স্পর্শ করেনি। শূন্যতা থেকে আসা জানোয়ারই ছিল।'

'দাস আর উটচালকদের কাছে এই কথা বলা যাবে না,' ওকে সতর্ক করল তাইতা। 'এমন কিছু সন্দেহ করলে আমাদের ফেলে চলে যাবে ওরা। ওদের বলবে রাতের বেলায় আমি আর দিমিতার জাদু দিয়ে গায়েব করে দিয়েছি ওটাকে।'

দিমিতার ফের যাত্রা শুরু করতে পারবেন তাইতা এটা স্থির করার আগে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল, কিন্তু ওর পালকিবাহী উটের বেতাল পদক্ষেপ ভাঙা পাঁজরের ব্যথা আরও তীব্র করে তুলল। ওকে নিয়মিত লাল শেপেনের কড়া ডোজে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হলো তাইতাকে। একই সময়ে কাফেলার চলার গতিও কমাল ও, ওর আরও ভোগান্তি ও আঘাত এড়াতে প্রতিটি যাত্রার মেয়াদও হ্রাস করল।

সরীসৃপের আক্রমণের সবচেয়ে খারাপ প্রভাব থেকেও দ্রুত সেরে উঠল তাইতা। অচিরে উইন্ডস্মোকের পিঠে অনায়াসে সওয়ার হতে পারল ও। মাঝে মাঝে রাতের বেলায় যাত্রার সময় মেরেনকে দিমিতারের দিকে লক্ষ রাখার দায়িত্ব দিচ্ছে, এই সময় ঘোড়া হাঁকিয়ে কাফেলার সামনে চলে যাচ্ছে ও। আকাশ পরখ করার জন্যে একা হওয়া দরকার ওর। নিশ্চিতভাবে জানে, ওদের গুরুত্বপূর্ণ এই মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাটি স্বর্গীয় বস্তুতে নতুন লক্ষণ ও আলামতে প্রতিফিলিত হয়েছে। অচিরেই চারপাশে প্রচুর আলামত দেখতে পেল। উল্কা ও ধূমকেতুর ঝাঁকের রেখে যাওয়া লেজের আগুনের উজ্জ্বল ছায়ায় আকাশ জ্বলছে, গত পাঁচ বছরে যত দেখেছে এক রাতেই তার চেয়ে ঢের বেশি। আলামাতের এমনি প্রাচুর্য বিভ্রান্তিকর,

স্ববিরোধী। বোঝার মতো পরিষ্কার কোনও বার্তা দিচ্ছে না, বরং একই সাথে রয়েছে ভীষণ সতর্কবাণী, আশার প্রতিশ্রুতি, ভয়াবহ হুমকী ও আশ্বাসের লক্ষণ।

সরীসৃপের অদৃশ্য হয়ে যাবার পর দশম রাতে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল, বিরাট আলোকিত গোলক, উল্কার রেখে যাওয়া আগ্নেয় লেজ ম্লান করে দিল। এমনকি বড় বড় গ্রহগুলোকেও তুচ্ছ আলোক বিন্দুতে পরিণত করল ওটা। মধ্যরাতের বেশ পরে পরিচিত এক বিরান সমতলে চলে এল তাইতা। এখন নীলের ডেল্টার দিকে চলে যাওয়া ঢালের কিনারা থেকে পঞ্চাশ লীগেরও কম দূরে রয়েছে ওরা। শিগগিরই ফিরতে হবে ওকে, তাই উইভস্মোকের লাগাম টেনে ধরল। ওটার পিঠ থেকে নেমে পথের পাশে একটা চ্যাপ্টা পাথরের আসনের খোঁজ পেল। নাক দিয়ে খোঁচা মারল ওকে মেয়ারটা, তো অন্যমনস্কভাবেই কোমরে ঝোলানো পোটলার মুখ খুলে ধুরা শ্যস্যের দানা খাওয়াল ওটাকে। পুর্ণ মনোযোগের সাথে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে ও।

লস্ত্রিসের তারার অবশিষ্ট ক্ষীণ মেঘটাকে আলাদা করা যায় কি যায় না। ওটা চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে বুঝতে পেরে বিচ্ছিন্নতার তীক্ষ্ণ খোঁচা অনুভব করল ও। বিষণ্নভাবে আবার চাঁদের দিকে চোখ ফেরাল। ফসলের মৌসুমের আগমনী বার্তা ঘোষণা করছে ওটা। পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জন্মের মৌসুম। কিন্তু নদীতে বান না ডাকলে ডেল্টায় কোনও ফসলই চাষ করা যাবে না।

সহসা সোজা হয়ে বসল তাইতা। কোনও ভয়ঙ্কর নিগূঢ় ঘটনার সময় বরাবরের মতো শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাওয়া শীতল স্রোত টের পেল। ওর চোখের সামনে চাঁদের রেখা বদলে যেতে শুরু করেছে। প্রথমে ভেবেছিল কোনও কুহক হয়তো, কিন্তু কয়েক মিনিটের ভেতর যেন অন্ধকার কোনও দানব কামড়ে ওটার একটা টুকরো গিলে নিল। চোখ ধাঁধানো দ্রুততায় গোলকের বাকি অংশও একই নিয়তি বরণ করল। তার জায়গায় রইল কেবল একটা গাঢ় গহ্বর। তারার আবির্ভাব ঘটল আবার, কিন্তু শুষে নেওয়া আলোর তুলনায় সেসব ক্ষয়ে যাওয়া, রোগাটে।

মনে হচ্ছে, গোটা প্রকৃতি যেন হতচকিত হয়ে গেছে। হাওয়া পড়ে গেছে। এখন নিথর। চারপাশের পাহাড়সারির রেখা অন্ধকারে মিশে গেছে। এমনকি ধূসর মেয়ারটা পর্যন্ত বিষণ্ন হয়ে গেছে: কেশর নাচিয়ে আতঙ্কে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। এবার পিছু হটল ওটা, তাইতার হাত থেকে লাগাম ছাড়িয়ে নিয়ে যে পথে এসেছিল সেপথে দুড়দাড় করে ছুটতে শুরু করল দুদ্দাড়। ওকে যেতে দিল তাইতা।

ঘটমান মহাজাগতিক কোনও ঘটনার উপর প্রার্থনা বা মন্ত্রের প্রভাব নেই জানা থাকলেও চাঁদটাকে বিলুপ্তি থেকে বাঁচাতে জোরে জোরে আহুরা মাযদা ও মিশরের দেবনিচয়কে আহ্বান জানাল তাইতা। এবার আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল লস্ত্রিসের তারাটা। এখন একটা ম্লান দাগমাত্র, মাদুলিটাকে চেইনে ঝুলিয়ে তারাটার দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। মনোযোগ এক করে অন্তর্চক্ষুর ক্ষমতা ও ইন্দ্রিয়কে স্থাপন করল ওটার উপর।

'লস্ত্রিস!' মরিয়া কণ্ঠে চিৎকার করল ও। 'সব সময় আমার হৃদয়ের আলো ছিলে তুমি! তোমার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে দেবতাদের সাথে যোগাযোগ করো, ওরা তোমার কাতারের। আবার চাঁদটাকে জ্বালিয়ে আকাশ আলোকিত করে তোলো।'

প্রায় সাথে সাথে চাঁদের প্রান্ত যেখানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল ক্ষীণ এক চিলতে আলো দেখা দিল সেখানে। আকারে বেড়ে উঠতে লাগল ওটা। প্রথমে তরবারীর ফলার মতো বাঁকা উজ্জ্বল হয়ে তারপর ক্রমে যুদ্ধের কুড়ালের আকার নিল। মাদুলিটা উঁচু করে ধরে লস্ত্রিসের নাম ধরে ডাকামাত্র সমস্ত ঔজ্জ্বল্য ও জাঁক নিয়ে ফিরে এলো চাঁদ। ফের স্বস্তির জোয়ার বয়ে গেল ওর মাঝে। কিন্তু ও জানে, চাঁদ পুনঃস্থাপিত হলেও গ্রহণের মাধ্যমে আবির্ভূত হুমকী রয়ে গেছে; অশুভ সঙ্কেত আর সব মহান শুভলক্ষণ নাকচ করে দিচ্ছে।

মরোন্মুখ চাঁদের ভীতিককর দৃশ্য সামলে নিতে গিয়ে অন্ধকারের অবশিষ্ট প্রায় সম্পূর্ণ সময়টুকুই লেগে গেল ওর, অবশেষে উঠে দাঁড়িয়ে ছড়িটা তুলে নিয়ে মেয়ারের খেঁজে নামল ও। লীগ খানেক এগোনোর পরেই দেখা মিলল ওটার। পথের পাশে একটা বেঁটে মরু ঝোপের পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে। ওকে দেখে খুশিতে ডাক ছাড়ল, তারপর নিজের অমার্জনীয় আচরণের জন্যে অনুতাপ দেখিয়ে ধীর পায়ে কাছে এগিয়ে এলো। ওটার পিঠে চেপে বসল তাইতা, ফিরে এলো কাফেলার কাছে।

লোকজন চাঁদের গ্রস্ত হওয়ার দৃশ্য দেখেছে, এমনকি মেরেনের পক্ষেও ওদের সামলে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ওকে ফিরতে দেখেই কাছে এগিয়ে এলো সে। 'চাঁদের কী হয়েছে, দেখেছেন, ম্যাগাস? কী ভয়ঙ্কর অশুভ লক্ষণ! আপনার অস্তিত্ব নিয়েই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,' চেঁচিয়ে বলল সে। 'আপনি নিরাপদে আছেন, হোরাসকে ধন্যবাদ। দিমিতার জেগে আছেন, আপনার ফেরার অপেক্ষা করছেন। তবে তার আগে কাফেলার কুকুরগুলোর সাথে একটু কথা বলবেন? নিজেদের খুপরিতে ঢুকে পড়তে চাইছে ওরা।'

লোকজনকে আশ্বস্ত করতে সময় নিল তাইতা। ওদের বোঝাল, চাঁদের ক্ষয়ে যাওয়ার ভেতর কোনও কুলক্ষণ নেই, বরং নীলের বানের খবর বয়ে এনেছে। ওর খ্যাতি এমনই যে, সাথে সাথে কথাটা মেনে নিল ওরা। অবশেষে বেশ শান্তভাবে যাত্রা অব্যাহত রাখতে রাজি হলো। ওদের ছেড়ে দিমিতারের তাঁবুতে চলে এলো তাইতা। গত দশ দিনের ব্যবধানে পাইথনের হাতে কষ্টকর আক্রমণের পরিণতি থেকে কষ্টকরভাবে সেরে উঠছেন বুড়ো মানুষটা। এখন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। অবশ্য তাইতাকে গম্ভীর চেহারায় স্বাগত জানালেন তিনি। রাতের বাকি অংশ একসাথে নিরিবিলিতে বসে চাঁদের অন্ধকার হয়ে যাবার ব্যাপারে আলোচনা করল ওরা।

'এমন আরও অনেক ঘটনা দেখার মতো আয়ু পেয়েছি আমি,' কোমল কণ্ঠে বললেন দিমিতার। 'তবে খুব কমই এমন পূর্ণাঙ্গ লোপ চোখে পড়েছে।'

মাথা দোলাল তাইতা। 'আসলেই এর আগে মাত্র দুবার এমন ঘটনা দেখেছি। সব সময়ই তা কোনও না কোনও বিপর্যয় ডেকে এনেছে–মহান রাজার মৃত্যু, সমৃদ্ধ সুন্দর শহরের পতন, দুর্ভিক্ষ বা পঙ্গপালের আক্রমণ।'

'এটা মিথ্যার অন্ধকার শক্তির আরেকটা প্রকাশ,' বিড়বিড় করে বললেন দিমিতার। 'আমার বিশ্বাস ইয়োস ক্ষমতা জাহির করছে। আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে, মরিয়া করে তুলতে চাইছে আমাদের।'

'আমাদের আর এই পথে থাকা চলবে না; বরং জলদি থেবসে যেতে হবে,' বলল তাইতা।

'সবচেয়ে বড় কথা, কোনওভাবেই সতর্কতায় ঢিল দেওয়া চলবে না আমাদের। ধরে নিতে হবে, দিন কি রাতের যেকোনও সময় পরের হামলা চালাতে পারে সে।' সিরিয়াসভাবে তাইতার মুখ জরিপ করলেন দিমিতার। 'পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমার মতো ডাইনীর কূটকৌশল আর দক্ষতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো যে কেমন ভয়ঙ্কর বোঝা কঠিন। আপনার মনের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ইমেজ রোপন করার ক্ষমতা রাখে সে। আপনার ছোটবেলার স্মৃতি ফিরিয়ে দিতে পারে, এমনকি এত স্পষ্টভাবে আপনার বাবা-মায়ের ছবি ফুটিয়ে তুলবে যে সন্দেহই হবে না।'

'আমার বেলায় তাতে কিছুটা সমস্যা হবে তার,' তীর্যক কণ্ঠে বলল তাইতা। 'কারণ আমি কোনওদিন বাবা-মাকে দেখিনি।'

উটচালকরা চলার গতি বাড়ালেও এখনও অধৈর্য হয়ে রয়েছে তাইতা। পরের রাতে আবার কাফেলা ছেড়ে সামনে চলে গেল ও, আশা করছে ডেল্টার ঢালে পৌঁছে বহু বছরের অনুপস্থিতির পর আবার প্রাণপ্রিয় মিশরের দিকে এক নজর তাকাবে। ওর আগ্রহ যেন সংক্রামক, কারণ দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে উইন্ডস্মোকও, ওটার ছুটন্ত খুর এক সময় শেষ দূরত্বটুকুও পার হয়ে এলো। ঢালের কিনারায় এসে লাগাম টানল তাইতা। নিচে চাঁদের আলো রূপালি অলোয় ভাসিয়ে দিচ্ছে কৃষি জমিন, স্পষ্ট করে তুলেছে নীলের সীমানায় দাঁড়ানো পামগাছগুলো। রূপালি জলের ক্ষীণতম ঝিলিকের খোঁজে চোখ চালাল ও। কিন্তু এই দূরত্বে নদীর তলদেশ অন্ধকার, গম্ভীর।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মেয়ারের নাকের কাছে এসে দাঁড়াল তাইতা, ওটার ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে মুগ্ধ চোখে শহর, চাঁদের মতো শাদা মন্দির প্রাচীর, কারনাকের প্রাসাদগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। ওপারে মেমননের প্রাসাদের আকাশছোঁয়া দেয়াল খুঁজে বের করলেও ঢাল বেয়ে নেমে পলিমাটির সমতল পার

হয়ে থেবসের শত শত তোরণের যেকোনও একটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রলোভন ঠেকাল।

দিমিতারের খুব কাছে থাকা ওর দায়িত্ব, ওকে ফেলে সামনে ছুটে যাওয়া নয়। মেয়ারের মাথার কাছে গোড়ালির উপর বসল ও। তারপর ঘরে ফেরা ও প্রাণের প্রিয় সবার সাথে পুনর্মিলনের দৃশ্য কল্পনা করতে লাগল।

ফারাও ও রানি মিনতাকা ওকে খুবই সমাদর করেন, সাধারণত রাজ পরিবারের উর্ধ্বতন সদস্যদের জন্যেই এমনি সমাদর তোলা থাকে। বিনিময়ে ওদের দুজনের জন্যেই অনুগত ভালোবাসা লালন করে ও। ছেলেবেলা থেকেই অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে তা। নেফারের বাবা ফারাও তামোজ নেফার খুব ছোট থাকতে খুন হন, উচ্চ ও নিম্ন মিশরের সিংহাসনে আসীন হওয়ার পক্ষে খুবই ছোট ছিলেন তিনি; তাই একজন রিজেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তামোজের শিক্ষক ছিল তাইতা, সুতরাং তার সন্তানকে সাবালকত্ব অর্জন করার আগ পর্যন্ত ওর হাতে তুলে দেওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। ওর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারটি দেখেছে তাইতা, ওকে ঘোরসওয়ার আর যোদ্ধা হিসাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, তারপর যুদ্ধ পরিচালনা ও সেনাবাহিনীকে নির্দেশনা দেওয়ার কৌশল শিখিয়েছে। রাজকীয় দায়িত্ব, রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা ও কূটনীতি শিখিয়েছে। পুরুষে রূপান্তরিত করেছে তাকে। অনেক বছরের পরিক্রমায় ওদের দুজনের মাঝে একটা বন্ধন তৈরি হয়েছে, অবিচ্ছেদ্য রয়ে গেছে সেটা।

ঢাল বেয়ে হাওয়ার একটা ঝাপ্টা ধেয়ে এলো। ওর শরীর শিউরে তোলার মতো যথেষ্ট শীতল। এই উত্তপ্ত মৌসুমে অস্বাভাবিক। নিমেষে সতর্ক হয়ে গেল ও। অনেক সময় তাপমাত্রার আকস্মিক হ্রাস অতিলৌকিক প্রকাশের লক্ষণ হিসাবে কাজ করে। দিমিতারের সতর্কবাণী এখনও ওর মনে প্রতিধ্বনি তুলছে।

অটল বসে থেকে ইথারে অনুসন্ধান চালাল ও। খারাপ কিছুর আলামত পেল না। এবার উইন্ডস্মোকের দিকে মনোযোগ দিল ও। প্রাণীটা ওর মতোই অতিপ্রাকৃত বিষয়ে দারুণ স্পর্শকাতর। কিন্তু ওটাকে যেন শান্ত ও স্থির দেখাল। সন্তুষ্ট হয়ে ফের উঠে দাঁড়াল ও, মেয়ারের পিঠে উঠতে লাগাম হাতে তুলে নিল। কাফেলার কাছে ফিরে যাবে। এতক্ষণে মেরেন হয়তো রাতের মতো যাত্রা বিরতির ঘোষণা দিয়েছে; তাঁবু খাটাচ্ছে। ঘুম ওকে দখল করে নেওয়ার আগেই দিমিতারের সাথে আরও খানিকক্ষণ আলাপ করতে চায়। এখনও বুড়ো মানুষটার প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সম্পূর্ণ আদায় করতে পারেনি।

ঠিক এই সময় মৃদু স্বরে ডেকে উঠল উইন্ডস্মোক, কানজোড়া খাড়া করে ফেলল; তবে তেমন সিরিয়াসভাবে সতর্ক মনে হলো না। ওটাকে ঢাল বরাবর নিচের দিকে তাকাতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। প্রথমে কিছুই দেখতে না পেলেও মেয়ারের উপর আস্থা থাকায় রাতের নীরবতায় কান পেতে রইল। অবশেষে ঢালের পাদদেশে একটা ছায়াটে নড়াচড়া ধরা পড়ল। নিমেষে উধাও হয়ে

গেল সেটা। তাইতা ভাবল কোথাও ভুল হয়েছে ওর, কিন্তু সতর্কতায় ঢিল দিল না। অপেক্ষা করল, তাকিয়ে আছে সতর্ক চোখে। এবার আবার নড়াচড়াটা চোখে পড়ল। আরও অনেক কাছে, অনেক স্পষ্ট।

অন্ধকারে ফুটে উঠল আরেক অশ্বারোহীর আবছা ছায়া। ঢাল অনুসরণ করে ওর অবস্থানের দিকে উঠে আসছে। অচেনা ঘোড়াটা ধূসর হলেও উইন্ডস্মোকের তুলনায় ফ্যাকাশে। তরঙ্গ উঠল ওর স্মৃতিতে, ভালো ঘোড়ার কথা কখনও ভোলে না ও। ওটাকে কবে, কোথায় দেখেছে মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু স্মৃতি অনেক দূরবর্তী হওয়ায় ধরে নিল নিশ্চয়ই অনেক আগের ব্যাপার হবে। অথচ ধূসর ঘোড়াটার চলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে মাত্র বছর চারেক হবে ওটার বয়স। চট করে ওটার পিঠে আসীন সওয়ারির দিকে মনোযোগ দিল ও–আবছা একটা অবয়ব, পুরুষ নয়, বরং কিশোরই হবে হয়তো। সে যেই হোক, ঘোড়ার পিঠে সহজ সজীব ভঙ্গিতে বসেছে। ছেলেটার হাবভাবে পরিচিত একটা ভাব আছে, তবে ওর বাহনের মতোই তারও বয়সও তাইতার স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাবার পক্ষে বেশ কম। এমন কি হতে পারে এই ছেলেটি ওর পরিচিত কারও সন্তান? মিশরের কোনও রাজকুমার? বিভ্রান্ত বোধ করল ও।

রানি মিনতাকা ফারাও নেফার সেতিকে অনেক কটি অসাধারণ ছেলে উপহার দিয়েছেন। সবার সাথেই বাবা বা মায়ের চেহারার ভালো মিল রয়েছে। এই ছেলেটার মাঝে মামুলি কোনও ব্যাপার নেই। ওর শরীরে রাজকীয় রক্ত বয়ে যাবার ব্যাপারে তাইতার মনে এতটুকু সন্দেহ নেই। আরও কাছে এলো ঘোড়া ও সওয়ারি। এবার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল তাইতার। লক্ষ করল, সওয়ারি একটা খাট চিতন পরে আছে, ফলে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে তার পাজোড়া। সরু, সন্দেহাতীতভাবে নারীসুলভ পা। ওটা একটা মেয়ে। ওর মাথা আড়াল করা। কিন্তু মেয়েটা কাছে আসার পর শালের নিচে ওর চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো ধরতে পারল।

'ওকে আমি চিনি। ভালো করে চিনি!' আপনমনে ফিসফিস করে বলল ও। কানের কাছে নাড়ীর গতি দ্রুততর হয়ে উঠল ওর। অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে একটা হাত উঁচু করল মেয়েটা, তারপর সামনে কোমর বাড়িয়ে আগে বাড়ার তাগিদ দিল ঘোড়াকে। দুলকি চালে এগোতে শুরু করল ওটা। কিন্তু পাথুরে পথে এতটুকু আওয়াজ করছে না ওটার খুর। অলৌকিক নীরবতায় ঢাল বেয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ওটা।

দেরি হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে তাইতা, পরিচিত চেহারায় ওকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। দ্রুত চোখ পিটপিট করে অন্তর্চক্ষু খোলার প্রয়াস পেল ও।

'কোনও আভা বিলোচ্ছে না!' ঢোক গিলল ও। মেয়ারের কাঁধে হাত রেখে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করছে। ধূসর ঘোড়া বা ওটার সওয়ারির কেউই স্বাভাবিক প্রাণী নয়। ভিন্ন মাত্রা থেকে এসেছে ওরা। দিমিতারের সতর্কবাণী সত্ত্বেও ফের অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়ে গেছে ও। চট করে গলায় ঝোলানো মাদুলির দিকে হাত

বাড়াল। মুখের সামনে তুলে ধরল ওটা। লাগাম টানল সওয়ারি, মুখ ঢেকে রাখা শালের ছায়া থেকে জরিপ করতে লাগল ওকে। মেয়েটা এখন এত কাছে যে তার চোখের ঝিলিক, তরুণ গালের কোমল বাঁক দেখতে পাচ্ছে ও। স্মৃতিরা ভিড় করে এলো মনে।

ধূসর ঘোড়াটার কথা এত পরিষ্কার মনে থাকাটা তেমন বিস্ময়ের কিছু নয়। ও-ই উপহার দিয়েছিল। সযত্নে, দরদের সাথে বাছাই করা। ওটার বিনিময়ে পঞ্চাশটি রূপার তালেন্ত দিয়েছিল ও, তখন ভেবেছিল দরাদরিতে জিতেছে। ওটার নাম দিয়েছিল গাল, সব সময়ই ওর প্রিয় পশু ছিল ওটা। জাঁকের সাথে কায়দা করে ওটার পিঠে সওয়ার হতো ও। অনেক দশক আগের কথাগুলো মনে আছে তাইতার। এত প্রবল ছিল ওর ধাক্কাটা যে স্পষ্ট চিন্তা করতে পারছিল না ও। স্রেফ গ্রানিট পিলারের মতো দাঁড়িয়ে রইল। ঢালের মতো ধরে রেখেছে মাদুলিটা।

ধীরে ফর্শা একটা হাত উচু করল ঘোড়সওয়ার, শালের কিনারা সরাল। ওই কমনীয় মুখের দিকে তাকানোর সময় তাইতার মনে হলো ওর আত্মাটাকে বুঝি একটানে ছিঁড়ে ফেলেছে কেউ। খুঁটিনাটি প্রতিটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে আছে।

সে নয়। নিজেকে স্থির রাখার প্রয়াস পেল তাইতা। *বিরাট সাপটার মতো শূন্য থেকে আসা আরেকটা প্রেতাত্মা, সম্ভবত সমান ভয়ঙ্কর।*

স্বপ্নে দেখা সোনালি ডলফিনের পিঠের সেই মেয়েটা সম্পর্কে দিমিতারের সাথে আলোচনা করার সময় এ ব্যাপারে এতটুকু সন্দেহ ছিল না তার। 'আপনার স্বপ্ন ডাইনীটার চাতুরী ছাড়া আর কিছুই না,' ওকে সতর্ক করে বলেছিলেন তিনি। 'আপনার আকাঙ্ক্ষা ও আশাকে জাগিয়ে তোলা কোনও ইমেজকে বিশ্বাস করতে যাবেন না। যখনই পুরোনো ভালোবাসার মতো কোনও সুখকর স্মৃতিকে আপনার মনে জাগতে দিচ্ছেন, ইয়োসের জন্যে রাস্তা খুলে দিচ্ছে সেটা। আপনার কাছে পৌঁছাতে এর ভেতর দিয়ে পথ বের নেবে সে।'

মাথা নেড়েছিল তাইতা। 'না, দিমিতা, এমনকি ইয়োসই বা কেমন করে অতদিন আগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তারিত জিনিস ফুটিয়ে তুলবে? লস্ত্রিসের কণ্ঠস্বর, ওর চোখের গড়ন, হাসার সময় ওর ঠোঁটের কম্পন। কেমন করে ইয়োস তার অনুকরণ করবে? সত্তর বছর ধরে সমাধিতে আছে লস্ত্রিস। ইয়োস নকল করার মতো এমন কোনও সজীব চিহ্ন নেই ওর।'

'ইয়োস আপনার লস্ত্রিসের স্মৃতি চুরি করেছে। তারপর ওগুলোর সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য আকর্ষণীয় রূপে আবার আপনার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু এমনকি আমিও তো বেশির ভাগ খুঁটিনাটি জিনিস ভুলে গেছি।'

'আপনি নিজেই তো বলেছেন, আমরা কিছুই ভুলে যাই না। সবই রয়ে যায়। আপনার মন থেকে সেগুলোকে উদ্ধার করে আনতে কেবল অতিলৌকিক দক্ষতার প্রয়োজন, ইয়োসের তা আছে। যেমন করে আপনি আমার মনের ভেতর থেকে

ইয়োসের স্মৃতি, ওর কণ্ঠস্বর বের করে এনেছেন, যখন সে অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করেছিল !'

'ওটা লস্ত্রিস ছিল না, আমি মেনে নিতে পারব না,' মৃদু স্বরে গুঙিয়ে উঠেছিল তাইতা।

'তার কারণ আপনি মানতে চান না। ইয়োস আপনার যুক্তিবোধ অন্ধ করে দিতে চাইছে। একটু ভেবে দেখুন, ডলফিনের পিঠে মেয়েটার ইমেজ কীভাবে তার অশুভ পরিকল্পনার অংশ হয়েছিল। সে যখন আপনাকে হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার কুহকী দৃশ্য দেখিয়ে বিক্ষিপ্ত ও প্রলুব্ধ করছিল ঠিক তখন আমাকে শেষ করে দিতে সাপটাকে পাঠিয়েছিল। আপনার স্বপ্নকে বিক্ষিপ্ত করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে।'

এখন ডেল্টার ঢালে ফের সেই একই দৃশ্যের মুখোমুখি হয়েছে তাইতা: লস্ত্রিসের ইমেজ, মিশরের এককালের রানি, যার স্মৃতি আজও ওর হৃদয় দখল করে আছে। এইবার ওকে আরও বেশি নিখুঁত মনে হচ্ছে। টের পেল ওর স্থিরতা ও যুক্তিবোধ উধাও হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে সামাল দেওয়ার প্রয়াস পেল। কিন্তু লস্ত্রিসের চোখের দিকে তাকানো থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারল না। ওখানে আমোদিত আলো ঝলমল করছে। ওগুলোর গভীরতায় সারা জীবনের সকল আনন্দ বেদনার অশ্রু।

'তোমাকে প্রত্যাখ্যান করছি!' যতটা সম্ভব শীতল ও কঠোর কণ্ঠে বলল তাইতা। 'তুমি লস্ত্রিস নও। আমার ভালোবাসার নারীটি তুমি নও। তুমি আসলে মহামিথ্যা। যেই অন্ধকার থেকে এসেছ সেই অন্ধকারে আবার ফিরে যাও।'

ওর কথায় লস্ত্রিসের চোখের কমনীয় ঝিলিক বদলে গিয়ে সেখানে অসীম বিষাদ এসে ভর করল। 'প্রিয় তাইতা,' মৃদু কণ্ঠে ওকে ডাকল সে। 'আমরা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এতগুলো বছর ধরে তোমাকে ছাড়াই বন্ধ্যা ও নিঃসঙ্গ কাটিয়েছি। এখন তোমার এমন এক লৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিপদের মুহূর্তে আবার তোমার সাথে এক হতে ফিরে এসেছি। আমরা একসাথে তোমার উপর নেমে আসা অশুভকে ঠেকাতে পারব।'

'তুমি ধর্মের অপমান করছ,' বলল তাইতা। 'তুমি ইয়োস, মিথ্যা। তোমাকে আমি প্রত্যাখ্যান করছি। সত্য আমাকে রক্ষা করছে। আমার কাছে আসতে পারবে না তুমি। আমার ক্ষতি করতে পারবে না।'

'ওহ, তাইতা,' ফিসফিস করে বলে উঠল লস্ত্রিস। 'আমাদের দুজনকেই ধ্বংস করবে তুমি। আমি নিজেও বিপদে আছি।' মনে হচ্ছে যেন সময়ের সূচনা থেকে মানুষের সকল বিষাদ এসে ভর করেছে ওর উপর। 'আমাকে বিশ্বাস করো। আমাদের দুজনের স্বার্থেই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। আমি তোমার ভালোবাসার সেই লস্ত্রিস ছাড়া অন্য কেউ নই–তোমাকে যে ভালোবেসেছিল। ইথারের ভেতর

দিয়ে আমাকে আহ্বান করেছ তুমি। তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে এসেছি আমি।'

পায়ের নিচে পৃথিবীর ভিত্তিমূল কেঁপে ওঠা টের পেল তাইতা। কিন্তু নিজেকে স্থির করল ও। 'দূর হও, অভিশপ্ত ডাইনী!' চিৎকার করে উঠল ও। 'ভাগো মিথ্যার দুষ্ট দাস। তোমাকে ও তোমার সব কর্মকাণ্ড আমি প্রত্যাখ্যান করছি। আমাকে আর জ্বালিয়ো না।'

'না, তাইতা! এমন করতে পারো না তুমি,' আবেদন জানাল লস্ত্রিস। 'আমাদের একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিছুতেই তাকে ফিরিয়ে দিতে পারো না তুমি।'

'তুমি অশুভ,' কর্কশ কণ্ঠে বলল তাইতা। 'শূন্যতা থেকে উঠে আসা বিভীষিকা। নিজের জঘন্য আস্তানায় ফিরে যাও।'

গুঙিয়ে উঠল লস্ত্রিস, মিলিয়ে যেতে শুরু করল ওর ইমেজ। দিনের আলোয় যেভাবে প্রায়ই ওর তারাটি মিলিয়ে যায় ঠিক সেভাবে মিলিয়ে গেল লস্ত্রিসের ছায়া। রাতের আঁধার থেকে ওর শেষ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো: 'একবার মৃত্যুর স্বাদ নিয়েছি আমি, এবার আমাকে পুরোটা হজম করতে হবে। বিদায়, তাইতা। তোমাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। আমাকে আরেকটু বেশি ভালোবাসতে যদি।'

পরক্ষণেই হারিয়ে গেল সে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তাইতা, মাথার উপর দিয়ে ভেঙে পড়া অনুতাপ আর বিষাদের ঢেউ বয়ে যেতে দিল। আবার যখন মাথা তোলার মতো শক্তি ফিরে পেল, তখন সূর্য উঠেছে। এরই মধ্যে দিগন্তের হাত খানেক উপরে উঠে এসেছে ওটা। শান্তভাবে পাশে দাঁড়িয়ে আছে উইন্ডস্মোক। ঝিমোচ্ছে। কিন্তু খোঁচা দিতেই মাথা ওঠাল ওটা, ফিরে তাকাল ওর দিকে। এত খাট হয়ে গেছে ও যে ওটার পিঠে উঠতে একটা পাথরের সাহায্য নিতে হলো। পিঠে বসে দুলতে লাগল ও। ঢালের পথের দিকে এগোতে গিয়ে পড়েই যাচ্ছিল আরেকটু হলে।

মাথা ভরে রাখা আবেগের জগাখিচুরির জঙ্গল গোছানোর প্রয়াস পেল তাইতা। ওর বিভ্রান্তি থেকে একটা বিশেষ ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে এলো: ভূতুড়ে লস্ত্রিসের সাথে ওর সাক্ষতের সময় উইন্ডস্মোকের শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি, এতটুকু অস্থির হয়নি ওটা। অন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ও বোঝার বেশ আগেই অশুভের প্রকাশের ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠেছে। চাঁদ গ্রস্ত হওয়ার সময় ছুটে গিয়েছিল, অথচ লস্ত্রিসের ছায়ামূর্তি ও ওর ভূতুড়ে সত্তার প্রতি সামান্যই আগ্রহ দেখিয়েছে।

'ওসবের ভেতর অশুভ থাকতে পারে না,' নিজেকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করল ও। 'লস্ত্রিস সত্যি কথা বলেছিল? আমাকে রক্ষা করতেই কি বন্ধু ও মিত্র হিসাবে এসেছিল ও? আমি কি আমাদের দুজনকেই ধ্বংস করে দিলাম?' এক অসহনীয় ব্যথা এটা। উইন্ডস্মোকের মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে পূর্ণ গতিতে ডেল্টার দিকে ছোটাল।

কেবল ঢালের কিনারা থেকে ঝড়ের বেগে বের হয়ে আসার পরেই সামলাল নিজেকে। লস্ত্রিস যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে ঠিক সেখানে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াল।

'লস্ত্রিস!' আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাকল ও। 'আমাকে ক্ষমা করো! ভুল করেছি! এখন জানি তুমি সত্যি কথাই বলেছ। তুমি সত্যিই লস্ত্রিস। ফিরে এসো, প্রিয়া আমার! ফিরে এসো!' কিন্তু লস্ত্রিস চলে গেছে। প্রতিধ্বনি যেন ওকে ভেঙচি কাটছে: 'ফিরে এসো...এসো..এসো...'

ওরা পবিত্র থেবস নগরীর অনেক কাছে এসে পড়ায় সূর্য ওঠার পরেও রাতের যাত্রা চালিয়ে যেতে মেরেনকে নির্দেশ দিল তাইতা। ভোরের তীর্যক আলোক রশ্মিতে আলোকিত ক্ষুদে কাফেলা ঢাল থেকে নেমে সমতল পলিমাটির জমিনের উপর দিয়ে নগর প্রাচীরের দিকে এগোল। কালো মাটি শুকিয়ে ইটের মতো শক্ত হয়ে গেছে, রোদের কড়া আঁচে ফেটে চৌচির। কৃষকরা আক্রান্ত জমিন ছেড়ে চলে গেছে, বেহাল দশা হয়েছে ওদের কুঁড়েগুলোর। কড়িকাঠ থেকে থোকায় থোকায় খসে পড়ছে তালপাতার ছাউনী। জমিনের এখানে ওখানে শাদা ডেইজি ফুলের মতো পড়ে আছে দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারানো কাইনের হাড়গোড়। ঘূর্ণী হওয়ার একটা ঝাপ্টা বয়ে যাবার পথে বিরান জমিনের উপর নাচতে নাচতে ধূলি ও শুকনো ধুরা পাতার একটা স্তম্ভ ছুঁড়ে দিল মেঘহীন আকাশের দিকে। বন্ধ্যা জমিনের উপর যুদ্ধ কুঠারের আঘাতের মতো আঘাত হেনে চলেছে সূর্য।

বিরূপ ল্যান্ডস্কেপে কাফেলার মানুষ আর পশুগুলো যেন বাচ্চাদের খেলনার মতোই গুরুত্বহীন। নদীর কাছে পৌঁছে নিজেদের অজান্তেই তীরে থমকে দাঁড়াল ওরা। ভয়ঙ্কর হতাশায় আক্রান্ত হলো। এমনকি দিমিতারও নেমে পড়েছেন পালকি থেকে। তাইতা ও মেরেনের সাথে যোগ দিতে কোনওমতে আগে বাড়লেন তিনি। নদীটা এখানে মাত্র চারশো গজ চওড়া। স্বাভাবিক ভাটার মৌসুমেও মহানদী নীলের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ধূসর পলিমাটি ভরা পানিতে ভরপুর থাকে, এত গভীর ও শক্তিশালী যে জলের উপরিতল ঝলমলে ফেনায় ভরে থাকে, অসংখ্য ঘূর্ণীর গহ্বর চোখে পড়ে। বানের মৌসুমে নীলকে বেঁধে রাখা যায় না। তীর উপচে উঠে এসে জমিন ভাসিয়ে দেয়। এর জলের সাথে ভেসে আসা সমৃদ্ধ কাদা ও পলিমাটি এক মৌসুমেই তিনটা ফসল ধরে রাখতে পারে।

কিন্তু আজ সাত বছর ধরে বানের দেখা নেই। এখন নদীটা অতীত শক্তিশালী সত্তার একটা ভূতুড়ে পরিহাসে পরিণত হয়েছে। সংকীর্ণ পুঁতি গন্ধময় নালায় পর্যবসিত হয়েছে ওটা, তলদেশ বরাবর ক্ষীণ ধারায় বয়ে চলেছে। কেবল মৃত্যুমুখী

মাছ ও অল্প কয়েকটা জীবিত কুমীরের কষ্টকর নড়াচড়ার কারণে সেই জলে কিঞ্চিত তরঙ্গ উঠছে। জমাট বাঁধা রক্তের মতো লাল ফেনাময় আবর্জনা ঢেকে রেখেছে জলের উপরিভাগ।

'নদীর রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে কেন?' জানতে চাইল মেরেন। 'এটা একটা অভিশাপ!'

'আমার মনে হয় বিষাক্ত শ্যাওলার জন্যেই এমন হয়েছে,' বলল তাইতা, সায় দিলেন দিমিতার।

'শ্যাওলাই বটে, তবে এটা যে অস্বাভাবিক তাতে আমার একটুকু সন্দেহ নেই, জলের ধারা থমকে দেওয়া একই অশুভ প্রভাবের কারণেই আবির্ভূত।'

কলো কাদার চরে রক্ত-রঙ পুকুরগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। নগরের বর্জ্য ও আটকে পড়া আবর্জনায় ভরে আছে সেগুলো। আছে শেকড়বাকড়, ভেসে আসা কাঠ, পরিত্যক্ত ফেরি নৌকার ধ্বংসাবশেষ, পাখি ও পশুর ফুলে ওঠা মৃতদেহ। উন্মুক্ত বালিচরে ঘুরে বেড়ানো একমাত্র জীবিত প্রাণীগুলো হচ্ছে অদ্ভুত দর্শন বেঁটে কিছু জানোয়ার, মরদেহের দখল পেতে ভৌতিক জোড়া লাগানো পায়ে আনাড়ী ভঙ্গিতে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। টেনে পচা মাংসের চাক ছিঁড়ছে, তারপর গিলে নিচ্ছে। গভীর বিতৃষ্ণায় বিড়বিড় করে উঠল মেরেন, 'কাফেলার সর্দার যেমন বলেছিল ঠিক সেই রকম: দানবীয় কুনো ব্যাঙ!' তারপরই কেবল ওগুলোর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারল তাইতা। গলা খাকারি দিয়ে গলায় জমে ওঠা শ্লেষা ঝাড়ল ও। 'মিশরের উপর নেমে আসা অশুভ প্রভাবের কি শেষ নেই?'

তাইতা বুঝতে পারল উভচরগুলোর আকারই ওকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। বিশাল আকারের। পিঠের হিসাবে বুনো শুয়োরের মতোই মোটা, পেছন পায়ে ভর দিয়ে সম্পূর্ণ খাড়া হলে রীতিমতো শেয়ালের সমান লম্বা মনে হচ্ছে।

'কাদার ভেতর মানুষের লাশ পড়ে আছে,' বলে উঠল মেরেন। ওদের ঠিক নিচেই পড়ে থাকা একটা ছোট্ট দেহের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'মৃত শিশুও আছে।'

'মনে হচ্ছে থেবসের নাগরিকরা এতটাই নির্বিকার হয়ে গেছে যে এখন লাশ কবর না দিয়ে নদীতে ফেলে দিচ্ছে,' বিষাদের সাথে ঘাড় নেড়ে বললেন দিমিতার।

ওরা তাকিয়ে থাকার সময়ই একটা ব্যাঙ বাচ্চাটার হাত কামড়ে ধরে দশ বার বার ঝাঁকি দিয়ে কাঁধের জোড়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে শূন্যে ছুঁড়ে দিল ছোট্ট বাহুটা। নেমে আসতেই মুখ হাঁ করে গিলে নিল টুপ করে।

দৃশ্যটা দেখে সবাই অসুস্থ বোধ করল। ফের ঘোড়ায় চেপে তীর বরাবর এগিয়ে নগরের বহির্প্রাচীরের কাছে পৌঁছাল ওরা। বাইরের এলাকা ভূমিহীন কৃষক, বিধবা ও এতিম, অসুস্থ ও মৃত্যুপথযাত্রী ও বিপর্যয়ের অন্য সব শিকারের তৈরি অস্থায়ী আশ্রয়ে ভরা। পাতার তৈরি খোলা চালার নিচে জড়োসড়ো অবস্থায় রয়েছে ওরা। সবাই বিশীর্ণ ও করুণ চেহারার। এক তরুণী মাকে দেখল তাইতা, কোলের বাচ্চাটার মুখে শূন্য বুক ছুঁইয়ে রেখেছে। কিন্তু বাচ্চাটা এতই দুর্বল, চুষতে পারছে

না। ওর চোখেমুখে মাছি ঢুকে পড়ছে। ওদের দিকে অসহায়ের মতো চেয়ে আছে মা।

'ওর বাচ্চার জন্যে ওকে খাবার দিয়ে আসি,' বলে ঘোড়ার পিঠে থেকে নামতে গেল মেরেন। কিন্তু ওকে বাধা দিলেন দিমিতার।

'এই হতভাগ্য মানুষগুলোকে এখন খাবার দেখালেই রীতিমতো দাঙ্গা বেঁধে যাবে।'

আবার আগে বাড়ার সময় বিষণ্ন, অপরাধী চেহারায় পেছনে তাকাতে লাগল মেরেন।

'দিমিতার ঠিকই বলেছেন,' মৃদু কণ্ঠে ওকে বলল তাইতা। 'এত অসংখ্য ক্ষুধার্তের অল্প কয়েকজনকে বাঁচাতে পারব না আমরা। বাঁচাতে হবে মিশরকে, মুষ্টিমেয় কিছু লোক নয়।'

হতভাগাদের কাছ থেকে বেশ দূরে শিবির ফেলার জায়গা বেছে নিল তাইতা ও মেরেন। দিমিতারের ফোরম্যানকে একপাশে ডেকে নিয়ে ওকে বুঝিয়ে বলল, 'তোমার গুরু যেন আরামে থাকে সেটা খেয়াল করো, ওকে ভালো করে পাহারা দেবে। তারপর চোর-ডাকাত ঠেকাতে শুকনো কাঁটাঝোঁপের বেড়া বানাবে। পশুগুলোর জল আর খাবারের যোগাড় করো। আরও জুৎসই থাকার ব্যবস্থা না করতে পারা পর্যন্ত এখানেই থাকবে।'

মেরেনের দিকে ফিরল ও। 'শহরে ফারাওয়ের প্রসাদে যাচ্ছি আমি। দিমিতারের সাথে থাক।' জুতোর গোড়ালি দিয়ে মেয়ারের পেটে লাথি মারল ও। মূল তোরণের দিকে রওয়ানা দিল। ও এগিয়ে যাওয়ার সময় টাওয়ার থেকে তাকিয়ে রইল প্রহরীরা, তবে চ্যালেঞ্জ করল না। পথঘাট বলতে গেলে বিরান। অল্প যে কজনকে চোখে পড়ছে তারাও দেয়ালের ওপাশের ভিখিরিদের মতোই ফ্যাকাশে, ক্ষুধার্ত। ওকে আসতে দেখেই সটকে পড়ছে। শহরের মাথার উপর যেন অসুস্থ একটা গন্ধ ঝুলে আছে, মৃত্যু ও কষ্টের গন্ধ।

প্রাসাদ প্রহরীদের সর্দার চিনতে পারল ওকে। তোরণ খুলে দিতে ছুটে এলো সে। ও ভেতের ঢুকতেই সমীহের সাথে সালাম ঠুকল। 'আমার লোক ঘোড়াটা আস্তাবলে নিয়ে যাবে, ম্যাগাস। রাজকীয় সহিসরা ওটার দেখভাল করবে।'

'ফারাও বাড়িতে আছেন?' ঘোড়ার পিঠে থেকে নামার সময় জানতে চাইল তাইতা।

'জ্বি, আছেন।'

'ওর কাছে নিয়ে চলো আমাকে,' নির্দেশ দিল তাইতা। দ্রুত হুকুম তামিল করল প্রহরী। প্যাসেজ ও হলওয়ের গোলকধাঁধা ধরে এগিয়ে চলল ওকে নিয়ে। উঠোনের ভেতর দিয়ে এগোল ওরা, এককালে আঙ্গিনা, ফুলের কেয়ারি আর নির্মল জলের ফোয়ারার সমাহারে অসাধারণ ছিল জায়গাটা। তারপর হল ও ক্লয়েস্টারের

ভেতর দিয়ে আগে বাড়ল, এক সময় অভিজাত নারীদের হাসিঠাট্টা, গান, ট্রাম্বলার, ত্রবোদোর আর দাসীনর্তকীদের গানে মুখরিত থাকত। কামরাগুলো খাখা করছে এখন। বাগান বাদামী হয়ে মরে গেছে। ফোয়ারা শুকিয়ে কাঠ। চেপে বসা নীরবতা কেবল পাথুরে পথের উপর ওদের পায়ের আওয়াজে ছিন্ন হচ্ছে।

অবশেষে রাজকীয় দরবার ঘরের অ্যান্টিচেম্বারে পৌঁছাল ওরা। উল্টোদিকের দেয়ালে একটা বন্ধ দরজা। বর্শার গোড়া দিয়ে ওটায় টোকা দিল প্রহরী। প্রায় নিমেষে একজন দাস খুলে ধরল ওটা। ওর পেছনে তাকাল তাইতা। গোলাপি মার্বল পাথরের মেঝেয় একটা ছোট ডেস্কের সামনে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে স্থূলদেহী এক খোঁজা। টেবিলে স্ক্রল আর পাথরের ফলকের স্তূপ। এক মুহূর্তে তাকে চিনতে পারল তাইতা। ফারাওর প্রবীন চেম্বারলেইন, তাইতার সুপারিশেই এমন উচ্চ পদে নিয়োগ পেয়েছিল সে।

'রামরাম, পুরোনো বন্ধু আমার,' ওকে শুভেচ্ছা জানাল তাইতা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রামরাম, এমন বিশালদেহী লোকের পক্ষে বিস্ময়কর ক্ষিপ্র তার চলাফেরা। তাইতাকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এলো। ফারাওর সেবায় নিয়োজিত খোঁজারা এক শক্তিশালী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

'তাইতা, অনেক দিন থেবসের বাইরে ছিলে তুমি,' তাইতাকে ব্যক্তিগত এটা ব্যুয়োতে নিয়ে এলো সে। 'সেনাপতিদের সাথে সভায় বসেছেন ফারাও, তাই ওকে এখন বিরক্ত করতে পারছি না। তিনি অবসর পাওয়ামাত্রই তোমাকে ওর কাছে নিয়ে যাব। তিনি তাই চাইবেন। এতে অবশ্য কথা বলার একটা সুযোগ মিলে গেছে। কতদিন হলো দূরে আছো তুমি? অনেক বছর নিশ্চয়ই।'

'সাত বছর। শেষবার আমাদের দেখা হওয়ার পর বহু অজানা দেশ ঘুরেছি আমি।'

'তাহলে তো তোমার অবর্তমানে আমাদের উপর নেমে আসা বিপদ সম্পর্কে তোমাকে জানানো দরকার। দুঃখের কথা, ভালো সংবাদ তেমন একটা নেই।'

একটা কুশনে মুখোমুখি বসল ওরা। চেম্বারলেইনের ইশারায় এক দাস মাটির কলসীতে ঠাণ্ডা করা শরবত পরিবেশন করল ওদের।

'আগে বলো, মহামান্য আছেন কেমন?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল তাইতা।

'আমার ভয় হচ্ছে, ওকে দেখে খারাপ লাগবে তোমার। নিদারুণ উৎকণ্ঠায় আছেন তিনি। বেশিরভাগ দিন মন্ত্রী, সেনাবাহিনীর অধিনায়ক আর নোম গভর্নরের সাথে সভা করে কাটাচ্ছেন। ক্ষুধার্ত জনগণের খাবারের ব্যবস্থা করতে বিভিন্ন দেশে দূত পাঠাচ্ছেন। নদীর লাল আবর্জনা দূর করতে নতুন করে কুয়ো খননের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রামরাম, শরবতের বাটিতে লম্বা একটা চুমুক দিল সে।

'মেদিয় ও সুমেরিয়রা, সাগরবাসী, লিবিয় ও অন্য শত্রুরা আমাদের দুর্দশার কথা জানে,' খেই ধরল সে। 'ওদের বিশ্বাস আমাদের সুসময় ফুরোতে চলেছে।

তাই নিজেদের সেনাদলকে তৈরি করছে ওরা। তুমি তো জানো, আমাদের করদ রাজ্য ও আশ্রিত দেশগুলো বরাবরই ফারাওকে মেটাতে বাধ্য হওয়া দক্ষিণার ব্যাপারে বৈরী ভাবাপন্ন ছিল। অনেকেই আমাদের এই দুর্ভাগ্যকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ মনে করছে। তাই বিশ্বাসঘাতকতার লক্ষ্যে মৈত্রী গড়ে তুলছে তারা। আমাদের সীমান্তে বহু শত্রু সমাবেশ ঘটিয়েছে। আমাদের সম্পদ মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ায় ফারাওকে অবশ্যই নিজ বাহিনী শক্তিশালী করে তুলতে রসদ আর মানুষ যোগাড় করতে হবে। নিজেকে যারপরনাই কষ্ট দিচ্ছেন তিনি, তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার দশা হয়েছে।'

'ছোটখাট অন্য কোনও রাজা হলে এমন দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারতেন না,' বলল তাইতা।

'নেফার সেতি মহান রাজা। কিন্তু আমাদের সবার মতো তিনিও অন্তর থেকে জানেন দেবতারা এখন আর মিশরের দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন না। যতক্ষণ ঐশী আশীর্বাদ ফিরে না পাচ্ছেন ততক্ষণ তাঁর কোনও প্রয়াসই সাফল্যের মুখ দেখবে না। দেশের সমস্ত মন্দিরের পুরোহিত সমাজকে অবিরাম প্রার্থনা চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। নিজে দিনে তিন বার বলী দিচ্ছেন। নিজের শক্তিকে শেষ সীমায় টেনে নিয়ে গেলেও রোজ অর্ধেক রাত জেগে থাকছেন। যখন বিশ্রাম নেওয়ার কথা, সতীর্থ দেবতাদের সাথে যোগাযোগ ও প্রার্থনা করার পেছনে সেই সময় পার করছেন।'

জলে ভরে উঠল চেম্বারলেইনের চোখ। লিনেনের কোণ দিয়ে মুছল সে। 'আমাদের উপর নেমে আসা নদী মাতার পতন আর নানা প্লেগে আক্রান্ত গত সাত বছর এভাবেই কাটছে তাঁর জীবন। সাধারণ কোনও রাজা হলে ধ্বংস হয়ে যেতেন। নেফার সেতি একজন দেবতা, কিন্তু তাঁর হৃদয় ও আবেগ মানুষের মতো। ফলে তিনি বদলে গেছেন, বুড়িয়ে গেছেন।'

'এ খবর শুনে সত্যিই মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু বলো তো, রানি ও তাঁর সন্তানরা কেমন আছেন?'

'এখানেও খবর তেমন সুবিধার নয়। প্লেগ ওদের উপর নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। রানি মিনতাকা অসুস্থ হয়ে অনেকগুলো সপ্তাহ প্রায় মরণোন্মুখ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এখন সেরে উঠেছেন অবশ্য। তবে অনেক দুর্বল। রাজকীয় সন্তানদের সবার এমন সৌভাগ্য হয়নি। রাজকুমার খাবা ও তাঁর ছোট বোন উনাস রাজকীয় স্মৃতিসৌধে এখন পাশাপাশি শুয়ে আছেন। প্লেগ ওদের কেড়ে নিয়েছে। অন্য সন্তানরা বেঁচে গেলেও–'

একজন দাস নতজানু হয়ে প্রণাম করে ঢুকতেই থেমে গেল রামরাম। চেম্বারলেইনের কানে ফিসফিস করে কিছু একটা বলল সে। মাথা দোলাল রামরাম, ইশারায় বিদায় করে দিল তাকে। তারপর ফের তাইতার দিকে ফিরল। 'গোপন সভা শেষ হয়েছে। ফারাওর কাছে তোমার আগমনসংবাদ দিচ্ছি।' উঠে দাঁড়াল সে,

তারপর পা টেনে টেনে কামরার পেছন দিকে চলে গেল। ওখানে একটা প্যানেলে খোদাই করা একটা অবয়ব স্পর্শ করল সে। ওর আঙুলের স্পর্শে ঘুরে গেল ওটা। দেয়ালের একটা অংশ সম্পূর্ণ সরে গেল। খোলা পথে অদৃশ্য হয়ে গেল রামরাম। তার অল্পক্ষণ পরেই গোপন দরজার ওপাশের করিডর থেকে বিস্ময় ও খুশির চিৎকার ভেসে এলো। তারপরই শোনা গেল দ্রুত পায়ের আওয়াজ। এরপর চিৎকার: 'তাতা, কোথায় তুমি?' ওকে দেওয়া ফারাওর ডাক নাম এটা।

'জাঁহাপনা, আমি এখানে।'

'অনেক দিন আমাকে উপেক্ষা করেছ তুমি,' দরজা গলে বের হয়ে আসার সময় ওকে অভিযুক্ত করলেন ফারাও, তাইতার দিকে তাকাতে থমকে দাঁড়ালেন। 'সত্যিই তো তুমি। আমি তো ভেবেছিলাম আমার আগের সমনের মতোও এবারও অগ্রাহ্য করে যাবে।'

হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের একটা লিনেনের স্কার্টের সাথে স্রেফ একজোড়া উন্মুক্ত স্যান্ডেল পরেছেন নেফার সেতি। উর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত। চওড়া পুরু বুকের ছাতি, পেটটা স্থূলকায়, পেশি খেলা করছে। তীর আর তলোয়ারে দীর্ঘদিনের অনুশীলনে দুটি হাত খোদাই করা ভাস্কর্যের মতো। নিখুঁত করে তোলা যোদ্ধার তাঁর গোটা ধড়।

'ফারাও, আপনাকে অভিবাদন। আমি আপনার একজন তুচ্ছ দাস, সব সময়ই যা ছিলাম।'

সামনে এসে ওকে শক্তিশালী আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন নেফার সেতি। 'গুরু শিষ্য যখন একসাথে হয় তখন এসব দাস-দাসত্বের কথা চলবে না,' ঘোষণা দিলেন তিনি। 'তোমাকে আবার দেখতে পেয়ে আমার মনটা খুশিতে ভরে গেছে।' ওকে মুখের সামনে ধরলেন তিনি। চেহারা জরিপ করলেন। 'হোরাসের করুণায় তোমার একদিনও বয়স বাড়েনি।'

'আপনারও না, জাঁহাপনা।' আন্তরিক স্বরে বলল তাইতা। হেসে উঠলেন নেফার সেতি।

'কথাটা মিথ্যা হলেও পুরোনো বন্ধুর প্রতি তোমার দয়া হিসাবে এই তোষামোদ মেনে নিচ্ছি।' নেফার সেতি আনুষ্ঠানিক ঘোড়ার পশমের পরচুলা খুলে রেখেছেন, গায়ে রঙের প্রলেপ না থাকায় তাঁর বৈশিষ্ট জরিপ করতে পারছে তাইতা। নেফারের ছোট করে ছাঁটা চুল খাড়া হয়ে আছে, মাথার চাঁদি ন্যাড়া। সময়ের আঁচড় পড়েছে চোখেমুখে। মুখের কোণে গাঢ় রেখা দেখা দিয়েছে। গাঢ় চোখের চারপাশে বলী রেখার জাল। গায়ের ত্বকে অস্বাস্থ্যকর আভা। চোখ পিটপিট করে অন্তর্চক্ষু খুলল তাইতা। স্বস্তির সাথে লক্ষ করল ফারাওর আভা জোরালভাবে জ্বলছে, সাহসী হৃদয় ও অদম্য প্রাণশক্তিরই প্রতীক।

কত বয়স হলো তাঁর? মনে করার চেষ্টা করল তাইতা। বাবা নিহত হওয়ার সময় ওর বয়স ছিল বার, সুতরাং এখন তাঁর বয়স অন্তত পক্ষে উনপঞ্চাশ। উপলব্ধিটুকু টলিয়ে দিল ওকে। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেই সাধারণ একজন মানুষকে

বৃদ্ধ বিবেচনা করা হয়। সাধারণত পঞ্চাশ বছরে পা দেওয়ার আগেই মারা যায়। রামরাম সত্যি কথাই বলেছে। ফারাও অনেক বদলে গেছেন।

'রামরাম তোমার থাকবার ব্যবস্থা করেছে?' জানতে চাইলেন ফারাও, তাইতার কাঁধের উপর দিয়ে চেম্বারলেইনের দিকে তাকলেন।

'ওকে বিদেশী দূতদের জন্যে তুলে রাখা একটা স্যুট দেওয়ার কথা ভাবছিলাম আমি,' প্রস্তাব রাখল রামরাম।

'তাইতাকে কোনওভাবেই বিদেশী বলা যাবে না,' ধমকে উঠলেন নেফার। তাইতা বুঝতে পারল তাঁর আগের ভালো মেজাজ এখন তেতে উঠেছে, বেশ সহজেই ক্ষেপে উঠছেন তিনি। 'আমার খাস কামরার দরজার কাছে প্রহরীদের কামরাতেই ওর থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। রাতের যেকোনও সময় পরামর্শ ও আলোচনার জন্যে ওকে কাছে পেতে চাই।' ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি তাইতার দিকে তাকালেন তিনি। 'এখন তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। বাবিলনের দূতের সাথে আলোচনায় বসতে যাচ্ছি। আমাদের কাছে বিক্রি করা শস্যের দাম তিনগুন বাড়িয়ে দিয়েছে ওরা। রামরাম রাষ্ট্রীয় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানাবে তোমাকে। আশা করছি মাঝরাত নাগাদ অবসর পাব। তখন ডেকে পাঠাব তোমাকে। আমার সাথেই রাতের খাবার খেতে হবে তোমাকে, যদিও আমার ধারণা, তোমার সেটা ভালো লাগবে না। আমার নির্দেশে দেশের বাকি লোকজনের মতো দরবারও একই খাবার উপভোগ করছে।' গোপন দরজা পথে ফিরে গেলেন নেফার সেতি।

'জাঁহাপনা,' তাইতার কণ্ঠে তাগিদের সুর। চওড়া কাঁধের উপর দিয়ে ফিরে তাকালেন নেফার সেতি। হড়বড় করে কথা বলে গেল তাইতা। 'আমার সাথে একজন মহান জ্ঞানী ম্যাগাস আছেন।'

'তোমার চেয়ে ক্ষমতাশালী নয় নিশ্চয়ই,' প্রশ্রয়ের সাথে হাসলেন নেফার সেতি।

'ঠিক তাই, তার পাশে আমি শিশুর মতো। তিনি আপনাকে ও আপনার রাজত্বকে সাহায্য ও রক্ষা করতে এসেছেন।'

'এখন সে কোথায়?'

'নগর প্রাচীরের বাইরে আছেন এখন। বিপুল বিদ্যা সত্ত্বেও অনেক বয়স্ক, শারীরিকভাবে দুর্বল। আমার তার কাছাকাছি থাকা দরকার।'

'রামরাম, প্রাসাদের এই অংশে বিদেশী ম্যাগাসের জন্যে আরামদায়ক থাকার ব্যবস্থা করো।'

'মেরেন ক্যাম্বিসেস এখনও আমার সঙ্গী হিসাবে রয়েছে, আমাকে পাহারা দিচ্ছে। ওকে হাতের কাছে পেলে অনেক খুশি হবো।'

'হায় হোরাস, মনে হচ্ছে তোমার সাথে গোটা দুনিয়া ভাগাভাগি করতে হবে আমাকে,' হেসে উঠলেন নেফার সেতি। 'অবশ্য মেরেন সুস্থ আছে শুনে খুশি হলাম,

ওকে সঙ্গী হিসাবে পেতে যাচ্ছি। রামরাম ওর থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। এবার তবে যেতে হচ্ছে।'

'ফারাও, আপনার অসীম ধৈর্যের আরেকটা প্রত্যক্ষ নজীর,' তিনি অদৃশ্য হওয়ার আগেই বলে উঠল তাইতা।

'এখানে এসেছ বেশিক্ষণ হয়নি, অথচ এর ভেতর আমার কাছ থেকে পঞ্চাশটি সুবিধা আদায় করে নিয়েছ। তোমার লেগে থাকার ক্ষমতা অসীম। আর কী চাই তোমার?'

'নদী অতিক্রম করে রানি মিনতাকাকে অভিনন্দন জানানোর অনুমতি।'

'আমি প্রত্যাখ্যান করলে নিজেকে বৈরী অবস্থানে স্থাপন করব। আমার রানি মেজাজ হারাননি। আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠবেন তিনি।' স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা থেকে হাসলেন তিনি। 'ওর কাছে অবশ্যই যাবে তুমি, তবে মাঝরাতের আগেই ফিরে এসো।'

রাজপ্রাসাদে দিমিতারের থাকার ব্যবস্থা হওয়ার পরপরই রাজকীয় চিকিৎসকদের দুজনকে ওর চিকিৎসার জন্যে তলব করল তাইতা। তারপর মেরেনকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল, 'রাত নামার আগেই ফিরে আসার আশা করছি, ওকে ঠিক মতো পাহারা দিয়ো।'

'আপনার সাথে যাওয়া উচিত আমার, ম্যাগাস। অভাব ও দুর্ভিক্ষের এমন একটা সময়ে সৎ মানুষও নিজের পরিবারের খাবারের যোগাড় করতে হতাশা থেকে রাহাজানির পথ বেছে নেয়।'

'রামরাম এক দল পাহারাদার দিয়েছে আমার সাথে।'

নীল নদের মতো একটা নদী পেরুনোর জন্যে নৌকায় না উঠে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসাটা অদ্ভুত ঠেকল। উইন্ডস্মোকের পিঠে থেকে পশ্চিম তীরের মেমননের প্রাসাদের দিকে দৃষ্টি ফেরাল তাইতা, লক্ষ করল ঘোলাটে পুকুরের ভেতর দিয়ে অনেকগুলো পায়ে চলা পথ চলে গেছে। এমনি একটা পথে আগে বাড়ল ওরা। তাইতার মেয়ারের সামনে লাফিয়ে রাস্তা পার হলো একটা রাক্ষুসে কুনো ব্যাঙ।

'মেরে ফেল!' ধমকে উঠল প্রহরী দলের সর্দার। এক সৈনিক বর্শা বাগিয়ে ধরে রাস্তা ধরে ধেয়ে গেল। কোণঠাসা বুনো শূকরের মতো হিংস্র ভঙ্গিতে আত্মরক্ষার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল ওটা। সৈনিক সামনে ঝুঁকে কম্পিত লাল গলায় বর্শাটা সেঁধিয়ে দিল। মরণ চিৎকারে বর্শার ফলার উপর চোয়াল চেপে ধরল বিশ্রী জানোয়ারটা, ফলে জানোয়ারটা ওটা না ছাড়া পর্যন্ত ঘোড়ার পিছন পিছন যেতে বাধ্য হলো সৈনিক। অবশেষে অস্ত্র মুক্ত করে নিতে পারল সে। তাইতার পাশে এসে বর্শাটা দেখাল। শক্ত কাঠের উপর ব্যাঙের দাঁতের ছাপ গভীর হয়ে পড়েছে।

'নেকড়ের মতোই বুনো,' প্রহরীদের সার্জেন্ট ছিপছিপে প্রবীন যোদ্ধা হাবারি বলল। 'প্রথম যখন ওদের আবির্ভাব ঘটে, নদী পরিষ্কার করে ওদের ধ্বংস করতে দুই রেজিমেন্ট সৈনিক পাঠিয়েছিলেন ফারাও। তখন শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে ওদের খতম করেছি আমরা। জানালার উপর ওদের লাশ টাল দিয়ে রেখেছি। কিন্তু মনে হয়েছে বুঝি একটা মারলে তার জায়গায় আরও দুটো বেড়ে উঠছে। এমনকি মহান ফারাও পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে একটা অর্থহীন কাজে আমাদের পাঠিয়েছেন তিনি, এখন তিনি হুকুম দিয়েছেন ওদের অবশ্যই নদীর তলদেশেই আটকে রাখতে হবে। অনেক সময় সাঁতার কেটে উঠে আসে ওরা, আমরা ফের আক্রমণ করি।' বলে চলল হাবারি। 'ওদের নিজেস্ব বিশ্রী কায়দায় কিছুটা উপকারে আসে ওরা। নদীতে ছুঁড়ে দেওয়া সব আবর্জনা আর লাশ খেয়ে নেয়। প্লেগের শিকারের জন্যে এখন আর ভালো কবর খোঁড়ার মতো শক্তি পাচ্ছে না লোকে, তো কুনো ব্যাঙের দলই মুর্দাফরাসের দায়িত্ব নিয়েছে।'

ঘোড়াগুলো অগভীর কর্দমাক্ত পুকুরগুলোর একটায় পড়ল, পশ্চিম তীরের দিকে এগিয়ে চলল তারপর। ওরা প্রাসাদের দৃষ্টিসীমায় আসার সাথে সাথে হাঁ করে তোরণ খুলে গেল, ওদের সাথে যোগ দিতে এগিয়ে এলো দ্বার রক্ষক।

'হে মহান ম্যাগাস, স্বাগতম!' তাইতাকে অভিবাদন করল সে। 'মহারানি থেবসে আপনার আগমনের অপেক্ষা করছেন, আপনাকে আনন্দময় শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন তিনি। আপনাকে বরণ করতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।' প্রাসাদ তোরণের দিকে ইঙ্গিত করল সে। চোখ তুলে তাকিয়ে দেয়ালের উপর ক্ষুদে ক্ষুদে অবয়ব দেখতে পেল তাইতা। নারী ও শিশু ওরা, ওর উদ্দেশে হাত নাড়ার আগে ওদের ভেতর রানি কোনজন নিশ্চিত হতে পারল না। মেয়ার আগে বাড়াল ও। সামনে লাফ দিল ওটা। খোলা তোরণ দিয়ে বয়ে নিয়ে চলল ওকে। উঠোনে ঘোড়ার পিঠে থেকে নামার সময় পাথুরে সিঁড়ি ভেঙে কিশোরীর চঞ্চলা নিয়ে নেমে এলেন মিনতাকা। আগাগোড়াই অ্যাথলিট ছিলেন তিনি, দক্ষ রথ চালক, এবং নিপূণ শিকারী। তাঁকে এখনও তেমনি সাবলীল দেখতে পেয়ে খুশি হলো তাইতা। তবে ওকে আলিঙ্গন করতে কাছে আসার পর বুঝতে পারল তিনি কতটা শীর্ণকায় হয়ে গেছেন। বাহুগুলো যেন সরু কাঠির মতো, চেহারা মলিন, ফ্যাকাশে। তিনি হাসলেও গভীর চোখজোড়ায় বিষাদের ছায়া খেলা করছে।

'ওহ, তাইতা। তোমাকে ছাড়া যে কীভাবে চলেছে বোঝাতে পারব না,' বললেন তিনি। ওর দাড়িতে মুখ লুকোলেন। তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল তাইতা। ওর স্পর্শে তাঁর হাসিখুশি ভাবটুকু মিলিয়ে গেল। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল গোটা শরীর। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি আর কোনও দিন ফিরবে না, নেফার আর আমি খাবা ও ছোট্ট উনাসের মতো তোমাকেও হারিয়ে ফেলেছি।'

'আপনার দুঃখের কথা শুনেছি। আপনার সাথে আমিও শোকাহত,' বিড়বিড় করে বলল তাইতা।

'সাহস বজায় রাখার চেষ্টা করছি। আমার মতো আরও অনেক মা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু এত অল্প বয়সে আমার কোলের শিশুদের ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা খুবই তিক্ত।' একটু পেছনে হটে দাঁড়িয়ে হাসার প্রয়াস পেলেন তিনি। কিন্তু জলে ভরে আছে তাঁর চোখজোড়া, ঠোঁট কাঁপছে। 'এসো। তোমার সাথে অন্য বাচ্চাদের পরিচয় করিয়ে দিই। ওদের বেশির ভাগকেই চেন তুমি। শুধু সবচেয়ে ছোট দুটি তোমাকে কখনও দেখেনি। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।'

দুই সারিতে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওরা। ছেলেরা সামনের কাতারে, ওদের পেছনে মেয়েরা। বিস্ময় ও সমীহে আড়ষ্ট সবাই। ভাইবোনদের কাছে মহান ম্যাগাসের গল্প শুনে সবচেয়ে ছোট্ট মেয়েটি এতটাই নার্ভাস ছিল যে তাইতা ওর দিকে তাকাতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল। ওকে কোলে তুলে নিয়ে ঘাড়ের উপর ওর মাথা রেখে ফিসফিস করে কথা বলল তাইতা। সাথে সাথে সহজ হয়ে গেল সে। কান্না রেখে দুই হাতে তাইতার গলা জড়িয়ে ধরল।

'বাচ্চা ও পশু ভোলানোয় তোমার নৈপূণ্যের কথা জানা না থাকলে বিশ্বাস করতাম না,' ওর দিকে চেয়ে হাসলেন মিনতাকা। তারপর অন্যদের এক এক এগিয়ে আসতে বললেন।

'এত সুন্দর বাচ্চা জীবনে দেখিনি আমি,' রানিকে বলল তাইতা। 'কিন্তু আমি তাতে অবাক হইনি। মা হিসাবে আপনাকে পেয়েছে ওরা।'

অবশেষে বাচ্চাদের বিদায় দিয়ে তাইতার হাত ধরলেন মিনতাকা। খাস কামরায় নিয়ে এলেন ওকে। এখানে একটা খোলা জানালার পাশে বসে হাওয়া খেতে খেতে পশ্চিমের পাহাড়সারির দিকে চোখ ফেরালেন। ওকে শরবত ঢেলে দেওয়ার সময় বললেন, 'আগে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতাম আমি, কিন্তু এখন আর পারি না। ওই দৃশ্য আমার মন ভেঙে দিয়েছে। তবে শিগগিরই জল ফিরে আসবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণীই করা হয়েছে।'

'কে করেছে?' অলস কণ্ঠে জানতে চাইল তাইতা। কিন্তু উত্তরে রানি সবজান্তা, হেঁয়ালিমাখা হাসায় কৌতূহল চাগিয়ে উঠল ওর। তারপর কথোপকথন সুখের সময়ের দিকে বাঁক নিল। যখন রানি ছিলেন অল্পবয়সী, সুন্দরী কুমারী বধূ, এই দেশ ছিল সবুজ, সুন্দর। রানির মেজাজ হালকা হয়ে এলো, প্রাণবন্তভাবে কথা বলতে লাগলেন। ওকে শেষ করার সুযোগ দিল তাইতা, জানে, রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণীর প্রসঙ্গে ফিরে আসতে দেরি করবেন না তিনি।

সহসা স্মৃতিচারণ থামালেন রানি। 'তাইতা, আমাদের দেবতারা দুর্বল হয়ে পড়েছেন, জানো তুমি? অচিরেই এক নতুন দেবী ওদের জায়গা দখল করবেন। তাঁর হাতেই থাকবে সর্বময় ক্ষমতা। আবার নীল নদের প্রাণ ফিরিয়ে আনবেন তিনি, পুরোনো, বিধ্বস্ত দেবতারা যা পারেননি তিনি সেই প্লেগ দূর করবেন।'

সমীহের সাথে শুনছে তাইতা। 'না, মহামান্যা, এটা আমার জানা ছিল না।'

'আরে, হ্যাঁ, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।' রানির ফ্যাকাশে চেহারা নতুন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বয়স কমে এলো যেন। ফের তরুণী হয়ে উঠেছেন তিনি, আশা ও আনন্দে ভরপুর। 'কিন্তু, তাইতা, কথা আরও আছে।' ভবিষ্যদ্বাণী করার ঢঙে থামলেন তিনি, তারপর ফের খেই ধরলেন। দ্রুত কথা বলছেন এখন। 'আমাদের যা কিছু হারিয়েছে বা জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার সবই আবার ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে এই দেবীর, কিন্তু আমরা তাঁকে পুরোপুরি মেনে নিলেই সেটা সম্ভব হবে। আমাদের মন-প্রাণ তাঁকে সঁপে দিলে, তিনি আমাদের তারুণ্য ফিরিয়ে দেবেন। যারা কষ্ট পাচ্ছে, কাঁদছে, তাদের আবার সুখী করে তুলতে পারবেন। কিন্তু, ভেবে দেখ, তাইতা–এমনকি মৃতদের ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর আছে।' আবার তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল। উত্তেজনায় শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা হওয়ায় কণ্ঠস্বর কাঁপতে শুরু করেছে, যেন এইমাত্র লম্বা পথ দৌড়ে এসেছেন। 'আমাকে বাচ্চাদের ফিরিয়ে দিতে পারবেন! খাবা আর উনাসের উষ্ণ, জীবন্ত শরীর ফের কোলে নিতে পারব, ওদের ছোট্ট মুখে চুমু খেতে পারব।'

এই নতুন আশায় সান্ত্বনার সন্ধান থেকে রানিকে বাঞ্চিত করতে চাইল না তাইতা। 'এসব ব্যাপার আমাদের বোঝার মতো নয়, এতই বিস্ময়কর,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও।

'হ্যাঁ, ঠিক! পয়গম্বরকে তোমার কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে ব্যাপারটা। কেবল তখনই উজ্জ্বল স্ফটিকের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোমার মনে সন্দেহ থাকতে পারবে না।'

'কে এই পয়গম্বর?'

'তাঁর নাম সোয়ে।'

'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে, মিনতাকা?' জানতে চাইল তাইতা।

উত্তেজনায় হাতে তালি দিলেন রানি। 'ওহ, তাইতা, এটাই আসল কথা,' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'আমার প্রাসাদেই আছেন! প্রাচীন দেবতা অসিরিস, হোরাস ও আইসিসের পুরোহিতদের হাত থেকে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি আমি। সত্য কথা বলার কারণে ওরা তাঁকে ঘৃণা করে। তাঁকে হত্যা করার অনেক চেষ্টা করেছে। রোজ আমাকে ও তাঁর পছন্দসই লোকজনকে নতুন ধর্মে দীক্ষা দেন তিনি। এত চমৎকার একটা ধর্ম, তাইতা, এমনকি তুমিও দূরে ঠেলে রাখতে পারবে না, তবে তা গোপনে শিখতে হবে। মিশর এখনও অর্থহীন কুসংস্কারের আচ্ছন্ন। নতুন ধর্ম বিকাশের আগে ওদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সাধারণ লোকজন এখনও এই নতুন দেবীকে মেনে নিতে তৈরি নয়।'

চিন্তিতভাবে মাথা দোলাল তাইতা। রানির জন্যে গভীর করুণা বোধ করছে। কষ্টের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবার পর লোকের বাঁচার জন্যে অর্থহীনভাবে হাওয়ায় আঁচড় কাটার চেষ্টা করার ব্যাপারটা ও বোঝে। 'নতুন চমৎকার এই দেবীর নাম কী?'

'অবিশ্বাসীদের মুখে তাঁর নাম উচ্চারিত হতে পারবে না, এতই পবিত্র তিনি। কেবল যারা তাঁকে মনে-প্রাণে মেনে নিয়েছে তারাই তাঁর নাম মুখে নিতে পারবে। এমনকি তাঁর নাম বলার আগে আমাকেও সোয়ের কাছে দীক্ষা নিতে হয়েছে।'

'সোয়ে কখন আপনাকে দীক্ষা দিতে আসবে? তাঁর মুখে এই বিস্ময়কর তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনতে চাই।'

'না, তাইতা,' বলে উঠলেন রানি। 'তোমাকে বুঝতে হবে, এগুলো তত্ত্ব নয়। সত্যের প্রকাশ। রোজ সকাল-সন্ধ্যা আমার কাছে আসেন সোয়ে। ওর মতো এমন জ্ঞানী ও পবিত্র পুরুষ আমি জীবনে দেখিনি।' রানির উজ্জ্বল অভিব্যাক্তি সত্ত্বেও ফের তাঁর চোখ বেয়ে জল গড়াতে শুরু করল। 'কথা দাও, তুমি তাঁর কথা শুনতে আসবে।'

'আমার উপর আস্থা স্থাপন করায় আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, প্রিয় রানিমাতা। কখন সেটা?'

'আজ সন্ধ্যায়। সাপারের পর,' জানালেন তিনি।

এক মুহূর্ত ভাবল তাইতা। 'আপনি বললেন কেবল মনোনীতদেরই দীক্ষা দেয় সে। যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে? তাহলে রাগ হবে আমার।'

'কখনওই তোমার মতো জ্ঞানী ও বিখ্যাত লোককে ফিরিয়ে দেবেন না তিনি, মহান ম্যাগাস।'

'আমি সে ঝুঁকি নিতে যাব না, প্রাণপ্রিয় মিনতাকা। আমার পরিচয় প্রকাশ না করে তার কথা শোনার ব্যবস্থা করা যায় না?'

সন্দিহান চোখে ওর দিকে তাকালেন মিনতাকা। 'তাঁকে ঠকাতে চাই না,' অবশেষে বললেন তিনি।

'কোনও রকম ঠকবাজির কথা ভাবছি না আমি। তার সাথে কোথায় দেখা হবে আপনার?'

'এই মহলেই, তুমি যেখানে বসে আছো, তিনিও ওখানেই বসবেন। ওই কুশনেই।'

'কেবল আপনারা দুজনই থাকবেন?'

'না, আমাদের সাথে আরও তিনজন প্রিয় মহিলা থাকবে। আমার মতোই দেবীর ভক্ত ওরা।'

সতর্কতার সাথে কামরাও নকশা জরিপ করছিল তাইতা। কিন্তু রানির মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল ও। 'এই দেবী কি নিজেকে কখনও মিশরের জনগণের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন? নাকি স্রেফ তাঁর মনোনীত অল্প কয়েকজনের কাছেই তাঁর ধর্ম প্রকাশিত হবে?'

'নেফার আর আমি মনে প্রাণে তাঁকে বরণ করার পর মিথ্যা দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করে তাদের মন্দির ধ্বংস করে পুরোহিত সমাজকে ছত্রভঙ্গ করে দেব, তখনই দেবী বিজয়ীর বেশে আবির্ভূত হবেন। প্লেগের অবসান ঘটাবেন তিনি, তার

পরিণতি ভোগান্তি দূর করবেন। নীল নদকে আবার প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেবেন...' একটু দ্বিধা করলেন তিনি, তারপর ফের দ্রুত কথা বলতে লাগলেন। '...আমার বাচ্চাদের আবার ফিরিয়ে দেবেন।'

'প্রাণপ্রিয় রানি। সত্যি যদি তাই হতো। যাক, একটা কথা বলুন, নেফার কি এই পরিস্থিতির কথা জানেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'নেফার জ্ঞানী, অসাধারণ শাসক। মহান যোদ্ধা। ভালোবাসায় ভরা স্বামী ও পিতা। কিন্তু আধ্যাত্মিক পুরুষ নন তিনি। কেবল উপযুক্ত সময়েই ওর কাছে সব কথা খুলে বলবেন বলে আমার সাথে একমত হয়েছেন সোয়ে। সেই সময় এখনও হয়নি।'

গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল তাইতা। নিজের স্ত্রীর কাছে দাদা-দাদী, বাবা-মা আর বলা বাহুল্য ত্রয়ী অসিরিস, আইসিস ও হোরাসের পাইকারী প্রত্যাখ্যানের খবর শুনে ভালো ধাক্কাই খাবেন নেফার সেতি। এমনকি তাঁকেও ঐশী পরিচয় থেকে বঞ্চিত করা হবে। বেঁচে থাকতে তিনি এমনটি ঘটতে দেবেন না, এটুকু বোঝার মতো তাঁকে চিনি বলেই মনে হয়।

চিন্তাটা এক ভীতিকর সম্ভাবনার স্রোত বইয়ে দিল তাইতার মনে। নেফার সেতি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগি আর পরামর্শকগণ পয়গম্বরকে ঠেকাতে জীবিত না থাকলে এমন এক রানিকে খেলাতে পারবে যিনি বিনা প্রশ্নে, কোনও প্রতিশোধ ছাড়াই সোয়ের সব নির্দেশ পালন করবেন। তিনি কি রাজা, তাঁর স্বামী ও সন্তানদের বাবার হত্যাকাণ্ডে সায় দেবেন? আপন মনে প্রশ্ন করল তাইতা। উত্তরটা পরিষ্কার: হ্যাঁ, দেবেন। যদি নতুন নামহীন দেবীর হাতে মৃত বাচ্চাদের সাথে তাঁরও আবার বেঁচে ওঠার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন। মরিয়া মানুষ বেপরোয়া পরীক্ষায় মেতে ওঠে। চড়া গলায় ও জানতে চাইল: 'সোয়েই কি এই মহান দেবীর একমাত্র পয়গম্বর?'

'সোয়ে ওদের নেতা। তবে তাঁর অনেক নিচের কাতারের শিষ্যরা দুই রাজ্যের সাধারণ জনগণের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুসমাচার ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাঁর আগমনের পথ সুগম করে তুলছে।'

'আপনার কথা আমার হৃদয়ে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার অবস্থানের কথা প্রকাশ না করে তার বয়ান শুনতে দিলে সারা জীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমার সাথে আরেকজন ম্যাগাস থাকবেন। এত জ্ঞানী ও বয়স্ক, আমার পক্ষে যেমনটি কোনওদিনই হওয়া সম্ভব নয়।' আঙুল তুলে প্রতিবাদ না করে রানিকে নীরব থাকার ইঙ্গিত করল ও। 'কথাটা ঠিক, মিনতাকা। তাঁর নাম দিমিতার। ওই যেনানা জানালার পেছনে আমার সাথে বসে থাকবেন তিনি।' একটা জটিল বুনটের পর্দার দিকে ইশারা করল ও, আগের দিনে ওটার পেছন থেকে রানি ও উপপত্নীরা চেহারা না দেখিয়েই বিদেশী গণ্যমান্যদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

তবু ইতস্তত করতে লাগলেন মিনতাকা, কিন্তু নাছোড়বান্দার মতো লেগে রইল তাইতা। 'দুজন প্রভাবশালী ম্যাগাইকে নতুন ধর্মে দীক্ষা দিতে পারবেন আপনি। সোয়ে ও নতুন দেবীকে একসাথে খুশী করতে পারবেন। আপনার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাবেন তিনি। তখন তাঁর কাছে আপনার সন্তানদের ফিরিয়ে দেওয়াসহ যেকোনও বর চাইতে পারবেন।'

'ঠিক আছে, তাতা, তোমার কথামতোই করব। তবে তার বিনিময়ে আমার আজকের কথাগুলো নেফারকে বলবে না, যতক্ষণ না দেবীকে মেনে নেওয়া আর প্রাচীন দেবতাদের প্রত্যাখ্যানের সময় হচ্ছে তাঁর...'

'আপনার হুকুম মতোই করব, রানি আমার।'

'তুমি আর তোমার সহকর্মী দিমিতারকে অবশ্যই কাল খুব সকালে ফিরে আসতে হবে। মূল দরজার বদলে পেছন দরজা দিয়ে আসবে। আমার এক পরিচারিকা তোমাদের এই কামরায় নিয়ে আসবে, তখন তোমরা ওই পর্দার পেছনে আশ্রয় নিতে পারবে।'

'সূর্য উদয়ের এক ঘণ্টার মধ্যেই আসব আমরা,' ওকে নিশ্চিত করল তাইতা।

মেমননের প্রাসাদের তোরণ হয়ে বেরিয়ে আসার সময় বিকেলের সূর্যের উচ্চতা যাচাই করল তাইতা। এখনও দিনের আলোর বেশ কয়েক ঘণ্টা হাতে আছে। হঠাৎ কী ভেবে রক্ষীদের সার্জেন্টকে থেবসে যাবার সোজা পথ বেছে নিতে নিষেধ করল ও। তার বদলে কবরস্থানের পথে ঘুর পথে পশ্চিমের পাহাড় ও বিশাল রাজকীয় নেক্রোপলিসের দিকে এগোল। একটা পাথুরে উপত্যকার আড়ালে রয়েছে ওটা। প্রাণপ্রিয় লস্ত্রিসের জাগতিক দেহে মলম মাখানোর বিষয়টি যেখানে তত্ত্বাবধান করেছিল ও, সত্তর বছর আগের ঘটনা এটা। কিন্তু সময় সেই ভীষণ অনুষ্ঠানের স্মৃতি এতটুকু ম্লান করতে পারেনি। মাদুলিটা স্পর্শ করল ও, লস্ত্রিসের একগাছি চুল রাখা আছে ওতে। পাহাড়ের পাদদেশ ধরে উঠতে লাগল ওরা। হাথরের মন্দির পাশ কাটাল: পাথুরে টেরেসের পিরামিডের চূড়ায় বসানো দৃষ্টিনন্দন প্রাসাদ। নিচের টেরেসে পায়চারীরত পুরোহিতিনীকে চিনতে পারল তাইতা, আরও দুজন নবীশ রয়েছে তার সথে। তার সাথে কথা বলতে একপাশে সরে এলো।

'ঐশী হাথর আপনাকে রক্ষা করুন, মা,' ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার সময় তাকে শুভেচ্ছা জানাল ও। হাথর হচ্ছেন মহিলাদের পৃষ্ঠপোষক দেবী। তাই প্রধান পুরোহিতও একজন নারী।

'শুনেছি আপনি সফর শেষে ফিরে এসেছেন, ম্যাগাস,' ওকে আলিঙ্গন করলেন তিনি। 'আমরা সবাই আশা করছিলাম, আপনি এখানে আসবেন, আমাদের আপনার অভিযানের গল্প শোনাবেন।'

'সত্যি, অনেক কথা বলার আছে আমার, আপনাদের ভালো লাগবে আশা করি। মেসোপটেমিয়া, একবাতানা ও বাবিলনের ওধারে যার উপর দিয়ে খোরাশান মহাসড়ক চলে গেছে সেই পাহাড়ি ভূমির প্যাপিরাস মানচিত্র নিয়ে এসেছি আমি।'

'আমাদের জন্যে অনেক কিছুই নতুন হবে,' সাগ্রহে হাসলেন প্রধান পুরোহিতীনি। 'সাথে এনেছেন ওগুলো?'

'আরে, না! অন্য কাজে বেরিয়েছি আজ, এখানে আপনার সাথে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি। থেবসে স্ক্রোল রেখে এসেছি। তবে পয়লা সুযোগেই নিয়ে আসব ওগুলো।'

'সেটা খুব শিগগির হবার নয়,' ওকে আশ্বস্ত করলেন প্রধান পুরোহিতীনি। 'এখানে সবসময়ই আপনি স্বাগত। আপনার ইতিমধ্যে দেওয়া তথ্যের জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। এখন আপনার কাছে যা আছে সেটাও মনোমুগ্ধকর হবে বলেই আমি নিশ্চিত।'

'তাহলে আপনার মহত্ত্বের সুযোগটুকু নেব আমি। আপনার কাছে একটা উপকার চাইতে পারি?'

'আমার কাছে পাওয়ার মতো কোনও উপকার থাকলে সেটা পেয়ে গেছেন আপনি। মুখ ফুটে বলুন শুধু।'

'অগ্নিগিরি নিয়ে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছি আমি।'

'কোনটা? হাজারে হাজারে আছে, অনেক দেশে ছড়িয়ে আছে।'

'পাহাড়ের কাছাকাছি বা কোনও দ্বীপে, বা কোনও হ্রদ কিংবা বিশাল নদীর কিনারের গুলো। একটা তালিকা দরকার আমার, মা।'

'বেশ কঠিন অনুরোধ,' ওকে নিশ্চিত করলেন তিনি। 'ভাই নুবাঙ্ক, আমাদের একজন প্রবীন মানচিত্র শিল্পী সব সময়ই আগ্নেয়গিরি ও উষ্ণতার অন্যান্য ডুবো উৎস নিয়ে দারুণ কৌতূহলী, যেমন উষ্ণ প্রস্রবণ ও গেইসার। খুশি মনেই আপনার তালিকা তৈরি করে দেবেন তিনি। তবে ধরে নিন অনেক বিস্তারিত ও ক্লান্তিকর হবে সেটা। নুবাঙ্ক এত বেশি খুঁতখুঁতে যে এটাই তার দোষ। এখুনি কাজ শুরু করতে বলছি তাকে।'

'কত সময় লাগতে পারে?'

'আপনি কি আগামী দশদিনের ভেতর এদিকে আসবেন, সম্মানিত ম্যাগাস?' জানতে চাইলেন তিনি।

বিদায় নিল তাইতা, তারপর নেক্রোপলিসের ভিন্ন একটা তোরণের দিকে এগোল।

এক বিশেষ সামরিক দুর্গ রাজকীয় সমাধির আশ্রয় নেক্রোপলিস পাহারা দিচ্ছে। প্রতিটিতে ডুবন্ত চেম্বারের কমপ্লেক্স রয়েছে, নিরেট পাথর কুঁদে নির্মাণ করা হয়েছে

এসব। ঠিক কেন্দ্রে রয়েছে সমাধি চেম্বার, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে অসাধারণ রাজকীয় পাথুরে শাবাধার, ফারাওর মামিকৃত মরদেহ রয়েছে তাতে। এই চেম্বারের চারপাশে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে স্টোররুম আর গুদামঘর, অপরিমেয় রত্নভাণ্ডারে ঠাসা সেগুলো। কেউ জানে না এর কথা। দুটি রাজ্য ও এর সীমান্তের বাইরের অন্য দেশের সমস্ত চোর আর ডাকাতের লোভের কারণ হয়েছে এটা। পবিত্র এনক্লোজারে ঢুকতে সব সময়ই সুচতুর প্রয়াস পেয়ে আসছে তারা। ওদের ঠেকাতে ছোটখাট একটা সেনাদলের স্থায়ী প্রহরার প্রয়োজন হয়েছে।

ঘোড়ার দলকে দানাপানি খাইয়ে তরতাজা করে তুলতে সঙ্গীদের দুর্গের মূল প্রাঙ্গণের দেয়ালের কাছে রেখে পায়ে হেঁটে সামাধিক্ষেত্রের দিকে পা বাড়াল ও। রানি লস্ত্রিসের সমাধিতে যাবার পথ যতটা ভালো করে জানার কথা জানে ও। নিজেই লেআউটের নকশা করেছে ও, খনন কাজ তত্ত্বাবধান করেছে। লস্ত্রিসই মিশরের একমাত্র রানি যাকে গোরস্থানের এই অংশে কবরস্থ করা হয়েছে, সাধারণত ক্ষমতাসীন ফারাওর জন্যে সংরক্ষিত থাকে এটা। লস্ত্রিসের বড় ছেলে সিংহাসনে বসার পর তাকে ভুলিয়েভালিয়ে এর বরাদ্দ নিয়েছিল তাইতা।

ইহ জগত থেকে বিদায় নিয়ে পরজগতে পদার্পণের কথা ভেবে ফারাও নেফার সেতির সমাধি যেখানে নির্মাণ করা হচ্ছে সে জায়গাটা পার হয়ে এলো ও। রাজমিস্ত্রিতে গিজগিজ করছে জায়গাটা, পাথর কুঁদে মূল প্রবেশপথ নির্মাণ করছে ওরা। মাথার উপর নিপূণভাবে ঝুড়ি ফেলে আবর্জনা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সারিবদ্ধ শ্রমিকরা। হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো মসৃণ ধূলোর পুরু আস্তরণ ওদের শরীরে। স্থপতি ও দাসদের সর্দারদের একটা ছোট দল ওদের মাথার উপর থেকে নিচের কাজের গতি জরিপ করছে। উপত্যকা জুড়ে বাটালি, বাইস আর পাথরের উপর গাঁইতি চালানোর আওয়াজ।

কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই শবযাত্রার পথ ধরে এগোল তাইতা, এক সময় উপত্যকা সরু হয়ে দুটি ভিন্ন পথে ভাগ হয়ে গেল। বাম দিকের পথ বেছে নিল ও। পঞ্চাশ কদম এগোনোর পরই একটা বাঁক ঘুরে লস্ত্রিসের সমাধির প্রবেশ পথে পৌঁছে গেল। ঠিক সামনেই রয়েছে ওটা। পাহাড়ের গায়ে বসানো। প্রবেশ পথ দৃষ্টিনন্দন গ্রানিটের স্তম্ভ ঘিরে রেখেছে, পাথরের ব্লকের দেয়ালে ঘেরাও করা, প্রলেপ লাগানোর পর অসাধারণভাবে রঙ করা ম্যুরালে অলঙ্কৃত করা হয়েছে। রানির জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য সাজানো হয়েছে তার কার্তুশের চারপাশে: স্বামী আর সন্তানদের নিয়ে দৈনন্দিন জীবনের সুখে লস্ত্রিস, রথ হাঁকাচ্ছে, নীলের জলে মাছ ধরছে, গেযেল ও পাখি শিকার করছে, হিকসস হানাদারদের সেনাদলের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিচ্ছে, নৌবহরে জনগণসহ নীলের বিভিন্ন জলপ্রপাত পাড়ি দিচ্ছে, এবং হিকসসের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর আবার দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসছে তাদের। আজ থেকে সত্তর বছর আগে নিজের হাতে এইসব দৃশ্য এঁকেছিল তাইতা, কিন্তু এখনও টাটকা রয়ে গেছে রঙ।

সমাধির প্রবেশ পথে আরেকজন শোককারী ছিল, দেবী আইসিসের সন্ন্যাসীনিদের আলখেল্লার মতো কাপড়ে আপাদমস্তক ঢাকা তার। ম্যুরালের দিকে ফিরে প্রবল ভক্তির ভঙ্গিতে হাঁটু ভেঙে বসে আছে। সময় নিতে ইচ্ছে করে গতি কমাল তাইতা। ক্লিফের পায়ের কাছে ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে একপাশে সরে গেল ও। ছবির লস্ত্রিসের চেহারা সুখ-স্মৃতির একটা চলমান ছবি চালু করে দিল। উপত্যকার এই দিকটা বেশ নিরিবিলি, আরও নিচের শ্রমিকদের কাজ-কর্মের হাঁকডাক পাথুরে দেওয়ালের কারণে চাপা পড়ে গেছে। খানিকক্ষণ সমাধির যাজিকার উপস্থিতির কথা ভুলে গেল ও, পরক্ষণেই উঠে আবার তার দিকে মনোযোগ ফেরাল।

মহিলা জোব্বার হাতার ভেতরে হাত চালিয়ে একটা ছোট ধাতব যন্ত্র–হয়তো বাটালি বা ছুরি–বের করে আনার সময়ও ওর দিকে পেছন ফিরে ছিল সে। এবার পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে তাইতাকে ভীত বিহ্বল করে যন্ত্রের ডগা দিয়ে ইচ্ছে করেই ম্যুরালের উপর আঘাত হানল সে। 'আরে, পাগল মেয়েমানুষ, করছ কী?' চিৎকার করে উঠল ও। 'রাজকীয় সমাধির ক্ষতি করছ তুমি! এখুনি বন্ধ করো!'

যেন ও কোনও কথাই বলেনি, ওকে উপেক্ষা করে গেল মহিলা, ঘনঘন আঘাত হেনে চলল লস্ত্রিসের মুখে। গভীর ক্ষতের ভেতর থেকে নিচের আস্তরণ বের হয়ে গেল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল তাইতা। চিৎকার করে চলেছে, 'থাম! শুনতে পাচ্ছ না! তোমার শ্রদ্ধেয়া মা এ খবর জানতে পারবেন। এই অপবিত্রতার জন্যে তোমার উপযুক্ত সাজা নিশ্চিত করব আমি। নিজের উপর দেবতাদের সাজা ডেকে আনছ তুমি...'

তারপরেও ওর দিকে না তাকিয়ে প্রবেশ পথ ছেড়ে ইচ্ছাকৃত শিথিল পায়ে ওকে ছেড়ে উপত্যকার অন্য দিকে চলে গেল সন্ন্যাসীনি। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে পিছু নিল তাইতা। এখন আর চিৎকার করছে না, তবে ডান হাতে ভারি ছড়িটা ধরে আছে। মহিলা যাতে অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই না পায়, সেটা নিশ্চিত করতে চায়। সহিংসতা ওর মন ভারি করে দিয়েছে। ঠিক ওই মুহূর্তে মহিলার মাথায় ঠকাস করে বাড়ি মেরে খুলি ফাটিয়ে দিত ও।

উপত্যকার তীক্ষ্ণ বাঁকে পৌঁছাল মহিলা। থেমে কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল সে। তার মুখ আর চুল বলতে গেলে লাল শালে সম্পূর্ণ ঢাকা, কেবল চোখজোড়া দেখা যাচ্ছিল।

ক্রোধ ও হাতাশা মিলিয়ে গেল তাইতার, বিস্ময় ও বিহ্বলতা সে জায়গা দখল করে নিল। মহিলার দৃষ্টি স্থির, প্রশান্ত, চোখজোড়া প্রবেশপথের রানির ছবির মতোই। এক মুহূর্ত নড়তে বা কথা বলতে পারল না ও। যখন ভাষা খুঁজে পেল, খরখরে শোনাল ওর কণ্ঠ: 'এ যে দেখছি তুমি!'

এক ধরনের আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল মহিলার চোখজোড়া, ফলে উজ্জ্বল হয়ে গেল ওর হৃদয়। মুখ চাদরে ঢাকা থাকলেও বুঝতে পারল ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে সে। ওর বিস্ময় সূচক কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মাথা দোলাল সে। তারপর আবার ঘুরে ধীরস্থিরভাবে পাথর প্রাচীরের বাঁক ঘুরে চলে গেল।

'না!' হিংস্রভাবে চিৎকার করে উঠল তাইতা। 'আমাকে এভাবে রেখে যেতে পারো না তুমি! দাঁড়াও! অপেক্ষা করো!' পিছনে ছুটল ও, মহিলা উধাও হয়ে যাবার মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাদে বাঁকে পৌঁছাল। এখনও হাত বাড়িয়ে রেখেছে। পরক্ষণে থমকে দাঁড়াল ও, ওর চোখের সামনে উপত্যকার উঁচু প্রান্ত খুলে যেতেই দুহাত আবার ঝুলে পড়ল দুপাশে। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে কানা গলিতে পরিণত হয়েছে রাস্তাটা; ধূসর পাথরের দেয়ালে পথ রুদ্ধ, এত খাড়া যে পাহাড়ী ছাগলের পক্ষেও ওটা বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়। উধাও হয়ে গেছে মহিলা।

'লস্ত্রিস, তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছি বলে আমাকে ক্ষমা করো, প্রিয়া আমার।' ওর ওপর চেপে বসল পাহাড়ের নৈঃশব্দ্য। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল ও, অর্থহীন আবেদনের পেছনে সময় নষ্ট না করে দেয়ালের গায়ে ফাটলের খোঁজ করতে লাগল, যেখানে মেয়েটা গাঢাকা দিয়ে থাকতে পারে–কিংবা উপত্যকা থেকে বেরিয়ে যাবার মতো গোপন দরজা। কিছুই পেল না। যে পথে এসেছিল সেদিকে তাকাল ও। দেখতে পেল উপত্যকার মেঝে পাহাড়ের শরীর থেকে খসে পড়া শাদা বালির হালকা আস্তরণে ঢাকা। ওর নিজের পায়ের ছাপ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আর কোনও পায়ের ছাপ নেই। কোনও চিহ্ন ফেলে যায়নি সে। ক্লান্তভাবে লস্ত্রিসের সমাধির দিকে ফিরল ও। প্রবেশে পথের সামনে দাঁড়িয়ে আস্তরণে খোদাই করা হিয়েরেটিক হরফে লেখাটা পড়ল। 'ছয় আঙুল পথ দেখাবে,' জোরে জোরে পড়ল। কোনও মানে বুঝল না। 'পথ?' কোনও রাস্তা, নাকি কোনও কায়দা বা কৌশল?

ছয় আঙুল? বিভিন্ন দিক দেখাচ্ছে ওগুলো, নাকি একটা? অনুসরণের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন সাইনপোস্ট? হতবুদ্ধি হয়ে গেল ও। জোরে খোদাইলিপিটা ফের পড়ল: 'ছয় আঙুল পথ দেখাবে।' ও পড়ার সময়ই মহিলার লেখা হরফগুলো মিলিয়ে যেতে শুরু করল। চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল এক সময়। লস্ত্রিসের পোর্ট্রেট অক্ষত। সবগুলো বিকৃতি আবার নিখুঁতভাবে আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। বিস্ময়ের সাথে হাত বাড়িয়ে ছবি স্পর্শ করল ও। উপরিতল মসৃণ, নির্মল।

পিছিয়ে এসে আবার পরখ করল। হাসিটা কি যেভাবে এঁকেছিল এখনও তেমনই আছে, নাকি বদলে গেছে? কোমল দেখাচ্ছে এখন, নাকি পরিহাস করছে? আন্তরিক, নাকি হেঁয়ালিতে পরিণত হয়েছে? ওটা কি দয়ার্দ্র, নাকি বৈরী? নিশ্চিত হতে পারল না।

'তুমি কি লস্ত্রিস, নাকি আমাকে কষ্ট দিতে পাঠানো দুষ্ট কোনও অভিশাপ?' জিজ্ঞেস করল ও। 'লস্ত্রিস কি এমন নিষ্ঠুর হতে পারে? তুমি সাহায্য আর নির্দেশনা দিতে চাইছ–নাকি আমার পথে ফাঁদ আর গহ্বর খুঁড়ে যাচ্ছ?'

অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল ও, তারপর সঙ্গীরা যেখানে অপেক্ষা করছে সেই দুর্গের উদ্দেশে রওয়ানা হলো। ঘোড়ায় চেপে থেবসের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল ওরা।

ফারাও নেফার সেতির প্রাসাদে পৌঁছাতে পৌঁছাতে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সবার আগে রামরামের কাছে এলো তাইতা।

'ফারাও এখনও গোপন সভায় আছেন। পরিকল্পনা মতো আজ রাতে তোমার সাথে দেখা করতে পারবেন না তিনি। তাঁর তলবের অপেক্ষা করতে হবে। তোমাকে নিজের মাদুরে শুয়ে পড়ার আন্তরিক অনুরোধ জানাচ্ছি। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

রামরামকে ছেড়ে দ্রুত দিমিতারের ঘরের দিকে এগোল ও। বাও বের্ডের সামনে মুখোমুখি বসে থাকতে দেখল বুড়ো আর মেরেনকে। তাইতাকে দেখেই স্বস্তি প্রকাশের নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াল মেরেন। খেলাটার জটিলতা অনেক সময় ওর বোধের বাইরে ঠেকে। 'স্বাগত, ম্যাগাস। ঠিক সময় মতো এসে আমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচালেন।'

দিমিতারের পাশে বসল তাইতা, ঝটপট স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার খবর দিল। 'সফরের ক্লান্তি সামলে উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে। আপনার ঠিক মতো যত্ন নেওয়া হচ্ছে তো?'

'আপনার উদ্বেগের জন্যে ধন্যবাদ। আসলেই ভালো আছি আমি,' বললেন দিমিতার।

'শুনে খুশি হলাম, কারণ কাল খুব ভোরে উঠতে হবে আমাদের। আপনাকে মেমনরের প্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে নতুন ধর্মের প্রচারকদের একজনের বাণী শুনব। এক নতুন দেবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করছে সে, যিনি পৃথিবীর সকল জাতির উপর কর্তৃত্ব ফলাবেন।'

হাসলেন দিমিতার। 'সত্যি বলতে প্রলয় পর্যন্ত কাজ চালানোর মতো দেবতার অভাব আছে আমাদের?'

'আহা, বন্ধু আমার, আমাদের চোখে এমনটা মনে হতে পারে বটে, কিন্তু পয়গম্বরের মতে পুরোনো দেবতাদের ধ্বংস করে ফেলতে হবে, তাদের মন্দির ধ্বংস করে দিতে হবে, ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে তাদের যাজকদের।'

'ভাবছি এক এবং অদ্বিতীয় আহুরা মাযদার কথা বলছে কিনা সে? তাহলে এটা কোনও নতুন ধর্ম নয়।'

'আহুরা মাযদা নয়, নতুন কেউ। তাঁর চেয়ে অনেক ক্ষমতাশালী, ভীতিকর। মানুষের রূপে নেমে আসবেন এই দেবী, আমাদের মাঝে বাস করবেন। সাধারণ

লোকজন তাঁর রাজকীয় করুণা সরাসরি ভোগ করবে। মৃতকে জীবিত করা ও যোগ্যদের অমরত্ব ও চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা রাখেন তিনি।'

'এমন স্পষ্ট অর্থহীনতার সাথে কেন নিজেদের জড়াতে যাচ্ছি আমরা, তাইতা?' বিরক্তির সাথে জানতে চাইলেন দিমিতার। 'মাথা ঘামানোর মতো আরও অনেক জরুরি সমস্যা আছে।'

'এই পয়গম্বর সাধারণ লোকের মাঝে গাঢাকা দিয়ে একই ধরনের কথাবার্তা প্রচার করে বেড়ানো আরও অনেকের একজন। মনে হচ্ছে, মিশরের রানি এবং ফারাও নেফার সেতির স্ত্রী মিনতাকাসহ অনেককেই ধর্মান্তরিত করে ফেলছে ওরা।'

সামনে ঝুঁকে এলেন দিমিতার। গম্ভীর হয়ে উঠল তার অভিব্যক্তি। 'এমন আজগুবী ব্যাপার বিশ্বাস না করার মতো ভালো বুদ্ধি তো রানি মিনতাকার থাকার কথা?'

'নতুন দেবীর আগমন ঘটার পর তাঁর প্রথম কাজ হবে মিশরের প্লেগ দূর করা, এই রোগের কারণে আবির্ভূত সমস্ত ভোগান্তির অবসান ঘটানো। তাঁর মাঝে মিনতাকা প্লেগে মৃত দুই সন্তানকে কবর থেকে আবার ফিরিয়ে আনার সুযোগ দেখতে পেয়েছেন।'

'আচ্ছা,' চিন্তিত কণ্ঠে বললেন দিমিতার। 'যেকোনও মায়ের কাছেই অপ্রতিরোধ্য প্রলোভন হওয়ার কথা এটা। কিন্তু আর কোন কারণের কথা বলছেন আপনি?'

'পয়গম্বরের নাম সোয়ে।' বিহ্বল দেখাল দিমিতারকে। 'নামটার অক্ষরগুলোকে উল্টে দিন। তেনমাস হরফ ব্যবহার করুন,' পরামর্শ দিল তাইতা। দিমিতারের বিভ্রান্তি কেটে গেল।

'ইয়োস,' ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'আপনার কুকুরের দল ডাইনীর গন্ধ শুঁকে বের করে ফেলেছে, তাইতা।'

'আমাদের অবশ্যই এবার গন্ধ শুঁকে ঝটপট তার আস্তানায় ছুটে যেতে হবে।' উঠে দাঁড়াল তাইতা। 'ভালো করে ঘুমিয়ে নিজেকে ঠিক করে নিন। সূর্যোদয়ের সময় মেরেনকে পাঠাব আপনাকে নিতে।'

পূব আকাশের বুকে ভোরের আলো তখনও ক্ষীণ আভা মাত্র, দিমিতারের উট আর ঘোড়াসহ প্রাঙ্গণে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল হাবারি। পালকিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন দিমিতার। ঘোড়ার পিঠে তার পাশে থেকে এগোতে লাগল তাইতা ও মেরেন। ওদের নদী পারাপারের জায়গায় নিয়ে এলো এসকর্ট। এখানে স্রেফ একটা রাক্ষুসে ব্যাঙ দেখতে পেল ওরা। ওদের এড়িয়ে গেল ওটা, বিনা ঝামেলায় নদী পেরুল ওরা। মেমননের প্রাসাদ পাশ কাটিয়ে পেছনের তোরণে চলে

এলো, এখানে মেরেন ও হাবারির হেফাযতে বাহন রেখে এগোলো তাইতা ও দিমিতার। মিনতাকার প্রতিশ্রুতি মতো একজন পরিচারিকা ওদের স্বাগত জানাতে তোরণের ভেতরের দিকে অপেক্ষা করছিল। প্যাসেজ আর টানেলের গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে ওদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল সে, অবশেষে দরাজহাতে সাজানো একটা কামরায় পৌঁছুল ওরা। এখানে ধূপ আর সৌরভ ভুরভুর করছে। মেঝে রেশমী কাপড়ের গালিচা আর কুশনে ঢাকা। দেয়ালে ঝুলছে অসাধারণভাবে অলঙ্কৃত পর্দা। দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা পর্দা টানানো যেনানা জানালা ঢেকে রাখা হ্যাংগিং সরিয়ে ফেলল পরিচারিকা। দ্রুত সেটার দিকে এগিয়ে গেল তাইতা, অলঙ্কৃত নকশার ভেতর দিয়ে আম দরবারের দিকে তাকাল। আগের দিন মিনতাকার সাথে এখানেই দেখা করেছিল ও। এখন খা-খা করছে। সন্তুষ্ট হয়ে দিমিতারের কাছে ফিরে এসে হাত ধরে জানালার কাছে নিয়ে গেল ওকে। কুশনে বসল ওরা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, পর্দার ওপাশ থেকে অচেনা এক লোক পা রাখল কামরায়।

মাঝ বয়সী, দীর্ঘদেহী, ছিপছিপে গড়নের লোকটা। কাঁধের উপর নেমে আসা ঘন চুলে ছোট সূঁচাল দাড়ির মতোই পাক ধরেছে। পরনে যাজকীয় কালো লম্বা জোব্বা, স্কার্টে আধ্যাত্মিক প্রতীকের নকশা, গলায় ঝুলছে তাবিজ। কামরায় চক্কর দিতে শুরু করল সে। পর্দা সরিয়ে ভেতর পরখ করছে। যেনানা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল সে, পর্দার খুব কাছে নিয়ে এলো মুখটা। সুদর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, কিন্তু সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ার মতো জিসিনটা হচ্ছে তার চোখ: ধর্মান্ধদের চোখের মতো, অন্ধবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে সেখানে।

এটাই সোয়ে, ভাবল তাইতা। ওর মনে কোনও সন্দেহ নেই। নিজেদের আড়াল করার শক্তি একত্রিত করে বাড়ানোর জন্যে দিমিতারের হাত তুলে নিয়ে শক্ত করে ধরল। কারণ ওই লোকটার কী ধরনের অকাল্ট বিদ্যা আছে জানা নেই। পর্দার ভেতর দিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। চারপাশে আড়ালের পর্দা টিকিয়ে রাখতে পুরো শক্তি কাজে লাগাচ্ছে। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে ঘুরে দাঁড়াল সোয়ে। দূরে জানালার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। দূরের প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে আছে। ভোরের কমলা আলোয় কয়লার মতো জ্বলজ্বল করছে ওটা।

লোকটাকে বিভ্রান্ত করার পর এবার অন্তর্চক্ষু খুলল তাইতা। সোয়ে সাধুপুরুষ নয় মোটেই, কারণ নিমেষে তার চারপাশে একটা আভা ফুটে উঠল। এমন আভা এর আগে আর দেখেনি ও: অস্থির, এই প্রবলভাবে জ্বলে উঠছে, তারপরই আবার ক্ষীণ আভায় মিলিয়ে যাচ্ছে। পিঙ্গল ও কড়া লালের মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ওটার রঙ, তারপরই আবার মলিন, চাপা রূপ নিচ্ছে। নিষ্ঠুরতা আর নির্দয়তার কারণে দূষিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অস্তিত্ব টের পেল তাইতা।

সোয়ের চিন্তাভাবনা বিভ্রান্ত, পরস্পরবিরোধী, তবে তার উল্লেখযোগ্য মানসিক শক্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

হাসতে হাসতে একদল নারী কামরায় ঢুকতেই চট করে জানালার কাছ থেকে সরে এলো সোয়ে। মেয়েদের নেতৃত্বে রয়েছেন মিনতাকা, উত্তেজিতভাবে ছুটে গিয়ে প্রবল মমতায় সোয়েকে আলিঙ্গন করলেন তিনি। হকচকিয়ে গেল তাইতা। রানির পক্ষে দারুণ ব্যতিক্রমী আচরণ। কেবল একা থাকলেই তাইতাকে আলিঙ্গন করেন তিনি। পরিচারিকাদের সামনে নয়। সোয়ের কাছে কীভাবে প্রভাবিত হয়েছেন তিনি বুঝতে পারেনি ও। রানি সোয়ের কাঁধের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকার সময় পরিচারিকরা এসে হাঁটু মুড়ে বসল তার সামনে।

'পবিত্র পিতা, আমাদের আশীর্বাদ করুন,' মিনতি করল ওরা। 'এক ও অদ্বিতীয় দেবীর কাছে আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করুন।'

ওদের মাথর উপর আশীর্বাদের একটা ভঙ্গি করল সে। পরমানন্দে হেসে উঠল ওরা।

সোয়েকে কুশনের একটা ঢিবির কাছে নিয়ে গেলেন মিনতাকা, রানির মাথা থেকে বেশ উঁচু করে তুলল সেগুলো সোয়ের মাথা। তারপর অল্পবয়সী মেয়েদের মতো নিতম্বের নিচে পা ভাঁজ করে বসলেন তিনি। যেনানা জানালার দিকে ফিরে সুন্দর হাসি দিলেন, জানেন তাইতা ওখানে বসে ওদের দেখছে। নিজের সাম্প্রতিক সংগ্রহের প্রতি ওর অনুমোদন কামনা করছেন। যেন সোয়ে দূর দেশ থেকে আনা কোনও বিচিত্র পাখি, কিংবা কোনও বিদেশী অতিথির দেওয়া মূল্যবান রত্ন। রানির এমনি অসতর্কতায় সতর্ক হয়ে উঠল তাইতা। কিন্তু পরিচারিকাদের সাথে আলাপে মগ্ন সোয়ে। ওদের দৃষ্টি চালাচালি লক্ষ করেনি। এবার মিনতাকার দিকে তাকাল সে।

'মহারানি, গতবার আমাদের দেখা হওয়ার পর আপনার উদ্বেগের বিষয়ে অনেক ভেবেছি, দেবীর কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছি আমি, তিনি সবচেয়ে উদারভাবে সাড়া দিয়েছেন।'

ফের অবাক হলো তাইতা। এ লোক বিদেশী কেউ নয়, ভাবল ও। মিশরিয়। আমাদের ভাষা নির্ভুল ব্যবহার করছে। উচ্চ রাজ্যের অধিবাসী আসৌনদের মতো টান আছে তার কথায়।

বলে চলল সোয়ে। 'এসব ব্যাপার এত জরুরি ও কঠিন যে এই মুহূর্তে সেগুলো কেবল আপনার নিজের কাছে গোপন রাখতে হবে। পরিচারিকাদের বিদায় করে দিন।' হাত তালি দিলেন মিনতাকা। লাফ দিয়ে উঠে ভীত ইঁদুরের মতো কামরা থেকে ছুটে বের হয়ে গেল ওরা।

'সবার আগে আপনার স্বামী, নেফার সেতির প্রসঙ্গ,' একাকী হওয়ার পর আবার বলল সোয়ে। তিনি আপনার কাছে এই খবব দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।' একটু থেমে মিনতাকার দিকে ঝুঁকে এলো সে। তারপর এমন স্বরে কথা বলতে শুরু করল যেটা ওর নিজস্ব ভাষা নয়, বৈরী নারী কণ্ঠ। 'আমার আগমনের সময় নেফার

সেতিকে নিজের প্রেমময় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করব আমি, সানন্দে আমার কাছে আসবে সে।'

চমকে উঠল তাইতা, কিন্তু ওর পাশে দিমিতার বুনো চোখে তাকিয়ে আছেন। তাকে শান্ত করতে হাত বাড়াল তাইতা। যদিও নিজেই প্রায় বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কাঁপছেন দিমিতার। তাইতার হাত ধরে টানলেন তিনি। ওর দিকে ফিরল তাইতা। নিঃশব্দে একটা বার্তা উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধ, পরিষ্কার বুঝতে পারল তাইতা, যেন চিৎকার করে বলা হয়েছে। 'ডাইনী! এটা ইয়োসের কণ্ঠস্বর!' দিমিতার ঘোরে থাকার সময় তার মনের গহীন থেকে এই কণ্ঠস্বরই বের করে এনেছিল তাইতা।

'তবে এসবেরই প্রভু হচ্ছে আগুন,' পুনরাবৃত্তি করে পূর্ণ সম্মতিতে হাতের তালু উপরের দিকে মেলে ধরল।

সোয়ে কথা বলে চলেছে, শোনার জন্যে পেছন ফিরে তাকাল ওরা: 'আমার অলৌকিক রাজ্যের অধিপতি করার জন্যে পুনরুত্থান ঘটাব তার। পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের রাজারা তার অধীনে চলে আসবে। আমার নামে চিরকাল আপন মহিমায় শাসন করবে সে। আপনি, প্রিয় মিনতাকা, থাকবেন তার পাশে।'

স্বস্তি আর আনন্দের কান্নায় ভেঙে পড়লেন মিনতাকা। পিতৃসুলভ কৌতূহলের সাথে ওর দিকে তাকিয়ে রইল সোয়ে। তাঁর সামলে ওঠার অপেক্ষা করল। অবশেষে চোখের জল মুছে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। 'আমাদের প্রাণপ্রিয় বাচ্চাদের কী হবে?'

'আগেই ওদের কথা বলেছি আমরা,' কোমল কণ্ঠে তাঁকে মনে করিয়ে দিল সোয়ে।

'হ্যাঁ! কিন্তু বেশিবার শুনিনি। দয়া করে, পবিত্র পয়গম্বর, আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি...'

'দেবী আপনার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ওদের, ওরা পূর্ণ আয়ু পার করবে।'

'আর কী নির্দেশ দিয়েছেন তিনি? দয়া করে আবার বলুন।'

'ওরা নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারলে আপনার সকল সন্তানকে চির-তারুণ্য দান করবেন তিনি। কোনও দিন আপনাকে ফেলে যাবে না ওরা।'

'আমি সন্তুষ্ট, সর্বশক্তিমতী দেবীর মহান পয়গম্বর,' ফিসফিস করে বললেন মিনতাকা। 'আমি আমার মনপ্রাণ সম্পূর্ণভাবে তাঁর ইচ্ছার কাছে সঁপে দিচ্ছি।' হাঁটু ভেঙে সোয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়াচ্ছে। চুলের ডগায় অশ্রু মুছলেন তিনি।

এরচেয়ে বিতৃষ্ণ দৃশ্য আর হতে পারে না। এমনটা আর তাইতা দেখেনি। পর্দার এপাশ থেকে চিৎকার করে ওঠার ইচ্ছাটা অনেক কষ্টে দমন করল ও। 'লোকটা মিথ্যার চ্যালা! নিজেকে ওর হাতে নোংরা হতে দেবেন না।'

পরিচারিকাদের তলব করলেন মিনতাকা। সকালের বাকি সময়টা সোয়ের সাথে কাটাল ওরা। কথোপকথন অর্থহীন বাক্যালাপে পর্যবসিত হলো, কারণ পরিচারিকাদের কারওই সোয়ের শিক্ষা অনুসরণ করার মতো বুদ্ধি নেই। সরল ভাষায় সব কিছু ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হলো সে। অচিরেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা, হাসিঠাট্টায় তাকে ত্যক্ত করতে লাগল।

'দেবী আমার জন্যে ভালো একজন স্বামী খুঁজে দেবেন?'

'আমাকে সুন্দর সুন্দর জিনিস দেবেন?'

লক্ষ্যণীয় ধৈর্য ধরে ওদের সামাল দিল সোয়ে।

তাইতা বুঝতে পারল ওরা অনেক কিছু জানতে পারলেও যেনানা পর্দার আড়ালে নীরবে বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই। চলে যাবার চেষ্টা করলে নড়াচড়ায় পয়গম্বরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। সতর্ক হয়ে যাবে সে। দুপুরের খানিক আগে দেবীর উদ্দেশে লম্বা প্রার্থনা শেষে সভার সমাপ্তি টানল সোয়ে। তারপর ফের মেয়েদের চুমু খেয়ে মিনতাকার দিকে ফিরল। 'মহারানি, আপনি কি চান পরে আবার আসি আমি?'

'দেবীর এইসব ইচ্ছা নিয়ে ভাবতে হবে। দয়া করে কাল সকালে আবার আসুন, তখন এসব নিয়ে আরও আলোচনা করা যাবে।' মাথা নুইয়ে সরে গেলেন তিনি।

সোয়ে বিদায় নেওয়ার পরপরই পরিচারিকাদের বিদায় দিলেন মিনতাকা। 'তাইতা, এখনও আছো তোমরা?'

'জ্বি, মহারানি।'

একটানে পর্দা সরিয়ে মিনতাকা জানতে চাইলেন, 'লোকটা কত জ্ঞানী আর শিক্ষিত, কত চমৎকার সব সংবাদ নিয়ে আসেন বলেছি তোমাকে?'

'অসাধারণ খবর, সত্যি,' জবাব দিল তাইতা।

'দেখতেও সুন্দর, না? মনেপ্রাণে তাকে বিশ্বাস করি আমি। অন্তর থেকে জানি তার ভবিষ্যদ্বাণী ঐশী সত্যি; দেবী নিজেকে আমাদের সামনে প্রকাশ করবেন, আমাদের কষ্ট দূর করবেন তিনি। ওহ, তাইতা, তার কথাগুলো বিশ্বাস করেছ তুমি? নিশ্চয়ই করেছ!'

ধর্মীয় ঘোরে রয়েছেন মিনতাকা। তাইতার জানা আছে, এখন কোনও সাবধানবাণী উচ্চারণ করলে হিতে বিপরীত হবে। দিমিতারকে এখন এমন কোনও জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে যেখানে বসে এতক্ষণ যা কিছু জেনেছে সেসব নিয়ে আলাপ করতে পারবে। অগ্রসর হওয়ার কায়দা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। কিন্তু তার আগে মিনতাকার মুখে সোয়ের তারিফ শুনতে হবে। এক সময় সব প্রশংসার শব্দ ফুরিয়ে গেলে আস্তে করে তাইতা বলল, 'আমি আর দিমিতার উত্তেজনায় ক্লান্ত। ফারাও তাঁর জরুরি দায়িত্ব থেকে অবসর পাওয়ামাত্র তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলাম, তো এখন হাতের কাছে থাকার জন্যে থেবসে ফিরে যেতে

হচ্ছে আমাদের। তবে, যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। আরও আলোচনা করা যাবে তখন, রানি আমার।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের বিদায় দিলেন তিনি।

ওরা ফের বাহনে চেপে নদীর দিকে পথে নামার পরপরই পালকির দুই পাশে যথারীতি অবস্থান নিল তাইতা ও মেরেন। মিশরিয় ভাষা ছেড়ে তেনমাস ভাষায় কথা বলতে শুরু করল এবার তাইতা ও দিমিতার, যাতে এসকর্টের লোকজন ওদের আলোচনা না বোঝে।

'সোয়ের কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা জানতে পেরেছি আমরা,' শুরু করল তাইতা।

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, লোকটা ডাইনীকে দেখেছে,' বলে উঠলেন দিমিতার। 'ডাইনীর কথা শুনেছে সে। নির্ভুলভাবে তার কণ্ঠে কথা বলেছে।'

'তার কথাবার্তার ধরন আমার চেয়ে ভালো জানেন আপনি, অপানার কথার সত্যতায় আমার সন্দেহ নেই,' সায় দিল তাইতা। 'তবে আমার মতে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে। সোয়ে মিশরিয়। তার বলার ভঙ্গি উচ্চ রাজ্যের।

'এটা আমি বুঝতে পারিনি। আপনাদের ভাষায় আমার দক্ষতা এসব ব্যাপার ধরতে পারার মতো নয়। এটা ডাইনীর সত্যিকারের অবস্থানের একটা ইঙ্গিত হতে পারে। থেবসে আসতে সোয়েকে খুব বেশি পথ পাড়ি দিতে হয়নি ধরে নিলে দুটি রাজ্যের সীমানার ভেতরই আমাদের তদন্ত শুরু করতে পারি, কিংবা অন্ততপক্ষে, এগুলোর আশপাশের জায়গাগুলোতে খোঁজ করা যেতে পারে।'

'এইসব এলাকায় কি কি আগ্নেয়গিরি আছে?'

'ঠিক মিশরে কোনও বড় আগ্নেয়গিরি বা হ্রদ নেই। মধ্যসাগরে গিয়ে পড়েছে নীলনদ। উত্তরে এটাই সবচেয়ে কাছের জলের উৎস। এতনা দশদিনেরও বেশি দূরের পথ। ইয়োস ওখানে নেই, এ ব্যাপারে আপনি এখনও নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন দিমিতার।

'বেশ। এই দিকে আরেক বড় আগ্নেয়গিরি, এতনার ওপাশে প্রণালীর উল্টোদিকের মূলভূখণ্ডের ভিসুভিয়াস সম্পর্কে কী বলবেন?' জানতে চাইল তাইতা।

সন্দিহান মনে নিচের ঠোঁট কামড়ালেন দিমিতার। 'ওই কুকুরও শিকার করবে না,' জোরের সাথে বললেন তিনি। 'ওর খপ্পর থেকে পালোনোর পর ভিসুভিয়াসের মুখ থেকে তিরিশ লীগেরও কম দূরের মন্দিরের যাজকদের সাথে অনেক বছর কাটিয়েছি। ধারে কাছে থাকলে নির্ঘাৎ টের পেতাম, কিংবা সেও আমার উপস্থিতি বুঝে যেত। উঁহু, তাইতা, অন্য কোথাও খুঁজতে হবে আমাদের।'

'আপাতত আপনার সহজাত প্রবৃত্তির বশেই চলা যাক,' বলল তাইতা। 'লোহিত সাগরের পুব প্রান্তে। ওই সাগরের তীরে আরব বা অন্য কোনও দেশের কোনো এলাকা চিনি না আমি। আপনি চেনেন?'

'না। ওসব জায়গায় গেলেও কোনও আগ্নেয়গিরির কথা শুনিনি বা দেখিনি।'

'যাগরেব পাহাড়ের ওধারের এলাকায় দুটি আগ্নেয়গিরি দেখেছি আমি, তবে বিশাল প্রান্তর ওগুলোকে ঘিরে রেখেছে। আমরা যেটা খুঁজছি তার সাথে ওগুলোর বর্ণনা মেলে না।'

'মিশরের দক্ষিণ ও পশ্চিমে আরও বিস্তৃর্ণ এলাকা পড়ে আছে,' বললেন দিমিতার। 'তবে আসুন, আরেকবার সম্ভাবনার কথা বিচার করা যাক। আফ্রিকার অভ্যন্তরে বিশাল নদী ও হ্রদ আর সেগুলোর কোনওটার আশপাশে বিরাট আগ্নেয়গিরি থাকতে পারে না?'

'তেমন কিছু শুনিনি আমি–অবশ্য, এটাও ঠিক যে, ইথিওপিয়ার চেয়ে দক্ষিণে কেউ এপর্যন্ত যায়নি।'

'শুনেছি, তাইতা, মিশর থেকে নির্বাসনে যাওয়ার সময় রানি লস্ত্রিসকে সেই উত্তরে হাওয়ার দেশ কেবুই পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আপনি, যেখানে নীল দুটো বিশাল জলধারায় ভাগ হয়ে গেছে।'

'ঠিক। কবুই থেকে আমরা নদীর বাম শাখা ধরে ইথিওপিয়ার পাহাড়সারিতে গিয়েছিলাম। ডান দিকের শাখা অন্তহীন জলাভূমি থেকে উঠে এসেছে, ওদিকে বেশি দূর যাওয়ার উপায় ছিল না। কেউ কোনওদিন ওটার দক্ষিণের প্রান্তে যায়নি। কেউ গেলেও সে-কাহিনী বলতে ফিরে আসেনি। কেউ কেউ বলে জলাভূমি নাকি অন্তহীন, বিশাল, নিষিদ্ধ, পৃথিবীর শেষমাথা পর্যন্ত চলে গেছে ওটা।'

'তাহলে আরও সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তার রসদের জন্যে হাথরের মন্দিরের যাজিকার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। কবে ওরা তথ্য জানাবে?'

'দশ দিন পর আবার যেতে বলেছিলেন যাজিকা,' ওকে মনে করিয়ে দিল তাইতা।

পালকির পর্দা একপাশে সরিয়ে তারপর পেছনের পাহাড়সারির দিকে তাকালেন দিমিতার। 'এখন মন্দিরের কাছাকাছি রয়েছি আমরা। ওখানে গিয়ে যাজিকার আতিথ্য ও রাতের জন্যে ঘুমোনোর চাদর চাওয়া দরকার। সকালে ওর মানচিত্র শিল্পী ও ভূগোল বিশারদদের সাথে কথা বলা যাবে।'

'ফারাও মেমনন আমাকে তলব করলে, ওর ভৃত্যরা আমাকে খুঁজে পাবে না,' বলল তাইতা। 'আমরা আবার প্রাসাদ থেকে বেরুনোর আগেই ওর সাথে দেখা করতে দিন।'

'এখানে থামো,' হাবারিকে নির্দেশ দিলেন দিমিতার। 'এখুনি থামাও, বলছি।' তারপর তাইতার দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। 'আপনাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাই না, কিন্তু এখন আমি জানি, আপনার সাথে আমার সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। স্বপ্ন

ও অশুভ ভাবনা তাড়া করে ফিরছে আমাকে। মেরেন আর আপনার দেওয়া প্রতিরক্ষা সত্ত্বেও ডাইনীটা অচিরেই আমাকে ধ্বংস করার প্রয়াসে সফল হবে। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে।'

ওর দিকে তাকিয়ে রইল তাইতা। সেদিন সকালে সোয়ের ভীতিকর আভা সম্পর্কে সজাগ হওয়ার পর থেকেই এই একই অশুভ ভাবনা তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাকে। পালকির কাছে এসে বুড়োর জীর্ণ চেহারা ভালো করে পরখ করল ও। বিষাদের সাথে লক্ষ করল, দিমিতার ঠিকই বলেছেন: মরণ ঘনিয়ে এসেছে তার। প্রায় বিবর্ণ ও স্বচ্ছ হয়ে গেছে ওর চোখজোড়া, তবে ওগুলোর গভীরে খাওয়ায় ব্যস্ত হাঙড়ের মতো চলমান ছায়া দেখতে পেল।

'আপনিও দেখতে পেয়েছেন,' নিরস, ফাঁকা কণ্ঠে বললেন দিমিতার।

জবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ঘুরে দাঁড়াল তাইতা, হাবারিকে নির্দেশ দিল। 'দলটাকে ঘোরাও। হাথরের মন্দিরে যাচ্ছি আমরা।' এক লীগের চেয়ে সামান্য দূরে সেটা।

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলল ওরা। তারপর ফের কথা বললেন দিমিতার। 'আমার প্রাচীন, দুর্বল দেহের বাধা না থাকলে আরও দ্রুত এগোতে পারবেন আপনারা।'

'নিজের প্রতি বড্ড অবিচার করছেন আপনি,' ওকে ভর্ৎসনা করল তাইতা। 'আপনার সাহায্য ছাড়া কোওনদিনই এতদূর আসতে পারতাম না।'

'শেষ পর্যন্ত আপনার সাথে ডাইনীটাকে হত্যার সময় উপস্থিত থাকতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু তা হবার নয়।' একটু সময় চুপ করে রইলেন তিনি, তারপর আবার খেই ধরলেন। 'সোয়ের সাথে কীভাবে সামাল দেবেন? আপনার সামনে একটা পথই খোলা। ফারাওকে সোয়ের মিনতাকাকে জাদু করার খবর আর তাঁর মনে গেথে দেওয়া বিশ্বাসঘাতকার চিন্তার খবর দিলে তাকে আটক করার জন্যে তিনি প্রহরী পাঠাবেন। তখন আপনি নির্যাতনের মাধ্যমে তার কাছ থেকে তথ্য আদায়ের সুযোগ পাবেন। শুনেছি থেবসের কারারক্ষীরা নাকি তাদের কাজে বেশ দক্ষ। নির্যাতনের কথায় কুকুড়ে যান না তো?'

'স্রেফ শারীরিক যন্ত্রণার কারণে সোয়ের মচকানোর সামান্যতম সম্ভাবনা আছে থাকলে তাতে দ্বিধা করব না। কিন্তু তাকে আপনি দেখেছেন। ডাইনীকে রক্ষা করতে চাইবে সে। ডাইনীর সাথে তার এমনই বোঝাপড়া যে তার কষ্ট ও তার কারণ বুঝে যাবে সে। সে বুঝতে পারবে ফারাও ও রানি মিনতাকা তার বোনা জালের কথা টের পেয়ে গেছেন, সেক্ষেত্রে রাজপরিবারের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে তা।'

'তা ঠিক,' সায় দিলেন দিমিতার।

'তাছাড়া, সোয়েকে বাঁচাতে ছুটে যাবেন মিনতাকা, তখন নেফার সেতি বুঝবেন তিনি আসলেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে অপরাধী। তাতে ওদের ভালোবাসা ও আস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি ওদের এই ক্ষতি করতে পারব না।'

'তাহলে মন্দিরেই উত্তর পাওয়ার আশা করতে হবে।'

দূর থেকেই ওদের দেখতে পেলেন যাজিকারা। স্বাগত জানাতে দুজন নবীশকে পাঠালেন তারা। ওদের পথ দেখিয়ে মূল প্রবেশ পথের র‍্যাম্পের কাছে নিয়ে এলো ওরা, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওদের অপেক্ষা করতে লাগলেন প্রধান যাজিকা।

'আপনাকে দেখে খুবই খুশি হলাম, ম্যাগাস। এমনিতেও ব্রাদার নুবাঙ্ক আপনার অনুরোধ নিয়ে অনেক পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ করেছেন জানাতে আপনার খোঁজে থেবসে বার্তাবাহক পাঠাতে যাচ্ছিলাম। তিনি আপনাকে তাঁর পাওয়া তথ্য তুলে দিতে প্রস্তুত। তবে আপনি আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন।' তাইতার দিকে মায়ের চোখে তাকালেন তিনি। 'আপনি এখানে হাজারবার স্বাগত। পুরুষদের মহলে পরিচারিকরা আপনার চেম্বারের ব্যবস্থা করছে। যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকতে পরেন। আপনার বিজ্ঞ আলোচনার অপেক্ষায় আছি আমরা।'

'আপনার অসীম দয়া ও ঔদার্য, মা। আমার সাথে আরেকজন মহাজ্ঞানী ও বিখ্যাত ম্যাগাস রয়েছেন।'

'তিনিও এখানে স্বাগত। আপনার সঙ্গীদের পুরুষদের মহলে আশ্রয় ও খাবার দেওয়া হবে।'

যার যার বাহন থেকে নেমে পড়ল ওরা। দিমিতারকে নামতে সাহায্য করল মেরেন। তারপর মন্দিরে প্রবেশ করল। প্রধান দরবারের আনন্দ, মাতৃত্ব ও ভালোবাসার দেবী হাথরের প্রতিকৃতির সামনে থামল ওরা। শাদা-কালো ফুটকিঅলা গাভী হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে তাঁকে, শিঙজোড়া সোনালি চাঁদ দিয়ে সাজানো। প্রার্থনা করলেন যাজিকা। তারপর তাইতা ও দিমিতারকে একটা মাঠের উপর দিয়ে মন্দিরের যাজকদের এলাকায় নিয়ে যেতে এক নবীশকে ডাকলেন। ওদের একটা ছোট পাথুরে দেয়ালের সেলে নিয়ে এলো সে, এখানে দূর প্রান্তের দেয়ালের গায়ে চাদর ঠেস দিয়ে রাখা। জলভর্তি গামলাও আছে যাতে তরতাজা হয়ে নিতে পারে ওরা।

'রাতের খাবারের সময় আপনাদের খাবার ঘরে নিয়ে যেতে আবার আসব আমি, ব্রাদার নুবাঙ্ক ওখানে আপনাদের সাথে দেখা করবেন।'

ওরা যখন খাবার ঘরে পা রাখল তখন আগে থেকেই মোটামুটি জনাপঞ্চাশ যাজক খাচ্ছিল, কিন্তু একজন এক লাফে সোজা হয়ে দাঁড়াল, ওদের সাথে মিলিত হতে দৌড়ে এলো। 'আমি নুবাঙ্ক। আপনাদের স্বাগত জানাই।' মানুষটা লম্বা, ছিপছিপে, মড়ার মতো চেহারা। এই দুঃসময়ে মিশরে খুব কমই মোটাসোটা লোক আছে। খাবার একেবারেই সামান্য: এক বাটি ঝোল আর ছোট এক জগ বিয়র। মোটামুটি

নীরবেই খাওয়া সারল সবাই। কেবল নুবাঙ্ক বাদে। এক মুহূর্তের জন্যেও কথা থামাল না সে। কণ্ঠস্বর খরখরে, আচরণে তোষামুদে ভাব।

'কাল কেমন করে বাঁচব জানি না,' দিমিতারকে বলল তাইতা, নিজেদের সেলে ফিরে এসেছে ওরা, ঘুমানোর আয়োজন করছে। 'প্রিয় ব্রাদার নুবাঙ্কের বকবকানি শুনতে গেলে দিনটা লম্বা হয়ে যাবে।'

'তবে ভূগোল সম্পর্কে তার বিদ্যা পূর্ণাঙ্গ,' যুক্তি দেখালেন দিমিতার।

'ঠিক বিশেষণটাই বেছে নিয়েছেন আপনি, ম্যাগাস,' বলে পাশ ফিরে শুলো তাইতা।

এক নবীশ ওদের নাশতার জন্যে তলব করতে এলো যখন, তখনও সূর্য ওঠেনি। দিমিতারকে আরও দুর্বল ঠেকল। তাই মেরেন ও তাইতা মাদুর থেকে উঠতে সাহায্য করল ওকে।

'মাফ করবেন, তাইতা। ভালো ঘুম হয়নি আমার।'

'আবার স্বপ্ন?' তেনমাস ভাষায় জানতে চাইল তাইতা।

'হ্যাঁ। ডাইনীটা কাছে এসে পড়ছে। ওকে ঠেকানোর মতো শক্তি পাচ্ছি না।'

তাইতাও স্বপ্নে আক্রান্ত হয়েছে। ওর স্বপ্নে ফিরে এসেছে পাইথনটা। এখনও নাক ও গলার পেছনে লেগে আছে ওটার বুনো গন্ধ। কিন্তু নিজের ভীতি গোপন করে দিমিতারের সামনে আত্মবিশ্বাসী ভাব করল ও। 'আরও অনেক পথ যেতে হবে আমাদের।'

নাশতায় ছিল ছোট কঠিন ধুরা পাতা আর আরেক জগ পাতলা বিয়র। গতরাতে যেখানে বাধা পড়েছিল সেখান থেকে ফের একক সংলাপ শুরু করল ব্রাদার নুবাঙ্ক। সৌভাগ্যক্রমে অচিরেই নাশতার পালা চুকে গেল। কিছুটা স্বস্তির সাথে নুবাঙ্কের পিছু পিছু গুহার মতো দরবার আর উঠোন হয়ে মন্দিরের লাইব্রেরির দিকে এগোল ওরা। বিশাল, শীতল একটা কামরা, উঁচু উঁচু পাথুরে দেয়ালে মেঝে থেকে ছাদ অবধি ঢেকে রাখা তাক ছাড়া অলঙ্করণ বা আসবাবেব কোনও বালাই নেই। প্যাপিরাসের স্ক্রোলে ঠাসা তাকগুলো, হাজার হাজার।

নুবাঙ্কের জন্যে অপেক্ষা করছিল তিনজন নবীশ ও দুই জন পুরোনো শিষ্য। এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা, হাত সামনে বেঁধে রেখেছে। দাসসুলভ আচরণ। ওরা নুবাঙ্কের সহকারী। ওদের ভক্তির পেছনে সঙ্গত কারণ রয়েছে। ওদের সাথে রূঢ় আচরণ করে নুবাঙ্ক। সবচেয়ে কর্কশ অপমানকর ভাষায় নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না সে।

তাইতা ও দিমিতার প্যাপিরাস স্ক্রলে ভর্তি দীর্ঘ নিচু সেন্টার টেবিলে বসার পর লেকচার শুরু করল নুবাঙ্ক। পরিচিত বিশ্বের প্রতিটি আগ্নেয়গিরি ও উষ্ণ জিনিসের

বিবরণ দিতে লাগল, সেটা বিশাল জলাধারের আশপাশে হোক বা না হোক। একেকটা জায়গার নাম বলছে আর অমনি ভীত সন্ত্রস্ত একজন সহাকারীকে তাক থেকে সঠিক স্ক্রোলটা আনতে বলছে। অনেক সময়ই নড়বড়ে মই বেয়ে ওঠার প্রয়োজন হচ্ছে। এদিকে লাগাতার মুখখিস্তি করে দৌড়ের উপর রাখছে ওদের নুবাঙ্ক। তাইতা একবার ওর মূল অনুরোধের কথা উল্লেখ করে এই ক্লান্তিকর প্রক্রিয়ায় বাদ সাধতে চেষ্টা করলেও দায়সারাভাবে মাথা দুলিয়ে ফের নিজের কায়দায় কাজ চালিয়ে গেল নুবাঙ্ক।

অভাগা এক নবীশ ছিল নুবাঙ্কের পছন্দের শিকার। বেখাপ্পা চেহারা তার: শরীরের কোনও অংশই খুঁত হীন বা বিকৃতির উর্ধ্বে মনে হয়নি। ওর মুড়ানো মাথা লম্বাটে, মাথায় খুস্কি ভরা, পরিষ্কার ঘা সেখানে। কুঁতকুঁতে কাছাকাছি বসানো ট্যারা চোখের উপর বসানো তার ভুরুজোড়া। হেয়ারলিপ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে আছে বড় বড় দাঁত। কথা বলার সময় লালা গড়াচ্ছে। যদিও মুখে খুব একটা কথা সরে না তার। চিবুক এমন হুট করে শেষ হয়ে গেছে যে আছে কিনা বোঝা দুষ্কর। বাম গালের উপর বড় মালবেরি আকারের জন্মদাগ, বুকটা ভেতরে ঢোকানো, পাহাড়ের মতো কুঁজঅলা পিঠ। কাঠির মতো সরু পাজোড়া বাঁকানো; হাঁটার সময় একপাশে হেলে হাঁটে।

দিনের মাঝামাঝি সময় একজন নবীশ দুপুরের খাবারের জন্যে ওদের খাবার ঘরে যেতে তলব করতে এলো। সবাই আধা উপোস থাকায় নুবাঙ্ক ও তার সহকর্মীরা দ্রুত সাড়া দিল। খাবারের সময় কুঁজো নবীশকে আড়ালে ওর চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করতে দেখল তাইতা। তাইতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে বোঝামাত্র উঠে দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়াল সে। ওখানে একবার পেছনে তাকিয়েই ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে নিল সে; বোঝাতে চাইছে, তাইতা ওকে অনুসরণ করুক।

ছোটখাট মানুষটাকে টেরেসে ওর অপেক্ষায় থাকতে দেখল তাইতা। ফের ইশারা করল সে। তারপর একটা সংকীর্ণ প্যাসেজের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনুসরণ করল তাইতা। অচিরেই প্রাঙ্গণের একটা ছোট মন্দিরে আবিষ্কার করল নিজেকে। দেয়ালগুলো হাথরের আবক্ষমূর্তিতে ঢাকা। ফারাও মামোসের একটা মূর্তিও রয়েছে। ওটার পিছনে গা ঢাকা দিয়েছে লোকটা।

'মহান ম্যাগাস! আপনাকে একটা কিছু বলার আছে আমার, আপনার হয়তো কৌতূহল হতে পারে।' তাইতা কাছে এগিয়ে যেতেই প্রণত হলো সে।

'উঠে দাঁড়াও,' সহজ কণ্ঠে বলল তাইতা। 'আমি রাজা নই। তোমার নাম কী?' ব্রাদার নুবাঙ্ক এই নবীশটিকে কেবল 'এই মিয়া' সম্বোধন করেছে।

'এভাবে হাঁটি বলে আমাকে সবাই টিপটিপ ডাকে। আমার দাদা মিশর থেকে ইথিওপিয়ায় নির্বাসনে যাওয়ার সময় রানি লস্ত্রিসের দরবারের একজন নিম্নপদস্থ

চিকিৎসক ছিলেন। তখন প্রায়ই আপনার কথা বলতেন তিনি। আপনার হয়তো তার কথা মনে থাকতে পারে, ম্যাগাস। তার নাম সিতন।'

'সিতন?' এক মুহূর্ত ভাবল তাইতা। 'হ্যাঁ! ভালো ছেলে ছিল সে। চামচ দিয়ে কাঁটাঅলা তীর তোলায় বেশ দক্ষ ছিল। অনেক সৈন্যের প্রাণ বাঁচিয়েছে।' প্রাণখোলা হাসি দিল টিপটিপ। কাটা ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল। 'তোমার দাদার কী হয়েছে?'

'বুড়ো বয়সে শান্তিতেই মারা গেছেন, তবে যাবার আগে দক্ষিণের দেশে আপনার অনেক অভিযানের কাহিনী বলেছেন তিনি। ওখানকার লোকজন আর বুনো জন্তুজানোয়ারের বর্ণনা দিয়েছেন। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বতের কথা বলেছেন, দুনিয়ার একেবারে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত চলে যাওয়া এক বিশাল জলাভূমির কথাও বলেছেন।'

'সে ছিল দারুণ উত্তেজনার সময়, টিপটিপ,' মাথা দুলিয়ে ওকে অনুপ্রাণিত করল তাইতা। 'বলে যাও।'

'কেমন করে আমাদের জাতির মূল অংশ নীলের বাম শাখা ধরে ইথিওপিয়ার পর্বতমালার দিকে গিয়েছিল সে কাহিনী বলেছেন তিনি। শেষ সীমানা আবিষ্কার করার জন্যে ডান দিকের শাখায় একটা দল পাঠিয়েছিলেন রানি লস্ত্রিস। সেনাপতি লর্ড আকেরের নেতৃত্বে বিশাল জলার দিকে রওয়ানা হয়েছিল তারা, সেই বাহিনীর একজন ছাড়া আর কাউকে আর দেখা যায়নি। কথাটা কি ঠিক, ম্যাগাস?'

'হ্যাঁ, টিপটিপ। রানির বাহিনী পাঠানোর কথা মনে আছে আমার।' স্বয়ং তাইতাই সেই অভিশপ্ত অভিযানে আকেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। লোকটা ঝামেলাবাজ ছিল, লোকজনের মাঝে অসন্তোষ ছড়াতে ব্যস্ত ছিল। সেটা আর এখন বলতে গেল না ও। 'এও ঠিক যে, কেবল একজনই ফিরে এসেছিল। কিন্তু মানুষটা রোগে আর যাত্রায় এতই ক্ষতবিক্ষত ও ক্লান্ত ছিল যে আমাদের কাছে ফিরে আসার অল্প কদিন বাদেই জ্বরের কাছে হার স্বীকার করে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' উত্তেজনায় তাইতার বাহু খাঁমচে ধরল টিপটিপ। 'আমার দাদাই সেই রোগীর চিকিৎসা করেছিলেন। তিনি বলেছেন, ঘোরের ভেতর সেই সৈনিক পাহাড় আর বিশাল সব হ্রদে ঘেরা এক দেশের কথা বলেছিল। হ্রদগুলো এত বিশাল যে খালি চোখে এক পার থেকে আরেক পার দেখা যায় না।'

তাইতার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল। 'হ্রদ! আগে তো এ-কথা শুনিনি। বেঁচে যাওয়া সেই লোকের সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি। ইথিওপিও পাহাড়ে ছিলাম আমি। সে যখন মৃত্যুর স্থান কেবুইয়ে পৌঁছায় তখন আমি সেখান থেকে শত শত লীগ দূরে। আমার কাছে যে খবর আসে তাতে বলা হয়েছিল যে, রোগীর মাথা বিগড়ে গিয়েছিল বলে তেমন একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য খবর দিতে পারেনি।' টিপটিপের দিকে তাকিয়ে অন্তর্চক্ষু খুলল ও। ওর আভা থেকে বুঝতে

পারল আন্তরিক মানুষ সে, যেমন মনে আছে সেভাবেই সত্যি কথা বলছে। 'তোমার আরও কিছু বলার আছে, টিপটিপ? আমার কিন্তু তাই ধারণা।'

'জ্বি, ম্যাগাস। একটা আগ্নেয়গিরি আছে,' হড়বড় করে বলে উঠল টিপটিপ। 'সেকারণেই আপনার কাছে আসা। মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিক একটা জ্বলন্ত পাহাড়ের কথা বলেছিল, এর আগে কেউ অমন দেখেনি। ওরা বিশাল জলাভূমি পেরুনোর পর অনেক দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল ওটা। সে বলেছে ওটার সুড়ঙ থেকে বেরুনো ধোঁয়া আকাশের বুকে চিরস্থায়ী মেঘের মতো স্থির হয়েছিল। বাহিনীর কেউ কেউ একে কালো আফ্রিকান দেবতাদের আর না এগোনোর সতর্কবাণী ধরে নিয়েছিল। কিন্তু লর্ড আকের ওটাকে স্বাগত সঙ্কেত ঘোষণা করেন। ওখানে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি; অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। অবশ্য, এই পর্যায়ে সৈনিকটি আগ্নেয়গিরির দৃষ্টিসীমায় জ্বরে পড়লে সে মরে গেছে ভেবে তাকে ফেলে সঙ্গীরা দক্ষিণে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যায়। কিন্তু কোনওমতে দানবীয় কালো মানুষদের একটা গ্রামে পৌঁছায় সে, হ্রদের পাশেই ওদের বসতি ছিল। ওকে তুলে নিয়ে যায় ওরা; ওদের এক শামান ওষুধ দিয়ে সেরে ওঠা পর্যন্ত সেবাযত্ন করে তার। ঠিকমতো সেরে ওঠার পর ফিরতি পথ ধরে সে।' উত্তেজনার বশে তাইতার বাহু আঁকড়ে ধরল টিপটিপ। 'ব্রাদার নুবাঙ্ক বাধা দেওয়ার আগেই কথাটা আপনাকে বলতে চেয়েছি। সত্তর বছর আগের গুজবে আপনাকে বিরক্ত করতে নিষেধ করে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন আমরা ভূগোলবিশারদরা কেবল সত্যি বিষয় নিয়ে কাজ করি। ব্রাদার নুবাঙ্ককে আবার আমার অবাধ্য হওয়ার কথা বলে দেবেন না তো? তিনি ভালো, পবিত্র পুরুষ, তবে অনেক কঠোর হতে পারেন।'

'ঠিক কাজই করেছ তুমি,' ওকে আশ্বস্ত করল তাইতা। আস্তে করে ওকে খাঁমচে ধরে রাখা আঙুলগুলো বিচ্ছিন্ন করল। তারপর হঠাৎ আরও নিবিড়ভাবে পরখ করতে টিপটিপের হাত তুলে নিল। 'তোমার ছয় আঙুল!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ও।

স্পষ্টই হতবাক হয়ে গেছে টিপটিপ। হাত মুঠি বানিয়ে বিকৃতি আড়াল করার চেষ্টা করল সে। 'দেবতারা আমার গোটা শরীরটাই উল্টাপাল্টা করে বানিয়েছেন। আমার মাথা, চোখ, পিঠ, হাত-পা–আমার সমস্ত কিছুই বাঁকাচোরা, কিম্ভুত।' অশ্রুতে ভরে উঠল তার চোখ।

'কিন্তু তোমার মনটা ভালো,' ওকে সান্ত্বনা দিল তাইতা। আস্তে করে ওর হাত খুলল ও। স্বাভাবিক কনে আঙুলের পাশে হাতের তালু থেকে একটা বাড়তি ছোট্ট আঙুল গজিয়েছে।

'"ছয় আঙুল পথ দেখাবে,"' ফিসফিস করে বলল তাইতা।

'আমি আপনার দিকে ইঙ্গিত করতে চাইনি, ম্যাগাস। আমি কোনওদিনই ইচ্ছাকৃতভাবে ওভাবে আপনাকে অসম্মান করতে যাব না।' গুঙিয়ে উঠল টিপটিপ।

'না, টিপটিপ, আমার দারুণ উপকার করেছ তুমি। আমার কৃতজ্ঞতা আর বন্ধুত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো।'

'ব্রাদার নুবাঙ্ককে বলে দেবেন না তো?'

'না। তোমাকে কথা দিচ্ছি।'

'আপনার উপর হাথরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, ম্যাগাস। এবার যাই, ব্রাদার নুবাঙ্ক এলে দেখে ফেলবেন আমাকে।' কাঁকড়ার মতো পাশ কেটে চলে গেল টিপটিপ। তাকে কিছুটা এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দিল তাইতা, তারপর লাইব্রেরির ফিরতি পথ ধরল। মেরেন ও দিমিতার ওর আগেই এসে পড়েছে। টিপটিপকে গালমন্দ করছে নুবাঙ্ক: 'ছিলে কোথায়?'

'ল্যাট্রিনে গিয়েছিলাম, ব্রাদার, আমাকে ক্ষমা করে দিন। এমন কিছু খেয়েছি, পেটে গোলমাল বেধে গেছে।'

'আমার পেটেও গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছ তুমি, ব্যাটা দুর্গন্ধঅলা মলের টুকরো। ওখানেই নিজেকে রেখে আসা উচিত ছিল তোমার।' টিপটিপের জন্মদাগের উপর আঘাত করল সে। 'যাও, এবার পুব সাগরের দ্বীপের বর্ণনাঅলা স্ক্রলগুলো নিয়ে এসো।'

দিমিতারের পাশে বসে তেনমাস ভাষায় তাইতা বলল, 'বেচারার ডান হাতের দিকে একবার তাকান।'

'ওর ছয়টা আঙুল,' বলে উঠলেন দিমিতার। '"ছয় আঙুল পথ দেখাবে!"' ওর কাছে কিছু জানতে পেরেছেন, নাকি পারেননি?'

'নীল মাতার ডান দিকের শাখা ধরেই উৎসের দিকে যেতে হবে আমাদের। ওখানেই এক বিরাট হ্রদের ধারে আগ্নেয়গিরির দেখা পাব। আমি নিশ্চিত ওখানেই লুকিয়ে আছে ইয়োস।'

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার অগেই হাথরের মন্দির ত্যাগ করল ওরা। অনীহার সাথে ওদের বিদায় জানাল নুবাঙ্ক–এখনও পঞ্চাশটা আগ্নেয়গিরির বর্ণনা দেওয়া বাকি রয়ে গেছে তার। থেবসের নীচে নীলের ঘাটে যখন পৌঁছাল ওরা, তখনও অন্ধকার কাটেনি। পথ দেখিয়ে ওদের নদীর জলে নিয়ে এলো হাবারি ও মেরেন। তাইতা ও দিমিতার অনুসরণ করল। কিন্তু দুটি দলের মাঝে খানিকটা দূরত্ব তৈরি হলো। নেতারা দুর্গন্ধময় লাল পুকুরগুলোর ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া পথে আধাআধি আগে বাড়ার পর কাদা ভেঙে এগোতে শুরু করল দিমিতারের উট। ঠিক সেই মুহূর্তে ওদের উপর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করা একটা বৈরী প্রভাব সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠল তাইতা। বাতাসে এক ধরনের শীতলতা টের পেল। কানের পাশে

শিরাটা দপদপ করছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চট করে ঘাড় ফিরিয়ে মেয়ারের নিত্যস্বর উপর দিয়ে পেছনে তাকাল ও।

এইমাত্র ছেড়ে আসা তীরে এক নিঃসঙ্গ কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারের সাথে তার কালো জোব্বা মিশে গেলেও নিমেষে তাকে চিনে ফেলল তাইতা।

অন্তর্চক্ষু খুলতেই সোয়ের ভিন্ন ধরনের আভা দেখা দিল, মানুষটাকে যেন ঢেকে ফেলছে, অনেকটা বনফায়ারের শিখার মতো: রঙটা হিংস্র লাল, এখানে ওখানে পিঙ্গল ও সবুজ ছোপ। এমন ভয়ঙ্কর আভা এর আগে কখনও দেখেনি তাইতা।

'সোয়ে এখানে!' পালকিতে শোয়া দিমিতারের উদ্দেশে তাগিদ ভরা কণ্ঠে বলে উঠল ও। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। একটা আঙুল তুলে উটের পার হওয়ার পথের পুকুরের তলের দিকে ইঙ্গিত করল সোয়ে। যেন তার নির্দেশে সাড়া দিচ্ছে, এমনভাবে পানি থেকে লাফ দিয়ে উঠল একটা বিশাল কুনো ব্যাঙ, কামড়ে উটের বাম পায়ের উরুর উপরের অংশ থেকে খানিকটা মাংস তুলে নিল। ব্যথায় আর্তনাদ ছাড়ল জানোয়ারটা, পুকুর থেকে লাফ দিল। ওপারে যাবার বদলে ঘুরে দাঁড়াল, তারপরই নদীর তলদেশের উপর দিয়ে ছুটল সবেগে। প্রবলবেগে এপাশ ওপাশ দোল খেতে লাগল দিমিতারের পালকি।

'মেরেন! হাবারি!' মেয়ারের পেটে লাথি হাঁকিয়ে ছুটন্ত উটের পিছু ধাওয়া শুরু করে চেঁচিয়ে উঠল তাইতা। বাহন ঘুরিয়ে নিল মেরেন ও হাবারি, পিছু ধাওয়ায় ওদের সামিল করতে তাগিদ দিতে লাগল।

'শক্ত করে ধরে রাখুন, দিমিতার!' চিৎকার করল তাইতা। 'আমরা আসছি!' ওর পাছার নিচে যেন উড়াল দিচ্ছে উইভস্মোক। কিন্তু দিমিতারের নাগাল পাওয়ার আগেই আরেক পুকুরে পৌঁছে গেল উটটা, জলের ধারা ছিটিয়ে ছুটতে লাগল সেটার ভেতর দিয়ে। তখুনি ওটার সামনেই ফাঁক হয়ে গেল পুকুরের জল, আরেকটা ব্যাঙ লাফিয়ে উঠে আতঙ্কিত উটের মাথায় চড়াও হয়ে বুলডগের মতো মরণ কামড় বসাল। নিশ্চয়ই কোনও স্নায়ুতে আঘাত করে থাকবে, উটের সামনের পাজোড়া ভেঙে পড়ল। লুটিয়ে পড়ে ব্যাঙের কামড় থেকে নিজেকে বাঁচাতে এপাশওপাশ মাথা নাড়তে লাগল ওটা। উটের নিচে চাপা পড়ে গেছে পালকিটা, ভারে নাজুক বাঁশের কাঠামো মড়মড় করে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।

'দিমিতার! ওকে বাঁচাতেই হবে!' চিৎকার করে মেরেনের উদ্দেশে বলল তাইতা। আরও জোরে ছোটার তাগিদ দিল মেয়ারকে। কিন্তু ওটা পুকুরের কিনারে পৌঁছার আগেই জলের নিচ থেকে উঠে এলো দিমিতারের মাথা। কোনওভাবে পালকি থেকে বের হয়ে এসেছেন তিনি। কিন্তু কাদায় অর্ধেকটা ডুবে গেছেন। মাথায় আস্তরণ পড়ে গেছে, ক্রমাগত কাশছেন বেচারা, বমি করছেন, নড়াচড়া নাজুক, ভ্রান্তিময়।

'আমি আসছি!' চিৎকার করে বলল তাইতা। 'হাল ছাড়বেন না!' তারপরই সহসা কুনো ব্যাঙে টগবগ করে ফুটতে শুরু করল গোটা পুকুর। তলা থেকে ঝাঁকে

ঝাঁকে উঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে দিমিতারের উপর, যেন এক পাল বুনো কুকুর কোনও গেয়েল হরিণকে আক্রমণ করেছে। আর্তনাদ করার প্রয়াসে মুখ হাঁ হয়ে ছিল বুড়ো মানুষটার। কিন্তু কাদা বাধা দিচ্ছে। ব্যাঙের দল টেনে পানির নিচে নিয়ে গেল ওকে, ফের যখন সংক্ষিপ্ত সময়ে জন্যে উঠে এলেন তিনি, ওর লড়াই প্রায় শেষের দিকে। জলের নিচের ব্যাঙগুলোই ওর নড়াচড়ার কারণ, খাবলা খাবলা মাংস তুলে নিচ্ছে ওরা।

'আমি এখানে, দিমিতার!' মরিয়া হয়ে চিৎকার করল তাইতা। মেয়ার নিয়ে উন্মত্ত ব্যাঙগুলোর ভেতর যেতে পারছে না, জানে ঘোড়াটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে ওরা। লাগাম টেনে ছড়ি হাতে পিছলে নেমে এলো ও। পুকুরের জলের ভেতর দিয়ে আগে বাড়ল। কিন্তু জলের নিচে একটা ব্যাঙ পায়ে দাঁত বসাতেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। ছড়ির আঘাত হানল ব্যাঙটাকে। আঘাতটাকে জোরাল করতে শারীরিক-মানসিক শক্তি সম্পূর্ণ এক করে নিল। ছড়ির ডগা জায়গামতো আঘাত করতেই ধাক্কা অনুভব করল ও। ওকে ছেড়ে দিল জানোয়ারটা। চিত হয়ে জলের উপর উঠে এলো, হতচকিত, খিঁচুনির ঢঙে পা ছুঁড়ছে।

'দিমিতার!' ওকে জীবন্ত গ্রাস করে নিতে ব্যস্ত ব্যাঙের দল থেকে থেকে আলাদা করে চেনা দায়। চকচকে কালো কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে মানুষ আর পশু।

হঠাৎ গিজগিজে ব্যাঙের ঝাঁকটাকে ফাঁক করে দুটি শীর্ণ বাহু উঠে এলো জলের উপর। দিমিতারের কণ্ঠস্বর কনে এলো ওর। 'আমি শেষ। আপনাকে একাই যেতে হবে, তাইতা।' ওর কণ্ঠস্বর বলে চেনা মুশকিল, কাদা আর বিষাক্ত লাল পানিতে দম বন্ধ হয়ে এসেছে তাঁর। এবং পরক্ষণেই অন্যগুলোর চেয়ে ঢের বড় আকারের একটা ব্যাঙ লাফ দিয়ে উঠে ওর মাথার এক পাশে কামড়ে ধরে শেষবারের মতো পানির নিচে নিয়ে যেতেই থেমে গেল সেটা।

আবার সামনে এগোল তাইতা। কিন্তু ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মেরেন। শক্তিশালী হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে কাদা থেকে তুলে নিল ওকে, তারপর ফিরিয়ে আনল তীরে।

'নামাও আমাকে,' নিজেকে মুক্ত করতে লড়াই করছে তাইতা। 'ওকে বিশ্রী জানোয়ারগুলোর হাতে ফেলে রেখে যেতে পারব না।' কিন্তু ছাড়ল না মেরেন।

'ম্যাগাস, আপনি আহত। নিজের পায়ের দিকে একবার তাকান।' ওকে শান্ত করার প্রয়াস পেল মেরেন। লাল কাদার সাথে মিশে যাচ্ছে গলগল করে বেরিয়ে আসা রক্ত। 'দিমিতার শেষ হয়ে গেছেন,' শান্ত কণ্ঠে বলল মেরেন। তাইতাকে মাটিতে নামিয়ে দিল। ধূসর মেয়ারটাকে ধরতে ফিরে গেল ও, ওর কাছে পৌঁছে দিল ওটাকে। তাইতাকে ঘোড়ায় চাপতে সাহায্য করার সময় মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমাদের যেতেই হবে, ম্যাগাস। এখানে আর কিছু করার নেই। আপনার

ক্ষতস্থানের যত্ন নিতে হবে। ব্যাঙের দাঁত বিষাক্ত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর কাদাও এমন জঘন্য যে আপনার মাংসে সংক্রমণ ঘটবে।'

কিন্তু আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল তাইতা, বন্ধুর শেষ একটা চিহ্নের খোঁজ করছে। তার শেষ যোগাযোগের সন্ধান করছে। কিন্তু কোনওটাই দেখা গেল না। নিজের ঘোড়ার পিঠ থেকে সামনে ঝুঁকে মেয়ারের লাগাম তুলে নিয়ে সামনে বাড়ল মেরেন, আর প্রতিবাদ করল না তাইতা। পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে, মনে প্রিয়জন হারানোর বেদনা অনুভব করছে ও। প্রবীন সাধু চলে গেছেন, এখন বুঝতে পারছে ওর ওপর কতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল ও। এখন একাই ডাইনীর মোকবিলা করতে হবে ওকে, সম্ভাবনাটা দারুণ হতাশায় ভাবিয়ে তুলল ওকে।

নিরাপদে থেবসের প্রাসাদের নিজেদের মহলে পৌঁছানোর পর তাইতাকে গোসল করিয়ে কাদা ধুয়ে ফেলতে বড় গামলা ভর্তি গরম পানি আর বোতল ভর্তি সুগন্ধি মলম পাঠাল রামরাম। ওকে খুব ভালো করে পরিষ্কার করার পর দুজন রাজচিকিৎসক এলেন। তাদের পেছনে একদল সহকারী, ওদের হাতে ওষুধ ও জাদুকরী তাবিজ ভরা বাক্স। তাইতার নির্দেশে ওদের দরজায় থেকেই বিদায় করে দিল মেরেন। 'মিশরের সবচেয়ে দক্ষ ও জ্ঞানী শল্যচিকিৎসক ম্যাগাস নিজেই তাঁর ক্ষতের পরিচর্যা করছেন। আপনাদের উদ্বেগের জন্যে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।'

পাতলা মদে ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেলল তাইতা। তারপর স্বয়ং-প্রভাবিত ঘোরে বাম পা অবশ করে নিল। তেলের কুপির আগুনে তপ্ত ব্রোঞ্জের একটা চামচ দিয়ে গভীর করে পাটা চিড়ল মেরেন। ওকে শেখানো তাইতার অন্যতম ডাক্তারী বিদ্যা এটা। ওর কাজ শেষে হলে উঠে দাঁড়াল তাইতা, উইন্ডস্মোকের এক গোছা লেজ সুতো হিসাবে ব্যবহার করে ক্ষতস্থানের দুপ্রান্ত সেলাই করল। নিজের বানানো মলম লাগিয়ে লিনেনে ব্যান্ডেজ বাঁধল। কাজটা শেষ করতে গিয়ে ব্যথায় ক্লান্ত হয়ে গেল ও, দিমিতারকে হারানোর শোকে পূর্ণ। মাদুরে শুয়ে চোখ বুজল ও।

দরজার কাছে শোরাগোলের শব্দে চোখ মেলে তাকাল ও। পরিচিত কর্তৃত্বপূর্ণ একটা কণ্ঠ চিৎকার করে বলছে, 'তাইতা, কোথায় তুমি? তোমাকে চোখের আড়ালে পাঠিয়ে কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না, এমন একটা বিপদ বাধালে যে? তোমার লজ্জা হওয়া উচিত! তুমি এখন আর কচি খোকাটি নও!' এই কথা বলে রোগীর ঘরে পা রাখলেন জগতের বুকে ঐশী ঈশ্বর ফারাও নেফার সেতি। লর্ড ও পরিচারকের দল অনুসরণ করল তাঁকে।

মনে হচ্ছে, তাইতার প্রাণশক্তি বেড়ে গেছে। ওর দৈহিক শক্তিও ফিরে এসেছে যেন। নেফার সেতির দিকে তাকিয়ে হাসল ও। কোনওমতে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

'তাইতা, লজ্জা নেই তোমার? ভেবেছিলাম মরতে চলেছ তুমি, অথচ এখন দেখছি বোকার মতো মুখে হাসি নিয়ে আরামে শুয়ে আছো?'

'জাঁহাপনা, এটা স্বাগত জানানোর হাসি, আপনাকে দেখে সত্যিই খুশি হয়েছি।'

ওকে ঠেলে আবার বালিশে শুইয়ে দিলেন নেফার সেতি। তারপর সঙ্গীদের দিকে তাকলেন। 'মাই লর্ডস, আমাকে ম্যাগাসের কাছে রেখে যেতে পারো, ও আমার পুরোনো বন্ধু-শিক্ষক। প্রয়োজনে তোমাদের তলব করব।' চেম্বার থেকে পিছু হটে বের হয়ে গেল ওরা। তাইতাকে আলিঙ্গন করতে সামনে ঝুঁকলেন ফারাও। 'আইসিসের বুকের মিষ্টি দুধের দোহাই, তুমি নিরাপদে আছো দেখে খুশি হয়েছি, যদিও শুনেছি তোমার সঙ্গী ম্যাগাস গত হয়েছে। সব কিছু শুনতে চাই আমি, তবে তার আগে মেরেন ক্যাম্বিসেসকে স্বাগত জানানোর সুযোগ দাও।' মেরেনের দিকে তাকালেন তিনি। দরজায় পাহারায় রয়েছে সে। তাঁর সামনে এক পা ভাঁজ করে দাঁড়াল মেরেন। কিন্তু ওকে টেনে দাঁড় করালেন ফারাও। 'আমার সামনে নিজেকে খাট করো না, লাল পথের সাথী।' আন্তরিক আলিঙ্গনে ওকে বুকে টেনে নিলেন নেফার সেতি। তরুণ বয়সে এক সাথে যোদ্ধা হওয়ার পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন ওরা; রথ চালানো, তলোয়ার চালনা ও তীর নিক্ষেপে দক্ষতার পরীক্ষা। পরীক্ষিত ও সুপরিচিত যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে দল বেঁধে লড়াই করেছেন ওরা, পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছুতে বাধা দিতে হত্যাসহ যেকোনও অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি ছিল। একসাথে বিজয় লাভ করেছিলেন ওরা। লাল পথের সাথীরা যোদ্ধার রক্তের সম্পর্কে ভাই, জীবনের জন্যে এক। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মেরেন নেফার সেতির বোন রাজকুমারী মেরিকারার সাথে বাগদত্ত। ফারাও আর ও বলতে গেলে বোন জামাই আর সম্মন্ধী। এতে ওদের বাঁধন আরও জোরাল হয়েছে। মেরেন হয়তো থেবসে উঁচু পদ ধারণ করতে পারত, কিন্তু তার বদলে তাইতার নবীশ হিসাবে নাম লিখিয়েছে।

'তাইতা সব রহস্য শিখিয়েছে তোমাকে? তুমি শক্তিমান যোদ্ধার মতো ম্যাগাসও হতে পেরেছ?' জানতে চাইলেন ফারাও।

'না, জাঁহাপনা। তাইতার সীমাহীন চেষ্টা সত্ত্বেও আমার সেই মেধা নেই। এখনও একেবারে মামুলি কৌশলও আয়ত্ত করতে পারিনি। কয়েকটা তো আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে।' বিষণ্ন একটা ভাব করল মেরেন।

'যেকোনও সময়ই একজন দক্ষ যোদ্ধা আনাড়ী জাদুকরের চেয়ে অনেক ভালো, পুরোনো বন্ধু। এসো, আমাদের সাথে সভায় বসো, অনেক আগে যেমনটা আমাদের রীতি ছিল, যখন আমরা স্বৈরাচারের কবল থেকে মিশরকে উদ্ধার করার জন্যে লড়াই করছিলাম।'

ওরা তাইতার মাদুরের দুপাশে বসার পর পরই সিরিয়াস হয়ে গেলেন নেফার সেতি। 'এবার কুনো ব্যাঙের সাথে তোমাদের মোকবিলার কথা বলো আমাকে।'

পালা করে দিমিতারের মৃত্যুর বর্ণনা দিল তাইতা ও মেরেন। ওদের কথা শেষ হলে নীরব রইলেন নেফার সেতি। তারপর গর্জে উঠলেন। 'প্রতিদিন আগের চেয়ে বেপরোয়া আর হিংস্র হয়ে উঠছে জানোয়ারগুলো। আমি নিশ্চিত ওদের কারণেই নদীর জলাধারের অবশিষ্ট জল দূষিত ও নষ্ট হচ্ছে। ওগুলোর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা ভাবলেও দেখা গেছে একটাকে মারলে তার জায়গায় আরও দুটো এসে হাজির হচ্ছে।'

'জাঁহাপনা,' বলে এক মুহূর্ত থামল তাইতা, তারপর ফের খেই ধরল, 'আপনাকে আগে ওদের যে সৃষ্টি করেছে সেই ডাইনীর খোঁজ পেতে হবে, তাকে ধ্বংস করতে হবে। আপনার ও আপনার রাজ্যে তার পাঠানো কুনো ব্যাঙ আর অন্যান্য রোগ তার সাথেই মিলিয়ে যাবে, কারণ সেই এসবের মালিক। তারপর নীল নদ আবার বইবে, মিশরে আবার সমৃদ্ধি ফিরে আসবে।'

সতর্ক চোখে ওর দিকে তাকালেন নেফার সেতি। 'তবে কি ধরে নেব প্লেগগুলো প্রাকৃতিক নয়?' জানতে চাইলেন তিনি। 'এক নারীর জাদুমন্ত্র ও ডাকিনী বিদ্যায় সৃষ্টি করা হয়েছে এগুলো?'

'সেটাই আমার বিশ্বাস,' তাঁকে নিশ্চিত করল তাইতা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন নেফার সেতি, পায়চারি শুরু করলেন। আপন ভাবনায় ডুবে গেছেন। অবশেষে থেমে কঠিন চোখে তাইতার দিকে তাকালেন। 'কে এই ডাইনী? কোথায় সে? তাকে ধ্বংস করা যাবে, নাকি সে অমর?'

'আমার বিশ্বাস সে মানুষ, ফারাও, তবে তার ক্ষমতা ভয়ঙ্কর। নিজেকে নিখুঁতভাবে রক্ষা করতে পারে সে।'

'কী নাম তার?'

'ইয়োস।'

'ভোরের দেবী?' দেবদেবীদের পর্যায়ক্রম সম্পর্কে পুরোহিতরা ভালোমতোই শিক্ষা দিয়েছেন তাঁকে। কারণ তিনি স্বয়ং একজন দেবতা। 'এই না বললে সে মানুষ?'

'মানুষই, নিজের পরিচয় গোপন করতে দেবীর নাম ভাঁড়িয়েছে।'

'তাই যদি হয়, তার নিশ্চয়ই একটা জাগতিক আবাস রয়েছে। সেটা কোথায়, তাইতা?'

'দিমিতার আর আমি তারই খোঁজ করছিলাম, কিন্তু আমাদের ইচ্ছার কথা জেনে ফেলেছে সে। ওকে আক্রমণ করাতে প্রথমে একটা বিশাল পাইথন পাঠিয়েছিল, কিন্তু মেরেন আর আমি মিলে ওকে বাঁচাই, যদিও প্রায় মরার দশা হয়েছিল তার। পাইথন ব্যর্থ হলেও এবার কুনো ব্যাঙ দিয়ে সফল হয়েছে সে।'

'তার মানে ডাইনীকে কোথায় পাওয়া যাবে সেটা জানা নেই তোমার?' লেগে রইলেন নেফার সেতি।

'নিশ্চিত করে না জানলেও অলৌকিক ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায়, একটা আগ্নেয়গিরিতে থাকে সে।'

'আগ্নেয়গিরি? কোনও ডাইনীর পক্ষেও কি সম্ভব?' বলে হেসে উঠলেন তিনি। 'অনেক আগেই তোমাকে সন্দেহ না করতে শিখেছি আমি, তাইতা। কিন্তু বলো দেখি, কোন আগ্নেয়গিরি? অনেক আছে অমন।'

'আমার বিশ্বাস সেটার সন্ধান পেতে হলে নীলের উৎসের দিকে যেতে হবে আমাদের, কেবুইয়ের উজানে নদীর পথ আটকে দেওয়া সেই বিশাল জলা ভূমির ওধারে। এক বিরাট হ্রদের ধারে আগ্নেয়গিরির ভেতর তার আস্তানা। জগতের একেবারে শেষ সীমার কোথাও।'

'আমি ছোট থাকতে তুমি বলেছিলে আমার দাদী রানি লস্ত্রিস নদীর উৎস খুঁজে বের করতে লর্ড আকেরের নেতৃত্বে দক্ষিণে একদল সৈনিক পাঠিয়েছিলেন। কেবুইয়ের ওই ভয়ঙ্কর জলাভূমির ওধারে হারিয়ে গিয়েছিল ওরা, আর ফিরে আসেনি। ওই অভিযানের সাথে ইয়োসের সম্পর্ক থাকতে পারে?'

'আছে, জাঁহাপনা,' সায় দিল তাইতা। 'সেই বাহিনীর একজন মাত্র জীবিত সদস্য আবার কেবুইতে ফিরে এসেছিল, সেকথা আপনাকে বলেছি না?'

'গল্পের এই অংশের কথা আমার মনে নেই।'

'সেই সময় ব্যাপারটাকে তাৎপর্যহীন ঠেকেছে, তবে একজন ফিরে এসেছিল। লোকটা প্রলাপ বকছিল, দিশাহারা ছিল সে। চিকিৎসকরা মনে করেছিল যাত্রার ভোগান্তির কারণেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার। আমি ওর সাথে কথা বলার আগেই মারা যায় সে। কিন্তু ইদানীং জানতে পেরেছি, মারা যাবার আগে অদ্ভুত কথা বলে গেছে সে যা কেউ বিশ্বাস করেনি। তাই আমাকে সেসব বলেনি ওরা। দুনিয়ার শেষ মাথায় বিশাল হ্রদ ও পাহাড়ের কথা বলেছিল সে...আর সবচেয়ে বড় হ্রদের পাশে বিরাট আগ্নেয়গিরি। এই কিংবদন্তী থেকেই দিমিতার আর আমি ডাইনীর অবস্থান জানতে পেরেছি।' কুজো টিপটিপের সাথে দেখা হওয়ার কথা জানাল ও।

মুগ্ধ হয়ে শুনে গেলেন নেফার সেতি। তাইতার কথা শেষ হলে ভাবলেন খানিকক্ষণ; তারপর জানতে চাইলেন, 'আগ্নেয়গিরির এত গুরুত্ব কেন?'

জবাবে ইয়োসের আস্তানায় দিমিতারের বন্দিত্ব ও পলায়নের কাহিনী বলল তাইতা।

'ডুবো আগুনকে হাপর হিসাবে ব্যবহার করে জাদু সাজায় সে। প্রবল তাপ থেকে আসা শক্তি ও সালফারের গ্যাস তার ক্ষমতাকে দেবতার কাছাকছি পর্যায়ে নিয়ে যায়।' ব্যাখ্যা করল তাইতা।

'এত শত শত আগ্নেয়গিরি থাকতে এটাকেই সবার আগে পরখ করার জন্যে বেছে নিলে কেন?' জিজ্ঞেস করলেন নেফার সেতি।

'কারণ মিশরের অনেক কাছে এটা, নীল নদের ঠিক উৎসের মুখে।'

'বুঝতে পারছি তোমার যুক্তি অকাট্য। খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে,' বললেন নেফার সেতি। 'সাত বছর আগে নীল নদ মরে যাবার সময় দাদীর অভিযান সম্পর্কে তুমি যা কিছু বলেছিল সব মনে পড়ে যায় আমার, তাই আরেকটা বাহিনী একই মিশনে উৎসে গিয়ে নদীর মরে যাবার কারণ অনুসন্ধানে পাঠিয়েছিলাম। নেতৃত্বে দিয়েছিলাম কর্নেল আহ-আখতনকে।'

'এই খবর আমার জানা ছিল না,' বলল তাইতা।

'তার কারণ আলোচনার করার জন্যে ছিলে না তুমি। মেরেন আর তুমি বিদেশের মাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে।' নেফার সেতির কণ্ঠে ভর্ৎসনা। 'আমার সাথে থাকা উচিত ছিল তোমার।'

অনুশোচনার একটা ভাব ধরল তাইতা। 'আমাকে যে আপনার প্রয়োজন সেকথা আমার জানা ছিল না, জাঁহাপনা।'

'তোমাকে সব সময়ই আমার প্রয়োজন হবে,' ভালোই খুশি হয়েছেন তিনি।

'দ্বিতীয় এই অভিযানের খবর কী?' চট করে সুযোগটা লুফে নিল তাইতা। 'ফিরে এসেছে?'

'না, ফেরেনি। কুচকাওয়াজ করে যাওয়া আটশো লোকের একজনও ফেরেনি। দাদীর সেই দলের চেয়ে আরও ভালোভাবে উধাও হয়ে গেছে। ডাইনী কি ওদেরও শেষ করেছে?'

'সেটা খুবই সম্ভব, জাঁহাপনা,' নেফার সেতি এরই মধ্যে ডাইনীর অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন, বুঝতে পারল তাইতা। তাকে ধাওয়া করার জন্যে নতুন করে বিশ্বাস করানো বা উৎসাহিত করার দরকার হলো না।

'আমাকে কখনও নিরাশ করোনি তুমি, তাইতা, কেবল যখন একমাত্র দেবতারাই জানেন কোথায় বেড়াতে চলে যাও তখন ছাড়া।' ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন নেফার সেতি। 'এখন আমি আমার শত্রুর পরিচয় জানি, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারি। এতক্ষণ পর্যন্ত আমার জনগণের উপর থেকে এই ভয়ঙ্কর আক্রমণগুলো দূর করতে অসহায়ভাবে ব্যর্থ হচ্ছিলাম। কেবল কুয়ো খনন, শত্রুর কাছে খাবার ভিক্ষা আর ব্যাঙ মারায় পর্যবসিত হয়েছিল আমার সব কাজ। এখন আমার সমস্যার সমাধানের পথ স্পষ্ট করে দিয়েছ তুমি। ডাইনীটাকেই খতম করতে হবে!'

লাফ দিয়ে উঠে খাঁচায় বন্দি সিংহের মতো অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। কাজের লোক তিনি, তলোয়ার হাতে নিতে সব সময় প্রস্তুত। যুদ্ধের ভাবনা তাঁর চেতনাকে তরতাজা করে দিয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে রইল তাইতা ও মেরেন, একের পর এক নানা বুদ্ধির জোয়ার খেলে যাচ্ছে তাঁর মাথায়। খানিক পরপরই পাশের তলোয়ারের খাপে চাপড় মারছেন, চিৎকার করে বলে উঠছেন, 'হ্যাঁ, হোরাস ও অসিরিসের দোহাই, তাই করব!' অবশেষে তাইতার দিকে ফিরলেন তিনি। 'ইয়োসের বিরুদ্ধে আরেকটা বাহিনীর নেতৃত্ব দেব আমি।'

'ফারাও, এরই মধ্যে দু-দুটি মিশরিয় বাহিনী গ্রাস করে নিয়েছে সে,' ওকে মনে করিয়ে দিল তাইতা।

একটু স্থির হলেন নেফার সেতি। ফের পায়চারি শুরু করলেন। থামলেন আবার। 'ঠিক আছে। এতনায় দিমিতার যেমন করেছে তুমিও ঠিক তেমনি ওই ডাইনীর বিরুদ্ধে এমন এক জাদু শক্তি কাজে লাগাবে যাতে পাহাড় থেকে টসটসে পাকা ফলের মতো মাটিতে পড়ে ফেটে যাবে সে। তোমার কী মত, তাতা?'

'জাঁহাপনা, ইয়োসকে ভুল বুঝবেন না। দিমিতার আমার চেয়ে ঢের বড় মাপের ম্যাগাস ছিলেন। সমস্ত শক্তি দিয়ে ডাইনীর মোকবিলা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওকে ধ্বংস করে দিয়েছে সে। বলতে গেলে কোনও রকম কষ্ট ছাড়াই। ঠিক যেভাবে আপনি দুহাতের আঙুলে কাঠি ভেঙে ফেলেন।' দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল তাইতা। 'আমার জাদু জেভলিনের মতো। দূরে ছুঁড়ে দিলে দুর্বল হয়ে যাবে, তখন তার বর্মে ঠিকরে গিয়ে সহজেই ব্যর্থ হবে। তার কাছাকাছি গিয়ে ঠিক মতো অবস্থান বের করতে পারলে আমার নিশানা অনেক ভালো হবে। তাকে চোখের সামনে পেলে হয়তো আমার তীর তার বর্ম ভেদ করতে পারবে। এত দূর থেকে ওকে স্পর্শ করতে পারব না।'

'সে দিমিতারকে খতম করার মতো ক্ষমতাধর হয়ে থাকলে তোমারও একই দশা করল না কেন?' চট করে নিজের প্রশ্নে জবাব দিলেন তিনি। 'কারণ তোমাকে নিজের চেয়ে শক্তিশালী মনে করে সে।'

'ব্যাপারটা এত সহজ হলেই ভালো ছিল। না, ফারাও, তার কারণ এখনও সম্পূর্ণ ক্ষমতায় আমাকে আক্রমণ করেনি সে।'

বিভ্রান্ত দেখাল নেফার সেতিকে। 'কিন্তু দিমিতারকে হত্যা করেছে সে, আমার সাম্রাজ্যকে বৈরিতার ঘানিতে দুমড়ে দিয়েছে। তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে কেন?'

'দিমিতারকে তার আর দরকার ছিল না। আপনাকে তো বলেছি ওর হাতে বন্দি থাকার সময় কীভাবে বিশাল রক্তচোষার মতো তাঁর সব বিদ্যা আর দক্ষতা শুষে নিয়েছিল সে। ও পালিয়ে যাবার পর তেমন মরিয়া হয়ে ওর খোঁজ করেনি। ওর জন্যে হুমকি ছিলেন না তিনি। ওর কাছে কিছু পাওয়ারও ছিল না। মানে, ওর সাথে আমার ঐকবদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত। তখন আবার তার আগ্রহ দেখা দেয়। আমরা একসাথে এমন তাৎপর্যময় শক্তিতে পরিণত হয়েছিলাম যে আমার উপস্থিতি বুঝতে পারছিল সে। দিমিতারের মতো আমাকেও শুষে শেষ না করে ধ্বংস করতে চাইবে না সে, তবে আমাকে নিঃসঙ্গ না করা পর্যন্ত ফাঁদে ফেলতে পারবে না। তাই আমার মিত্রকে শেষ করেছে।'

'তোমাকে তার অশুভ উদ্দেশ্যে বন্দি করতে চাইলে তোমার সাথে আমার সেনাবাহিনীকেও নিয়ে যাব আমি। তুমি হবে আমার শিকারের ঘোড়া। তোমাকে প্রয়োজনীয় দূরত্বে আসার টোপ হিসাবে ব্যবহার করব, তুমি ওর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার পর দুজনে মিলে আক্রমণ করব ওকে।' প্রস্তাব রাখলেন নেফার সেতি।

'মরিয়া ব্যবস্থা, ফারাও। আপনাকে যেখানে দূর থেকেই মেরে ফেলতে পারবে সেখানে কেন আপনাকে কাছে ঘেঁষতে দেবে সে, যেমনটা দিমিতারের বেলায় করেছে?'

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে, মিশরের অধিকার চায় সে। বেশ, ভালো কথা, ওকে বলব আত্মসমর্পণ করতে ও আমার দেশ ওর হাতে তুলে দিতে এসেছি। নিবেদনের অংশ হিসাবে ওর পায়ে চুমু খাওয়ার অনুমতি চাইব।'

গম্ভীর চোহার ধরে রাখল তাইতা। যদিও এমনি আনাড়ী পরামর্শ শুনে হেসে উঠতে ইচ্ছে করছিল। 'জাঁহাপনা, ডাইনীটা কিন্তু মোহন্ত।'

'সে আবার কী?' জানতে চাইলেন নেফার সেতি।

'অন্তর্চক্ষু দিয়ে আপনি যেভাবে যুদ্ধের পরিকল্পনা খতিয়ে দেখেন ঠিক সেভাবে মানুষের আত্মা দেখতে পারে সে। আপনার আভায় অমন ক্রোধের বিচ্ছুরণ নিয়ে কোনওদিনই তার ধারে কাছে যেতে পারবেন না।'

'তাহলে তার রহস্যময় চোখে ধরা না পড়ে কীভাবে নাগালের মধ্যে যাওয়া যাবে বলে মনে করো?'

'ওর মতো আমিও একজন মোহন্ত। সে টের পাবে এমন কোনও আভা ছড়াই না আমি।'

রেগে উঠছেন নেফার সেতি। দীর্ঘদিন ধরেই দেবতা আছেন বলে কোনও বাধা বা বিঘ্ন সহ্য করতে পারেন না। চড়ে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বর: 'তোমার ভাবের কথায় ভোলার মতো এখন আর ছোট খোকাটি নেই আমি। আমার পরিকল্পনায় ঝটপট খুঁত বের করছ তুমি,' বললেন তিনি। 'বিজ্ঞ ম্যাগাস, দয়া করে এমন একটা বিকল্প প্রস্তাব রাখ যাতে আমারগুলোর বেলায় যেমন করেছ আমিও তেমন করতে পারি।'

'আপনি ফারাও, আপনিই মিশর। কোনওভাবেই আপনি তার পেতে রাখা ফাঁদে গিয়ে পড়তে পারেন না। এখানে জনগণ, মিনতাকা ও সন্তানদের প্রতি আপনার দায়িত্ব আছে। আমি ব্যর্থ হলে যেন ওদের বাঁচাতে পারেন।

'তুমি শয়তানীতে নিপূন একটা বদমাশ, তাতা। কোন দিকে এগোচ্ছে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। আমাকে এখানে ব্যাঙ মারার কাজে রেখে তুমি আর মেরেন আরেকটা অভিযানে নামবে। আমাকে নিজের হেরেমে মেয়েমানুষের মতো কুকড়ে থাকতে হবে?' তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'উঁহু, জাঁহাপনা, সিংহাসনে আসীন গর্বিত ফারাওর মতো জীবন দিয়ে দুটি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে তৈরি থাকবেন আপনি।'

মুঠি পাকানো হাতজোড়া কোমরের কাছে রাখলেন নেফার সেতি। চোখ রাঙিয়ে তাকালেন। 'তোমার মধুর সঙ্গীত শোনা ঠিক হচ্ছে না আমার। যেকোনও ডাইনীর মতোই শক্তিশালী ফাঁদ পাততে পারো তুমি।' তারপর হালছাড়ার ঢঙে হাত মেলে দিলেন। 'গেয়ে যাও, তাতা, বাধ্য হয়েই শুনব আমি।'

'মেরেনকে ছোটখাট একটা বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভেবে দেখতে পারেন, বেশি না, বাছাই করা শখানেক সৈনিক হলেই চলবে। দ্রুত আগে বাড়বে ওরা, বিরাট রসদের কাফেলা ছাড়াই জমির বিভিন্ন জিনিসের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পারবে। কেবল সংখ্যা ডাইনীর পক্ষে কোনও হুমকী নয়। এই আকারের একটা বাহিনী নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে না সে। মেরেনের তার সন্দেহের উদ্রেক ঘটানোর মতো কোনও মানসিক আভা না থাকায় ওকে সে ধোঁকা, সাধারণ সৈনিক হিসাবে পরখ করবে। ওর সাথে যাব আমি। অনেক দূর থেকে আমাকে চিনতে পরবে সে, কিন্তু কাছে গিয়ে আসলে তার খেলার সামগ্রীতেই পরিণত হতে যাচ্ছি। আমার কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান ও ক্ষমতা কেড়ে নিতে আমাকে কাছে যেতে দিতেই হবে তাকে।'

সবেগে পায়চারি করতে করতে চাপা কণ্ঠে গজগজ করতে লাগলেন নেফার সেতি। অবশেষে ফের তাইতার মুখোমুখি হলেন: 'অভিযানের নেতৃত্বে থাকতে না পারাটা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু তোমার প্যাঁচানো যুক্তি আমার বুদ্ধি ঘোলা করে দিয়েছে।' খানিকটা স্বাভাবিক হলো তাঁর রাগত চেহারা। 'মিশরের সব পুরুষের ভেতর মেরেন ক্যাম্বিসেস আর তোমাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করি আমি।' মেরেনের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কর্নেলের পদ পাবে তুমি। পছন্দমতো একশোজনকে বেছে নাও, তোমাকে আমার রাজকীয় বাজপাখীর সিলমোহর দেব যাতে রাষ্ট্রীয় অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র নিয়ে ওদের সজ্জিত করতে পারো ও আমার রাজ্যর যেকোনও জায়গায় ঘাঁটি গাড়তে পারো।' বাজপাখীর সীলমোহর ফারাও-এর ক্ষমতা বাহকের হাতে হস্তান্তর করে। 'আমি চাই যত তাড়তাড়ি সম্ভব লোক লস্কর নিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হও তুমি। সব ব্যাপারে তাইতার পরামর্শ মোতাবেক চলবে। ডাইনীর মুণ্ড নিয়ে আমার কাছে ফিরে এসো।'

মেরেনের অভিজাত অশ্বারোহীদের নিয়ে একটাঝটিকা বাহিনী গড়ার কথা রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ামাত্র স্বেচ্ছাসেবীর দল ঘিরে ফেলল ওকে। তিন জন পোড়খাওয়া সৈনিককে ক্যাপ্টেন হিসাবে বেছে নিল ও: হিলতো-বার হিলতো, শাবাকো ও তুনকা। গৃহযুদ্ধের সময় এদের কেউই ওর সাথে লড়াইতে অংশ নেয়নি–তখন অনেক কম বয়সী ছিল ওরা–তবে ওদের বাবা ও দাদারা লাল পথের সঙ্গী ছিল।

'যোদ্ধার রক্ত সত্যিকারের বীরের জন্ম দেয়,' তাইতার কাছে ব্যাখ্যা করল মেরেন। ওর চতুর্থ বাছাই ছিল হাবারি, ওকে পছন্দ ও বিশ্বাস করে ফেলেছে ও। ওকে চারটি প্লাটুনের একটার নেতৃত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দিল সে।

চার ক্যাপ্টেনেরই পরীক্ষা নিয়ে ওদের নির্বাচন নিশ্চিত করল; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করল: 'তোমার স্ত্রী বা মেয়েমানুষ আছে? আমরা যতদূর সম্ভব কম রসদ নেব সাথে। ক্যাম্পফলোয়ারদের জন্যে কোনও জায়গা নেই আমাদের এখানে।' মিশরিয় সেনারা ঐতিহ্যগতভাবে যার যার মেয়েমনুষ নিয়ে পথ চলে।

'আমার স্ত্রী আছে,' জানাল হাবারি। 'কিন্তু পাঁচ বছর ওর মুখ ঝামটা থেকে বাঁচতে পারলেই বরং খুশি আমি, দশ কি আরও বেশি হলেও ক্ষতি নেই। যদি আপনার দরকার হয়, কর্নেল।' এই যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হলো বাকি তিনজন।

'কর্নেল, আমাদের জমিনের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হলে যেখানে মিলবে সেখানেই মেয়েমানুষ বেছে নিতে পরব,' বলল হিলতে-বার-হিলতো, বুড়ো হিলতোর ছেলে, অনেক আগেই মারা গেছে সে। দশ-হাজারের-ভেতর-সেরা ছিল সে, প্রশংসার স্বর্ণ জয় লাভ করেছিল; ইসমালার যুদ্ধে নকল ফারাওকে উচ্ছেদ করার পর খোদ ফারাও পরিয়ে দিয়েছিলেন ওর গলায়।

'সত্যিকারের সৈনিকের মতো কথা,' হেসে বলল মেরেন। যার যার প্লাটুন বাছাই করার ক্ষমতা নির্বাচিত চারজনের হাতে তুলে দিল ও। দশ দিনেরও কম সময়ের ভেতর গোটা মিশরিয় সেনাবাহিনী থেকে নিখুঁত এক শো জন যোদ্ধা বাছাই করে ফেলল ওরা। প্রত্যেকেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, দুটো চার্জার ও একটা প্যাক মিউল বেছে নিতে আস্তাবলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ওদের। ফারাওর নির্দেশ মোতাবেক থেবস থেকে নতুন চাঁদ ওঠার দিন যাত্রা শুরু করতে তৈরি হলো ওরা।

বিদায়ের দুই দিন আগে নদী পেরুল তাইতা, রানি মিনতাকার কাছ থেকে বিদায় নিতে মেমননের প্রাসাদে গেল। আগের চেয়ে বেশ কৃশ হয়ে গেছেন তিনি, চেহারা মলিন। ওদের সাক্ষাতের প্রথম কয়েক মিনিটের ভেতরই ওর কাছে কারণ ব্যাখ্যা করলেন তিনি।

'ওহ, তাতা, প্রিয় তাতা। ভীষণ একটা ঘটনা ঘটেছে। সোয়ে উধাও হয়ে গেছেন। আমার কাছে বিদায় না নিয়েই চলে গেছেন। তুমি ওকে আমার আম দরবারে দেখার তিনদিন পরেই উধাও হয়ে যান তিনি।'

অবাক হলো না তাইতা। সেদিনই ছিল দিমিতারের ভীতিকর মৃত্যুর ক্ষণ।

'ওর খোঁজে সম্ভাব্য সব জায়গায় লোক পাঠিয়েছি। তাইতা, জানি, আমার মতোই বিচলিত বোধ করবে তুমি। ওকে চিনতে, সমীহ করতে। ওর মাঝে মিশরের মুক্তি দেখেছিলাম আমরা। তোমার বিশেষ জাদুকরী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ওকে খুঁজে বের করে আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে পারবে না? তিনি চলে যাওয়ায় আমি আর কোনওদিনই আমার বাচ্চাদের মুখ দেখতে পাব না। মিশর ও নেফার চিরন্তন যন্ত্রণায় ভুগবে। নীলও আর কখনওই বইবে না।'

ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করল তাইতা। বুঝতে পারছে রানির স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে, হতাশার চাপে ওর গর্বিত চেতনা ভেঙে পড়ার উপান্তে পৌঁছে

গেছে। মিনতাকাকে আশা দেওয়ার সময় মনে মনে ইয়োস ও তার অপকর্মের শাপশাপান্ত করল ও। 'মেরেন আর আমি দক্ষিণ সীমান্তের ওধারে অভিযানে যাচ্ছি। যাবার পথে প্রতিটি কোণে সোয়ের খোঁজ করাটাকে আমার প্রথম দায়িত্বে পরিণত করব। আমার ধারণা সে বেঁচে আছে, কোনও ক্ষতি হয়নি। অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি ও ঘটানপ্রবাহ হুট করে আপনাকে না জানিয়েই বিদায় নিতে বাধ্য করেছে তাকে, মহারানি। তবে নতুন নামহীন দেবীর নামে মিশন চালু রাখতে প্রথম সুযোগেই ফিরে আসার ইচ্ছে রয়েছে তার।' সবই আসলে যুক্তিসঙ্গত অনুমান, নিজেকে বলল তাইতা। 'এবার আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। আপনার কথা সব সময় আমার মনে আর অনুগত ভালোবাসায় থাকবে।'

এখন নীল নদে জাহাজ চালানোর উপায় নেই, তাই মৃতপ্রায় নদীর তীর বরাবর ওয়্যাগন রোড বেছে নিল ওরা। প্রথম এক মাইল তাইতার পাশাপাশি এগোলেন ফারাও, নির্দেশ ও পরামর্শে ভারাক্রান্ত করে তুললেন ওকে। তিনি ফিরতি পথ ধরার আগে বাহিনীর উদ্দেশে আন্তরিক উদাত্ত আহবান জানিয়ে ভাষণ দিলেন: 'আশা করছি সবাই যার যার দায়িত্ব পালন করবে,' শেষ করলেন তিনি, তারপর ওদের সামনে তাইতাকে আলিঙ্গন করলেন। উল্লাস করে তাকে দৃষ্টিসীমার বাইরে যেতে দিল ওরা।

এমনভাবে যাত্রার বিভিন্ন পর্যায়ের পরিকল্পনা করেছে তাইতা যাতে রোজ সন্ধ্যায় নীলের তীর বরাবর অবস্থিত উচ্চ রাজ্যের অসংখ্য মন্দিরের কোনও একটার কাছে পৌঁছাতে পারে। প্রতিটি মন্দিরেই দেখা গেল ওর আগেই ওর খ্যাতি পৌঁছে গেছে। প্রধান পুরুত ওকে স্বাগত জানাতে আর লোকজনকে আশ্রয় দিতে বেরিয়ে এলেন। ওদের আপ্যায়ন ছিল আন্তরিক, কারণ মেরেনের কাছে রাজার বাজপাখির সীলমোহর রয়েছে, প্রতিটি শহরের পাহারায় নিয়োজিত সামরিক দুর্গের কোয়ার্টার মাস্টারদের কাছ থেকে বাড়তি খাবার সংগ্রহে সাহায্য করছে সেটা। পুরোহিতদের আশা এর ফলে ওদের সামান্য খাদ্য মওজুত আরও বেড়ে উঠবে।

রোজ সন্ধ্যায় খাবার ঘরে সামান্য খাবারের পর মন্দিরের অভ্যন্তরীণ খাসমহলে অবস্থান নিচ্ছে তাইতা। শত শত বা এমনকি হাজার বছর ধরে এইসব জায়গায় উপাসনার যোগাড়যন্ত্র করা হচ্ছে। পূজকদের উৎসাহ আধ্যাত্মিক প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছে, এমনকি ইয়োসের পক্ষেও যা ভেদ করা কঠিন হবে। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ডাইনীর নজরদারী থেকে দূরে থাকতে পারবে ও। ওকে বেপথু করতে ডাইনীর পাঠানো অশুভ অভিশাপের ভয় না করেই আপন দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা করতে পারবে। প্রতিটি মন্দিরের নির্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশে ডাইনীর বিরুদ্ধে আসন্ন লড়াইয়ের জন্যে শক্তি ও নির্দেশনা পেতে প্রার্থনা করল ও। এমনি পরিবেশের নির্জনতা ও প্রশান্তির ভেতর শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে নিজেকে বলীয়ান করে তুলতে সক্ষম হলো।

মন্দিরগুলো প্রতিটি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রবিন্দু ও শিক্ষার ভাণ্ডার। পুরোহিতদের অনেকেই মোটামাথার লোক হলেও তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিন্তু শিক্ষিত ও আলোকিত, চারপাশের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সজাগ তারা, দলের মনোভাব সম্পর্কে অবগত। তথ্য ও গোপন বিষয়ের নির্ভরযোগ্য উৎস ওরা। ওদের সঙ্গে আলোচনার পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দিল তাইতা। নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করল ওদের। সবাইকেই একই প্রশ্ন করল: 'তোমাদের লোকদের ভেতর কারও ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ানোর কথা শুনেছ, এক নতুন ধর্মের প্রচার করছে?'

প্রত্যেকেই জানালেন, হ্যাঁ শুনেছেন। 'পুরোনো দেবতারা ব্যর্থ হতে চলেছেন বলে প্রচার করছে ওরা, তাঁরা আর মিশরকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন না। নতুন এক দেবীর কথা বলছে যিনি আমাদের মাঝে অবতীর্ণ হবেন, তারপর নদী ও দেশের উপর থেকে অভিশাপ তুলে নেবেন। তিনি এসে প্লেগকে বিদায় জানাবেন, তখন নীল মাতার বুকে ফের বান ডাকবে, মিশরকে আবার সৌন্দর্য ফিরিয়ে দেবে। লোকজনকে ওরা বলছে যে ফারাও ও তাঁর পরিবার এই নতুন দেবীর গোপন অনুসারী। অচিরেই নেফার সেতি পুরোনো দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করে নতুন দেবীর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করবেন।' তারপর উদ্বিগ্ন জানতে চাইলেন, 'মহান ম্যাগাস, আমাদের বলুন, এটা সত্যি? ফারাও সত্যিই এই বিদেশী দেবীর কাছে মাথা নোয়াবেন?'

'এমন কিছু ঘটার আগে আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো সব তারা খসে পড়বে। ফারাও হোরাসের ভক্ত, কায়মনোবাক্যে,' ওদের আশ্বস্ত করেছে ও। 'তবে একটা কথা বলো, লোকজন এই ভণ্ডদের কথায় বিশ্বাস করছে?'

'ওরা তো মানুষ। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বিরাট গাড্ডায় পড়েছে এখন, যেই ওদের এই দুর্দশা থেকে মুক্তির কথা বলবে তাকেই মানবে।'

'এই যাজকদের কারও সাথে তোমাদের দেখা হয়েছে?'

কারওই না। 'ওরা গোপনে গা বাঁচিয়ে চলছে,' বললেন একজন। 'ওদের বিশ্বাস ব্যাখ্যা করে বোঝানোর আমন্ত্রণ জানিয়ে বার্তাবাহক পাঠালেও কেউই আসেনি।'

'কারও নাম জানতে পেরেছ?'

'মনে হচ্ছে সবাই একই নাম ব্যবহার করছে।'

'সেটা কি সোয়ে?' জানতে চাইল তাইতা।

'হ্যাঁ, ম্যাগাস, এ নামটাই ব্যবহার করছে ওরা। সম্ভবত এটা নামের চেয়ে বরং কোনও পদবীই হবে।'

'ওরা মিশরিয় নাকি বিদেশী? মাতৃভাষার মতোই আমাদের ভাষায় কথা বলে?'

'শুনেছি তাই বলে, আমাদের মতো একই রক্তের দাবী করছে ওরা।'

এই যাত্রা যার সাথে কথা বলছিল ও, তাঁর নাম সেনাপি, উচ্চ মিশরের তৃতীয় নোমের খুম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। তাঁর বক্তব্য শোনার পর তাইতা এবার

আরও মামুলি প্রসঙ্গে ফিরে এলো: 'প্রাকৃতিক জ্ঞানের একজন বিশারদ হিসাবে আপনি কি এমন কোনও পথ বের করার চেষ্টা করেছেন যাতে নীলের লাল পানি আবার মানুষের ব্যবহারের উপযোগি করে তোলা যায়?'

একথা শুনে ভীত হয়ে উঠলেন মার্জিত ও শিক্ষিত মানুষটা। 'ওটা অভিশপ্ত নদী। ওখানে কেউ স্নান করতে যায় না, কেউ ওই পানি মুখে নেয় না। যারা খায়, অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় তারা, অক্কা পায়। নদীটা এখন রাক্ষুসে লাশখেকো কুনো ব্যাঙের আস্তানায় পরিণত হয়েছে। মিশর বা অন্য কোনও দেশে এমন ঘটনা কোনও দিন দেখা যায়নি। হিংস্রভাবে পচা পুকুরগুলো পাহারা দিচ্ছে ওরা। কেউ আগে বাড়লেই হামলা করছে। ওই বিষ মুখে তোলার চেয়ে বরং মরতে রাজি আছি।' জবাব দিলেন সেনাপি, তাঁর অভিব্যক্তি বিতৃষ্ণার ভঙ্গিতে বেঁকে গেল। 'এমনকি মন্দিরের নবীশরাও বিশ্বাস করে যে কোনও ক্ষুব্ধ দেবতা নদীকে অভিশপ্ত করে দিয়েছেন।'

তো তাইতা নিজেই লাল স্রোতের আসল প্রকৃতি জানা ও নীলের জলকে বিশুদ্ধ করে তোলার একটা উপায় বের করতে বেশ কয়েকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে হাত দিল। সেনাদলকে কষ্টকর গতিতে দক্ষিণে ঠেলে নিয়ে চলছিল মেরেন। জলের সামান্য সরবরাহে কোনও রকম সংযোজন করতে না পারলে অচিরেই ঘোড়াগুলো পিপাসায় প্রাণ হারাবে, এটা জানে সে। ফারাও'র সদ্য খোঁড়া কূপগুলো বেশ দূরে দূরে অবস্থিত, কঠোরভাবে আগে বাড়ানো প্রায় তিনশো ঘোড়ার প্রয়োজনের তুলনায় ওগুলোর সরবরাহ অপ্রতুলই বলা চলে। এটা ছিল যাত্রার সহজতম পর্যায়। প্রথম শাখা ধারার শাদা পানির উপরে ওঠার পর নদীটা কঠিন ভীতিকর মরুভূমির ভেতর দিয়ে হাজার হাজার লীগ চলে গেছে, ওখানে কোনও কুয়োর দেখা মিলবে না। শত বছরে একবার বৃষ্টি হয় ওখানে, কাঁকড়া বিছা আর ওরিক্সের মতো বুনো প্রাণীর আখড়া, এরা নিষ্ঠুর সূর্যের রাজত্বে ভূপৃষ্ঠের পানি ছাড়াও বেঁচে থাকতে পারে। পানির নির্ভরযোগ্য একটা উৎসের খোঁজ করতে না পারলে অমন প্রচণ্ড গা পোড়ানো বন্ধ্যাভূমিতে শেষ হয়ে যাবে এই অভিযান, কোনওদিনই নীলের উৎসে পৌঁছাতে পারবে না, সফল হওয়া তো পরের কথা।

প্রতিটি নিশি-শিবিরে পরীক্ষার পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাচ্ছে তাইতা। মেরেনের চারজন তরুণ ট্রুপার স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করছে। মহান ম্যাগাসের সাথে কাজ করতে পেরে গর্বিত ওরা: এই গল্প নাতীপুতিদের বলে বেড়াবে। তাইতা নির্দেশ দেওয়ার সময় দৈত্য-দানোর ভয় করছে না ওরা। কারণ ওদের রক্ষা করার বেলায় তাইতার ক্ষমতায় ওদের অগাধ বিশ্বাস। রাতের পর রাত খেটে চলেছে ওরা, কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু এমনকি ম্যাগাসের মেধাও পচা পানিকে সুপেয় করে তোলার মতো কোনও উপায় বের করতে পারল না।

কারনাক থেকে রওয়ানা দেওয়ার সতের দিন পর কোম ওম্বোয় নদীর তীরে হাথরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মন্দির এলাকায় পৌঁছাল ওরা। যথারীতি বিখ্যাত

ম্যাগাসকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন প্রধান পুরোহিতীনি। নীলের পানি সেদ্ধ করতে সাহায্যকারীদের তামার পাত্র চুলোর উপর বাসাতে দেখে ব্যাপারটা ওদের উপর ছেড়ে দিল তাইতা, তারপর মন্দিরের অভ্যন্তরীণ খাস মহলে চলে গেল।

ভেতরে পা রাখতে যা দেরি, পরক্ষণেই এক ধরনের করুণাময় প্রভাবের উপস্থিতি টের পেল ও। গরু দেবীর প্রতিমার সামনে চলে এলো ও। ওটার সামনে পায়ের উপর পা তুলে বসল। দিমিতার ওকে বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত করতে ওর দেখা ডাইনীর গড়ে তোলা লস্ত্রিসের ছবি প্রায় বিশ্বাসের অতীত মন্তব্য করার পর আর রানিকে আহ্বান করার সাহস করে ওঠেনি। তবে এখানে দেবনিচয়ের অন্যতম শক্তিশালী দেবী হাথরের প্রতিরক্ষা রয়েছে ওর। পৃষ্ঠপোষকরা সবাই মেয়ে হওয়ায় তিনি নিশ্চিতভাবেই লস্ত্রিসকে নিজের খাসমহলে আশ্রয় দেবেন।

উপাস্যের মুখোমুখি হতে তিনবার প্রয়োজনীয় মন্ত্র উচ্চারণ করে মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে অন্তর্চক্ষু খুলে নীরবতার ছায়ায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল ও। ক্রমশঃ কানের কাছে নিজের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে নীরবতা ভঙ্গ হতে লাগল। ওর দিকে এগিয়ে আসা আধ্যাত্মিক সত্তার আভাস জোরাল হয়ে উঠল, ঠাণ্ডা অনুভূতি আচ্ছন্ন করার অপেক্ষায় রইল ও। বাতাসে শীতলতার প্রথম স্পর্শেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে প্রস্তুত। শান্ত ও আমোদিতভাবে উষ্ণ রইল খাসমহল। বেড়ে উঠল ওর নিরাপত্তা ও শান্তির বোধ। ঘুমে ঢলে পড়ার অবস্থা হলো। চোখ বুজতেই স্বচ্ছ জলের একটা ছবি দেখতে পেল, তারপরই ছেলেমানুষি কণ্ঠে নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনল: 'তাইতা, তোমার কাছে আসছি আমি!' জলের গভীরে কী যেন ছলকে উঠতে দেখল ও। ভাবল রূপালি মাছ বুঝি ভেসে উঠছে। তারপরই বুঝতে পারল ভুল হয়েছে ওর: ওটা ছিপছিপে ফর্শা একটা বাচ্চা, সাঁতরে ওর দিকে আসছে। পানির উপরে উঠে এলো একটা মাথা, বছর বার বয়সের একটা মেয়ের মাথা ওটা, বুঝতে পারল তাইতা। লম্বা ভেজা চুলের গোছা সোনালি পর্দার মতো মুখ আর বুকে নেমে এসেছে।

'তোমার ডাক শুনেছি,' প্রফুল্ল শোনাল হাসির আওয়াজ। সহানুভূতির সাথে হাসল তাইতা। সাঁতরে ওর দিকে এগিয়ে এলো বাচ্চাটা। পানির ঠিক নিচে শাদা বালির কিনারে পৌঁছে উঠে দাঁড়াল। একটা মেয়ে, এখনও ওর কোমর ঠিক নারীসুলভ বাঁক নেয়নি, আর কেবল ওর পাঁজরের রেখাই উর্ধ্বাংশকে অলঙ্কৃত করেছে।

'কে তুমি?' জানতে চাইল ও। মাথা ঝাঁকিয়ে চুল সরাল মেয়েটা, উন্মুক্ত হয়ে পড়ল চেহারা। তাইতার বুক ফুলে উঠতে লাগল, এক সময় শ্বাস নিতে কষ্ট হলো ওর। লস্ত্রিস।

'ধিক তোমাকে, আমাকে চিনতে পারোনি, আমি ফেন,' বলল সে। নামটার মানে চাঁদ মাছ।

'আগাগোড়া তোমাকে আমি চিনি,' মেয়েটাকে বলল তাইতা। 'প্রথম দেখার সময় যেমন ছিলে ঠিক তেমনই আছো। তোমার চোখদুটো কখনও ভুলবার নয়। ওগুলো তখন যেমন ছিল এখনও তেমনি মিশরের সবচেয়ে সবুজ ও সুন্দর চোখই আছে।'

'মিথ্যে বলছ, তাইতা। আমাকে তুমি চিনতে পারোনি।' চোখা গোলাপি জিভ বের করল সে।

'তোমাকে অমন না করতে শিখিয়েছিলাম।'

'তাহলে ঠিকমতো শেখাতে পারোনি।'

'ফেন তোমার ছোটবেলার নাম ছিল,' ওকে মনে করিয়ে দিল তাইতা। 'তোমার প্রথম লাল চাঁদ দেখা দেওয়ার পর পুরোহিতরা তোমার নাম নারীসুলভ করে দিয়েছিলেন।'

'জলকন্যা,' ওর দিকে তাকিয়ে ভেঙচি কাটল মেয়েটা। 'এ নামটা কোনওদিনই ভালো লাগেনি আমার। "লস্ত্রিস" শুনলে কেমন হাস্যকর, আড়ষ্ট ঠেকে।'

'তারচেয়ে "ফেন"ই আমার পছন্দ।'

'তাহলেই ফেনই সই,' বলল তাইতা।

'তোমার অপেক্ষায় থাকব আমি,' কথা দিল মেয়েটা। 'তোমার জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু এখন ফিরে যেতে হচ্ছে আমাকে। ওরা আমাকে ডাকছে।' কমনীয় ভঙ্গিতে ঝাঁপ দিল সে, তলিয়ে গেল পানির নিচে, শরীরের দুপাশে হাত রেখে সরু পাজোড়া নাড়তে নাড়তে ক্রমে গভীরে চলে যাচ্ছে। পেছনে সোনালি পতাকার মতো আভা বিলোচ্ছে ওর চুল।

'ফিরে এসো,' পিছু ডাকল তাইতা। 'কোথায় অপেক্ষা করবে বলে যেতে হবে।' কিন্তু চলে গেল সে। কেবল ওর হাসির ক্ষীণ একটা প্রতিধ্বনি ফিরে এলো ওর কাছে।

জেগে ওঠার পর তাইতা বুঝতে পারল, রাত হয়ে গেছে, কারণ মন্দিরের বাতিগুলো জ্বলতে শুরু করেছে। একাধারে ক্লান্ত ও তরতাজা মনে হলো নিজেকে। ডান হাতে একটা কিছু ধরে আছে, সজাগ হয়ে উঠল ও। সাবধানে হাতের মুঠি খুলল। মুঠির ভেতর শাদা পাউডার দেখতে পেল। এটাই ফেনের উপহার কিনা ভাবল। হাতটা নাকের কাছে তুলে এনে সাবধানে গন্ধ শুঁকল।

'চুন!' চেঁচিয়ে উঠল ও। নদীর কিনারা বরাবর প্রতিটি গ্রামে একটা করে আদিম ভাটা রয়েছে, এখানে গ্রামবাসীরা চুনাপাথরের চাঁই পুড়িয়ে এই পাউডার বানায়। এ জিনিস দিয়ে ঘরবাড়ি ও গোলাঘর রঙ করে ওরা। শাদা আস্তরণ সূর্যের রশ্মি ঠিকরে দেয় বলে ভেতরটা ঠাণ্ডা থাকে। পাউডারটুকু ছুঁড়ে ফেলতে যাবে, পরক্ষণে বিরত রাখল নিজেকে। 'দেবীর দেওয়া উপহার সম্মানের সাথে রাখতে হবে।' নিজের বিপদে নিজেই হেসে উঠল ও। মুঠোর চুনা পাউডারটুকু টিউনিকের এক কোণে গেরো দিয়ে বেঁধে বাইরে এলো ও।

খাস কামরার দরজায় ওর অপেক্ষায় ছিল মেরেন। 'আপনার লোকজন নদীর পানি তৈরি করে রেখেছে, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে আপনার ফেরার অপেক্ষায় ছিল। পথ চলায় ক্লান্ত থাকায় ঘুমের প্রয়োজন ছিল ওদের।' মেরেনের কণ্ঠে আবছা ভর্ৎসনার সুর। নিজের লোকদের যত্ন নিজেই নিয়ে থাকে সে। 'আশা করছি পচা পানির ভাণ্ড নিয়ে সারা রাত জেগে থাকার পরিকল্পনা করেননি। মাঝরাতের আগেই আপনাকে নিতে আসব, কারণ তেমনটি হতে দেব না আমি।'

হুমকি অগ্রাহ্য করে তাইতা জানতে চাইল, 'পানিতে ঢালার জন্যে আমার বানানো আরক জলে মিশিয়েছিল শোফার?'

হেসে উঠল মেরেন। 'যেমন বললাম, লাল পানির চেয়ে আরও বেশি দুর্গন্ধ ওটায়।' চারটে ভাণ্ড যেখানে উতরাচ্ছিল তাইতাকে ওখানে নিয়ে গেল সে। ধোঁয়া উঠছে ওগুলো থেকে। আগুনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল সাহায্যকারীরা, ওকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল; তারপর পাত্রের ডালার ভেতর লম্বা লাঠি ঢুকিয়ে আগুনের উপর থেকে নামাল ওগুলো। পানি যথেষ্ট ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা করল তাইতা, তারপর পাত্রগুলোর পাশ দিয়ে আরক ঢালতে ঢালতে সামনে বাড়ল। একটা কাঠের খুনতি দিয়ে প্রত্যেকটায় ঘুটা দিল শোফার। সে যখন শেষ পাত্রটা নাড়তে যাবে, থামল তাইতা। 'ফেনের উপহার,' বিড়বিড় করে বলল ও, টিউনিকের কোণার গিঁট খুলল। শেষ পাত্রে চুনা পাথরের পাউডার ঢেলে দিল। ভালো ফল পেতে লস্ত্রিসের সোনালি মাদুলিটা পাত্রের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে শক্তির শব্দ 'নিউবে!' উচ্চারণ করল।

বিস্মিত চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল চার সহকারী।

'পাত্রগুলো সকাল পর্যন্ত এভাবেই থাকতে দাও,' নির্দেশ দিল তাইতা, 'বিশ্রামে যাও তোমরা। ভালো কাজ দেখিয়েছ, ধন্যবাদ।'

মাদুরে গা এলিয়ে দিতেই মরার মতো ঘুমে তালিয়ে গেল তাইতা, স্বপ্ন হানা দিল না, এমনকি মেরেনের নাকের গর্জনও বিরক্ত করতে পারল না ওকে। ভোরে যখন জেগে উঠল, দোরগোড়ায় দরাজ হাসি মুখে নিয়ে শোফারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। 'জলদি আসুন, মহান ম্যাগাস। আপনার স্বস্তি পাওয়ার মতো একটা কিছু দেখাবার রয়েছে আমাদের।'

গত রাতের আগুনের শীতল হয়ে আসা কয়লার পাশে রাখা পাত্রগুলোর কাছে ছুটে এলো ওরা। যার যার বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে হাবারি ও অন্য ক্যাপ্টেনরা। সবাইকে নতুন নির্দেশ দেওয়ার জন্যে হাজির করা হয়েছে। বর্মের সাথে তলোয়ারের খাপ বইছে ওরা, এমনভাবে উল্লাস করছে যেন তাইতা কোনও বিজয়ী জেনারেল, যুদ্ধ ক্ষেত্রের দখল বুঝে নিচ্ছে। 'চুপ করো!' গর্জে উঠল তাইতা। 'আমার মাথা ভেঙে ফেলবে তোমরা!' কিন্তু আরও জোরে উল্লাস করল ওরা।

প্রথম তিনটা পাত্র বমি জাগিয়ে তোলা কালো তরলে ভর্তি হয়ে আছে, কিন্তু চতুর্থ পাত্রের পানি একেবারে টলটলে পরিষ্কার। সামনে ঝুঁকে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে দ্বিধার সাথে মুখে দিল ও। মিষ্টি নয়, কিন্তু মাটির সোঁদা গন্ধে ভরা, ছেলেবেলা থেকে ওদের বাঁচিয়ে রাখা নীলের কাদার পরিচিত সুবাস।

এর পর থেকে প্রতিদিন রাতের বিশ্রামের সময় নদীর জলে চুনের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতে লাগল; পরদিন সকালে পানি রাখার চামড়ার পাত্রগুলো ভরে নিল। অচিরেই পিপাসায় দুর্বল ঘোড়াগুলো আবার শক্তি ফিরে পেতেই বেড়ে উঠল যাত্রার গতি। নয় দিন পর আসৌনে পৌঁছাল ওরা। সামনেই ছয়টি বিশাল জলপ্রপাতের প্রথমটি। নৌকার পক্ষে ভীতিকর বাধা ওগুলো, কিন্তু ঘোড়ার দল উপরের ক্যারাভান রোডে নিয়ে যেতে পারবে ওদের।

আসৌন শহরে ঘোড়া আর লোকজনকে টানা তিনদিন বিশ্রাম দিল মেরেন। রাজকীয় গোলাঘর থেকে শস্যের বস্তা ভরে নিল। জলের ধারের প্রমোদগুহাগুলোতে যাবার অনুমতি দিয়ে লোকজনকে যাত্রার পরবর্তী দীর্ঘ পর্যায়ের জন্যে বলীয়ান হয়ে নেওয়ার সুযোগ দিল। নিজের পদমর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন বলে মেকি নির্বিকার চেহারায় বানিয়ে স্থানীয় সুন্দরীদের বেপরোয়া দৃষ্টির আমন্ত্রণ ও তোষামোদ এড়িয়ে গেল।

প্রথম জলপ্রপাতের নিচের জলাশয়টা শুকিয়ে তুচ্ছ পুকুর হয়ে গেছে। তো তাইতাকে ছোট দ্বীপে পৌঁছে দিতে কোনও মাঝির দরকার হলো না, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আইসিসের সবুজ মন্দির। ওটার দেয়ালে খোদাই করা দেবী, তাঁর স্বামী অসিরিস ও ছেলে হোরাসের দানবীয় প্রতিমা আঁকা।

ওকে সরাসরি ওখানে নিয়ে গেল উইন্ডস্মোক। নদীর পাথুরে তলদেশে খটাখট শব্দ তুলল ওটার খুর। ওকে স্বাগত জানাতে সমবেত হলেন সব পুরোহিত, পরের তিনটি দিন ওদের সাথেই কাটাল ও।

দক্ষিণের নুবিয়ার অবস্থা সম্পর্কে ওকে জানানোর মতো তেমন কোনও তথ্য ছিল না ওদের কাছে। সুসময়ে নীলের বান যখন নির্ভরযোগ্য, শক্তিশালী ও সত্যি ছিল তখন একটা বাণিজ্য জাহাজের বিরাট বহর নদীর উজানে দুই নীলের সঙ্গমস্থল সেই কেবুই অবধি যাতায়াত করত। হাতির দাঁত, শুকনো মাংস এবং বুনো পশুর চামড়া, গাছের গুঁড়ি, তামার দণ্ড আর নীলের প্রধান শাখা আতবারা নদীর তীরের খনি থেকে সোনা নিয়ে ফিরে আসত ওরা। এখন বান না ডাকায় চলার পথের পুকুরগুলোর অবশিষ্ট জল রক্তে পরিণত হয়েছে, হাতে গোণা পর্যটকই কেবল পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ার পিঠে এই মরুপথে যাতায়াত করার সাহস দেখায়। পুরোহিতরা সতর্ক করে বললেন যে, দক্ষিণের রাস্তা ও এর বরাবর চলে যাওয়া পাহাড় পর্বত অপরাধী ও অস্পৃশ্যদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে।

আরও একবার পুরোহিতদের কাছে মেকি দেবীর কথা জানতে চাইল ও। ওরা বললেন, গুজব রটেছে যে সোয়ে পয়গম্বররা আবর্জনা থেকে হাজির হয়ে উত্তরে করনাক ও ডেল্টার দিকে গেছে, কিন্তু কেউই ওদের সাথে যোগাযোগ করেনি।

রাত নামার পর দেবী মাতা আইসিসের মন্দিরের অভ্যন্তরীণ খাসমহলে চলে এলো তাইতা, তাঁর প্রতিরক্ষায় ধ্যান ও প্রার্থনা করতে স্বস্তি বোধ করল। নিজের পৃষ্ঠপোষক দেবতাকে আহ্বান জানালেও ধ্যানের প্রথম দুই রাত তার কাছ থেকে কোনও সাড়া পেল না। তারপরেও কেবুই ও তার ওধারে অচেনা দেশ ও জলাভূমিতে যাবার পথে অপেক্ষমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্যে নিজেকে বেশ শক্তিশালী ও তৈরি মনে হতে লাগল ওর। ইয়োসের সাথে অনিবার্য মোকাবিলা এখন অনেক কম ভীতিকর ঠেকছে। ওর শক্তিশালী দেহ ও স্থৈর্য তরুণ সেনা ও অফিসারদের সাথে চলার ও থেবস ছাড়ার পর থেকে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ফল হয়ে থাকতে পারে। তবে দেবী লস্ত্রিস, বা এখন নিজেকে যেমন ফেন নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করছে সে, কাছাকাছি আছে জানা থাকায় নিজেকে যুদ্ধের জন্যে আরও বেশি তৈরি করেছে ভাবতে ভালো লাগছে ওর।

শেষ সকালে সূর্যের প্রথম আলোক রশ্মি ফুটে ওঠামাত্র জেগে উঠল ও। ফের আইসিস ও কাছাকাছি থাকতে পারেন এমন যেকোনও দেবতার আশীর্বাদ ও প্রতিরক্ষার জন্যে প্রার্থনা জানাল। খাস কামরা থেকে বের হবে, এমন সময় আইসিসের মূর্তির দিকে একবার তাকাল ও। লাল গ্রানিট পাথর কুঁদে বের করা হয়েছে ওটা। ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে মূর্তিটা, ছায়ায় হারিয়ে গেছে ওটার মাথা, পাথরের চোখজোড়া অটল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনে। বেনী করা প্যাপিরাসের মাদুরের পাশে রাখা ছড়ি তুলে নিতে উবু হলো ও, রাতে ওটার উপরই ঘুমিয়েছে। সোজা হওয়ার আগেই কানের কাছে শিরা দপদপ করে লাফাতে শুরু করল, কিন্তু নগ্ন ঊর্ধ্বাংশে কোনও রকম শীতল স্পর্শ বোধ করল না। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল ওর দিকেই তাকিয়ে আছে মূর্তিটা। জীবন্ত হয়ে উঠেছে চোখজোড়া, সেখানে যেমন করে কেউ ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকায় ঠিক তেমনি কোমল দৃষ্টি ফুটে উঠেছে।

'ফেন,' ফিসফিস করে বলে উঠল তাইতা। 'লস্ত্রিস, তুমি এসেছ?' ওর মাথার অনেক উপরে পাথরের ছাদ থেকে হাসির প্রতিধ্বনি কানে এলো, কিন্তু নীড়ে ফিরে যাওয়া বাঁদুরের কালো ডানার ঝাপ্টা ছাড়া আর কিছু দেখল না ও।

আবার মূর্তির দিকে ফিরে এলো ওর চোখ। পাথুরে মাথাটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে এখন, ফেনের মুখ ওটা। 'মনে আছে, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি,' ফিসফিস করে বলল সে।

'কোথায় পাব তোমাকে? কোথায় খুঁজতে হবে বলে দাও,' অনুনয় করল তাইতা।

'আর কোথায় চাঁদ মাছের খোঁজ করবে?' পরিহাস করল ফেন। 'অন্য মাছের ভেতর লুকোনো অবস্থায় পাবে আমাকে।'

'কিন্তু কোথায় সেই মাছগুলো?' মিনতি করল ও। ইতিমধ্যে পাথরে পরিণত হতে চলেছে ওর জীবন্ত চেহারা। ফের ম্লান হয়ে আসছে উজ্জ্বল চোখজোড়া।

'কোথায়?' চিৎকার করে উঠল তাইতা। 'কখন?'

'অন্ধকারের দূত থেকে সাবধান। ওর কাছে ছুরি আছে। সেও তোমার অপেক্ষা করছে।' বিষণ্ন সুরে ফিসফিস করে বলল ফেন। 'এবার আমাকে যেতে হচ্ছে। বেশিক্ষণ আমাকে থাকতে দেবে না সে।'

'কে থাকতে দেবে না? আইসিস, না অন্য কেউ?' এই পবিত্র স্থানে ডাইনীর নাম মুখে আনা অপবিত্রতার সামিল হবে। কিন্তু মূর্তির ঠোঁট জমে গেছে।

বাহুর উপরের অংশে কারও হাতের খোঁচা লাগল। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। ভেবেছিল আরও একটা প্রেতাত্মার আবির্ভাব হচ্ছে বুঝি; কিন্তু স্রেফ প্রধান পুরুতের মুখই দেখতে পেল ও। তিনি বললেন, 'ম্যাগাস, কী হয়েছে আপনার? চিৎকার করছিলেন কেন?'

'স্বপ্ন দেখছিলাম। বাজে স্বপ্ন।'

'স্বপ্ন কখনও বাজে হয় না। অন্তত আপনার সেটা জানার কথা। স্বপ্ন হচ্ছে দেবতাদের কাছ থেকে আসা সতর্কবাণী ও বার্তা।'

পবিত্র পুরুষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তাবলে চলে এলো ও। ওর কাছে ছুটে এলো উইন্ডস্মোক। খুশিতে মাটিতে পা ঠুকছে। মুখের কোণে ঝুলছে এক গোছা খড়।

'ওরা তোমাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, বুড়ি ছিনাল কোথাকার। নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ ঘোড়ার বাচ্চার মতো গিলছ, ইয়া বড় পেট হয়েছে।' আদুরে গলায় বকল ওকে তাইতা। কারনাক সফরের সময় একজন অসতর্ক সহিস ফারাওর প্রিয় স্ট্যালিয়নগুলোর একটাকে ওটার কাছে আসতে দিয়েছিল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ওকে পিঠে চাপার সুযোগ করে দিল ঘোড়াটা। তারপর মেরেনের সেনাদল যেখানে শিবির গোটাচ্ছে সেখানে নিয়ে এলো। কলাম তৈরি হওয়ার পর যার যার ঘোড়ার মাথার কাছে দাঁড়িয়েছে লোকেরা, বাড়তি ঘোড়া ও প্যাক অ্যানিমেলের লাগাম ধরে আছে হাতে। অস্ত্র ও সরঞ্জাম পরখ করতে করতে সারির ভেতর দিয়ে এগোল মেরেন। সবাই যার যার তামার পানির পাত্র ও চুনের ব্যাগ খচ্চরের পিঠে নিয়েছে, নিশ্চিত হয়ে নিল।

'উঠে পড়ো!' কলামের পেছন থেকে চিৎকার করে নির্দেশ দিল। 'এগোও! হাঁট! ছোট!' কাঁদতে কাঁদতে একদল মহিলা পাহাড়ের পাদদেশ অবধি অনুসরণ করল ওদের। মেরেনের চলার গতির সাথে আর তাল রাখতে না পেরে তারপর পিছিয়ে গেল।

'তেতো বিদায়, তবে স্মৃতি অনেক মধুর,' হিলতো-বার-হিলতো মন্তব্য করল, হেসে উঠল তার বাহিনী।

'উঁহু, হিলতো,' নিজের কলামের মাথা থেকে বলে উঠল মেরেন, 'শরীর মিষ্টি, কিন্তু তারচেয়ে মিষ্টি তার স্মৃতি।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ওরা, খাপ দিয়ে ঢালের উপর তাল ঠুকতে লাগল।

'এখন হাসছে,' শুকনো কণ্ঠে বলল তাইতা, 'কিন্তু মরুভূমির চুল্লীতে পৌঁছানোর পরেও হাসতে পারছে কিনা দেখা যাবে।'

জলপ্রপাতের গহ্বরের দিকে তাকাল ওরা। ক্রুদ্ধ জলের কোনও গর্জন নেই। বিশাল বিশাল পাথরের চাঁইগুলো এমনিতে নৌচলাচলের পথে বিরাট বিপদ হয়ে থাকে, কিন্তু এখন শুকনো নাঙা হয়ে আছে। বুড়ো মোষের পালের পিঠের মতোই শুকনো, কালো। উপরের প্রান্তে গহ্বরের ঠিক নিচে একটা ব্লাফে একটা লম্বা গ্রানিটের অবিলিস্ক দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন ওদের ঘোড়া আর খচ্চরকে পানি খাওয়ানোর সময় ক্লিফ বেয়ে সৌধের কাছে এলো তাইতা ও মেরেন, ওটার পায়ের কাছে দাঁড়াল ওরা। জোরে জোরে খোদাই লিপি পড়ল তাইতা:

> 'আমি, মিশরের রিজেন্ট ও ফারাও, এ ধারায় অষ্টম মেমোজের বিধবা পত্নী, রানি লস্ত্রিস, আমার পরে মিশরের দুই রাজ্যের হবু অধিপতি যুবরাজ মেমননের মা, এই সৌধ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছি।
>
> এটা মিশরের জনগণের প্রতি আমার শপথের চিহ্ন ও প্রমাণ, বর্বরদের হটিয়ে বনবাস থেকে ওদের কাছে আবার ফিরে আসব আমি।
>
> আমার শাসনকালের প্রথম বছরে স্থাপন করা হয়েছে এই পাথরখণ্ড–ফারাও চিওপসের মহান পিরামিড নির্মাণের পর নয় শত নম্বর।
>
> আমি না ফেরা পর্যন্ত যেন এই পাথর অটল থাকে।'

স্মৃতিরা ভিড় করে আসার সাথে সাথে অশ্রুতে ভরে উঠল তাইতার চোখ। অবিলিস্ক স্থাপনের দিন লস্ত্রিসের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর: তখন ওর বয়স ছিল বিশ বছর, রাজকীয় ও নারীসুলভ মহিমায় ছিল গর্বিত।

'ঠিক এখানেই আমার কাঁধে প্রশংসার স্বর্ণ তুলে দিয়েছিল রানি লস্ত্রিস,' মেরেনকে বলল ও। 'অনেক ভারি ছিল, কিন্তু ওর অনুকম্পার তুলনায় অনেক সস্তা।' ঘোড়ার কাছে এসে পিঠে চেপে বসল ওরা।

বিশাল কোনও অগ্নিকুণ্ডের শিখার মতো ওদের ঢেকে ফেলল মরুপ্রান্তর। দিনের বেলায় চলতে পারছিল না ওরা, তো নদীর পানি সেদ্ধ করে তাতে চুনাপাথর ছিটাচ্ছে, তারপর ক্ষিপ্র বেগে ছোটা পশুর মতো হাঁপাতে হাঁপাতে খুঁজে পাওয়া কোনও ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। সূর্য পশ্চিম দিগন্ত স্পর্শ করার পর রাত ভর এগিয়ে চলছে ওরা। জায়গায় জায়গায় মোটা ক্লিফটা নদীর উপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়েছে যে সংকীর্ণ পথ দিয়ে কেবল একটা সারিতে এগোতে পারছে ওরা। লুটিয়ে পড়া কুঁড়ে ঘর পাশ কাটাল ওরা, এক কালে ওদের আগে এপাথে যাওয়া পর্যটকদের

আশ্রয় ছিল ওগুলো। কিন্তু এখন পরিত্যক্ত। আসৌন ছেড়ে পথে নামার পর দশ দিনের আগে নতুন কোনও মানুষের চিহ্ন পেল না। আরেকটা পরিত্যক্ত ছাপরার সারিতে এসে পৌঁছুল, এখানে এক কালে একটা গভীর পুকুর ছিল। সম্প্রতি কারও দখলে ছিল এটা: অগ্নিকুণ্ডের ছাই এখনও টাটকা, মচমচে। কুঁড়েয় ঢোকার সাথে সাথে ডাইনীর ক্ষীণ অথচ সন্দেহাতীত আভাস পেল ও। ছায়ায় চোখজোড়া সয়ে এলে দেয়ালের গায়ে কয়লার টুকরো দিয়ে লেখা হিয়েটিক হরফের লিপি দেখতে পেল।

'ইয়োস মহান। ইয়োস আবির্ভূত হন।' অল্প দিন আগেই ডাইনীর কোনও ভক্ত গেছে এ পথে। দেয়ালের পায়ের কাছে যেখানে দাঁড়িয়ে আবেদনের কথা লিখেছে সে, সেখানে ধূলির বুকে পায়ের ছাপ পড়েছে। সর্যোদয়ের সময় হয়ে এসেছে প্রায়। দিনের উত্তাপ দ্রুত ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। শিবির খাটানোর জন্যে সেনাদলকে নির্দেশ দিল মেরেন। এমনকি ধসে পড়া কুঁড়েগুলোও নিষ্ঠুর সূর্যের কবল থেকে কিছুটা ছায়া বিলোতে পারে। এসব যখন ঘটছে, উত্তাপ অসহনীয় হয়ে ওঠার আগেই, ইয়োসের উপাসকদের খোঁজ করল তাইতা। দক্ষিণে চলে যাওয়া নুড়িপাথরের পথে পায়ের ছাপ দেখতে পেল। সেগুলোর অবস্থান দেখে বুঝতে পারল ঘোড়াটা নিশ্চিতভাবেই দশাসই একজন লোককে বয়ে নিয়ে গেছে। দক্ষিণে, কেবুইয়ের দিকে গেছে খুরের ছাপ। মেরেনকে ডাকল তাইতা, জিজ্ঞেস করল, 'এই ছাপ কতদিন আগের?' দক্ষ স্কাউট ট্র্যাকার মেরেন।

'নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়, ম্যাগাস। তিন দিনের বেশি তবে দশদিনের কম।'

'তাহলে আমাদের ফেলে অনেক দূর চলে গেছে ইয়োসের পুজক।'

ওরা কুঁড়ের আশ্রয়ে ফিরে আসার সময় শিবিরের মাথার উপর থেকে একজোড়া কালো চোখ ওদের প্রতিটি নড়াচড়া নিরীখ করে চলল। ওই কালো, গম্ভীর চোখজোড়া ইয়োসের পয়গম্বর সোয়ের, রানি মিনতাকাকে যে জাদু করেছে। কুঁড়ের দেয়ালের লেখাগুলো তারই কাজ। এখন নিজের অস্তিত্ব এভাবে ফাঁস করে দেওয়ায় অনুতাপ হলো তার।

মাথার উপরের পাহাড় চূড়ার ছড়ানো এক চিলতে ছায়ায় শুয়ে আছে সে। তিনদিন আগে পথের একটা ফোকরে হোঁচট খেয়ে সামনের পা ভেঙে ফেলেছে তার ঘোড়া। এক ঘণ্টার মধ্যেই নেকড়ের পাল এসে হাজির হয়েছে পঙ্গু জানোয়ারটাকে ছিঁড়ে খেতে। ওটা পা ছুঁড়ে চিৎকার করার সময়ই শরীর থেকে মাংস খুবলে গিলেছে। আগের রাতে অবশিষ্ট পানিটুকই শেষ করেছে সোয়ে। এই ভীতিকর জায়গায় আটকা পড়ে মৃত্যুর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল, তাকে আর বেশি সময় ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে, ওকে নিদারুণ পুলকিত করে উপত্যকা বরাবর ঘোড়ার খুরের এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেয়েছে সে। নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে সাথে করে ওকে নেওয়ার আবেদন জানানোর বদলে এখানে গা ঢাকা দিয়ে ওদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। দলটা দৃষ্টিসীমায় আসামাত্র ওটাকে রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর একটা ডিটাচমেন্ট হিসাবে শনাক্ত করল সে। প্রত্যেকে ভালোভাবেই সজ্জিত, দারুণ সব ঘোড়ায় চেপেছে। ওরা যে বিশেষ অভিযানে নেমেছে এটা পরিষ্কার, সম্ভবত স্বয়ং ফারাও'র নির্দেশেই। এমনও হতে পারে যে ওকে পাকড়াও করে ফের কারনাকে ফিরিয়ে নিতেই পাঠানো হয়েছে ওদের। থেবসের ভাটিতে নদীর কিনারে ম্যাগাস তাইতা ওকে দেখেছিল, এব্যাপারে সে নিশ্চিত, এও জানে, ম্যাগাস রানি মিনতাকার আস্থাভাজন। রানি সম্ভবত তাইতাকে সব বলে দিয়েছেন এবং রানির সাথে সোয়ের সম্পর্কের কথা সে জানে, এটা বুঝতে খুব বেশি কল্পনা শক্তি লাগে না। সোয়ে নিশ্চিতভাবে বৈরিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অপরাধী, ফারাও'র আদালতে রেহাই পাওয়ার কোনওই আশা নেই। এইসব কারণেই কারনাক থেকে সটকে পড়েছে সে। এখন যেখানে সে শুয়ে আছে ঠিক তার নিচেই সেনাদলের মাঝে তাইতাকে শনাক্ত করতে পেরেছে।

নদীর পাড়ে বিভিন্ন কুঁড়ের ফাঁকে ফাঁকে বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলোকে জরিপ করল সোয়ে। বেঁচে থাকা নিশ্চিত করতে কোনটা বেশি দরকার স্পষ্ট নয় ওর কাছে: একটা ঘোড়া নকি প্যাক মিউলের পিঠ থেকে সৈনিকের নামানো ফোলা পানির চামড়ার ব্যাগ। অবশেষে যখন ঘোড়াই বেছে নিল সে, কুঁড়ের বাইরে তাইতার বেঁধে রাখা মেয়ারটাকেই সন্দেহাতীতভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী ও চমৎকার ঠেকল তার। ওটার সাথে বাচ্চা থাকলেও সোয়ের প্রথম পছন্দ হবে ওটাই, যদি কাছে ঘেঁষতে পারে।

শিবিরে দারুণ কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ছে। ঘোড়াগুলোকে দানাপানি খাইয়ে দলাইমলাই করা হচ্ছে। নদীর পুকুর থেকে তামার গামলা বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, লোকেরা ব্যস্ত হাতে খাবার রান্না করছে যেসব চুলোয় সেগুলোয় পাচ্ছে। খাবার তৈরি হওয়ার পর চারটি ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে দলীয় পাত্র ঘিরে আলাদা বৃত্ত তৈরি করে বসে পড়ল সেনাদল। থিতু হওয়ার মতো সামান্য ছায়া খুঁজে নিয়ে আশ্রয় নিতে নিতে সূর্যটা মাথার বেশ উপরে উঠে এলো। গোটা শিবির জুড়ে এক ধরনের গাম্ভীর্যপূর্ণ নীরবতা নেমে এলো। সতর্কতার সাথে শান্ত্রীদের অবস্থান জরিপ করল সোয়ে। সীমানা বরাবর নিয়মিত বিরতিতে চারজন প্রহরী রয়েছে। বুঝতে পারছে, শুকনো নদীর তলদেশই তার এগিয়ে যাবার সেরা উপায়, তাই ওদিকের প্রহরীর দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিল। লোকটা বেশ অনেকটা সময় নড়াচড়া করছে না দেখে সোয়ে ধরে নিল ঝিমোচ্ছে সে। চৌহদ্দীর আরও সতর্ক প্রহরীদের চোখের আড়ালে থেকে পাহাড়ের কিনারা থেকে পিছলে নেমে এসে শিবিরের আধা লীগ নিচ দিয়ে নদীর শুকনো তলদেশ ধরে আগে বাড়ল, নিঃশব্দে এগিয়ে চলল উজানের

দিকে। শিবিরের ঠিক উল্টোদিকে আসার পর আস্তে করে নদীর কিনারার উপরে মাথা ওঠাল।

মাত্র বিশ কদম দূরে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে এক শান্ত্রী। চিবুকটা বুকের কাছে ঝুলছে, চোখবন্ধ। ফের কিনারার নিচে গা ঢাকা দিল সোয়ে। গা থেকে জোব্বা খুলে বগলদাবা করল। খাপে ভরা ড্যাগারটা গুঁজে নিল নেংটির নিচে। তারপর তীরের উপরে উঠে এলো। দৃঢ় পায়ে মেয়ারটা যে কুঁড়ের পিছনে বাঁধা ছিল সেটার দিকে এগিয়ে গেল। সামান্য নেংটি আর স্যান্ডেল পায়ে নিজেকে সৈন্যদেরই একজন হিসাবে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে স্থানীয় মিশরিয় ভাষায় জবাব দিতে পারবে; বলবে, ব্যক্তিগত কাজে নদীর ধারে গিয়েছিল। অবশ্য কেউ চ্যালেঞ্জ করতে গেল না ওকে। কুঁড়ের কোণে পৌঁছে ওটার পেছনে গা ঢাকা দিল।

খোলা দরজার ঠিক ওধারেই বাঁধা রয়েছে মেয়ারটা। দেয়ালের ছায়ায় একটা পানি ভর্তি চামড়ার ভাণ্ড রাখা। মেয়ারের পিঠে চেপে বসতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগবে না। সব সময়ই বিনা জিনে ঘোড়া হাঁকায় সে, তাই জিন, লাগাম বা রেকাবের দরকার হয় না। পা টিপে টিপে মেয়ারের কাছে চলে এলো সে, ওটার ঘাড়ে হাত বোলাল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে হাতের গন্ধ শুঁকল ঘোড়াটা। অস্থিরভাবে আড়ষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু মৃদু কণ্ঠে সোয়ে ওর সাথে কথা বলতেই ফের শান্ত হলো, ওর ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল সোয়ে। এবার চামড়ার পানির ভাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল সে। ভারি ওটা, তুলে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিল। ওটাকে বেঁধে রাখা দড়িটা খুলে নিল। পিঠে উঠতে যাবে, এমন সময় খোলা দরজা থেকে একটা কণ্ঠস্বর থামাল ওকে। 'মিথ্যা পয়গম্বর থেকে সাবধান। তোমার ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করা হয়েছে, সোয়ে।'

চমকে ঘাড়ের উপর দিয়ে তাকাল সে। দরজা পথে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাগাস। নগ্ন। আরও তরুণ কারও মতো পেশীবহুল ছিপছিপে দেহ তার; কিন্তু কুঁচকির কাছে খোঁজা করার পুরোনো দাগ রূপালি লাগছে। মাথার চুল ও দাড়ি অবিন্যস্ত। কিন্তু চোখজোড়া আরও উজ্জ্বল। সতর্ক করার সুরে কণ্ঠস্বর আরও চড়াল ও: 'আমার কাছে এসো! প্রহরী! হিলতো, হাবারি! মেরেন! এখানে, শাবাকো!' নিমেষে ডাকে সাড়া মিলল। সারা শিবিরে প্রতিধ্বনি উঠল তার।

আর দ্বিধা করল না সোয়ে। উইন্ডস্মোকের পিঠে চেপে বসেই আগে বাড়ার তাগিদ দিল ওটাকে। ওটার পথে ছুটে এলো তাইতা, হাতে তুলে নিল দড়িটা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মেয়ার, ফলে ছিটকে ওটার ঘাড়ে সরে এলো সোয়ে। 'বুড়ো গাধা, পথ ছাড়ো!' রাগের সাথে চিৎকার করে উঠল সে।

ওর কাছে ছুরি আছে। ফেনের সাবধানবাণী প্রতিধ্বনি তুলল তাইতার মাথার ভেতর। সোয়ের ডান হাতে ড্যাগারের ঝিলিক দেখতে পেল, ঘাই মারার জন্যে উইন্ডস্মোকের পিঠ থেকে সামনে ঝুঁকে পড়ল সে। আগেই ওকে সতর্ক করা না

হলে ঠিক গলায় লাগত আঘাতটা। কিন্তু বাউলি কেটে একপাশে সরে যাবার মতো যথেষ্ট সময় পেয়ে গেল ও। ওর কাঁধ ছুঁয়ে গেল ড্যাগারের ডগা। পেছনে হোঁচট খেল ও। ঘাড়ের একপাশ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। হোঁচট খেয়ে পেছনে সরে এলো ও। ওকে চাপা দেওয়ার জন্যে মেয়ারটাকে তাগিদ দিল সোয়ে। ক্ষতস্থান চেপে ধরে তীক্ষ্ণ শিস বাজাল তাইতা। ফের থমকে দাড়াল উইন্ডস্মোক। তারপর হিংস্রভাবে লাফ দিয়ে উঠল, বাষ্পের হিসিহিস তোলা মেঘে পানির পাত্রটাকে উল্টে দিল। হামাগুড়ি দিয়ে উত্তপ্ত কয়লা থেকে সরে এলো সোয়ে। কিন্তু সে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগেই দুজন দশাসই সেনা ঝাপিয়ে পড়ল ওর উপর। বালির উপর চেপে ধরল তাকে।

'মেয়ারকে শেখানো সামান্য কায়দা এটা,' শান্ত কণ্ঠে সোয়েকে বলল তাইতা। ড্যাগারটা যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে তুলে নিল ও। সোয়ের কানের ঠিক সামনে চোয়ালের নরম ত্বকে ওটার ডগা ছোঁয়াল। 'ফের মিথ্যা বলো, পাকা ডালিমের মতো মাথাটা দুমড়ে দেব।'

কুঁড়ে থেকে দিগম্বর অবস্থায় ছুটে বের হয়ে এলো মেরেন। হাতে তলোয়ার। নিমেষে অবস্থান নিল। সোয়ের ঘাড়ের পেছনে ব্রোঞ্জের ডগা ছোঁয়াল। তাইতার দিকে তাকাল তারপর। 'শুয়োরটা আপনাকে আঘাত করেছে। ওকে মেরে ফেলব, ম্যাগাস?'

'না!' বলল তাইতা। 'এটাই সোয়ে, মিথ্যা দেবী ইয়োসের মিথ্যা পয়গম্বর।'

'সেথের মিষ্টি অণ্ডকোষের দোহাই, এবার চিনতে পেরেছি ব্যাটাকে। এ লোকই নদীর ধারে দিমিতারের উপর কুনো ব্যাঙ লেলিয়ে দিয়েছিল।'

'এক ও অদ্বিতীয়,' সায় দিল তাইতা। 'ঠিক মতো বেঁধে ফেল। কাজটা শেষ হয়েছে দেখার পরেই ওর সাথে খানিকটা বাতচিত করব আমি।'

খানিক বাদে তাইতা আবার কুঁড়ে থেকে বের হয়ে এলে দেখা গেল সোয়েকে বাজারে বিক্রির শুয়োরের মতো বেঁধে কড়া রোদে ফেলে রাখা হয়েছে। কোনও লুকোনো অস্ত্র নেই নিশ্চিত হতে ওকে পুরো ন্যাংটো করে ফেলেছে ওরা। সূর্যের কড়া আঁচে এরই ভেতর লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে তার ত্বক। উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হিলতো ও শাবাকো। কুঁড়ের দেয়ালের ছায়ায় চামড়ার ফিতের গদি দেওয়া একটা টুল পেতে দিয়েছে মেরেন। সহজ ভঙ্গিতে ওটায় বসল তাইতা। অন্তর্চক্ষুর দৃষ্টিতে সময় নিয়ে সোয়েকে পরখ করল। শেষ বার যেমন দেখেছিল তারপর আর লোকটার আভায় কেনও পরিবর্তন ঘটেনি; ক্রুদ্ধ ও বিভ্রান্ত।

অবশেষে কিছু মামুলি প্রশ্ন করতে শুরু করল তাইতা, যেগুলোর জবাব আগে থেকেই জানা, যাতে সত্যি বা মিথ্যা বলার সময় সোয়ের আভার পরিবর্তন বুঝতে পারে।

'তুমি সোয়ে নামে পরিচিত?'

নীরব অবজ্ঞায় চোখ রাঙিয়ে ওর দিকে তাকাল সোয়ে। 'খোঁচা লাগাও,' শাবাকোকে নির্দেশ দিল তাইতা। 'পায়ে, তবে বেশি ভেতরে না।' সূক্ষ্ম হিসাব করে একটা ঘা দিল শাবাকো। লাফিয়ে উঠল সোয়ে, আর্তনাদ ছাড়ল, বাঁধা অবস্থায় পাক খেল একবার। রক্তের একটা ক্ষীণ ধারা দেখা দিল উরুতে।

'আবার শুরু করছি,' বলল তাইতা। 'তুমি সোয়ে?'

'হ্যাঁ,' দাঁত কিড়মিড় করে বলল সে। অবিরাম জ্বলছে তার আভা।

সত্যি, নীরবে নিশ্চিত করল তাইতা।

'তুমি মিশরিয়?'

মুখ বন্ধ রাখল সোয়ে, রাগী চেহারায় তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

শাবাকোকে হুকুম দিল তাইতা। 'অন্য পায়ে।'

'হ্যাঁ,' চট করে বলল সোয়ে। অপবির্তিত রইল আভা। সত্যি।

'রানি মিনতাকাকে দীক্ষা দিয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ।' ফের সত্যি।

'তুমি তাকে মৃত বাচ্চাদের জীবিত করে তোলার কথা দিয়েছ?'

'না,' সহসা সোয়ের আভার ভেতর একটা সবজে আলো ঠিকরে উঠল।

মিথ্যার আলামত, ভাবল তাইতা। সোয়ের এর পরের জবাব বিচার করার মানদণ্ড পেয়ে গেছে।

'আমার আতিথেয়তার ঘাটতি ক্ষমা করবে। তুমি তৃষ্ণার্ত, সোয়ে?'

শুকনো, ফাটা ঠোঁটজোড়া জিভে ভেজাল সোয়ে। 'হ্যাঁ!' বলে উঠল ফিসফিস করে। স্পষ্টতই সত্যি।

'তোমাদের কি ভদ্রতা জ্ঞান নেই, মেরেন? আমাদের সম্মানিত মেহমানের জন্যে একটু পানি নিয়ে এসো।'

দাঁত বের করে হেসে চামড়ার পানির ভাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল মেরেন। কাঠের পানপাত্র ভরে নিল। ফিরে এসে সোয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। ফাটা ঠোঁটের কাছে উপচে পড়া পাত্রটা ধরল। মুখ ভর্তি করে খেল সোয়ে। আগ্রহের আতিশয্যে কাশতে কাশতে কোনওমতে সবটুকু পানি শেষ করল। দম ফিরে পেতে তাকে খানিকটা সময় দিল তাইতা।

'তো, নিজের মালকিনের কাছে পালিয়ে যাচ্ছ তুমি?'

'না,' বিড়বিড় করে বলল সে। ওর আভার সবুজ প্রলেপ মিথ্যা ফাস করে দিল।

'ওর নাম ইয়োস?'

'হ্যাঁ।' সত্যি।

'তুমি তাকে দেবী মানো?'

'তিনিই একমাত্র দেবী। পরম প্রভু।' আবার সত্যি। বড় বেশি সত্যি।

'তার সাথে সামনাসামনি দেখা হয়েছে তোমার?'

'না!' মিথ্যা।

'সে কি তোমাকে এপর্যন্ত ওর সাথে *জিজিমা* করতে দিয়েছে?' ইচ্ছে করেই লোকটাকে উস্কে দিতে কর্কশ সেনাসুলভ বুলি ব্যবহার করল তাইতা। কথাটার আদি মানে 'দৌড়ানো', বিজয়ী সৈন্যদল পরাস্ত সেনাবাহিনীর নারীদের ধরার সময় যা করে।

'না!' হিংস্রতার সাথে ঝিকিয়ে উঠল কথাটা। সত্যি।

'তবে কি তার সমস্ত হুকুম তামিল করার পর মিশর তার হাতে তুলে দেওয়ার পর *জিজিমার* কথা দিয়েছে সে?'

'না।' মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত হলো কথাটা। মিথ্যা। আনুগত্যের বিনিময়ে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওকে ইয়োস।

'তার আস্তানা কোথায় জানো?'

'না।' মিথ্যা।

'কোনও আগ্নেয়গিরি কাছে?'

'না।' মিথ্যা।

'জলাভূমির ওধারে দক্ষিণে কোনও বিশাল হ্রদের ধারে?'

'না।' মিথ্যা।

'সে মানুষ খেকো?'

'জানি না।' মিথ্যা।

'ছোট্ট বাচ্চাদের খায়?' আবার মিথ্যা।

'সে কি জ্ঞানী ও শক্তিমান লোকজনকে প্রলুব্ধ করে নিজের আস্তানায় ডেকে নিয়ে তারপর তাদের ধ্বংস করার আগে সমস্ত জ্ঞান আর ক্ষমতা কেড়ে নেয়?'

'এসব কিছুই জানি না আমি।' বিরাট ও নিরেট মিথ্যা।

'বিশ্ববেশ্যা এ পর্যন্ত মোট কয়জন পুরুষের সাথে শুয়েছে? এক হাজার? দশ হাজার?'

'তোমার প্রশ্ন ধর্মদ্রোহমূলক। এজন্যে তোমার সাজা হবে।'

'ম্যাগাস ও মোহন্ত দিমিতারকে যেভাবে সাজা দিয়েছে? তার হয়ে তুমিই ওর উপর কুনো ব্যাঙ লেলিয়ে দিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ! ধর্মদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক ছিল সে। এই বিচারই পাওনা ছিল তার। তোমার নোংরা কথায় আর কান দিচ্ছি না। চাইলে মেরে ফেল আমাকে, কিন্তু আমি আর মুখ খুলছি না।' ওকে বেঁধে রাখা দাড়ির বাঁধন আলগা করার প্রয়াস পেল সোয়ে। কর্কশ হয়ে উঠেছে তার শ্বাসপ্রশ্বাস, চোখে বুনো দৃষ্টি। ধর্মান্ধের চোখ।

'মেরেন, আমাদের অতিথি উত্তেজনায় ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম নিতে দাও তাকে। সকালে সূর্য উষ্ণ করে তুলবে এমন একটা জায়গায় বেঁধে রাখবে ওকে। শিবিরের বাইরে নিয়ে যাবে, কিন্তু বেশি দূরে নয়, যাতে সে ফের আলাপে রাজি হলে কথা বলার সময় বা ওকে হায়েনার দল খুঁজে পাওয়ার সময় টের পাই।'

সোয়ের ঘাড়ে ভালো করে দাড়ি পেঁচিয়ে টেনে দূরে নিয়ে যেতে শুরু করল মেরেন। থেমে তাইতার দিকে তাকাল একবার। 'ওকে দিয়ে আর কাজ নেই, আপনি নিশ্চিত, ম্যাগাস? আমাদের কিছুই বলেনি কিন্তু।'

'সবই বলেছে,' বলল তাইতা। 'আত্মা উন্মুক্ত করে দিয়েছে।'

'ওর পা ধারো,' শাবাকো ও তোনকাকে বলল মেরেন। ধরাধরি করে সোয়েকে দূরে নিয়ে গেল ওরা। পেরেক দিয়ে তপ্ত মাটিতে বেঁধে রাখার আওয়াজ পেল তাইতা। বিকেলের মাঝামাঝি আবার তার সাথে কথা বলতে গেল মেরেন। রোদে পেট আর কুঁচকিতে ফোঁসকা পড়েছে; গালের রঙ লাল, ফুলে উঠেছে।

'মহান ম্যাগাস আলাপ চালু করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তোমাকে,' বলল মেরেন। ওকে থুতু মারার চেষ্টা করল সোয়ে, কিন্তু মুখে লালা এলো না। পিঙ্গল জিভ মুখটাকে ভরে রেখেছে। সামনের দাঁতের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে আছে ডগাটা।

সূর্যাস্তের খানিক আগে হায়েনার দল দেখা পেল তার। ওগুলোর বিকৃত গর্জন ও হাসির শব্দে এমনকি পোড়খাওয়া পুরোনো বীর মেরেন পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

'ওকে ভেতরে নিয়ে আসব, ম্যাগাস?' জানতে চাইল সে।

মাথা নাড়ল তাইতা। 'থাক। কোথায় ডাইনীর খোঁজ করতে হবে বলে দিয়েছে সে।'

'হায়েনার দল মরণটাকে নিষ্ঠুর করে তুলবে, ম্যাগাস।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল তাইতা। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কুনো ব্যাঙগুলো দিমিতারের মরণকেও একই রকম নিষ্ঠুর করে দিয়েছিল। ডাইনীর চ্যালা সে। সাম্রাজ্য জুড়ে বিদ্রোহে উস্কানি দিয়ে বেড়াচ্ছে। তার মারা যাওয়াই উচিত। তবে এভাবে নয়। এই ধরনের নিষ্ঠুরতা আমাদের বিবেকের দংশনে জর্জরিত করবে। আমাদেরও অমানুষের কাতারে নামিয়ে দেবে। যাও, ওর গলাটা দুফাঁক করে দাও।'

উঠে দাঁড়াল মেরেন। তলোয়ার বের করে একুট থেমে কান খাড়া করল। 'একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। চুপ মেরে গেছে হায়েনার দল।'

'জলদি, মেরেন। যাও, দেখ কী হচ্ছে।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নির্দেশ দিল তাইতা।

ঘনায়মান অন্ধকারে ছুটে বেরিয়ে গেল মেরেন। কয়েক মুহূর্ত বাদে পাহাড় থেকে ওর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শোনা গেল; বুনো চিৎকার ছাড়ছে। লাফিয়ে উঠল তাইতা, দৌড়ে গেল ওর কাছে। 'মেরেন, কোথায় তুমি?'

'এখানে, ম্যাগাস।'

সোয়েকে যেখানে গেঁথে রেখেছিল ওরা, সেখানেই মেরেনকে পেল তাইতা, কিন্তু গায়েব হয়ে গেছে লোকটা। 'কী হয়েছে, মেরেন? কী দেখছ?'

'ডাকিনীবিদ্যা!' তোতলাতে তোতলাতে বলল মেরেন। 'দেখলাম–' থেমে গেল ও, কী দেখেছে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না।

'ব্যাপারটা কী?' তাগিদ দিল তাইতা। 'জলদি বলো।'

'ঘোড়ার মতো বিশাল এক হায়েনা, ওটার পিঠে বসে আছে সোয়ে। নিশ্চয়ই তার পরিচিত হবে। ছুটে পহাড়ে চলে গেছে ওটা, সাথে করে নিয়ে গেছে ওকে। ওদের পিছু ধাওয়া করব?'

'ধরতে পারবে না,' বলল তাইতা। 'বরং মারাত্মক বিপদে ফেলে দেবে নিজেকে। যতটা ভেবেছিলাম, সোয়েকে উদ্ধার করতে ইয়োস তারচেয়ে বেশি ক্ষমতা রাখে। এযাত্রা যেতে দাও ওকে। অন্য কোনও সময়, ভিন্ন কোথাও ওর সাথে ফয়সালা করব আমরা।'

রাতের পর রাত, সপ্তাহর পর কষ্টকর সপ্তাহ, এবং মাসের পর ক্লান্তির মাস এগিয়ে চলল ওরা। তপ্ত শুকনো হাওয়ায় তাইতার কাঁধের ছুরির ক্ষতচিহ্ন স্পষ্টতই সেরে গেছে, তবে ঘোড়াগুলো শুকিয়ে গেছে, চলতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে; দ্বিতীয় জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছানোর ঢের আগেই নেতিয়ে পড়েছে লোকজন। নীলের জলে নতুন প্লাবনের জন্যে তাইতা ও লস্ত্রিস এক মৌসুম অপেক্ষা করেছিল এখানে, তাতে নৌবহরের জলপ্রপাতের চূড়ায় ওঠার জন্যে পর্যাপ্ত গভীরতা নিশ্চিত হতো। ওদের নির্মিত বসতির দিকে তাকাল তাইতা: সেই একই দেয়াল এখনও খাড়া রয়েছে–লস্ত্রিসের আশ্রয় হিসাবে ওর বানানো রাজ প্রাসাদের আনাড়ী দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ। ওই জমিতেই ধুরা শস্য রোপন করেছিল ওরা, এখনও কাঠের লাঙ্গলের কর্ষণের দাগ দেখা যায়। গাছপালার ওই সারি থেকে কাঠ যোগাড় করে রথ নির্মাণ ও গালির গলুই মেরামতের কাছ করেছে। গাছপালা এখনও বেঁচে আছে; মাটির অনেক গভীরে পুকুর ও ঝর্নায় ছড়িয়ে পড়া শেকড়ের সুবাদে টিকে আছে। কামারদের বানানো সেই হাপরটাও রয়েছে ওখানে।

'ম্যাগাস, জলপ্রপাতের নিচের পুকুরটা দেখুন!' ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল মেরেন। ওর উত্তেজিত চিৎকার তাইতার স্মৃতিচারণে বাদ সাধল। মেরেনের ইঙ্গিত মোতাবেক তাকাল ও। এটা কি ভোরের প্রথম আলোর কারসাজি? ভাবল ও।

'পানির রঙটা দেখুন! এখন আর রক্ত-লাল নেই। পুকুরের পানি সবুজ–মিষ্টি তরমুজের মতো সবুজ।'

'ডাইনীর আরেকটা কারসাজি হতে পারে ওটা,' নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না তাইতা। কিন্তু এরই মধ্যে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে মেরেন। রেকাবের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছে, চিৎকার করছে। ওর লোকেরা অনুসরণ করছে ওকে। পুকুরের তীর ধরে আরও সম্মানজনক গতি বজায় রাখল তাইতা ও উইন্ডস্মোক। পুকুরের তীরে মানুষ, ঘোড়া, খচ্চর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে এখন। নিচু হয়ে আছে পশুগুলোর মাথা, কৃষকদের ওয়াটারহুইল *শাদুফের* মতো সবুজ

পানি টেনে নিচ্ছে ওরা, আঁজলা ভরে পানি তুলে মুখে ঢালছে লোকেরা, গলা ভেজাচ্ছে।

সন্দিহান ভঙ্গিতে পানি শুঁকল উইন্ডস্মোক, তারপর খেতে শুরু করল। জিনের পেটি ঢিল করে ওর পেট প্রসারিত হওয়ার সুযোগ করে দিল তাইতা। শুয়োরের ব্লাডারের মতো চোখের সামনে ফুলে উঠল সে। ওকে পানি খেতে ছেড়ে দিল ও। পুকুরের পানি ভেঙে আগে বেড়ে বসে পড়ল। পড়ন্ত জল ওর চিবুক স্পর্শ করছে; চোখ বন্ধ করল ও। মুখে পরমানন্দের হাসি।

'ম্যাগাস!' নদীর কিনার থেকে ওকে ডাকল মেরেন। 'এটা আপনার কেরামতি। আমি নিশ্চিত। নদীটাকে বিশ্রী রোগ থেকে সারিয়ে তুলেছেন। ঠিক বলেছি না?'

ওর উপর মেরেনের বিশ্বাস সীমাহীন, মন ছুঁয়ে যায়। ওকে হতাশ করা ঠিক হবে না। চোখ খুলল তাইতা, অন্তত শখানেক লোক ওর জবাবের অপেক্ষায় তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর উপর ওদের আস্থা গড়ে তোলাটাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মেরেনের দিকে তাকিয়ে হাসল ও, তারপর হেঁয়ালির ভঙ্গিতে ডান চোখ টিপল। হতবাক দেখাল মেরেনকে, পরমুহূর্তে খুশিতে চিৎকার করে উঠল লোকজন। পুকুরে নেমে জল ভেঙে আগে বাড়ল ওরা, পরস্পরের দিকে পানি ছিটাতে লাগল। তারপর একে অন্যের মাথা চেপে ধরল পানির নিচে। ওদের ফুর্তি করতে দিয়ে তীরে উঠে এলো তাইতা। এরই মধ্যে পানি আর বাচ্চায় এমন ফুলে গেছে যে না হেঁটে বরং জল ভেঙে আগে বাড়ল উইন্ডস্মোক। ওকে টলটলে শাদা নদীতে নিয়ে এলো ও, তারপর বসে পড়ল। ওটার দিকে তাকিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন ও ওর ওপর মেরেনের কৃতিত্ব চাপিয়ে দেওয়া নদীর অলৌকিক পরিষ্কার জল নিয়ে ভাবল।

পানির দূষণ এরপর আর ছড়ায়নি, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও। এখান থেকে দক্ষিণে নদীর জল একেবারে পরিষ্কার। ক্ষীণতোয়া, মরা; তবে টলটলে।

সেদিন সকালে বনের ছায়ায় তাঁবু খাটাল ওরা।

'ম্যাগাস, ঘোড়াগুলো সামলে ওঠা পর্যন্ত এখানেই থাকার পরিকল্পনা করছি আমি। এখুনি রওনা দিলে ওদের হারাতে হবে।' বলল মেরেন।

মাথা দোলাল তাইতা। 'বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ,' বলল ও। 'জায়গাটা ভালো করেই চিনি। মহান যাত্রার সময় পুরো একটা মৌসুম ছিলাম এখানে। এখানকার জঙ্গলে গাছপালা আছে যেগুলোর পাতা ঘোড়া খেতে পারবে। দারুণ পুষ্টিকর, কয়েক দিনের মধ্যেই চর্বিদার, তরতাজা করে তুলবে ওদের।' তাছাড়া, উইন্ডস্মোকও অল্পদিনের ভেতরই বাচ্চা দেবে, মরুভূমির চেয়ে এখানেই ওটার বাঁচার সম্ভাবনা বেশি থাকবে, ভাবল তাইতা, কিন্তু মুখে বলল না।

প্রাণবন্তভাবে কথা বলছে মেরেন। 'পুকুরের কাছে অরিক্সের পায়ের ছাপ দেখেছি। লোকেরা খুশিমনে শিকার করতে পারবে, ভালো মাংস পেয়ে শোকর

করবে। আমরা আবার রওয়ানা দেওয়ার সময় অবশিষ্টগুলোকে শুকিয়ে, সেদ্ধ করে সাথে নিতে পারব।'

উঠে দাঁড়াল তাইতা। 'যাই, আমাদের পশুর জন্যে বিচালীর খোঁজ করি।'

'আমিও যাচ্ছি আপনার সাথে। এই ক্ষুদে স্বর্গটা আরেকটু ভালো করে দেখব।' গাছপালার ভেতর একসাথে ঘুরে বেড়াতে লাগল ওরা, খাবার উপযোগি গুল্ম ও লতা চিনিয়ে দিল ওকে তাইতা। মরুভূমির সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে ওগুলো, খরা পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিয়েছে। লম্বা লম্বা গাছের ছায়ায় তরতর করে বেড়ে উঠছে ওরা। দুহাত বোঝাই করে শিবিরে ফিরল ওরা।

উইন্ডস্মোককে বুনো ফসলের নমুনা খেতে দিল তাইতা। খানিক চিন্তাভাবনা করে আলতো করে একটায় কামড় বসাল সে; তারপর আরও খাবে বলে নাক বাড়িয়ে দিল। একটা বিরাট সংগ্রাহক দল গঠন করে ওদের বনে নিয়ে এলো ও; খাবার উপযোগি গাছপালা চিনিয়ে দেবে যাতে ওগুলো তুলতে পারে। দ্বিতীয় আরেকটা দল নিয়ে গেল মেরেন। শিকারের খোঁজে বনের সীমানায় সন্ধান চালাল ওরা। কুঠারের আওয়াজে বিরক্ত হয়ে দুটো বিরাট অ্যান্টিলোপ শিকারীদের তীরের সহজ নিশানায় চলে এলো।

ছাল খসাতে উষ্ণ লাশ শিবিরে নিয়ে আসা হলে সাবধানে পরখ করল তাইতা। মদ্দা অ্যান্টিলোপটার শিং বেশ মজবুত, গাঢ় অসাধারণ রঙিন নকশাদার চামড়া। মাদীটা শিঙহীন, শরীরের গড়ন বেশ জটিল, পশম বাদামী, কোমল। 'জানোয়ারগুলো চিনেছি,' বলল ও। 'কোণঠাসা হলে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে মদ্দাগুলো। যাত্রার সময় আমাদের এক শিকারী একটা বিরাট মদ্দার ঘাই খেয়েছিল। ওর কুঁচকির রক্তবাহী শিরা কেটে ফেলে ওটা, ওর সাথীরা আমাকে ডেকে পাঠানোর আগেই রক্ত ক্ষরণে বেচারা মারা যায়। মাংস, বিশেষ করে বৃক্ক আর কলিজা, অবশ্য খাসা।'

পুকুর ধারে শিবির করার সময় লোকজনকে নৈমিত্তিক কাজের ধারায় ফিরে যাবার সুযোগ দিল মেরেন। ঘোড়াকে দানাপানি খাওয়ানোর পর ঘোড়া আর নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করতে জঙ্গলের ভেতর মজবুত ও অনায়াস সুরক্ষিত দুর্গ বানানোর কাজে লাগিয়ে দিল ওদের। সেদিন সন্ধ্যায় কয়লার আগুনে সেঁকা ধুরা আটার রুটি দিয়ে আগুনে ঝলসানো অ্যান্টিলোপের মাংস, বুনো পুদিনা পাতা ও তাইতার বাছাই করা গুল্ম দিয়ে ভোজ পর্ব সারল ওরা। নিজের মাদুরে শোয়ার আগে আকাশ নিরীখ করতে জল ভেঙে পুকুরে নেমে এলো তাইতা। লস্ত্রিসের তারার শেষ আভাটুকুও মিলিয়ে গেছে, তবে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য মহাজাগতিক ব্যাপার রয়েছে। খানিকটা সময় ধ্যানমগ্ন রইল ও, কিন্তু কোনও মনস্তাত্ত্বিক উপস্থিতি টের পেল না। সোয়ে কেটে পড়ার পর ডাইনীর সাথে যেন ওর সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে।

শিবিরে ফিরে এলো ও, কেবল শাস্ত্রীকেই জাগ্রত অবস্থায় পেল। ঘুমন্তদের বিরক্তির উদ্রেক না করতে ফিসফিস করে ওদের নিরাপদ প্রতিরক্ষার জন্যে প্রার্থনা করল ও, তারপর মাদুরের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

সকালে মুখে নাকের স্পর্শ দিয়ে ওকে জাগাল উইন্ডস্মোক। নিদ্রালু চোখে ওটার মুখ সরিয়ে দিল ও। কিন্তু ঘোড়াটা নাছোড়বান্দা। উঠে বসল ও। 'ব্যাপারটা কী, প্রিয়া আমার? কী হয়েছে?' পেছনের পা দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করল ওটা; মৃদু কণ্ঠে গুঙিয়ে উঠল। সতর্ক হয়ে উঠল তাইতা। চট করে উঠে ওটার মাথা ও ঘাড়ে, তারপর শরীরের পাশে হাত বোলাল। ফোলা পেটের গভীরে জরায়ুর ভেতর জোরাল খিঁচুনি টের পেল। আবার গুঙিয়ে উঠল ঘোড়াটা. পেছনের পাদুটো মেলে দিল। লেজ উপরে তুলে পেশাব করে দিল। এবার শরীরের পাশে নাক ঘঁষল সে। এক হাতে ওটার ঘাড় জড়িয়ে ধরে ওকে সীমানার শেষ প্রান্তে নিয়ে এলো তাইতা। ওকে শান্ত রাখার গুরুত্ব জানা আছে। বিরক্ত বা সতর্ক হয়ে উঠলে খিঁচুনি বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাতে বাচ্চার প্রসব বিঘ্নিত হবে। চাঁদের আলোয় ঘোড়ার উপর নজর রাখতে বসে পড়ল ও। অস্থিরভাবে হ্রেষারব ছাড়ছে ওটা, নড়াচড়া করছে। এবার শুয়ে পড়ল ওটা, চিৎ হয়ে গেল।

'দারুণ চালাক মেয়ে,' ওকে উৎসাহ যোগাল তাইতা। প্রসব করানোর জন্যে সহজাত প্রবৃত্তির বশেই বাচ্চাটার অবস্থান ঠিক করে নিচ্ছে। আবার উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল ওটা। তারপর পেট ফুলে উঠল ওটার, পানি ভেঙে গেল। তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়া ঘাসের উপর লাথি হাঁকাল সে। পাক খেতে লাগল। এখন ওর দিকে মুখ করে আছে লেজটা। লেজের নিচে অস্পষ্ট জন্ম থলেটাকে আবির্ভূত হতে দেখল ও। আবার দুলে উঠল ঘোড়াটা, নিয়মিত ও জোরাল খিঁচুনি হচ্ছে। পাতলা ঝিল্লির ভেতর এক জোড়া পায়ের আউটলাইন চিনতে পারছে তাইতা, প্রতিটি খিঁচুনির সাথে খুরের পশম বের হয়ে আসছে। অবশেষে ওকে স্বস্তিতে ভাসিয়ে ছোট একটা কালো নাক দেখা গেল। ওকে আর ব্রিচ ডেলিভারির জন্যে তলব করা হবে না।

'বাক-হার!' ওর তারিফ করল তাইতা। 'বেড়ে দেখিয়েছ, প্রিয়া আমার।' ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে কষ্ট করে দমন করল। একাই ভালো কাজ দেখাচ্ছে সে। খিঁচুনি জোরাল, নিয়মিত।

বাচ্চাটার মাথা বের হয়ে এলো। 'মায়ের মতোই ধূসর,' খুশিতে ফিসফিস করে বলল ও। তারপর সহসা পুরো থলে এবং ওটার ভেতরের বাচ্চাটা সবেগে বের হয়ে এলো। ওটা জমিন স্পর্শ করতেই নাড়ী আলগা হয়ে মুক্ত হয়ে গেল থলেটা। বিস্ময়ে হতবাক তাইতা। ওর দেখা হাজার হাজার ঘোড়ার বাচ্চার জন্মের ভেতর এটাই দ্রুততম। ইতিমধ্যে ঝিল্লি থেকে বের হতে যুদ্ধ শুরু করেছে বাচ্চাটা।

'ঘূর্ণী হাওয়ার মতোই ক্ষিপ্র,' হেসে বলল তাইতা। 'এটাই হবে ওর নাম।' আগ্রহের সাথে সদ্যজাত বাচ্চাটাকে যুঝতে দেখল উইন্ডস্মোক। অবশেষে ঝিল্লি

ছিঁড়ে গেল, তারপর কোল্টটা–ওটা কোল্টই–সোজা হয়ে দাঁড়াল, মাতালের মতো এপাশ-ওপাশ দোল খাচ্ছে। পরিশ্রম করার পর রীতিমতো হাঁপাচ্ছে এখন। দ্রুত ওঠানামা করছে ওটার রূপালি শরীরের দুপাশ।

'দারুণ!' মৃদু কণ্ঠে বলল তাইত। বাচ্চাকে মাতৃসুলভ আদরে চেটে দিল উইন্ডস্মোক, স্বাগত জানাল ওকে, তাতে ওটার প্রায় উল্টে পড়ার দশা হলো। টলমল পায়ে নিজেকে স্থির করল ওটা। তারপর ঝটপট কাজে লাগল: জিভের দীর্ঘ দৃঢ় আঁচড়ে অ্যামিওটিক তরল মুছে তারপর সহজে নাগাল পাওয়ার মতো জায়গায় ফোলা ওলান স্থাপন করল। এরইমধ্যে দুধ চুঁইয়ে পড়তে শুরু করেছে ওটার মোম লাগানো বাঁট থেকে। মাথা দিয়ে ওখানে ধাক্কা দিল কোল্টটা, তারপর জোঁকের মতো একটা ওলান কামড়ে ধরল। হিংস্র ভঙ্গিতে চুষতে শুরু করল। সরে গেল তাইতা। ওর উপস্থিতির আর প্রয়োজন বা কাঙ্ক্ষিত নয়।

ভোরে সেনাদল মা আর বাচ্চাটার তারিফ করল। প্রত্যেকেই ঘোড়ার সমঝদার, তাই ভীড় বাড়াতে গেল না; যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পরস্পরকে সদ্যজাত বাচ্চার চমৎকার গড়নের মাথা ও দীর্ঘ পিঠ দেখাতে লাগল।

'দারুণ গভীর সিনা,' বলল শাবাকো। 'টিকে থাকার মতো। সারাদিন দৌড়াতে পারবে।'

'সামনের পাজোড়া চ্যাপ্টা বা কবুতরের পায়ের মতো নয়। দ্রুত ছুটতে পারবে,' বলল হিলতো।

'পেছনের পাজোড়া চমৎকারভাবে ভারসাম্যপূর্ণ, কাস্তে বা হিপ-শট কোনওটাই নয়। হ্যাঁ, বাতাসের মতোই ক্ষিপ্র,' বলল তোনকা।

'কী নাম রাখবেন ওটার, ম্যাগাস?' জানতে চাইল মেরেন।

'ওয়ার্লউইন্ড।'

'হ্যাঁ,' সাথে সাথে একমত হলো ওরা। 'দারুণ মানানসই নাম।'

দশদিনের ভেতর মাকে ঘিরে ঘাস খেতে লেগে গেল ওয়ার্লউইন্ড। যখনই খিদে মেটার মতো দ্রুত ওলানে দুধ পাঠাচ্ছে না, তীব্রভাবে মাথা দিয়ে গুঁতো মারছে।

'লোভী পিচ্চি,' মন্তব্য করল তাইতা। 'আমরা পথে নামতে নামতে অনুসরণ করার মতো যথেষ্ট শীক্তশালী হয়ে উঠবে ওটা।'

আবার দক্ষিণের পথ ধরার আগে পূর্নিমার চাঁদ ওঠার জন্যে আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করল মেরেন। কলাম বরাবর এগোনোর সময় সব কটা খচ্চরের পিঠে বাঁধা পানির পাত্র ও চুনা পাথরের পাউডারের থলে পরখ করছে তাইতা, লক্ষ করল মেরেন। দ্রুত ব্যাখ্যা করল ও, 'আমি নিশ্চিত ওগুলোর আর দরকার হবে না, কিন্তু...', কৈফিয়ত খুঁজে বেড়াতে লাগল সে।

তাইতা নিজেই দিল জবাবটা। 'ফেলে যাওয়ার মতো তুচ্ছ জিনিস নয় ওগুলো। কেবুইতে বিক্রি করা যাবে।'

'ঠিক একথাটাই ছিল আমার মাথায়,' স্বস্তি পেল মেরেন। 'এক মুহূর্তের জন্যেও আপনার জাদুমন্ত্রের ক্ষমতায় সন্দেহ জাগেনি আমার। আমি নিশ্চিত, এখন থেকে সামনে কেবল মিষ্টি পানিই মিলবে।'

তাই প্রমাণিত হলো। ওরা এরপর যে পুকুরের কাছে পৌঁছাল সেটার পানি সবুজ, মাগুর মাছের ছড়াছড়ি সেখানে, ওগুলোর মুখের চাপাশে দীর্ঘ কাটা। শুকিয়ে আসা পুকুর নিবিড় ঝাঁকে পরিণত করেছে ওদের। ঝটপট বর্শা ছুঁড়ে মারা হলো ওদের। ওগুলোর চর্বিদার মাংস উজ্জ্বল হলুদ। খাসা খাবার হলো ওগুলো। লোকজনের মাঝে তাইতার খ্যাতি মর্মর পাথরে সোনার হরফে খোদাই হয়ে গেছে। চার ক্যাপ্টেন ও তাদের সেনাদল দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ওর সাথে যেতে তৈরি এখন, ঠিক একাজ করারই নির্দেশ দিয়েছেন ফারাও।

ঘোড়ার খড়ের সরবরাহের পরিমাণ সবসময়ই প্রয়োজনের চেয়ে কম, কিন্তুএই পথে আগেও গেছে যাওয়ার সময় আশপাশের এলাকায় ঢুঁড়ে বেরিয়েছে তাইতা। নদীর কাছ থেকে ঘুর পথে ওদের একটা গোপন উপত্যকায় নিয়ে গেল ও, এখানে খাট শক্ত ধরনের মরুভূমির গুল্ম রয়েছে, দেখে মনে হবে মরে শুকিয়ে গেছে, কিন্তু প্রতিটি গাছের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে একটা করে জল ও পুষ্টি ভরা বিরাট কন্দ। কঠিন সময়ে অরিক্সের মূল খাবার ছিল–খুরের ঘায়ে খুঁড়ে তোলে ওরা এগুলো। সৈনিকরা বড় বড় টুকরো করল ওগুলোকে। প্রথমে স্পর্শও করতে চাইল না ঘোড়ার দল, কিন্তু ক্ষুধা অচিরেই অনীহাকে জয় করে নিল। পানির পাত্র আর চুনা পাথরের ব্যাগ সরিয়ে তার জায়গায় কন্দগুলো নিল লোকেরা।

পরের মাসগুলোতে চলার গতি বজায় রাখল ওরা। কিন্তু ঘোড়াগুলো দুর্বল হয়ে আসায় পিছিয়ে পড়তে লাগল। সেগুলো লুটিয়ে পড়লে সৈনিকরা দুই কানের মাঝখান দিয়ে খুলির গভীরে তলোয়ার চালিয়ে ব্যবস্থা করল। চামড়া শুকোতে রোদে ফেলে রাখল ওরা। শেষ বাধা শাবলুকা গোর্জ মোকাবিলা করার আগে মোট বিশটা ঘোড়া প্রাণ হারাল–সংকীর্ণ একটা ফোকরের ভেতর দিয়ে প্রবল বেগে ধেয়ে গেছে নীল।

গোর্জের উপরে বিস্তৃত নীল নদ, প্রায় মাইলটাক প্রশস্ত। তবে গ্যাপের ভেতরে ওটা খাড়া পাথুরে কিনারা থেকে আরেক কিনারা পর্যন্ত সাকুল্যে শখানেক গজে সীমিত। ওরা যখন ওটার ঠিক নিচে তাঁবু ফেলল, কারনাক ছেড়ে আসার পর এই প্রথমবারের মতো প্রবাহমান পানির দেখা পেল। পাথুরে গ্যাটের ভেতর থেকে বের হয়ে এসেছে ক্ষীণ একটা পানির ধারা, নিচের পুকুরে জমা হচ্ছে। অবশ্য, মাইল খানেক দূরে যাবার আগেই আবার বালিতে শুষে নিয়েছে, ওদের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

গোর্জের ঠোঁটের কিনারা বরাবর একটা বুনো ছাগল চলাচলের পথ ধরে শাবলুকো রিজে উঠে এলো ওরা। চূড়া থেকে সমতল ভূমির উপর দিয়ে দূরের নিচু নীল পাহাড়ের রেখার দিকে তাকাল। 'কেরেন পাহাড়,' বলল তাইতা। 'দুই নীলের পাহারাদার। কেবুই এখন মাত্র পঞ্চাশ লীগ সামনে।'

তীরে পামগাছের সারিতে নদীর সীমানা চিহ্নিত। পশ্চিমের তীর ধরে পাহাড়ের দিকে এগোল ওরা। যতই কেবুইয়ের কাছাকাছি হচ্ছে নদীর ধারাও তত প্রবল হয়ে উঠছে। সেই সাথে প্রফুল্ল হয়ে উঠছে ওদের মন। মাত্র এক দিনেই যাত্রার বাকি অংশ শেষ করল ওরা। অবশেষে নীলের সঙ্গমে পৌঁছুল।

মিশরিয় সাম্রাজ্যের দূরতম সীমায় কেবুই একটা চৌকি। ছোট দুর্গে নোমের গভর্নর ও সীমান্ত রক্ষীদের আবাস। দক্ষিণ তীর বরাবর বিস্তৃত শহরটা। বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল এটা, কিন্তু এতদূর থেকেও অনেকগুলো দালানকোঠার ধ্বসে পড়া দেখতে পেল ওরা, পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। নীলের ব্যর্থতার কারণে মিশর মায়ের সাথে উত্তরের সমস্ত ব্যবসা রুদ্ধ হয়ে গেছে। অল্প লোকই তাইতা, মেরেন ও অন্য যারা নীলের যেপথে এসেছে সেপথে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছে।

'পানির এই ধারা আসছে ইথিওপিয়ার উঁচু ভূমি থেকে।' প্রশস্ত পুবের নদীর ধারার দিকে ইঙ্গিত করল তাইতা। জল বইছে, অপর পাড়ে *শাদুফের* চাকা ঘুরে ঘুরে সেঁচের নালায় পানি ঢেলে দেওয়া দেখতে পেল ওরা। ধুরা শস্যের প্রশস্ত ক্ষেত ঘিরে রেখেছে শহরকে।

'এখানে ঘোড়ার দলকে মোটাতাজা করে তোলার মতো শস্যের ভালো সরবরাহের আশা করেছিলাম,' খুশি মনে বলল মেরেন।

'হ্যাঁ,' সায় দিল তাইতা। 'ওরা পুরোপুরি সেরে ওঠার আগ পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম নিতে হবে।' উইন্ডস্মোকের ঘাড়ে হাত বোলাল ও। দুঃখজনকভাবে কাহিল অবস্থা হয়ে গেছে ওটা। পাঁজরের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, ম্লান হয়ে গেছে গায়ের চামড়া। এমনকি তাইতা ধুরা শস্যের ওর ভাগ খেকে খেতে দিলেও পেটের বাচ্চা ও যাত্রার খাটুনি অবস্থা কাহিল করে দিয়েছে ওকে।

নদীর পুব শাখার দিকে মনোযোগ দিল তাইতা। 'রানি লস্ত্রিস ওই পথে যাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছিল,' বলল ও। 'গালি নিয়ে আরেকটা খাড়া গোর্জের মুখ পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম আমরা, ওটা পার হতে পারেনি ওগুলো; আমরা তখন নোঙর ফেলে রথ আর ওয়্যাগনে চেপে আগে বেড়েছি। পাহাড়ে যাবার পর রানি ও আমি ফারাও মেমোজের সমাধিস্থল নির্বাচন করি। আমি নকশা করেছিলাম; বুদ্ধি খাটিয়ে লুকিয়ে রেখেছি। ওটা যে কোনওদিনই আবিস্কৃত হয়নি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এবার হবে।' এক মুহূর্তের জন্যে সন্তুষ্টির সাথে নিজের সাফল্যের কথা ভাবল ও। তারপর ফের খেই ধরল, 'ইথিওপিওদের চমৎকার ঘোড়া আছে, তবে ওরা যোদ্ধা এবং হিংস্রভাবে পাহাড়ী দুর্গ রক্ষা করে। ওদের পরাস্ত করে আমাদের সাম্রাজ্যের অধীনে আনার জন্যে পাঠানো দুদুটি সেনাদলকে হটিয়ে দিয়েছে ওরা। আমার ভয় হচ্ছে

যে, তৃতীয় চেষ্টা আর হবে না।' ঘুরে সরাসরি নদীর দক্ষিণ শাখার দিকে ইঙ্গিত করল ও। পুবের শাখার চেয়ে প্রশস্ত ওটা। তবে শুকনো, এমনকি ওটার তলদেশ দিয়ে ক্ষীণ কোনও ধারাও বইছে না। 'ওই পথেই যেতে হবে আমাদের। অল্প কয়েক লীগ এগোনোর পর জলাভূমিতে প্রবেশ করেছে নদী, কোনও চিহ্ন না রেখে এরই মধ্যে গোটা সেনাবাহিনীকে গ্রাস করে নিয়েছে ওটা। অবশ্য, ভাগ্য ভালো হলে বেশ শুকনো অবস্থায়ই পাব ওটাকে। সম্ভবত ওটার ভেতর দিয়ে যাবার মতো অন্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ পথের দেখা পাব আমরা। পথ দেখানোর জন্যে রাজকীয় বাজপাখীর সীলমোহর সঠিক ব্যবহার করে গভর্নরদের কাছ থেকে দেশি প্রহরী নিতে পারব। এসো, নদী পেরিয়ে কেবুইতে যাই।'

খরার সাত বছর ধরে এই চৌকিতে আটকে আছেন গভর্নর। তাঁর নাম নারা। জলাভূমির জ্বরে বারবার আক্রান্ত হয়ে এখন রীতিমতো কুঁজো ও হলদে হয়ে গেছেন। তবে তাঁর সেনাছাউনী অনেকটা ভালো অবস্থায় রয়েছে। ধুরা খেয়ে বেঁচেবর্তে আছে। ওদের ঘোড়াগুলোও বেশ তরতাজা। মেরেন রাজকীয় সীলমোহর দেখিয়ে তাইতার পরিচয় জানানোর পর প্রবল হয়ে উঠল নারার আতিথেয়তা। পথ দেখিয়ে তাইতা ও মেরেনকে দুর্গের অতিথি ভবনে নিয়ে গেলেন তিনি, সেরা কামরা বরাদ্দ করলেন, নিজস্ব রাঁধুনীকে ওদের খাবার তৈরির নির্দেশ দিলেন। তারপর অস্ত্রাগারের দরজা খুলে দিলেন, যাতে লোকজনকে সজ্জিত করে তুলতে পারে ওরা।

'ঘোড়ার আস্তাবল থেকে পছন্দসই ঘোড়া বেছে নিন। আপনাদের কী পরিমাণ ধুরা ও খড়ের প্রয়োজন আমার কোয়ার্টার মাস্টারকে বলবেন। কার্পণ্যের কোনও দরকার নেই। আমাদের ভালোই রসদ জমা আছে।'

মেরেন যখন নতুন কোয়ার্টারে লোকজনেকে দেখতে গেল, সবাইকে সন্তুষ্ট দেখল ও। 'এখানকার রেশন অসাধারণ। শহরে বেশি মেয়েলোক নেই, তবে অল্প কয়েক জন যারা আছে তারা সবাই বন্ধুসুলভ। ঘোড়া আর খচ্চরের দল ধুরা ও সবুজ ঘাস খেয়ে পেট ভরে নিচ্ছে। কারও কোনও অভিযোগ নেই,' জানাল হিলতো।

দীর্ঘ নির্বাসনের পর গভর্নর নারা সভ্য জগতের খবরাখবর পেতে উদগ্রীব ছিলেন। সংস্কৃত লোকদের সংস্পর্শ পেতেও ছিলেন লালায়িত। বিশেষ করে তাইতার প্রাজ্ঞ বয়ান তাকে মুগ্ধ করে দিল। বেশির ভাগ সন্ধ্যায় একসাথে খাবেন বলে মেরেন ও ওকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তিনি। তাইতা যখন ওকে জানাল যে ওদের উদ্দেশ্য জলাভূমি হয়ে দক্ষিণে যাওয়া, নারাকে গম্ভীর দেখাল।

'জলাভূমির ওধারের দেশ থেকে কেউ কোনওদিন ফিরে আসেনি। আমি বিশ্বাস করি, দুনিয়ার শেষ প্রান্তে চলে গেছে ওই পথ। ওখানে যারা যায়, কিনারার উপর দিয়ে খাদে পড়ে যায়।'

পরক্ষণেই আরও আশাবাদী সুর ধরলেন তিনি: এই লোকগুলোর কাছে রাজকীয় বাজপাখীর সীলমোহর রয়েছে, তাঁর উচিত ওদের দায়িত্ব সম্পর্কে উৎসাহিত করা। 'অবশ্যই পৃথিবীর শেষপ্রান্তে কেন আপনারাই প্রথমবারের মতো গিয়ে হাজির হয়ে নিরাপদে ফিরে আসতে পারবেন না তার কোনও কারণ নেই। আপনার লোকেরা কঠিন, আপনার সাথে ম্যাগাস রয়েছেন।' তাইতার উদ্দেশে মাথা নোয়ালেন তিনি। 'আপনাকে সাহায্য করতে কী করতে পারি আমি? শুধু বলে দেখুন।'

'আমাদের পথ দেখাতে দেশি শাস্ত্রী আছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' ওকে আশ্বস্ত করলেন নারা। 'ওদিকে কোথাও থেকে আসা লোকজন আছে আমার কাছে।'

'ওরা কোন গোত্রের লোক জানেন?'

'না, তবে ওরা লম্বা, খুবই কালো, গায়ে অদ্ভুত নকশার ট্যাট্টু আঁকা।'

'তাহলে সম্ভবত শিলুক,' খুশি হয়ে বলল তাইতা। 'যাত্রার সময় সেনাপতি লর্ড তানাস বেশ কয়েক রেজিমেন্ট শিলুককে নিয়োগ দিয়েছিল। ওরা বুদ্ধিমান, সহজে নির্দেশ দেওয়া যায়। সবসময় হাসিখুশি থাকলেও আসলে কিন্তু ভয়ঙ্কর যোদ্ধা।'

'ওদের বর্ণনার সাথে ভালোভাবেই মিলে যাচ্ছে,' সায় দিলেন গভর্নর নারা। 'পদবী যাই হোক, দেশটাকে বেশ ভালোই চেনে ওরা। আমি যে দুজনের কথা ভাবছি, বেশ কয়েক বছর সেনাবাহিনীতে কাজ করছে, মিশরের ভাষাও শিখেছে কিছুটা। সকালে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব ওদের।'

সকালে তাইতা ও মেরেন ওদের কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে নুবিয়ানদের প্রাঙ্গণের দেয়াল বরাবর হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে দেখল। সোজা হয়ে দাঁড়ালে মেরেনকে ছাড়িয়ে গেল ওরা। ছিপছিপে শরীর চ্যাপ্টা কঠিন পেশিতে ঢাকা, আচরিক ক্ষতের জটিল নকশায় সজ্জিত। চর্বি বা তেলে চকচক করছে ওদের চামড়া। পরনে পশুর চামড়ার খাট স্কার্ট, হাড় থেকে বানানো কাটা লাগানো দীর্ঘ বর্শা বইছে সাথে।

'তোমাদের দেখেছি, লোকেরা!' শিলুক ভাষায় ওদের স্বাগত জানাল তাইতা। লোকেরা ক্ষমতা বোঝানোর এক ধরনের পরিভাষা, কেবল যোদ্ধাদের মাঝেই চল আছে এর; খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওদের সুদর্শন নিলোটিক চেহারা।

'হে প্রবীন, প্রাজ্ঞজন, আপনাকে দেখেছি,' ওদের ভেতর দীর্ঘজন জবাব দিল। এটাও সম্মান ও সমীহের ভাষা। তাইতার রূপালি দাড়ি ওদের মনে গভীর রেখাপাত করেছে। 'কিন্তু আপনি কীভাবে এত সুন্দরভাবে আমাদের ভাষা জানেন?'

'তোমরা সিংহ হৃদয়ের নাম শুনেছ?' জানতে চাইল তাইতা। শিলুকরা মনে করে হৃদয়ই পুরুষের সাহসের জায়গা।

'*হাও! হাও!*' হতবাক হয়ে গেছে ওরা। লর্ড তানাসের অধীনে ওদের গোত্র কাজ করার সময় তাকে এই নাম দিয়েছিল ওরা। 'আমাদের দাদা সিংহ হৃদয়ের

কথা বলেছে, কারণ আমরা চাচাত ভাই। পুবের পাহাড়ে ওই লোকের পক্ষে যুদ্ধ করেছে সে। সে আমাদের বলেছে সিংহ হৃদয় যোদ্ধাদের বাবা ছিলেন।'

'সিংহ হৃদয় আমার ভাই ও বন্ধু,' ওদের জানাল তাইতা।

'তাহলে আপনি সত্যিই প্রবীন মানুষ, এমনকি আমাদের দাদার চেয়েও বয়স্ক।' আরও মুগ্ধ হয়ে গেছে ওরা।

'চলো, ছায়ায় বসে কথা বলা যাক,' পথ দেখিয়ে প্রাঙ্গণের মাঝখানে একটা বিরাট ডুমুর গাছের নিচে নিয়ে এলো ওদের তাইতা।

সভার কায়দায় বৃত্তাকারে বসল ওরা। একে অন্যের মুখোমুখি। এবার নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করল ওদের। বয়স্ক চাচাত ভাইটি ওদের মুখপাত্র। ওর নাম নাকোন্তো, খাট ঘাই মারার বর্শার শিলুক প্রতিশব্দ। 'কারণ যুদ্ধে অনেক লোক খতম করেছি আমি।' বড়াই নয়, বরং নেহাত সত্যি কথা বলছে। 'আমার চাচাত ভাই নোম্ভ, কারণ সে খাট।'

'সবকিছুই আপেক্ষিক,' আপনমনে হাসল তাইতা। নোম্ভ মেরেনের চেয়েও এক মাথা লম্বা।

'কোত্থেকে এসেছ তোমরা, নাকোন্তো?'

'জলাভূমির ওধার থেকে,' চিবুক দিয়ে দক্ষিণে ইঙ্গিত করল সে।

'তাহলে দক্ষিণের এলাকা ভালো করে চেনা আছে?'

'ওখানেই আমাদের দেশ।' মুহূর্তের জন্যে অন্যমনা মনে হলো ওকে। স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ল।

'আমাকে পথ দেখিয়ে তোমাদের দেশে নেবে?'

'রোজ রাতে স্বপ্ন দেখি বাপ-দাদার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছি,' মৃদু কণ্ঠে বলল নাকোন্তো।

'ওদের আত্মা তোমাকে ডাকছে,' বলল তাইতা।

'প্রবীন পুরুষ, আপনি বুঝতে পেরেছেন,' প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ওর দিকে তাকাল নাকোন্তো। 'আপনি কেবুই থেকে যাবার সময় আমি ও নোম্ভ পথ দেখাতে আপনার সাথে যাব।'

ঘোড়া এবং ওদের সওয়ারিরা পুরোপুরি যাত্রার জন্যে তৈরি হওয়ার আগে আরও দুটি পূর্ণ চাঁদ নীলের পুকুরে ঝিলিক দিয়ে গেল। ওদের রওয়ানা হওয়ার আগের রাতে বিরাট মাছের ঝাঁকের স্বপ্ন দেখল তাইতা। নানা রঙ, চেহারা ও আকারের মাছ।

আমাকে মাছের মাঝে লুকানো অবস্থায় পাবে, স্বপ্নে ওর মনে প্রতিধ্বনি তুলল ফেনের মিষ্টি ছেলেমানুষি কণ্ঠস্বর। *'তোমার অপেক্ষায় থাকব আমি।*

সকালে সুখ ও প্রবল প্রত্যাশার অনুভূতি নিয়ে ঘুম থেকে উঠল ও।

বিদায় নিতে দেখা করতে এলে গভর্নর নারা তাইতাকে বললেন, 'আপনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি দুঃখিত, ম্যাগাস। আপনার সঙ্গ এখানে কেবুইয়ে কাজের নিঃসঙ্গতা দূর করতে অনেক সাহায্য করেছে। আশা করছি অচিরেই আবার আপনাকে স্বাগত জানানোর সুযোগ পাব। বিদায় উপলক্ষ্যে আপনার জন্যে একটা উপহার রয়েছে, আশা করছি আপনার বেশ কাজে লাগবে।' তাইতার কাঁধে হাত রেখে ওকে নিয়ে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত প্রাঙ্গণে এলেন তিনি। পাঁচটি প্যাক মিউল উপহার দিলেন ওকে। সব কটার পিঠে ঘাসের ডগাভর্তি এক জোড়া করে বস্তা। 'বনের গভীরে আদিম গোত্রগুলোর কাছে এই সামান্য জিনিসের অনেক চাহিদা। এরই এক মুঠো হাতে পেতে পুরুষরা তাদের সবচেয়ে সুন্দরী স্ত্রীকেও বিক্রি করে দেবে।' বলে হাসলেন তিনি। 'যদিও আমি এর কোনও কারণ খুঁজে পাই না: কী কারণে অমন অনাকার্ষণীয় মেয়েদের পেছনে আপনি ভালো জিনিস নষ্ট করতে যাবেন।'

কলাম কেবুই ছেড়ে আসার পরই লাফ দিয়ে সামনে চলে এলো দুই শিলুক, ঘোড়ার দুলকি চালে ছোটার সাথে অনায়াসে খাপ খাইয়ে নিল। ক্লান্তিহীন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই গতিতে এগিয়ে চলছে। প্রথম দুই রাতে প্রশস্ত শুকনো নদীর তলদেশের পুব পারের বিস্তৃর্ণ পোড়া সমতল পার হলো লোকগুলো। তৃতীয় দিন ভোরের দিকে শিবির গাড়তে থামার পর রেকাবে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে নজর চালাল মেরেন। তীর্যক সূর্যের রশ্মিতে দিগন্তের ওধারে অবিচ্ছিন্ন বিছিয়ে থাকা অবারিত সবুজ দেয়াল দেখতে পেল ও।

তাইতার ডাকে উইন্ডস্মোকের মাথার কাছে এসে দাঁড়াল নাকোন্তো।

'আপনি যা দেখছেন, প্রবীন পুরুষ, সেটা হচ্ছে প্যাপিরাসের প্রথম কেয়ারি।'

'ওগুলো সবুজ,' বলল তাইতা।

'মহান সুদের জলাভূমি কখনও শুকোয় না। পুকুরগুলো অনেক গভীর, শ্যাওলার কারণে সূর্যের আলোর নাগালের বাইরে থাকে।'

'আমাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে ওটা?'

কাঁধ ঝাঁকাল নাকোন্তো। 'আরও এক রাত চলার পর লাল তীরে পৌঁছাব আমরা। তখন দেখা যাবে ঘোড়া পার করার মতো যথেষ্ট শুকিয়েছে কিনা জল। নাকি আমাদের পুবের পাহাড়ের দিকে দীর্ঘ ঘুর পথে যেতে হবে।' মাথা নাড়ল সে। 'তাতে দক্ষিণ যাত্রা আরও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে।'

নাকোন্তো যেমন আশা করেছিল, ঠিক পরের রাতেই প্যাপিরাসের কাছে পৌঁছাল ওরা। আগাছার কেয়ারি থেকে লোকেরা শুকনো খড়ি কেটে সূর্যের আঁচ

থেকে নিজেদের বাঁচাতে নতুন করে নিচু ছাপরা বানাল। প্যাপিরাসের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল নাকোন্তো ও নোম্ভ, পরর দুদিন আর দেখা গেল না তাদের।

'ফের ওদের দেখা মিলবে,' শঙ্কা প্রকাশ করল মেরেন, 'নাকি বুনো জানোয়ার বলে নিজেদের গ্রামে পালিয়ে গেছে?'

'ফিরে আসবে ওরা,' ওকে আশ্বস্ত করল তাইতা। 'খুব ভালো করেই চিনি ওদের। ওরা অনুগত ও বিশ্বস্ত।'

দ্বিতীয় রাতের মাঝামাঝি শান্ত্রীদের চ্যালেঞ্জ শুনে জেগে উঠল তাইতা, প্যাপিরাসের ঝোপ থেকে নাকোন্তোর জবাব শুনতে পেল। তারপর অন্ধকার থেকে উদয় হলো দুই শিলুক যেখানে নিখুঁতভাবে মিশে গিয়েছিল ওরা।

'প্যাপিরাসের ভেতর দিয়ে যাওয়া পথ খোলা,' জানাল নাকোন্তো।

ভোরে প্যাপিরাসের ভেতরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো ওদের দুই গাইড। এরপর থেকে এমনকি নাকোন্তোর পক্ষেও অন্ধকারে দিশা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না, ফলে দিনের বেলাতেই পথ চলতে বাধ্য হলো ওরা। জলাভূমি অচেনা, ভয়ঙ্কর এক জগৎ। এমনকি ঘোড়ার পিঠ থেকেও প্যাপিরাসের তুলতুলে গোছার উপর দিয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না ওরা। অসীম দিগন্তের দিকে বিস্তৃত অবারিত সবুজের মহাসাগরের উপর দিয়ে দেখার জন্যে রেকাবের উপর ভর দিয়ে তাকাতে হচ্ছিল। ওগুলোর উপর উড়ে বেড়াচ্ছে জলচর পাখির ঝাঁক, ওদের ডানার ঝাপ্টানো ও ব্যাকুল আর্তনাদে ভরে আছে পরিবেশ। মাঝে মাঝে চোখের আড়ালে ধেয়ে যাচ্ছে বিশালদেহী জানোয়ার, আগাছার ডগায় কাঁপন উঠছে তখন। কোন প্রজাতির জানোয়ার, ধারণাই করতে পারছে না ওরা। কাদার উপর ফেলে যাওয়া পায়ের ছাপ জরিপ করছে দুই শিলুক, ওদের বর্ণনা তরজমা করছে তাইতা। 'ওটা ছিল মোষের পাল, বিরাট কালো বুনো জানোয়ার,' বা 'জলখাসী ছিল ওগুলো', প্যাঁচানো শিংয়ের অদ্ভুত বাদামী রংয়ের পশু, পানিতেই থাকে। জল-ইঁদুরের মতো সাঁতার কাটতে সাহায্য করার জন্যে দীর্ঘ খুর রয়েছে ওদের।'

প্যাপিরাসের নিচের বেশিরভাগ জমিনই ভেজা, অনেক সময় নেহাতই স্যাতসেঁতে তবে প্রায়ই ঘোড়ার খুরের পশম ঢেকে দিচ্ছে জল। তা সত্ত্বেও মায়ের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলল ছোট্ট কোল্ট ওয়ার্লপুল। আগাছার ভেতর লুকিয়ে আছে পুকুরগুলো, এগুলোর কোনওটা ছোট, কিন্তু অন্যগুলো বিরাট ল্যাগুনের মতো। আগাছার উপর দিয়ে দেখতে না পেলেও নির্ভুলভাবে হয় ওগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছে বা দুটোর মাঝখান দিয়ে এগোচ্ছে শিলুকরা। একবারও বিকল্প পথের খোঁজে পিছু হটতে বাধ্য হয়নি কলামটা। রোজ সন্ধ্যায় শিবির খাটানোর সময় হলেই প্যাপিরাসের ভেতর শুকনো জমিনঅলা খোলা জায়গা খুঁজে বের করছে নাকোন্তো। শুকনো খড়ি দিয়ে লাকড়ি বানাচ্ছে, শিখা যাতে খাড়া থাকা আগাছার বাইরে যেতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখছে। ঘোড়া আর খচ্চরের দল আবদ্ধ জলে জন্মানো ঘাস আর গাছ খেতে নিজেদের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল।

রোজ সন্ধ্যায় বর্শা নিয়ে কোনও পুকুরের জলে নেমে পড়ছে নাকোন্তো, তারপর শিকারী সারসের ভঙ্গিতে অটল দাঁড়িয়ে থাকছে। যখন কোনও বড় আকারের মাগুর মাছ সাঁতরে ওর কাছে এসে পড়ে, ওটাকে নিপূণভাবে বর্শায় গেঁথে তুলে আনে, লেজ দাপিয়ে ছোটার জন্যে লড়াই করে চলে ওটা। ইতিমধ্যে আগাছা দিয়ে একটা ঢিলাঢালা ঝুড়ি বুনে নিয়েছে নোন্তু, মাথায় চাপিয়েছে ওটা, বুনটের ফোকর দিয়ে ওর চোখ দেখা যায়। তারপর তীর ছেড়ে গোটা শরীর পানিতে ডুবিয়ে ফেলল, কেবল ঝুড়ির আড়ালে থাকা মাথাটা রইল পানির ওপর। অসীম ধৈর্যের সাথে নড়াচড়া করছে। হাঁসের একটা ঝাঁক শিকার করবে বলে খুব সাবধানে আগে বাড়ছে। নাগালের ভেতর আসামাত্র একটা পাখির পা আঁকড়ে ধরল সে, টেনে নিয়ে গেল পানির নিচে। ঘাড় মুচড়ে দেওয়ার আগে চিৎকার করারও অবসর পেল না ওটা। এভাবে ঝাঁক থেকে পাঁচটা হাঁস কায়দা করার পর সন্দিহান হয়ে উঠল অন্যগুলো, চেঁচামেচি জুড়ে ডানা ঝাপ্টানোর আওয়াজ তুলে উড়াল দিল ওগুলো। বেশির ভাগ সন্ধ্যায়ই দলটা টাটকা মাংস আর ঝলসানো বুনো হাঁসের মাংস দিয়ে রাতের খাবার সারছে।

হুলঅলা পোকামাকড়ের দল মানুষ ও পশু উভয়কেই জ্বালিয়ে মারছে। সূর্য ডোবার সাথে সাথে জলের তল থেকে গুঞ্জন তুলে উঠে আসতে শুরু করে ওরা, ওদের হাত থেকে বাঁচতে অসহায়ের মতো ক্যাম্পফায়ারের আগুনের কাছে জড়ো হয় সৈনিকরা। সকালে দেখা যায় ওদের চোখমুখ ফুলে গেছে, কামড়ের দাগ পড়েছে।

বার দিন পথ চলার পর প্রথম একজনের ভেতর জলাভূমির রোগের লক্ষণ ফুটে উঠল। অচিরেই একের পর এক আক্রান্ত হতে লাগল কমেরেডরা। তীব্র মাথাব্যথা আর এমনকি গুমোট গরমেও নিয়ন্ত্রণাতীত কাঁপুনির শিকার হচ্ছে ওরা, গায়ের চামড়া এত গরম হয়ে উঠছে যে হাত দেওয়ার উপায় নেই। কিন্তু ওদের সেরে ওঠার সুযোগ দিতে যাত্রায় বিরতি দিল না মেরেন। রোজ সকালে শক্তিশালী সৈনিকটি অচলদের ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করে, তারপর জিনের উপর বহাল থাকতে সাহায্য করতে পাশাপাশি এগোয়। রাতে অনেকেই মারাত্মক প্রলাপ বকে। সকালে আগুনের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে মৃতদেহগুলো। দ্বাদশ দিনে মারা গেল ক্যাপ্টেন তনকা। কাদার ভেতর ওর জন্যে একটা অগভীর কবর খুঁড়ল ওরা, তারপর এগিয়ে গেল আবার।

অসুখে আক্রান্ত কয়েকজন রোগ প্রতিহত করলেও ওদের চোখ মুখ হলদে রয়ে গেল, দুর্বল ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। তাইতা ও মেরেনসহ অল্প কয়েক জন অসুখে আক্রান্তই হলো না।

জ্বরে আক্রান্ত লোকদের আগে বাড়ার তাগিদ দিচ্ছে মেরেন: 'যত তাড়াতাড়ি এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত ধোঁয়াশা থেকে বের হতে পারব তত দ্রুত সেরে উঠবে তোমরা।' তারপর তাইতাকে বলল, 'ভয় একটাই, জলাভূমির জ্বরে শিলুকদের

হারাতে হলে, বা ওরা আমাদের ফেলে চলে গেলে বেকায়দায় পড়ে যাব আমরা; আর কোনওদিনই এই ভয়ঙ্কর বুনো এলাকা থেকে বেরুতে পারব না। এখানেই শেষ হয়ে যাব সবাই।'

'জলাভূমিই ওদের দেশ। এখানকার সব রকম রোগ থেকে ওরা মুক্ত,' ওকে আশ্বস্ত করল তাইতা। 'শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবে ওরা।'

দক্ষিণে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে চোখের সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে প্যাপিরাসের বিশাল বিস্তার, তারপর পেছনে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে আবার। যেন মধুতে আটকে যাওয়া পতঙ্গ ওরা, প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও মুক্ত করতে পারছে না নিজেদের। প্যাপিরাস বন্দি করে ফেলেছে ওদের; হজম করে নিচ্ছে, শ্বাস রুদ্ধ করে দিচ্ছে। এখানকার নিরেট একঘেয়েমি ক্লান্ত, শিথিল করে দিচ্ছে ওদের মন। অবশেষে, যাত্রার ছত্রিশতম দিনে ওদের সামনের দৃষ্টিপথের সীমানায় কালো বিন্দুর মতো একটা জটলা উদয় হলো।

'ওগুলো কি গাছ?' শিলুকদের উদ্দেশে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল তাইতা। লাফ দিয়ে নোম্বুর কাঁধে চড়ে বসল নাকোন্তো, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল, অনায়াসে ভারসাম্য বজায় রেখেছে। আগাছার উপর দিয়ে দেখার দরকার হলেই এমনটা করে সে।

'নাহ, প্রবীন পুরুষ,' জবাব দিল সে, 'লু-দের কুঁড়ে ওগুলো।'

'লু-রা আবার কারা?

'ঠিক মানুষ বলা যাবে না ওদের। এখানকার জলাবাসী জানোয়ার, মাছ, সাপ আর কুমীর খেয়ে বাঁচে। যেমন দেখতে পাচ্ছেন, খুঁটির উপর বাসা বানায় ওরা। পোকামাকড় তাড়াতে কাদা, ছাই আর অন্যান্য নোংরা জিনিস দিয়ে সারা শরীর লেপে রাখে। বুনো, বর্বর, ওদের পেলেই মেরে ফেলি আমরা, কারণ আমাদের গরু ছাগল চুরি করে ওরা। আমাদের কাছ থেকে চুরি করা গরু-ছাগল এখানে এনে তারপর খায়। মানুষ না, বরং হায়েনা আর শেয়াল।' অসন্তোষের সাথে থূতু ফেলল সে।

তাইতার জানা ছিল শিলুক যাযাবর গোত্র। গরু-ছাগলের জন্যে গভীর মমতা ওদের রয়েছে, কখনওই হত্যা করে না। তার বদলে সাবধানে পশুর গলায় একটা শিরা কেটে তারপর একটা কালাবাশে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত জমা হলে ক্ষতস্থান ফের কাদা দিয়ে বন্ধ করে দেয়। এই রক্তের সাথে গরুর দুধ মিশিয়ে পান করে। 'এই জন্যেই আমরা এত লম্বা, শক্তিশালী। এমন শক্তিশালী যোদ্ধা। এই জন্যেই জলাভূমির রোগ আমাদের কখনও আক্রান্ত করে না।' শিলুকরা ব্যাখ্যা করবে।

লু-দের শিবিরে পৌঁছার পর ওরা দেখল খাখা করছে খুঁটির ডগায় বসানো কুঁড়েগুলো। তবে ইদানীং বসবাসের আলামত রয়েছে। ওরা যেখানে আগুনে শিকার ঝলসেছে সেখানে পড়ে থাকা মাছের মুড়ো ও আঁশ এখনও বেশ টাটকা। টাটকা পানির কাঁকড়া খেয়ে নেয়নি; বা ছাদে বসে থাকা শকুনের পেটে যায়নি। তুলতুলে শাদা ছাইয়ের ভেতর জ্বলন্ত অঙার জ্বলজ্বল করছে। শিবিরের ওপাশের এলাকাকে

ল্যাট্রিন হিসাবে ব্যবহার করেছে লু-রা, টাটকা বর্জ্যের ছড়াছড়ি ওখানে। ওটার পাশে দাঁড়াল নাকোন্তো। 'সকালেও এখানে ছিল ওরা। এখনও আশপাশে রয়েছে। সম্ভবত আগাছার আড়াল থেকে আমাদের উপর নজর রাখছে।'

গ্রাম থেকে বের হয়ে আবার অন্তহীন মনে হওয়া দূরত্ব পার হলো ওরা। শেষ বিকেলের দিকে পথ দেখিয়ে ওদের একটা খোলা জায়গায় নিয়ে এলো নাকোন্তো, জায়গাটা আশপাশের কাদার তীরের তুলনায় কিঞ্চিত উঁচু: জলাভূমির বুকে এক চিলতে শুকনো জমিন। মাটিতে গাঁথা কাঠের খুঁটির সাথে ঘোড়া বাঁধল ওরা, চামড়ার নোজব্যাগে করে পেষা খাবার দিল খেতে। অসুস্থ সৈনিকদের পরিচর্যা করল তাইতা। লোকেরা রাতের খাবার তৈরি করল। রাত নেমে এলে আগুনের চারপাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। কেবল শান্ত্রীরাই জেগে রইল।

অনেক আগেই আগুন নিভে গেছে। শান্ত্রীরা যখন হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠল তখনও ওদের চোখে ঘুমের ছাপ। গোটা শিবির জুড়ে যেন প্রলয় নেমে এসেছে। চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, ঘোড়ার খুরের ছুটন্ত আওয়াজ, দ্বীপের চারপাশে জলাভূমির জলে ছলাৎছলাৎ শব্দ। মাদুর ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠল তাইতা, দৌড়ে গেল উইন্ডস্মোকের কাছে। পেছনে হটছে ওটা, লাফাচ্ছে, ওকে জমিনের সাথে আটকে রাখা পেরেক ওপড়ানোর চেষ্টা করছে। অন্য ঘোড়াগুলোও একই চেষ্টা চালাচ্ছে। ওটার হল্টার আঁকড়ে ধরল তাইতা, টেনে ধরে রাখল। স্বস্তির সাথে লক্ষ করল, ত্রাসে কাঁপতে থাকা বাচ্চাটা এখনও রয়েছে ওর পাশে।

চারপাশে পিছলে বেড়াচ্ছে অদ্ভুত কালো সব ছায়ামূর্তি, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করছে, বর্শা দিয়ে খোঁচা মারছে ঘোড়ার গায়ে। দড়ি ছিঁড়ে পালানোর জন্যে খেপাচ্ছে। লাফাচ্ছে শঙ্কিত জানোয়ারগুলো, দড়ির বাঁধন আলগা করতে ক্ষেপে উঠেছে। তাইতার দিকে তেড়ে এলো একটা ছায়ামূর্তি, বর্শার আঘাত হানল। হাতের ছড়ি দিয়ে ওটাকে একপাশে ঠেলে দিয়েই পরক্ষণে ডগাটা হানাদারের গলায় বসিয়ে দিল ও। লুটিয়ে পড়ল লোকটা, পড়ে রইল সেভাবেই।

মেরেন ও তার ক্যাপ্টেনরা লোকজন জড়ো করে ফেলেছে। উন্মুক্ত তলোয়ার বাগিয়ে তেড়ে এলো ওরা। অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়ার আগে বেশ কয়েকজন হানাদারকে কতল করতে পারল।

'পিছু নাও ওদের! ঘোড়া নিয়ে পালাতে দিয়ো না!' গর্জে উঠল মেরেন।

'অন্ধকারে ওদের পিছু নিতে গিয়ে নিজের লোক হারাবেন না,' তাইতার উদ্দেশে কাকুতি করল নাকোন্তো। 'লু-রা দারুণ বিশ্বাসঘাতক। ওদের পুকুরের কাছে নিয়ে অ্যাম্বুশে ফেলে খতম করে ফেলবে। অনুসরণ করার আগে দিনের আলো ফোটার অপেক্ষা করতে হবে।'

মেরেনকে ঠেকাতে দ্রুত ছুটে এলো তাইতা। অনীহার সাথে সতর্কবাণী মেনে নিল ও; কারণ ওর রক্তে যুদ্ধের নেশা ছড়িয়ে পড়েছে। নিজের লোকদের ফিরিয়ে আনল।

ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিল ওরা। চারজন শান্ত্রীর গলাই দুফাঁক করে রেখে গেছে ওরা। সৈনিকদের একজন উরুতে বিরাট একটা আঘাত হজম করেছে। তিনজন লু-কে হত্যা করা গেছে। আরেকজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। নিজের রক্ত ও ক্ষতস্থান থেকে বের হয়ে আসা আবর্জনায় গড়াগড়ি খেয়ে গোঙাচ্ছে সে।

'খতম করো ওকে!' নির্দেশ দিল মেরেন। ওর দলের একজন যুদ্ধ কুড়ালের এক কোপে দুটুকরো করে ফেলল তাকে। আঠারটা ঘোড়া খোয়া গেছে।

'এতগুলো ঘোড়া হারানো চলবে না,' বলল তাইতা।

'হারাব না,' গম্ভীর কণ্ঠে প্রতিশ্রুতি দিল মেরেন। 'ওগুলো উদ্ধার করব আমরা–আইসিসের অণ্ডকোষের কসম খেয়ে শপথ করছি।'

আগুনের আলোয় লু-দের একজনের লাশ পরখ করল তাইতা। খাট, মোটাসোটা লোকের লাশ ওটা, নিষ্ঠুর বানরের মতো চেহারা। ঢালু কপাল, ঠোঁটজোড়া পুরু, খুব কাছাকাছি বসানো কুঁতকুঁতে চোখ। কোমরে জড়ানো চামড়ার বেল্টটা বাদ দিলে নগ্নই বলা চলে তাকে। বেল্টে একটা থলে ঝুলছে। ওটায় রয়েছে বেশকিছু জাদুর তাবিজ, গিঁটের হাড় ও দাঁত, সেগুলোর কিছু আবার মানুষের। লোকটার গলায় প্যাঁচানো বাকলের দড়িতে পাথরের ছুরি ঝুলছে। শান্ত্রীদের কারও রক্তই জমাট বেঁধে আছে ওটায়। আনাড়ী কায়দায় বানানো হলেও ডগাটা লাশের গলায় বসিয়ে পরখ করতে গিয়ে তাইতা দেখল সামান্য ছোঁয়াতেই চামড়া ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। তার বুক ও মুখে শাদা কাদা, লাল হলদে ফোঁটা, বৃত্ত ও আঁকাবাঁকা আদিম নকশা আঁকা। কাঠের ধোঁয়া, পচা মাছ আর তার নিজস্ব বুনো গন্ধ বের হচ্ছে শরীর থেকে।

'জঘন্য চিড়িয়া,' থুতু ফেলে বলল মেরেন।

আহত সৈনিকের পরিচর্যা করতে এগিয়ে গেল তাইতা। বর্শার আঘাত গভীর, বুঝতে পারল ক্ষতস্থানে পচন ধরবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাবে লোকটা। কিন্তু আশ্বস্তকর ভাব দেখাল ও।

এই সময় চোরদের পিছু ধাওয়ার করতে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সক্ষম লোকদের নিয়ে একটা দল তৈরি করল মেরেন। দলের বাকি অংশ মালপত্র, বাকি ঘোড়া ও অসুস্থদের পাহারা দিতে পেছনে থাকবে। পুরোপুরি আলো ফুটে ওঠার আগে হানাদারদের যাবার পথে ফেলে যাওয়া নাদির খোঁজে আগাছার ভেতরে চলে গেল দুই শিলুক। সূর্য ওঠার আগেই ফিরে এলো।

'পালিয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলো জড়ো করে দক্ষিণে নিয়ে গেছে লু-কুত্তারা,' তাইতাকে জানাল নাকোন্তো। 'আরও দুটো লাশ আর একজন আহতের দেখা পেয়েছি আমরা, তখনও বেঁচে ছিল। এখন আর নেই।' বেল্টে ঝোলানো ভারি ব্রোঞ্জের ছুরির বাট স্পর্শ করল নাকোন্তো। 'আপনার লোকেরা তৈরি থাকলে, প্রবীন ও মহান পুরুষ, এখুনি পিছু নেতে পারি আমরা।'

ধূসর মেয়ারটাকে সাথে নিতে রাজি হলো না তাইতা, ওয়ার্লপুল এখনও অনেক ছোট, লু-দের বর্শার আঘাত পেয়েছে পেছন পায়ে। ভাগ্যক্রমে তেমন মারাত্মক কিছু নয়। তার বদলে একটা বাড়তি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলো ও। ওরা বেরিয়ে যাবার পর ওর দিকে তাকিয়ে হ্রেষাধ্বনি করল উইন্ডস্মোক, যেন ওকে রেখে যাওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করছে।

আগাছার উপর একটা প্রশস্ত পথ তৈরি করে গেছে আঠারটা চোরাই ঘোড়ার খুর। ধাওয়া করে নিয়ে যাওয়া ঘোড়ার খুরের ছাপের উপর পড়েছে লু-দের নগ্ন পায়ের ছাপ। অনায়াসে ওগুলোর পেছনে ছুটতে লাগল শিলুকরা। দুলকি চালে ওদের অনুসরণ করল ঘোড়সওয়াররা। সারাদিন ওদের টেনে নিয়ে চলল ট্রেইলটা। সূর্য ডোবার সময় ঘোড়াগুলোকে সামলে ওঠার সুযোগ দিতে পিছিয়ে এলো ওরা, কিন্তু চাঁদ ওঠার পর আবার সামনে বাড়ার মতো পর্যাপ্ত আলো পেয়ে গেল। ভোরে সামনের দূরত্বে আরেকটা বৈশিষ্ট দেখল ওরা। প্যাপিরাসের একঘেয়ে সাগরের পর ওদের চোখ এমনকি এই নিচু গাঢ় রেখা দেখেও খুশি হয়ে উঠল।

লাফ দিয়ে চাচাত ভাইয়ের কাঁধে উঠে বসল নাকোন্তো, তারপর সামনে তাকাল। তাইতার দিকে ফিরে দাঁত বের করে হাসল। দিনের আলোয় মুক্তোর মতো ঝিকিয়ে উঠল ওর দাঁত। 'প্রবীন পুরুষ, সামনে জলাভূমির শেষ দেখতে পাচ্ছেন। ওগুলো গাছপালা, শুকনো জমিনের উপর দাঁড়িয়ে আছে।'

মেরেন ও সৈনিকদের কাছে এই খবর চালান করল তাইতা। চিৎকার করে উঠল ওরা, হাসল, পরস্পরের পিঠ চাপড়ে দিল। ওদের ফের বিশ্রাম দিতে দিল মেরেন, কারণ অনেক জোরে ছুটেছে ওরা।

ট্র্যাক দেখে নাকোন্তো আঁচ করল যে বেশি দূরে নেই লু-রা। ওরা সামনে বাড়ার সময় গাছের সারি আরও বড় ও ঘন হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তাসত্ত্বেও জনবসতির কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না। অবশেষে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বাহিনী নিয়ে পায়ে হেঁটে আগে বাড়ল ওরা, যাতে প্যাপিরাসের মাথার উপর দিয়ে সওয়ারিদের মাথা দেখা না যায়। দীর্ঘদিনের মাঝ দুপুরের আগে আর থামল না ওরা। এখন কেবল প্যাপিরাসের পাতলা একটা পর্দা আড়াল করে রেখেছে ওদের কিন্তু সেটাও অকস্মাৎ ফ্যাকাশে জমিনের নিচু একটা তীরের বিপরীতে শেষ হয়ে গেল। দুই কিউবিটের চেয়ে উঁচু হবে না সেটা, ওটার ওপাশে রয়েছে ছোট ছোট সবুজ ঘাসের প্রান্তর ও লম্বা গাছের বন। ওগুলোর বিরাট বিরাট বীজাধার দেখে কিগালা সসেজ গাছ, সরাসরি কাণ্ডে জন্মানো হলদে ফল দেখে সিকামোর ডুমুড় চিনতে পারল তাইতা। অন্য বেশিরভাগ প্রজাতি ওর অচেনা।

বনের আড়াল থেকে চোরাই ঘোড়ার পায়ের ছাপ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। নরম মাটির বাধ বেয়ে উঠে গেছে। তবে ওদিকের খোলা চারণভূমিতে পশুর কোনও চিহ্ন নেই। গাছপালার সারি পরখ করল ওরা।

'ওগুলো কী?' গাছপালার মাঝে ক্ষীণ নড়াচড়া আর ধূলির সূক্ষ্ম ধোঁয়াশার দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল মেরেন।

মাথা নাড়ল নাকোন্তো। 'মোষ, ছোট পাল। ঘোড়া নেই। নোন্তু আর আমি সামনে রেকি করতে যাচ্ছি। আপনাদের এখানেই থাকতে হবে।' প্যাপিরাসের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল দুই শিলুক। সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখলেও ওদের আর দেখতে পেল না তাইতা ও মেরেন; এমনকি খোলা চারণভূমি পার হওয়ার সময় এক ঝলকের জন্যেও না।

প্যাপিরাসের কিনারা থেকে পিছিয়ে এলো ওরা, এক চিলতে উন্মুক্ত, শুকনো জমিন খুঁজে পেল, এখানে নোজব্যাগগুলো ভর্তি করে ঘোড়াকে খেতে দিয়ে বিশ্রাম নিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। মাথায় শাল মুড়ে নিয়েছে তাইতা। ছড়ি হাতের কাছে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ও। যারপরনাই ক্লান্ত, কাদা ভেঙে চলার ফলে পায়ে ব্যথা করছে। ঘুমের সীমানা থেকে গড়িয়ে পড়ল ও।

'মন ভালো রেখ, তাইতা, আমি অনেক কাছে,' ওর কণ্ঠস্বর, ক্ষীণ ফিসফিসানি, এত পরিষ্কার ও সুর এত নির্ভুলরকম ফেনের যে চমকে জেগে উঠে বসল ও। চট করে এপাশ ওপাশ তাকাল, চোখে প্রত্যাশা। কিন্তু ঘোড়া, খচ্চর, বিশ্রামরত লোকজন ও অন্তহীন প্যাপিরাস ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। ফের ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ঘুম ফিরে আসতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। কিন্তু ক্লান্ত ছিল ও, অবশেষে ওর চারপাশে জল থেকে লাফিয়ে ওঠা মাছের স্বপ্ন দেখতে লাগল, রোদে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। বিভিন্ন ধরনের মাছ থাকলেও ওর পরিচিত মাছ নেই। তারপর ঝাঁক উন্মুক্ত হতেই দেখতে পেল ওটা। মূল্যবান পাথরের মতো ঝিলিক দিচ্ছে ওটার আঁশ, অসাধারণ লেজটা দীর্ঘ ও কোমল, ওটাকে ঘিরে থাকা আভা অলৌকিক, সূক্ষ্ম। চোখের সামনেই মানুষের চেহারা নিল ওটা, অল্পবয়সী মেয়ের অবয়ব। জল বেয়ে এগিয়ে এলো, ওর দীর্ঘ নগ্ন পাজোড়া ডলফিনের মতো মোহনীয় ভঙিতে কোমরের নিচ থেকে ওঠানামা করছে। মাথার উপরের সূর্যের আলো ওর ফিকে দেহ ও পেছনে বিছিয়ে থাকা দীর্ঘ উজ্জ্বল চুলে ঝিলিক খেলছে। চিত হলো সে, জলের ভেতর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। ওর নাক থেকে ছোট ছোট রূপালি বুদ্বুদ বের হয়ে এলো। 'আমি কাছে এসে গেছি, তাইতা। শিগগিরই আবার একসাথে হবো আমরা। খুব শিগগির।'

জবাব দেওয়ার আগেই কর্কশ স্পর্শে ওর ঘুম টুটে গেল। পরমানন্দটুকু আঁকড়ে থাকার প্রয়াস পেল ও। কিন্তু সেটা কেড়ে নেওয়া হলো ওর কাছ থেকে।

ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে নাকোন্তো। 'ঘোড়া আর লু-শেয়ালগুলোর দেখা পেয়েছি,' বলল সে। 'এখন ওদের মারার সময় হয়েছে।'

প্যাপিরাসের আড়াল ছাড়ার আগে রাত নামার অপেক্ষা করল ওরা, তারপর নিচু মাটির তীর বেয়ে উন্মুক্ত চারণভূমিতে উঠে এলো। নরম বালির উপর বলতে গেলে কোনও শব্দই করছে না ঘোড়ার খুর। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে গাছপালার কাছে নিয়ে এলো ওদের নাকোন্তো, তারার পটভূমিতে ছায়ামূর্তির মতো লাগছে ওগুলোকে। প্রলম্বিত আড়াল করা ডালপালার নিচে আসার পর জলাভূমির তীর বরাবার সমান্তরাল হয়ে গেল সে। অল্প খানিকটা সময়ের জন্যে নীরবে এগিয়ে চলল ওরা, তারপরই একটা বনে ঢুকে পড়ল, এখানে মাথার উপর ঝুলে পড়া ডালপালার হাত থেকে বাঁচতে ঘোড়ার পিঠে নুয়ে পড়তে হলো ওদের। বেশি দূরে যেতে পারল না, এই সময় সামনে রাতের আকাশে গোলাপি একটা আভা দেখা দিল। ওটার দিকেই ওদের নিয়ে চলল নাকোন্তো। এখন ভয়াবহ ছন্দে ঢাকের আওয়াজ কানে আসছে। ওরা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আরও জোরাল হয়ে উঠল শব্দটা, এক সময় পুরো রাত যেন পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডের মতো তড়পাতে লাগল। আরও কাছে যাওয়ার পর ঢাকের আওয়াজের সাথে যোগ হলো বেসুরো কোরাস।

ওদের বনের সীমানায় থামাল নাকোন্তো। মেরেনের পাশে এসে দাঁড়াল তাইতা; খোলা প্রান্তরের উপর দিয়ে আদিম খড় আর কাদায় লেপা কুঁড়ের বিশাল এক গ্রাম দেখতে পেল ওরা, চারটে বিরাট বনফায়ারে আলোকিত হয়ে আছে, প্রবল বেগে স্ফুলিঙ্গ উঠছে ওগুলো থেকে। শেষ কুঁড়েটার পেছনে ধূমায়িত তাকের সারি, মাছের কাটা লাশের টুকরোয় ঢাকা, আগুনের আলোয় রূপালি চাদরের মতো ঝিলিক খেলছে ওগুলোর আঁশ। বনফায়ার ঘিরে আনুমানিক জনা বার মানবদেহ পাক খাচ্ছে, লাফাচ্ছে। আপাদমস্তক শাদা রংয়ে রাঙানো; সেখানে কালো, হলুদ আর লাল কাদার বিচিত্র নকশা। তাইতা বুঝতে পারল ওরা উভয় লিঙ্গের, শাদা কাদা ও ছাইয়ের প্রলেপের নিচে সবাই নগ্ন। নাচার সময় বুনো ছন্দে গান গাইছে, এক পাল বুনো জানোয়ারের চিৎকারের মতো আওয়াজ হচ্ছে।

হঠাৎ, ছায়া থেকে লু-দের নর্তনকুর্দন করতে থাকা আরেকটা দল টেনে হিঁচড়ে একটা চোরাই ঘোড়া নিয়ে এলো। ঘোড়সওয়ারদের সবাই চিনতে পারল ওটাকে। স্টার্লিং নামে একটা মেয়ার। ওটার গলায় বাকলের একটা রশি পেঁচিয়েছে লু, আর সামনে থেকে টানছে অন্য পাঁচজন; ওদিকে আরও জনা বার ওটার পাশ ও পেছন থেকে ঠেলছে, তীক্ষ্ণ কাঠি দিয়ে খোঁচা মারছে। আঘাতে সৃষ্ট ক্ষতস্থানে রক্ত চিকচিক করছে। দুই হাতে ভারি মুগুর তুলে নিল এক লু, তেড়ে এলো ঘোড়াটার দিকে। ওটার মাথা লক্ষ্য করে সজোরে নামিয়ে আনল। খুলিতে লাগল আঘাতটা। নিমেষে মাটিতে লুটিয়ে পা ছুঁড়তে লাগল ওটা। সবুজ তরল হয়ে বের এলো পেটের মল। রঙ চর্চিত লু-রা ঝাপিয়ে পড়ল লাশের উপর, পাথরের ছুরি হাঁকাচ্ছে। পশুটার

কাঁপতে থাকা দেহ থেকেই খাবলা খাবলা মাংস তুলে নিচ্ছে, মুখে পুরে দিচ্ছে তারপর। চিবুক বেয়ে রঙচঙে ধড়ে রক্ত গড়িয়ে নামছে। বুনো কুকুরের দল ওরা। মরা লাশ নিয়ে মারপিট করছে, চিৎকার করছে। ক্রোধে গর্জন ছাড়ল অপেক্ষমান সৈনিকরা।

পাশে দাঁড়ানো তাইতার দিকে তাকাল মেরেন। মাথা দোলাল ও। 'বামে, ডানে, আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে এগোও।' নিচু অথচ পরিষ্কার কণ্ঠে নির্দেশ দিল মেরেন। পাখার মতো প্রসারিত রেখায় ছড়িয়ে পড়ল দুপাশে দুটি কলাম। ওরা অবস্থান গ্রহণ করার পরই ফের হাঁক দিল মেরেন: 'সেনাদল আগে বাড়বে! অস্ত্র বের করো!' খাপ থেকে তলোয়ার বের করে আনল ওরা। 'আগে বাড়ো! দৌড়াও! ছোটো! আক্রমণ!'

নিবিড় ফর্মে ছুটতে শুরু করল ওরা, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রয়েছে ঘোড়াগুলো। সেনাদল ঝড়ের বেগে গ্রামে ঢোকার আগে লু-রা ওদের উপস্থিতি টেরই পেল না, এত উন্মত্ত ছিল ওরা। এবার ইতিউতি ছুটে সটকে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ঘোড়ার পাল ওদের মাড়িয়ে দিল, পিষে ফেলল খুরের নিচে। ওঠানামা করল তলোয়ার, হাড়-মাংসের ভেতর দিয়ে থ্যাপ শব্দ করে চলল ওগুলোর ফলা। আক্রমণের পুরোভাগে ছিল দুই শিলুক। গর্জন করছে, আঘাত হানছে, লাফ দিয়ে উঠে ফের আক্রমণ করছে।

নাকোন্তোকে একজনের শরীরের ভেতর একটা বর্শা সেঁধিয়ে দিতে দেখল তাইতা। লু-র শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে খাড়া হয়ে রইল ওটার ফলা। নাকোন্তো ওটা বের করে আনার সময় মনে হলো যেন মরা মানুষটার শরীরের সব রক্ত শুষে নিয়েছে। আগুনের আলোয় কালো ফোয়ারা ছুটল।

রঙ করা নাভী পর্যন্ত ঝুলে থাকা বিশালবক্ষা এক মহিলা মাথা ঢাকতে দুই হাত শূন্যে ওঠাল। সোজা হয়ে রেকাবে দাঁড়াল মেরেন, কনুইয়ের কাছ থেকে তার একটা হাত আলগা করে দিল। পরক্ষণেই ফের তলোয়ার হাঁকাল, তরমুজের মতো দুভাগ করে দিল অরক্ষিত মুণ্ডটা। তখনও কাঁচা মাংসে ঠাসা ছিল তার মুখ, মরণ চিৎকারের সাথে ছিটকে বের হয়ে এলো সেটা। নিবিড় ফর্মেশন বজায় রেখে লু-দের তাড়া করে চলল সৈনিকরা, ওদের তলোয়ার ধরা হাত মারাত্মক ছন্দে উঠছে, নামছে। যারা পালানোর চেষ্টা করছিল তাদের পাকড়াও করল শিলুকরা। ঢোলবাদকরা ফুটো করা কিগেলা গাছের কাণ্ডের সামনে এমনভাবে জমে গেছে যে চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। কাঠের লাঠি দিয়ে ক্রমাগত উন্মত্ত তালে ঢোল বাজিয়ে চলল, যতক্ষণ না ঘোড়সওয়ারা ওদের পিষে ফেলল। রক্তক্ষরণে তড়পাতে তড়পাতে নিজেদের ঢোলের উপরই মারা গেল ওরা।

গ্রামের দূর প্রান্তে গতি কমাল মেরেন। পেছনে তাকিয়ে দেখল কেউ দাঁড়িয়ে নেই। স্টার্লিংয়ের লাশের চারপাশের জমিন রক্ষিত মৃতদেহে ভরা। গুঁড়ি মেরে সরে যাবার প্রয়াস পাচ্ছে আহতদের অল্প কয়েকজন। অন্যরা গোঙাচ্ছে, ধুলিতে

তড়পাচ্ছে। ওদের ভেতর ছুটে বেড়াচ্ছে শিলুকরা। ভীতিকর আর্তনাদ ছেড়ে আঘাত হেনে চলেছে।

'ওদের খতম করার কাজে শিলুকদের সাহায্য করো!' হুকুম দিল মেরেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঝটপট বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে গেল ওর লোকেরা। যার মাঝে সামান্য প্রাণের চিহ্ন দেখছে তাকেই শেষ করে দিচ্ছে।

মেরেনের পাশে এসে লাগাম টেনে ধরল তাইতা। আক্রমণের প্রথম কাতারে ছিল না ও। তবে খুব কাছে থেকে অনুসরণ করেছে। 'কয়েকজনকে কুঁড়ের দিকে পালিয়ে যেতে দেখেছি,' বলল ও। 'ওদের খুঁজে বের করো, তবে মেরো না। নাকোন্তো ওদের পেট থেকে সামনের এলাকা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য বের করতে পারবে হয়তো।'

ক্যাপ্টেনদের উদ্দেশ করে নির্দেশ উচ্চারণ করল মেরেন। এক কুঁড়ে থেকে আরেক কুঁড়েতে ঘুরে ঘুরে লণ্ডভণ্ড করে ফেলল ওরা। আর্তনাদ ছেড়ে বাচ্চাসহ বের হয়ে এলো দু-একজন লু নারী। গ্রামের মাঝখানে এনে জমা করা হলো ওদের। ওদের ভাষায় নির্দেশ জারি করল শিলুকরা। মাথার উপর হাত তুলে সারি বেঁধে বসতে বাধ্য করা হলো ওদের। মাদের আঁকড়ে থাকল বাচ্চারা। ওদের ভীত চোখে অশ্রু টলটল করছে।

'এবার আমাদের বেঁচে যাওয়া ঘোড়াগুলোর খোঁজ করতে হবে,' চিৎকার করে বলল মেরেন। 'নিশ্চয়ই সবকটা কেটে খেয়ে ফেলেনি।' স্টর্লিংকে যেদিক থেকে হত্যা করার জন্যে টেনে হিঁচড়ে আনতে দেখেছিল কসাইদের, সেই বনের দিকে ইঙ্গিত করল। সেনাদল নিয়ে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল হিলতো। সহসা হ্রেষা ধ্বনি করে উঠল একটা ঘোড়া।

'এখানেই আছে!' খুশিতে চিৎকার বরে উঠল হিলতো। 'মশাল নিয়ে এসো!'

কুঁড়ের ছাদ থেকে খড় খসিয়ে নিয়ে কোনওমতে মশাল তৈরি করল সৈনিকরা, ওগুলো জ্বেলে হিলতোকে অনুসরণ করে অন্ধকারে প্রবেশ করল। পাঁচজনকে বন্দি নারী-শিশুদের পাহারায় রেখে মশালধারীদের অনুসরণ করল মেরেন ও তাইতা। সামনে হিলতো ও ওর লোকেরা চিৎকার করে পথ বাৎলে দিচ্ছে, এক সময় গাঢ় হয়ে আসা আলো চোরাই পশুগুলোকে স্পষ্ট করে তুলল।

ঘোড়া থেকে নেমে ওদের কাছে দৌড়ে গেল তাইতা ও মেরেন। 'কয়টা বাকি আছে?' তাগিদের সুরে জানতে চাইল মেরেন।

'মাত্র এগারটা। শেয়ালের কছে ছয়টা খুইয়েছি আমরা,' জবাব দিল হিলতো। ছোট একটা দড়ি দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে একই গাছের সাথে সবগুলোকে বেঁধে রেখেছে লু-রা। এমনকি মাটিতে মাথা নামাতে পারছে না ওরা।

'ওদের ঘাস বা পানি খেতে দেওয়া হয়নি,' সক্রোধে বলে উঠল হিলতো। 'কেমন জানোয়ার এই লোকগুলো?'

'ওদের মুক্ত করো,' নির্দেশ দিল মেরেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে হুকুম তামিল করতে ছুটে গেল তিনজন সৈন্য। কিন্তু ঘোড়াগুলো খুব কাছাকাছি থাকায় ঠেলেঠুলে ঢুকতে হলো ওদের।

হঠাৎ যন্ত্রণা ও ক্রোধে গর্জে উঠল ওদের একজন। 'সাবধান! এক লু লুকিয়ে আছে এখানে। ওর কাছে বর্শা আছে, আমাকে আহত করেছে।'

সহসা হুটোপুটি এবং তারপর ঘোড়ার খুরের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ ছেলেমানুষী চিৎকার ভেসে এলো।

'ধরো ওকে! পালাতে দিয়ো না।'

'কী হচ্ছে ওখানে?' জানতে চাইল মেরেন।

'একটা বাচ্চা জংলী লুকিয়ে আছে এখানে। সেই বর্শার ঘাই মেরেছে আমাকে।'

এই সময় ঘোড়ার পালের ভেতর থেকে বেগে ছুটে এলো একটা ছেলে, হাতে হালকা আসেগেই। এক সৈনিক ধরার চেষ্টা করল তাকে, কিন্তু তাকে আঘাত করে গ্রামের দিকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। অদৃশ্য হওয়ার আগ মুহূর্তে চকিতের জন্যে তাকে দেখলে তাইতা, তবে কিছুটা ভিন্ন কিছু চোখে লাগল ওর। এমনকি ছোট লু-রাও গাট্টাগোট্টা, বাঁকা পায়ের হয়। কিন্তু এটি প্যাপিরাসের বাকলের মতোই ছিপছিপে, পাজোড়া মোহনীয় ঋজু। সন্ত্রস্ত গেযেলের মতো মোহনীয় ভঙ্গিতে ছুটছে। সহসা তাইতা উপলব্ধি করল শাদা কাদা আর গোত্রীয় নকশার আড়ালে ওটা আসলে একটা মেয়ে, *দেইজা ভ্যু*-র তীব্র অনুভূতিতে আক্রান্ত হলো ও। 'সব দেবতার কসম খেয়ে বলছি, ওকে আগেও দেখেছি আমি,' আপনমনে বিড়বিড় করে বলল ও।

'পিচ্চি শয়তানটাকে পাকড়াও করার পর ধীরে ধীরে খুন করব!' ছেলেটাকে যেখান থেকে বের করেছে, সেই ঘোড়াগুলোর ভেতর থেকে বের হয়ে আসার সময় চিৎকার করে বলে উঠল আহত সৈনিক। ওর বাহুতে বর্শার আঘাতের চিহ্ন। আঙুলের ডগা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

'না!' তাগিদের সুরে চিৎকার করল তাইতা। 'ও একটা মেয়ে। ওকে জীবিত চাই আমি। গ্রামের দিকে গেছে ও। এলাকাটা ঘিরে ফেল, কুঁড়েগুলোয় ফের তল্লাশি চালাও। যেকোনও একটায় গাঢাকা দিতে গেছে সে।'

উদ্ধার করা ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা করতে অল্প কয়েকজন লোক রেখে কুঁড়েগুলোর চারপাশ ঘেরাও করে ফেলল মেরেন। নাকোন্তো ও নোন্তুকে জিজ্ঞাসাবাদ করল তাইতা। নারী-শিশুদের পাহারা দিচ্ছিল ওরা। 'এদিকে একটা বাচ্চাকে পালিয়ে যেতে দেখেছ? এতটা লম্বা, ওদের বাকি সবার মতো শাদা কাদায় ঢাকা?'

মাথা নাড়ল ওরা।

'ওরা ছাড়া,' কাঁদতে থাকা বন্দিদের দিকে ইঙ্গিত করল নাকোন্তো। 'আর কাউকে দেখিনি।'

'বেশি দূরে যেতে পারেনি,' ওকে আশ্বস্ত করল মেরেন। 'গ্রাম ঘিরে ফেলেছি আমরা। পালাতে পারবে না। ওকে আমরা খুঁজে বের করব।' প্রতিটি কুঁড়েয় তল্লাশি চালাতে হাবারির প্লাটুনটাকে পাঠাল ও। সে ফিরে এলে তাইতাকে জিজ্ঞেস করল, 'এই খুনে ছুকিরটা আপনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন, ম্যাগাস?'

'আমি নিশ্চিত নই, তবে আমার ধারণা সে লু-দের কেউ নয়। অন্য রকম। এমনকি মিশরিয়ও হতে পারে।'

'আমার তাতে সন্দেহ আছে, ম্যাগাস। মেয়েটা বর্বর। নগ্ন, রঙচঙা।'

'ধরো ওকে,' ধমকে বলল তাইতা।

এই সুর মেরেনের পরিচিত। ঝটপট তল্লাশির দায়িত্ব নিল ও। ধীরে, সাবধানে এগিয়ে গেল লোকগুলো, পেটে বর্শার ঘাই খাওয়ার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। ওরা অর্ধেক গ্রাম তল্লাশি শেষ করার পর জঙ্গলের মাথার উপর ভোরের আলোয় ভরে উঠল। তাইতা অস্থির, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। একটা কিছু খুঁচিয়ে চলেছে ওকে। স্মৃতির ভাণ্ডারে কোনও ইঁদুরের মতো। একটা কিছু মনে করতেই হবে।

ভোরের হাওয়া দক্ষিণে বাঁক নিচ্ছে, ঝলসানোর তাক থেকে আধপচা মাছের গন্ধ বয়ে আনছে। গন্ধ এড়াতে সরে গেল ও। সাথে সাথে ভিড় করে এলো কাঙ্ক্ষিত স্মৃতি।

আর কোথায় চাঁদ মাছের খোঁজ করবে? অন্য মাছের মধ্যে লুকোনো অবস্থায় আমাকে পাবে তুমি। ফেনের কণ্ঠস্বর ছিল ওটা, দেবীর পাথুরে মূর্তির মুখ দিয়ে কথা বলছিল। তবে কি ওরা যে বাচ্চাকে ধাওয়া করছে সে সৃষ্টি চক্রে আটকা পড়া কোনও আত্মা? অনেক দিন আগে বেঁচে ছিল এমন কারও অবতার?

'আমাকে ফিরে আসার কথা দিয়েছিল ও,' জোরে বলল ও। 'এটা সম্ভব–নাকি আমার নিজের আকাঙ্ক্ষাই আমাকে প্রতারিত করছে?' এবং নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল: 'এমন কিছু ব্যাপার আছে যা মানুষের সবচেয়ে অসম্ভব কল্পনাকেও হার মানায়। অসম্ভব বলে কিছু নেই।'

কেউ ওদের লক্ষ করছে না নিশ্চিত হতে চট করে চারপাশে তাকাল তাইতা। তারপর সহজ পায়ে গ্রামের কিনারায় চলে এলো। মাংস ঝলসানোর তাকগুলোর মাঝে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দৃষ্টিসীমার বাইরে আসামাত্র বদলে গেল ওর চেহারার অভিব্যাক্তি। শিকারের খোঁজে বাতাসে গন্ধ শোঁকা কুকুরের মতো দাঁড়াল ও। স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। খুব কাছেই আছে ও, বলতে গেলে ওর উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছে। ওর আসেগেইর আঘাত ঠেকাতে ছড়িটা তৈরি রেখে সামনে এগোল ও। কয়েক কদম পরপরই হাঁটু ভেঙে বসে ঠাসাঠাসি করে মাছ গেঁথে রাখা তাকগুলোর নিচ দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। ক্ষণে ক্ষণে লাকড়ির বান্ডিল আর ধোঁয়ার মেঘ বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ওর দৃষ্টিপথে। মেয়েটা আড়ালে লুকিয়ে নেই

নিশ্চিত হতে প্রতিটি কাঠের স্তূপ ঘিরে চক্কর দিতে হচ্ছে। ফলে ওর আগ্রগতি ধীর হয়ে গেল। ইতিমধ্যে প্রথম সূর্যের রশ্মি গ্রামকে ভাসিয়ে দিতে শুরু করেছে। তারপর, যেই আরেকটা কাঠের স্তূপ ঘিরে নিঃশব্দে চক্কর খাবে, সামনে ক্ষীণ একটা নড়াচাড়ার আওয়াজ পেল। কোণ থেকে উঁকি দিল ও। কেউ নেই ওখানে। মাটির দিকে তাকাতেই ধূসর ছাইয়ের উপর ছোট্ট ছোট্ট নগ্ন পায়ের ছাপ দেখতে পেল। ওকে তাড়া করা হচ্ছে, জানে মেয়েটা, ওর ঠিক সামনে থেকে আগে বাড়ছে, এক স্তূপ থেকে নিমেষে আরেক স্তূপে লুকাচ্ছে।

'মেয়েটার চিহ্নও নেই। এখানে নেই সে,' কাল্পনিক সঙ্গীর উদ্দেশে বলল তাইতা, তারপর ফের গ্রামের পথ ধরল। শব্দ করে হাঁটছে ও, হাতের ছড়ি দিয়ে তাকে আঘাত হানছে, তারপর একটা প্রশস্ত বৃত্তের আকারে ঘুরল ও, দ্রুত, নিঃশব্দে এগোচ্ছে।

শেষবার যেখানে মেয়েটার পায়ের ছাপ দেখেছিল সেখানে পৌঁছুল ও। তারপর একটা কাঠের স্তূপের পেছনে বসে মেয়েটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সামান্য নড়াচড়া বা শব্দ শোনার জন্যে কান খাড়া করে রেখেছে। এখন ওকে না দেখে মেয়েটা ভীত হয়ে উঠবে। ফের অবস্থান বদলাবে। চারপাশে গাঢাকা দেওয়ার জাদু ছড়িয়ে দিল ও। তারপর পর্দার আড়াল থেকে মেয়েটার দিকে হাত বাড়াল। ইথারে অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

'আহ!' মেয়েটাকে খুঁজে পেতেই বিড়বিড় করে বলল ও। খুব কাছেই আছে, তবে নড়ছে না। ওর ভীতি ও অনিশ্চয়তা টের পেল তাইতা: ওর অবস্থান জানে না সে। একটা কাঠের স্তূপের নিচে লুকাতে দেখল ওকে। সমস্ত শক্তি এবার ওর ওপর নিবদ্ধ করল তাইতা। মেয়েটাকে নিজের দিকে প্রলুব্ধ করতে অনুভূতি পাঠাচ্ছে।

'ম্যাগাস? আপনি কোথায়?' গ্রামের দিক থেকে ডাক ছাড়ল মেরেন। জবাব না পেয়ে কণ্ঠে তাগিদ ফুটে উঠল তার। 'ম্যাগাস, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' তাইতা যেখানে অপেক্ষা করছিল সেদিকে পা বাড়াল সে।

ঠিক আছে, ওকে নীরবে উৎসাহ যোগাল তাইতা। আসতে থাকো। ওকে নড়তে বাধ্য করবে তুমি। আহ! ওই যে চলে যাচ্ছে ও।

আবার নড়ছে মেয়েটা। কাঠের নিচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে এসে ওর দিকে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে এখন। মেরেনের সামনে দৌড়াচ্ছে।

এসো, ছোট্ট সোনা। চারপাশে জাদুর আঁকশী জোরদার করে তুলল ও। কাছে এসো।

'ম্যাগাস!' আরও কাছ থেকে আবার চিৎকার করল মেরেন। কাঠের স্তূপের কোণে তাইতার সামনে হাজির হলো মেয়েটা। থেমে মেরেনের কণ্ঠস্বরের উৎসের দিকে তাকাল। ত্রাসে মেয়েটাকে কাঁপতে দেখল তাইতা। ওর দিকে তাকাল সে। ওর চেহারা কাঁদার এক ভীতিকর মুখোশ, মাথার চুল দেখে মনে হচ্ছে কাঁদা আর

বাবলা গাছের আঠা দিয়ে মাথার উপর স্তূপ করে বাঁধা হয়েছে। আগুনের ধোঁয়ায় চোখজোড়া রক্তলাল হয়ে গেছে, আর চুল থেকে গড়িয়ে পড়া রংয়ের কারণে ভুরুর রং ধরতে পারল না তাইতা। ওর দাঁত জোর করে কালো করা। ওদের আটক করা নু-নারীদের সবার দাঁতই কালো করা; ওদের চুল বাঁধার কায়দাও একই রকম। স্পষ্টতই, ওদের সৌন্দর্যের আদিম ধারণা এটা।

সন্ত্রস্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় কাত হলো মেয়েটার মাথা। অন্তর্চক্ষু খুলল তাইতা। ওর চারপাশে লাফ দিয়ে উঠল আভা। জীবন্ত আলোর সূক্ষ্ম একটা জোব্বা আবৃত করল ওকে। ঠিক স্বপ্নে যেমন দেখেছিল। কাদার ভুতুড়ে প্রলেপের নিচে নোংরা অসহায় মেয়েটা ফেন। ওর কাছে ফিরেছে ও। যেমন কথা দিয়েছিল। ওকে এমন একটা অনুভূতি ভাসিয়ে নিল যেমনটা ওর দীর্ঘ জীবনে একবারও ঘটেনি। ওর মৃত্যুর সময় ওকে গ্রাস করে নেওয়া শোকের প্রাবল্য অতিক্রম করে গেল তা, যার ফলে ওর অন্য জীবনে অবসান ঘটেছিল। ওর নাড়িভূঁড়ি বের করে লিনেন ব্যান্ডেজে মুড়ে পাথুরে শবাধারে রেখে দিয়েছিল যখন।

এখন এতগুলো নিঃসঙ্গ মলিন বছর আগে ঠিক যেমনটা ওর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল ঠিক সেই বয়সে আবার জীবিত করে তোলা হয়েছে ওকে। এই একটি মাত্র আনন্দের প্রতীকের ভেতর দিয়ে সমস্ত দুঃখ আর বিষাদের অবসান ঘটেছে। ওর দেহের প্রতিটি তন্ত্রী, পেশি ও স্নায়ু অনুরণিত হচ্ছে সেই খুশিতে।

এতে চারপাশে গড়ে তোলা আড়ালের পর্দায় ব্যাঘাত ঘটল। সাথে সাথে টের পেয়ে গেল বাচ্চাটা। ঘুরে ওর দিকে তাকাল সে, ওর রক্তলাল চোখ ভুতুড়ে মুখোশের কারণে বিশাল দেখাচ্ছে। ওর উপস্থিতি টের পেলেও ওকে দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটার ক্ষমতা আছে বুঝতে পারল ও। এখনও ওর মানসিক ক্ষমতা পূর্ণতা পায়নি, কিন্তু তাইতা জানে ওর মায়াভরা শিক্ষায় এক সময় ওর সমকক্ষ হয়ে উঠবে সে। উদীয়মান সূর্য মেয়েটার চোখে একটা রশ্মি পাঠাল। ফলে গাঢ় সবুজ হয়ে ফুটে উঠল চোখজোড়ার আসল ঔজ্জ্বল্য। ফেনের সবুজ।

ওদের দিকে ছুটে আসছিল মেরেন। কঠিন মাটিতে জোরাল শব্দ তুলছে ওর পা। ফেনের সামনে একটাই পালানোর পথ রয়েছে: মাংস ঝলসানোর তাক আর কাঠের স্তূপের মাঝখানের সংকীর্ণ জায়গাটা। সোজা তাইতার বাহুতে এসে ধরা দিল ও। দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরতেই প্রবল ভয় আর বিস্ময়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল ও। আসেগেইটা ফেলে দিল হাত থেকে। নিজেকে ছুটিয়ে নিতে যুঝতে গিয়ে ওর চোখে মুখে আঁচড়ে কামড়ে দিলেও বুকের সাথে ওকে ঠেসে ধরে থাকল তাইতা। ওর আঙুলের নখগুলো তীক্ষ্ণ, ভাঙা। নখের নিচে কালো কাদা আটকে আছে। তাইতার শরীর আর কপালে রক্তাক্ত আঁচড় কাটল ওগুলো। এক হাতে ওকে ধরে রেখে এক এক করে হাত দুটো ধরে শরীরের সাথে চাপ দিল। মেয়েটা এখন অসহায় হয়ে পড়ায় মুখটা সামনে নিয়ে ভালো করে চোখের দিকে তাকাল। ওর উপর নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করল। নিমেষে ও কী করছে বুঝে গেল ফেন। ওর সাথে মিলতে

সামনে ঠেলা দিল। কিন্তু সময় মতোই ওর মনের ভাব বুঝে গেল তাইতা, ঝট করে মাথা পেছনে সরিয়ে নিল ও। ওর নাকের ডগা থেকে এক আঙুল সমান দূরত্বে কপাত করে বন্ধ হলো ওর মুখ।

'আমার দুচোখের আলো, এখনও বুড়ো এই নাকটার দরকার আছে আমার। তোমার খিদে লেগে থাকলে আরও স্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করব আমি,' হেসে বলল তাইতা।

ঠিক এই সময় ঝড়ের বেগে অকুস্থলে হাজির হলো মেরেন। ওর চোখে মুখে আতঙ্ক আর সতর্কতার ভাব। 'ম্যাগাস!' চিৎকার করে উঠল সে। 'নোংরা বিষাক্ত জিনিসটাকে আপনার কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। এরই মধ্যে একজনকে মারার চেষ্টা করেছে সে। এখন আপনাকে মারাত্মকভাবে আহত করে বসতে পারে।' ওদের দিকে ছুটে এলো সে। 'ওকে ধরতে দিন। জলাভূমিতে নিয়ে সবচেয়ে কাছের পুকুরে ডুবিয়ে মারি।'

'পিছিয়ে যাও, মেরেন!' গলা না চড়িয়েই বলল তাইতা। 'ওকে স্পর্শ করবে না।'

নিজেকে সামলে নিল মেরেন। 'কিন্তু, ম্যাগাস, সে তো–'

'তেমন কিছুই সে করবে না। যাও, মেরেন। আমাদের একা থাকতে দাও। আমরা একে অন্যকে ভালোবাসি। এইমাত্র ওকে সেটা বুঝিয়েছি আমি।'

তারপরও দ্বিধায় ভুগল মেরেন।

'যাও, বললাম না। এখুনি।'

চলে গেল মেরেন।

ফেনের চোখের দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল তাইতা। 'ফেন, তোমার জন্যে অনেক দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছি আমি।' শক্তির কণ্ঠ ব্যবহার করছে ও। কিন্তু প্রবলভাবে ওকে প্রতিহত করল সে। থুতু ফেলল, ওর লালার বুদ্বুদ মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়তে লাগল চিবুক থেকে।

'আমাদের প্রথম পরিচয়ের সময় তুমি এত শক্তিশালী ছিলে না। রাগি আর বিদ্রোহী ছিলে বটে, কিন্তু এখনকার মতো এত শক্তিশালী নও।' শব্দ করে হাসল তাইতা, চোখ পিটপিট করল ফেন। এমন শব্দ কখনও কোনও লু-র মুখ থেকে বের হয়নি। ওর চোখের সবুজ গভীরতায় পলকের জন্যে কৌতূহলের একটা ঝিলিক খেলে গেল। তারপর ওর দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকাল মেয়েটা।

'তখন কত সুন্দর ছিলে তুমি, কিন্তু এখন নিজের দিকে তাকাও তো একবার।' ওর কণ্ঠে এখনও সম্মোহনী শক্তি বইছে। 'তুমি শূন্য থেকে আসা একটা দৃশ্য।' কথাটাকে আদরের মতো বোঝাতে চাইল ও। 'তোমার চুল নোংরা হয়ে গেছে।' চুলে হাত বোলাল ও, কিন্তু সরে যাবার চেষ্টা করল ফেন। পুরু কাদা আর বাবলা গাছের আঠার নিচে চুলের আসল রঙ আন্দাজ করা সহজ না। কিন্তু কণ্ঠস্বর শান্ত

রাখল ও, উকুনের একটা স্রোত জটা থেকে বের হয়ে ওর হাত বেয়ে উঠে আসতে শুরু করলেও আশ্বাস জাগানিয়াই রইল ওর হাসি।

'অহুরা মাযদা আর সত্যির কসম, তোমার গায়ে মেরুবেড়ালের চেয়েও বেশি দুর্গন্ধ,' ওকে বলল তাইতা। 'তোমার আসল চামড়া পর্যন্ত পৌঁছতে অন্তত এক মাস ডলাডলি করতে হবে।' মুক্ত হওয়ার জন্যে কিলবিল করতে লাগল সে। 'এবার তোমার গায়ের ময়লা আমার গায়ে তুলে দিচ্ছ।। তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর দেখা যাবে আমার অবস্থা তোমার চেয়ে খুব ভালো নেই। মেরেন আর ওর সৈনিকদের থেকে দূরে গিয়ে শিবির করতে হবে আমাদের। এমনকি সৈনিকরাও আমাদের দুজনের গন্ধ একসাথে সহ্য করতে পারবে না।' কথা বলে চলল ও: কথার অর্থ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে বলার সুর ও প্রভাব আস্তে আস্তে ওকে প্রভাবিত করল। তাইতা টের পেল শিথিল হয়ে আসছে মেয়েটা, সবুজ চোখের বৈরী আভা মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। প্রায় নিন্দ্রালু ঢঙে পিটপিট করছে চোখের পাতা। হাতের বাঁধন শিথিল করল ও। সাথে সাথে ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে জাগিয়ে তুলল সে। আবার বৈরীভাবে জ্বলে উঠল। মেয়েটা আবার নতুন করে যুঝতে শুরু করায় বাঁধন শক্ত করতে বাধ্য হলো তাইতা।

'তোমাকে বাগ মানানো কঠিন,' কণ্ঠে সমীহ ও অনুমোদনের সুর ফুটিয়ে তুলল তাইতা। 'তোমার মনটা যোদ্ধার, এককালে দেবী ছিলে সেই দৃঢ়তা আছে এখনও।' এবার আরও দ্রুত শান্ত হয়ে গেল সে। টিউনিকের নিচে তাইতাকে কামড়ে দিল বিদায়ী উকুনের দল। উপেক্ষা করে কথা বলে চলল ও।

'তোমার সম্পর্কে বলতে দাও, ফেন। এককালে আমার হেফাযতে ছিলে তুমি, যেমনটা আবার হয়েছ। আজও আমি বুঝতে পারি না কেমন করে তিনি তোমার মতো এমন অসাধারণ একটা জিনিস জন্ম দিয়েছিলেন। তুমি বলার বাইরে সুন্দরী ছিলে, ফেন। মাছি, উকুন আর নোংরার নিচে, আমি জানি এখনও তাই আছো।' ধীরে ধীরে দরদভরা বিস্তারে ছেলেবেলার কাহিনী বলার সময় ওর প্রতিরোধ শিথিল হয়ে এলো। ওর বেশ কয়েকটা মজার কথা বা ঘটনার কথা রোমন্থন করল ও। ফের চোখ পিটপিট করতে শুরু করল সে। তাইতা বাঁধন শিথিল করলেও এবার পালানোর চেষ্টা না করে ওর কোলে শান্ত হয়ে বসে পড়ল। অবশেষে তাইতা যখন উঠে দাঁড়াল সূর্যটা মধ্য গগনে উঠে এসেছে। গম্ভীর চেহারায় ওর দিকে তাকাল ফেন। ওর হাত ধরার জন্যে হাত বাড়াল তাইতা। সরে গেল না ও।

'আমার সাথে চলো এখন। তোমার খিদে না লেগে থাকলেও আমার লেগেছে।' গ্রামের পথ ধরল ও। ওর পাশে পাশে দ্রুত পায়ে এগোল মেয়েটা।

গ্রাম থেকে বেশ তফাতে একটা সাময়িক শিবির গেড়েছে মেরেন: রোদে পড়ে থাকা লু-দের লাশগুলো অচিরেই পচতে শুরু করবে। এলাকা অসহনীয় হয়ে যাবে। শিবিরের দিকে এগিয়ে যেতেই মেরেন এসে যোগ দিল। 'আপনাকে দেখে খুশি

হলাম, ম্যাগাস,' চিৎকার করে বলল সে। 'ভেবেছিলাম পাগলীটা বুঝি আপনাকে শেষ করে দিয়েছে।' তাইতার পেছনে লুকিয়ে আছে ফেন, মেরেন ওদের কাছে এগিয়ে আসতেই ওর একটা পা আঁকড়ে ধরল সে। 'হোরাসের বিক্ষত চোখের দোহাই, মেয়েটার গায়ে কী গন্ধ রে বাবা। এখান থেকেও গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।'

'গলা নামাও,' হুকুম দিল তাইতা। 'ওকে নিয়ে মাথা ঘামিও না। ওর দিকে এভাবে তাকিয়ো না, তাহলে আমার কঠিন পরিশ্রম নিমেষে নষ্ট করে দেবে। আমাদের আগে আগে গিয়ে শিবির ও তোমার লোকদের বলে দাও কেউ যেন ওর দিকে না তাকায় বা ওকে ভয় পাইয়ে না দেয়।'

'এবার তবে একটা বুনো ছুকরিকে পোশ মানাতে হবে আমাদের?' অনুতাপের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মেরেন।

'ওহ, না! আমাদের সামনের কাজটাকে খাট করে দেখছ তুমি,' ওকে আশ্বস্ত করল তাইতা।

শিবিরের ঠিক মাঝখানে বিরাট সসেজ গাছের নিচে ছায়ায় বসেছে তাইতা ও ফেন। একজন লোক খাবার নিয়ে এলো। প্রথমে ধুরা পিঠা পরখ করে দেখল ফেন, কিন্তু প্রথম গ্রাস মুখে নেওয়ার পর গোগ্রাসে খেল। তারপর ঠাণ্ডা হাঁসের বুকের মাংসের দিকে নজর দিল। এত দ্রুত সেগুলো মুখে পুরতে লাগল যে দম আটকে যাবার দশা হলো।

'বুঝতে পারছি ফারাও'র সাথে খেতে বসার জন্যে তৈরি হওয়ার আগে সবক দিতে হবে তোমাকে,' কালো দাঁতে হাঁসের হাড় চিবুতে দেখে মন্তব্য করল তাইতা। শীর্ণ পেটটাকে যখন খেতে খেতে প্রায় ফাটানোর উপক্রম করেছে, নাকোন্তোকে ডাকল তাইতা। বাকি সবার মতোই ভদ্র দূরত্ব থেকে এতক্ষণ লক্ষ করছিল সে, এবার ওদের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। তাইতার কাছে ঘেঁষে এলো ফেন। নতুন করে সন্দিহান চোখে বিশালদেহী মানুষটাকে দেখছে।

'বাচ্চাটাকে নাম জিজ্ঞেস করো। আমি নিশ্চিত, সে লু ভাষা জানে, এই ভাষায়ই কথা বলে সে।' নির্দেশ দিল তাইতা, ওকে কয়েকটা কথা বলল নাকোন্তো। বোঝা গেল কথাগুলো বুঝতে পেরেছে সে, কিন্তু কঠিন জেদ আর একরোখাভাবে চেপে থাকল তার মুখটা। আরও খানিকক্ষণ ওকে উত্তর দিতে প্রভাবিত করার প্রযাস পেল ও। কিন্তু মচকাল না ফেন।

'কোনও বন্দি লু মহিলাকে নিয়ে এসো,' নাকোন্তোকে বলল তাইতা। অল্প সময়ের জন্যে ওদের ছেড়ে চলে গেল সে। ফিরে এলো যখন, তার সাথে গ্রামের এক বিলাপরতা বয়স্কা মহিলা।

'জিজ্ঞেস করো, এই মেয়েটাকে চেনে কিনা,' বলল তাইতা।

কান্না থামিয়ে মহিলাকে কথা বলতে বাধ্য করতে ধমকের সুরে কথা বলতে হলো নাকোন্তোকে। তবে অবশেষে লম্বা চওড়া একটা বিবৃতি ঝাড়ল সে। 'ওকে সে চেনে,' তরজমা করল নাকোন্তো। 'বলছে ও একটা একটা ডাইনী। ওকে ওরা গ্রাম ছাড়া করেছিল, কিন্তু বনের খুব কাছে থাকে সে, গোত্রের উপর ডাকিনীবিদ্যা নিয়ে এসেছে সে। ওদের ধারণা সেই ওদের লোকজন মেরে ফেলতেই আপনাকে পাঠিয়েছে।'

'তার মানে বাচ্চাটা ওদের গোত্রের নয়?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

বয়স্কা মহিলার জবাবটা ছিল প্রবল অস্বীকৃতি। 'না, অচেনা মানুষ সে। আগাছায় বানানো একটা ছোট নৌকার ভেতর ওকে পায় ওদের এক মেয়ে।' মিশরিয় গ্রামীণ নারীরা বাচ্চা রাখার জন্যে প্যাপিরাসে যে ধরনের দোলনা বোনে সেগুলোর বর্ণনা দিল নাকোন্তো। 'শয়তানটাকে গ্রামে নিয়ে আসে সে, ওর নাম রাখে খোনা মানযি, মানে, "জল থেকে এসেছে যে"। ওই মহিলা নিঃসন্তান ছিল বলে স্বামী তালাক দিয়েছিল তাকে। এই অচেনা চিড়িয়াটাকে আপন করে নেয় সে। মেয়েটার বিশ্রী চুল সুন্দর করে বেঁধে দিয়েছিল। ওকে সূর্য আর পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে মাছের মতো শাদা শরীর ছাই-কাদায় লেপে দিয়েছে; যেমনটা রেওয়াজ ও মানানসই। ওকে খাইয়েছে, যত্ন নিয়েছে।' পরিষ্কার বিতৃষ্ণার সাথে ফেনের দিকে তাকাল বয়স্কা মহিলা।

'সেই মহিলা এখন কোথায়?' জানতে চাইল তাইতা।

'দুষ্ট বাচ্চাটার ডাকিনী বিদ্যার সাথে নিয়ে আসায় কী এক রোগে মারা গেছে।'

'সেজন্যেই ওকে গ্রাম ছাড়া করেছিলে?'

'শুধু এ-কারণে নয়। আমাদের উপর আরও অনেক দুর্ভোগ ডেকে এনেছে সে। ওর আসার মৌসুমেই গ্রামের পানি নষ্ট হয়; যে জলাভূমি আমাদের দেশ, শুকিয়ে কুঁকড়ে যেতে থাকে। দুষ্ট বাচ্চাটারই কাজ ছিল এটা।' ক্রোধে বিজবিজ করতে লাগল মহিলা। 'আমাদের উপর রোগ বয়ে এনেছে সে, বাচ্চাদের অন্ধ করেছে, অনেক অল্প বয়সী মেয়েকে বন্ধ্যা আর আমাদের পুরুষদের নপুংসক করেছে।'

'এই একটা মেয়ের কারণে?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

মহিলার উত্তর তরজমা করে দিল নাকোন্তো। 'সাধারণ বাচ্চা নয় সে। শয়তান, ডাইনী। আমাদের গোপন জায়গায় শত্রুদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে, আমাদের বিরুদ্ধে জিতিয়ে দিয়েছে ওদের। ঠিক যেভাবে এখন আমাদের উপর আক্রমণ চালাতে তোমাদের নিয়ে এসেছে।'

প্রথম বারের মতো কথা বলে উঠল ফেন। তিক্ত রাগে ভরা ওর কণ্ঠস্বর।

'মহিলা মিথ্যে বলছে, বলছে সে। এসব কিছুই করেনি সে। মহিলাকে সে ভালোবাসত, ওর মা ছিল সে, তাকে ও হত্যা করেনি।' একই রকম বিষাক্ত সুরে

এই কথার জবাব দিল মহিলা। তারপর পরস্পরের উদ্দেশে চিৎকার শুরু করে দিল।

কিছুক্ষণ কিঞ্চিত আগ্রহের সাথে ওদের কথা শুনল তাইতা, তারপর নাকোস্তোকে বলল, 'মহিলাকে ফের গ্রামে নিয়ে যাও। বাচ্চাটার পক্ষে সুবিধার নয় সে।'

হেসে উঠল নাকোস্তো। 'পোশা পশু হিসাবে একটা সিংহের বাচ্চা পেয়েছেন আপনি, প্রবীন জন। আমরা সবাই ওকে ভয় পেতে শিখব।'

ওরা চলে যাবার পর শান্ত হয়ে এলো ফেন।

'এসো,' ওকে আমন্ত্রণ জানাল তাইতা। কথাগুলো না বুঝলেও অর্থ ধরতে পারল সে। সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল। তাইতা সরে যেতেই দৌড়ে এলো ওর পিছন পিছন। আবার ওর হাত ধরল। এই অকপট ভঙ্গিতে গভীরভাবে আন্দোলিত হলো তাইতা। স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল মেয়েটা। কিছু না বুঝলেও ওর কথার জবাব দিল তাইতা। স্যাডল ব্যাগের কাছে এসে অস্ত্রপচারের সরঞ্জামের চামড়ার ব্যাগটা খুঁজে বের করল ও। মেরেনের উদ্দেশে কথা বলতে একটু কেবল থামল: 'বাকি লোকজন আর ঘোড়াগুলো জলাভূমি থেকে এখানে নিয়ে আসতে পাঠাও নোম্বেকে। নাকোস্তোকে আমাদের সাথে রাখো, কারণ এখানে সে-ই আমাদের চোখ আর জিভ।'

এবার ফেনকে সাথে করে জলাভূমির কিনারে এসে নিচে নেমে আগাছার মাঝে এক চিলতে খোলা জায়গা খুঁজে বের করল। জল ভেঙে কোমর সমান গভীর জলে নেমে গেল ও। কুসুম গরম পানিতে হাঁটু গেড়ে বসল। কৌতূহলের সাথে কিনারা থেকে ওকে লক্ষ করছে ফেন। তাইতা মাথার উপর দিয়ে আঁজলা ভর্তি পানি ছুঁড়ে দিতেই প্রথমবারের মতো হাসিতে ভেঙে পড়ল মেয়েটা।

'এসো,' ডাকল তাইতা। কোনও দ্বিধা ছাড়াই পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ওকে পেছন ফিরিয়ে দুহাঁটুর মাঝখানে বসাল তাইতা; তারপর ওর মাথায় জল ঢালতে লাগল। নোংরা আবর্জনার মুখোশ গলে যেতে শুরু করল, গড়িয়ে পড়তে লাগল ওর ঘাড় আর কাঁধের উপর দিয়ে। আস্তে আস্তে উকুনের কামড়ের দাগঅলা ফ্যাকাশে ত্বক দেখা দিল এখানে ওখানে। ওর চুলের ময়লা পরিষ্কার করতে যেতেই জমাট আঠা ওর সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার যোগাড় করল। খুলির চুল ধরে টানাটানি করতেই খিলখিল করে হেসে প্রতিবাদ জানাল ফেন। 'বেশ, ভালো। পরে এর ব্যবস্থা করা যাবে।' ওকে দাঁড় করিয়ে পুকুরের তলা থেকে মুঠি ভর্তি বালি নিয়ে ওর সারা শরীর ডলতে শুরু করল তাইতা। পাঁজরে সুরসুরি দিতেই হেসে উঠল সে, অনিচ্ছাভরে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল; কিন্তু তাইতা ওকে টেনে ধরার পরও হাসতে লাগল। ওর মনোযোগ উপভোগ করছে। অবশেষে যখন উপরের ময়লা পরিষ্কার করে ফেলল, অস্ত্রপচারের বান্ডিল থেকে একটা ব্রোঞ্জের খুর বের

করে ওর মাথা কামাতে লেগে গেল। যারপরনাই যত্নের সাথে জট বাঁধা চুল মুড়িয়ে দিতে লাগল ও।

নিরাসক্তভাবে ব্যাপারটা মেনে নিল সে। ক্ষুরের পোঁচে চামড়া কেটে গেল; রক্ত বেরুল। জট বাঁধা চুল ভোঁতা করে দেওয়ায় একটু পরপর ক্ষুরে ধার দিতে হচ্ছে। থোকা থোকা চুল খসে পড়ছে। আস্তে আস্তে উন্মুক্ত হলো ফ্যাকাশে খুলি। অবশেষে কাজটা শেষ হলে ক্ষুরটা একপাশে নামিয়ে রেখে মেয়েটাকে জরিপ করল ও। 'তোমার কান কী বিরাট!' বলে উঠল ও। সরু ঘাড়ের তুলনায় ওর মাথাটা অনেক বড় মনে হচ্ছে। সে তুলনায় চোখজোড়া আরও বড়। বাচ্চা হাতির মতো দুপাশে খুলির সাথে লেপ্টে আছে কানজোড়া। 'যেকোনও কোণ থেকে দেখ, যেমন আলোতে, তোমাকে সব রকম সন্দেহ থেকে মুক্তি দিলেও এখনও সেই কুৎসিত পিচ্চিই আছো।' ওর কণ্ঠে দরদটা টের পেল সে। কালো দাঁত বের করে আস্থার হাসি দিল। চোখের পাতায় অশ্রুর রেখা টের পেল তাইতা। নিজের কথা ভাবল। 'শেষ কবে চোখের পানি ফেলেছ, নির্বোধ বুড়ো!' মেয়েটার দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিল ও। ওর তেল আর ভেষজ লতার মিশ্রণ বিশেষ মলমের ফ্লস্কের দিকে হাত বাড়াল। সব রকম ছোটখাট কাটাছেঁড়া ও অন্যান্য ছোটখাট রোগের মহৌষধ। খুলির উপর মলম লাগিয়ে দিল ও। আদর পেয়ে চোখ বন্ধ করা বিড়াল বাচ্চার মতো চোখ বুজে ওর গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল মেয়েটা। কাজ শেষ হলে পুকুর থেকে উঠে এলো ওরা। বসে রইল একসাথে। রোদ ও তপ্ত হাওয়ায় শরীর শুকোনোর পর একটা ব্রোঞ্জের ফোরসেপ বেছে নিল তাইতা, তারপর ওর দেহের প্রতি ইঞ্চিতে কাজ করল। ভেষজ মলম বেশির ভাগ উকুন ও অন্যান্য পোকা মেরে ফেললেও আরও অনেকগুলোকে ওর শরীর আঁকড়ে থাকতে দেখল। ওগুলো বেছে তুলে নিয়ে পিষে মারল। ফেনকে আমোদিত করে রক্তের ফোটায় বিস্ফোরিত হওয়ার সময় সন্তোষ জাগানো পপ আওয়াজ করছে। তাইতা শেষ উকুনটা বের করে আনলে ওর কাছ থেকে ফোরসেপটা নিল ফেন তারপর ওর শরীর থেকে তাইতার দেহে পাড়ি জমানো পোকাগুলোর ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। তাইতার তুলনায় অনেক তীক্ষ্ণ ও ক্ষিপ্র। ওর রূপালি দাড়ি ও বগলতলায় জীবনের লক্ষণের খোঁজে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তারপর আরও নিচে তল্লাশি চালাল সে। বুনো বলে ওর পেটের নিচে ওকে নির্বীজ করার সেই রূপালি ক্ষতে হাত বোলানোর সময় দ্বিধা প্রকাশ করল না। এই গ্লানির চিহ্নটাকে সব সময়ই অন্যদের চোখের আড়ালে রাখার চেষ্টা করে তাইতা। কেবল জীবিত লস্ত্রিসের চোখ ছাড়া। এখন আবার বেঁচে উঠেছে সে। কোনও রকম বিব্রত বোধ করছে না। তবু, ওর কাজটা নিষ্পাপ ও স্বাভাবিক হলেও হাতটা সরিয়ে দিল ও।

'কথাটা মনে হয় আরেকবার বলতে পারি, পরস্পরকে ভালো করেই চিনি আমরা।' মেয়েটা ওকে পরিষ্কার করার পর ভেবেচিন্তে বলল তাইতা।

'তাইতা!' নিজের বুক ছুঁয়ে বলল ও। গম্ভীরভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। 'তাইতা।' ভঙ্গিটা পুনরাবৃত্তি করল ও।

বুঝতে পারল মেয়েটা। 'তাইতা!' আঙুল দিয়ে ওর বুকে খোঁচা দিল। 'তারপর নিজের ক্ষীণ বুকে চাপড় দিল। 'খোনা মানযি!' বলল সে।

'না!' বাদ সাধল তাইতা। 'ফেন!'

'ফেন?' অনিশ্চিতভাবে পুনরাবৃত্তি করল সে। 'ফেন?' নিখুঁত উচ্চারণ। যেন মিশরিয় ভাষায় কথা বলতেই জন্ম হয়েছে ওর। এক মুহূর্ত ভেবে হেসে সায় দিল। 'ফেন!'

'বাক-হার! বুদ্ধিমতী, ফেন!'

'বাক-হার,' অনুগতের মতো পুনরাবৃত্তি করল সে। 'বুদ্ধিমতী, ফেন।' ওর ইঁচড়েপাকামো আবার বিস্মিত, প্রফুল্ল করে তুলল ওকে।

ওরা শিবিরে ফেরার পর মেরেন ও অন্য পুরুষরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ফেনের দিকে, যদিও তেমনটা না করারই নির্দেশ ছিল ওদের উপর।

'মিষ্টি আইসিস, এ যে দেখছি আমাদেরই একজন,' বলে উঠল মেরেন। 'মোটেই বর্বর না, যদিও তেমনই আচরণ করছে। ও মিশরিয়।' স্যাডল ব্যাগ হাতড়াতে গিয়ে একটা বাড়তি টিউনিক খুঁজে পেয়ে তাইতার কাছে নিয়ে এলো ওটা।

'পরিষ্কারই বলা চলে,' ব্যাখ্যা করল সে। 'ওর পরিচয় লুকোতে কাজ দেবে।'

পোশাকটার দিকে এমনভাবে তাকাল ফেন, যেন সাপের মতো বিষাক্ত। নগ্নতায় অভ্যস্ত বলে তাইতা ওটা ওর মাথার উপরে ধরতেই পালানোর চেষ্টা করল। টিউনিকটা বেশ লম্বা, ঝুল প্রায় গোড়ালিতে নেমে এলো। কিন্তু চারপাশে জড়ো হয়ে জোর গলায় অনুমোদন আর তারিফ করল লোকজন। খানিকটা খুশি হয়ে উঠল মেয়েটা।

'মনে প্রাণে নারী,' হেসে বলল তাইতা।

'সত্যিই নারী,' সায় দিল মেরেন, তারপর স্যাডল-ব্যাগের কাছে ফিরে গেল। একটা রঙিন সুন্দর রিবন বের করে নিয়ে এলো ওর কাছে। নারী-প্রেমিক মেরেন সব সময় সাথে এমনি মামুলি কিছু জিনিস রাখে। চলার পথে পরিচয় হওয়া বিপরীত লিঙ্গের সাথে সাময়িক সম্পর্ক পাতার বেলায় বেশ কাজ দেয়। টিউনিকের ঝুল যাতে মাটিতে গাড়াগাড়ি না খায় সেজন্যে একটা রিবন দিয়ে ওর কোমরে বো বেঁধে দিল ও। ঘাড় কাত করে এর প্রভাব দেখতে লাগল ফেন।

'ওর গর্বের ভাবটা একবার দেখ,' হাসল ওরা। 'মেয়েটা খুব বিশ্রী, এটাই সবচেয়ে দুঃখের বিষয়।'

'সেটা বদলে যাবে,' কথা দিল তাইতা। মেয়েটা আগের জন্মে কত সুন্দর ছিল, ভাবল।

পরদিন মাঝসকালের দিকে মৃত লু-দের লাশগুলো পচে ফুলে উঠল। এমনকি বেশ দূর থেকেও পচা দুর্গন্ধ এত প্রকট হয়ে উঠল যে তাঁবু সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো ওরা। শিবির গোটানোর আগে রেখে আসা লোকজন আর ঘোড়া ফিরিয়ে আনতে নোম্ভেকে আবার প্যাপিরাসের বনে পাঠাল তাইতা। তারপর মেরেনকে নিয়ে বন্দি লু নারীদের দেখতে গেল। গ্রামের কেন্দ্রে এখনও পাহারায় রয়েছে ওরা, দড়িতে বাঁধা, নগ্ন কাহিল অবস্থায় জোড়াসড়ো।

'আমাদের সাথে ওদের নেওয়া যাবে না,' যুক্তি দেখাল মেরেন। 'ওদের দিয়ে আমাদের আর কাজ নেই। এমনই জানোয়ার ওরা যে, এমনকি পুরুষদের আনন্দ দেওয়ার কাজেও লাগবে না। ওদের শেষ করে ফেলতে হবে। আমাকে সাহায্য করার জন্যে লোকজন ডাকব? বেশি সময় লাগবে না।' খাপের তরবারি শিথিল করে নিল সে।

'ছেড়ে দাও ওদের,' নির্দেশ দিল তাইতা।

বিহ্বল দেখাল মেরেনকে। 'সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, ম্যাগাস। আমাদের ঘোড়া চুরি আর উত্যক্ত করতে জলাভূমি থেকে ভাইবেরাদারদের ডেকে আনবে না, তার কোনও নিশ্চিয়তা নেই।'

'ছেড়ে দাও,' আবার বলল তাইতা।

ওদের কব্জি ও গোড়ালির বাঁধন কেটে দেওয়ার পরও পালানোর চেষ্টা করল না মেয়েরা। ভীষণ হুমকি ও মারাত্মক একটা ভাষণ ঝাড়তে হলো নাকোম্ভোকে, তারপর বর্শা হাঁকিয়ে তেড়ে গেল ওদের দিকে, মুখে যুদ্ধের হুঙ্কার ছাড়ল, তারপর যার যার বাচ্চা কোলে নিয়ে বিলাপ ছেড়ে বনের দিকে পালাল ওরা।

ঘোড়া বোঝাই করে জলাভূমির কিনারা ধরে আরও দুই লীগ সামনে বাড়ল ওরা, তারপর ছায়াময় গাছের একটা বনে শিবির করল আবার। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে উড়ে আসা পোকামাকড়ের দল নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার শুরু করল।

একদিন পরে অবশিষ্ট ঘোড়া ও জীবিতদের জলাভূমি থেকে বের করে আনল নোম্ভ। দায়িত্বে ছিল শাবাকো, তাইতা ও মেরেনের কাছে রিপোর্ট করতে এলো সে। ভালো খবর নেই তার কাছে: ওরা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আরও পাঁচজন সৈনিকের মৃত্যু ঘটেছে। শাবাকোসহ বাকি সবাই অসুস্থ, দুর্বল; বিনা সাহায্যে ঘোড়ায় চাপতে পারবে না কেউ। জানোয়ারগুলোর অবস্থাও এরচেয়ে ভালো না। জলাভূমির ঘাস ও জলজ উদ্ভিদ তেমন একটা পুষ্টি যোগায়নি। বদ্ধ

পানি থেকে পেটে পরজীবী তুলে নিয়েছে কয়েকটা। শাদা কৃমির দলা আর বটফ্লাই শুটকীট পায়খানা করছে।

'পোকামাকড় ভরা এই জায়গায় থাকলে আরও মানুষ ও পশু হারানোর ভয় করছি আমি,' উদ্বিগ্ন বোধ করল তাইতা। 'ঘাস টক, পচা গন্ধঅলা, এসব খেয়ে ঘোড়ার স্বাস্থ্য ভালো হবে না। আমাদের ধুরার মওজুদও প্রায় শেষের পথে। মানুষের জন্যেই যথেষ্ট হবে না, পশুর কথা তো আরও পরে। সুস্থ-সবল হয়ে উঠতে আরও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ লাগবে আমাদের।' নাকোন্তোকে কাছে ডাকল ও, জিজ্ঞেস করল, 'আশপাশে এর চেয়ে উঁচু জায়গা আছে?'

জবাব দেওয়ার আগে চাচাত ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করল নাকোন্তো। 'পুব দিকে বেশ কয়েক দিনের পথে একটা পাহাড়ী এলাকা আছে। ওখানে ঘাস মিষ্টি, সন্ধ্যায় পাহাড় থেকে শীতল হাওয়া ভেসে আসে। গরমকালে ওখানে গরু-ছাগল চরাতে অভ্যস্ত ছিলাম আমরা,' বলল সে।

'আমাদের পথ দেখাও,' বলল তাইতা।

পর দিন বেশ সকাল সকাল রওয়ানা হলো ওরা। উইন্ডস্মোকের পিঠে সওয়ার হওয়ার পর হাত বাড়িয়ে ফেনের বাহু ধরে ওকে পেছনে তুলে নিল তাইতা। ওর মুখের অভিব্যক্তি থেকে বুঝতে পাল, অভিজ্ঞতাটুকু ভীত করে তুলেছে ওকে, তবে দুহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল সে; ওর পীঠে মুখ দাবিয়ে আঁটুলির মতো আঁকড়ে থাকল। ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার ঢঙে কথা বলল তাইতা। এক লীগের মতো দূরত্ব অতিক্রম করার পর শক্ত বাঁধন শিথিল করে উঁচু অবস্থান থেকে চারপাশে তাকাতে লাগল সে। আরও এক লীগ পার হওয়ার পর আনন্দ ও কৌতূহলে বকবক শুরু করে দিল। তাইতা সাথে সাথে জবাব না দিলে ওর পিঠে ছোট মুঠি দিয়ে কিল মারছে, নাম ধরে ডাকছে ওকে, 'তাইতা! তাইতা,' তারপর ইঙ্গিতে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করা জিনিসটা দেখাচ্ছে।

'গাছ,' জবাব দিচ্ছে ও, বা 'পাখি,' কিংবা 'ঘোড়া,' বা 'বড় পাখি।'

'বড় পাখি,' পুনরাবৃত্তি করছে সে। চট করে শিখে নিচ্ছে, ওর শ্রবণশক্তি প্রখর। একবার দুবারের চেষ্টাতেই যেকোনও শব্দ তুলে নিতে পারছে। নিখুঁতভাবে উচ্চারণ করছে। একবার শেখার পর আর ভুলছে না। তৃতীয় দিন নাগাদ বিভিন্ন শব্দ দিয়ে সহজ বাক্য তৈরি শিখে গেল সে, 'বড় পাখি উড়ছে, বড় পাখি জোরে ওড়ে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। অনেক চালাক তুমি, ফেন,' ওকে বলেছে তাইতা। 'মনে হচ্ছে যেন এককালে অনেক ভালো করে ভুলে যাওয়া জানা কিছু ফের মনে করতে শুরু করেছ। এখন দ্রুত মনে পড়ছে, তাই না?'

মনোযোগ দিয়ে শুনছে সে, তারপর এরইমধ্যে শেখা শব্দগুলো বেছে নিয়ে ঝঙ্কারের মতো উচ্চারণ করছে আবার: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চালাক ফেন। দ্রুত আসছে,

দ্রুত।' তারপর মেয়ারের পিছন পিছন আসতে থাকা ঘোড়ার বাচ্চা ওয়ার্লউইন্ডের দিকে তাকাচ্ছে: 'ছোট ঘোড়া জোরে আসছে!'

ঘোড়ার বাচ্চাটা মুগ্ধ করে রেখেছে ওকে। ওয়ার্লউইন্ড নামটা কঠিন ঠেকেছে ওর কাছে, তাই ছোট ঘোড়া ডাকছে। শিবির খাটাতে স্যাডল ছাড়ার পরপরই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এসো। ছোট ঘোড়া।' বাচ্চাটা যেন তাইতার মতো ওর সঙ্গও উপভোগ করতে শুরু করেছে। কাছে এসে গলায় হাত প্যাঁচানোর সুযোগ করে দিল ওকে। ফেন ওকে এমনভাবে কাছে টেনে নিল যেন মায়ের জঠরে জোড়া লাগা যমজ। লোকজনকে অন্য ঘোড়াগুলোকে ধুরা শস্য খাওয়াতে দেখল ও। তো কিছু শস্য চুরি করে খাওয়ানোর প্রয়াস পেল ওটাকে। কিন্তু ঘোড়াটা প্রত্যাখ্যান করায় ক্ষেপে গেল। 'পচা ঘোড়া!' ভর্ৎসনা করল ও। 'পচা ছোট ঘোড়া!'

অচিরেই সবার নাম জেনে ফেলল সে। সবার অগে মেরেনের নাম, ওকে রিবন দিয়েছে, সব সময় বিশেষ প্রশ্রয় দিচ্ছে। অন্যরা ওর মনোযোগ লাভ করতে প্রতিযোগিতা করছে। ওদের সামান্য বরাদ্দ থেকেই ওর জন্যে এটা ওটা বাঁচিয়ে রাখছে, কুচকাওয়াজের গানের কথাও শিখিয়েছে: ও বেশ কিছু অশ্লীল কোরাস গাওয়ার পর এতে বাদ সেধেছে তাইতা। ওকে ছোটখাট উপহার দিয়েছে ওরা। উজ্জ্বল পাখা, সজারুর কাঁটা আর পার হয়ে আসা শুকনো নদীর তলদেশে উঠে আসা রঙিন নুড়ি পাথর।

কিন্তু কলামের অগ্রগতি খুব ধীর। মানুষ বা পশু কোনওটাই পুরো দিন চলতে পারছে না। দেরি করে শুরু করছে ওরা, আগে ভাগে থামছে। ঘনঘন বিরতি দিচ্ছে। আরও তিনজন সৈনিক প্রাণ হারিয়েছে জলাভূমির রোগে, বাকিদের বলতে গেলে কবর খোঁড়ারও শক্তি নেই। ঘোড়াগুলোর ভেতর উইন্ডস্মোক আর ওর বাচ্চাটাই সবচেয়ে ভালো অবস্থায় আছে। মেয়ারের পেছনের বর্শার আঘাত পুরোপুরি সেরে গেছে, যাত্রার প্রবল ধকল সত্ত্বেও তার দুধ বহাল তবিয়তে আছে, এখনও ওয়ার্লউইন্ডকে খাওয়াতে পারছে।

একদিন বিকেলে শিবির খাটাল ওরা, দিগন্ত তখন ধূলি আর তাপ তরঙ্গে ঘোলাটে হয়ে গেছে। কিন্তু ভোরে দেখা গেল রাতের ঠাণ্ডা বাতাস সব পরিষ্কার করে দিয়েছে, দূরে পাহাড়ের নীল নিচু রেখা দেখতে পেল ওরা। ওরা সেদিকে এগিয়ে যেতে শুরু করতেই পাহাড়গুলো ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠতে শুরু করল, আমন্ত্রণ জানাতে লাগল বিস্তৃত দৃশ্য। জলাভূমি ছেড়ে আসার অষ্টম দিন একটা বিরাট ম্যাসিফের পাদদেশে পৌঁছাল ওরা। ঢালগুলো হালকাভাবে গাছে ছাওয়া, অসংখ্য রেভাইনে ভরা, ওগুলো বেয়ে গড়িয়ে নেমে এসেছে ঝর্না ও প্রবল জলপ্রপাত। একটা জলধারা অনুসরণ করে অনেক কষ্টে উপরে উঠতে লাগল ওরা, অবশেষে একটা বিস্তৃত মালভূমিতে উঠে এলো।

এখানে বাতাস অনেক টাটকা, শীতল। স্বস্তি ও আনন্দের সাথে ফুসফুস ভরে শ্বাস নিল ওরা, চারপাশে নজর চালাল। ঘাসের সমতলে চমৎকার গাছপালার বন চোখে পড়ল। তৃণভূমিতে অসংখ্য অ্যান্টিলোপ ও ডোরা কাটা বুনো পশু চরে বেড়াচ্ছে। জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই কোথাও। অজানা, হাতছানি দেওয়া বুনো প্রান্তর।

প্রবহমান বাতাস, সূর্যের অবস্থান, প্রবহমান জলের নৈকট্য ও ঘোড়ার জন্যে চারণভূমি সবদিক বিবেচনা করে শিবিরের জন্যে জায়গা বাছাই করল তাইতা। খুঁটি ও ছাদের জন্যে ঘাস কেটে আরামদায়ক ঘর বানাল ওরা। তীক্ষ্ণ ডগা ও মোটা খুঁটি দিয়ে বসতির চারপাশে সীমানা প্রাচীর–যারীবা–তৈরি করল ওরা, ওটার একপ্রান্তকে ঘোড়া ও খচ্চরের জন্যে আলাদা খোঁয়াড়ে পরিণত করল। রোজ সন্ধ্যায় চারণভূমিতে নিয়ে আসে ওদের, তারপর রাতে খুনে বাঘ ও বর্বর মানুষের হাত থেকে বাঁচাতে আটকে রাখে ওখানে।

নদীর তীরে উর্বর ও সমৃদ্ধ জমিন পরিষ্কার করে লাঙল দিয়েছে ওরা। চরে বেড়ানো পশুদের দূরে সরিয়ে রাখতে ওটাকে ঘিরে আরেকটা কাঁটা ঝোপের বেড়া তৈরি করেছে। একটা একটা করে বস্তা থেকে ধুরা বীজ বের করে আভা দেখে শক্তিশালীগুলো রেখে দিচ্ছে তাইতা; দুর্বল, রোগাক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্তগুলো ফেলে দিয়ে চাষ দেওয়া জমিনে রোপন করেছে। নদী থেকে পানি তুলে জমিতে সেঁচ দিতে একটা *শাদুফ* বানিয়েছে তাইতা। কয়েক দিনের মধ্যেই মাটি ভেদ করে প্রথম সবুজ চাড়া মাথা চাড়া দিল। পরের কয়েক মাসের ভেতর শস্য পাকবে। ক্ষেত পাহারা দিতে একজন রক্ষী নির্ধারিত করে দিল মেরেন। ঘোড়া ও যেকোনও বুনো জানোয়ার তাড়াতে ঢোল বাজায় সৈনিকরা। যারীবা ঘিরে প্রতিরক্ষা আগুন তৈরি করল ওরা। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করল। রোজ সকালে গোড়া ও খচ্চরগুলো একসাথে বেঁধে চারণভূমির রসাল ঘাসে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেখানে ঘাস খেয়ে দ্রুত চাঙা হয়ে উঠল ওরা।

মালভূমিতে শিকারের অভাব নেই। রোজ শিকারীদের একটা দল নিয়ে বের হয়ে যায় মেরেন, অ্যান্টিলোপ ও অন্যান্য বুনো প্রাণীর মাংসে ব্যাগ ভর্তি করে ফিরে আসে। আগাছা দিয়ে মাছ ধরার ফাঁদ বুনেছে ওরা। নদীর পুকুরের মুখে ওগুলো পেতে রেখেছে। অসংখ্য মাছ ধরা পড়ছে ফাঁদে। রোজ রাতেই হরিণের মাংস আর টাটকা মাগুর মাছ দিয়ে ভোজপর্ব সারছে ওরা। মাংসের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষুধা দেখিয়ে ওদের রীতিমতো বিস্মিত করে দিয়েছে ফেন।

এখানকার মালভূমির বেশির ভাগ গাছপালা, গুল্মের সাথে আগে থেকেই পরিচয় আছে তাইতার। ইথিওপিয়ার উঁচু এলাকায় থাকার সময় এগুলোর সাথে ওর পরিচয়। সংগ্রহকারী দলকে পুষ্টিকর গাছগাছালি চিনিয়ে দিয়েছে ও। ওরই নির্দেশনায় নদীর তীর বরাবর জন্মানো বুনো পুদিনা পাতা যোগাড় করেছে ওরা। বিপুলভাবে জন্মানো ইউফোরবিয়াসেয়াসের শেকড়ও খুঁড়ে বের করেছে। ওগুলো

সেদ্ধ করে পুষ্টিকর পরিজে পরিণত করেছে; প্রয়োজনীয় খাবার হিসারে ধুরার স্থান দখল করেছে।

ভোরের শীতল, মিষ্টি হাওয়ায় বনে চলে যায় তাইতা ও ফেন; ঝুড়ি ভর্তি ভেষজ গুণসমৃদ্ধ পাতা ও বেরি, শেকড় ও ভেজা টাটকা বাকলের টুকরো আনবে বলে। গরম অস্বস্তিকর হয়ে উঠলে শিবিরে ফিরে এসে সংগৃহীত রসদের খানিকটা সেদ্ধ কিংবা রোদে শুকিয়ে নেয়। আর অন্যান্য উপকরণ বেটে গুঁড়ো বা মণ্ডে পরিণত করে। ওদের তৈরি আরকে মানুষ ও পশুর রোগের চিকিৎসা করে তাইতা।

একটা বিশেষ কাটা ঝোপের সেদ্ধ করা বাকলের নির্যাস খুবই তেতো, জিভ অবশ করে দেয়, চোখ জ্বালা ধরায়, দম আটকে দেয়। যাদের ভেতর এখনও জলাভূমির রোগের আলামত রয়ে গেছে তাদের উপর ওটা পরিমিত প্রয়োগ করল তাইতা। ওরা সেটা গিলতে গিয়ে বিষম খাওয়ার সময় পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ যোগাল ফেন। 'ভালো, শাবাকো। চালাক শাবাকো।' কেউই ওর তোষামোদ ঠেকাতে পারল না। তেতো ওষুধ মুখে নিয়ে গিলে ফেলল। দ্রুত সম্পূর্ণ সেরে উঠল সবাই।

বাকলের গুঁড়ো ও ছোট মামুলি গুল্মের বীজে থেকে শক্তিশালী এক ধরনের জোলাপ তৈরি করল তাইতা। সবাই ধরে নিয়েছিল নাকোন্তোর পেট পাথরের মতো কষা হয়ে গেছে; সেও ফলাফলে খুশি হয়ে উঠল। ওটার ডোজ নিতে রোজ তাইতার কাছে আসছে সে। শেষ পর্যন্ত রোজ এক দফা ওষুধ খাওয়ার নিয়ম বেঁধে দিতে বাধ্য হলো তাইতা।

ফেনের খিদে সত্ত্বেও হাড় জিরজিরেই রয়েছে ও। ওর পেট শক্ত, চোপসানো। সেদ্ধ বাকলের আরেকটা আরক তৈরি করল তাইতা, ওকে সাহায্য করল ফেন। ওকে ওটা খেতে সাধলে একটা চুমক দিল সে। তারপরই সটকে পড়ল। ছুটে পালাচ্ছিল জোরে, কিন্তু ওর এমন আচরণের প্রস্তুত ছিল তাইতা। দুই দিনেরও বেশি স্থায়ী হলো পরবর্তী ইচ্ছাশক্তির লড়াই। ফল নিয়ে বাজি ধরল সবাই। শেষে তাইতাই জিতল। কোনও রকম মস্তাত্ত্বিক প্রয়াস ছাড়াই শেষে পুরো ডোজ খেল ফেন। ওর বেলায় অমন কিছু করতে চায়নি তাইতা। ওর বদ মেজাজ অব্যাহত ছিল পরদিনও, যতক্ষণ না ওকে অবাক করে ওর পেট থেকে প্রায় ওর মাথার সমান কিলবিলে শাদা আন্ত্রিক কৃমির একটা দলা বের হয়ে এলো। এই সাফল্যে দারুণভাবে গর্বিত বোধ করল সে। প্রথমে তাইতা, তারপর সবার কাছে স্বীকার গেল। ওরা সবাই জুৎসইভাবে মুগ্ধ হলো, প্রকাশ্যে সায় দিয়ে বলল যে ফেন আসলেই চালাক, সাহসী মেয়ে। কয়েক দিনের ভেতর ওর পেট অনেক সুখকর বাঁক পেল। ওর হাত-পা ভরাট হয়ে উঠতে শুরু করল। দেখার মতো হয়ে উঠল ওর শারীরিক বিকাশ। ওর কয়েক মাসের বৃদ্ধি পেতে সাধারণ মেয়েদের বেলায় হয়তো কয়েক বছর লাগবে। তাইতার মনে হচ্ছে, মেয়েটা বেড়ে উঠছে, ওর চোখের সামনে যুবতীতে পরিণত হচ্ছে।

'ও সাধারণ শিশু নয়,' আপনমনে ব্যাখ্যা করল ও। 'দেবী ও রানির অবতার।' এব্যাপারে কখনও এতটুকু সন্দেহ মনে জাগলেই ওকে কেবল অন্তর্চক্ষু খুলে ওর আভার দিকে তাকালেই হয়। ওই আভার চমক স্বর্গীয়।

'তোমার সুন্দর হাসি ঘোড়াকে চমকে দেবে,' ওকে বলল তাইতা, চওড়া হেসে এক কালের কালো দাঁত দেখাল ফেন। ওর দাঁত লবনের মতো শাদা ও নিখুঁত। সবুজ রঙের গাছের ডাল বেছে ওটার আঁশ চিবুনোর কায়দা শিখিয়েছে দিয়েছ তাইতা; একটা ঝোপ চিনিয়ে দিয়ে দাঁত মাজা ও নিঃশ্বাস সুবাসিত করার বুদ্ধি বাতলে দিয়েছে। স্বাদটা ওর পছন্দ হয়েছে, দৈনিক রেওয়াজ থেকে কখনও পিছিয়ে যায়নি।

ভাষার উপর ওর দখল ভয়ানক থেকে দুর্বল পর্যায়ে উঠে এসে তারপর ভালো এবং শেষে নিখুঁত হয়ে উঠেছে। শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে, মনের ভাব প্রকাশে এখন সঠিক শব্দ চয়ন করতে পারছে, বা কোনও একটা বিষয়ের নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারছে। অচিরেই তাইতার সাথে শব্দের খেলায় মেতে উঠতে পারল ও। ছন্দ তৈরি, হেঁয়ালি করা আর অনুপ্রাসে আমোদিত করে তুলল তাইতাকে।

শেখার জন্যে ফেনের তৃষ্ণা অশেষ। মন অন্য কিছুতে ব্যস্ত না থাকলে একঘেয়ে, কঠিন হয়ে পড়ে সে। তাইতার দেওয়া কোনও কাজ বোঝার চেষ্টায় থাকার সময় মিষ্টি ও সহজে সামালযোগ্য থাকে। প্রায় রোজই ওর জন্যে নতুন চ্যালেঞ্জের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে তাইতাকে।

নদীর তীরের কাদা দিয়ে লেখার ফলক বানিয়েছে ও। ওকে হিয়েরোগ্লাফিক লিপি শেখানো শুরু করেছে। ওদের কুঁড়ের দরজার বাইরে শক্ত মাটির একটা *বাও* বোর্ড বসিয়েছে ও। ঘুটি হিসাবে রঙিন পাথর বেছে নিয়েছে। কয়েক দিন পরে মূল নীতিমালা শিখে নিল সে। অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে সাতের নিয়ম, তারপর দুর্গ সংহত করার কৌশল শেখাল। মেরেনকে যেদিন চরম লজ্জায় ফেলে দর্শকদের খুশি করে তিন দানের দুটোতে সরাসরি হারাল, মনে রাখার মতো একটা দিন ছিল সেটা

সল্টওর্ট ঝোঁপের ছাই দিয়ে শিকারীদের আনা পশুর চর্বিকে সাবানে পরিণত করল তাইতা। তার উদার ব্যবহারে ফেনের শরীর থেকে রঙ ও অন্যান্য নামহীন পদার্থের অবশিষ্ট নাছোড়বান্দা দাগও উঠে গেল: যেসব রঙে ওর পালক মা রাঙিয়েছিল ওকে।

তাইতার নিজস্ব মলম আর নিরলস প্রয়াসে ওর মাথার চুলের শেষ উকুনগুলোও উৎখাত হলো। এক ধরনের ক্রিমের মতো নির্মল চেহারা নিল ওর ত্বক, রোদ লাগা জায়গাগুলো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। বেড়ে উঠল ওর মাথার চুল। অবশেষে কান ঢাকা পড়ল; চকচকে আভাময় মুকুটে পরিণত হলো। ওর চোখজোড়া এখনও সবুজ ও ডাগড় ডাগড় থাকলেও এখন আর অন্যান্য সূক্ষ্ম বৈশিষ্টকে চাপা দিচ্ছে না, বরং সম্পূরক হয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাইতার নিষ্পলক চোখের সামনে অন্য জীবনে যেমন ছিল তেমনি অসাধারণ সুন্দরী হয়ে উঠল ও।

যখনই ওর দিকে চোখ ফেরায় বা রাতে ওর পাশের মাদুরে ঘুমানোর সময় মৃদু শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ কান পেতে শোনে, ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে ভেবে ওর সব আনন্দ ভয়ের কাছে মাথা নত করে। সূক্ষ্মভাবে ও সজাগ যে, অল্প কয়েক বছরের ভেতরই নারীতে পরিণত হবে সে, এবং ওর প্রবৃত্তি এমন কিছু দাবি করে বসবে যা দেওয়ার ক্ষমতা ওর নেই। তখন অন্য কোথাও খোঁজ করতে প্ররোচিত হবে সে, এমন একজন পুরুষের যে ওর সীমাহীন নারীসুলভ চাহিদা পূরণ করতে পারবে। ওর জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো অন্যের বাহুডোরে ধরা দিতে দেখতে হবে ওকে, হারানো প্রেমের তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।

'ভবিষ্যতই নিজের ব্যবস্থা নেবে। আজ ওকে কাছে পেয়েছি। তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে,' আপন মনে বলে ও। নিজের শঙ্কাটুকু দূরে ঠেলে দেয়।

চারপাশের সবাই ওর অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেও সে সম্পর্কে মোটেই সজাগ নয় ফেন। নির্বিকার কমনীয়তা ও বন্ধুত্ব দিয়ে ওদের অতিপ্রশংসার জবাব দেয় ও, তবে মুক্ত প্রাণ রয়ে যায়। তাইতার জন্যে ওর সব দুর্বলতা তুলে রেখেছে।

উইন্ডস্মোকও ফেনের মায়ায় ধরা দেওয়া আরেকটা প্রাণী মাত্র। তাইতা রসায়ন বা ধ্যানে মগ্ন থাকলে ওর খোঁজে চারণভূমিতে চলে আসে ফেন। ওর পিঠে ওঠার জন্যে ওকে ওর কেশর ব্যবহার কারার সুযোগ দেয় মেয়ারটা, তারপর ঘোড়া হাঁকানোর সবক দেয়। প্রথমে শিথিল হাঁটার চেয়ে বেশি জোরে ছোটে না সে। ফেনের তাগিদ সত্ত্বেও সওয়ারির ভারসাম্য ঠিক আছে কিনা, সে ঠিক মতো বসেছে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত দুলকি চালে ছোটে না। অল্প কয়েক সপ্তাহর ভেতরই ফেনকে সহজ কদমে ছোটার কায়দার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল সে। শরীরের পাশে ছোট ছোট পায়ের খোঁচা অগ্রাহ্য করে গেল। ওর চড়া গলার তাগিদ আর 'হৈ ছোট!' আবেদন উপেক্ষা করল। তারপর এক বিকেলে, ওদের কুঁড়ের দরজায় বসে ঝিমোচ্ছিল তাইতা, ঘোড়ার যারীবার দিকে এগিয়ে গেল ফেন, ধূসর মেয়ারের পিঠে চেপে বসল ও। যারীবার গেটে ওটার কাঁধের পেছনে পায়ের আঙুলে খোঁচা মারল ফেন। মসৃণ, লম্বা পায়ে দুলকি চালে ছুটতে শুরু করল উইন্ডস্মোক। ওরা সাভানাহ ঘাসের বাগানে এসে পৌঁছার পর ফের মেয়ারকে তাগিদ দিল ফেন। দুলকি চালে চলার গতি বাড়াল ওটা। ওটার ঠিক কেশরের পেছনেই বসেছে ফেন, শরীরের ভর বেশ সামনের দিকে, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রয়েছে, উইন্ডস্মোকের প্রতটি পদক্ষেপের সাথে তাল মেলাচ্ছে। তারপর, জানোয়ারটার সহযোগিতার আশায় কেশরের একটা গুচ্ছ মুঠি করে ধরে চিৎকার করে উঠল ফেন, 'চলো, প্রিয়া আমার, দূরে চলে যাই।' সাথে সাথে ওর শরীরের নিচে প্রায় পুরো গতি আর ক্ষমতা ছেড়ে দিল উইন্ডস্মোক।

অনায়াসে ওকে অনুসরণ করল ওয়ার্লউইন্ড। উৎফুল্ল মনে পার হয়ে এলো ওরা খোলা ঘেসো জমির বেসিন।

লোকজনের চিৎকারে জেগে উঠল তাইতা। 'দৌড়া, উইন্ডস্মোক, দৌড়া! হাঁকাও, ফেন, হাঁকাও!'

ঠিক সময় মতোই গেটে চলে এলো ও, দূরে ত্রয়ীকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল সময় মতোই। কার উপর প্রথম রাগ ঝাড়বে বুঝতে পারল না।

ঠিক এই মুহূর্তটাকেই চিৎকার করার জন্যে বেছে নিল মেরেন। 'সেথের বাতাসের বিকট শব্দের দোহাই, সৈনিকের মতোই ছুটছে ও!' ফলে নিজেকেই ওর রাগের লক্ষ্যে পরিণত করল।

তখনও ওর উপর ঝাল ঝাড়ছিল তাইতা, এমন সময় ঝড়ের বেগে বেসিনের উপর দিয়ে ছুটে গেল উইন্ডস্মোক, ওর পিঠে উত্তেজনায় চিৎকার করছে ফেন। ওদের ঠিক পেছনেই ওয়ার্লউইন্ড। তাইতার সামনে এসে থামল ওটা। পিছলে ওটার পিঠ থেকে নেমে ওর দিকে ছুটে এলো ফেন। 'ওহ, তাইতা, আমাদের দেখেছ? দারুণ না? আমাকে নিয়ে তোমার গর্ব হচ্ছে না?'

চোখ গরম করে ওর দিকে তাকাল তাইতা। 'এমন বিপজ্জনক ও হদ্দ বোকামি আর করবে না, জীবনেও না।' থতমত খেয়ে গেল সে। কাঁধ ঝুলে পড়ল, অশ্রু জমে উঠল চোখে। আড়ষ্টভাবে পিছু হটল তাইতা। 'তবে ভালোই হাঁকিয়েছ। তোমার জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে।'

'ম্যাগাস বলতে চাইছেন তোমাকে ঠিক সৈনিকের মতো লাগছে, কিন্তু আমরা সবাই তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে চিন্তিত ছিলাম,' খুলে বলল মেরেন। 'কিন্তু আমাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই।' চট করে খুশি হয়ে উঠল ফেন। হাতের পিঠে চোখের পানি মুছল।

'সত্যিই কি তাই বুঝিয়েছ, তাইতা?' জানতে চাইল সে।

'মনে হয়,' গম্ভীরভাবে জবাব দিল ও।

সেদিন সন্ধ্যায় মাদুরে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে ফেন। তেলের কুপির আলোয় গম্ভীর চোখে তাকাচ্ছে তাইতার দিকে। বুকের উপর হাত ভাঁজ করে শুয়ে আছে তাইতা, ওর দাড়ির গুচ্ছ বের হয়ে আছে। ঘুমের চেষ্টা করছে সে। 'তুমি কোনও দিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না, সব সময় আমার সাথে থাকবে, তাই না, তাইতা?'

'হ্যাঁ,' হাসল ও। 'আমি সব সময় তোমার সাথে থাকব।'

'খুব খুশি হলাম,' সামনে ঝুঁকে ওর রূপালি দাড়িতে মুখ দাবাল ও। 'কী নরম,' বলল ফিসফিস করে, 'মেঘের মতো।' তারপর দিনের উত্তেজনা দখল করে নিল ওকে। ওর বুকে শরীর মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

খানিকক্ষণ শুয়ে রইল তাইতা, ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগল। এত সুখ বেশি দিন টিকতে পারে না। বড় বেশি তীব্র।

পরদিন বেশ সকাল সকাল উঠে পড়ল ওরা। ধুরা পরিজ ও মেয়ারের দুধ দিয়ে নাশতা সেরে গুল্মের খোঁজে বনে চলে এলো। সংগ্রহের ঝুড়ি ভরে ওঠার পর ওকে ওদের প্রিয় পুকুরের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল তাইতা। উঁচু পাড়ে একসাথে বসে রইল। নিচে পুকুরের জলে ওদের ছায়া পড়ছে।

'নিজের দিকে তাকাও, ফেন,' বলল তাইতা। 'দেখ, কত সুন্দর হয়ে উঠেছ।' কোনও রকম আগ্রহ ছাড়াই নিচের দিকে তাকাল ফেন। সাথে সাথে ওর দিকে পাল্টা তাকিয়ে থাকা চেহারা দেখে আকৃষ্ট হলো। হাঁটু গেড়ে সোজা হয়ে বসে নদীর দিকে ঝুঁকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। শেষে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'আমার কোনজোড়া অনেক বড়, না?'

'তোমার কান ঠিক ফুলের পাঁপড়ির মতো,' জবাব দিল তাইতা।

'আমার একটা দাঁত বাঁকা।'

'খুবই সামান্য, তাতে বরং তোমার হাসি আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।'

'আমার নাক?'

'এত নিখুঁত নাক আমি আর দেখিনি।'

'সত্যি?'

'সত্যি!'

ওর দিকে ফিরে হাসল ও। তাইতা বলল, 'তোমার হাসি বন আলোকিত করে তুলেছে।'

ওকে জড়িয়ে দরল সে, উষ্ণ দেহ; কিন্তু সহসা গালের উপর শীতল হাওয়ার স্পর্শ পেল তাইতা, যদিও ওদের মাথার উপর ঝুলে থাকা গাছের পাতা একটুও নড়েনি। শিউরে উঠল ও, কানের পর্দায় মৃদু তড়পাতে শুরু করেছে নাড়ী। ওরা আর এখন একা নয়।

ফেনকে রক্ষা করার ভঙ্গিতে বুকে চেপে ধরল ও। ওর কাঁধের উপর দিয়ে পুকুরের জলের দিকে তাকাল।

পানির তলের ঠিক নিচে একটা আলোড়ন দেখা যাচ্ছে, যেন গভীরে রাক্ষুসে মাগুর মাছ পাক খাচ্ছে। কিন্তু ওর কানের পর্দায় নাড়ীর স্পন্দন জোরাল হয়ে উঠেছে, ও বুঝতে পারছে ওটা মাছ নয়। ভালো করে তাকাল ও, নদীর গভীর অবর্তে শাপলা পাতার মতো তরঙ্গায়িত মনে হওয়া একটা আবছা ছায়া দেখতে পেল। ধীরে ধীরে জমাট বেঁধে মানুষের চেহারা নিল ছায়াটা। আলখেল্লা পরা অবয়বের অস্পষ্ট ছায়া: আলখেল্লার বিশাল টুপির নিচে ঢাকা পড়ে গেছে মাথাটা। ভাঁজের আড়ালে চোখ চালানোর প্রয়াস পেলো ও। কিন্তু ওখানে ছায়া ছাড়া কিছুই নেই।

ওর আড়ষ্ট ভাব টের পেয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল ফেন। তারপর ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে চোখ ফেরাল। পুকুরের গভীরে দৃষ্টি চালাল ও। সভয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল: 'কী যেন আছে ওখানে।' ও কথা বলার সময়ই উবে গেল ছায়াটা। পুকুরের উপরিতল ফের প্রশান্ত হয়ে উঠল। 'কী ছিল ওটা, তাইতা?' জানতে চাইল ফেন।

'কী দেখেছো তুমি?'

'পুকুরের পানির নিচে কে যেন।'

একটুও অবাক হলো না তাইতা, কারণ মেয়েটার এই ক্ষমতা থাকার কথা আগাগোড়া জানা ছিল ওর। এই প্রথম তার প্রমাণ রাখছে ও।

'পরিষ্কার দেখেছ?' ওর মনে আগেই কোনও একটা ধারণা দিতে চাইল না।

'দেখলাম পানির নিচে কে যেন, সম্পূর্ণ কালো পোশাক পরা...কিন্তু মুখ ছিল না ওটার।' পুরো দৃশ্যটাই দেখেছে ও, ভগ্নাংশ নয়। সাথে করে নিয়ে আসা মানসিক শক্তি খুবই জোরাল। মেরেনের সাথে যেভাবে কাজ করতে পেরেছে, সেভাবে এর সাথেও কাজ করতে পারবে। ক্ষমতা আরও বাড়ানোর ব্যাপারে ওকে সাহায্য করতে পারবে। ওর ইচ্ছাশক্তিকে বশ মানাতে পারবে।

'ওটা দেখে তোমার কী মনে হয়েছে?'

'শীতলতা,' ফিসফিস করে বলল সে।

'কোনও গন্ধ পেয়েছো?'

'বিড়ালের–না, সাপের গন্ধ: ঠিক নিশ্চিত নই, তবে জানি গন্ধটা খারাপ।' ওকে আঁকড়ে ধরল সে। 'কে ওটা?'

'ডাইনীর গন্ধ পেয়েছো তুমি।' ওর কাছে কিছুই লুকোবে না। ওর দেহ শিশুর, কিন্তু সেখানে ধারণ করছে শক্তিশালী প্রতিরোধ সম্পন্ন নারীর আত্মা ও মন। ওকে আড়াল দিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। বিশেষ ক্ষমতা ছাড়াও অন্য জীবনে সঞ্চিত শক্তি ও অভিজ্ঞার ভাণ্ডার রয়েছে ওর। ওকে কেবল ওর মনের সেই মজবুত ঘরটির চাবির সন্ধান করতে সাহায্য করতে হবে ওকে, যেখানে এইসব অমূল্য রত্ন জমা আছে।

'এটা ডাইনীর ছায়া দেখেছ তুমি। তার গন্ধই নাকে লেগেছে।'

'ডাইনীটা কে?'

'শিগশিগই বলব তোমাকে, তবে এখন আমাদের শিবিরে ফিরতে হচ্ছে। আরও জরুরি কাজ আছে আমাদের হাতে।'

ডাইনী ওদের সন্ধান পেয়ে গেছে। তাইতা বুঝতে পারছে এই সুন্দর জায়গায় দীর্ঘদিন থাকার জন্যে প্রলুব্ধ করা হয়েছে ওকে। ওর জীবনী শক্তি তরঙ্গের মতো

তৈরি হয়েছে, টের পেয়ে গেছে ডাইনীটা, তারপর গন্ধ শুঁকে বের করে ফেলেছে। ওদের অবশ্যই সরে পড়তে হবে, এবং খুব দ্রুত।

সৌভাগ্যক্রমে লোকজন এখন তৈরি, পুরোপুরি সেরে উঠেছে ওরা। ওদের প্রাণশক্তি এখন তুঙ্গে রয়েছে। শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ঘোড়াগুলো। ধুরার থলেগুলো ভরে ফেলা হলো। তলোয়ারে ধার দেওয়া হয়েছে। সমস্ত সরঞ্জাম মেরামত করা হয়েছে। ডাইনী ওদের খোঁজ পেয়ে থাকলে তাইতাও তার খোঁজ পেয়েছে। তাইতা এখন জানে কোন দিকে তার আস্তানা।

লোকজনকে সংগঠিত করল মেরেন। জলাভূমির উসুল করা মাশুল বেশ চড়া ছিল। প্রায় দেড় বছর আগে তিরানব্বই জন অফিসার আর লোক কেবুইয়ের দুর্গ থেকে পথে নেমেছিল। এখন আহ্বানে সাড়া দিতে অবিশিষ্ট রয়েছে ছত্রিশ জন। ঘোড়া আর খচ্চরের দল ওদের চেয়ে ভালো দেখিয়েছে। প্যাক মিউলের উপহারসহ আদি পালের তিনশো ঘোড়ার ভেতর একশো অষ্টাশিটি টিকে গেছে।

কলামটা শিবির ছেড়ে আসার সময় পেছনে তাকাল না কেউ। শিবিরের পাশ দিয়ে এগিয়ে সমতলে এসে তারপর নদীর দিকে ফিরতি পথ ধরল। এখন আর তাইতার পেছনে উইন্ডস্মোকের পিঠে বসছে না ফেন। ঘোড়া হাঁকানোয় দক্ষতা প্রদর্শনের পর নিজের মালিকানায় ঘোড়া দাবি করেছিল সে। ওর জন্যে একই রকম স্বাস্থ্যের একটা সুঠাম বে গেল্ডিং বেছে দিয়েছে তাইতা।

ওটা পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছিল ফেন। 'ওকে হাঁস ডাকব,' ঘোষণা করেছে।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছে তাইতা। 'হাঁস কেন?'

'হাঁস আমার পছন্দ। আমাকে হাঁসের কথা মনে করিয়ে দেয় ওটা।' খুশির সাথে ব্যাখ্যা করেছে ও। তাইতা ধরে নিয়েছে বাড়তি তর্ক ছাড়াই নামটা মেনে নেওয়াই ভালো হবে।

পাহাড়ের পাদদেশে আসার পর পথ যথেষ্ট প্রশস্ত হলে সামনে বেড়ে তাইতার পাশাপাশি এগোতে লাগল ও; যাতে ওরা কথা বলতে পারে। পরস্পরের সাথে লেগে যাবার উপক্রম হচ্ছে ওদের হাঁটু। 'আমাকে পানির সেই ডাইনীর গল্প বলবে বলেছিলে। এটাই সবচেয়ে ভালো সময়।'

'হ্যাঁ, ঠিক। ডাইনীটা অনেক বয়স্কা এক মহিলা। সময়ের সূচনা থেকেই বেঁচে আছে। অনেক ক্ষমতাশালী, জঘন্য সব কাজ করে।'

'কীরকম জঘন্য কাজ?'

'সদ্যজাত শিশুদের খায়।' শিউরে উঠল ফেন। 'জ্ঞানী লোকদের লোভ দেখিয়ে নিজের আস্তানায় টেনে নিয়ে তাদের আত্মা গিলে খায়। তারপর শরীরের খোলসটা ফেলে দেয়।'

'এমন কিছু সম্ভব হতে পারে জীবনেও ভাবিনি।'

'আরও খারাপ কথা বলা বাকি আছে, ফেন। ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীর মাতা মহান নদীর প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছে সে, যে নদীর পানি সবাইকে জীবন, পানি ও খাবার দেয়।'

কথাটা ভাবল ফেন। 'লু-দের ধারণা ছিল আমিই নদীকে মেরেছি। আমাকে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছিল ওরা যাতে বনের ভেতর উপোস মারা যাই, কিংবা যাতে বুনো পশুর পেটে যাই।'

'ওরা নিষ্ঠুর, অজ্ঞ মানুষ,' সায় দিল তাইতা।

'তুমি আর মেরেন ওদের শেষ করায় আমি খুশি,' সাধারণভাবে বলল ও। তারপর কিছুক্ষণ চুপ রইল। 'কী কারণে ডাইনী নদীটাকে মেরে ফেলতে চাইবে?'

'ফারাও-এর ক্ষমতা নষ্ট করে তাঁর সাম্রাজ্যের লোকদের দাস বানাতে চায় সে।'

'ফারাও কী, দাস বানানো মানে কী?' ব্যাখ্যা করল তাইতা। ওকে গম্ভীর দেখাল। 'তাহলে তো আসলেই খারাপ সে। সে থাকে কোথায়?'

'অনেক দক্ষিণে এক দেশের এক বিরাট হ্রদের পাশের আগ্নেয়গিরিতে,' বলে সামনের দিকে ইঙ্গিত করল ও।

'সেখানেই যাচ্ছি আমরা?'

'হ্যাঁ। ওকে ঠেকানোর চেষ্টা করব আমরা, পানি যাতে ফের প্রবাহিত হয় সেই ব্যবস্থা করব।'

'অত দূর থেকে আমরা যেখানে দেখলাম, সেই পুকুরে এলো কীভাবে?'

'ওকে দেখিনি আমরা। ওট ছিল ছায়া।'

ভুরু কুঁচকে ছোট্ট নাক কোঁচকাল ফেন, কথাটা বোঝার চেষ্টা করছে। 'বুঝলাম না।'

গার্ডলের উপর রাখা চামড়ার থলের দিকে হাত বাড়াল তাইতা, তারপর ওটা থেকে প্রদর্শনীর জন্যে নিয়ে আসা পদ্ম ফুলের একটা বাল্ব বের করল। ওকে দিল ওটা। 'এই বাল্বটা তো চেন।'

একটু ক্ষণের জন্যে ওটা দেখল সে। 'অবশ্যই। অমন অনেক যোগাড় করেছি আমরা।'

'এটার ভেতর অনেকগুলো পল্লা আছে, একটার ভেতর আরেকটা। মাঝখানে আছে ছোট শাঁস।' মাথা দোলাল ফেন। বলে চলল তাইতা। 'আমাদের সারা দুনিয়াও এভাবে তৈরি। আমরা হলাম কেন্দ্রের শাঁস। আমাদের ঘিরে অস্তিত্বের অনেক স্তর রয়েছে যা আমরা দেখি না বা বুঝতে পারি না–যদি আমাদের সেই ক্ষমতা না থাকে। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

সাবধানে ফের মাথা দোলাল ও, তারপর আন্তরিক কণ্ঠে সায় দিয়ে বলল, 'না, বুঝিনি, তাইতা।'

'ঘুমানোর সময় স্বপ্ন দেখ না, ফেন?'

'হ্যাঁ, দেখি তো!' উৎসাহের সাথে বলল ফেন। 'অনেক সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন! আমাকে তা অনেক খুশি ও প্রাণবন্ত করে তোলে। অনেক সময় স্বপ্নে পাখির মতো উড়ে বেড়াই। অচেনা সুন্দর সব জায়গায় যাই।' তারপরই হাসির জায়গা দখল

করে নিল ভীতিকর অভিব্যক্তি। 'কিন্তু অনেক সময় এমন স্বপ্ন দেখি আমাকে যা ভয় পাইয়ে দেয়, বা দুঃখ দেয়।'

রাতে ওর পাশে শুয়ে থাকার সময় ফেনের দুঃস্বপ্নে কথা শুনছে তাইতা। কিন্তু ওকে সেগুলো থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেনি। বরং ওকে শান্ত করতে, ওকে আবার অন্ধকার থেকে ফিরিয়ে আনতে নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে। 'হ্যাঁ, ফেন, আমি জানি। ঘুমের ভেতর অস্তিত্বের এই স্তর ছেড়ে পরের স্তরে চলে যাও তুমি।' বোঝার ভাব নিয়ে হাসল ও। খেই ধরল তাইতা। 'বেশির ভাগ মানুষ স্বপ্ন দেখলেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অনেকেরই সূক্ষ্ম শাঁসের ভেতর দিয়ে দেখার বিশেষ ক্ষমতা থাকে। যেখানে আমরা বন্দি হয়ে আছি। অনেকের, যেমন মোহন্ত ও ম্যাগাইদের। অনেক দূর থেকে সব কিছু দেখার জন্যে এমনকি আত্মার রূপ নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর ক্ষমতা থাকে।'

'তোমার আছে, তাইতা?' হেঁয়ালির হাসি দিল তাইতা। ফেন জোরে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর আর অদ্ভুত। আমিও যদি পারতাম, যা খুশি লাগত।'

'এক দিন হয়তো পারবে। বুঝতেই পারছ, ফেন, পুকুরে ডাইনীর ছায়া দেখেছ তুমি, যার মানে তোমার সেই ক্ষমতা আছে। আমাদের কেবল তোমাকে সেই ক্ষমতা কাজে লাগানো শেখাতে হবে।'

'তার মানে আমাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিল ডাইনীটা? আসলেই ওখানে ছিল সে?'

'তার আত্মা ছিল। আমাদের উপর নজর রাখছে।'

'ওকে ভয় লাগছে আমার।'

'সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে ওর কাছে আত্মসমর্পণ করা চলবে না। আমাদের, তোমার আর আমার, নিজস্ব শক্তিতে মোকাবিলা করতে হবে তার। অবশ্যই তার বিরোধিতা করে অশুভ মায়া নষ্ট করে দিতে হবে। সেটা যদি পারি, ওকে ধ্বংস করে দেব আমরা, তার জন্যে এই পৃথিবীই হবে ভালো জায়গা।'

'আমি সাহায্য করব তোমাকে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ফেন। 'কিন্তু আগে তার কায়দা শিখিয়ে দিতে হবে তোমাকে।'

'এ পর্যন্ত তোমার অগ্রগতি অলৌকিক,' অকপট সমীহের সাথে ফেনের দিকে তাকাল তাইতা। অন্য জীবনে এক কালে যে রানি ছিল ইতিমধ্যে তার মতো মন ও আত্মা গড়ে তুলতে শুরু করেছে ও। 'আরও শেখার জন্যে তৈরি তুমি,' ওকে বলল তাইতা। 'এখুনি শুরু করব আমরা।'

রোজ ঘোড়ার পিঠে পাশাপাশি এগোনো শুরু করার সাথে সাথে শুরু হয় ওর দীক্ষা। যাত্রার দীর্ঘ দিন জুড়ে অব্যাহত থাকে। ফেনের মনে একজন

ম্যাগাইয়ের কর্তব্য প্রোথিত করে দেওয়াই ওর প্রাথমিক লক্ষ্য। তাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতার সযত্ন ও দায়িত্বশীল প্রয়োগের ভেতর দিয়ে এই কর্তব্য পালন করতে হয়। একে কখনওই হালকাভাবে বা অবহেলার সাথে বা স্বার্থপর তুচ্ছ মতলব হাসিলের কাজে ব্যবহার করতে পারবে না তারা।

এই পবিত্র দায়িত্ব বুঝে ও আনুষ্ঠানিকভাবে ওর সথে শপথ বাক্য উচ্চারণ করে সেটা স্বীকার করার পর জাদুকরী শিল্পের সাধারণ ধরণ নিয়ে আলোচনায় নামল ওরা। প্রথমে ফেনের মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতার উপর বেশি জোর খাটাতে গেল না তাইতা। এমন একটা গতি স্থির করার চেষ্টা করল যাতে সে তাল মেলাতে পারে। কিন্তু উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল না ওর। মেয়েটা অক্লান্ত, ওর প্রতিজ্ঞা অটল।

প্রথমে ওকে আড়াল সৃষ্টির মায়া বিস্তারের কায়দা শেখাল তাইতা যা ওকে অন্যদের চোখের আড়ালে নিয়ে যাবে। রোজ দিনের শেষে ওরা অস্থায়ী প্রাচীরের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঢোকার পর এর চর্চা করতে লাগল ও। তাইতার পাশে চুপ করে বসে ওর সহায়তায় আড়াল সৃষ্টির চর্চা শুরু করে। মনোযোগ দেওয়ার জন্যে অনেকগুলো রাতের প্রয়োজন হলো, তবে শেষ পর্যন্ত সফল হলো ও। নিজেকে সে পুরোপুরি আড়াল করার পর চেঁচিয়ে মেরেনকে ডাকল তাইতা। 'ফেনকে দেখেছ? ওর সাথে কথা বলতে চাইছিলাম।'

এপাশ ওপাশ তাকাল মেরেন। কোনও বিরতি ছাড়াই ফেনের উপর দিয়ে ঘুরে এলো ওর দৃষ্টি। 'একটু আগেও এখানে ছিল সে। নিশ্চয়ই বাইরে ঝোপে টোপে গেছে। ওকে খুঁজতে যাব?'

'থাক লাগবে না, তেমন গুরুত্বপুর্ণ কিছু না।' চলে গেল মেরেন, বিজয়ীর মতো হেসে উঠল ফেন।

পাঁই করে ঘুরল মেরেন, বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। 'ওই তো সে! আপনার পাশেই বসে আছে!' হেসে ফেলল তারপর। 'চালাক মেয়ে, ফেন! অনেক চেষ্টা করেও পারিনি আমি।'

ফেন ভৌত দেহ আড়াল করার কায়দা শেখার পর ওকে মন ও আভা আড়াল করার সবক দিতে পারল ও। এটা আরও কঠিন। প্রথমেই ডাইনীটা যে ওদের উপর নজর রাখছে না নিশ্চিত হতে হলো ওকে: পুরোপুরি দক্ষতা অর্জন না করা পর্যন্ত চেষ্টা চালানোর সময় যেকোনও বৈরী অপশক্তির কাছে নাজুক অবস্থায় থাকবে ও। দীক্ষা দান শুরু করার আগে চারপাশের ইথারে অনুসন্ধান চালাতে হলো তাইতাকে। নিজের প্রতিরক্ষা জোরাল রাখতে হলো।

প্রতিটি জীবন্ত বস্তুকে ঘিরে রাখা আভার বিষয়টি উপলব্ধি করাই ছিল ফেনের প্রথম কাজ। এটা দেখতে পাচ্ছিল না সে, অন্তর্চক্ষু উন্মোচিত না হওয়া পর্যন্ত কোনওদিন দেখবেও না। ওকে দুর্গম যাত্রা পথে সরস্বতীর মন্দিরে নিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাইতা। তার আগে ব্যাপারটা ওর কাছে ব্যাখ্যা করতে হলো। আভার

ধারণা বোঝার পর ফেনের কাছে অন্তর্চক্ষু ও সেটাকে কাজে লাগানোর মোহন্তের ক্ষমতার ব্যাপারটা খুলে বলতে পারল তাইতা।

'তোমার অন্তর্চক্ষু আছে, তাইতা?'

'হ্যাঁ, তবে ডাইনীরও আছে,' জবাব দিল ও।

'আমার আভা দেখতে কেমন?' অসাধারণ মেয়েলী অহঙ্কারের সাথে জানতে চাইল ফেন।

'কাঁপতে থাকা সোনালি আলো, এমন কখনও দেখিনি বা দেখার আশাও করি না।' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফেনের চেহারা। বলে চলল তাইতা, 'এখানেই আমাদের সমস্যা। ওটাকে এভাবে জ্বলতে দিলে নিমেষে বুঝে ফেলবে ডাইনী, বুঝবে ওর পক্ষে তুমি কত মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠতে পারো।'

কথাটা ভাবল ও। 'তুমি বললে, ডাইনী আমাদের উপর নজর রাখছে। তাহলে সেকি আগেই আমার আভা চিনে ফেলেনি? ওর কাছ থেকে তা লুকোনোর সময় ফুরিয়ে যায়নি?'

'অনেক দূর থেকে নজর রেখে এমনকি কোনও মোহন্তের পক্ষেও একটা আভা চিনে ফেলা সম্ভব নয়। শুধু বস্তুকে সরাসরি দেখেই সেটা সম্ভব। পুকুরের জলে ডাইনীকে একটা অপচ্ছায়া হিসাবে দেখেছি আমরা, আমাদেরও সে ওভাবেই দেখেছে। আমাদের দৈহিক সত্তা সম্পর্কে ধারণা করে থাকতে পারে সে, আমাদের কথাবার্তাও শুনতে পারে–এমনকি আমরা যেমন পেয়েছি তেমনি সেও আমাদের গন্ধ পেয়ে থাকতে পারে–কিন্তু তোমার আভা দেখার কথা নয়।'

'তোমার বেলায়? তুমি আড়াল করে রেখেছিলে?'

'মোহন্ত হিসাবে–আমি বা ডাইনী–কেউই আভা বিলাই না।'

'আমায় আভা লুকোনোর কায়দা শিখিয়ে দাও,' মিনতি করল ফেন।

সায় দিয়ে মাথা কাত করল তাইতা। 'শেখাব, তবে খুব সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। সে আমাদের উপর নাজর রাখছে না বা আড়িপেতে কথা শুনছে না, এব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে আমাকে।'

কাজটা সহজ ছিল না। ওর প্রয়াস কতটা সফল হচ্ছে বোঝার জন্যে তাইতার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে ওকে। ওর সর্বোচ্চ প্রয়াসে আভা প্রথমে ফিকে হয়ে এলেও অচিরেই আগের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরম অধ্যাবসায়ে কাজ চালিয়ে গেল ওরা; এবং আস্তে আস্তে ফেনের অসামান্য প্রয়াস ও তাইতার পরামর্শে মিটিমিটি ভাবটা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ম্লান হয়ে এলো। কিন্তু ইচ্ছামতো সেটাকে মেরেন বা অন্য কোনও সৈনিকের আভার চেয়ে নিচের মাত্রায় আনতে ও দীর্ঘ সময়ের জন্যে ঔজ্জ্বল্যের এই পর্যায়ে ধরে রাখতে কয়েক সপ্তাহ লেগে গেল।

মালভূমির শিবির ছেড়ে আসার নয় দিন পর নদীর ধারে পৌঁছুল ওরা। এপার থেকে ওপার প্রায় এক লীগ হলেও নীলের জল ওরা যেখানে ধুরা শস্য রোপন করেছিল সেখানকার পাহাড়ী জলধারার চেয়ে তেমন জোরে বইছে না। শুকনো বালি

আর কাদার চরের বিশাল বিস্তারে ক্ষীণ ধারা প্রায় মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। তবে ওদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে এটাই যথেষ্ট ছিল। দক্ষিণে বাঁক নিল ওরা, তারপর পুব পার বরাবর আগে বাড়ল, রোজ অনেক লীগ দূরত্ব অতিক্রম করছে। হাতির দল ভূগর্ভস্থ পরিষ্কার পানির নাগাল পেতে নদীর তলদেশে গভীর গর্ত খুঁড়ে রেখেছে। মানুষ ও পশু ওখান থেকে পানি খেল।

রোজ এই প্রাচীন ধূসর পশুর বিশাল পালের মুখোমুখি হচ্ছে ওরা, গর্ত থেকে পানি খাচ্ছে, শুঁড়ে করে প্রচুর পানি তুলে ফাঁক হয়ে থাকা গোলাপি গলায় ঢালছে, কিন্তু সেনা দলের আগমনে দল বেঁধে নদীর তীর ধরে কান দোলাতে দোলাতে ছুটে চলে যাচ্ছে, বনের ভেতর ঢোকার পূর্ব মুহূর্তে হাঁক ছাড়ছে। পুরুষগুলোর অনেকেই বিরাট বিরাট শাদা দাঁত বহন করছে। অনেক চেষ্টায় শিকারীদের ওদের হত্যা করা থেকে বিরত রেখে ওগুলোকে অক্ষত চলে দিতে পারল মেরেন। এখন শিলুক গোত্রের অন্যদেরও গরুছাগল চরাতে দেখতে পাচ্ছে ওরা। আবেগে ভেসে গেল নোম্ভ। 'প্রবীন সম্মানিত জন, এরা আমার আপন গ্রামের লোক। ওদের কাছে আমার পরিবারের খবর আছে,' তাইতাকে বলল সে। 'দুই মৌসুম আগে আমার এক স্ত্রীকে কুমীর খেয়ে নিয়েছে, তবে অন্য তিনজন ভালো আছে, অনেক বাচ্চা হয়েছে ওদের।' তাইতা জানে, গত সাত বছর কেবুইতে ছিল নোম্ভ, তাই বাচ্চা জন্মানোর কথা শুনে অবাক হলো ও। 'স্ত্রীদের ভাইদের হাতে রেখে গিয়েছিলাম,' তিক্ত কণ্ঠে বলল নোম্ভ।

'মনে হচ্ছে ওদের ভালোই যত্ন নিয়েছে ওরা,' শুষ্ক কণ্ঠে মন্তব্য করল তাইতা।

খুশি মনে বলে চলল নোম্ভ, 'আমার বড় মেয়েটা প্রথম লাল চাঁদের দেখা পেয়েছে, বাচ্চা জন্ম দেওয়ার বয়সে পৌঁছে গেছে ও। ওরা বলছে, বিয়ের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে ও, অল্প বয়সী ছেলেরা অনেক গবাদি পশু যৌতুক দিতে রাজি হয়েছে। ওদের সাথে ফিরে যেতে হচ্ছে আমাকে। আমার আত্মীয় ওরা। গ্রামে ফিরে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। গরুছাগলের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'তোমার বিদায়ে আমার খারাপ লাগবে,' ওকে বলল তাইতা। 'তোমার কী অবস্থা নাকোন্তো? তুমিও কি আমাদের ফেলে চলে যাবে?'

'না, প্রবীন পুরুষ। আপনার ওষুধে আমার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, আপনার সাথে থাকলে ভালো খাবার যেমন মিলবে তেমনি মজার লড়াইও লড়া যাবে। অনেক স্ত্রী আর ওদের শোরগোল করে চলা ছেলেমেয়ের চেয়ে আমার বরং সেটাই পছন্দ। ওই সব বাধা ছাড়াই বেঁচে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আপনার সাথেই থাকব।'

নোম্ভর গ্রামের পাশে তিন দিনের জন্য শিবির করল ওরা। গরুছাগলের খোঁয়াড়ের চারপাশে বৃত্তাকারে তৈরি চমৎকারভাবে চাল বসানো বেশ কয়েক শো কোণাচে কুঁড়ের একটা সমাহার। রোজ রাতে ওখানে গবাদি পশু তুলে রাখে ওরা। এখানে রাখালরা গরুর দুধ দোয়ায়, তারপর প্রত্যেকটা পশুর গলার কাছের মহা

ধমনী থেকে রক্ত সংগ্রহ করে। এটাই ওদের একমাত্র খাবার বলে মনে হলো। পুরুষ, এমনকি নারীরাও বেশ লম্বা, তবে ছিপছিপে; চলাফেরা মোহনীয়। গোত্রীয় টাট্টু থাকলেও অল্প বয়সী মেয়েরা বিবাহযোগ্যা ও দেখতে বেশ সুন্দর। শিবিরের চারপাশে ঘিরে বসে খোলামেলাভাবে সৈনিকদের সাথে হাসাহাসি করে ওরা।

তৃতীয় দিন নোস্তুকে বিদায় জানাল ওরা। বিদায়ের জন্যে তৈরি হচ্ছিল যখন, পাঁচজন সৈনিক মেরেনের কাছে এলো প্রতিনিধি হিসাবে। প্রত্যেকের সাথে একজন করে শিলুক মেয়ে; সঙ্গীর মাথা ছাড়িয়ে গেছে।

'এই মেয়েদের সাথে নিয়ে যেতে চাই আমরা,' ঘোষণা করল দলের মুখপাত্র শোফার।

'তোমাদের ইচ্ছা ওরা বুঝতে পেরেছে?' প্রস্তাবটা নিয়ে ভাববার সময় পেতে জিজ্ঞেস করল মেরেন।

'নাকোস্তো ওদের বুঝিয়ে বলেছে, ওদেরও ইচ্ছে আছে।'

'ওদের বাবা আর ভাইদের কী মত? আমরা চাই না যুদ্ধ বেধে যাক।'

'ওদের সবাইকে একটা করে ব্রোঞ্জের ড্যাগার দিয়েছি আমরা, ওরা খুশি হয়েছে।'

'মেয়েরা ঘোড়া হাঁকাতে পারে?'

'না, তবে বেশ দ্রুত শিখে নিতে পারবে।'

চামড়ার হেলমেট খুলে কোঁকড়া চুলে হাত চালাল মেরেন। তারপর পরামর্শের জন্যে তাইতার দিকে তাকাল। কাঁধ ঝাঁকাল তাইতা, তবে ওর চোখজোড়া ঝিকিয়ে উঠল। 'ওদের হয়তো অন্ততপক্ষে রান্না করা বা আমাদের কাপড়চোপড় ধোয়া শেখানো যেতে পারে,' পরামর্শ দিল ও।

'কেউ ঝামেলা বাধালে বা ঝগড়া বাধলে বা ওদের নিয়ে মারামারি লাগলে, ওদের যার যার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব আমি, সে আমরা যত দূরেই যাই না কেন,' শান্ত কণ্ঠে শোফারকে বলল মেরেন। 'ওদের সামলে রাখবে, ব্যস।'

এগিয়ে চলল কলামটা। সেদিন সন্ধ্যায় ওরা যখন সেনা ছাউনীতে পৌঁছাল, রেওয়াজ মাফিক তাইতার কাছে রিপোর্ট করতে ছুটে এলো নাকোস্তো। কিছুক্ষণ ওর পাশে বসে থাকাই এখন রীতিতে পরিণত হয়েছে। 'আজ বেশ ভালোই এগিয়েছি আমরা,' বলল সে। 'আরও এতগুলো দিন চলার পর...' হাতের সবকটা আঙুল দেখাল ও। '...আমার দেশের লোকদের ছেড়ে যাব আমরা, চিমাদের দেশে পৌঁছাব।'

'ওরা কারা? শিলুকদের ভাই?'

'ওরা আমাদের শত্রু। লম্বায় খাট, আমাদের মতো সুন্দর না।'

'ওরা আমাদের যেতে দেবে?'

'স্বেচ্ছায় নয়, প্রবীন পুরুষ,' নেকড়ের মতো বলল নাকোস্তো। 'যুদ্ধ হবেই। অনেক বছর কোনও চিমাকে মারার সুযোগ হয়নি আমার।' মামুলি ভাবনা হিসাবে যোগ করল সে। 'চিমারা মানুষখেকো।'

উঁচু মালভূমি ছেড়ে আসার পর টানা চারদিন এগিয়ে তারপর পঞ্চম দিনে বিশ্রাম নেওয়ার একটা রেওয়াজ খাড়া করেছে তাইতা ও মেরেন। সেদিন ক্ষতিগ্রস্ত সরঞ্জাম মেরামত করে ওরা, মানুষ ও পশুর দলকে বিশ্রাম দেয়, রসদের ঘাটতি পূরণের জন্যে শিকারী ও সংগ্রহকারী দলকে পাঠায়। নোম্ভ ও তার স্ত্রীদের ছেড়ে আসার সতের দিন পরে শিলুকদের শেষ ক্যাটল পোস্ট অতিক্রম করে এলো ওরা। এমন একটা এলাকায় প্রবেশ করল যেখানে অ্যান্টিলোপের বিশাল সব পাল ছাড়া আর কোনও কিছুর বাস নেই বলেই মনে হলো। বেশিরভাগই এমন প্রজাতির যেমনটা এর আগে ওরা আর দেখেনি। গাছপালার নতুন সব প্রজাতিরও দেখা পেল ওরা। খুশি হয়ে উঠল তাইতা ও ফেন। তাইতার মতোই দক্ষ বৃক্ষ বিশারদে পরিণত হয়েছে ও। গবাদি পশু বা মানুষের সন্ধান করল ওরা, কিন্তু কারও ছায়া চোখে পড়ল না।

'এটাই চিমাদের এলাকা,' নাকোন্তো জানাল তাইতাকে।

'জায়গাটা ভালো করে চেনো?'

'না, তবে চিমাদের ভালো করেই চিনি। গাঢাকা দিয়ে থাকে ওরা, বিশ্বাসঘাতক। গরুছাগল পোষে না, এটাই ওদের বর্বর হওয়ার আসল লক্ষণ। শিকারের মংস খায়। সবার চেয়ে স্বজাতীদের বেশি পছন্দ করে। ওদের রান্নার আগুনে গিয়ে পড়তে না চাইলে অনেক সাবধানে থাকতে হবে আমাদের।'

নাকোন্তোর সতর্কবাণী মাথায় রেখে রোজ সন্ধ্যায় যারীবা তৈরির সময় বিশেষ মনোয়োগ দিতে লাগল মেরেন। ঘোড়া ও খচ্চরের দলকে ঘাস খেতে ছেড়ে দেওয়ার সময় বাড়তি পাহারার ব্যবস্থা করছে। চিমা এলাকার আরও ভেতরে যাওয়ার সাথে সাথে ওদের উপস্থিতির নানান আলামত সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ওরা। গাছের ফাঁপা কাণ্ড পেল, কেটে দুফাঁক করে ধোঁয়া দিয়ে বের করে নেওয়া হয়েছে ভেতরের মোমাছি। তারপর একটা ছাপরার জটলার কাছে এলো ওরা, বেশ কিছুদিন মানুষের আবাস ছিল এখানে। অতি সাম্প্রতিক উৎসের চিহ্ন হচ্ছে নদীর কাদাময় তীরে একটা দলের পায়ের ছাপের সারি, এক সারিতে নদী পার হয়েছে তিরিশজনের দলটা। মাত্র কয়েক দিনের পুরোনো।

নতুন শিলুক স্ত্রীরা কেউই ফেনের চেয়ে বেশি বড় হবে না; গোড়া থেকেই ওকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল ওরা। নিজেদের ভেতর ওর চুলের রঙ ও চোখ নিয়ে আলোচনা করছে, ওর প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করছে, কিন্তু দূরত্ব বজায় রাখছে। শেষে ওদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ ব্যবহার করে আগে বাড়ল ফেন, ফলে অচিরেই ওকে ওদের সাঙ্কেতিক ভাষায় কথাবার্তা বলতে দেখা গেল। ফেনের চুলের টেক্সচার অনুভব করল ওরা, মেয়েলি রসিকতায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাসতে শুরু করল, রোজ সন্ধ্যায় নগ্ন

হয়ে অগভীর পুকুরে গোসল করতে লাগল। পরামর্শের জন্যে নাকোস্তোর কাছে আবেদন জানাল ফেন। ঠিক মিশরিয় ভাষার মতোই ঝটপট শিলুক ভাষা রপ্ত করে নিল ও। এক অর্থে এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেছে ও, মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্যে সমবয়সী সঙ্গী পাওয়ায় খুশি হলো তাইতা। অবশ্য, সে যাতে অন্য মেয়েদের সাথে খুব বেশি দূরে চলে যেতে না পারে সেটা নিশ্চিত করল। কাছে কাছে রাখছে ওকে যাতে বাতাসে অস্বাভাবিক শীতলতার প্রথম আলামতেই বা অচেনা উপস্থিতির অন্য কোনও লক্ষণ টের পাওয়া মাত্র ওর কাছে ছুটে যেতে পারে। শত্রুদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সে আর তাইতা শিলুক ভাষায় কথা বলতে শুরু করে।

'সম্ভবত এটাই একমাত্র ভাষা এমনকি ডাইনীও যা বুঝতে পারবে না, যদিও আমার তাতে সন্দেহ আছে,' মন্তব্য করল ও। 'অন্তত তোমার পক্ষে বেশ ভালো অনুশীলন এটা।'

সারা দিন চলার পর চিমা এলাকার বেশ গভীরে চলে এসেছে ওরা, এখানে লম্বা লম্বা মেহগনি গাছের বনে যারীবা তৈরি করল। ওটার চারপাশে রসাল পাতার লম্বা লম্বা ঘাসের চারণভূমি। ঘোড়াগুলো পছন্দ করল। আগে থেকেই ওখানে অ্যান্টিলোপের দল চরে বেড়াচ্ছিল। এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ওই দলের উপর কখনও শিকারীর আক্রমণ হয়নি, কারণ ওগুলো এতটাই পোশ মানানো ও গায়ে পড়া ছিল শিকারীদের অনায়াসে তীর ছোঁড়ার মতো কাছাকাছি দূরত্বে পৌঁছে যেতে দিল।

মেরেন ঘোষণা করল, পর দিন ওরা বিশ্রাম নেবে। বেশ ভোরে চারটে শিকারী দল পাঠাল ও। তাইতা ও ফেন যখন ওদের রেওয়াজ মাফিক সংগ্রহ অভিযানে বের হলো, ওদের সাথে শোফার ও আরও দুজন সৈনিক দেওয়ার জন্যে জোর দিল মেরেন। 'হাওয়ায় এমন কিছু আছে আমাকে যা অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে,' এছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা দিল না সে।

ফেনকে একান্তে কাছে রাখতেই পছন্দ করে তাইতা, কিন্তু মেরেন বাতাসে কুলক্ষণ টের পেলে তার সাথে তর্ক চলে না এটাও বেশ ভালোই জানে। মনস্তাত্ত্বিক না হলেও সে যোদ্ধা, ঝামেলার গন্ধ পায়। শেষ বিকেলে শিবিরে ফিরে এলো ওরা, মেরেনের পাঠানো শিকারী দলের ভেতর মাত্র তিনটা দলকে ফিরে আসতে দেখল। প্রথমে তেমন একটা কিছু মনে করল না এই ভেবে যে, হয়তো শেষ দলটা যেকোনও মুহূর্তে ফিরে আসবে। কিন্তু সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পর নিখোঁজ শিকারীদের একজনের একটা ঘোড়া দৌড়ে শিবিরে ঢুকল। ঘামে সপসপ করছে ওটার শরীর, কাঁধে চোট পেয়েছে। সব সৈনিককে অস্ত্র তুলে নিতে বলল মেরেন, ঘোড়ার জন্যে বাড়তি পাহারার ব্যবস্থা নিল। নিখোঁজ শিকারীদের শিবিরে ফিরে আসতে সাহায্য করতে বনফায়ার জ্বলানোর নির্দেশ দিল।

ভোরের প্রথম ঝলকের সাথে সাথে আহত ঘোড়াকে ব্যাক ট্র্যাক করার মতো যথেষ্ট আলো ফোটার পর একটা সশস্ত্র অনুসন্ধানী দল নিয়ে বেরিয়ে গেল শাবাকো

ও হিলতো। ফেনকে মেরেনের হেফাযতে রেখে নাকোন্তোকে নিয়ে ওদের সাথে যোগ দিল তাইতা। কয়েক লীগ এগোনোর পরই রূপালি পাতার গাছপালার নিচে পৌঁছে ভয়ঙ্কর দৃশ্যের মুখোমুখি হলো ওরা।

ট্র্যাক করার দক্ষতা ও চিমাদের অভ্যাস সম্পর্কিত বিদ্যায় ঠিক কী ঘটেছে বুঝে গেল নাকোন্তো। গাছপালার মাঝে গাঢাকা দিয়েছিল একটা বড়সড় দল, শিকারীদের জন্যে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছিল ওরা। একজনের ফেলে যাওয়া একটা হাতির দাঁতের ব্রেসলেট তুলে নিল নাকোন্তো। 'এটা চিমাদের বানানো। দেখুন কত কাঁচা হাতের কাজ–একটা বাচ্চা শিলুকও এরচেয়ে ভালো জিনিস বানাতে পারবে।' তাইতাকে বলল ও। গাছের কাণ্ডের চিহ্নের দিকে ইঙ্গিত করল, চিমাদের কেউ ওটা বেয়ে উঠেছিল। বিশ্বাসঘাতক শেয়ালগুলো এভাবেই লড়াই করতে পছন্দ করে, চোরের মতো চালাকি করে, সাহসের সাথে নয়।'

গাছের ঝুলন্ত ডালের নিচ দিয়ে যাবার সময় চার মিশরিয়র উপর ঝাপিয়ে পড়ে চিমা। একই সময়ে আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বের হয়ে আসে তার সঙ্গীরা, আঘাত করে ঘোড়ার গায়ে। 'ঘোড়ার পিঠ থেকে আমাদের লোকদের টেনে নামায় চিমা শেয়ালগুলো, সম্ভবত প্রাণ বাঁচাতে অস্ত্রও বের করতে পারেনি ওরা।' লড়াইয়ের চিহ্নগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল নাকোন্তো। 'এখানে ওদের বর্শা দিয়ে মেরেছে–ঘাসের উপর রক্ত দেখতে পাচ্ছেন।' গাছের বাকলের বেণী পাকানো রশি ব্যবহার করে লাশগুলো সবেচয়ে কাছের রূপালি পাতার গাছের নিচু ডালে উল্টো করে ঝুলিয়েছে চিমারা, তারপর অ্যান্টিলোপের মতো চামড়া খসিয়ে নিয়েছে।'

'সব সময় আগে কলজে আর নাড়িভূঁড়ি খায় ওরা,' ব্যাখ্যা করল নাকোন্তো। 'কয়লার আগুনে পোড়ানোর আগে এখানেই পেটের ময়লা পুঁতেছে ওরা।'

তারপর লাশগুলোকে চার টুকরো করে ভাড়ের সাথে গাছের বাকলের দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়েছে। এখনও গাছের ডালে ঝুলছে গোড়ালির সংযোগ স্থলে কেটে নেওয়া পাগুলো। মাথা আর হাত আগুনে ছুঁড়ে দিয়েছে ওরা, পুড়ে যাওয়ার পর হাতের তালু চুষে খেয়ে আঙুলের হাড় থেকে মাংস টেনে নিয়েছে। আঙুল বাঁকা করে সেদ্ধ মগজ বের করতে বাড়ি মেরে খুলি ভেঙে তারপর গালের মাংস চেঁছে নিয়েছে, টেনে বের করে নিয়েছে জিভ, চিমাদের মজাদার খাবার। চারপাশে ভাঙা খুলি ও ছোট ছোট হাড়ের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মরা ঘোড়া নিয়ে মাথা ঘামাতে যায়নি ওরা। সম্ভবত এত মাংস সামাল দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। তারপর হত্যা করা সৈনিকদের অন্যান্য অবশেষ, যেমন কাপড়চোপড়, শরীরের অন্যান্য অংশ, অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে চলে গেছে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমে।

'ওদের শিকার করতে বেরুব আমরা?' রাগের সাথে জানতে চাইল শাবাকো, রক্তের নেশায় লাল হয়ে আছে চোখজোড়া। কিন্তু এক মুহূর্ত ভেবে মাথা নাড়ল তাইতা। 'ওরা তিরিশ থেকে চল্লিশ জন, আমরা মাত্র ছয়জন। পুরো একটা দিনে

এগিয়ে আছে ওরা, আমরা ওদের ধাওয়া করবে বলেই ধরে নেবে। আমাদের কঠিন এলাকায় টেনে নিয়ে গিয়ে অ্যাম্বুশে ফেলবে শেষে।' বনের চারপাশে নজর বোলাল ও। 'নির্ঘাত আমাদের উপর নজর রাখতে লোক রেখে গেছে। এই মুহূর্তে সম্ভবত আমাদের দিকেই নজর রাখছে ওরা।'

তলোয়ার বের করে নিয়েছিল কয়েক জন সৈনিক, কিন্তু গাছপালার ভেতর থেকে ওদের বের করে আনতে ছুটে যাবার আগেই ঠেকাল তাইতা। 'আমরা অনুসরণ না করলে ওরা আমাদের অনুসরণ করবে, সেটাই ওরা চায়। ওদের আমরা আমাদের পছন্দ মতো একটা বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে পারব।' কাটাপায়ের সাথে করুণ দর্শন খুলিগুলো কবর দিল ওরা, তারপর ফিরে এলো যারীবায়।

পরদিন সকাল সকাল কলাম গঠন করে ফের অন্তহীন যাত্রা শুরু করল। দুপুরে যাত্রা বিরতি দিয়ে বিশ্রাম নিল, ঘোড়াকে পানি খাওয়াল। তাইতার নির্দেশে গাছপালার ভেতর পিছলে ঢুকে পড়ল নাকোন্তো, বড়সড় একটা বৃত্তের আকারে চক্কর দিয়ে এলো। ছায়ার মতো পিছলে কলামের ব্যাক ট্রেইলে উঠে এলো ও। ঘোড়ার ট্র্যাকের উপর তিন সেট নালবিহীন ঘোড়ার পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। দলের সাথে যোগ দিতে আরেকটা বড় বৃত্তের আকারে চক্কর দিয়ে তাইতার কাছে রিপোর্ট করতে এলো ও। 'আপনার চোখ অনেক কড়া, প্রবীন পুরুষ। যেমন অনুমান করেছিলেন, তিনটা শেয়াল আমাদের পিছু নিয়েছে। দলের বাকিগুলোর বেশি দূরে থাকার কথা নয়।'

সেদিন সন্ধ্যায় যারীবার আগুনের পাশে বসে পরের দিনের পরিকল্পনা খাড়া করল ওরা।

পরদিন সকালে বেশ দ্রুত চালে যাত্রা শুরু করল। আধা লীগ যাওয়ার পরপরই গতিকে দুলকি চালে তুলে আনতে নির্দেশ দিল মেরেন। দ্রুত নিজেদের ও চিমা স্কাউটদের মাঝখানের ফাঁক বাড়িয়ে তুলল, জানে পিছন পিছন আসছে ওরা। সামনে বাড়ার সময় ওরা যে এলাকার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল সেটাকে জরিপ করছিল মেরেন ও তাইতা। সুবিধাজনক জায়গার খোঁজ করছে। সামনে বনের ভেতর ছোট বিচ্ছিন্ন টিলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কোণাকুণি ওটার দিকেই এগোল ওরা। পুবের ঢাল ঘুরে আসার পর একটা মসৃণ বেশ পর্যুদস্ত হাতি চলাচলের পথের দেখা পেল। ওটা অনুসরণ করে মাথার উপরের পাহাড়ের শরীর বেশ খাড়া আবিষ্কার করল। ঘন হয়ে জন্মানো কিতার কাঁটাঝোপে ঢাকা। ভয়ঙ্কর কাটা আর গায়ে গায়ে জড়ানো ডালপালা দুর্ভেদ্য দেয়াল তৈরি করেছে। রাস্তার উল্টো দিকে জমিন সমান, প্রথম দেখায় উন্মুক্ত জঙ্গলটা অ্যাম্বুশের পক্ষে তেমন একটা আড়াল দিতে পারবে বলে মনে হলো না। তবে গাছপালার ভেতর আরও খানিকটা দূরে আসার পর একটা ওয়াদি দেখতে পেল তাইতা ও মেরেন, ঝড়ের পানির ধাক্কায় তৈরি একটা শুকনো নালা, ওদের কলাম ও ঘোড়া আড়াল করার পক্ষে যথেষ্ট গভীর ও প্রশস্ত। নালার মুখটা হাতির রাস্তা থেকে মাত্র চল্লিশ গজ দূরে, তীরের সহজ নিশানার ভেতর। চট

করে আবার মূল কলামের সাথে যোগ দিল ওরা। অল্প সময়ের জন্যে হাতির রাস্তায় এগিয়ে আবার থামল মেরেন, ওর সেরা তিনজন তীরন্দাজকে রাস্তার ধারে গা ঢাকা দেওয়াল।

'তিন চিমা স্কাউট আমাদের পিছু নিয়েছে। তোমাদের প্রত্যেকের ভাগে একটা করে,' ওদের বলল ও। 'ওদের কাছে আসতে দেবে, সময় নিয়ে শিকার বেছে নেবে। ভুল করা চলবে না। দ্রুত, পরিষ্কার নিকেশ। ওদের পেছন আসতে থাকা বাকি চিমাদের সতর্ক করে দিতে কাউকে পালাতে দেওয়া যাবে না।'

তিন তীরন্দাজকে রেখে হাতি সড়ক ধরে আগে বাড়ল ওরা। আধা লীগ এগোনোর পর রাস্তা ছেড়ে বড় একটা বৃত্তের আকারে পাহাড়ের ঢালের নিচের নালার দিকে এগিয়ে এলো। ওটায় নামাল ঘোড়াগুলো, তারপর স্যাডল ছাড়ল। ফেন ও শিলুক মেয়েরা পশুদের ধরে রাখল। সৈনিকরা হাঁক দিলেই সামনে নিয়ে যেতে তৈরি। ফেনের সাথে অপেক্ষায় রইল তাইতা। কিন্তু সময় হলে মেরেনের কাছে হাজির হতে মাত্র এক মুহূর্ত সময় লাগবে ওর।

ধনুকে তীর পরাল লোকেরা, তারপর ওয়াদির ঠিক মুখের নিচে লাইন বেঁধে দাঁড়াল, হাতির রাস্তার দিকে মুখ। মেরেনের নির্দেশে পা আর ধনুক ধরা হাতকে বিশ্রাম দিতে ও লড়াইয়ের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করতে চোখের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসল ওরা। কেবল মেরেন ও তার ক্যাপ্টেনরা রাস্তার দিকে নজর রাখছে, কিন্তু মাথার ছায়া আড়াল করতে ঘাস বা ঝোঁপের জটলার আড়ালে অবস্থান নিয়েছে ওরা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওদের, রাস্তা ধরে হাজির হলো তিন চিমা স্কাউট। ঘোড়ার সাথে তাল মেলাতে অনেক জোরে ছুটতে হয়েছে ওদের। ঘামে চকচক করছে ওদের শরীর, হাপরের মতো ওঠানামা করছে বুক, হাঁটু অবধি ধূলোয় মাখামাখি হয়ে আছে পা। সতর্ক করার ভঙ্গিতে একটা হাত ওঠাল মেরেন। নড়ল না কেউ। বেশ দ্রুত দুলকি চালে অ্যাম্বুশের জায়গাটা পার হয়ে গেল স্কাউটরা, রাস্তা ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের ভেতর। একটু স্বস্তি বোধ করল মেরেন। খানিক পরে স্কাউটদের ব্যবস্থা করার জন্যে ওর রেখে আসা তিন সৈনিক বন থেকে পিছলে বের হয়ে ওয়াদিতে লাফিয়ে নামল। জিজ্ঞাসু চোখে ওদের দিকে তাকাল মেরেন। দাঁত বের করে হেসে নিজের টিউনিকে টাটকা রক্তের ছিটা দেখাল ওকে। স্কাউটদের ব্যবস্থা করা গেছে। এবার চিমাদের মূল দলের আগমনের অপেক্ষায় স্থির হয়ে বসল ওরা।

অল্প সময় পর ডান পাশের জঙ্গল থেকে ধূসর লরির ক্যাঁচকোঁচ সতর্ক আওয়াজ 'কী-ওয়ে! কী-ওয়ে!' শোনা গেল। তারপর পাহাড়ের মাথা থেকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল একটা বেবুন। নিজের লোকদের সঙ্কেত দিতে একটা হাত তুলল মেরেন। ধনুকে তীর পরাল ওরা।

চিমাদের মূল দলের সামনের সারিটা হাতি সড়কের বাঁক ঘুরে দুলকি চালে এগিয়ে এলো। কাছাকাছি আসার পর তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করল মেরেন: বাঁকা পা, গাট্টাগোট্টা লোকগুলোর পরনে কেবল ট্যান করা পশুর ছালের নেংটি ছাড়া কিছু নেই। এমনকি গোটা দলটা দৃষ্টিসীমায় আসার পরেও মাথা গোনা কঠিন হয়ে দাঁড়াল, নিবিড় ফর্মেশনে দ্রুত ছুটছে ওরা।

'অন্তত একশো জন তো হবেই, বেশিও হতে পারে। ভালোই খেলা জমবে এবার। নিশ্চিত করে বলতে পারি,' প্রত্যাশার সাথে বলল মেরেন। মুগুর আর পাথরের বর্শার মতো নানা ধরনের অস্ত্র রয়েছে চিমাদের কাছে। ওদের কাঁধে ঝোলানো ধনুকগুলো ছোট, আদিম। মেরেন আন্দাজ করল তিরিশ কদমের বেশি দূর থেকে মানুষ মারার মতো টান থাকবে না ওগুলোর। কাঁধে মিশরিয় তলোয়ার ঝুলিয়ে চলতে থাকা সর্দারের দিকে নজর গেল ওর। তার পেছনের লোকটার মাথায় চামড়ার হেলমেট, কিন্তু বেশ আদিম নকশার। ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর, কিন্তু এখন ওসব নিয়ে ভাববার সময় নেই। নিশানা বোঝার জন্যে রাস্তায় বসিয়ে রেখে আসা শাদা পাথরটার কাছে পৌঁছুল চিমা ফর্মেশনের সামনের অংশ। এখন গোটা বামদিকের অংশ মিশরিয় তীরন্দাজদের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে।

ডানে বামে তাকাল মেরেন। ওর লোকজনের চোখ ওর ওপর স্থির হয়ে আছে। অকস্মাৎ ডান হাত নামিয়ে আনল ও। নিমেষে সোজা হয়ে গেল তীরন্দাজরা। একসাথে ছিলা টানটান করল। নিশানা স্থির করতে মুহূর্তের বিরতি দিল, তারপরই আকাশের পটভূমিতে অনেক উঁচুতে ছুঁড়ে দিল নিঃশব্দ তীরের মেঘ। প্রথমটা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার আগেই দ্বিতীয় মেঘটা উড়ে গেল আকাশের দিকে। এত কোমলভাবে নেমে এলো তীরগুলো, চিমারা এমনকি উপরের দিকে তাকালও না। তারপর ঝিলের জলে পড়া বৃষ্টির পানির মতো শব্দে ওদের মাঝে লুটিয়ে পড়তে লাগল। ওদের কপালে কী ঘটছে চিমারা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না। একজন তার পাঁজরের হাড়ের মাঝখানে খাড়া হয়ে থাকা তীরের ফলার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তরপর হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার। হুড়মুড় করে জমিনে লুটিয়ে পড়ল সে। আরেকজন গালায় বেঁধা তীর বের করার প্রয়াসে ছোট একটা বৃত্তের আকারে পাক খেয়ে চলেছে। অন্যদের বেশিরভাগই, এমনকি যারা মারণ আঘাত লাভ করেছে, আঘাত পেয়েছে বলে টের পেয়েছ বলে মনে হলো না।

তৃতীয় দফা তীরের বৃষ্টি এসে পড়ার সময়ও যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আতঙ্কে আর্তচিৎকার ছেড়ে গর্জন করতে করতে দিগ্বিদিক ছুটতে লাগল, যেন ঈগলের আক্রমণের ফলে ছুটছে এক দল গিনি-মুরগী। সোজা ওয়াদির দিকে ছুটে এলো কেউ কেউ, ওদের নিশানা করল তীরন্দাজরা। অল্প দূরত্বে একটা তীরও ফস্কালো না: ভারি শব্দে জীবন্ত দেহের গভীরে গেঁথে গেল। কোনওটা মূল লক্ষ্যবস্তুর ঠিক ধড় ভেদ করে তারপর পেছনের লোকটাকে আহত করতে উড়ে গেল। যারা পাহাড় বেয়ে উঠে পালানোর চেষ্টা করছিল, তারা সোজা কিতার কাঁটাঝোপের বেড়ার উপর

গিয়ে পড়ল। চলার উপরই থমকে গেল ওরা, আবার তীর বৃষ্টির ভেতর ফিরিয়ে আনল ওদের।

'ঘোড়া নিয়ে এসো!' চিৎকার করে উঠল মেরেন। ফেন ও অন্য মেয়েরা গলার দড়ি ধরে টেনে নিয়ে এলো ওগুলো। উইন্ডস্মোকের পিঠে উঠে বসল তাইতা, ওদিকে মেরেন ও আরও লোকজন ধনুক পিঠে তুলে নিয়ে ঘোড়ায় চাপল।

'সামনে বাড়ো!' চিৎকার করে নির্দেশ দিল মেরেন। 'ওদের কাছে নিয়ে যাও তলোয়ারের ফলা।' নালার পাশ বেয়ে সমতলে উঠে গেল অশ্বারোহীরা। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চিমাদের বিশৃঙ্খল দলটার দিকে ধেয়ে গেল। ওদের আসতে দেখে ঢাল বেয়ে পালানোর চেষ্টা করল ওরা। কাঁটা ঝোপ আর চকচকে তলোয়ারের ব্রোঞ্জের বৃত্তের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ওরা, হাত দিয়ে মাথা আড়াল করল। ওদের আঘাত করতে রেকাবে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ঘোড়সওয়াররা। অন্যরা জালে আটকা মাছের মতো কাঁটাঝোপের ভেতর তড়পাচ্ছে। কাঠ চেরাই করার মতো ওদের কচুকাটা করল সৈনিকরা। যখন বীভৎস কাজ শেষ করল ওরা, পাহাড়ের ঢাল ও নিচের জমিন লাশে ঢেকে গেছে। কয়েকজন চিমা গোঙাচ্ছে, বা বিলাপ বরছে, কিন্তু বেশিরভাগই স্থির পড়ে রয়েছে।

'ঘোড়া থেকে নামো!' নির্দেশ দিল মেরেন। 'কাজটা শেষ করো।'

মাঠের উপর দিয়ে দ্রুত এগোল সৈনিকরা। প্রাণের চিহ্ন দেখলেই আঘাত করছে চিমাদের। কাঁধে ব্রোঞ্জের তলোয়ার ঝোলানো লোকটাকে খুঁজে বের করল মেরেন। তিনটা তীরের ফলা বের হয়ে আছে তার বুক থেকে। তলোয়ারটা উদ্ধার করতে তার সামনে এসে উবু হলো মেরেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে চিৎকার করে উঠল তাইতা, 'মেরেন! তোমার পেছনে!' কণ্ঠের শক্তিকে কাজ লাগাল ও। জমে গেল মেরেন। লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল। এতক্ষণ ওর পাশে পড়ে থাকা চিমা মড়ার ভান করছিল। মেরেন অসতর্ক হওয়ার অপেক্ষা করেছে, তারপর লাফিয়ে উঠে ভারি পাথরের মাথাঅলা মুগুর হাঁকিয়েছে। অল্পের জন্যে মেরেনের মাথা ফস্কে গেছে ওটা, কিন্তু বাম কাঁধে ঘঁষা লেগেছে। পাঁই করে ঘুরে কাছে চলে এলো মেরেন, অস্ত্রের পরবর্তী আঘাতটা ঠেকাল। পরক্ষণে চিমার শরীরে ঢুকিয়ে দিল নিজের তলোয়ারের ডগা, স্টারনাম থেকে মেরুদণ্ড পর্যন্ত এফোঁড়ওফোঁড় হয়ে গেল। ক্ষতস্থানটাকে আরও বড় করে তুলতে কব্জিতে একটা মোচড় দিয়ে তলোয়ার ঘোরাল ও। ওটা এক টানে বের করে আনার সময় সাথে সাথে ছলকে বের হয়ে এলো হৃৎপিণ্ডের রক্ত।

আহত বাম কাঁধ শক্ত করে ধরে চিৎকার করে উঠল মেরেন। 'সবকটাকে মেরে ফেল, আবার! এবার নিশ্চিত করো ব্যাপারটা।'

বন্ধুরা কসাইয়ের তাকে ঝুলছিল, কথাটা মনে করে সানন্দে কাজে লেগে গেল সৈনিকরা। কোপ মরছে, ঘাই দিচ্ছে। কিতার ঝোঁপে কয়েক জন চিমাকে গাঢাকা

দিয়ে থাকতে দেখল ওরা। টেনে হিঁচড়ে বের করে সবকটাকে জবাই করল, তখন শুয়োরের মতো চিৎকার করছিল ওরা।

ওদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবার পরেই কেবল লোকজনকে লাশের ভেতর আবার কাজে লাগাতে তীর সংগ্রহ করার অনুমতি দিল মেরেন। একমাত্র ওই আহত হয়েছে। কোমর পর্যন্ত নগ্ন হয়ে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসল ও, ওর কাঁধ পরীক্ষা করল তাইতা। রক্ত ঝরছে না। কিন্তু গাঢ় একটা দাগ ছড়িয়ে পড়ছে। সন্তোষের সাথে ঘোঁৎ করে শব্দ করল তাইতা। 'কোনও হাড়গোড় ভাঙেনি। ছয় কি সাত দিনের মধ্যেই তোমার মতো বুড়ো কুকুর একেবারে তরতজা হয়ে উঠবে।' একটা মলম দিয়ে কাঁধটা পরিষ্কার করে তারপর আরামদায়কভাবে বাহু ঝোলাত লিনেনের একটা স্লিং বেঁধে দিল। এবার মেরেনের পাশে বসল ও: ক্যাপ্টেনরা মৃত চিমাদের লাশ থেকে সংগ্রহ করা মালপত্র পরীক্ষার জন্যে এনে ওদের সামনে নামিয়ে রাখতে লাগল। খোদাই করা কাঠের উকুন বাছার চিরুণী, আনাড়ী হাতে বানানো হাতির দাঁতের ট্রিনকেট, জল-কধু, আর পাতায় মোড়ানো গাছের বাকলের দড়ি দিয়ে বাঁধা ঝলসানো মাংসের কিছু প্যাকেট, ওগুলোর কিছু এখনও হাড়ের সাথে লেগে আছে। পরীক্ষা করল তাইতা। 'মানুষের। প্রায় নিশ্চিতভাবেই আমাদের কমরেডদের অবশিষ্টাংশ। সম্মানের সাথে কবর দাও।'

এরপর চিমা অস্ত্রের দিকে মনোযোগ দিল ওরা। বেশিরভাগই পাথর বা আগ্নেয় শিলার মাথাঅলা মুগুর আর বর্শা। ছুরির ফলাগুলো পাথরের কাটা অংশ, শুকনো চামড়ার ফিতেয় মোড়ানো হাতল। 'আবর্জনা! নিয়ে যাবার মতো নয়,' বলল মেরেন।

মাথা দুলিয়ে সায় দিল তাইতা। 'সব আগুনে ফেলে দাও।'

অবশেষে নিশ্চিতভাবে চিমাদের তৈরি নয় এমন সব অস্ত্র ও অলঙ্কার পরখ করল ওরা। কয়েকটা স্পষ্টতই অ্যাম্বুশে নিহত চার শিকারীর কাছ থেকে নেওয়া–ব্রোঞ্জের অস্ত্র ও বাঁকানো তীর, চামড়ার হেলমেট ও প্যাড লাগানো জারকিন, লিনেন টিউনিক ও টাকোয়েযের তাবিজ আর নীলকান্তমণি পাথর। তবে কৌতূহল জাগানোর মতো অন্য জিনিসও ছিল: জারজীর্ণ পুরোনো চামড়ার হেলমেট, অনেক দশক ধরেই এই জিনিস মিশরিয়রা ব্যবহার করে না। তারপর রয়েছে সেই তলোয়ারটা যেটার কারণে আরেকটু হলেই মরতে বসেছিল মেরেন। ওটার ফলা ক্ষয়ে গেছে, কিনারা কর্কশ গ্রানিট বা অন্য কোনও পাথরে সাথে ঘঁষে শানাতে গিয়ে প্রায় ধ্বংস হওয়ার যোগাড়। তবে, হাতলটা বেশ ভালোভাবে কাজের রয়েছে, রূপার আস্তরণ দেওয়া। খালি সিটিং রয়েছে যেগুলো থেকে মূল্যবান পাথর খুঁড়ে বের করে নেওয়া হয়েছে বা পড়ে গেছে। খোদাই করা হিরিওগ্লাফিক প্রায় মুছে গেছে। আলোর মুখে ধরে এপাশ ওপাশ নাচাল ওটা তাইতা, কিন্তু পড়তে পারল না। ফেনকে ডাকল ও। 'তোমার তীক্ষ্ণ তরুণ চোখ কাজে লাগাও।'

ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে খোদাই কর্মে নজর বোলাল ফেন, থেমে থেমে পড়ল। 'আমি লত্তি, লত্তির ছেলে। লাল পথের দশ হাজার সঙ্গীর সেরা, স্বর্গীয় ফারাও মামোজের সেনাপতি ও কমান্ডার। তিনি চিরজীবী হোন!'

'লত্তি!' জোরে বলে উঠল তাইতা। 'খুব ভালো করে চিনতাম ওকে। ইথিওপিয়া থেকে নীল মাতার উৎস খুঁজে বের করার জন্যে রানি লস্ত্রিসের পাঠানো অভিযানে লর্ড আকেরের অধীনে সহঅধিনায়ক ছিল। চমৎকার সৈনিক। মনে হচ্ছে, সে আর তার লোকজন অন্তত এ-পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল।'

'তবে কি লর্ড আকের ও বাকি সবাই এখানেই মারা গেছে, নাকি চিমারা খেয়ে নিয়েছে?' ভাবনা প্রকাশ করল মেরেন।

'না। হাথরের ছয় আঙুলঅলা ক্ষুদে যাজক টিপটিপের কথামতো আকের আগ্নেয়গিরি ও বৃহৎ হ্রদ দেখেছিল। তাছাড়া রানি লস্ত্রিস এক হাজার লোক দিয়েছিল তার অধীনে। ওদের সবাইকে চিমারা খেয়ে ফেলবে বলে আমার মনে হয় না।' বলল তাইতা। 'আমার বিশ্বাস, আমাদের লোকদের মতো লত্তির অধীনেও একটা ছোট ডিটাচমেন্টকে বাগে পেয়েছিল ওরা। কিন্তু চিমারা কি গোটা একটা মিশরিয় বাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছে? মনে হয় না।' আলোচনা অব্যাহত থাকার সময় আড়চোখে ফেনের অভিব্যক্তি জরিপ করছিল তাইতা। যখনই রানি লস্ত্রিসের নাম উচ্চারণ করছিল, ভুরু কুঁচকে উঠছিল ওর। যেন অনেক দূরের কোনও স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করছে, পলাতক স্মৃতি। ওর মনের গভীরে কোথাও তুলে রাখা। কোনও একদিন সম্পূর্ণই ফিরে আসবে ওর কাছে, ওর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, ভাবল তাইতা, কিন্তু মেরেনের উদ্দেশে জোরে বলল, 'লত্তির নিয়তি সম্পর্কে আসল সত্যি হয়তো কোনওদিনই জানা হবে না আমাদের, তবে ওর তলোয়ারটা আমার কাছে লর্ড আকেরের অনেক আগে চলে যাওয়া দক্ষিণের পথে আমরা যে ঠিকভাবে অগ্রসর হচ্ছি তার প্রমাণ তুলে ধরছে। ইতিমধ্যে অনেক সময় নষ্ট করেছি এখানে।' উঠে দাঁড়াল ও। 'কত দ্রুত রওয়ানা দেওয়া যাবে?'

'সবাই তৈরি,' বলল মেরেন। পড়াশোনা থেকে সবে রেহাই পাওয়া ছেলেদের মতোই উৎফুল্ল ওরা, ছায়ায় বসে শিলুক মেয়েদের সাথে ঠাট্টা করছে, ওদের খাবার পরিবেশন করছে ওরা, ধুরা বিয়রের জার তুলে দিচ্ছে হাতে। 'ওরা কত উদগ্রীব হয়ে আছে দেখুন। উচ্চ রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দরী বেশ্যার সাথে রাত কাটানোর চাইতে মনোবল চাঙা করতে দারুণ একটা লড়াই অনেক বেশি উপকারী।' জোরে হেসে উঠতে গিয়েও থেমে হাত তুলে আহত কাঁধ ডলতে শুরু করল সে। 'লোকজন তৈরি, কিন্তু দিন প্রায় শেষের পথে। অল্প একটু বিশ্রাম ঘোড়াগুলোর পক্ষে উপকারী হবে।'

'তোমার কাঁধের পক্ষেও,' সায় দিল তাইতা।

প্রবল অথচ ছোটখাট লড়াইটা যেন আরও চিমা হামলার সম্ভাবনা পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে বলে মনে হলো। পরের দিনগুলোতে ওদের উপস্থিতির আলামত চোখে পড়লেও কোনওটাই সাম্প্রতিক সময়ের ছিল না। এমনকি এইসব ইঙ্গিতগুলোও ক্রমশঃ কম ঘন হয়ে শেষে বন্ধ হয়ে গেল। চিমাদের এলাকা ছেড়ে জনবসতিহীন এলাকায় পা রাখল ওরা। নীল এখনও ক্ষীণতোয়া থাকলেও আশপাশের এলাকায় ভারি বৃষ্টিপাতের চিহ্ন রয়েছে। শিকারের পশুতে গিজগিজ করছে বন আর সাভানাহ। মাঠের ঘাস রসাল, প্রচুর। ততদিনে সৈনিকরা বাড়ির জন্যে মন খারাপ করতে শুরু করবে, মনমরা হয়ে থাকবে বলে ভয় করছিল তাইতা; ওরা প্রফুল্ল রয়ে গেল, ওদের প্রাণশক্তি তুঙ্গে।

ফেন আর শিলুক মেয়েরা মেয়েলি হাসি-ঠাট্টা ও চড়া আমোদে দিয়ে পুরুষদের আনন্দ যোগাচ্ছে। মেয়েদের ভেতর দুজন অন্তসত্তা হয়ে পড়েছে। ওরা কীভাবে এমন একটা সুখময় অবস্থায় এলো সেটা জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠল ফেন। জিজ্ঞেস করলেই হাসিতে ভেঙে পড়তে লাগল ওরা। কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতে তাইতার কাছে এলো ফেন। ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট রেখে দিল ও। খানিকক্ষণ ও নিয়ে ভেবে তারপর ফেন বলল, 'শুনে তো মজার খেলা মনে হচ্ছে।' কথাটা মেরেনের কাছে শিখেছে ও।

চেহারা গম্ভীর রাখার প্রয়াস পেল তাইতা, কিন্তু হাসি ঠেকাতে পারল না। 'আমিও তাই শুনেছি,' সায় দিল ও।

'আমি বড় হলে খেলার জন্যে একটা বাচ্চা চাইব,' ওকে বলল ফেন।

'সন্দেহ নেই, পাবে তুমি।'

'আমরা দুজনে মিলে সেটা পেতে পারি। সেটা কি দারুণ খেলা হবে না, তাইতা?'

'নিশ্চয়ই,' বেদনার সাথে সায় দিল তাইতা, এটি কোনওদিনই হবার নয়। 'কিন্তু তার আগে আমাদের হাতে আরও অনেক জরুরি কাজ আছে।'

সেই অনেক আগে যখন ও ছিল তরুণ আর লস্ত্রিস বেঁচে ছিল তারপর থেকে নিজেকে এত ভালো অবস্থায় আর কখনও দেখেছে, এমনটা মনে করতে পারে না তাইতা। নিজেকে এখন অনেক ক্ষিপ্র, অনেক কমনীয় মনে হয়। আগের মতো এখন অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে না। ফেনের সঙ্গের কারণেই এটা হয়েছে বলে ধরে নিয়েছে।

ফেনের শিক্ষা এত দ্রুত এগোচ্ছে যে ওর মন চালু বা এর ক্ষমতার কাছাকাছি রাখতে অন্যান্য উপায় বের করতে বাধ্য হচ্ছে তাইতা। ওকে একটু ঢিলে হতে দিলেই মন সরে যাচ্ছে। এতদিনে শিলুক আর মিশরিয় ভাষার দুটোই বেশ ভালোভাবে রপ্ত করেছে ও।

ওকে দক্ষ সাধকে পরিণত হতে ম্যগাইদের ভাষা তেনমাস শিখতেই হবে। অন্য কোনও ভাষা নিগূঢ় এই বিষয়টির সম্পূর্ণ শিক্ষা ধারণ করে না। তবে তেনমাস বেশ জটিল ও বহুমুখী ভাষা, অন্য মানবীয় ভাষার সাথে এর সম্পর্ক এত ক্ষীণ যে কেবল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও মনোযোগের অধিকারীরাই দক্ষতা লাভের আশা করতে পারে।

এটা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ, ফেনের ভেতর থেকে সেরাটা বের এনেছে ও। প্রথমে ওর মনে হয়েছিল বুঝি পলিশ করা কাঁচের দেয়াল বেয়ে উঠতে বলা হচ্ছে ওকে, যেখানে হাত বা পা রাখার মতো জায়গাই নেই। অনেক খেটে খানিকটা উপরে ওঠে ও, তারপর আতঙ্কের চোটে হাত ফসকে পিছলে পড়ে যায়। আবার নিজেকে তুলে আনার চেষ্টা চালায়। প্রতিবার আগের চেয়ে অনেক হিংস্রভাবে। একবারের জন্যেও হতাশ হয়নি ও, এমনকি যখন মনে হচ্ছিল একেবারেই অগ্রগতিই হচ্ছে না, তখনও না। ওকে দায়িত্বের গুরুত্বের মুখোমুখি করে তুলছিল তাইতা, কেবল তাহলেই সামনে এগোতে তৈরি হতে পারবে ও।

এলো সেই মুহূর্ত, কিন্তু রাতে মাদুরের বিছনায় একা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল তাইতা। তারপর কপালে হাত রেখে ও সম্মোহনী ঘুমে তলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আস্তে আস্তে কথা বলে চলল। সম্পূর্ণ গ্রাহী হয়ে উঠলে ফেনের মনে তেনমাসের বীজ বপনের কাজ শুরু করতে পারল ও। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মিশরিয় ভাষা ব্যবহার না করে বরং সরাসরি তেনমাস ভাষাতেই কথা বলল ওর সাথে। ভাষার বীজ শক্ত অবস্থান পেতে অনেকগুলো নিশি আসরের প্রয়োজন হলো। প্রথমবার দাঁড়ানোর প্রয়াসরত শিশুর মতো অনিশ্চিত কয়েকটা পদক্ষেপ নিল ও, তারপর লুটিয়ে পড়ল। পরের বার আগের চেয়ে অনেক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে উঠে দাঁড়াল ও। ওকে বেশি কষ্ট না দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকলেও যুগপৎ ওকে আগে বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে গেল তাইতা। বেশি চাপ দিলে ফেন পিছিয়ে যেতে পারে, ওর চেতনা ভেঙে পড়তে পারে জানা থাকায় *বাও* বোর্ডে যথেষ্ট আনন্দময় সময় কাটানো বা সহজ কিন্তু চনমনে আলাপে চালানো, কিংবা বিরল গাছ কিংবা অন্যান্য ছোটখাট প্রাণীর খোঁজে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর দিকে খেয়াল রাখল ও।

নদীর তলদেশে পছন্দসই নুড়ি পাথরের বিস্তার দেখলেই খচ্চরের পিঠ থেকে সোনা চালার পাত্র নামিয়ে একসাথে কাজে নেমে পড়ছে ওরা। তুলে আনা ঘোলা জল পাক খাওয়ায় তাইতা, ফেন ওর চোখ ও সাবলীল হাতে সুন্দর আধা-মূল্যবান পাথর বেছে নেয়। অনেক পাথরই পানির টানে অসাধরাণ সুন্দর আকার পেয়েছে। একটা ব্যাগ ভরে যাওয়ার পর মেরেনকে দেখাল ফেন। ওকে মানানসই অ্যাংকলেটসহ একটা বাজুবন্ধ বানিয়ে দিল সে। একদিন একটা শুকনো জলপ্রপাতের নিচে পাত্র থেকে বুড়ো আঙুলের প্রথম গিঁটের সমান আকৃতির একটা

সোনার টুকরো খুঁজে পেল ও। রোদ লেগে ঝিকিয়ে উঠল ওটা, ওর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিল। 'আমাকে একটা অলঙ্কার বানিয়ে দাও, তাইতা,' দাবি জানাল ও।

ব্যাপারটা আড়াল করতে পারলেও ফেন মেরেনের বানানো অলঙ্কার পরার পর এক ধরনের ঈর্ষার খোঁচা বোধ করল তাইতা। এই বয়সে? নিজের অবস্থার কথা ভেবে হাসল ও। যেন প্রেমের জন্যে ব্যাকুল রাজহাঁস। তবে ফেনকে নিয়ে নিজের কাজের দিকে পূর্ণ মনোযোগ ও সৃজনশীল মেধা খাটাল ও। সোনার টুকরোটা ঝোলাতে লত্তির তলোয়ারের হাতলের রূপা থেকে একটা সরু চেইন ও একটা সেটিং বানিয়ে দিল ও। কাজটা শেষ হলে ওটা যে পরবে তাকে রক্ষার জন্যে প্রতিরক্ষার জাদু পড়ে ওর গলায় ঝুলিয়ে দিল। নদীর পুকুরে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকানোর পর চোখজোড়া জলে ভরে উঠল ওর। 'অনেক সুন্দর,' ফিসফিস করে বলল ও। 'গায়ে বেশ উষ্ণ ঠেকছে, যেন জীবন্ত কিছু।' ওর অনুভূত উষ্ণতা আসলে ওটাকে তাইতার দেওয়া ক্ষমতার বিচ্ছুরণ মাত্র। ফেনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসে পরিণত হলো ওটা, ও ওটার নাম রাখল তাইতার তাবিজ।

যতই দক্ষিণে এগিয়ে যাচ্ছে, অভিযাত্রী দলের মেজাজ মর্জি ততই চনমনে ও হালকা হচ্ছে। হঠাৎ করেই তাইতার মনে এর ভেতর একটা কিছু অস্বাভাবিকতা রয়েছে বলে সন্দেহ জাগল। এটা ঠিক ওরা বিশাল জলাভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার বা চিমাদের দেশে থাকার সময়ের মতো বিপজ্জনক নেই পথটা, কিন্তু দেশ থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে ওরা, রাস্তার শেষ নেই, আর অবস্থাও কষ্টকর। ওদের আশাবাদী আর হালকা মেজাজে থাকার কোনও কারণ নেই।

দিনের অপসৃয়মান আলোয় ফেনকে পাশে নিয়ে একটা নদীর পুকুরের পাশে বসেছিল ও। মাটির ফলকে তাইতার আঁকা তেনমাসের প্রাথমিক প্রতীকের একটা ত্রয়ী জরিপ করছিল ফেন। ওগুলোর প্রত্যেকটা শক্তির একটা শব্দ প্রকাশ ধরে। ওগুলো একসাথে এত সক্রিয় ও সজীব হয়ে ওঠে যে কেবল সতর্কতার সাথে প্রস্তুত করা মনের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ওর বেশ কাছে বসেছে তাইতা, একত্রিত করার ধাক্কায় কোনও বিপর্যয় দেখা দিলে যাতে রক্ষা করতে পারে ওকে। পুকুরের ওধারে জলের উপর উড়ে বেড়াচ্ছে বিরাট লালচে বাদামী বুকের একটা মাছরাঙা। ঝাঁপ দিল ওটা, কিন্তু ফলকের দিকে ফেনের মনোযোগ এতটাই নিবিষ্ট যে পাখিটার পানির উপরিতল স্পর্শ করার সময় পানি ঝলকে ওঠার শব্দে মাথা তুলে তাকাল না ও। ডানা ঝাপ্টে ফের আকাশে উঠে গেল ওটা, দীর্ঘ কলো ঠোঁটে একটা ছোট রূপালি মাছ আটকা পড়েছে।

নিজের অনুভূতি আরও নিবিড়ভাবে পরখ করার প্রয়াস পেলো তাইতা। নিজের প্রফুল্ল অবস্থার পেছনে একটা কারণই আন্দাজ করতে পারছে: পাশে বসে থাকা বাচ্চটার প্রতি ওর ভালোবাসা এবং ওকে নিয়ে আনন্দ। অন্যদিকে দুজনের পক্ষেই ভীত হওয়ার বেশ ভালো কারণ রয়েছে ওর। ফারাও এবং দেশ বাঁচানোর গোপন

দায়িত্ব পেয়েছে ও। পরিষ্কার কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই এক শক্তিশালী অশুভ শক্তির মোকাবিলায় এগিয়ে যাচ্ছে। নিঃসঙ্গ এক খরগোশ বেরিয়েছে খুনে চিতাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে। সব সম্ভাবনাই ওর বিরুদ্ধে। প্রায় নিশ্চিতভাবে পরিণতি হবে মারাত্মক। তাহলে কেন পরিণতির কথা না ভেবেই এভাবে কাজ করে চলেছে ও?

এবার এমনকি এই সহজ যুক্তি অনুসরণ করতেও কষ্ট হচ্ছে বলে সজাগ হয়ে উঠল ও। যেন ইচ্ছে করেই বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে ওর পথে। এসব ভাবনা ছেড়ে আবার আত্মতুষ্টির ভালো থাকার ভাবনায় ফিরে যাবার জোরাল অনুভূতি হতে লাগল, কোনও রকম সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা ছাড়াই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার, বাধা এলে সেটা পেরুনোর জন্যে নিজের ক্ষমতার উপর আস্থা রাখতে প্ররোচিত হতে লাগল। মনের বিপজ্জনক ও বেপরোয়া অবস্থা এটা, ভবল ও, তারপর হেসে উঠল, যেন কৌতুক ছিল।

ফেনের মনোযোগে বাধা সৃষ্টি করেছে ও, চোখ তুলে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল ও। 'কী ব্যাপার, তাইতা? জিজ্ঞেস করল। 'তুমি বলেছিলে প্রতীকগুলো যৌক্তিক সহগ মেলানোর চেষ্টা চালানোর সময় মনোযোগ নষ্ট করা বিপজ্জনক।'

ওর কথাগুলো ঝট করে মাথা তুলে তাকাতে বাধ্য করল তাইতাকে। বুঝতে পারল, কী বিশ্রী ভুল করেছে ও। 'ঠিক বলেছ। ক্ষমা করবে।' আবার কোলে রাখা মাটির ফলকের দিকে তাকাল ও। সমস্যা নিয়ে ভাববার প্রযাস পেল তাইতা, কিন্তু আবছা, গুরুত্বহীন রয়ে গেল সেটা। জোরে কামড় দিল ঠোঁটে, রক্তের স্বাদ পেল জিভে। তীব্র ব্যথা ওকে শান্ত করল। প্রয়াসসাধ্যভাবে মনোযোগ একত্র করতে পারল ও।

একটা কিছু মনে করতেই হবে ওকে। নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করলেও সেটা ছায়াই রয়ে গেল। আবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু আগেই মিলিয়ে গেল তা। ওর পাশে আবার নড়ে উঠল ফেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর চোখ তুলে তাকিয়ে কাদার ফলকটা একপাশে নামিয়ে রাখল। 'মনোযোগ দিতে পারছি না। তোমার অস্থিরতা টের পাচ্ছি। একটা কিছু বাধা দিচ্ছে তোমাকে।' আন্তরিক সবুজ চোখ মেলে ওর দিকে তাকাল ও, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'এবার বুঝেছি, পুকুরের ডাইনীটা।' চট করে গলা থেকে সোনার টুকরোটা খুলে হাতের মুঠিতে নিল ও। দুই হাতে ধরে বাড়িয়ে দিল সামনে। লস্ত্রিসের মাদুলিটা হাতে জড়িয়ে ধরল তাইতা। এবার দুজনে হাত ধরে প্রতিরক্ষার বৃত্ত তৈরি করল। প্রায় অলক্ষে অচেনা প্রভাবের মিলিয়ে যাওয়া টের পেল ও। ওকে খুঁচিয়ে চলা কথাগুলো এক লাফে ফিরে এলো মনে। দিমিতারের সতর্কবাণী মনে করার চেষ্টা করছিল ও। *এরই মধ্যে নিজের অশুভ প্রভাবে আক্রান্ত করে ফেলেছে আপনাকে। জাদু ও প্রলোভনে আপনাকে ভেঙে দিতে শুরু করেছে। আপনার বিচারবুদ্ধি ঘোলা করে দেবে সে। অচিরেই সে আদৌ অশুভ কিনা তাতেই আপনার মনে সন্দেহ জাগবে। আপনার কাছে তাকে*

বেশ ভালো ঠেকবে, ভদ্র ও জীবিত যেকারও মতোই অভিজাত ও গুণী। অচিরেই মনে হবে আমিই খারাপ যে আপনার মনটাকে তার বিরুদ্ধে বিষাক্ত করে তুলেছে। সেটা যখন ঘটবে, আমাদের সে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে ও; আমি ধ্বংস হয়ে যাব। আপনি স্বাধীনভাবে, স্বেচ্ছায় তার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। আমাদের দুজনের বিরুদ্ধেই জয়ী হবে সে।

তাইতা ইয়োসের বিকল করে দেওয়া প্রভাব ঝেড়ে না ফেলা পর্যন্ত প্রতিরক্ষা বলয়ের ভেতর একসাথে বসে রইল ওরা। ওকে দেওয়া ফেনের সমর্থনে রীতিমতো বিস্ময় বোধ করছে তাইতা। ওর ছোট কোমল হাত জোড়া থেকে নিজের বুড়ো গ্রন্থিল হাতে বয়ে চলা শক্তির ধারা অনুভব করতে পারছ ও। ওরা একের বেশি জীবন ভাগাভাগি করেছে, এক সাথে মার্বল ও গ্রানিট পাথরের দেয়ালের ভেতর আত্মার একটা দুর্গ গড়ে তুলেছে।

দ্রুত ঘনিয়ে এলো আঁধার। পুকুরের উপর বাদুরের ঝাঁক ডানা ঝাপ্টে বেড়াতে লাগল, জলের উপর থেকে উঠে আসা পোকামাকড়ের উপর পাক খেয়ে খেয়ে নেমে আসছে। নদীর উল্টো তীরে একটা হায়েনা শোকাকুল আর্তচিৎকার ছাড়ল। ফেনের হাত ধরে রেখেই ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল তাইতা, তারপর পথ দেখিয়ে যারীবার পথে এগিয়ে গেল।

ওদের স্বাগত জানাল মেরেন। 'আপনাদের খোঁজে একটা তদন্ত দল পাঠাতে যাচ্ছিলাম,' আমোদিত কণ্ঠে বলে উঠল সে।

পরে ক্যাম্পফায়ারের পাশে মেরেন আর ওর কর্মকর্তাদের নিয়ে বসল তাইতা। ওরাও আমোদিত হয়ে আছে। চৌহদ্দীর দূর প্রান্তের লোকজনেরও হাসিঠাট্টা ও শোরগোলের আওয়াজ পাচ্ছে ও। কয়েকবার ওদের সতর্ক করে শান্ত হতে বলবার কথা ভাবল তাইতা, কিন্তু শেষে ওদের মতোই থাকতে দিল। ওরাও ইয়োসের তীক্ষ্ণ গানের তালে তাল মেলাচ্ছে, তবে এমনিতেই যেখানে যেতে হবে সেখানে খুশি মনেই যেতে দেব ওদের। যতক্ষণ সামলে রাখতে পারছে, ওদের আবার পথে ফিরিয়ে আনার মতো যথেষ্ট সময় নিয়ে এগোবে।

প্রতিদিন দক্ষিণের আরও গভীরে যাচ্ছে ওরা, মেরেন ও তার বাহিনীর প্রতিজ্ঞা একবারের জন্যে টলেনি। এক দিন সন্ধ্যায় যারীবা বানানোর সময় মেরেনকে একপাশে এনে তাইতা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার লোকদের মেজাজ মর্জির কী অর্থ করছ তুমি? মনে হচ্ছে সহ্যের শেষ সীমায় চলে এসেছে ওরা। আসৌন ও ওদের দেশে ফিরতে উত্তরে ঘুরে যাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে। আমাদের হয়তো শিগগিরই একটা বিদ্রোহের মোকবিলা করতে হতে পারে।'

'ওরা আমার লোক, ওদের ভালো করেই চেনা আছে আমার। মনে হচ্ছে আপনি ওদের চিনতে পারেননি, ম্যাগাস। ওদের মাথায় বেপরোয়া একগাছি চুল বা ফুসফুসে একটা নিঃশ্বাসও নেই। আমার মতোই কাজের জন্যে ক্ষেপে আছে।'

'আমাকে ক্ষমা করবে, মেরেন। তোমাকে সন্দেহ করতে পারি আমি?' বিড়বিড় করে বলল তাইতা, কিন্তু মেরেনের কণ্ঠে ইয়োসের কণ্ঠের প্রতিধনি বের হয়ে আসতে শুনেছে ও। সবার উপরে আমাকে গম্ভীর চেহারা আর তিরীক্ষি মেজাজ মোকাবিলা করতে হচ্ছে না তাতেই আমি খুশি। এইদিক দিয়ে আমার ঝামেলা কমিয়ে দিয়েছে ইয়োস, আপন মনে বলল তাইতা।

এই সময় শিবির থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটে এলো ফেন, চিৎকার করছে, 'ম্যাগাস! তাইতা! জলদি এসো! লি-তো-লিতির বাচ্চাটা পেট ফেটে বের হয়ে আসছে, ওকে আর ভেতরে ঢোকাতে পারছি না!'

'সেক্ষেত্রে আমি আসছি বেচারাকে তোমার কবল থেকে বাঁচাতে।' দুরদার করে উঠে দাঁড়াল তাইতা, ফেনের সাথে দ্রুত শিবিরের দিকে পা বাড়াল। শিলুক মেয়েটার পাশে বসে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় মসৃণভাবে ঘটল প্রসবের ব্যাপারটা। লি-তো-লিতি চিৎকার করে উঠলেই চমকে উঠছে সে। প্রতিটি খিঁচুনির মাঝখানে শুয়ে থাকা মেয়েটা হাঁপাতে হাঁপাতে ঘামে ভিজে যাচ্ছে, ফেন বলছে, 'দেখে তো এখন আর অত মজার খেলা মনে হচ্ছে না। আমাদের এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার আছে বলে মনে হয় না।'

মাঝরাতের আগে একটা বাদামী রঙ ছেলে জন্ম দিল লি-তো-লিতি, মাথায় এক ঝাঁক কোঁকড়া কালো চুল। তাইতার কাছে এই নতুন শিশুর আগমন অনেকটা এই তিক্ত পথে অন্য তরুণ প্রাণের ক্ষতিপূরণের মতো লাগল। বাবার সাথে উল্লাস করল ওরা।

'এটা ভালো লক্ষণ,' পরস্পরকে বলতে লাগল লোকেরা। 'দেবতারা আমাদের দিকে চেয়ে হেসেছেন। এখন থেকে আমাদের অভিযান ভালোর দিকে যাবে।'

নাকোন্তোর পরামর্শ চাইল তাইতা। 'তোমাদের রেওয়াজ কী? আবার রওয়ানা দেওয়ার আগে মেয়েটিকে কয়দিন বিশ্রাম নিতে হবে?'

'আমরা গরুর পাল নতুন চারণ ভূমিতে নেওয়ার সময় আমার প্রথম বউয়ের বাচ্চা হয়েছিল। পানি ভাঙে যখন তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। রাস্তার পাশে কাজটা শেষ করার জন্যে ওকে মায়ের সাথে রেখে যাই আমি। রাত নামার আগেই আবার আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল ওরা, ভালো হয়েছিল, কারণ আশপাশে সিংহ ঘুরঘুর করছিল।'

'তোমাদের মেয়েরা বেশ কঠিন,' মন্তব্য করল তাইতা।

কিছুটা বিস্মিত দেখাল নাকোন্তোকে। 'ওরা শিলুক,' বলল সে।

'তাতেই ব্যাখ্যা মেলে,' সায় দিল তাইতা।

পরদিন সকালে বাচ্চাকে কোমরে ঝুলিয়ে নিল লি-তো-লিতি, ফলে ঘোড়া থেকে না নেমেই দুধ খেতে পারবে বাচ্চাটা। কলাম রওয়ানা দেওয়ার সময় স্বামীর ঘোড়ার পেছন উঠে বসল সে।

পর্যাপ্ত জলপুষ্ট ঘেসো এলাকা দিয়ে অব্যাহত রইল ওদের যাত্রা। পশুদের পা ও খুরের নিচে কোমল ঠেকছে বালিময় জমিন। নিজস্ব মলম দিয়ে টুকটাক ক্ষত বা রোগের চিকিৎসা করছে তাইতা। বেশ চমৎকার আছে ওরা। বুনো অ্যান্টিলোপ ও মোষের অন্তহীন পাল রয়েছে চারপাশে। ফলে মাংসের ঘাটতি হচ্ছে না। এমন মসৃণ নিয়মে দিনগুলো পেরিয়ে যেতে লাগল যে ওরা সবাই তাতে মিশে গেল যেন। একের পর লীগ পেছনে পড়ে যাচ্ছে, আর সামনে খুলে যাচ্ছে বিশাল দূরত্ব।

তারপর সামনে কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তে একটা পাহাড়ের ঢাল দেখা দিল। পরের কয়েক দিনে চোখের সামনে মাথা খাড়া রইল ওটা, অবশেষে আকাশের অর্ধেকটা যেন ঢেকে ফেলেছে বলে মনে হলো। উঁচু এলাকায় গভীর ফোকর দেখতে পাচ্ছিল ওরা, ওগুলোর ভেতর দিয়ে নীল বয়ে গেছে। সোজা ওটার দিকেই এগিয়ে গেল ওরা, জানে পাহাড়ের ভেতর সহজ পথ হবে ওটাই। আরও কাছে আসার পর নিবিড় গাছে ছাওয়া ঢালের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আর ওগুলোর ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া হাতির রাস্তা দেখতে পেল ওরা। অবশেষে আর ধৈর্য ধরতে পারল না মেরেন। ব্যাগেজ ট্রেইন থেকে ছোট একটা দল নিয়ে রেকি করতে এগিয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই ওদের সাথে গেল ফেন। তাইতার পাশে চলছে ও। নদীর গোর্জে ঢুকল ওরা, এবড়োখেবড়ো হাতি সড়ক ধরে ঢালের চূড়ার দিকে উঠতে শুরু করল। কেবল অর্ধেক পথ উঠেছে, এমন সময় দৌড়ে সামনে চলে এলো নাকোন্তো। জমিন পরখ করতে এক পা ভেঙে বসে পড়ল।

'কী ব্যাপার?' চিৎকার করে জানতে চাইল তাইতা। জবাব না পেয়ে সামনে এগিয়ে গেল ও, শিলুক কী আবিষ্কার করেছে দেখতে উইন্ডস্মোকের পিঠ থেকে সামনে ঝুঁকে পড়ল।

'ঘোড়ার পায়ের ছাপ,' এক চিলতে নরম মাটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল নাকোন্তো। 'একদম টাটকা। মাত্র এক দিনের পুরোনো।'

'পাহাড়ী যেব্রা?' জানতে চাইল তাইতা।

প্রবল বেগে মাথা নাড়ল নাকোন্তো।

'সওয়ারিসহ ঘোড়া,' মেরেনের জন্যে তরজমা করে দিল ফেন।

সতর্ক হয়ে উঠল সে। 'অচেনা ঘোড়সওয়ার। কারা হতে পারে, সভ্য জগৎ থেকে এত দূরে? ওরা বৈরী হতে পারে। ওদের পরিচয় না জানা পর্যন্ত আর উপরে ওঠা ঠিক হবে না।' যেপথে এসেছিল পেছন ফিরে সেদিকে তাকাল ওরা। নিচের সমতলে কলামের বাকি অংশের কারণে ওড়া হলদে ধূলির মেঘ দেখতে পাচ্ছে। এখনও তিন বা তারচেয়ে বেশি লীগ দূরে রয়েছে ওরা। 'অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের, তারপর সদলে আগে বাড়া যাবে।' তাইতা জবাব দেওয়ার

আগেই মাথার উপর থেকে তীক্ষ্ণ উঁচু কণ্ঠের হাঁক শোনা গেল, পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলল সেই শব্দ। চমকে দিল সবাইকে।

'ধরা পড়ে গেছি! কিন্তু সেথের দুর্গন্ধময় নিঃশ্বাসের কসম, ওরা যেই হোক, মিশরিয় ভাষায় কথা বলছে,' বলে উঠল মেরেন। পাসের দিকে ফিরে দুই হাত এক করে চোঙের মতো বানিয়ে মুখের কাছে ধরে পাল্টা হাঁক ছাড়ল সে। 'তোমরা কারা?'

'স্বর্গীয় ফারাও নেফার সেতির সৈনিক!'

'এগিয়ে এসে পরিচয় দাও,' হাঁকল মেরেন।

ওদের সাথে মিলিত হতে খটাখট আওয়াজ তুলে তিনজন অচেনা অশ্বারোহীকে নেমে আসতে দেখে স্বস্তির সাথে হাসল ওরা। এমনকি দূর থেকেও একজনকে মামোসের প্রাসাদের নীল পতাকা বইতে দেখল মেরেন। আরও কাছে আসার পর ওদের পরিষ্কার মিশরিয় বৈশিষ্ট্য দেখতে পেল ওরা। ওদের সাথে মিলিত হতে আগে বাড়ল মেরেন। দুই দল এক সাথে হলে স্যাডল থেকে নেমে খুশির সাথে আলিঙ্গন করল ওরা।

'আমি ক্যাপ্টেন রাবাত,' পরিচয় দিল নেতা, 'কর্নেল আহ-আখতোনের বাহিনীর অফিসার, ফারাও নেফার সেতির সেবায় নিয়োজিত।'

'আমি কর্নেল মেরেন ক্যাম্বিসেস, একই স্বর্গীয় ফারাও'র বিশেষ দায়িত্বে আছি।' বুকের উপর একটা হাত মুঠি করে রেখে স্যালুট ঠুকে ওর উচ্চ পদমর্যাদার স্বীকৃতি দিল রাবাত। মেরেন বলে চলল, 'আর ইনি হচ্ছেন ম্যাগাস গালালার তাইতা।' রাবাতের চেহারায় সত্যিকারের সমীহের ছাপ পড়ল, আবার স্যালুট করল সে। ওর আভা থেকে তাইতা লক্ষ করল সীমিত বুদ্ধির লোক রাবাত, তবে কোনও রকম খুঁত ছাড়াই সৎ।

'আপনার খ্যাতি আপনাকে ছাড়িয়ে গেছে, ম্যাগাস। দয়া করে আপনাদের আমাদের শিবিরে নিয়ে যাবার অনুমতি দিন, ওখানে আমাদের সম্মানিত অতিথি হবেন আপনারা।'

ছোট মেয়ে বলে ফেনকে উপেক্ষা করে গেছে রাবাত, কিন্তু এই উন্নাসিকতার ব্যাপারে সজাগ ছিল ও। 'রাবাতকে আমার পছন্দ হয়নি,' শিলুক ভাষায় তাইতাকে বলল ও। 'লোকটা বেয়াড়া।'

হাসল তাইতা। নিজের বিশেষ অবস্থানে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। এদিক দিয়ে ওকে লস্ত্রিসের কথা মনে করিয়ে দেয় সে; যখন মিশরের সার্বভৌম রানি ছিল সে। 'ও আসলে কঠিন সৈনিক ছাড়া আর কিছু না,' ওকে সান্ত্বনা দিল ও। 'তোমার বিবেচনার পাত্র।' এতে খুশিতে ওর চেহারা সহজ হয়ে এলো।

'আপনার নির্দেশ কী, ম্যাগাস?' জানতে চাইল রাবাত।

'এক বিরাট রসদের কাফেলা নিয়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দলের বাকি অংশ,' সমতলের ধূলি মেঘের দিকে ইঙ্গিত করল তাইতা। 'তোমার কোনও

লোককে পাঠাও ওদের কাছে।' সাথে সাথে একজন লোক পাঠিয়ে দিল রাবাত। তারপর ওদের পথ দেখিয়ে খাড়া. পাথুরে পথ ধরে পাসের চূড়ার দিকে নিয়ে চলল।

'তোমার কমান্ডার কর্নেল আহ-আখতোন কোথায়?' রাবাতের পাশাপাশি ওঠার সময় জানতে চাইল তাইতা।

'নদী ধরে আসার পথে জলভূমির অসুখে মারা গেছেন।'

'সে তো সাত বছর আগের কথা?' জানতে চাইল তাইতা।

'নাহ, ম্যাগাস। নয় বছর দুই মাস,' ওকে শুধরে দিল রাবাত। আমাদের প্রাণপ্রিয় মিশর থেকে নির্বাসনের কাল।'

তাইতা বুঝতে পারল কারনাক ছেড়ে এখানে আসতে প্রয়োজনীয় সময়টুকু হিসাবে ধরতে ভুলে গেছে ও। 'কর্নেল আহ-আখতোনের জায়গায় এখন কে নেতৃত্ব দিচ্ছে?' জানতে চাইল ও।

'কর্নেল তিনাত আনকুত।'

'কে সে?'

'ফারাও'র নির্দেশ মোতাবেক তিনি সেনাবাহিনীকে নদী বরাবর দক্ষিণে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাকে এখানে মাত্র বিশজন পুরুষ আর কয়েক জন মেয়ের সাথে রেখে গেছেন তিনি, এদের একেবারে ছোট বাচ্চা রয়েছে যারা অভিযানের সময় জন্ম নিয়েছে বা যাদের এখন সামনে বাড়ার শক্তি নেই, এত দুর্বল।'

'কর্নেল তিনাত তোমাকে এখানে রেখে গেল কেন?'

'আমাকে শস্য রোপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ওর জন্যে ঘোড়া তৈরি রাখতে বলা হয়েছে, আর পেছনের এই ঘাঁটি পাহারা দিতে বলা হয়েছে যাতে দক্ষিণের বুনো এলাকা থেকে পিছু হটতে বাধ্য হলে এখানে আশ্রয় নিতে পারেন তিনি।'

'সে চলে যাবার পর তার আর কোনও খবর পেয়েছ?'

'কয়েক মাস পরে বেঁচে যাওয়া সবগুলো ঘোড়াসহ তিনজন লোককে ফেরত পাঠিয়েছিলেন তিনি। মনে হচ্ছে দক্ষিণের এমন কোথাও গেছেন যেখানে মাছির খুব অত্যাচার, ঘোড়ার পক্ষে ওদের কামড় মারাত্মক। প্রায় সব ঘোড়াই হারিয়েছেন তিনি। ওরা তিন জন পৌঁছানোর পর আর কোনও খবর পাইনি। বুনো দেশের পেটে হারিয়ে গেছেন ওরা। অনেক বছর আগের কথা এটা। এতগুলো বছরে কেবল আপনারাই একমাত্র সভ্য জগতের মানুষ যাদের সাথে আমাদের দেখা হলো।' বিষণ্ন শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

'এই জায়গা ছেড়ে লোকজন নিয়ে মিশরে ফেরার কথা ভাবোনি?' লোকটার সাহস মাপতে জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'কথাটা ভেবেছি,' সায় দিল রাবাত। 'কিন্তু এই জায়গাটা ধরে রাখার নির্দেশ ছিল আমার উপর,' একটু দ্বিধা করে আবার খেই ধরল, 'তাছাড়া, মানুষখেকো চিমা

ও বিশাল জলাভূমি আমাদের আর মিশরের মাঝে বাধা হয়ে অছে।' সম্ভবত এটাই তোমার এই অবস্থান আঁকড়ে থাকার সবচেয়ে বড় কারণ, ভাবল তাইতা। কথা বলতে বলতে পাসের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, সামনে বিছিয়ে আছে বিস্তৃত মালভূমি। নিচের সমতলের চেয়ে ঢের প্রীতিকর এটা।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে চরে বেড়াচ্ছ গরুর পাল, ওদের ওপাশে দেখার মতো সামরিক দুর্গের মাটির দেয়াল দেখে অবাক হলো তাইতা। এই প্রত্যন্ত বুনো এলাকায় কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকল ওটাকে। দুবছরেরও বেশি আগে কেবুইয়ের দুর্গ ছেড়ে আসার পর এই প্রথম সভ্যতার কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল। সাম্রাজ্যের নিখোঁজ চৌকি এটা, যার কথা মিশরের কারও জানা নেই।

'এই জায়গার নাম কী?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'কর্নেল তিনাত একে আদারি দুর্গ বলতেন।'

'চরে বেড়ানো গরুগুলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা: লম্বা, ছিপছিপে পশু, বিরাট কুঁজঅলা কাঁধ আর ভারি শিংয়ের বিরাট বিস্তার। প্রতিটি পশুর চামড়ার ভিন্ন ভিন্ন রঙ ও নকশা রয়েছে: দুটো পশু এক রকম নয়। লাল বা শাদা, কালো বা হলুদ, বিপরীত রঙের ফুটকি ও দাগ।

'ওই গরুর পাল পেলে কোথায়? ওগুলোর মতো আর চোখে পড়েনি।'

'স্থানীয় উপজাতীদের সাথে বদলাবদলি করেছি। ওরা এদের *যেবু* ডাকে। ওই পাল থেকে মাংস আর দুধ পাই আমরা। ওগুলো না থাকলে আরও বেশি কষ্ট পোহাতে হতো আমাদের।'

ভুরু কোঁচকাল মেরেন, রাবাতের প্রাণশক্তি ঘাটতির জন্যে ওকে ভর্ৎসনা করতে মুখ খুলল, কিন্তু ওর ইচ্ছার কথা বুঝে চট করে মাথা নেড়ে নিষেধ করল তাইতা। এই লোকের গুরুত্ব সম্পর্কে মেরেন ও ফেনের সাথে মোটামুটি একমত হলেও ওকে খামোকা অপমান করা ওদের পক্ষে কাজে আসবে না। বলতে গেলে নিশ্চিতভাবেই পরে এর সাহায্য লাগবে ওদের। দুর্গের চারপাশের জমিনে ধুরা, তরমুজ ও তাইতার অচেনা সব্জির চাষ করা হয়েছে। ওকে ওগুলোর বিচিত্র স্থানীয় নাম জানাল রাবাত, একটা বড় চকচকে কালো ফল ছিঁড়তে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল। তাইতার হাতে দিল ওটা। 'স্টুর মতো রান্না করলে বেশ স্বাদু আর পুষ্টিকর হয়।'

দুর্গে পৌঁছার পর ঘাঁটির নারী ও শিশুরা ওদের স্বাগত জানাতে দরজা গলে বের হয়ে এলো। ওদের হাতে ছানা কাটা দুধ ও ধুরা পিঠাভর্তি থালা। সবমিলিয়ে তিরিশিজনেরও কম। দেখতে কাহিল, বিষণ্ন চেহারা ওদের, যদিও যথেষ্ট বন্ধুসুলভ। দুর্গের ভেতরে থাকার ব্যবস্থা সীমিত। তাইতা ও ফেনকে একটা জানালা বিহীন কুঠরী দিল মহিলারা। মেঝেটা মাটি-লেপা, কর্কশ দেয়ালের উপর দিয়ে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করে চলছে পিঁপড়ের সরি, দেয়ালের ফোকরে ফোকরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে চকচকে কালো তেলাপোকার দল। নোংরা অপরিচ্ছন্ন দেহ ও আগের বাসিন্দাদের মলত্যাগের পাত্রের গন্ধ মিশে আছে চারদিকে। ক্ষমা

চাওয়ার সুরে ব্যাখ্যা করল রাবাত, মেরেন ও অন্যান্য অফিসারসহ বাকিদের কমান্ড ফাঁড়ির সৈনিকদের সাথে থাকতে হবে। কৃতজ্ঞতা ও বিষাদের অভিব্যক্তি নিয়ে এই আতিথেয়তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল তাইতা।

দুর্গের আধা লীগ পেছনে একটা প্রবহমান জলধারার পাশে ছায়াময় গাছপালার মাঝে আরামদায়ক জায়গা বাছাই করল মেরেন ও তাইতা। ওদের দুর্গে রাখতে হচ্ছে না বলে স্পষ্ট স্বস্তি লাভকারী রাবাত মেরেনের বাজপাখির সীলমোহরের প্রতি সম্মান দেখিয়ে টাটকা দুধ, ধুরা আর নিয়মিত বিরতিতে একটা করে জবাই করা ষাঁড় যোগান দিল।

'আশা করি এখানে বেশি দিন থাকতে হবে না আমাদের,' দ্বিতীয় দিন তাইতার উদ্দেশে মন্তব্য করল হিলতো। 'এই লোকগুলো এত মনমরা যে আমাদের লোকজনের মনোবল ভেঙে পড়বে। ওদের মনোবল এখন চাঙা, ওভাবেই থাকুক, চাইছি আমি। তাছাড়া, এখানকার বেশির ভাগ মেয়েই বিবাহিতা, কিন্তু আমাদের ছেলেরা অনেক দিন হয় নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত। অচিরেই ওদের সাথে মজা করতে চাইবে ওরা। তাতে ঝামেলা বেধে যাবে।'

'তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, সৎ হিলতো, ব্যবস্থা করা মাত্রই রওয়ানা হবো আমরা।' পরের কটা দিন বিষণ্ন রাবাতের সাথে নিবিড় আলোচনায় সময় কাটাল তাইতা ও মেরেন।

'কর্নেল তিনাতের সথে দক্ষিণে কয়জন গেছে?' জানতে চাইল তাইতা।

অসংখ্য অশিক্ষিত মানুষের মতোই আস্থা রাখার মতো স্মৃতিশক্তি রাবাতের, নির্দ্বিধায় জবাব দিল সে: 'ছয় শো তেইশ জন, সাথে এক শো পঁয়তাল্লিশ জন মেয়ে।'

'করুণাময় আইসিস, কারনাক থেকে রওয়ানা দেওয়া এক হাজারের ভেতর মাত্র এই কয়জনই বেঁচেছিল?'

'জলাভূমি ছিল গভীর, দিকচিহ্নহীন,' ব্যাখ্যা করল রাবাত। 'জলাভূমির জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলাম আমরা। আমাদের গাইডরা বিশ্বস্ত ছিল না, স্থানীয় উপজাতীয়দের হাতে আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের লোকজন আর পশুর ক্ষতি ছিল ভয়াবহ। নিশ্চিতভাবেই আপনাদেরও একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে, কারণ আপনারা নিশ্চয়ই আদারিতে আসতে গিয়ে একই এলাকা পার হয়েছেন।'

'হ্যাঁ, ঠিক। তবে পানি অনেক নিচু ছিল, আমাদের গাইডরা ছিল নির্ভুল।'

'তাহলে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভাগ্যবান আপনারা।'

'তুমি বললে কর্নেল তিনাত ঘোড়া আর মানুষ ফিরিয়ে দিয়েছিল এখানে। কতজন ছিল তারা?' আরও জুৎসই প্রসঙ্গে ফিরে গেল তাইতা।

'ছাপ্পান্নটি ফিরিয়ে এনেছিল ওরা, সবকটা মাছিতে আক্রান্ত। বেশির ভাগই এখানে পৌঁছানোর পরপরই মারা যায়। মাত্র আঠারটি বেঁচে যায়। কর্নেল তিনাতের

লোকজন ঘোড়া পৌঁছে দিয়ে ওর সাথে যোগ দিতে ফের দক্ষিণে ফিরে যায়। ওদের জন্যে ঠিক করা কুলিদের সাথে নিয়ে গেছে ওরা।'

'তারমানে তিনাতের কেউই এখন তোমদের সাথে নেই?'

'ওদের ভেতর একজন এত অসুস্থ ছিল যে ওকে রেখে দিয়েছিলাম, এখনও সে বেঁচে আছে সে।'

'ওকে প্রশ্ন করতে চাই,' বলল তাইতা।

'এখুনি লোক পাঠাচ্ছি তাকে ডাকতে।'

একমাত্র জীবিত লোকটা লম্বা, তবে শারীরিকভাবে কৃশ। তাইতা সাথে সাথে লক্ষ করল লোকটার শীর্ণকায় কাঠামো শাদা হয়ে যাওয়া মাথার চুল রোগেরই ফল; বয়সের কারণে নয়। তারপরেও স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে সে। রাবাতের অধীনের বাকিদের চেয়ে অনেক বেশি প্রফুল্ল মেজাজের, স্বতঃস্ফূর্ত।

'তোমার বিপদের কথা শুনলাম,' বলল তাইতা। 'তোমার সাহস আর উৎসাহের তারিফ করি আমি।'

'কেবল আপনিই তা করলেন, ম্যাগাস। সেজন্যে আপনাকে জানাই ধন্যবাদ।'

'তোমার নাম কী?'

'তোলাস।'

'তোমার পদবী?'

'আমি হর্স সার্জেন আর ফার্স্ট ওয়াটারের সার্জেন্ট।'

'বেঁচে থাকা ঘোড়াসহ তোমাদের কর্নেল ফেরত পাঠানোর আগে কতদূর যেতে পেরেছিলে তোমরা?'

'মোটামুটি বিশ দিনের পথ, ম্যাগাস, সম্ভবত দুইশো লীগ। কর্নেল তিনাত দ্রুত আগে বাড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন–অনেক দ্রুত। আমার ধারণা, তাতেই বেশি ঘোড়া হারাতে হয়েছে আমাদের।'

'এত তাড়াহুড়ো করছিল কেন সে?' জানতে চাইল তাইতা।

কৃশ হাসল তোলাস। 'আমাকে বলেননি তিনি, ম্যাগাস, আমার কাছে কোনও পরামর্শও চাননি।'

একটু ভাবল তাইতা। এমন হতে পারে, তিনাতও ডাইনীর প্রভাবের অধীনে চলে গিয়েছিল, তাকে জাদু করে দক্ষিণে টেনে নিয়ে গেছে সে। 'তাহলে, সৎ তোলাস, ঘোড়াকে আক্রান্ত করা অসুখ সম্পর্কে বলো আমাকে। ক্যাপ্টেন রাবাত এ কথা বলেছে, তবে বিস্তারিত বলো তুমি। কী কারণে তোমার ধারণা জন্মাল যে মাছির কামড়েই দেখা দিয়েছিল অসুখটা?

'পোকাগুলোর সাথে আমাদের মোকাবিলার দশদিনের মাথায় দেখা দেয় অসুখটা। দরদর করে ঘামছিল ঘোড়াগুলো, চোখ ভরে উঠেছিল রক্তে, ফলে আধা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওগুলো। প্রথম লক্ষণ দেখা দেওয়ার দশ কি পনের দিনের মধ্যেই মারা গেছে বেশির ভাগ।'

'তুমি একজন হর্স সার্জন। কোনও চিকিৎসা জানা আছে তোমার?'

দ্বিধা করল তোলাস। কিন্তু জবাব দিল না। তার বদলে মন্তব্য করল, 'আপনার ধূসর মেয়ারটা দেখেছি। জীবনে হাজার হাজার ঘোড়া দেখেছি, কিন্তু আমার ধারণা ওই মেয়ারটা সবার সেরাটার মতোই ভালো। আপনি হয়তো আর কোনওদিনই ওটার মতো আর একটা ঘোড়ার দেখা পাবেন না।'

'বোঝা যাচ্ছে, ঘোড়ার ভালো সমঝদার তুমি, তোলাস, কিন্তু আমাকে একথা বলছ কেন?'

'কারণ মাছিদের কাছে এমন দারুণ একটা ঘোড়া খোয়ানো লজ্জার ব্যাপার হবে। যেমন ভাবছি, আপনি সামনে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকলে, ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘোড়া আর ওটার বাচ্চাটাকে আমার হেফাযতে রেখে যান। ওদের নিজের সন্তানের মতো দেখেশুনে রাখব।'

'কথাটা ভেবে দেখব,' ওকে বলল তাইতা। 'কিন্তু, আমার প্রশ্নে ফিরে আসা যাক, মাছির রোগের কোনও প্রতিষেধক জানা আছে তোমার?'

'এখানকার স্থানীয় উপজাতীগুলো বুনো বেরি থেকে বের করা একটা আরক ব্যবহার করে। ওদের গরুর পালের চিকিৎসা করে এটা দিয়ে।'

'কর্নেল তিনাত আদারি দুর্গ ছাড়ার আগেই ওকে ওরা রোগ সম্পর্কে সতর্ক করেনি কেন?'

'তখন গোত্রগুলোর সাথে আমাদের যোগাযোগ ছিল না। আমি মাছিতে আক্রান্ত ঘোড়া নিয়ে ফিরে আসার পরেই ওষুধ বিক্রি করতে হাজির হয়েছিল ওরা।'

'কাজের?'

'অব্যর্থ,' বলল তোলাস। 'আমার মনে হয় আক্রান্ত দশটা ঘোড়ার মধ্যে ছয়টিকেই সারিয়ে তুলবে ওটা। তবে আমি যে ঘোড়াগুলোর ওপর প্রয়োগ করেছিলাম সেগুলো সম্ভবত অনেক বেশি দিন অসুস্থ ছিল।'

'ওটা ব্যবহার না করলে কেমন ক্ষতি হতো তোমার?'

'নিশ্চিত করে বলতে পারব না।'

'আন্দাজ করো।'

'আমার ধারণা কোনও কোনও জানোয়ারের হুলের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি রয়েছে। সেটা খুবই কম, ধরুন, এক শোর ভেতর পাঁচটা কোনও প্রভাব দেখাবে না। অন্যরা, সম্ভবত একশোতে তিরিশ বা চল্লিশটা, অসুস্থ হলেও সেরে উঠবে। বাকিগুলো মারা পড়বে। কোনও পশু আক্রান্ত হয়ে আবার সেরে উঠলে সেটা আর এর পরে আক্রান্ত হয় না।'

'এসব কীভাবে জানলে?'

'স্থানীয়রা এসব ভালো করেই জানে।'

'তোমার হেফাযতে থাকা কয়টা ঘোড়া আক্রান্ত হয়েও আবার সেরে উঠেছে?'

'বেশিরভাগই ওষুধ দেওয়ার অবস্থা থেকে অনেক বেশি অসুস্থ ছিল। অবশ্য, আঠারটা সেরা।' দ্রুত জবাব দিল তোলাস, তারপর শুধরে নিল। 'ওগুলো মুক্ত।'

'তাহলে, তোলাস, ওই দেশী আরকের ভালো একটা যোগান চাই আমার। আমার জন্যে যোগাড় করতে পারবে?'

'তারচেয়ে ভালো কিছুই করতে পারব। প্রায় নয় বছর ব্যাপারটা পরখ করার সুযোগ পেয়েছি আমি। উপজাতীয়রা গোপনীয়তা বজায় রাখতে ও উপকরণ জানাতে রাজি না থাকলেও ওদের ব্যবহার করা গাছপালা চিনে নিয়েছি। মেয়েরা ওসব সংগ্রহ করার সময় ওদের ওপর নজর রেখেছিলাম।'

'আমাকে দেখাবে?'

'অবশ্যই, ম্যাগাস,' সাথে সাথে বলল তোলাস। 'কিন্তু আবারও বলছি, চিকিৎসা করা হলেও কিন্তু অনেক ঘোড়াই মারা যায়। আপনার ধূসর মেয়ারটাকে এমন ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়ার পক্ষে অনেক বেশি ভালো ঘোড়া ওটা।'

মৃদু হাসল তাইতা। এটা পরিষ্কার, উইন্ডস্মোকের প্রেমে পড়েছে তোলাস, ওটাকে নিজের কাছে রাখার একটা ছুঁতো খুঁজছে। 'তোমার সব কথাই ভালো করে ভেবে দেখব। কিন্তু এখন প্রতিষেধক সম্পর্কে জানাটাই আমার আসল লক্ষ্য।'

'ক্যাপ্টেন রাবাতের অনুমতি পেলেই আপনাকে আগামীকাল বেরি সংগ্রহ করতে বনে নিয়ে যাব। ওগুলোর ক্ষেত এখান থেকে বেশ কয়েক ঘণ্টার পথ।'

'চমৎকার,' খুশি হলো তাইতা। 'এবার কর্নেল তিনাতের সাথে দক্ষিণে যাবার সময় যে পথে গিয়েছিলে সেই পথের বর্ণনা দাও।' যতটুকু মনে ছিল সবই বলল তোলাস, মাটির ফলকে তার তথ্য টুকে রাখল ফেন। সে শেষ করলে তাইতা বলল, 'আমাকে যা বললে, তোলাস, খুবই মূল্যবান, কিন্তু আমরা কীভাবে মাছির এলাকা চিনতে পারব তার বর্ণনা দিতে হবে তোমাকে।'

মাটির ফলকে ফেনের আঁকা স্কেচ ম্যাপের উপর আঙুল ছোঁয়াল তোলাস। 'দক্ষিণে যাত্রা পথের আনুমানিক বারতম দিনে আপনি কুমারীর বুকের মতো এক জোড়া পাহাড়ের কাছে পৌঁছবেন আপনারা। বেশ কয়েক লীগ দূর থেকেই দেখা যাবে ওগুলো। ওই পাহাড়গুলোই সীমানা চিহ্নিত করে। ধূসর ঘোড়াটাকে আর সামনে না দিতে পরামর্শ দিচ্ছি আপনাকে। ওধারের বিষণ্ন এলাকায় ওটাকে খোয়াবেন আপনি।'

পরদিন সকালে ওরা বেরির খোঁজে নামলে ক্যাপ্টেন রাবাতও তাইতার পাশাপাশি ওদের সাথে চলল। সহজ পথ, কথা বলার বেশ সুযোগ পেল ওরা।

বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে গোর্জের গভীরে নদীর তীরে জন্মানো বিশাল চওড়া ডুমুড় গাছের এক বনে নিয়ে এলো ওদের তোলাস। বেশির ভাগ ডালই সর্পিল

লতার ভারে নুয়ে পড়েছে। ওগুলোর উপর ছোট ছোট পিঙ্গল বেরি ধরেছে। ফেন, তোলাস আর তাইতা দুর্গ থেকে ওর সাথে আনা অন্য লোকেরা গাছে উঠে পড়ল। প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে চামড়ার ফসল তোলার ঝুড়ি ঝুলছে, ফল পেড়ে ওতে রাখতে লাগল। ওরা গাছ থেকে নামার পর দেখা গেল ওদের হাত পিঙ্গল হয়ে গেছে, অসুস্থ, পচা গন্ধ বের হচ্ছে বেরি থেকে। মুঠি ভরে ওয়ার্লউইন্ডদের দিকে বাড়িয়ে দিল ফেন, কিন্তু কোল্টটা প্রত্যাখ্যান করল। উইন্ডস্মোকও সমান অনীহ।

'এটা ওদের স্বাভাবিক রুচির খাবার নয়, মেনে নিচ্ছি, তবে বেরিকে ধুরা শস্যের সাথে মিশিয়ে পিঠা বানিয়ে খেতে দিলে ভালোমতোই খাবে।' বলল তোলাস। আগুন জ্বেলে তাতে নদীর চ্যাপ্টা পাথর বসাল তোলাস। ওটা গরম হয়ে ওঠামাত্র ফলগুলোকে কীভাবে মণ্ডের মতো বানিয়ে তারপর ধুরা খাবারের সাথে মেশাতে হয় সেটা বাতলে দিল তোলাস। 'অনুপাতটা গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচভাগ খাবারের সাথে একভাগ ফল। বেরির পরিমাণ বেশি হলেই ঘোড়া প্রত্যাখ্যান করবে। আর খেলেও বমি করে উগড়ে দেবে,' ব্যাখ্যা করল সে। পাথরগুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠলে মুঠো ভর্তি মিশ্রণটা তাতে রাখল ও, তারপর ওটাকে পিণ্ডে পরিণত হতে দিল। ঠাণ্ডা হতে ওগুলো একপাশে নামিয়ে রেখে আরেক দফা পিঠা বানাতে শুরু করল। 'পিঠাগুলো অনেক মাস নষ্ট হবে না। এমনকি সবচেয়ে বাজে অবস্থাতেও টিকে থাকবে। এমনকি সবুজ ছত্রাকে ঢেকে গেলেও।'

একটা পিঠা হাতে নিতে গিয়ে আঙুলে ছ্যাঁকা খেল ফেন। এক হাত থেকে আরেক হাতে চালান করে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করল ওটা, তারপর উইন্ডস্মোকের কাছে নিয়ে গেল। নাক ফুলিয়ে পরখ করল ঘোড়াটা। তারপর দুই ঠোঁটের মাঝখানে তুলে নিয়ে চোখ গোল গোল করে তাইতার দিকে তাকাল।

'চালিয়ে যা, দুষ্টু কোথাকার,' তীর্যক কণ্ঠে ওটাকে বলল ও। 'খা, তোর শরীরের জন্যে ভালো হবে।'

পিঠায় কামড় দিল উইন্ডস্মোক। মুখের কোণ দিয়ে কয়েকটা টুকরো পড়ে গেল। কিন্তু বাকিটুকু গিলে ফেলল সে। এবার ঘাসের উপর পড়ে যাওয়া টুকরোগুলোও তুলে নিতে মাথা নোয়াল ওটা। কৌতূহলের সাথে ওর দিকে তকিয়ে ছিল ওয়ার্লউইন্ড। ফেন ওর কাছে একটা পিঠা নিয়ে যেতেই মেয়ারের নজীর অনুসরণ করে ঝটপট গিলে ফেলল। তারপর নাক দিয়ে ফেনকে ধাক্কা দিতে লাগল। আরও চায়।

'ওদের কি পরিমাণ ওষুধ দিয়েছ?' তোলাসকে জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'ওটা ছিল পরীক্ষার ব্যাপার,' জবাব দিল তোলাস। 'ওদের শরীরে রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ামাত্রই রোজ চার থেকে পাঁচটা করে পিঠা খেতে দেব যতক্ষণ না লক্ষণ মিলিয়ে যাচ্ছে, তারপর সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্যন্ত ওষুধ অব্যাহত রাখব।'

'ফলের নাম কী?' জানতে চাইল ফেন।

কাঁধ ঝাঁকাল তোলাস। 'উতাসারা অদ্ভুত নামে ডাকে একে, তবে আমি কখনও কোনও মিশরিয় নাম রাখার কথা ভাবিনি।'

'তাহলে আমি এটার নাম রাখলাম তোলাস ফল,' ঘোষণা দিল ফেন। খুশি হয়ে হাসল তোলাস।

পরের দিন তাইতা ও ফেন শোফার, চার সৈনিক আর প্রচুর পরিমাণ তোলাস পিঠা বানোনার জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে বনে ফিরে এলো। বনের মাঝে নীলের শুকনো তলদেশের মুখে একটা ফাঁকা জায়গায় শিবির খাটাল ওরা। দশদিন ওখানে থেকে পিঠা দিয়ে বিশটা বড় আকারের চামড়ার বস্তা বোঝাই করল। পিঙ্গল দাগে ভরা হাত ও দশটা মালবোঝাই খচ্চর নিয়ে যখন ফিরে এলো, মেরেন ও তার লোকজন তখন রওয়ানা দিতে উদগ্রীব হয়েছিল।

ওরা রাবাতকে বিদায় জানানোর সময় তাইতাকে বেদনার্ত কণ্ঠে সে বলল, 'এই জীবনে আমাদের হয়তো আর কোনওদিন দেখা হবে না, ম্যাগাস, তবে কিছুটা সেবা করার সুযোগ পাওয়াটা আমার জীবনের এক বিরাট সম্মানের ব্যাপার ছিল।'

'তোমার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবা ও চমৎকার সঙ্গের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। স্বয়ং ফারাও এই সংবাদ পাবেন,' ওকে নিশ্চিত করল তাইতা।

তোলাসকে গাইড হিসাবে নিয়ে ফের দক্ষিণে কুমারীর বুকের মতো দেখতে পাহাড় আর মাছির দেশের পথ ধরল ওরা। আদারি দুর্গে কাটানো সময়টুকু মানুষ ও পশুর দলকে তরতাজা করে তুলেছে, ভালোই অগ্রগতি হয়েছে ওদের। শিকারীরা শিকার করা পশুর লেজ রেখে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল তাইতা। ছাল খসানোর কায়দা শিখিয়েছে, মাংস কুঁদে লবণ মেখে শুকোনোর জন্যে খোলা বাতাসে রেখে দিতে হবে। এই সময়ে কাঠ কেটে হাতল বানিয়েছে ওরা, তারপর শুকনো চামড়ার হাড়ের ফুটোয় জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে, যেখান থেকে হাড় বের করে নেওয়া হয়েছে। শেষে, একটা ফ্লাই সুইচ নেড়েচেড়ে দেখিয়ে তাইতা ওদের বলেছে, 'শিগগিরই এর জন্যে শোকর করবে তোমরা। সম্ভবত মাছিদের পিছু হঠানোর এটাই একমাত্র অস্ত্র।'

আদারি দুর্গ ছেড়ে আসার পর বিশতম দিন সকালে যথারীতি ভোর হতেই দ্রুত যাত্রা শুরু করল ওরা। দুপুর পেরুনোর অল্প খানিক পরে তোলাসের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক কুমারীর বুকের মতো পাহাড়ের জোড়া চূড়া দিগন্তে মাথা তুলে দাঁড়াল।

'আর নয়। থামার নির্দেশ দাও,' মেরেনের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল তাইতা। আদারি দুর্গ ছেড়ে আসার আগেই স্থির করে রেখেছিল ও, তোলাসের কথা

অন্ধের মতো অনুসরণ করবে না। এরই মধ্যে উইন্ডস্মোক ও ওয়ার্লউইন্ডকে পিঠা খাওয়াতে শুরু করে দিয়েছে, আশা করছে, প্রথম বারের মতো হুলের ঘাঁই খাওয়ার আগেই ওষুধটা ওদের রক্তে জমাট বাঁধবে। মাছিদের এলাকায় প্রবেশ করার আগের সেই সন্ধ্যায় ফেনকে নিয়ে ঘোড়ার আস্তাবলে চলে এলো ও। ওদের আসতে দেখে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল উইন্ডস্মোক। ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিল তাইতা, কানের পেছনে চুলকে দিল; তারপর তোলাস পিঠা খেতে দিল ওকে। ওয়ার্লউইন্ডের বেলায়ও একই কাজ করল ফেন। এতদিনে দুটোরই পিঠার জন্যে রুচি গড়ে উঠেছে, ক্ষুধার্তের মতো খেল ওরা। ছায়া থেকে দেখছিল তোলাস। এবার সামনে এসে অবিশ্বাসের সাথে সম্ভাষণ জানাল। 'তাহলে ধূসর মেয়ার আর ওর বাচ্চাটাকে নিয়ে যাচ্ছেন?' জানতে চাইল সে।

'ওদের ফেলে যেতে পারব না আমি,' জবাব দিল তাইতা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল তোলাস। 'বুঝতে পারছি, ম্যাগাস। সম্ভবত আমিও এমন কিছুই করতাম, কারণ এরই মধ্যে আমিও ভালোবেসে ফেলেছি ওদের। হোরাস আর আইসিসের কাছে প্রার্থনা করি, ওর যেন বেঁচে থাকে।'

'ধন্যবাদ, তোলাস। আমরা আবার একসাথে ফিরে আসব, এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

পরদিন সকালে আলাদা হয়ে গেল ওরা। তোলাসের পক্ষে এরচেয়ে বেশি দূরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না, আদারি দুর্গে ফিরে যাচ্ছে সে। নাকোন্তো রয়েছে সবার সামনে, ট্রেইল বের করছে; মেরেন ও তিনটা স্কোয়াড জোর কদমে এগিয়ে চলেছে তার পেছনে। ঠিক তারপরেই উইন্ডস্মোক ও ওয়ার্লউইন্ডের পিঠে রয়েছে তাইতা ও ফেন। আঠারটা স্বাস্থ্যবান ঘোড়া শিথিল পালে অনুসরণ করছে। চার নম্বর স্কোয়াডের সাথে বাকি সবাইকে নিয়ে আসছে শাবাকো।

সেদিন সন্ধ্যায় পাহাড়ের নিচে তাঁবু খাটাল ওরা। আগুনের পাশে বসে রাতের খাবার খাওয়ার সময় পাহাড়ের ওধারের সমভূমিতে শিকারী সিংহদের একটা দল গর্জন ছাড়তে শুরু করল, ভীতিকর শব্দ। বেঁধে রাখা ঘোড়াগুলোর দড়ির বাঁধন পরখ করতে গেল তাইতা ও মেরেন। কিন্তু সিংহগুলো কাছে এলো না, আস্তে আস্তে কমে এলো ওদের গর্জন, তারপর রাতের নীরবতা নামল।

পরদিন সকালে কলাম তৈরি হবার সময় ঘোড়াগুলোকে তোলাস পিঠা খাওয়াল তাইতা ও ফেন। তারপর স্যাডলে চেপে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে আগে বাড়ল। চলার ছন্দে কেবল নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে তাইতা, এমন সময় সহসা সোজা হয়ে বসল ও, উইন্ডস্মোকের ঘাড়ের দিকে তাকাল। একটা বিরাট গাঢ় পোকা ওর কেশরের বেশ কাছে চকচকে চামড়ার উপর এসে পড়েছে। ডান হাত কাপের মতো করে পোকাটার তীক্ষ্ণ কালো হুল বের করে মেয়ারের চামড়ার নিচে রক্তবাহী শিরায় ঢোকানোর অপেক্ষা করতে লাগল ও। ফোটানো হুল এঁটে বসল, তাতে করে খাবলা মেরে ওটাকে হাতের মুঠোয় পুরতে পারল ও। পালানোর প্রয়াসে

তীক্ষ্ণ শব্দে গুনগুন করতে লাগল ওটা। কিন্তু মুঠি শক্ত করে এঁটে ওটার শরীর মাথা থেঁতলে দিল ও। তারপর দু আঙুলের ডগায় তুলে ফেনকে দেখাল। 'এটাই সেই মাছি উপজাতীয়রা যাকে তসেতসি বলে। এটার মতো আরও আসবে,' ভবিষ্যদ্বাণী করল ও। ওর কথা শেষ হতে না হতে আরেকটা মাছি এসে বসল ওর কাঁধে, কানের পেছনে নরম মাংসে হুল ফোটাল। চোখ কুঁচকে থাপ্পড় কষাল ও। জোর আঘাত লাগাতে পারলেও বলতে গেলে অক্ষত অবস্থায় সটকে পড়ল ওটা।

'তোমাদের ফ্লাই সুইচগুলো বের করো,' হুকুম দিল মেরেন। অচিরেই হুল ফোটানো মাছিদের তাড়াতে গিয়ে ধর্মীয় আত্মনিপীড়নকারীদের মতো ঘোড়া আর নিজেদের গায়ে ক্রমাগত আঘাত হেনে চলল ওরা। পরের দিনগুলো রীতিমতো একটা অত্যাচারের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, অবিরাম আক্রমণ হেনে চলেছে মাছির দল। দিনের উত্তপ্ততম সময়টায় সবচেয়ে খারাপ হয়ে ওঠে ওদের অবস্থা, কিন্তু চাঁদ ও তারার আলোতেও আক্রমণ চালিয়ে যায়, মানুষ আর ঘোড়াকে সমানভাবে পাগল বানিয়ে ছাড়ে।

অবিরাম শরীর আর পেছনে আঘাত হানছে ঘোড়াগুলোর লেজ। হামা দিয়ে চোখ আর কানে ঢুকে পড়া মাছি তাড়াতে বারবার মাথা নাড়ছে, চামড়ায় ঝাঁকি দিচ্ছে।

লোকদের চেহারা অদ্ভুতুড়ে কোনও লাল ফলের মতো ফুলে গেছে চোখগুলো কেবল থলতলে মাংসের ফাঁকে রেখায় পরিণত হয়েছে। ওদের কাঁধের পেছন দিকটা কুঁজের মতো হয়ে গেছে, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে চুলকানী। আঙুলের ডগা দিয়ে কানের পেছনে চুলকাতে চুলকাতে কাঁচা মাংস বের করে ফেলেছে ওরা। রাতে হাতির শুকনো গোবর দিয়ে ধোঁয়াটে আগুন জ্বালছে ওরা, তারপর তার উৎকট ধোঁয়ার পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে কাশছে, বিষম খাচ্ছে, নিস্তার পাওয়ার উপায় খুঁজছে। কিন্তু যখনই টাটকা বাতাসের সন্ধানে সরে আসছে, মাছির ঝাঁক হামলা চালাচ্ছে ওদের উপর, নেমে আসার সাথে সাথে গভীরে বিঁধিয়ে দিচ্ছে তীক্ষ্ণ হুল। ওদের শরীর এত শক্ত যে, হাতের তালু দিয়ে সজোরে থাপ্পড় মেরেও তেমন কিছু করা যায় না। এমনকি ওদের বসা অবস্থা থেকে ফেলে দিলেও আবার একইভাবে ফিরে আসে, শরীরের অন্য কোনও খোলা জায়গায় হুল ফোটায়। কেবল ফ্লাইসুইচগুলোই একমাত্র কাজের অস্ত্র। ওগুলোকে মারতে পারে না, তবে লম্বা পেছনের লম্বা চুল ঝুলে থাকা পা আর ডানা প্যাঁচ লেগে যায়, তখন আঙুলে চেপে ধরে মারা যায়।

'এই দানোগুলোর আওতার নিশ্চয়ই একটা সীমা আছে,' লোকদের উৎসাহিত করে তাইতা। 'নাকোন্তো ওদের স্বভাব ভালো জানে। ও বলছে, যেমন হুট করে ওদের মাঝে এসে পড়েছে, ঠিক তেমনি মুক্তি মিলবে।'

জোর গতি স্থির করে ফোর্সড মার্চের নির্দেশ দিয়ে কলামের সামনে চলে এলো মেরেন। ঘুম থেকে বঞ্চিত ও রক্তের ধারায় মাছিগুলোর বিষ ঢেলে দেওয়ায় দুর্বল

হয়ে পড়ায় স্যাডলের উপর দোল খাচ্ছে লোকেরা। কোনও সৈনিক ঢলে পড়লেই সতীর্থ আবার ঘোড়ার পিঠে তুলে দিচ্ছে তাকে, তারপর আবার সামনে বাড়ছে।

নাকোস্তোই কেবল পোকামাকড়ের হাত থেকে মুক্ত রয়েছে। মসৃণ ও চকচকে রয়ে গেছে ওর ত্বক। হুলের কোনও চিহ্ন নেই। পোকাগুলোকে ওর রক্ত পুরোপুরি শুষে নিতে দেয় ও, ফলে ওগুলো আর নড়াচড়া করতে না পারে। তখন ডানা ছিঁড়ে নেওয়ার সময় টিটকারী মারে ওদের সাথে: 'মানুষ আমাকে ঘাই মেরেছে, চিতা কামড়েছে, সিংহ থাবা বসিয়েছে। তুমি কে এসেছ বিরক্ত করতে? এবার সোজা নরকে চলে যেতে পারো।'

পাহাড় ছেড়ে আসার দশম দিনে মাছিদের এলাকা থেকে বের হয়ে এলো ওরা। ব্যাপারটা এত আকস্মিকভাবে ঘটল যে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না ওরা। এই পাক খাওয়া পোকাগুলোকে অভিশাপ দিয়ে আঘাত হেনে চলছিল ওরা, তারপর আরও পঞ্চাশ কদম সামনে বাড়ার পর দেখা গেল বনের নীরবতা ভীষণ গুঞ্জনে আর ভঙ্গ হচ্ছে না। এমনি স্বেচ্ছাচারের কবল থেকে বেঁচে লীগখানেক দূরে আসার পরেই একটা বিচ্ছিন্ন নদীর পুকুরে হাজির হলো ওরা। দলের প্রতি করুণা দেখাল মেরেন। 'ছড়িয়ে পড়ো!' নির্দেশ দিল সে। 'সবার শেষে যে জলে নামবে সে একটা নির্বোধ কুমারী।'

নগ্ন শরীরের হুটোপুটি লেগে গেল, স্বস্তি আর আনন্দের সাড়া পড়ে গেল গোটা বনে। ওরা যখন পুকুর থেকে উঠে এলো, সবার হুল ফোটা জায়গায় ম্যাগাসের একটা মলম মেখে পরিচর্যা করল তাইতা ও ফেন। সেরাতে ক্যাম্পফায়ার ঘিরে ওদের হাসি আর ঠাট্টা তামাশা ছিল নির্মল।

মাঝরাতে তাইতার উপর ঝুঁকে পড়ে ঝাঁকি দিয়ে ঘুম থেকে জাগাল ওকে ফেন। 'জলদি এসো, তাইতা! মারাত্মক কিছু ঘটছে।' ওর হাত জাপ্টে ধরে টেনে-হিঁচড়ে ঘোড়ার আস্তাবলে নিয়ে এলো। 'ওরা দুজনই,' বেদনায় ভেঙে যাচ্ছে ফেনের কণ্ঠ। 'উইন্ডস্মোক ও ওয়ার্লউইন্ড, একসাথে।'

ওরা যখন আস্তাবলে পৌঁছুল, কোল্টটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবল চাপে ওঠানামা করছে বুকটা। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে উইন্ডস্মোক, জিহ্বার দীর্ঘ ছোয়ায় চেটে দিচ্ছে ওর শরীর। ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টায় দুর্বলভাবে টলছে। গায়ের পশম খাড়া হয়ে গেছে, ঘামে সপসপ করছে সারা শরীর। পেট থেকে ঝরে পড়ছে, গড়িয়ে নামছে পা দিয়ে।

'শোফার আর ওর দলবলকে ডাকো। জলদি আসতে বলো ওদের। তারপর দৌড়ে গিয়ে ওদের সবচেয়ে বড় তিনটা পাত্রে পানি গরম করে আমার কাছে নিয়ে আসতে বলো।' তাইতার মুল লক্ষ্য ওয়ার্লউইন্ডকে আবার খাড়া করা ও উইন্ডস্মোককে দাঁড় করিয়ে রাখা। ঘোড়া একবার লুটিয়ে পড়লে সেটা যুদ্ধ করার মনোবল হারিয়ে ফেলে, রোগের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

শোফার আর তার লোকজন ওয়ার্লউইন্ডকে দাঁড় করিয়ে দিল, তারপর উষ্ণ পানিতে ওটার গা মুছে দিল তাইতা। সামনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে নাকে ফুঁ দিতে লাগল ফেন। ফিসফিস করে সাহস উৎসাহ আর আদর দেওয়ার ফাঁকে একটা তোলাস পিঠা খাওয়ানোর চেষ্টা করছে।

কোল্টকে গোসল করানোর পরপরই এবার উইন্ডস্মোকের দিকে ফিরল তাইতা। 'সাহস রাখ, প্রিয়া আমার,' ভেজা এক টুকরো লিনেন দিয়ে গা মুছে দেওয়ার সময় বিড়বিড় করে বলল ও। টাটকা কাপড়ে ভালো করে মোছার সময় মেরেন সাহায্য করল, তারপর তাইতার বাঘের ছাল পরিয়ে দিল ওরা। 'আমরা একসাথে এটাকে ঠেকাব,' মেয়ারের সাথে কথা বলে চলল ও। নাম ধরে ডাকার সময় বারবার কণ্ঠের শক্তি কাজে লাগাল। কান খাড়া করে ওর কথা শুনতে লাগল ও। পা ছড়িয়ে ভারসাম্য ধরে রাখল। '*বাক-হার* / উইন্ডস্মোক। হাল ছাড়িস না।'

নিজের হাতে মধুতে ডোবানো তোলাস পিঠা খাওয়াল ওকে। এমনকি এমনি বিপর্যয়ের মুহূর্তেও এই মজাদার খাবারটা ঠেকাতে পারল না সে। এবার ঘোড়াটাকে এক বাটি ওর তৈরি ঘোড়ার সর্দি কাশির বিশেষ প্রতিষেধক খেতে বাধ্য করল। ফেন আর ও হাতে হাত মিলিয়ে ঘোড়ারূপ দেবতা হোরাসের প্রতিরক্ষার জন্যে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। মেরেন আর ওর লোকজন প্রার্থনায় যোগ দিল, রাতের বাকি অংশ অব্যাহত থাকল তা। সকাল নাগাদ উইন্ডস্মোক ও তার কোল্টটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। কিন্তু ওদের মাথা ঝুলে পড়েছে, পিঠা খেতে চাইছে না। তবে ভয়ানক পিপাসার্ত হয়ে পড়েছে ওরা, তাইতা ও ফেনের ধরে রাখা পাত্র থেকে আগ্রহের সাথে পানি খাচ্ছে। দুপুরের ঠিক আগে আগে মাথা ওঠাল উইন্ডস্মোক, কোল্টের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল। তারপর টলমল পায়ে এগিয়ে গেল ওটার দিকে। কাঁধে ধাক্কা দিল। মায়ের দিকে তাকাতে মাথা ওঠাল সে।

'মাথা উঠিয়েছে,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল একজন।

'আরও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে মেয়ারটা,' বলল আরেকজন। 'নিজের আর বাচ্চাটার জন্যে লড়ছে।'

'ঘামছে না আর। জ্বর নেমে যাচ্ছে।'

সেদিন বিকেলে মধু মাখানো আরও পাঁচটা তোলাস পিঠা খেল উইন্ডস্মোক। পরের দিন সকালে তাইতার পিছু পিছু নদীর কাছে গিয়ে শাদা বালিতে গড়াগড়ি খেল। সব সময় নীলের তীরে জন্মানো রসাল গোলাপি শিষঅলা একটা বিশেষ ধরনের ঘাসের প্রতি দুর্বল সে, তাই তাইতা ও ফেন বেশ কয়েক বান্ডিল কেটে পছন্দসই ডগা বেছে দিল। চতুর্থ দিন সকালে উইন্ডস্মোক ও ওয়ার্লউইন্ড পেট ভরে খেল ওই জিনিস।

'বিপদ কেটে গেছে ওদের,' ঘোষণা দিল তাইতা। ওয়ার্লউইন্ডকে আলিঙ্গন করল ফেন। তারপর এমনভাবে কাঁদল যেন ওর মন ভেঙে গেছে, আর কোনওদিন ভালো হবে না।

তোলাস পিঠা সত্ত্বেও অন্য ঘোড়াগুলোর রোগের একই রকম লক্ষণ দেখা গেল। বারটা মারা গেল, কিন্তু বেঁচে যাওয়া ঘোড়াদের ছোট পাল থেকে তাদের শূন্য স্থান পূরণ করল মেরেন। কয়েকজন লোকও মাছির বিষাক্ত প্রভাবে ভুগছিল। দুঃসহ মাথা ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠেছে তারা, ওদের শরীরের প্রতিটি সন্ধি এমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে যে বলতে গেলে হাঁটতে পারছে না। আবার যাত্রা শুরু করার মতো সুস্থ হয়ে উঠতে মানুষ ও পশুর আরও অনেক কটা দিন লেগে গেল। তারপরও তাইতা ও ফেন ওদের জন্যে উইন্ডস্মোক ও ওয়ার্লউইন্ডকে ভারাক্রান্ত করতে গেল না। বরং হল্টার রোপ দিয়ে টেনে বাড়তি ঘোড়ার পিঠে এগোল। দৈনন্দিন যাত্রার বেগ ও পাল্লা কমিয়ে নিল মেরেন যাতে ওরা পুরোপুরি সেরে উঠতে পারে। তারপর দিন পেরিয়ে যাবার সাথে সাথে গতি বাড়াতে লাগল ও, আরও একবার বেশ দ্রুত আগে বাড়তে লাগল।

মাছিদের রাজত্বের পর দুই শো লীগ এলাকাজুড়ে জনমনিষ্যির কোনও চিহ্ন ছিল না কোথাও। তারপর যাযাবর জেলেদের একটা ছোট গ্রামের দেখা মিলল। ঘোড়সওয়ারদের দলের আগমনের সাথে সাথে পালিয়ে গেল ওখানকার বাসিন্দারা। ফ্যাকাশে ত্বকের অদ্ভুত ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র আর অদ্ভুত শিঙহীন পশুর পিঠে আসীন লোকগুলোর সাথে দেখা হওয়াটা ওদের পক্ষে ভয়ানক ছিল। ওদের মাছ ঝলসানোর তাক পরখ করল তাইতা, দেখা গেল ওগুলো প্রায় খালি। নীলও এখন গ্রামের জন্যে পর্যাপ্ত উপহার বিলোচ্ছে না। স্পষ্টতই জেলেরা উপোস মরছিল।

নদী তীরের প্লাবন রেখা বরবার একটা বিরাট বাঁকা তলোয়ারের মতো শিঙ আর চোখের চারপাশে শাদা ছোপঅলা স্বাস্থ্যবান অ্যান্টিলোপের পাল চরে বেড়াচ্ছিল। মদ্দাগুলো কালো রংয়ের, মাদীগুলোর গায়ের রঙ গাঢ় লাল। পাঁচ জন অশ্বারোহী তীরন্দাজকে পাঠিয়ে দিল মেরেন। ঘোড়াগুলোর প্রতি অ্যান্টিলোপগুলোকে কৌতূহলী মনে হলো। ওদের সাথে যোগ দিতে এগিয়ে এলো। তীরের প্রথম হামলায় লুটিয়ে পড়ল চারটা অ্যান্টিলোপ, পরের হামলায় প্রায় সমান সংখ্যক। শান্তির প্রতীক হিসাবে মৃতদেহগুলোকে গ্রামের সীমানায় ফেলে রাখল ওরা। অপেক্ষা করতে লাগল তারপর। বেশি সময় বিরত থাকতে পারল না ক্ষুধার্ত গ্রামবাসী। সাবধানে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসতে শুরু করল। আগন্তকদের তরফ থেকে আক্রমণের যেকোনও লক্ষণ চোখে পড়ামাত্রই সটকে পড়তে তৈরি। ওরা পশুগুলোর ছাল খসিয়ে মাংস গোটা বার আগুনে পোড়াতে দেওয়ার পর শুভেচ্ছা জানাতে এগিয়ে গেল নাকোন্তো। ওদের মুখপাত্র ধূসর দাড়িঅলা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তীক্ষ্ণ ভাঙা ভাঙা কথায় সাড়া দিল সে।

তাইতাকে রিপোর্ট করতে ফিরে এলো নাকোন্তো। 'এই লোকগুলো উতাসাদের সাথে সম্পর্কিত। খুবই পরিচিত ওদের ভাষা, পরিষ্কার বুঝতে পারি আমরা।'

ইতিমধ্যে যথেষ্ট সাহসী হয়ে উঠেছে গ্রামবাসীরা, ওদের এবং ওদের অস্ত্র আর ঘোড়া পরখ করতে সামনে এগিয়ে এসেছে। অবিবাহিতা মেয়েরা স্রেফ কোমরে

একটা পুঁতির মালা জড়িয়ে রেখেছে, শিলুক শিবির অনুসারী নেই এমন সৈনিকদের সাথে বলতে গেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলল ওরা।

বিবাহিতা মেয়েরা তাইতা, মেরেন, ও তার ক্যাপ্টেনদের জন্যে কালাবাশ ভর্তি টক বিয়র নিয়ে এলো। ওদিকে সেই প্রবীন লোকটা, তার নাম পোতো, গর্বিত ভঙ্গিতে তার পাশে বসে রইল। নাকোন্তোর প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল ঝটপট।

'দক্ষিণের এলাকা ভালো করেই চিনি আমি,' গর্বের সাথে বলল সে। 'আমার বাবা আর তার বাবা মহাহ্রদের পাশে ছিল, মাছে ভরা ছিল সেগুলো, কোনওটা এত বিশাল যে চার জনে মিলে একটা মাছকে তুলতে হতো। ওদের পেট ছিল এত বড়...' শীর্ণ বাহু দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করল সে। '...আর এত লম্বা...' লাফ দিয়ে উঠে বিশাল পায়ের আঙুলে মাটির উপর একটা রেখা আঁকল, তারপর চার কদম সামনে বেড়ে আঁকল দ্বিতীয় রেখাটা। '...এখান থেকে ওই পর্যন্ত!'

'সারা দুনিয়ার জেলেরা একই রকম,' মন্তব্য করল তাইতা, তবে বিস্ময়ের জুৎসই আওয়াজ করল মুখে। পোতোকে ওর গোত্রের লোকেরা অবহেলা করে বলে মনে হলো, একবারের জন্যে হলেও পূর্ণ মনোযোগ পেয়েছে সে। নতুন বন্ধুদের সঙ্গ তার ভালো লাগছে।

'তোমাদের গোত্র অমন একটা চমৎকার জায়গা ছেড়ে চলে এলো কেন?' জানতে চাইল তাইতা।

'পুব থকে আরেকটা শক্তিশালী ও অনেক বড় একটা দল আসায় ওদের ঠেকাতে পারিনি। নদী বরাবার আমাদের উত্তরে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা।' মুহূর্তের জন্যে বিমর্ষ দেখাল তাকে, তারপর ফের খেই ধরল। 'আমার খৎনা আর দীক্ষার পর বাবা আমাকে আমাদের এই নদীর জন্মস্থান সেই বিরাট জলপ্রপাতের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।' নীলের দিকে ইঙ্গিত করল সে, ওটার তীরেই বসেছিল ওরা। 'জলপ্রপাতের নাম তাঙ্গুলা মাদযি, বজ্রের ধনি তোলা জল।'

'এমন অস্বাভাবিক নাম কেন?'

'পড়ন্ত পানির গর্জন আর সাথে করে নিয়ে আসা পাথরের ভেঙে পড়ার আওয়াজ দুই দিনের দূরের পথ থেকেও শোনা যায়। আকাশের বুকে রূপালি মেঘের মতো প্রপাতের মাথার উপরে উঠে আসে পানির ফোয়ারা।'

'এমন অসাধারণ দৃশ্য চোখে দেখেছে কে?' জিজ্ঞেস করে প্রবীন লোকটার উপর অন্তর্চক্ষু স্থির করল তাইতো।

'খোদ এই চোখ দিয়েই,' বলে উঠল পোতো। জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় নিভে যাওয়ার আগে জ্বলজ্বল করতে থাকা তেলের শিখার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর আভা। সত্যি কথা বলছে লোকটা।

'তোমার বিশ্বাস এটাই নদীর জন্মস্থান?' উত্তেজনায় দ্রুত হয়ে উঠেছে তাইতার হৃৎস্পন্দন।

'বাবার আত্মার কসম খেয়ে বলতে পারি, জলপ্রপাতের ওখানেই শুরু হয়েছে নদীর।'

'ওদের উপরে ওপাশে আর কী আছে?'

'পানি,' বিরস কণ্ঠে বলল পোতো। 'পানি ছাড়া আর কিছু নেই। জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত খালি পানি আর পানি।'

'জলপ্রপাতের ওপাশে আর কোনও জমিন দেখনি?'

'পানি ছাড়া আর কিছু না।'

'আকাশে ধোঁয়া উগড়ে দেওয়া জ্বলন্ত পাহাড় চোখে পড়েনি?'

'কিছু না,' বলল পোতো। 'পানি ছাড়া আর কিছু না।'

'আমাদের জলপ্রপাতের কাছে নিয়ে যাবে?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

নাকোন্তো প্রশ্নটার তর্জমা করে দিতেই সতর্ক হয়ে উঠতে দেখা গেল তাকে। 'আমি আর কোনওদিন ফিরতে পারব না। ওখানকার লোকজন আমাদের শত্রু। আমাকে মেরে খেয়ে ফেলবে। নদী বরাবর যেতে পারব না, কারণ দেখতেই পাচ্ছেন, নদী অভিশপ্ত, মরতে চলেছে।'

'আমাদের সাথে এলে কাঁচের পুঁতি ভরা ব্যাগ দেব তোমাকে,' প্রতিশ্রুতি দিল তাইতা। 'গোত্রের সবচেয়ে ধনী লোক হয়ে যাবে।'

দ্বিধা করল না পোতো। ছাইয়ের মতো শাদা হয়ে গেছে তার চেহারা। ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে এখন। 'না! কোনওদিন না! একশো ব্যাগ পুঁতি দিলেও না। ওরা আমাকে খেয়ে নিলে আমার আত্মা আর কোনওদিন আগুনের ভেতর দিয়ে যেতে পারবে না। হায়েনা হয়ে সারা জীবন রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবে, পচা লাশ আর ফেলে দেওয়া টুকরাটাকরা খাবে।' মনে হলো যেন লাফ দিয়ে উঠে পালাবে সে। কিন্তু আস্তে ওকে স্পর্শ করে বিরত রাখল তাইতা। নিজের প্রভাব প্রয়োগ করে শান্ত, আশ্বস্ত করল ওকে। ওর সাথে আবার কথা বলার আগে বড় বড় দুই ঢোক বিয়ার খেতে দিল ওকে।

'আমাদের পথ দেখানোর মতো আর কেউ আছে?'

মাথা নাড়ল পোতো। 'ওরা সবাই ভীতু, এমনকি আমার চেয়েও।'

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল ওরা। তারপর নড়াচড়া শুরু করল পোতো। কঠিন সিদ্ধান্তে পৌঁছুনোর জন্যে ওকে সময় দিল তাইতা। শেষ পর্যন্ত কেশে উঠল সে, ধূলির উপর বিরাট এক দলা হলদে কফ ফেলল। 'মনে হয়ে একজন আছে,' নিজে থেকেই বলল সে। 'কিন্তু না, নিশ্চয় সে মরে গেছে। শেষ বার যখন দেখি তখনই অনেক বয়স হয়েছিল তার। অনেক দিন আগের কথা সেটা। এমনকি তখনও সে আপনার চেয়ে বয়স্ক ছিল, সম্মানিত পুরুষ।' তাইতার উদ্দেশে শ্রদ্ধার ইঙ্গিত করে মাথা দোলাল সে। 'সে হচ্ছে আমাদের গোত্র অস্তিত্ব পাওয়ার পর থেকে বেঁচে থাকাদের একজন।'

'কে সে? ওকে কোথায় পাওয়া যাবে?' জানতে চাইল তাইতা।

'তার নাম কালুলু। কোথায় পাওয়া যাবে তার পথ বাৎলে দেব আমি।' আবার বালির উপর পায়ের আঙুল দিয়ে আঁকতে শুরু করল পোতো। 'আপনারা মহান নদী ধরে এগিয়ে গেলে, যেটা মরতে চলেছে, এমন একটা জায়গায় হাজির হবেন যেখানে এটা অনেক হ্রদের একটার সাথে মিলেছে। বিশাল পানির বিস্তার এটা। আমরা একে বলি সেমলিকি নিয়ানযু।' চ্যাপ্টা ভাঙা বৃত্তের মতো করে আঁকল সে।

'এখানেই তাহলে নদীর জন্মস্থানের সেই জলপ্রপাতের দেখা পাব?' জানতে চাইল তাইতা।

'না। মাছের পেট থেকে বের হয়ে আসা বর্শার ফলার মতো হ্রদ থেকে বের হয়ে এসেছে নদীটা।' বৃত্তের ভেতর দিয়ে ফুটো তৈরি করল সে। 'আমাদের নদীটা বাইরের অংশ, ভেতরের অংশ পড়েছে হ্রদের দক্ষিণ তীরে।'

'কেমন করে সেটা পাব?'

'পাবেন না, যদি না কালুলুর মতো কেউ আপনাদের সেখানে নিয়ে যায়। একটা ভাসমান দ্বীপে জলায় থাকে সে, হ্রদের আগাছার একটা দ্বীপ। নদীর বাইরের অংশের কাছে।'

'ওকে কীকরে পাব?'

'খোঁজ করে, তন্নতন্ন করে, আর ভাগ্য ভালো হলে।' কাঁধ ঝাঁকাল পোতো। 'কিংবা হয়তো সেই আপনাদের খুঁজে নেবে।' তারপর অনেকটা যেন দ্বিতীয় ভাবনার ঢঙে সে বলল, 'কালুলু বিরাট অলৌকিক শক্তিঅলা একজন শামান, কিন্তু তার পা নেই।'

ওরা গ্রাম ছাড়ার সময় পোতোকে দুই মুঠো কাচের পুঁতি দিল তাইতা। কেঁদে ফেলল বুড়ো। 'আমাকে আপনি ধনী করে দিয়েছেন, বুড়ো বয়সে সুখী হয়েছি। এখন আমার দেখা শোনা করতে দুটি অল্প বয়সী বউ কিনতে পারব।'

তীর বরাবর দক্ষিণে এগোনোর সময় দেখা গেল নীল নদের গতি কিছুটা জোরাল হয়েছে, তবে জলরেখার উচ্চতা থেকে ওরা বুঝতে পারছিল আগের বছরগুলোর তলনায় পানির স্তর অনেক অনেক নিচে।

'বিশগুন শুকিয়ে গেছে,' হিসাব করে বলল মেরেন। সায় দিল তাইতা। যদিও মুখে তেমন কিছু বলল না। অনেক সময় মেরেনকে মনে করিয়ে দিতে হয়, সে মোহান্ত নয়, কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো এসব যারা বোঝে তাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

পশ্চিম তীর ধরে এগোনোর সময় দিন পেরুনোর সাথে সাথে মানুষ ও পশু ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে লাগল। হ্রদের কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সবাই মাছির

আক্রমণের প্রভাব থেকে পুরোপুরি সেরে উঠল। পোতোর বর্ণনার মতোই আবিষ্কার করল ওরা হ্রদটা। বিশাল।

'সামান্য হ্রদ নয়, এটা নির্ঘাৎ সাগর,' ঘোষণা দিল মেরেন। নদী থেকে এক কলসি পানি আনতে পাঠাল ওকে তাইতা।

'এবার খেয়ে দেখ, সৎ মেরেন,' নির্দেশ দিল ও। ইতস্তত করে এক চুমুক পানি নিয়ে মুখের ভেতর ঘোরাল সে। তারপর কলসীর বাকি পানিটুকুও খেলো।

'লোনা সাগর?' করুণার হাসি দিল তাইতা।

'না, ম্যাগাস, মধুর মতো মিষ্টি। আমার ভুল হয়েছে, আপনার কথাই ঠিক।'

হ্রদটা এত বিশাল, মনে হচ্ছে নিজেই বায়ুমণ্ডল তৈরি করে নিয়েছে। ভোরের হাওয়া ঠাণ্ডা, নিথর। তলদেশে থেকে শুন্যে উঠে আসা ধোঁয়ার মতো লাগছে।

'আগ্নেয়গিরির কারণে পানি গরম হয়ে উঠছে,' বলল একজন।

'না,' বলল আরেক জন। 'কুয়াশার মতো উবে যাচ্ছে পানি। বৃষ্টি হয়ে অন্য কোথাও ঝরে পড়বে।'

'উঁহু, এটা পানিতে বাস করা সাগর দানোর ভয়াল নিঃশ্বাস,' কর্তৃত্বের সাথে বলল মেরেন।

শেষে সত্যি কথা জানবার জন্যে তাইতার দিকে তাকাল ওরা।

'মাকড়শা,' বলল তাইতা, ফলে আরেকটা প্রবল বিতর্কে লিপ্ত হলো ওরা।

'মাকড়শা উড়তে পারে না। ফড়িংয়ের কথা বুঝিয়েছেন উনি–গঙ্গা ফড়িং।'

'আমাদের বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা করছেন তিনি,' বলল মেরেন। 'ওকে ভালো করেই চিনি। ছোটখাট মজা করতে ভালোবাসেন।'

দুদিন বাদে বাতাস পড়ে গেল, একটা মেঘের মতো জটলা ভেসে এলো শিবিরের উপর। জমিনের কাছে আসার পর নামতে শুরু করল ওটা। লাফিয়ে শূন্যে উঠে কি যেন লুফে নিল ফেন।

'মাকড়শা!' চিৎকার করে উঠল ও। 'তাইতার কখনও ভুল হয় না।' অগুনতি সদ্য জন্মানো মাকড়শা মিলে তৈরি করেছে মেঘটা, এত ছোট যে স্বচ্ছই মনে হয়। ভোরের হাওয়া ধরার জন্যে এক ধরনের জালের পাল তৈরি করে নিয়েছে ওরা, যাতে হ্রদের কোনও নতুন এলাকায় নিরাপদে নামতে পারে।

সূর্য রশ্মি পানি স্পর্শ করার সাথে সাথে বাতাস চড়ে উঠল। দুপুরের দিকে বাতাসকে আঘাত করে ঘূর্ণী তৈরি করতে লাগল। বিকেলের দিকে কমে আসতে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অব্যাহত রইল। চারদিকে নেমে এলো সুনসান নীরবতা। তরঙ্গায়িত গোলাপি ডানায় ভর করে দিগন্তে উড়ে চলল ফ্লামিঙ্গোর ঝাঁক। জলহস্তীর দল গ্রানিট বোল্ডারের মতো জলে গড়াগড়ি যাচ্ছে, বিশাল গুহার মতো গোলাপি চোয়াল হাঁ করে দীর্ঘ শ্বদন্ত বের করে ভয় দেখাচ্ছে প্রতিপক্ষকে। বালির উপর শুয়ে আছে দানবীয় কুমীরের দল, রোদ পোহাচ্ছে; মুখ হাঁ করে রেখেছে যাতে পানির

পাখিরা হলদে দাঁতের ফাঁকে আটকে যাওয়া মাংসের টুকরো খুঁড়ে বের করে আনতে পারে। রাতগুলো নিথর, মখমলের মতো চকচকে জলে ঠিকরে যায় তারার আলো।

হ্রদের পশ্চিম দিকটা এত বিশাল যে ওখানটায় জমিনের কোনও চিহ্ন চোখে পড়ে না, স্রেফ কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ বাতাসের আঘাতে বিক্ষিপ্ত জলের উপর ডিঙি নৌকার মতো ভেসে চলে বলে মনে হয়। আর দক্ষিণে হ্রদের কেবল অপর প্রান্ত কোনওমতে চোখে পড়ে। উঁচু পাহাড়চূড়া বা আগ্নেয়গিরি বলে কিছু নেই, কেবল নিচু টিলার নীল বিস্তার।

স্থানীয় গোত্রগুলোর হিংস্রতা সম্পর্কে ওদের সাবধান করে দিয়েছিল পোতো। তাই সুরক্ষিত হ্রদের কিনারায় জন্মানো বাবলা গাছের কাঁটা ডালের শিবির গড়ে তুলল ওরা। দিনের বেলায় ঘোড়া আর খচ্চরগুলো উপকূলে জন্মানো ঘেসো জমিনে চরে বেড়ায় বা জল ভেঙে নেমে যায় শাপলা আর অগভীর জলে জন্মানো অন্যান্য জলজ গাছের ফুলের ভোজ উৎসবে মেতে উঠতে।

'আমরা শামান কালুলুর খোঁজে নামছি কখন?' জানতে চাইল ফেন।

'আজই সন্ধ্যার খাবার শেষ করে।'

প্রতিশ্রুতি মতো ওকে সৈকতে নিয়ে গেল তাইতা, ভেসে আসা কাঠ দিয়ে একটা আগুন জ্বালল এখানে। ওটার পাশে বসে ফেনের হাত তুলে নিল তাইতা, তারপর প্রতিরক্ষার একটা বৃত্ত তৈরি করে নিল। 'কালুলু মোহন্ত হলে, পোতো যেমন বলেছে, ইথারে তাকে আহবান জানাতে পারব আমরা,' বলল তাইতা।

'সেটা পারবে তুমি, তাইতা?' জিজ্ঞেস করল ফেন।

'পোতোর কথামতো এখানে থেকে খুব কাছে জলাভূমিতে থাকে সে, হয়তো আমরা এখন যেখানে আছি সেখান থেকে মাত্র কয়েক লীগ দূরে। সহজে ডাক পাঠানোর মতো দূরত্ব।'

'দূরত্ব কি গুরুত্বপূর্ণ?'

মাথা দোলাল তাইতা। 'আমরা তার নাম জানি। শারীরিক গড়ন সম্পর্কে জানি। কেটে ফেলা পায়ের কথা জানি। ওর আত্মার নাম জানা থাকলে অবশ্যই আরও সহজ হতো কাজটা। কিংবা আমাদের কাছে যদি তার ব্যক্তিগত কোনও কিছু থাকত–এক গাছি চুল, নখের টুকরো, ঘাম, পেশাব বা মল। তবে, হাতে যা আছে তা দিয়েই কোনও কিছু খোঁজার কায়দা তোমাকে শেখাব আমি।' থলে থেকে এক চিমটি ভেষজ বের করে আগুনে ছুঁড়ে দিল তাইতা। গন্ধময় ধোঁয়া তুলে ঝলসে উঠল সেটা। 'আশেপাশে ভেসে বোড়ানো যে কোনও অশুভ প্রভাব দূর করে দেবে এটা,' ব্যাখ্যা করল ও। 'আগুনের দিকে তাকাও। কালুলু এলে ওখানে দেখতে পাবে তাকে।'

হাত ধরে রেখেই তাইতার বুকের গভীর থেকে বের আনা এক ধরনের গুঞ্জন ধ্বনির সাথে তাল রেখে দুলতে শুরু করল ওরা। ওর শিক্ষা মতো ফের ওর মন

পরিষ্কার করার পর শক্তির তিনটা প্রতীক তৈরি করল ওরা; নীরবে সেগুলোকে সংযুক্ত করল।

'মেনসার!'

'কিদাশ!'

'নিউবে!'

ওদের চারপাশের ইথারে গুঞ্জন উঠল। তাতে হাঁক ছাড়ল তাইতা।

'কালুলু, হে, পা বিহীন পুরুষ, শোনো! তোমার কান উন্মুক্ত করো!' সবিরতিতে আহ্বান পুনরাবৃত্তি করে চলল ও। এদিকে চাঁদ উঠে সর্বোচ্চ বিন্দুর দিকে অর্ধেকটা পথে এগিয়ে গেল।

সহসা আঘাতটা টের পেল ওরা। উত্তেজনায় ঢোক গিলল ফেন, ওর আঙুলের ডগা দিয়ে বের হয়ে গেল একটা বিচ্ছুরণ। আগুনের দিকে তাকাল ও। একটা চেহারার রেখা দেখতে পেল। চেহারাটা ওর কাছে প্রাচীন কিন্তু চিরন্তন জ্ঞানী হনুমানের মতো লাগল।

'কে ডাকে?' তেনমাস ভাষায় প্রশ্নটাকে আকার দিল আগুনের চেহারা। 'কে ডাকে কালুলুকে?'

'আমি গালালার তাইতা।'

'আপনি সত্যি হলে আমাকে আপনার আত্মার নাম দেখান।' মাথার উপর ভাঙা ডানার বাজপাখীর প্রতীক হিসাবে ওটাকে আবির্ভূত হতে দিল তাইতা। বৈরী সত্তার হাতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে এমন একটা জায়গায় ইথারে ব্যাখ্যা করা ভীষণ বিপজ্জনক হতে পারে।

'আমি আপনাকে চিনেছি, সত্যির ভাই,' বলল কালুলু।

'তোমার আত্মার নাম প্রকাশ করো,' চ্যালেঞ্জ করল তাইতা। ধীরে ধীরে আগুনের উপর একটা ওত পাতা আফ্রিকান খরগোশের রেখা ফুটে উঠল। পৌরাণিক বিজ্ঞ ব্যক্তির চেহারা। কালুলু, খরগোশ, যার মাথা আর দীর্ঘ কান পূর্ণিমার পূর্ণ গোলকে আঁকা থাকে।

'তোমাকে চিনতে পেরেছি, ডানদিকের পথের ভাই। তোমার সাহায্যের জন্যে তোমাকে আহবান করেছি,' বলল তাইতা।

'আপনি কোথায় জানি আমি, আমিও কাছেই আছি। তিনদিনের মধ্যে আপনার কাছে আসছি আমি,' জবাব দিল কালুলু।

ইথারে কাউকে আহবান জানানোর এই কৌশলে বিমোহিত হলো ফেন। 'ওহ, তাইতা, স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবিনি এমনটা সম্ভব হতে পারে। দয়া করে আমাকে শিখিয়ে দাও।'

'সবার আগে নিজের আত্মার নাম শিখতে হবে তোমাকে।'

'মনে হয় আমি জানি,' জবাব দিল ও। 'একবার ওই নামে আমাকে ডেকেছিলে তুমি, তাই না? নাকি সেটা স্বপ্ন ছিল, তাইতা?'

'অনেক সময়ই স্বপ্ন আর বাস্তব মিলে মিশে যায়, ফেন। কোন নামটা মনে করতে পার তুমি?'

'জলের সন্তান,' পরিষ্কার কণ্ঠে জবাব দিল সে। 'লস্ত্রিস।'

সবিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল তাইতা। অজান্তেই নিজের মনস্তাত্ত্বিক শক্তির পরিচয় দিচেছ ও, আগের মতোই কদাচিত। অন্য জীবনে ফিরে যেতে পেরেছে ও। উত্তেজনা ও খুশি ওর শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুততর করে তুলল। 'তোমার আত্মার নামের প্রতীক কী জানো, ফেন?'

'না। কখনও দেখিনি,' ফিসফিস করে বলল ফেন। 'নাকি দেখেছি, তাইতা?

'ভেবে দেখ,' বলল তাইতা। 'তোমার মনের সামনের কাতারে নিয়ে এসো তাকে।' চোখ বন্ধ করে সহজাত প্রবৃত্তির বশেই গলায় ঝোলানো মাদুলির দিকে হাত বাড়াল ও। 'আছে নামটা তোমার মনের ভেতর?' আস্তে করে জানতে চাইল তাইতা।

'আছে,' ফিসফিস করে বলল ফেন। অন্তর্চক্ষু খুলল তাইতা। চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল ওর আভা, আপাদমস্তক ঢেকে রেখেছে ওকে, মাথার উপর ঝুলছে সেই একই স্বর্গীয় আগুনে খোদাই করা ওর আত্মার প্রতীক।

জলজ ফুল, শাপলা আকৃতি, ভাবল তাইতা। পূর্ণাঙ্গ। পূর্ণ বয়স্ক হয়ে উঠেছে ও। ওর আত্মার প্রতীকের মতোই। এমনকি ছোটবেলাতেই প্রথম জলের পণ্ডিত হয়ে উঠেছিল ও। মুখে ফেনকে ও বলল, 'ফেন, তোমার মন ও আত্মা সম্পূর্ণ তৈরি। সব কিছু শেখার জন্যে তুমি প্রস্তুত। তোমাকে শিক্ষা দিতে পারব আমি, হয়তো তার চেয়ে বেশি কিছু।'

'তাহলে ইথারে আহ্বান পাঠানো শেখাও আমাকে। অনেক দূরে থাকলেও যাতে তোমার কাছে পৌঁছুতে পারি তার কৌশল শেখাও।'

'এখুনি শুরু করছি আমরা,' বলল তাইতা। 'তোমার একটা কিছু এরই মধ্যে পেয়ে গেছি।'

'কী সেটা? কোথায়?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল ফেন। জবাবে গলায় ঝোলানো মাদুলিটা স্পর্শ করল তাইতা। 'আমাকে দেখাও,' বলে উঠল ফেন। লকেট খুলে ভেতরের চুলের গোছা দেখাল তাইতা।

'চুল,' বলল ফেন। 'কিন্তু, আমার না।' তর্জনী দিয়ে স্পর্শ করল সে। 'বয়স্কা মহিলার চুল এটা। দেখতে পাচ্ছ? সোনালির চুলের সাথে ধূসর চুল মিশে আছে।'

'তোমার মাথা থেকে কেটে নেওয়ার সময় বয়স হয়েছিল তোমার,' মেনে নিল তাইতা। 'ততক্ষণে মরে গিয়েছিলে তুমি। মলমের টেবিলে নিথর শীতল পড়েছিলে।'

আমোদিত ভয়ে কেঁপে উঠল ফেন। 'সেটা কি ভিন্ন জীবনে?' জানতে চাইল ও। 'আমাকে বলো সে কথা। কে ছিলাম আমি?'

'সবকিছু বলতে গেলে সারা জীবন লেগে যাবে আমার,' বলল তাইতা, 'তবে এই বলে শুরু করতে দাও যে, তুমিই ছিলে আমার ভালোবাসার সেই নারী, ঠিক এখন যেভাবে তোমাকে ভালোবাসি।' ওর হাতের দিকে হাত বাড়াল ফেন, চোখের অশ্রু ওকে অন্ধ করে দিচ্ছে।

'আমার একটা কিছু তোমার কাছে আছে,' ফিসফিস করে বলল ফেন। 'এবার তোমার একটা কিছু প্রয়োজন আমার।' ওর দাড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে আঙুলে পেঁচিয়ে নিল পুরু ক'গাছি দাড়ি। 'আমাদের দেখা হওয়ার সেই প্রথম দিন আমাকে ধাওয়া করার সময়ই তোমার দাড়ি চোখে লেগেছিল। খাঁটি রূপার মতো ঝলমলে।' কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে ছোট তীক্ষ্ণ ড্যাগার বের করল সে। চামড়ার বেশ কাছ থেকে কেটে নিল দাড়ির গোছাটা। নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুঁকল, যেন সুবাসিত কোনও ফুল। 'এটা তোমার গন্ধ, তাইতা, তোমার নিজস্ব সত্তা।'

'ওটা রাখতে তোমাকে এবটা লকার বানিয়ে দেব।'

খুশিতে হেসে উঠল ফেন। 'হ্যাঁ, খুবই ভালো হবে তাহলে। কিন্তু ওই মৃত বৃদ্ধার চুলের সাথে একটা জীবন্ত বাচ্চার চুলও রাখতে হবে তোমাকে।' হাত তুলে নিজের মাথার ক'গাছি চুল কেটে ওকে বাড়িয়ে দিল। যত্নের সাথে ওগুলো পেঁচিয়ে মাদুলির ভেতরের খোপে সত্তর বছরের বেশি আগে রেখে দেওয়া চুলের গোছার উপর রাখল।

'আমি কি সব সময়ই তোমাকে ডাক পাঠাতে পারব?' জিজ্ঞেস করল ফেন।

'হ্যাঁ। আমিও তোমাকে ডাকতে পারব,' সায় দিল তাইতা। 'তবে তার আগে তোমাকে তার কায়দা শেখাতে হবে।'

পরের দিনগুলোতে কায়দাটা রপ্ত করল ওরা। পরস্পরের কাছাকাছি কিন্তু শ্রবণসীমার বাইরে বসে শুরু করল। কয়েক ঘণ্টার ভেতর ওর মনে স্থাপন করা ইমেজ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়ে উঠল ফেন, তারপর নিজের ইমেজ দিয়ে সাড়া দিল। পুরোপুরি আয়ত্ত করার পর পরস্পরের দিকে পেছন ফিরে বসল ওরা, যাতে চোখাচোখি না হয়। সবশেষে ফেনকে শিবিরে এনে মেরেনকে সাথে নিয়ে হ্রদের কিনারা বরাবর বেশ কয়েক লীগ দুরে চলে এলো তাইতা। এখান থেকে প্রথম চেষ্টাতেই ফেনের কাছে পৌঁছতে পারল ও।

যখনই আহ্বান করছে, আগের চেয়ে অনেক দ্রুত সাড়া দিচ্ছে ফেন, ওর কাছে পাঠানো ইমেজগুলো আগে চেয়ে অনেক বেশি তরতাজা, আরও পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে লাগল। ওর সুবিধার জন্যে কপালে প্রতীক রেখেছে ফেন, অনেকগুলো প্রয়াসের পর ইচ্ছামতো শাপলার রঙ বদলাতে সক্ষম হয়ে উঠল ফেন, গোলাপি থেকে লাইলাক তারপর রক্তিম।

রাতে প্রতিরক্ষার জন্যে নিজের মাদুরে ওর কাছাকাছি ঘেঁষে শুলো ফেন। ঘুমে ঢলে পড়ার আগে ফিসফিস করে ওকে বলল, 'এবার আর বিচ্ছিন্ন হবো না আমরা, তুমি যেখানেই যাও আমি তোমাকে খুঁজে বের করতে পারব।'

ভোরে হাওয়া খেলতে শুরু করার আগেই হ্রদে স্নান করতে গেল ওরা। জলে নামার আগে কুমীর ও গভীর জলে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে এমন যেকোনও দানো দূরে ঠেলে রাখতে প্রতিরক্ষা প্রাচীর তৈরি করার জন্যে মন্ত্র পড়ল তাইতা। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। ভোঁদরের মতো সাবলীল ভঙ্গিতে সাঁতার কাটছে ফেন। পিছলে গভীরে চলে যাওয়ার সময় পলিশ করা আইভরির মতো ঝলসে উঠছে ওর নগ্ন দেহ। ফেনের পানির নিচে থাকা সময় নিয়ে একেবারেই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি ও, তাই জলের উপর শুয়ে নিচের সবুজ জগতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তলে তলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও। তারপর যেন অনন্ত কাল পরে মেয়েটি ওর দিকে উঠে আসার সময় ওর দেহের মলিন ঝলক দেখতে পেল। ঠিক স্বপ্নে যেমন দেখেছিল। তারপর ছলাৎ করে ওর পাশে মাথা জাগাল ও। হাসছে, চুল থেকে পানি ঝরাচ্ছে। অন্য সময় ওর ফিরে আসা টের পায় না ও। গোড়ালী ধরে ওকে নিচে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করার সময় প্রথম বুঝতে পারে।

'এভাবে সাঁতার কাটা শিখলে কোথায়?' জানতে চায় তাইতা।

'আমি জলের সন্তান,' ওর দিকে চেয়ে হাসে ফেন। 'মনে নেই তোমার? আমার জন্মই হয়েছে সাঁতার কাটার জন্যে।' হ্রদ ছেড়ে উঠে আসার পর সকালের সূর্যের আলোয় দেহ শুকোনার মতো একটা জায়গা খুঁজে পেল ওরা। ফেনের পেছনে বসে ওর চুলে বেণী বেঁধে দিল তাইতা। চুলের গোছার ভেতর শাপলা ফুল বানায়। এই সময় মিশরের রানি হিসাবে কাটানো ওর সেই জীবনের গল্প বলল। অন্য যারা ওকে ভালোবেসেছিল তাদের কথা, ওর বাচ্চাদের কথা বলল। প্রায়ই চিৎকার করে ওঠে ও। 'ও, হ্যাঁ! এখন মনে পড়ছে। একটা ছেলে থাকার কথা মনে আছে, কিন্তু ওর চেহারা দেখতে পাই না।'

'তোমার মন উন্মুক্ত করো, আমার স্মৃতি থেকে ওর ছবি তোমার মনে স্থাপন করব।'

চোখ বুজল ফেন। হাতজোড়া কাপের মতো করে ওর মাথার দুপাশে কানসহ ঢেকে ফেলল। চেপে ধরল ও। কিছুক্ষণ চুপ রইল ওরা। অবশেষে ফিসফিস করে ফেন বলল, 'বাহ, কী সুন্দর বাচ্চা। ওর মাথার চুল সোনালি। ওর মাথার উপর কার্তুশে দেখতে পাচ্ছি। ওর নাম মেমনন।'

'এটা ওর ছোটবেলার নাম,' বিড়বিড় করল তাইতা। 'সিংহাসনে বসে মিশরের দুই রাজ্যের শাসন ভার কাঁধে তুলে নেওয়ার পর তার নাম হয়েছে ফারাও তামোস,

এই নামের প্রথম ফারাও। এই যে! সমস্ত ক্ষমতা ও আভিজাত্যসহ তাকে দেখ।' ওর মনে ছবিটা স্থাপন করল তাইতা।

অনেকক্ষণ চুপ থাকল ফেন। তারপর বলল, 'কী সুদর্শন ও অভিজাত। ওহ, তাইতা, ছেলেটাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'দেখতে পাবে, ফেন। ওকে বুকের দুধ খাইয়েছ তুমি, নিজের হাতে ওর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়েছ।'

আবার নীরব হয়ে গেল ফেন। তারপর ফের বলল, 'অন্য জীবনে আমার সাথে তোমার পরিচয়ের দিনের চেহারা দেখাও আমাকে। সেটা পারবে, তাইতা? আমার জন্যে তোমার নিজের ছবি তৈরি করতে পারবে?'

'তেমন চেষ্টা করার সাহসই দেখাতে যাব না,' চট করে জবাব দিল তাইতা।

'কেন নয়?' জানতে চাইল ফেন।

'বিপজ্জনক হবে সেটা,' জবাব দিল তাইতা। 'আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে। সেটা কোনওভাবেই বেশি বিপজ্জনক হবে না।'

তাইতা জানে ফেনকে ওর সে সময়ের রূপ দেখালে সেটা ওকে সময়ে সময়ে অসম্ভব স্বপ্নে তাড়া করে ফিরবে। ওর অসন্তোষের বীজ বপন করে বসবে ও। কারণ ওর অন্য জীবনে ওদের প্রথম পরিচয়ের সময় তাইতা ছিল দাস, মিশরের সবচেয়ে সুদর্শন যুবক। এটাই ছিল ওর পতনের কারণ। ওর মনিব লর্ড ইনতেফ ছিলেন কারনাকের নোমার্ক ও উচ্চ মিশরের বিশটা নোমের গভর্নর। তাছাড়া কিশোর-প্রেমী ও দাস ছেলেটির প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত ছিলেন তিনি। মনিবের বাড়ির আলীদা নামের এক দাসীর প্রেমে পড়েছিল তাইতা। খবরটা লর্ড ইনতেফের কানে তোলার পর তিনি জল্লাদ রাসফারকে আলীদার খুলি ধীরে ধীরে থেঁতলে দেওয়ার হুকুম দেন। তাইতাকে তার মৃত্যু দেখতে বাধ্য করা হয়। এমনকি ব্যাপারটা শেষ করার পরেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি লর্ড ইনতেফ। কুমার তাইতাকে নির্বীজ করে দিতে বলেন তিনি রাসফারকে।

এই ভীষণ ঘটনার ভিন্ন দিকও রয়েছে। লর্ড ইনতেফই ছিলেন ছোট মেয়ে লস্ত্রিসের বাবা, অনেক বছর পরে যে মিশরের রানি হয়েছিল। তাঁর মেয়ের প্রতি আগ্রহ ছিল না ওর, তাই নপুংসক তাইতাকে তার শিক্ষক ও পরামর্শক নিয়োগ দিয়েছিলেন। সেই বাচ্চাটি ফেন হয়ে ফিরে এসেছে এখন।

ব্যাপারটা এত জটিল যে তাইতার পক্ষে ফেনের কাছে ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পেতে কষ্ট হলো। শিবিরের দিক থেকে ভেসে আসা জোরাল চিৎকারের কারণে আপাতত সেই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেল ও। 'তীরের দিকে নৌকা আসছে! অস্ত্র তুলে নাও!' মেরেনের কণ্ঠস্বর, এতদূর থেকেও পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। লাফ দিয়ে উঠে ভেজা শরীরে টিউনিক পরে নিল ওরা। তারপর দ্রুত পায়ে শিবিরের দিকে ছুটে গেল।

'ওই যে!' সবুজ জলের উপর দিয়ে হাতের ইশারা করল ফেন। ক্রমে বেড়ে ওঠা বাতাসের ভেতর ঠেলে আনা শাদা ঘোড়ার পালের পটভূমিতে গাঢ় ফুটকিগুলো বুঝতে খানিকটা সময় লাগল তাইতার।

'স্থানীয় যুদ্ধ নৌকা! ফেন, মাঝির সংখ্যা গুনতে পারবে?'

চোখের উপর হাত দিয়ে আড়াল করল ফেন। তারপর বলল, 'সামনের ক্যানুর দুপাশে রয়েছে রয়েছে বার জন করে। অন্যগুলোও সমান বড় মনে হচ্ছে। দাড়াও! দ্বিতীয় নৌকাটা বেশি বড়। এপাশে বিশ জন মাঝি রয়েছে।'

প্রাচীরের তোরণে নিজের লোকদের দুই সারিতে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে মেরেন। যে কোনও আকস্মিক জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ওরা। ওদের নিচে ক্যানুগুলোকে তীরে ভিড়তে দেখল ওরা। মাঝি এল্লোরা নেমে বড় নৌকাটাকে ঘিরে দাঁড়াল। বাদকদের একটা দল লাফিয়ে তীরে নেমে বাজনা বাজাতে শুরু করল। এক ধরনের বুনো ছন্দ তৈরি করল ঢুলীরা। অন্যদিকে নাকাড়াঅলারা বুনো অ্যান্টিলোপের দীর্ঘ প্যাঁচানো শিং দিয়ে বানানো শিংগায় ফুঁ দিতে লাগল।

'তোমার আভা আড়াল করো,' ফেনের উদ্দেশে ফিসফিস করে বলল তাইতা। 'এদের সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা।' আভা মিলিয়ে যেতে দেখল ও। 'বেশ ভালো।' কালুলু মোহন্ত হয়ে থাকলে ওর আভা সম্পূর্ণ আড়াল করে ফেললে বরং আরও গভীর সন্দেহের সৃষ্টি করবে।

আটজন বাহক নৌকা থেকে একটা খাটিয়া নামিয়ে সৈকতে নিয়ে এলো। সুঠাম স্বাস্থ্যের মেয়ে ওরা; পেশীবহুল হাত পা। পরনে নেংটি, তাতে কাঁচের পুঁতির দরাজ নকশা। ওদের বুকে বিশেষ ধরনের চর্বি মাখানো, রোদ লেগে চকচক করছে। তাইতা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সরাসরি সেখানে চলে এলো ওরা, তারপর খাটিয়া নামিয়ে রাখল ওর সামনে। এবার ওটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। গভীর শ্রদ্ধার ভঙ্গি।

খাটিয়ার মাঝখানে বসে আছে এক বামন। আগুনের সেই ইমেজ থেকে তাকে চিনতে পারল ফেন। বড় বড় কান আর চকচকে টাকঅলা প্রাচীন শিম্পাঞ্জীর চেহারা। 'আমি কালুলু,' তেনমাস ভাষায় বলল সে। 'আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, গালালার তাইতা।'

'তোমাকে স্বাগত জানাই,' সাড়া দিল তাইতা। নিমেষে বুঝে গেছে ও কালুলু মোহন্ত নয়। তবে শক্তিশালী নিবিড় আভা ছুঁড়ে দিচ্ছে সে। ওটা থেকেই বুঝতে পারছে তাইতা, লোকটা সত্যির অনুসারী ও জ্ঞানী। 'চলো একান্তে আরামে কথা বলা যাবে এমন কোথাও যাওয়া যাক।'

হাতের উপর ভর দিয়ে খাড়া হলো কালুলু, কাটা পাদুটো আকাশের দিকে খাড়া হয়ে গেল। খাটিয়া থেকে নেমে এমনভাবে হাতের উপর ভর দিয়ে হাঁটতে লাগল যেন ওগুলোই পা। এক পাশে মাথা বাঁকা করে রেখেছে যাতে তাইতার মুখের দিকে

তাকিয়ে ওর সাথে কথা বলতে পারে। 'আপনাকে আশা করছিলাম আমি, ম্যাগাস। ইথারে আপনার আগমন নিদারুণ গোলমাল সৃষ্টি করেছিল। নদী বরাবর এগিয়ে আসার সাথে সাথে আপনার উপস্থিতি প্রবলভাবে টের পাচ্ছিলাম।' ওর পেছন পেছন এগিয়ে আসতে লাগল মেয়েরা, খালি খাটিয়া বইছে।

'এই দিকে, কালুলু,' আমন্ত্রণ জানাল তাইতা। ওরা ওর আবাসে আসার পর খাটিয়াটা নামিয়ে রাখল মেয়েরা, তারপর শ্রবণ সীমার বাইরে সরে গেল। লাফ দিয়ে আবার ওটায় উঠে বসল কালুলু, আবার তার স্বাভাবিক মাথা উঁচু করে রাখা অবস্থান গ্রহণ করল। কাটা পায়ের উপর ভর দিয়েছে। শিবিরের চারপাশে উজ্জ্বল চোখে নজর চালাল সে। কিন্তু ফেন যখন ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে এক বাটি মধুর সুরা বাড়িয়ে দিল, ওর দিকেই পূর্ণ মনোযোগ দিল।

'কে তুমি, খুকী?' আগুনের আলোয় তোমাকে দেখেছিলাম,' তেনমাস ভাষায় বলল সে। না বোঝার ভান করে তাইতার দিকে তাকাল ফেন।

'তুমি জবাব দিতে পারো,' ওকে বলল তাইতা। 'ও সত্যের পক্ষের লোক।'

'আমি ফেন, ম্যাগাসের শিষ্যা।'

তাইতার দিকে তাকাল কালুলু। 'আপনি ওর পক্ষে সাক্ষী দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল তাইতা, মাথা দোলাল বামন।

'আমার পাশে বসো, ফেন, কারণ তুমি দেখতে খুবই সুন্দর।' আস্থার সাথে খাটিয়ায় বসল ফেন। তীক্ষ্ণ কালো চোখে তাইতার দিকে তাকাল কালুলু। 'আমাকে কেন ডেকেছেন, ম্যাগাস? আমার কাছে কী সেবা আশা করছেন?'

'আমি চাই তুমি আমাকে নীলের জন্মস্থানে নিয়ে যাবে।'

বিস্ময়ের কোনও ছাপ দেখা গেল না কালুলুর মাঝে। 'স্বপ্নে আমি আপনাকেই দেখেছি। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি আমি। আপনাকে লাল জোড়া পাথরের কাছে নিয়ে যাব আমি। আজ রাতে হাওয়া পড়ে গেলে রওয়ানা হবো আমরা। আপনার দলে কতজন লোক আছে?'

'আটত্রিশ, ফেন আর আমিসহ, তবে আমাদের মালপত্র অনেক বেশি।'

'আরও পাঁচটা বড় ক্যানু আমাকে অনুসরণ করবে। রাত নামার আগেই এসে যাবে ওগুলো।'

'আমার সাথে অনেক ঘোড়া আছে,' যোগ করল তাইতা।

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল ছোট বামন। 'ক্যানুর পেছন পেছন সাঁতরে আসবে ওগুলো। ওদের ভাসিয়ে রাখতে পশুর ব্লাডার নিয়ে এসেছি আমি।'

সংক্ষিপ্ত আফ্রিকা গোধূলীতে বাতাসের ঝাপ্টা থেমে যেতেই সৈনিকদের কয়েকজন ঘোড়াগুলোকে তীর বরাবর নিচে এনে অগভীর পানিতে নামিয়ে দিল, তারপর জিনের পেটি দিয়ে দুপাশে ফোলানো ব্লাডার বেঁধে দিল। কাজটা চলার সময় অন্যরা ওদের সাজসরঞ্জাম ক্যানুতে বোঝাই করল। কালুলুর নারী দেহরক্ষীরা খাটিয়ায় করে সবচেয়ে বড় ক্যানুতে নিয়ে তুলে দিল ওকে। হ্রদের জল চকচকে

স্থির হয়ে এলে তীর থেকে বের হয়ে এলো ওরা, অন্ধকারে দক্ষিণে আকাশের বুকে ঝুলে থাকা বিশাল তারার ক্রসের দিকে এগিয়ে চলল। প্রত্যেকটা ক্যানুর পেছনে দশটা করে ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে। পেছনে বসেছে ফেন, এখান থেকে পেছনে সাঁতরে আসা উইন্ডস্মোক ও ওয়ার্লউইন্ডকে সাহস যোগাতে পারছে ও। বৈঠা বেয়ে চলেছে মাঝিরা, গাঢ় ছুরির মতো পানি কেটে এগোচ্ছে দীর্ঘ সংকীর্ণ খোলসগুলো।

কালুলুর খাটিয়ার পাশে বসেছে তাইতা। কিছুক্ষণ নিচু কণ্ঠে কথা বলল ওরা। 'এই হ্রদের নাম কী?'

'সেমলিকি নিয়ানযু। আরও অনেক নামের একটা এটা।'

'এর জল আসে কোত্থেকে?'

'আগে দুটো বিরাট নদী এসে মিশেছিল এটায়, একটা পশ্চিমে, ওটার নাম সেমলিকি; অন্যটা নীল। দুটোই এসেছে দক্ষিণ থেকে, সেমলিকি পাহাড় থেকে, আর নীল বিশাল জলাধার থেকে। সেখানেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'সেটা কি আরেকটা হ্রদ?'

'কেউ জানে না ওটা হ্রদ নাকি মহাশূন্যের সূচনা।'

'ওখানেই আমাদের মা নীলের জন্ম,?'

'এমনকি তাই,' সায় দিল কালুলু।

'এই বিশাল জলাধারকে কী নামে ডাক তোমরা?'

'আমরা একে ডাকি নালুবা'লে।'

'পথটা আমাদের বুঝিয়ে দাও, কালুলু।'

'সেমলিকির সৈকতে পৌঁছানোর পর নীলের দক্ষিণের শাখার দেখা পাব আমরা।'

'আমার মনে যে ছবি আছে তাতে নীলের দক্ষিণ শাখা এসে পড়েছে সেমিলিকি নিয়ানযুতে। উত্তরের শাখা হ্রদ থেকে বের হয়ে উত্তরে মহা জলাভূমির দিকে চলে গেছে। নীলের এই শাখাই আমাদের এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছে।'

'হ্যাঁ, তাইতা। এটাই ঠিক ছবি। অবশ্যই অন্যান্য ছোটখাট নদী, খাড়ি আর হ্রদ আছে, কারণ এটা অনেক জলধারার উৎস। কিন্তু ওগুলো সবই নীলে এসে পড়েছে, তারপর উত্তরে গেছে।'

'কিন্তু নীল এখন মরতে বসেছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল তাইতা।

কিছুক্ষণ চুপ রইল কালুলু, তারপর যখন মাথা দোলাল সে, বিশীর্ণ গালের উপর দিয়ে পড়িয়ে পড়ল একবিন্দু অশ্রু। 'হ্যাঁ,' সায় দিয়ে বলল সে। 'তাকে জল বিলোত যেসব নদী, সেগুলো থেমে গেছে। আমাদের মা মরতে বসেছে।'

'কালুলু, ব্যাপারটা কেমন করে ঘটল খুলে বলো।'

'একে ব্যাখ্যা করার মতো কোনও কথা নেই। আমরা লাল পাথরের কাছে পৌঁছানোর পরে নিজের চোখে দেখতে পাবেন। আমি এসব বিষয় আপনার কাছে বর্ণনা করতে পারব না। সামান্য কথায় এই ধরনের কাজ করা যায় না।'

'আমি আমার ধৈর্য ধরে রাখছি।'

'অধৈর্য তরুণের খারাপ গুন,' হাসল বামন। আধো আঁধারে চকচক করে উঠল তার দাঁত। 'আর বয়স্ক লোকের সান্ত্বনা হচ্ছে ঘুম।' ক্যানুর নিচে পানির ছলাৎ শব্দ থামিয়ে দিল ওদের। খানিক পর ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

সামনের ক্যানু থেকে মৃদু চিৎকারের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তাইতার। উঠে কিনারার উপর দিয়ে ঝুঁকে মুখে আঁজলা ভরে দুবার পানি ছিটাল। তারপর চোখ পিটপিট করে পানি ঝেড়ে ফেলল, তাকাল সামনের দিকে। সামনে জমিনের গাঢ় অবয়ব দেখতে পেল।

অবশেষে জমিনের কাছে এসে পৌঁছানোয় খোলের নিচে জমিনের টান অনুভব করল ওরা। মাঝিরা বৈঠা বাওয়া থামিয়ে লাফ দিয়ে তীরে নেমে ক্যানুগুলোকে আরও উঁচুতে তুলতে শুরু করল। পা রাখার মতো মাটি পেয়ে লাফ দিয়ে পানি কেটে তীরে উঠে এলো ঘোড়াগুলো। খাটিয়ায় তুলে কালুলুকে সৈকতে নিয়ে এলো মেয়েরা।

'আপনার লোকজন এখন নিশ্চয়ই নাশতা করবে,' তাইতাকে বলল কালুলু, 'যাতে প্রথম আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে আবার আমরা রওয়ানা হতে পারি। পাথরের কাছে যেতে লম্বা রাস্তা পাড়ি দিতে হবে আমাদের।'

মাঝিদের আবার ক্যানুতে চেপে হ্রদে চলে যেতে দেখল ওরা। অন্ধকারে মিশে গেল দ্রুতযানগুলোর অবয়ব, এক সময় বৈঠার শাদা ঝলক ছাড়া আর চিহ্ন দেখা গেল না। অচিরেই অদৃশ্য হয়ে গেল তাও।

আগুনের আলোয় হ্রদের ঝলসানো মাছ আর ধুরা পিঠা খেল ওরা; তারপর ভোরে হ্রদের তীর বরাবর আগে বাড়ল। আধা লীগ যাওয়ার পরেই একটা শাদা শুকনো নদীর তলদেশে এসে পৌঁছুল। 'এটা কোন নদী?' কালুলুকে জিজ্ঞেস করল তাইতা, যদিও জবাবটা কী হবে জানত ও।

'আগেও নীল ছিল এখনও নীলই আছে,' সহজ কণ্ঠে জবাব দিল কালুলু।

'শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে গেছে!' নদীর তলদেশের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে বলে উঠল তাইতা। এক তীর থেকে আরেক তীরের দূরত্ব চারশো কদম, কিন্তু মাঝখানে এক বিন্দু পানিও বইছে না। ছোটখাট বাঁশের মতো হাতির ঘাস কোনও দীর্ঘদেহী মানুষের চেয়েও উঁচু হয়ে জন্মেছে, ভরে ফেলেছে পুরো জায়গাটা। 'নদী অনুসরণ করে মিশর থেকে দুই হাজার লীগ দূরে এখানে এসেছি আমরা। সারা পথে একটু পানি হলেও পেয়েছি, স্থবির পুকুর, নিদেন পক্ষে পানির ধারা, বা নালা। কিন্তু এটা একেবারে খটখটে শুকনো, মরুভূমির মতো।'

'আরও উত্তরে অপনারা যে পানি দেখতে পাচ্ছেন, সেমলিকি নিয়ানযুর উপচে পড়া জল ওটা এটার শাখা থেকে বয়ে গেছে,' ব্যাখ্যা করল কালুলু। 'এটাই ছিল নীল, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী নদী। এখন কিছুই না।'

'এটার কী হয়েছে?' জানতে চাইল তাইতা। 'এমন বিশাল প্রবাহ রুদ্ধ করে দিতে পারে কোনও সে নারকীয় শক্তি?'

'এটা আপনার মতো সবার সব কল্পনা ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো একটা ব্যাপার, ম্যাগাস। আমরা লাল পাথরের কাছে পৌঁছানোর পর নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন।'

মেরেনের সুবিধার জন্যে কী বলা হচ্ছে তার তরজমা করে দিচ্ছিল ফেন, এবার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না সে। 'আমাদের একটা শুকনো নদী অণুসরণ করতে হলে,' জানতে চাইল সে, 'আমার লোকজন আর ঘোড়ার পানি পাব কোথায়?'

'ঠিক হাতির মতোই খুঁজে বের করব আমরা, মাটি খুঁড়ে,' ওকে বলল তাইতা।

'এই যাত্রা কত সময় নেবে?' জিজ্ঞেস করল মেরেন।

কথাটা অনুবাদ করা হলে ওর দিকে তাকিয়ে শয়তানী সুলভ হাসি দিল কালুলু। তারপর জবাব দিল, 'তোমার ঘোড়ার স্ট্যামিনা আর তোমার দুপায়ের শক্তির উপর উপর অনেকখানি নির্ভর করছে।'

দ্রুত আগে বাড়ল ওরা, এককালের দুকুল উপচানো ল্যাগুন আর এখন স্থবির পুকুর আর শুকনো পাথুরে গহ্বরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। জলপ্রপাত সগর্জনে লুটিয়ে পড়ত এখানে। ষোল দিন পরে নিচু একটা রিজের ধারে হাজির হলো ওরা, নীলের চলার পথের সমান্তরালে চলে গেছে ওটা। এটাই অনেক অনেক লীগের একঘেয়ে জঙ্গলের হাত থেকে প্রথম রেহাই দিল।

'ওই উঁচু এলাকায় আছে তামাফুপা শহর, আমার জাতির আবাস,' ওদের বলল কালুলু। 'উঁচু থেকে আপনারা নালুবা'লের বিশাল জলে বিস্তার দেখতে পাবেন।'

'চলো ওখানেই যাওয়া যাক,' বলল তাইতা। শুকনো নদীর উপরের ঢাল ঢেকে রাখা উজ্জ্বল হলদে কাণ্ডঅলা ফেভার গাছের একটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে উপরে উঠতে লাগল ওরা। পানির অভাবে মরে গেছে গাছগুলো, ওগুলোর শাখা পাতাহীন, বাতজ্বরের আক্রান্ত হাত-পায়ের মতো বেঁকেচুরে গেছে। রিজের মাথায় উঠে এলো ওরা, নাক ঝেড়ে মাথা দোলাল উইন্ডস্মোক। ওয়ার্লউইন্ডও সমান উত্তেজিত, বেশ কয়েকবার লাফঝাঁপ দিল সে।

'দুষ্টু ঘোড়া!' হাতের প্যাপিরাসের সুইচ দিয়ে ওটার কাঁধে হালকাভাবে আঘাত করল ফেন। 'ঠিক থাক!' তারপর তাইতাকে ডাকল সে। 'ওদের উত্তেজনার কারণ কী, ম্যাগাস?'

'নিজেই গন্ধ শুঁকে দেখ,' বলল ও। 'সৌরভের মতোই মিষ্টি আর ঠাণ্ডা, ওটার নিচে রয়েছে ইথারাল নীলের একটা বাঁক, দিগন্তের গোটা বিস্তার জুড়ে বিছিয়ে আছে।'

'অবশেষে নালুবা'লে!'

রিজের চূড়া দখল করে রেখেছে হার্ডউড খুঁটির একটা শক্তপোক্ত সীমানা। দরজাগুলো খোলা। ওটা গলে পরিত্যক্ত তামাফুপা গ্রামে প্রবেশ করল ওরা। বোঝাই যায় এককালে সমৃদ্ধ, গতিশীল সম্প্রদায় ছিল এটা–পরিত্যক্ত কুঁড়েগুলো প্রাসাদোপম, জাঁকালভাবে ছাউনী দেওয়া–কিন্তু ওগুলোর উপর চেপে বসা বিষাদময় নৈঃশব্দ্য অপার্থিব। আবার গেটের দিকে ফিরল ওরা, দলের বাকি অংশকে ডাকল।

ওদের হাঁকে সাড়া দিয়ে ঘর্মাক্ত, হাঁপাতে থাকা দেহরক্ষীদের হাতে খাটিয়ায় করে ওদের সামনে নিয়ে আসা হলো কালুলুকে। তামাফুপার তোরণের কাছে সমবেত হওয়ার সময় ওদের প্রত্যেককে গম্ভীর, চিন্তামগ্ন মনে হলো, দূরের নীল জলের দিকে তাকিয়ে আছে।

নীরবতা ভাঙল তাইতা। 'আমাদের নীল মাতার উৎস।'

'দুনিয়ার শেষ' বলল কালুলু। 'এই পানির ওধারে শূন্যতা আর মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নেই।'

তামাফুপার প্রতিরক্ষার দিকে তাকাল তাইতা। 'বৈরী গোত্রদের ঘেরাওয়ের ভেতর বিপজ্জনক এলাকায় আছি আমরা। আবার আগে বাড়ার আগ পর্যন্ত এটাকেই ঘাঁটি হিসাবে কাজে লাগাব আমরা,' মেরেনকে বলল ও। 'হিলতো আর শাবাকোকে লোকজনকে দিয়ে যেকোনও হামলার বিরুদ্ধে দেয়ালগুলোকে আরও মজবুত করার কাজে লাগিয়ে দেব। ওরা কাজটা করার সময় আমাদের রহস্যময় লাল পাথরের ওখানে নিয়ে যাবে কালুলু।'

সকালে রওয়ানা হয়ে গেল ওরা: প্রায় দুবছরেরও বেশি লেগে যাওয়া যাত্রার শেষ সংক্ষিপ্ত পর্যায়। নদীর তলদেশ অনুসরণ করে প্রশস্ত শুকনো ধারার মাঝখান দিয়ে এগোল ওরা। আরেকটা সহজ বাঁকের কাছে হাজির হলো। ওদের সামনে পানির ঘায়ে বিক্ষত ঢালু রোদেপোড়া পাথরের ধস নেমে গেছে। ওটার চারপাশে মহান শহরের সুরক্ষা প্রাচীরে মতো নিরেট লাল গ্রানিটের দেয়াল উঠে গেছে।

'পুত্র হোরাস আর স্বর্গীয় পিতা অসিরিসের পবিত্র নামে,' বলে উঠল মেরেন, 'এটা আবার কোন দুর্গ? কোনও আফ্রিকান সম্রাটের দুর্গ নাকি?'

'তোমরা যা দেখতে পাচ্ছ সেটাই লাল পাথর,' শান্ত কণ্ঠে বলল কালুলু।

'কে এখানে বসিয়েছে ওটা?' জিজ্ঞেস করল তাই তার সঙ্গীদের মতোই বিভ্রান্ত সে।

'কোনও মানুষ নয়,' জবাব দিল কালুলু। 'মানুষের হাতের কাজ নয় এটা।'

'কার তবে?'

'আসুন। আগে আপনাকে জিনিসটা দেখাই। তারপর কথা বলা যাবে।'

সাবধানে লাল পাথরের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। অবশেষে নীলকে এক তীর থেকে আরেক তীর পর্যন্ত রুদ্ধ করে রাখা বিশাল পাথুরে প্রাচীরের নিচে এসে দাঁড়ালে ঘোড়া থেকে নেমে ওটার ভিত্তি বরাবর এগিয়ে গেল তাইতা। ফেন ও মেরেন অনুসরণ করল ওকে। পরখ করতে খানিক পর পর থামছে। প্রবহমান ধারার মতো, মোমবাতির মোমের মতো।

'পাথর একবার গলানো হয়েছিল,' মন্তব্য করল তাইতা। 'জমে এই রকম অবিশ্বাস্য চেহারা নিয়েছে।'

'ঠিক বলেছেন,' সায় দিল কালুলু। 'ঠিক এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে এটার।'

'অন্তত একটা ফাটল রয়েছে এতে, ম্যাগাস,' সামনের দিকে দেখাল ফেন। প্রাচীরে ঠিক মাঝখানে গোড়া থেকে চূড়া অবধি চলে যাওয়া একটা সংকীর্ণ ফাটল ধরা পড়েছে ওর তীক্ষ্ণ চোখ। ওটার কাছে পৌঁছানোর পর ড্যাগার বের করে ফাটলের ভেতর ফলা ঢোকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু বড্ড বেশি সংকীর্ণ। কেবল আঙুলের প্রথম গিঁটের মতো দূরত্বে ঢুকল ফলাটা।

'এই কারণেই আমাদের লোকজন খালি লাল পাথর না ডেকে এটাকে লাল পাথর বলে,' ওদের বলল কালুলু, 'কারণ এটা দুটি ভাগে বিভক্ত।'

প্রাচীরের ভিত্তি পরখ করতে হাঁটু গেড়ে বসল তাইতা। 'পুরোনো নদীর তলদেশের উপর নির্মাণ করা হয়নি এটা। ওটা থেকেই বের হয়ে এসেছে, যেন দানবীয় ব্যাঙের ছাতার মতো পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বেড়ে উঠেছে। এই দেয়ালের পাথর চারপাশের অন্য সব পাথর থেকে ভিন্ন।'

'আবার ঠিক ধরেছেন,' ওকে বলল কালুলু। 'এটাকে চারপাশের পাথরের মতো খোঁড়াখুড়ি করা যাবে না। ভালো করে দেখলে এটার নামের কারণ লাল স্ফটিক দেখতে পাবেন।'

সামনে চোখ বাড়িয়ে দিল তাইতা, অবশেষে দেয়ালটাকে গঠনকারী সূক্ষ্ম স্ফটিকগুলো রোদ লেগে রুবি পাথরের মতো ঝিলিক মেরে উঠল। 'এখানে অশ্লীল বা অস্বাভাবিক কিছু নেই,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। খাটিয়ায় বসে থাকা কালুলুর কাছে ফিরে এলো ও। 'জিনিসটা এখানে এলো কেমন করে?'

'নিশ্চিত করে বলতে পারব না, ম্যাগাস, যদিও ঘটনা ঘটার সময় এখানেই ছিলাম আমি।'

'নিজের চোখে দেখে থাকলে কী করে ঘটল জানবে না কেন?'

'পরে বুঝিয়ে বলব আপনাকে,' বলল কালুলু। 'তবে এখন এইটুকু বলাটাই যথেষ্ট যে আমার মতো আরও অনেকে এটা দেখেছে, কিন্তু ব্যাখ্যা যোগানোর পঞ্চাশটা ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী রয়েছে তাদের।'

'পুরো দেয়ালটাই অলৌকিক,' যুক্তি দেখাল তাইতা। 'সম্ভবত কিংবদন্তী ও কল্পকাহিনীর ভেতরই লুকিয়ে আছে সত্যির বীজ।'

'হতে পারে,' সায় দিয়ে মাথা কাত করল কালুলু। 'কিন্তু আসুন আগে দেয়ালের মাথায় উঠি। ওখানে আরও দেখার বাকি আছে।' দেয়াল বাইবার মতো একটা জায়গার খোঁজ করতে ফের নদীর তলদেশ ধরে উল্টোপথে ফিরে আসতে হলো ওদের।

'আপনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করব আমি,' বলল কালুলু। 'ওপরের পথ অনেক কঠিন।' কাঁচের মতো চকচকে প্রায় খাড়া দেয়ালের গায়ের দিকে ইঙ্গিত করল সে। ওকে রেখে সাবধানে ওপারে উঠতে শুরু করল ওরা। কোথাও কোথাও হাতে পায়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে উঠতে হচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাল জোড়া পাথরের গোলাকার চূড়ায় উঠে দাঁড়াল। এখান থেকে হ্রদের দিকে চোখ ফেরাল ওরা। হাত দিয়ে আড়াল করে পানির উপরি তলে রোদের ঝলক থেকে চোখ বাঁচাল তাইতা। বেশ কাছেই গোটা কতক ছোটখাট খাড়ি রয়েছে, কিন্তু ওগুলোর মাঝখানে জমিনের কোনও চিহ্নই চোখে পড়ল না। এবার ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল ও। অনেক নিচে ছোট হয়ে যাওয়া বামনের কাঠামো দেখা যাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে কালুলু।

'কেউ কখনও হ্রদের শেষপ্রান্তে যাবার চেষ্টা করেছে?' চিৎকার করে নিচের কালুলুকে জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'শেষ প্রান্ত বলে কিছু নেই,' পাল্টা চিৎকার করে বলল কালুলু। 'আছে কেবল শূন্যতা।'

ওদের পা থেকে মাত্র চার কি পাঁচ কিউবিট নিচে ছলাৎছলাৎ করে চলেছে হ্রদের তলের পানি। নদীর তলদেশের দিকে ফিরল তাইতা, মনে মনে দেয়ালের দুপাশের গভীরতার বৈষম্যের একটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল।

'চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিউবিট উচ্চতার পানি আটকে রেখেছে এটা,' হাতের ইশারায় হ্রদটাকে দেখিয়ে বলল ও। ওটার সীমাহীন বিস্তারকে আওতায় নিয়ে এলো ওর ভঙ্গি। 'এই দেয়াল না থাকলে এই সমস্ত পানিই নীলের ওই শাখায় পড়ত, চলে যেত মিশরে। আমাদের দেশের ওই হাল হওয়াটা তেমন বিচিত্র কিছু না।'

'আশপাশের এলাকায় হামলা করে বড়সড় একদল দাস বন্দি করে এনে কাজে লাগিয়ে দিতে পারি,' পরামর্শ দিল মেরেন।

'কী করবে তারা?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'এই বাঁধটাকে গুঁড়িয়ে দেব আমরা, তখন নীল ফের আমাদেরই মিশরের দিকে বয়ে যাবে।'

হেসে স্যান্ডেল পরা একটা পা দিয়ে দেয়ালের গায়ে আঘাত করল তাইতা। 'কালুলু বলেছে, এই পাথরের দেয়ালটা কত শক্ত আর অনড়। এটার আকারটা একবার দেখ, মেরেন। গিযার মহান তিনটা পিরামিড একটার উপর একটা বসালে যত বড় হবে এটা তারচেয়েও ঢের বড়। আফ্রিকার সমস্ত লোক ধরে এনে ওদের

আগামী একশো বছর ধরে একাজে কাজ করালেও ওরা সামান্য অংশও নড়াতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে আমার।'

'এটা কত শক্ত সেই ব্যাপারে ওই অচেনা লোকটার কথা হুবহু বিশ্বাস করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। আমার লোকদের দিয়ে আগুন আর ব্রোঞ্জ দিয়ে পাথরটা পরখ করাতে যাচ্ছি আমি। একটা কথা মনে রাখবেন, ম্যাগাস, পিরামিডগুলো বানাতে যে স্থাপত্য বিদ্যা কাজে লাগানো হয়েছে সেটাকেই আবার ওগুলোকে ধ্বংস করার কাজে লাগানো সম্ভব। এখানেও সেই একই কৌশল কাজে লাগাতে না পারার কোনও কারণ দেখছি না, আমরাও মিশরিয়, পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত প্রাণী।'

'তোমার কথায় কিছুটা যুক্তি আছে দেখতে পাচ্ছি, মেরেন,' সায় দিল তাইতা। তারপর দেয়ালের শেষ প্রান্তের ওধারে একটা কিছু ওর নজর কেড়ে নিল। ভুরু কোঁচকাল ও। 'আমাদের সামনের ব্লাফের উপর ওটা কি দালান নাকি? প্রশ্নটা কালুলুকে করছি।'

পিচ্ছিল পাথুরে শরীর বেয়ে দেহরক্ষীদের ঘেরাওয়ের ভেতর নিজের খাটিয়ায় বসে থাকা বামনের কাছে নেমে এলো ওরা। তাইতা ধ্বংসাবশেষের দিকে ইঙ্গিত করতেই উজ্জ্বল চেহারায় মাথা দোলাল সে। 'ঠিক বলেছেন, ম্যাগাস। ওটা মানুষের তৈরি মন্দির।'

'তোমার গোত্র তো পাথর দিয়ে নির্মাণ করে না, তাই না?'

'না, ওটা অচেনা লোকদের বানানো।'

'এই অচেনা লোকরা কারা, কবে বানিয়েছে ওটা?' জানতে চাইল তাইতা।

'প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম পাথর বসিয়েছিল ওরা।'

'কেমন লোক ছিল ওরা?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

জবাব দেওয়ার আগে ইতস্তত করল কালুলু। 'দক্ষিণের লোক নয় ওরা। ওদের চেহারা আপনার আর আপনার লোকদের মতো। একই রকম পোশাক ছিল ওদের পরনে, অস্ত্রশস্ত্রও একই রকম।'

ওর দিকে তাকিয়ে রইল তাইতা। বিস্ময়ে নীরব হয়ে গেছে। অবশেষে বলল, 'বলতে চাইছ ওরা মিশরিয় ছিল। সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না। ওরা মিশর থেকে এসেছিল, তুমি নিশ্চিত?'

'আপনারা কোন দেশ থেকে এসেছেন তার কোনও ধারণা নেই আমার।। আমি এমনকি নীল নদ বরাবর মহা জলাভূমি অবধিও যাইনি কোনওদিন। নিশ্চিত করে বলতে পারব না, তবে আমার কাছে ওদের আপনার জাতের লোকই মনে হয়েছে।'

'ওদের সাথে কথা বলেছিলে?'

'না,' আবেগের সথে বলল কালুলু। 'ঢাকঢাক গুরগুর একটা ভাব ছিল ওদের ভেতর, কারও সাথে কথা বলত না ওরা।'

'কত জন ছিল ওরা, এখন কোথায় গেছে?' সাগ্রহে জানতে চাইল তাইতা। মনে হচ্ছে নিবিড়ভাবে বামন লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে ও। কিন্তু ফেন জানে ওর আভা পরখ করছে ও।

'তিরিশজনেরও বেশি, অন্তত পঞ্চাশ জন। যেভাবে এসেছিল তেমনি রহস্যজনকভাবেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

'লাল পাথর দিয়ে নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের পরপরই অদৃশ্য হয়ে গেছে?'

'ঠিক তাই, ম্যাগাস।'

'খুবই অদ্ভুত,' বলল তাইতা। 'এখন ওই মন্দিরে কে থাকে?'

'এখন পরিত্যক্ত, ম্যাগাস,' জবাব দিল কালুলু, 'ওটার চারপাশের এক শো লীগ এলাকার মতোই পরিত্যক্ত। আমার গোত্র ও বাকি সবাই এইসব ও অন্যান্য অদ্ভুত ঘটনার পর এখান থেকে পালিয়ে গেছে। এমনকি আমিও জলাভূমিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি। এই প্রথম ফিরে এলাম। স্বীকার করছি, আপনার প্রতিরক্ষা ছাড়া কোনওদিনই সেটা পারতাম না।'

'মন্দিরে যেতে হবে আমাদের,' বলল তাইতা। 'তুমি আমাদের পথ দেখাবে?'

'আমি কখনও ওই দালানের ভেতরে যাইনি,' মৃদু কণ্ঠে বলল কালুলু। 'কোনও দিন যাবও না। আমাকে সাথে যেতে বলবেন না।'

'কেন নয়, কালুলু?'

'ওটা চরম অশুভের জায়গা। আমাদের উপর গজব নামানো শক্তি।'

'তোমার সতর্কতাকে সম্মান করি। এসব খুবই গভীর ব্যাপার, কিছুতেই হালকাভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। মেরেনের সাথে ফিরে যাও, আমি একাই যাব মন্দিরে।' মেরেনের দিকে ফিরল ও। 'শিবির নিরাপদ করার কোনও চেষ্টাই বাদ দেবে না। ভালোভাবে সুরক্ষিত করবে, কড়া পাহারা বসাবে। তুমি কাজ শেষ করার পর লাল পাথরের কাঠিন্য পরখ করতে ফিরে আসব আমরা।'

'অন্ধকার মেলানোর আগেই আপনাকে শিবিরে ফেরার অনুরোধ করছি, ম্যাগাস,' উদ্বেগে পাণ্ডুর দেখাল মেরেনকে। 'সূর্যাস্তের সময় আপনি না ফিরলে আপনার খোঁজে বেরুব আমি।'

দেহরক্ষীরা খাটিয়া তুলে নিয়ে মেরেনকে অনুসরণ করতে শুরু করল। ফেনের দিকে তাকাল তাইতা। 'মেরেনের সাথে যাও। ওর নাগাল পেতে জলদি পা বাড়াও।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ফেন। হাত পেছনে রাখা, মুখ অটলভাবে স্থির। ওর এই অভিব্যক্তি খুব ভালো করেই চেনা হয়ে গেছে ওর। 'আমাকে যেতে বাধ্য করার মতো কোনও জাদু বানাতে পারব না তুমি,' ঘোষণা দিল সে।

'ভুরু কোঁচকালে তোমাকে আর সুন্দর লাগে না,' ওকে মৃদু কণ্ঠে সতর্ক করল তাইতা।

'আমি যে কতটা কুৎসিত হতে পারি, ধারণাও করতে পারবে না,' বলল ফেন। 'আমাকে দূর করে দেওয়ার চেষ্টা করে দেখ, তখন টের পাবে।'

'তোমার হুমকী আমাকে কাবু করে ফেলে।' হাসি ঠেকাতে কষ্ট হলো ওর। 'তাহলে আমার কাছেই থেক। আমরা কোনও বৈরী উৎসারণের মুখোমুখি হওয়ামাত্রই উল্টো ঘুরতে তৈরি থাকবে।'

ব্লাফের দিকে উঠে যাওয়া পথ খুঁজে পেল ওরা। মন্দিরে পৌঁছে দেখল ওটার পাথরের নকশা দারুণ সুন্দরভাবে শেষ করা হয়েছে। খোদাই করা কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো হয়েছে গোটা দালানটার ছাদ, উপরে নদীর আগাছার ছাউনি দেওয়া হয়েছে, এখানে ওখানে খসে পড়তে শুরু করেছে এখন। দেয়াল ঘিরে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল ওরা। আনুমানিক পঞ্চাশ কদম বিস্তারের একটা বৃত্তাকার ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়েছে মন্দিরটা। পাঁচটা সমান দূরত্বের বিন্দুতে নিরেট গ্রানিট স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। 'ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ানের পেন্টাগ্রামের পাঁচটা বিন্দু,' মৃদু কণ্ঠে ওকে বলল তাইতা। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে ফিরে এলো ওরা। দরজার চৌকাঠগুলোয় নিগূঢ় প্রতীকের বাস রিলিফ খোদাই করা।

'ওগুলো পড়তে পারবে?' জিজ্ঞেস করল ফেন।

'না,' স্বীকার গেল তাইতা। 'অচেনা।' এবার ভয়ের কোনও চিহ্ন আছে কিনা দেখতে ওর চোখের দিকে তাকাল ও। 'আমার সাথে ভেতরে যাবে?'

জবাবে তাইতার হাত তুলে নিল ফেন। 'এসো, চক্র গড়ে তুলি আমরা,' পরামর্শ দিল।

একসাথে দরজাপথে বৃত্তাকার বাইরের বারান্দায় ঢুকে পড়ল ওরা। ধূসর পাথর বিছানো এখানে, ছাদের ফোকর দিয়ে আলোর রশ্মি ঢুকে পড়ছে ভেতরে। ভেতরের দেয়ালে কোনও দরজা নেই। খোদাই করা দহলিজ ধরে পাশাপাশি আগে বাড়ল ওরা। প্রতিটি স্তম্ভের সাথে একই সমতলে আসার পর দেখতে পেল ওদের পায়ের নিচে শাদা মার্বল পাথরে বিছানো হয়েছে পেন্টাগ্রামের বিন্দুগুলো। প্রতিটি বিন্দুর ভেতরে আরেকটা রহস্যময় প্রতীক ঢোকানো: সরীসৃপ, *ক্রাক্স আনসাতা*, উড়ন্ত শকুন, নীড়ে আরেকটা এবং সবশেষে একটা শেয়াল। শিথিল ছাউনির একটা স্তূপের উপর এসে দাঁড়াল ওরা, কর্কশ হিসহিস শব্দ কানে এলো। তারপর পায়ের নিচে ভীষণ সরসর আওয়াজ। এক হাতে ফেনের কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে শূন্যে তুলে নিল তাইতা। ওদের পেছনে মিশরিয় কালো কোবরার ঢাকা মাথা অগোছাল আগাছার ভেতর থেকে মাথা তুলল। ক্ষুদে মার্বলের মতো কালো চোখ দিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল ওটা। লম্বা জিভ লকলক করছে, ওদের গন্ধের খোঁজে বাতাস পরখ করছে। ফেনকে নামিয়ে রেখে ছড়িটা তুলে নিয়ে সাপের মাথা নিশানা করল তাইতা। 'ভয় পেয়ো না,' বলল ও। 'এটা প্রেতাত্মা নয়। স্বাভাবিক

প্রাণী।' ছড়ির ডগাটা এপাশ থেকে ওপাশে ছন্দোময় ভঙ্গিতে নাচাতে লাগল ও। কোবরাও দুলুনির সাথে দুলতে লাগল। আস্তে আস্তে শান্ত হলো ওটা। আবার ছাউনির খড়ে মাথা দাবাল। ফেনকে নিয়ে গ্যালারি থেকে বের হয়ে এলো তাইতা। অলঙ্কৃত দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

'উল্টোদিকের দরজা.' বলল তাইতা। 'এটা বাইরের দরজার ঠিক উল্টোদিকে। এটা ভেতরের পবিত্রস্থানকে বাইরের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখে।'

অনেকটা পাঁপড়িঅলা ফুলের মতো ওদের সামনের দরজার আকার। চৌকাঠগুলোয় পলিশ করা আইভরি, মালাকাইট আর বাঘের চোখের নকশা করা। বদ্ধ দরজা কুমীরের নকশা করা চামড়ায় ঢাকা। দরজার উপর শরীরের সম্পূর্ণ চাপ দিতে ছড়ির উপর ঝুঁকে পড়ল তাইতা। হাঁ করে খুলে গেল ওটা। ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল ব্রোঞ্জের কব্জা। ছাদের গম্বুজের একটা মাত্র ফোকর দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে ভেতরে। রঙের বিস্ফোরণে ভেতরের পবিত্র মেঝে ভরিয়ে দিচ্ছে।

মেঝে দরাজভাবে নকশা করা পেন্টাগ্রামে সাজানো। টাইলস আর আধা মূল্যবান পাথরের উপর নকশা আঁকা হয়েছে। রোজ কোয়ার্টস্ ও পাথরের স্ফটিক; বেরেলিয়াম ও রুবেলাইট চিনতে পারল তাইতা। নিপূণ কারুকাজ। নকশার কেন্দ্রে পলিশ করা মার্বল পাথরের একটা বৃত্ত এমন চমৎকারভাবে পরস্পরের সাথে মিলে গেছে যে জোড়াগুলো দেখাই যায় না। দেখে মনে হবে অখণ্ড আইভরির একটা বর্ম।

'চলো ভেতরে যাই, ম্যাগাস,' গোলাকার দেয়ালে লেগে প্রতিধ্বনি তুলল ফেনের ছেলেমানুষি উচ্চারণ।

'দাড়াও!' বলল তাইতা। 'ভেতরে একটা কিছু আছে, এখানকার আত্মা। আমার মনে হয় এটা বিপজ্জনক। এই কারণেই ভয় পেয়েছিল কালুলু।' মন্দিরের মেঝেয় এসে পড়া রোদের দিকে ইঙ্গিত করল ও। পেন্টাগ্রামের ঠিক মধ্যখানে এসে পড়তে যাচ্ছে আলোটা। সেটা হবে ভীষণ এক মুহূর্ত।

মেঝের উপর দিয়ে রোদের রশ্মিটার পিছলে আসা দেখতে লাগল ওরা। আইভরি চক্রের কিনারা স্পর্শ করল ওটা। চারপাশের দেয়ালে প্রতিফলিত হলো, বহুগুণ বেড়ে উঠল ঝলক। এবার যেন আরও দ্রুত আগে বাড়তে শুরু করল ওটা। তারপর এক সময় হঠাৎ করেই আইভরি চাকতিটাকে ভরে ফেলল। সাথে সাথে সিস্ট্রামেয়ের গুঞ্জন আর ঝনঝন আওয়াজ কানে এলো। ওদের চারপাশের বাতাসে বাদুর ও শকুনের ডানা ঝাপ্টানোর আওয়াজ উঠল। শাদা আলো এমন ঔজ্জ্বল্য নিয়ে পবিত্র এলাকা ভরে ফেলল যে হাত তুলে চোখ ঢাকতে বাধ্য হলো ওর। ঝলকের ভেতর দিয়ে ইয়োসের আত্মার চিহ্নটাকে চাকতির কেন্দ্রে হাজির হতে দেখতে লাগল ওরা: আগুনে ফুটে উঠল বেড়ালের থাবা।

বুনো পশুর গন্ধের মতো ওদের নাক ভরে তুলল ডাইনীর গন্ধ। দরজার কাছ থেকে পিছিয়ে এলো ওরা। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আইভরি চাকতির উপর দিয়ে

চলে গেল রোদের আলো, আগুনে হরফগুলো উবে গেল। মিলিয়ে গেল ডাইনীর দুর্গন্ধ। কেবল রেখে গেল ভেজা ছাউনি আর বাদুরের মলের আবছা গন্ধ। রোদের আলো ফিকে হয়ে গেল। আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠল পবিত্র এলাকা। নিঃশব্দে গ্যালারি বেয়ে বাইরে রোদে বের হয়ে এলো ওরা।

'ওখানে ছিল সে,' ফিসফিস করে বলল ফেন। হ্রদের শীতল ঠাণ্ডা হাওয়ায় লম্বা করে দম নিল, যেন ফুসফুস পরিষ্কার করছে।

'তার প্রভাবের অবশেষ,' ছড়ি দিয়ে কুঁজের মতো লাল পাথরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল তাইতা। 'এখনও নিজের নিষ্ঠুর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।'

'আমরা ওর মন্দির ধ্বংস করে দিতে পারি না?' দালানের দিকে পেছন ফিরে তাকাল ফেন। 'এভাবে তাকে শেষ করে দেব?'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল তাইতা। 'নিজের ঘাঁটির ভেতরে তার প্রভাব অনেক জোরাল। ওকে ওখানে চ্যালেঞ্জ করা খুবই বিপজ্জনক হবে। তাকে হামলা করার ভিন্ন সময় ও জায়গা আমরা পাব।' ফেনের হাত ধরল ও। তারপর ওকে নিয়ে আগে বাড়ল। 'আগামীকাল দুর্বলতার খোঁজে দেয়াল পরখ করতে আর কালুলুর কাছে গোর্জের উপর কীভাবে লাল পাথর বসানো হলো জানতে আসব আমরা।'

জোড়া লাল পাথরকে দুই ভাগ করা মাঝখানের ফাটলটা দেখাল মেরেন। 'এটাই দেয়ালের দৈর্ঘ্য বরাবর দুর্বলতম জায়গা কোনও সন্দেহ নেই তাতে। এটা একটা খাড়া রেখা হতে পারে।'

'পরীক্ষা শুরু করার জন্যে নিশ্চিতভাবেই এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা,' সায় দিল তাইতা। 'লাকড়ির কোনও অভাব নেই।' পানির উপর বাঁধ সৃষ্টি হওয়ার পর গোর্জের ঢাল ঢেকে রাখা বেশির ভাগ গাছই মরে গেছে। 'লোকদের শুরু করতে বলো।'

বনের ভেতর ওদের ছড়িয়ে পড়তে দেখল ওরা। অচিরেই গোর্জের দিক থেকে ওদের কুড়োলের আওয়াজ ভেসে এলো, ক্লিফের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। গাছ লুটিয়ে পড়ামাত্র ঘোড়ায় টেনে দেয়ালের নিচে আনছে ওরা। দৈর্ঘ্য বরাবর কেটে পাথরের দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখছে, যাতে একটা চোঙা তৈরি করে আগুনের ভেতর বাতাস টেনে নিতে পারে। দানবীয় দাহ্য স্তূপটাকে জায়গামতো বসাতে বেশ কয়েক দিন লেগে গেল। এই সময় দেয়ালের উপর পানি তুলে পাথর তেতে লাল হয়ে ওঠার পর পানি ঢেলে ভেজাতে চারটে ভিন্ন ভিন্ন *শাদুফ* হুইল বানানোর কাজ তদারকি করল তাইতা।

সবকিছু তৈরি হলে কাঠের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিল মেরেন। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল অগ্নিশিখা, ধেয়ে গেল আকাশের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গোটা

কাঠের স্তূপটা সগর্জনে জ্বলতে শুরু করল। মাংসের উপর থেকে চামড়া কুঁচকে আসার ঝুঁকি না নিয়ে ওটার এক শো গজের মধ্যে থাকতে পারল না কেউই।

আগুন দমে আসার অপেক্ষায় থাকার অবসরে গোর্জের চূড়ায় ব্লাফে কালুলুর সাথে ওপাশে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে রইল তাইতা আর ফেন। ওখানে দাঁড়ানো একটা ছোট ধসে পড়া তাঁবুর ছায়ায় বসে নিজেদের রক্ষা করছে। ওটার ছাদ মেরামত করে নিয়েছে দেহরক্ষীরা।

'নদীটা যখন ঠিক ছিল, আমার গোত্র এখানে থাকার সময়, বছরের উত্তপ্ত মৌসুমে এখানে আসার অভ্যাস ছিল আমার, গোটা দুনিয়া যখন রোদের অত্যাচারে গোঙাত।' ব্যাখ্যা করল কালুলু। 'হ্রদ থেকে ভেসে আসা বাতাস অনুভব করতে পারতাম। তাছাড়া, নদীর ওপাশে আগন্তুকদের কাজকর্মে রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে ছিলাম আমি। এটাকে একটা লুকআউটের মতো ব্যবহার করতাম, ওদের উপর নজর রাখতাম এখান থেকে।' উল্টোদিকের ব্লাফের উপর দাঁড়ানো মন্দিরের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'তখনকার সেই দৃশ্য আপনাকে মনে মনে কল্পনা করে নিতে হবে। এখন যেখানে লাল পাথরের দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে, বেশ কয়েকটা জলপ্রপাতসহ একটা গভীর গোর্জ ছিল ওখানে; এত পানি নিচে গড়িয়ে নামত যে পতনের শব্দে সব ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে যেত। মাথার উপর উঠে আসত ফোয়ারার একটা লম্বা মেঘ।' হাত উপরে ওঠাল সে। বেশ বাঙ্ময় ভঙ্গিতে উচ্চতার ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করল। 'বাতাসে পরিবর্তন ঘটলে ফোয়ারা এখান পর্যন্ত পৌঁছে যেত, বৃষ্টির মতেই ঠাণ্ডা আর আরামদায়ক।' কথাটা ভেবে হাসল সে। 'এভাবে এখান থেকে সেই সময়ের ঘটনাপ্রবাহের শকুনের চোখে দেখা ছবি দেখতাম।'

'মন্দিরটা বানানো দেখেছ তুমি?' জানতে চাইল ফেন। 'তুমি জানো, ওখানে অনেক আইভরি আর আধা মূল্যবান পাথর আছে?'

'সত্যি জানি, আমার মিষ্টি মেয়ে। আগন্তকদের ওগুলো আনতে দেখেছি। শত শত দাসকে মালবাহী পশুর মতো কাজে লাগিয়েছে ওরা।'

'কোন দিক থেকে এসেছিল ওরা?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'এসেছিল পশ্চিম থেকে,' আবছা নীল দূরত্বের দিকে ইঙ্গিত করল কালুলু।

'ওদিকে কোন দেশ?' জানতে চাইল তাইতা।

সাথে সাথে জবাব দিল না বামন। একটু ভাবল সে, তারপর দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জবাব দিল। 'আমার বয়স যখন কম ছিল, পাজোড়াও সম্পূর্ণ ও শক্তিশালী ছিল, এক ভবঘুরে মোহন্তের কথা শুনে জ্ঞান আর বিদ্যার সন্ধানে গিয়েছিলাম আমি। পশ্চিমের ওই দেশে থাকতেন তিনি।'

'কী আবিষ্কার করেছিলে তুমি?'

'বছরের বেশির ভাগ সময় ঘন মেঘে ঢেকে থাকা পাহাড় দেখেছি, বিশাল সব পাহাড়। মেঘ সরে গেলে চূড়াগুলো বের হয়ে পড়ে, আকাশের দিকে উঠে গেছে ওগুলো, চূড়াগুলোর মাথা চকচকে শাদা।'

'চূড়ায় উঠেছিলে?'

'না। অনেক দূর থেকে দেখেছিলাম কেবল।'

'পাহাড়গুলোর নাম আছে?'

'ওগুলোর আশপাশে যারা থাকে তারা বলত চাঁদের পাহাড়, কারণ চূড়াটা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল ছিল।'

'বিজ্ঞ ও সম্মানিত বন্ধু আমার, আমাকে বলো ওই সফরে আর কোনও অবাক কাণ্ড দেখেছ তুমি?'

'অবাক কাণ্ডের কোনও সীমাপরিসীমা নেই,' জবাব দিল কালুলু। 'মাটির নিচ থেকে বের হয়ে আসা নদী দেখেছি আমি, উত্তপ্ত কড়াইয়ের পানির মতো টগবগ করে ফুটছিল তার পানি। পাহাড়ের গোঙানি শুনেছি, পায়ের নিচে তার কম্পন টের পেয়েছি, যেন গভীর গুহায় নড়াচড়া করছে কোনও দানব।' স্মৃতি উজ্জ্বল করে তুলল তার গাঢ় চোখজোড়াকে। 'এই পাহাড়সারিতে এমন শক্তি আছে যে একটা চূড়ায় দানবীয় ফার্নেসের মতো আগুন জ্বলছিল, ধোঁয়া উগড়ে দিচ্ছিল।'

'জ্বলন্ত পাহাড়!' বলে উঠল তাইতা। 'আগুন আর ধোঁয়া ওগড়ানো পাহাড় দেখেছ তুমি! একটা আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার করেছ?'

'এমনি অলৌকিক কাণ্ডকে যদি তাই বলেন,' সায় দিল ক্ষুদে মানুষটা। 'আশপাশের গোত্রগুলো ওটাকে ডাকত আলোর মিনার। দৃশ্যটা আমাকে ভয়ে ভরে দিয়েছিল।'

'যার খোঁজে বের হয়েছিলে, সেই বিখ্যাত মোহন্তের দেখা পেয়েছিলে?'

'না।'

'ওই মন্দির নির্মাতারা চাঁদের পাহাড় থেকে এসেছিল? এটাই তোমার বিশ্বাস?' ওকে আবার আসল প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনল তাইতা।

'কে জানে? আমি না। তবে ওই দিক থেকেই এসেছিল ওরা। প্রথমে দাসদের সাহায্যে নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে আসে। তারপর দেয়াল বানিয়ে কাঠ ও ছাউনি দিয়ে ঢেকে দেয়। আমার গোত্র ওদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিল, বিনিময়ে পুঁতি, কাপড় আর ধাতব সরঞ্জাম পেয়েছে। ওটা বানানোর উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি আমরা, তবে নিষ্পাপ মনে হয়েছে, আমাদের পক্ষে হুমকি মনে হয়নি।' নিজেদের অনাড়ীপনার স্মৃতি মনে পড়তেই মাথা নাড়ল কালুলু। 'কাজে আগ্রহী ছিলাম আমি। ওই নির্মাতাদের সাথে খাতির করার চেষ্টা করেছি। ওরা কী করছে সে সম্পর্কে আরও জানতে চেয়েছি, কিন্তু আমাকে নিদারুণ বৈরীভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে ওরা। শিবিরের চারপাশে প্রহরা বসিয়েছে, আমি আর কাছে ভিড়তে পারিনি। এখান থেকেই ওদের কাজ দেখতে বাধ্য হয়েছি।' নীরবতায় ডুবে গেল কালুলু।

আরেকটা প্রশ্ন করে তাকে উৎসাহিত করল তাইতা। 'মন্দির শেষ হওয়ার পর কী হলো?'

'নির্মাতা আর দাসরা চলে যায়। মন্দিরের দেখভাল করতে নয়জন পুরোহিত রেখে যেদিক থেকে সেই পশ্চিমেই আবার কুচকাওয়াজ করে চলে গেছে ওরা।'

'মাত্র নয়জন?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'হ্যাঁ। ওদের সবার চেহারা পরিচিত হয়ে উঠেছিল আমার, এখান থেকেই।'

'কী কারণে তোমার ওদের পুরোহিত মনে হয়েছে?'

'লাল ধর্মীয় জোব্বা পরত ওরা। নিবেদনের আচার পালন করত। উৎসর্গ করে বলী আগুনে পোড়াত।'

'ওদের আচারের বর্ণনা দাও,' গভীর মনোযোগের সাথে শুনছে তাইতা। 'খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ।'

'ঠিক দুপুরে পুরোহিতদের তিনজন মিছিল করে নদীর শাখার মাথায় নেমে আসত। সোরাইতে পানি ভরে মন্দিরে নিয়ে যেত। অদ্ভুত ভাষায় নাচত, উল্লাস করত।'

'তেনমাস ভাষায় না?' জানতে চাইল তাইতা।

'না, ম্যাগাস। ওই ভাষা চিনতে পারিনি।'

'ব্যস, এই? নাকি আর কিছু মনে আছে তোমার? বিসর্জনের কথা বলছিলে।'

'আমাদের কাছ থেকে কালো ছাগল আর কালো মুরগী কিনত ওরা। রঙের ব্যাপারে বেশ খুঁতখুঁতে ছিল। নিখাদ কালোই হতে হবে। ওগুলো মন্দিরে নিয়ে যেত ওরা। গান শুনেছি আমি, পরে ধোঁয়া আর পোড়া মাংসের গন্ধ পেয়েছি।'

'এছাড়া আর কী?' লেগে রইল তাইতা।

এক মুহূর্ত ভাবল কালুলু। 'একজন পুরোহিত মারা গিয়েছিল। কারণটা আমার জানা নেই। বাকি আটজন তার মৃতদেহ হ্রদের তীরে নিয়ে আসে। বালির উপর তাকে নগ্ন ফেলে রেখে ব্লাফের ঢাল বেয়ে আবার উপরে উঠে গেছে। ওখান থেকে হ্রদের কুমীর ওটাকে টেনে পানির নিচে নিয়ে যাওয়া দেখেছে।' চরম একটা ভঙ্গি করল বামন। 'কয়েক সপ্তাহর মধ্যে আরেকজন পুরোহিত এসে হাজির হয়েছিল মন্দিরে।'

'সেই আবার পশ্চিম থেকে?' বলে উঠল তাইতা।

'জানি না, কারণ তাকে আসতে দেখিনি। একদিন সন্ধ্যায় আটজন ছিল, পরদিন সকালে দেখি ফের নয়জন হয়ে গেছে।'

'তার মানে পুরোহিতের সংখ্যাটা গুরুত্বপূর্ণঅ নয়। জীবনের সঙ্কেত।' একটু ভাবল তাইতা, তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'এরপর কী হলো?'

'দুবছরের বেশি সময় ধরে পুরোহিতদের অনুশীলন চালু থাকে। তারপর টের পেলাম যে মারাত্মক একটা কিছু ঘটতে চলেছে। মন্দিরের চারপাশে পাঁচটা

অগ্নিসঙ্কেত জ্বালল ওরা। অনেক মাস দিনরাত সারাক্ষণ জ্বালিয়ে রেখেছিল ওগুলো।'

'পাঁচটা আগুন,' বলল তাইতা। 'আগুনগুলো কোথায় কোথায় জ্বালিয়েছিল ওরা?'

'বাইরের দেয়ালে পাঁচটা স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছিল। আপনি সেগুলো দেখেছেন না?' জানতে চাইল কালুলু।

'হ্যাঁ। একটা বিরাট পেন্টাগ্রামের বিন্দু গঠন করেছে ওগুলো। উচ্চমার্গীয় এই নকশার উপরই মন্দিরটা দাঁড়িয়ে আছে।'

'আমি কোনওদিন মন্দিরের ভেতরে যাইনি। কোনও পেন্টাগ্রামের কথা জানি না। শুধু জানি বাইরের দেয়াল ঘিরে পাঁচটা জায়গায় আগুন ধরানো হয়েছিল,' বলল কালুলু।

'অস্বাভাবিক ঘটানা কি কেবল এটাই?'

'তারপর আরেকজন এসে যোগ দিয়েছিল ওদের সাথে।'

'আরেকজন পুরোহিত?'

'মনে হয় না। লাল নয়, তার পরনে কালো পোশাক ছিল। একটা ঢিলেঢালা কালো বোরখা সব বৈশিষ্ট্য আড়াল করে রেখেছিল। তবে ওটা পুরুষ ছিল নাকি মহিলা, নিশ্চিত করে বলতে পারব না। অবশ্য পোশাকের নিচের অবয়বের আকার থেকে মনে হয়েছে মহিলা হতে পারে। রোজ সূর্যোদয়ের সময় মন্দির থেকে বের হয়ে আসত সে। পাঁচটা আগুনের প্রত্যেকটার সামনে বসে প্রার্থনা করে আবার মন্দিরের সীমানায় ফিরে যেত।'

'তার চেহারা দেখেছ?'

'সব সময়ই বোরখা পরে থাকত সে। এক ধরনের অলৌকিক আচ্ছন্ন করা জাঁকের সাথে চলাফেরা করত। অন্য পুরোহিতরা সীমাহীন শ্রদ্ধায় তার সাথে আচরণ করত, তার সামনে নতজানু হতো। নিশ্চয়ই ওদের গোষ্ঠীর প্রধান নারী পুরোহিত ছিল সে।'

'সে মন্দিরে থাকার সময় আকাশে বা প্রকৃতিতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ খেয়াল করেছ?'

'সত্যিই, ম্যাগাস, অনেক স্বর্গীয় চিহ্ন ছিল। তাকে প্রথমবারের মতো মন্দিরের আগুনের সামনে প্রার্থনা করতে দেখার দিনই সন্ধ্যা তারা কক্ষপথ পাল্টে আকাশের বুকে ভেসে গেছে। এর অল্প পরেই আরেকটা তাৎপর্যহীন, নামহীন তারা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠে আগুনে পুড়ে যায়। তার মন্দিরে থাকার পুরো সময়টায় নানা রঙের অদ্ভুত সব আলো উত্তর আকাশে নেচে বেড়িয়েছে। এইসব লক্ষণ দেখা দিয়েছে প্রকৃতিতে।'

'তোমার ধারণা, পর্দা ঢাকা সেই মহিলারই কাজ এসব?'

'আমি শুধু বলব, সে আসার পরেই এসব ঘটেছে। স্রেফ কাকতালীয় হয়ে থাকতে পারে। আমি জানি না।'

'ব্যস, এই?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল কালুলু। 'আরও আছে। প্রকৃতি যেন উত্তাল অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল। আপনাদের ক্ষেতের ফসল হলদে হয়ে মরে গেছে। গরুছাগলের পেট থেকে বাচ্চা বের হয়ে গেছে। আমাদের গোত্রের স্থায়ী সর্দার সাপের কামড় খেয়ে বলতে গেলে সাথে সাথে মারা গেছে। তার বড় বউ দুই মাথাঅলা একটা ছেলে জন্ম দিয়েছে।'

'ভীষণ খারাপ লক্ষণ,' গম্ভীর দেখাল তাইতাকে।

'আরও খারাপ ব্যাপারও আছে। আবহাওয়া ওলটপালট হয়ে গেছে। পাহাড়ের বুকে আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে প্রবল হাওয়া সব ছাদ উড়িয়ে নিয়ে গেছে। আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে গেছে গোত্রীয় টোটেম; আমাদের পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন রেলিক আর জুজু গিলে নিয়েছে। স্থায়ী সর্দারের কবর খুঁড়ে হাড়গোড় খেয়ে ফেলেছে হায়েনার দল।'

'তোমাদের জনগণ, পূর্বপুরুষ আর ধর্মের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ ছিল এটা,' বলল তাইতা।

'তারপর আমাদের পায়ের নিচে জ্যান্ত পশুর মতো নড়তে শুরু করে পৃথিবী। হ্রদের পানি লাফিয়ে শূন্যে উঠে আসে, উত্তপ্ত শাদা, ভয়ানক। মাছের ঝাঁক অদৃশ্য হয়ে যায়। হ্রদের পাখিগুলো পশ্চিমে উড়ে চলে যায়। সৈকতে বাঁধা আমাদের ক্যানুগুলোকে ভাসিয়ে নেয় ঢেউ। মাছধরার জালগুলো ছিঁড়েখুড়ে ফেলে। লোকজন আমাদের গোত্রের ক্রুদ্ধ দেবতাদের সাথে মধ্যস্ততা করার জন্যে আমার কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করেছে।'

'এমনি একটা অবস্থায় কী করতে পারতে তুমি?' জানতে চাইল তাইতা। 'কঠিন একটা কাজ করতে বলেছিল ওরা তোমাকে।'

'এখন আমরা যেখানে বসে আছি, সেখানে আসি আমি। আমার সাধ্যমতো সবচেয়ে কার্যকর জাদু সৃষ্টি করি। হ্রদের দেবতাদের শান্ত করতে আমাদের পূর্বপুরুষদের ছায়াকে আহ্বান জানাই। কিন্তু আমার আবেদনে কানে তুলো দিয়ে রেখেছে ওরা। আমার গোত্রের ভোগান্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপই করেনি। মদ্দা হাতি যেভাবে নগং বাদাম গাছ ঝাঁকায় ঠিক সেভাবে এই পাহাড়টাকে ঝাঁকিয়েছে তারা। এমনভাবে নাচছিল দুনিয়াটা যে মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। ক্ষুধার্ত সিংহের হাঁয়ের মতো গভীর ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, পিঠে বাচ্চা ঝোলানো নারী পুরুষকে গিলে নিয়েছে।' চিবুক বেয়ে নগ্ন বুকের উপর অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল তার। একজন দেহরক্ষী একটা লিনেনের কাপড় দিয়ে মুছে দিল।

'হ্রদের পানি সৈকতের উপর দিয়ে গর্জন তুলে ভয়ানক হিংস্রতায় গড়িয়ে আসতে দেখেছি আমি। আমাদের নিচের ক্লিফের আধাআধি দূরত্ব পর্যন্ত উঠে

আসছিল। প্রবল বৃষ্টির মতো আমার উপর এসে পড়ছিল ফোয়ারার পানি। রীতিমতো অন্ধ আর বধির হয়ে গিয়েছিলাম। মন্দিরে দিকে তাকিয়েছিলাম। মেঘ আর ফোয়ারার ভেতর দিয়ে গেটের সামনে কালো বোরখা পরা ছায়ামূর্তিকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। যুদ্ধ ফেরত স্বামীকে আহ্বান জানানো নারীর মতো উত্তাল হ্রদের দিকে দুই হাত মেলে রেখেছিল সে।' শ্বাস নেওয়ার জন্যে হাঁপাচ্ছে কালুলু, শরীর নিয়ন্ত্রণে রাখতে যুঝছে। তার হাত আর বাহু ঝাঁকি খাচ্ছে, নাচছে; পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগির মতো দুলছে মাথা। মুখে এমন খিঁচুনী হচ্ছে যেন মূর্ছা যাবে।

'শান্তি!' ওর মাথার উপর একটা হাত রাখল তাইতা। আস্তে আস্তে শান্ত, স্থির হয়ে এলো বামন। কিন্তু এখনও চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে আসছে। 'বেশি খারাপ লাগলে আর বলার দরকার নেই।'

'আপনার কাছে বলতেই হবে। কেবল আপনিই বুঝবেন।' মুখ হাঁ করে বাতাস টেনে নিল সে, তারপর আবার খেই ধরল, 'পানি দুফাঁক হয়ে ঢেউয়ের ভেতর থেকে গাঢ় বস্তু ঠেলে বের হয়ে এলো। প্রথমে ভেবেছিলাম গভীর থেকে উঠে আসা জ্যান্ত দানো বুঝি।' সবচেয়ে কাছের দ্বীপের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওখানে কোনও দ্বীপ ছিল না। হ্রদের পানি ছিল উন্মুক্ত, শূন্য। তারপর ওই পাথরটা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। এখন যে দ্বীপটাকে দেখতে পাচ্ছেন সেটা হ্রদের জঠর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসা নবজাতকের মতো জন্ম নিয়েছে।' দ্বীপের দিকে ইঙ্গিত করার সময় ভীষণভাবে কাঁপতে লাগল তার হাত। 'কিন্তু ওটাই শেষ নয়। আরও একবার জল দুভাগ হয়ে যায়। হ্রদের তলা থেকে আরেকটা পাথরের একটা চাঙর উঠে আসে। ওটাই সেই লাল জোড়া পাথর! হাপরের আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছিল। হিসহিস শব্দে বাষ্প হয়ে দুপাশে সরে যাচ্ছিল পানি। পাথর ছিল আধা গলা, গভীর থেকে

গাছপালার সারির সাথে এক স্তরে আসার পর জমিন দুভাগ হয়ে যায়, সামনে খুলে যাওয়া গভীর খাদে পড়ে যাই আমি। বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেও আমার একটা পা ভেঙে গিয়েছিল। উপরে চলে এসেছিলাম প্রায়, এমন সময় মানুষখেকো দানোর চোয়ালের মতো যেমন দ্রুত ফাঁক হয়েছিল তেমনি দ্রুত আবার বুজে গেল জামিনের ফোকরটা। আমার দুটো পাই আটকে গেল, হাড় ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল। দুদিন ওখানে পড়ে ছিলাম আমি, তারপর তামাফুপা থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা এসে আমাকে উদ্ধার করে। আমাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিল ওরা, কিন্তু পাথরের দুটো খণ্ডের মাঝখানে আটকা পড়েছিল আমার পা। আমাকে একটা ছুরি আর কুড়োল এনে দিতে বললাম ওদের। ওরা আমাকে ধরে রাখার সময় নিজের পা কেটে ফেললাম। বাকলের কাপড়ে কাটা পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধলাম। আমার গোত্রের লোকজন অভিশপ্ত এলাকা ছেড়ে কিয়োগার জলাভূমিতে পালিয়ে যাবার সময় আমাকেও সাথে নিয়ে যায়।'

'সেইসব দিনের ভীষণ ঘটনাগুলো আবার তোমার মনে পড়ে গেছে,' বলল তাইতা। 'তোমার শক্তির উপর ধকল গেছে তাতে। তোমার সমস্ত কথা শুনে আমি দারুণ অভিভূত। তোমার মেয়েদের ডেকে বলো আবার নিরাপদে তোমাকে তামাফুপায় নিয়ে যেতে, ওখানে তোমাকে অবশ্যই বিশ্রাম নিতে হবে।'

'আপনি কী করবেন, ম্যাগাস?'

'কর্নেল মেরেন ওটা ফেটে পড়ে কিনা দেখার জন্যে তপ্ত পাথরের প্রাচীর ঠাণ্ডা করতে তৈরি হয়ে আছে। ওকে সাহায্য করব।'

দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা কাঠের পাহাড় পুড়ে গনগনে ছাইয়ের গাদায় পরিণত হয়েছে। লাল জোড়া-পাথর এত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যে ওটার চারপাশের হাওয়া মরুভূমির মরীচিকার মতো কাঁপছে, তরঙ্গায়িত হচ্ছে। চারটে দল লাল জোড়া-পাথরের চূড়ায় *শাদুফে* হুইলের চারপাশে অবস্থান নিয়েছে। কারওই পাথর ভাঙার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। অবশ্য, তাইতা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছে ওদের।

'আপনি তৈরি, ম্যাগাস?' গোর্জ থেকে প্রতিধ্বনিত হলো মেরেনের কণ্ঠস্বর।

'তৈরি!' পাল্টা চিৎকার করল তাইতা।

'পাম্প শুরু করো!' চিৎকার করে উঠল মেরেন।

শাদুফের হাতল আঁকড়ে ধরল লোকেরা, নিজেদের সম্পূর্ণ ভর ছেড়ে দিল তার উপর। তাল মিলিয়ে ওঠানামা করতে লাগল ওদের মাথা। হাবারি স্থানীয় ঢোলের গায়ে বাজনা বাজাচ্ছে। খালি বালতির সারি জলের তলে নেমে গেল। ভর্তি হলো, তারপর উঠে গেল দেয়ালের মাথায়। এখানে কাঠের ট্রাফে ঢালা হলো সেই পানি,

দেয়ালের কুঁজের উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে উল্টোদিকের তপ্ত পাথরের দেয়ালের উপর ঢেলে দিতে লাগল। সাথে সাথে হিসহিস শব্দে বাষ্পের ঘন শাদা মেঘে ভরে গেল চারদিকের বাতাস, দেয়াল আর ওটার উপরের মানুষজন ঢেকে ফেলল। হাতলে যারা ছিল এক মুহূর্তের জন্যেও হতোদ্যম হলো না তারা, কিনারার উপর দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। বাষ্প হিসহিস করে উঠল। গোঙানি ও গর্জনের আওয়াজ উঠল চুপসে আসা পাথরে।

'ভাঙছে?' চিৎকার জানতে চাইল তাইতা।

দেয়ালের পায়ের কাছে ঘন বাষ্পের আড়ালে হারিয়ে গেছে মেরেন। পানির গড়িয়ে পড়া আর বাষ্পের হিসহিস শব্দের নিচে প্রায় চাপা পড়ে গেল মেরেনের কণ্ঠস্বর। 'কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ওদের পাম্প করে যেতে বলুন, ম্যাগাস!'

শাদুফের লোকজন ক্লান্ত হয়ে আসছে। ওদের জায়গায় নতুন দল বসাল তাইতা। দেয়ালের গা বরাবর পানি ঢালা অব্যাহত রাখল ওরা। আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে মিলিয়ে যেতে শুরু করল হিসহিস করা বাষ্পের মেঘ।

'পাম্প করে চলো!' গর্জে উঠল মেরেন। আবার দল পাল্টাল তাইতা। তারপর ধীর পায়ে কিনারার কাছে এসে নিচে উঁকি দিল। কিন্তু ক্লিফের বাঁক দেয়ালের নিচের দিকটা আড়াল করে রেখেছে। 'আমি নিচে যাচ্ছি,' পাম্পের লোকদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল ও। 'আমি নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত থামাবে না।' গোর্জের দিকে নেমে যাওয়া পথের দিকে দ্রুত পা বাড়াল ও। সাধ্যমতো দ্রুত নিচে নামতে লাগল। নিচে মেরেন ও ফেনের অবয়ব বোঝার মতো যথেষ্ট পরিষ্কার হয়ে এসেছে বাষ্প। দেয়ালের অনেক কাছে চলে গেছে ওরা। পরীক্ষার ফল নিয়ে আলোচনা করছে।

'পাথরের দেয়ালের বেশি কাছে যেয়ো না,' বলল তাইতা, কিন্তু ওরা শুনেছে বলে মনে হলে না। এখনও পানি ঝরছে। ছাই ধুয়ে নদীর তলদেশের দিকে নিয়ে গেছে।

'হো, মেরেন! কী অবস্থা?' রাস্তা ধরে দ্রুত নেমে যাওয়ার সময় জোরে ডাকল ও। ওর দিকে মাথা তুলে তাকাল মেরেন। ওর চেহারা এমন হাস্যকরভাবে করুণ দেখাচ্ছে যে হেসে ফেলল তাইতা। 'এত গম্ভীর কেন?'

'কিচ্ছু না!' বিলাপ করল মেরেন। 'সব চেষ্টাই জলে গেল।' বাষ্পের অবশেষের দিকে এগিয়ে গিয়ে পাথরের দিকে হাত বাড়াল সে।

'সাবধান!' চিৎকার করে বলল তাইতা। 'এখনও গরম ওটা।' চট করে হাত সরিয়ে নিল মেরেন। তারপর তলোয়ার বের করল। ব্রোঞ্জের ফলা দিয়ে স্পর্শ করল।

ওর একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ফেন। 'পাথর এখনও অটল,' চিৎকার করে বলল ফেন। ওদের পেছনে এসে দাঁড়াল তাইতা। ফেন ও মেরেন বাষ্প ওঠা পাথরের দেয়াল থেকে মাত্র হাত খানেক দূরে। ফেনের কথাই ঠিক, বুঝতে পারল

ও: আগুনের আঁচে কালো হয়ে গেলেও অক্ষত রয়ে গেছে লাল জোড়া-পাথরের দেয়াল।

তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওটার গায়ে টোকা দিল মেরেন। নিরেট আওয়াজ উঠল। রাগের সাথে আরও জোরে আঘাত হানতে মাথার উপর তলোয়ার তুলল ও। হতাশা দূর করতে চায়। ওদের ঢেকে রাখা বাষ্পের মেঘ ভেজা-ভেজা, উষ্ণ। সহসা প্রবল বৈপরীত্য অনুভব করল তাইতা: হাত ও মুখে বরফের শীতলতা। সাথে সাথে অন্তর্চক্ষু খুলল ও। মেরেন যেখানে আঘাত হেনেছে সেখানে ছাইয়ে কালো হয়ে যাওয়া পাথরে সূক্ষ্ম ফুটো দেখতে পেল। লাল আভা বিলোচ্ছে ওটা। তারপর বেড়ালের থাবার আকার নিল ওটা–ভোরের ইয়োসের প্রতীক।

'পিছিয়ে যাও!' হুকুম দিল তাইতা। নির্দেশ জোরাল করতে শক্তির কণ্ঠস্বর ব্যবহার করল। একই সাথে সামনে লাফ দিয়ে ফেনের হাত জাপ্টে ধরেই সাঁৎ করে সরিয়ে নিয়ে এলো ওকে। কিন্তু মেরেনকে সতর্ক করতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছে। মেরেন সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও উজ্জ্বল জায়গাটায় আঘাত করল ওর তলোয়ারের ডগা। কাঁচ ভাঙার মতো আওয়াজ করে বাইরের দিকে বিস্ফারিত হলো ইয়োসের প্রতীকের ঠিক নিচে পাথরের ছোট একটা অংশ, বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলোর একটা ঝটকা এসে লাগল ওর চোখে মুখে। বেশির ভাগই ছোট ছোট টুকরো হলেও সূচের মতো তীক্ষ্ণ। পেছনে ধাক্কা খেল ওর মাথা। তলোয়ার ফেলে দুই হাতে মুখ ঢাকল ও। হাতের ফাঁক গলে রক্ত বুকের উপর ঝরতে লাগল।

ওর দিকে ছুটে গেল তাইতা, হাত ধরে স্থির করল ওকে। জমিনে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে ফেনকে। কিন্তু হাঁছড়েপাছড়ে উঠেই ছুটে এলো সাহায্য করতে। দুজনে মিলে ধোঁয়া-ওঠা পাথরের কাছ থেকে মেরেনকে সরিয়ে আনল, এক চিলতে ছায়া খুঁজে বসাল ওকে।

'সরে যাও!' বাকি লোকদের নির্দেশ দিল তাইতা। 'ওদের অনুসরণ করে এগিয়ে এসেছিল ওরা, চেপে আসছিল। 'আমাদের কাজ করার মতো জায়গা দাও।' ফেনের উদ্দেশে বলল, 'পানি নিয়ে এসো।'

দৌড়ে গিয়ে একটা লাউ নিয়ে এলো ও। মেরেনের মুখ থেকে ওর হাত সারাল তাইতা। ভয়ে আঁতকে উঠল ফেন। ভুরু কুঁচকে ওকে চুপ থাকতে ইশারা করল তাইতা।

'এখনও সুন্দর আছে আমার চেহারা?' হাসার চেষ্টা করল মেরেন। কিন্তু চোখজোড়া শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে। চোখের পাতা ভারি, রক্ত জমাট বেঁধে গেছে।

'ভালোই উন্নতি হয়েছে,' ওকে আশ্বস্ত করে বলল তাইতা। রক্ত ধুতে শুরু করল ও। কয়েকটা ক্ষত কেবল উপরের, তবে তিনটা বেশ গভীর। একটা ওর নাকের পাটার উপর দিয়ে গেছে, দ্বিতীয়টা গেছে ওপরের ঠোঁটের ওপর দিয়ে, আর তিন নম্বরটা সবচেয়ে খারাপ, ডান পাশের চোখের পাতা ভেদ করে গেছে। চোখের কোটরে পাথরের একটা টুকরো আটকে থাকতে দেখল তাইতা।

'আমার ওষুধের ব্যাগটা নিয়ে এসো,' ফেনকে বলল ও। ওদের সরঞ্জাম রাখার জায়গার দিকে দৌড়ে গেল ফেন, চামড়ার থলেটা নিয়ে ফিরে এলো।

অস্ত্রপচারের বান্ডিলটা খুলল তাইতা। প্রোবসহ একটা আইভরি ফোরসেপ বেছে নিল। 'চোখ খুলতে পারবে?' আস্তে করে জিজ্ঞেস করল ও।

চেষ্টা করল মেরেন, বাম চোখটা সামান্য খুলল। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত চোখের পাতা কাঁপলেও ডান চোখটা বন্ধই রইল।

'নাহ, ম্যাগাস,' চাপা কণ্ঠে বলল মেরেন।

'অনেক ব্যথা?' দরদের সাথে জানতে চাইল ফেন। 'বেচারা মেরেন।' ওর হাত ধরল সে।

'ব্যথা? মোটেই না। তোমার ছোঁয়ায় অনেক ভালো লাগছে।'

মেরেনের দাঁতের ফাঁকে এক টুকরো চামড়া গুঁজে দিল তাইতা। 'কামড়ে থাকো।' পাথরের টুকরোর উপর ফোরসেপের দুই মাথা চেপে ধরল। একটা মাত্র দৃঢ় প্রয়াসে বের করে আনল ওটা। গুঙিয়ে উঠল মেরেন। বিকৃত হয়ে গেল ওর চেহারা। ফোরসেপটা একপাশে নামিয়ে রেখে আঙুল দিয়ে আস্তে করে খুলল দুই চোখের পাতা। পেছনে ফেনের আঁতকে ওঠার আওয়াজ পেল।

'বেশি খারাপ?' জানতে চাইল মেরেন।

চুপ থাকল তাইতা। অক্ষিগোলক ফেটে গেছে, গাল বেয়ে নেমে আসছে রক্তাক্ত জেলি। নিমেষে তাইতা বুঝে গেল এই চোখে আর কোনওদিনই দেখতে পাবে না মেরেন। আস্তে করে অন্য চোখের পাতা খুলল ও। তাকাল ওটার ভেতরে। চোখের মণি বড় হয়ে ঠিকমতো স্থির হচ্ছে, লক্ষ করল ও। অন্য হাতটা উঁচু করল ও। 'কয়টা আঙুল?' জিজ্ঞেস করল ও।

'তিনটা,' জবাব দিল মেরেন।

'তাহলে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যাওনি,' বলল তাইতা। কঠিন যোদ্ধা মেরেন। ওকে সত্য থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন বা উচিত নয়।

'অর্ধেকটা পথ চলে গেছি?' তীর্যক হেসে জিজ্ঞেস করল মেরেন।

'সেজন্যেই দেবতারা তোমাকে দুটি চোখ দিয়েছেন,' বলল তাইতা। শাদা লিনেনের টুকরোয় নষ্ট চোখটা বাঁধতে শুরু করল ও।

'ডাইনীটাকে আমি ঘৃণা করি। এটা তার কাজ,' বলল ফেন। মৃদু স্বরে কাঁদতে লাগল ও। 'ওকে আমি ঘৃণা করি। ঘৃণা করি।'

'কর্নেলের জন্যে একটা খাটিয়া বানাও,' লোকদের নির্দেশ দিল তাইতা, কাছেই অপেক্ষায় ছিল ওরা।

'লাগবে না,' প্রতিবাদ করল মেরেন। 'আমি হাঁটতে পারব।'

'অশ্বারোহী বাহিনীর প্রথম আইন হচ্ছে,' ওকে মনে করিয়ে দিল তাইতা, 'চড়তে পারলে কোনও সময়ই হাঁটবে না।'

খাটিয়া তৈরি হলে মেরেনকে ওটায় উঠতে সাহায্য করল ওরা। তারপর তামাফুপার উদ্দেশে রওয়ানা দিল। অল্প কিছু সময় চলার পর তাইতাকে ডাকল ফেন। 'ওদিকে অচেনা লোকজন আমাদের দিকে নজর রাখছে।' শুকিয়ে যাওয়া নদীপথের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ও। দিগন্ত রেখায় দাঁড়িয়ে অছে একটা ছোট দল। গুনল ফেন। 'পাঁচজন।'

নেংটি পরে থাকলেও শরীর নগ্ন। সবার কাছেই বর্শা আর মুগুর। দুজনের কাছে তীর-ধনুক দেখা যাচ্ছে। ওদের ভেতর সবচেয়ে লম্বা জন রয়েছে সামনে। লাল ফ্লেমিঙ্গো পালকের শিরস্ত্রাণ পরেছে। ওদের হাবভাব উদ্ধত, বৈরী। সর্দারের পেছনে দুজনকে আহত বা চোট পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সতীর্থরা সাহায্য করে ওদের।

'ম্যাগাস, যুদ্ধে ছিল ওরা,' বলল খাটিয়াবাহকদের একজন শোফার।

'ওদের উদ্দেশে হাঁক দাও!' নির্দেশ দিল তাইতা। চিৎকার করে হাত নাড়ল শোফার। যোদ্ধাদের কেউই এতটুকু প্রতিক্রিয়া দেখাল না। ফের চিৎকার করল শোফার। ফ্লামিঙ্গো পালকের শিরস্ত্রাণ পরা সর্দার নির্দেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বর্শা উঁচু করল। সাথে সাথে দিগন্ত থেকে উধাও হয়ে গেল তার লোকজন। খাখা করতে লাগল পাহাড়ের শরীর। ওরা অদৃশ্য হওয়ার পরপরই দূরাগত একটা আর্তচিৎকার ভেসে এসে নীরবতা ভেঙে দিল।

'শহর থেকে আসছে শব্দটা,' চট করে সেদিকে চোখ ফেরাল ফেন। 'ওখানে ঝামেলা হচ্ছে।'

লাল জোড়া-পাথরের কাছে তাইতাকে রেখে আসার পর দেহরক্ষীরা নদীর উপত্যকা দিয়ে বয়ে তামাফুপার দিকে বয়ে নিয়ে গেছে কালুলুকে। মানুষটা দারুণ বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকায় ধীরে, সাবধানে পথ চলেছে ওরা। ওকে ওষুধের লাউ থেকে খেতে দিতে আর মুখ ভেজাতে ও ভেজা কাপড়ে মোছার জন্যে কয়েক শো গজ পরপরই থামতে হয়েছে ওদের। সূর্যের বাঁকা পথের হিসাবে উপত্যকা থেকে বের হয়ে ঢাল বেয়ে তামাফুপার তোরণের উদ্দেশে বাইতে শুরু করতে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা লেগে গেল।

নিবিড় কিতার কাঁটা ঝোপের ভেতর পৌঁছতেই এক দীর্ঘদেহী আগন্তুক ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। কালুলু আর মেয়েরা চিনতে পারল তাকে। কেবল ফ্লামিঙ্গো পালকের শিরস্ত্রাণের কারণে নয়। খাটিয়া নামিয়ে রেখে প্রণত হলো মেয়েরা।

'আমরা আপনাকে দেখেছি, মহান সর্দার,' সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল ওরা। কোনওমতে একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল কালুলু। সভয়ে তাকাল আগন্তুকের দিকে। বাসমা হচ্ছে তামাফুপা আর কিওগাদের দেশের মাঝখানে বাসিন্দা বাসমারা

গোত্রের অবিসম্বাদিত সর্দার। মন্দির নির্মাণকারী ও হ্রদের গভীর থেকে লাল পাথর তুলে আনা আগন্তুকদের আগমনের আগে শক্তিমান শাসক ছিল সে। এখন তার গোত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, শাসন বিক্ষিপ্ত।

'হে, শক্তিমান বাসমা,' সম্মানের সাথে বলল কালুলু। 'আমি আপনার কুকুর।'

বাসমা ছিল ওর চির শত্রু, প্রতিপক্ষ। এতদিন খ্যাতি আর মর্যাদার কারণে সুরক্ষিত ছিল কালুলু। এমনকি বাসমারাদের সর্দারও ওর মতো ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী শামানের ক্ষতি করার সাহস করে ওঠেনি। অবশ্য কালুলূ জনত, নীলের বুকে বাঁধ ওঠার পর থেকে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল বাসমা।

'তোমার উপর নজর রাখছিলাম আমি, জাদুকর,' শীতল কণ্ঠে বলল বাসমা।

'আপনার মতো এমন শক্তিশালী একজন সর্দার আমার মতো এক নগণ্য প্রাণীর কথা ভেবেছেন জেনে নিজেকে সম্মানিত মনে করছি।' বিড়বিড় করে বলল কালুলু। ঝোপ থেকে বের হয়ে এলো দশজন বাসমারা যোদ্ধা। সর্দারের পেছনে অবস্থান নিল।

'গোত্রের শত্রুদের পথ দেখিয়ে তামাফুপায় নিয়ে এসেছ তুমি। আমার শহর দখল করে নিয়েছে ওরা।'

'ওরা শত্রু নয়,' জবাব দিল কালুলু। 'আমাদের বন্ধু, মিত্র। ওদের নেতা একজন মহান শামান, আমার চেয়েও অনেক বেশি জ্ঞানী ও শক্তিশালী। লাল জোড়া পাথর ধ্বংস করে নীল নদকে আবার প্রবাহিত করার জন্যে পাঠানো হয়েছে তাকে।'

'কী কাঁচা মিথ্যা এসব, ব্যাটা পাহীন বিশ্রী বস্তা? এরাও নদীর মুখে মন্দির নির্মাতাদের মতোই জাদুকর, অন্ধকারের আত্মার অভিশাপ বয়ে এনেছে অন্যদের মতোই, যারা হ্রদের জলকে টগবগিয়ে ফুটিয়েছে, পৃথিবীর বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। ওরাই গভীর থেকে পাথরটাকে তুলে এনেছে, আমাদের বাবা-মা মহান নদী রুদ্ধ করেছে।'

'ব্যাপারটা তা নয়,' খাটিয়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল কালুলু, বাসমার মুখোমুখি হতে কাটা পায়ের উপর ভর দিয়ে সামনে এগোল। 'ওরা আমাদের বন্ধু।'

আস্তে করে বর্শা তুলে বামনের বুক তাক করল বাসমা। এটা শাস্তির একটা ভঙ্গি। নিজের দেহরক্ষীদের দিকে তাকাল কালুলু। ওরা বাসমার অধীন কোনও গোত্রের সদস্য নয়, ওদের বেছে নেওয়ার এটাও একটা কারণ ছিল। অনেক উত্তরের এক যোদ্ধা গোত্র থেকে এসেছে ওরা। অবশ্য, বাসমা ও ওর মাঝে যেকোনও একজনকে বেছে নিতে হলে ওরা কার পক্ষে যাবে নিশ্চিত করে বলতে পারবে না ও। যেন ওর অনুক্ত প্রশ্নের জবাবেই ওকে ঘিরে অবস্থান দৃঢ় করল আটজন মেয়ে। ইম্বালি–ফুল–ওদের নেতা। হয়তো বা আস্ত্রাসাইট কুঁদে বের করা হয়ে থাকতে পারে ওর শরীর। ওর কালো ত্বকে তেল মাখানো বলে রোদ লেগে চিকচিক করছে। সূক্ষ্ম, চ্যাপ্টা পেশিতে কিলবিল করছে হাত পা। উঁচু, দৃঢ় বুক ওর,

আচরিক ক্ষতের নকশা করা। দীর্ঘ গ্রীবা, গর্বিত। চোখজোড়া হিংস্র। কোমরের কাছে ফুটোয় ঝোলানো যুদ্ধ-কুড়োলটা আলগা করে নিল সে। বাকিরা ওর নজীর অনুসরণ করল।

'এখন আর তোমার বেশ্যারা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না, কালুলু,' বিতৃষ্ণার সাথে নাক সিঁটকাল বাসমা। 'জাদুকরকে মেরে ফেল,' নিজের যোদ্ধাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল সে। কালুলুর দিকে বর্শা ছুঁড়ে দিল।

আগেই আঁচ করেছিল ইম্বালি। সামনে ঝাঁপ দিল সে। ডান হাতে পাঁই করে ঘোরাল যুদ্ধ-কুড়োল, মাঝপথেই আঘাত করল বর্শাটাকে। সোজা শূন্যে পাঠিয়ে দিল ওটা, নিচে নেমে আসতেই বাম হাতে নিপূণভাবে ধরে ফেলল। ফলাটা এগিয়ে দিল আগুয়ান যোদ্ধাদের মোকাবিলায়। প্রথম লোকটা সোজা ওটার দিকেই তেড়ে এসে ঠিক স্টার্নামের নিচে শূলবিদ্ধ হলো। পিছিয়ে গিয়ে পেছনে ছুটে আসা লোকটার উপর পড়ল। ভারসাম্য হারাল সে। লুটিয়ে পড়ল মাটিতে পেটে বেঁধা ফলা নিয়েই হাত পা ছুঁড়তে লাগল। তার লাশের উপর দিয়ে মোহনীয় ভঙ্গিতে লাফ দিল ইম্বালি, সামলে ওঠার আগেই পেছনের লোকটাকে কায়দা করল। মাথার ওপর তুলে আনল কুড়োলটা, পরক্ষণে কনুই থেকে আলগা করে নিল লোকটার বর্শা ধরা হাত। সাথে সাথে পাঁই করে ঘুরে ভরবেগ কাজে লাগিয়ে তৃতীয় লোকটার ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করল। সামনে ছুটে আসছিল সে। বসার ভঙ্গিতে লুটিয়ে পড়ল মুণ্ডহীন লাশটা, কাটা ধমনী থেকে ফিনকি দিয়ে উজ্জ্বল লাল রক্ত বের হয়ে আসতে লাগল। এবার জমিনে লুটিয়ে পড়ল সে, রক্তে ভিজে যেতে লাগল জমিন।

কালুলুকে ঘিরে ধরে চট করে পিছিয়ে এলো ইম্বালি আর অন্য মেয়েরা, খাটিয়ার র-হাইড স্ট্র্যাপ ধরে তুলে নিল ওটা। তারপর ধাক্কা মারার অস্ত্রের মতো ওটা নিয়ে ধেয়ে গেল বাসমারাদের দিকে। কুড়োলের ফলা শূন্যে পাক খেয়ে শিষ তোলার সময় বিকট স্বরে উলু ধ্বনি করতে লাগল। থ্যাঁচ থ্যাঁচ করে মাংস আর হাড়ে বিঁধতে লাগল সেগুলো।

দ্রুত একাট্টা হলো বাসমার লোকজন। পরস্পরের সাথে লাগানো বর্ম নিয়ে ওদের মুখোমুখি হলো। ওদের মাথা লক্ষ্য করে দীর্ঘ বর্শা ছুঁড়ে দিল। একজন লুটিয়ে পড়ল, গলায় পাথরের ফলা ঢুকে পড়ায় নিমেষে প্রাণ হারাল সে। অন্যরা খাটিয়া উঁচু করে বর্মের সারির উপর আঘাত হানল। দুপক্ষই একে অন্যের উপর চাপ দিতে লাগল। বাসমারাদের একজন হাঁটু ভেঙে বসে খাটিয়ার তলা দিয়ে সারির মাঝখানের মেয়েটার পেটে আঘাত হানল। খাটিয়া ছেড়ে পেছনে পাক খেল সে। সরে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ঝটকা দিয়ে বর্শা আলগা করে নিল হানাদার, ফের ওর কিডনি লক্ষ্য করে আঘাত করল। গভীরে গেঁথে গেল আঘাতটা, বর্শাটা মেরুদণ্ডের পাশ ঘেঁষে যাবার সময় এক লহমায় জীবনের জন্যে পঙ্গু করে দিল ওকে, আর্তচিৎকার করে উঠল বেচারা।

কয়েক কদম পিছিয়ে গেল কালুলুর দেহরক্ষীরা, আহত মেয়ের শূন্যস্থান পূরণ করে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল খাটিয়াটা। বর্ম উঁচু করে ধরল বাসামারারা, তারপর আরও একবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তেড়ে এলো। খাটিয়ার দিকে ছুটে আসার সময় বর্মের নিচের প্রান্ত দিয়ে আঘাত হানল ওরা, কুঁচকি ও পেট ওদের নিশানা। বর্মের রেখা সামনে পেছনে আসা যাওয়া করছে। আরও দুটো মেয়ে লুটিয়ে পড়ল। একজনের উরুর উপরে লেগেছে আঘাত, ফলে ফেমারের ধমনী ছিন্ন হয়েছে। পিছিয়ে গেল সে, ক্ষতস্থানের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে ধমনীর রক্তক্ষরণ থামানোর প্রয়াসে চিমটি দিয়ে ধরে রাখল। উবু হয়ে থাকায় পিঠ অরক্ষিত হয়ে পড়ল তার, এক বাসমারা মেরুদণ্ডে আঘাত হানল। দুই কশেরুকার মাঝখানে আশ্রয় নিল বর্শার ফলা। আড়ষ্ট পা হাল ছেড়ে দিল তার। ফের তাকে আঘাত করল লোকটা, কিন্তু মেয়েটাকে হত্যায় ব্যস্ত থাকায় খাটিয়ার নিচে দিয়ে বাউলি কেটে এগিয়ে এসে তার মাথায় কুড়োল বসিয়ে দিল ইম্বালি।

খাটিয়ার উপর অসমান চাপ ওটার ঘূর্ণী কমিয়ে দিয়েছে। একপাশে অরক্ষিত পড়ে আছে কালুলু। এই মুহূর্তটাকেই বেছে নিল সর্দার বাসমা: বর্মের প্রাচীর ছেড়ে স্যাঁৎ করে বের হয়ে এসেই খাটিয়ার একপাশ দিয়ে ঝুপ করে বসে দৌড়ে এলো ওর দিকে। ওকে আসতে দেখল কালুলু, চট করে হাতের উপর অবস্থান নিল সে। বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সাথে কিতার কাঁটার গাছের ঝোঁপের দিকে ধেয়ে গেল। প্রায় পৌঁছে গেছে, এমন সময় তাকে ধরে ফেলল বাসমা, দুবার আঘত করল। 'বেঈমান!' চিৎকার করে উঠল সর্দার। পিঠের ঠিক মাঝখানে অঘাত করল তার বর্শার ডগা। অনেক চেষ্টায় হাতের উপর খাড়া হয়ে থাকল কালুলু। লাফ দিয়ে আগে বাড়তে লাগল, কিন্তু আবার ওর নাগাল পেল বাসমা। 'ডাইনীর চ্যালা!' আর্তনাদ করে উঠল সে। ফের আঘাত করল, এবার ক্ষুদে মানুষটার চুপসানো ঢোকানো কুঁকচি হয়ে পেটে। আর্তনাদ করতে করতে হাঁচড়ে-পাঁছড়ে বনের দিকে ছুটতে লাগল কালুলু। ওর ট্র্যাক অনুসরণের প্রয়াস পেল বাসমা। কিন্তু চোখের কোণ দিয়ে মাথার উপর কুড়োল তুলে ওর দিকে ছুটে আসতে দেখল ইম্বালিকে। চট করে বসে পড়ল সে, ইম্বালির কুড়োল তার কানের পাশ দিয়ে শিস তুলে চলে যাওয়ামাত্র ওর পাল্টা আঘাত থেকে সরে গেল, ছুট লাগাল। ওকে পালাতে দেখে অনুসরণ করল তার লোকেরা, ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে দূরে।

'জাদুকর মরেছে!' চিৎকার করে বলল বাসমা।

গলা মেলাল তার যোদ্ধারা। 'কালুলু মরেছে! শয়তার আর দানোদের লোককে মারা হয়েছে!'

'ওদের জন্ম দেওয়া কুত্তীদের কাছে ফিরে যেতে দাও,' পিছু ধাওয়া থেকে নিজের মেয়েদের ঠেকাল ইম্বালি। 'আমাদের মনিবকে বাঁচাতে হবে।'

ওকে ঘন ঝোঁপে যখন আবিষ্কার করল, কালুলু গোল বলের মতো ব্যথায় কাঁদছে। যত্নের সাথে ওকে কাঁটা ঝোপ থেকে উদ্ধার করে আনল ওরা, তারপর

আবার খাটিয়ায় তুলে দিল। ওই মুহূর্তে আরও নিচের ঢাল থেকে ভেসে আসা একটা চিৎকার ওদের বাধা দিল।

'সেই প্রবীন লোকের কণ্ঠস্বর,' তাইতার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছে ইম্বালি। ওদের পথ দেখাতে উলু ধ্বনি করল সে।

অচিরেই দৃষ্টিসীমায় এলো তাইতা ও ফেন। খুব কাছে থেকে ওদের অনুসরণ করছে মেরেনকে খাটিয়ায় বয়ে আনা দলটা।

'কালুলু, তুমি মারাত্মক আহত হয়েছ,' আস্তে করে বলল তাইতা।

'উঁহু, ম্যাগাস, আহত নই,' যন্ত্রণাদায়কভাবে মাথা নাড়ল কালুলু। 'মনে হচ্ছে মরে গেছি।'

'জলদি শিবিরে নিয়ে চলো ওকে!' ইম্বালি ও তার তিন জীবিত সঙ্গীকে বলল তাইতা। 'আর তোমরা পুরুষরা!' মেরেনের খাটিয়া অনুসরণকারী চারজনকে বেছে নিল ও। 'এখানে তোমাদের সাহায্য লাগবে!'

'দাঁড়ান!' তাইতার হাত জাপ্টে ধরে ওকে ঠেকাতে চাইল কালুলু। 'বাসমার কাজ এটা, বাসমারাদের প্রধান সর্দার।'

'সে তোমাকে হামলা করতে গেল কেন? নিশ্চয়ই ওর শিষ্য ছিলে তুমি?'

'বাসমার ধারণা আপনারা মন্দির নির্মাণকারী গোত্রের লোক, এখানে এসেছেন আরও বিপর্যয় আর দুর্যোগ ঘটাতে। তার ধারণা আমি আপনাদের সাথে যোগ

কবর থেকে সরে আসার পর চার দেহরক্ষী ওর সামনে এসে দাঁড়াল। শিলুক ভাষায় সবার হয়ে কথা বলল ইম্বালি। 'আমাদের মনিব চলে গেছেন। দেশ থেকে অনেক দূরে একা পড়ে গেছি আমরা। আপনি একজন শক্তিমান শামান, কালুলুর চেয়েও মহান। আমরা আপনাকে অনুসরণ করব।'

নাকোন্তোর দিকে তাকাল তাইতা। 'এই মেয়েদের সম্পর্কে কী ধারণা তোমার? ওদের সাথে নিলে তোমার অধীনে গ্রহণ করবে? জিজ্ঞেস করল ও।

গম্ভীরভাবে প্রশ্নটা উল্টেপাল্টে দেখল নাকোন্তো। 'ওদের লড়তে দেখেছি। ওদের সাথে পেলে খুশিই হবো।'

মাথাটাকে জাঁকাল ভঙ্গিতে কাত করে ওর উপস্থিতি ও কথাগুলো মেনে নিল ইম্বালি। 'যতদিন আমাদের মনে চাইবে ততদিন আমরা এই তোতলা শিলুক মরদের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাব, কিন্তু পেছনে কখনও নয়,' তাইতাকে বলল সে।

নাকোন্তার সাথে প্রায় চোখে চোখ রেখে তাকাল ইম্বালি। স্পষ্ট ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে পারস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল অসাধারণ জুটিটা। অন্তর্চক্ষু খুলল তাইতা, ওদের আভায় পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ প্রতিফলিত হতে দেখে মৃদু হাসল। 'ঠিকাছে, নাকোন্তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ঠিকাছে,' আবার সম্মতিসূচক বেপরোয়া একটা ভঙ্গি করল নাকোন্তো। 'আপাতত।'

ফেন ও শিলুক শিবির-অনুসারীরা মেরেনের জন্যে বড়সড় একটা কুঁড়ে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দিল। তারপর উন্মুক্ত আগুনে তাইতার কিছু বিশেষ ভেষজ লতা পোড়াল ফেন। সুবাসিত ধোঁয়ায় কুঁড়েটাকে আবাস করে নেওয়া পোকামাকড় আর মাকড়শা তাড়াল। টাটকা ঘাসের একটা তক্তপোষ বানাল ওরা, তারপর মেরেনের মাদুর বিছিয়ে দিল ওটার উপর। ব্যথায় এমন কাতড়াচ্ছে সে, ফেনের বাড়িয়ে ধরা বাটি থেকে খাবার জন্যে মাথা পর্যন্ত তুলতে পারছে না। মেরেন ফের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার মতো সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চার ডিভিশনের দায়িত্ব নিতে হিলতো-বার-হিলতোকে পদোন্নতি দিল তাইতা।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাচাই করতে গোটা শহর জরিপ করল তাইতা ও হিলতো। পানি সরবরাহ নিশ্চিত করাই ছিল ওদের প্রথম চিন্তা। গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটা গভীর কূপ রয়েছে। কূপের সাথে একটা সংকীর্ণ মাটির সিঁড়ি নেমে গেছে পানির দিকে। পানি বেশ ভালো। শোফারের অধীনে একটা দলকে বাসমারাদের আক্রমণের প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সমস্ত লাউ আর চামড়ার

পানির পাত্র ভর্তি রাখার নির্দেশ দিল তাইতা। লড়াইয়ের প্রচণ্ডতার ভেতর তৃষ্ণার্ত মানুষ কূপ থেকে পানি তোলার সুযোগই পাবে না।

তাইতার পরের ভাবনার বিষয় ছিল বাইরের দেয়ালের অবস্থা। ওটাকে এখনও মেরামতযোগ্য একটা পর্যায়ে অবিষ্কার করেছে ওরা–ঘুনে খুঁটি খেয়ে নেওয়া বিশেষ কয়েকটা জায়গা ছাড়া। এটা অবশ্য অবিলম্বে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এত বিশাল এলাকা পাহারা দিয়ে রাখতে পারবে না ওরা। তামাফুপা বিরাট শহর, এক সময় বিরাট একটা গোত্রের আবাস ছিল। দেয়ালটা পরিধির দিক থেকে প্রায় আধা লীগের মতো। 'এটা ছোট করে আনতে হবে আমাদের,' হিলতোকে বলেছে তাইতা। 'তারপর শহরটা পুড়িয়ে প্রবেশপথগুলো পরিষ্কার করে তীরন্দাজদের পুরো এলাকা আয়ত্তে আনতে সাহায্য করতে হবে।'

'আমাদের কঠিন দায়িত্ব দিয়েছেন, ম্যাগাস,' মন্তব্য করল হিলতো। 'জলদি কাজে নেমে পড়া দরকার।'

তাইতা নতুন সীমানা ঠিক করার পর নারী-পুরুষ কাজে লেগে গেল। এখনও সবচেয়ে মজবুত খুঁটিগুলো তুলে তাইতার জরিপ করা নতুন সীমানা রেখা বরাবর পুঁতল। স্থায়ী প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার মতো সময় নেই বলে ফোকরগুলো কিতার কাঁটা ঝোপ দিয়ে ভরে ফেলল ওরা। নতুন সীমানার চার কোণে চারটা উঁচু প্রহরাবানাল ওরা, উপত্যকার উপর দিয়ে চারপাশে অনেক দূর পর্যন্ত ভালোভাবে দেখা যাবে এখান থেকে।

সীমানা বরাবর বনফায়ারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিল তাইতা। জ্বালানোর পর রাতের বেলায় বেলায় সীমানা প্রাচীর আলোকিত রাখবে ওগুলো। কাজটা শেষ হলে দেয়াল ঘিরে একটা অন্তস্থ প্রাচীর গড়ে তুলল ও, বাসমারারা শহরে ঢুকে পড়লে এটাই হবে ওদের শেষ প্রতিরক্ষা। এই অন্তস্থ ঘাঁটির ভেতর ধুরার অবশিষ্ট ব্যাগ, বাড়তি অস্ত্র-শস্ত্র আর অন্যান্য মূল্যবান রসদ তুলে রাখল ও। অবশিষ্ট ঘোড়াগুলোর জন্যে একটা আস্তাবল বানাল ওরা। উইন্ডস্মোক ও ওটার বাচ্চা এখনও ভালো অবস্থায় আছে, কিন্তু বাকিগুলো অনেকেই দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার ধকল সইতে গিয়ে হয় অসুস্থ বা মরতে বসেছে।

রোজ সন্ধ্যায় মেরেনকে খাইয়ে, ওর ডান চোখের শূন্য কোটরে ব্যান্ডেজ বাঁধতে তাইতাকে সাহায্য করার পর ওয়ার্লউইন্ডের কাছে চলে আসে ফেন, ওর পছন্দের ধুরা পিঠা খাওয়ায়।

নতুন সীমানার প্রাচীরের বাইরে পড়ে যাওয়া পুরোনো শহরের বাকি অংশে আগুন ধরাতে অনুকূল বাতাসের অপেক্ষা করছে তাইতা। ছাউনি এবং কাঠের দেয়ালে শুকিয়ে খটখটে হয়েছিল, দ্রুত পুড়তে লাগল সেগুলো, বাতাসের ধাক্কায় নতুন দেয়ালের দিক থেকে দূরে ভেসে গেল অগ্নিশিখা। সেদিন রাত নেমে আসতে আসতে পুরোনো শহর জ্বলন্ত ছাইয়ের মাঠে পরিণত হলো।

'এবার খোলা মাঠের উপর দিয়ে আক্রমণ করতে আসুক বাসমারার দল,' সন্তোষের সাথে বলল হিলতো, 'ব্যটাদের হকচকিয়ে দেব।'

'এবার সীমনার সামনে মার্কার বসাতে পারো,' ওকে বলল তাইতা। বিশ, পঞ্চাশ ও এক শো কদম দূরে দুরে নদীর শাদা পাথর এনে স্তূপ করল ওরা, যাতে তীরন্দাজরা প্রতিপক্ষ হানাদারদের ঠিকমতো নিশানা করতে পারে।

তীর বানাতে নদীর তলদেশ থেকে শুকনো আগাছা কেটে আনতে ইম্বালি ও তার স্‌ঙ্গীদের পাঠাল তাইতা। কেবুই দুর্গের অস্ত্রাগার থেকে অতিরিক্ত তীরের ফলা নিয়ে এসেছে ও। সেগুলো কাজে লাগানোর সময় দেয়ালের নিচে পাহাড়ের ধারে একটা পাথরের উঁচু হয়ে থাকা অংশ দেখতে পেল। পাথরের টুকরো কেটে বর্শার ফলায় রূপান্তরিত করার কায়দা মেয়েদের শিখিয়ে দিয়েছে ও। দ্রুত শিখে নিয়েছে ওরা। বাকলের রশি দিয়ে আগাছার দণ্ডে বেঁধে নিয়েছে ফলাগুলো। কঠিন ও শক্ত করে তুলতে পানিতে ভিজিয়ে নিয়েছে। দেয়ালের বিশেষ বিশেষ জায়গায় ঠেস দিয়ে রেখে দিয়েছে বাড়তি তীরগুলো।

দশ দিনের মধ্যে সব প্রস্তুতি শেষ হলো। পুরুষ ও ইম্বালির মেয়েরা অস্ত্রশস্ত্র শানিয়ে নিল; সম্ভবত শেষ বারের মতো সাজসরঞ্জাম পরখ করে নিল।

একদিন বিকেলে লোকেরা যখন রাতের খাবার খেতে আগুনের পাশে জড়ো হয়েছে, হঠাৎ করে একটা বেমানান জোড়া আগুনের আলোয় এসে হাজির হতেই আকিস্মিক আলোড়ন আর হুল্লোড় লেগে গেল। টলমল পায়ে দাঁড়িয়ে আছে মেরেন, কিন্তু ফেনের কাঁধে হাত রেখে নিজেকে সামলে তাইতা ক্যাপ্টেনদের নিয়ে যেখানে বসেছিল সেখানে এলো। সবাই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, ওকে ঘিরে হাসি ঠাট্টা, আলিঙ্গন করতে লাগল। দ্রুত সেরে ওঠায় অভিনন্দন জানাল। ওর শূন্য কোটর ঢেকে রেখেছে একটা লিনেনের ব্যান্ডেজ। আগের চেয়ে মলিন ও শীর্ণ দেখাচ্ছে ওকে। তবে পুরোনো দৃঢ়তার সাথে হাঁটার প্রয়াস পাচ্ছে ও। সমান শক্তিতে অফিসারদের আক্রমণ ঠেকাচ্ছে। অবশেষে তাইতার সামনে এসে দাঁড়াল ও। ওকে স্যালুট করল।

'হো, মেরেন, বিছানায় শুয়ে শিবিরের সব মেয়ের সেবা পেতে পেতে ক্লান্ত?' হাসি মুখে কথা বলেছে তাইতা, কিন্তু ফেনের কমনীয় কাঁধে কঠিন যোদ্ধার হাত দেখে অনুভূত ঈর্ষার খোঁচাটা আড়াল করতে কষ্ট হলো ওর। ওর জানা আছে শরীর আর সৌন্দর্য আরও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার সাথে সাথে এই ঈর্ষা আরও বেড়ে উঠবে। ওর অন্য জীবনেও এমনি ক্ষতিকর আবেগের মোকাবিলা করেছে ও।

পরদিন সকালে তীরন্দাজদের সাথে অনুশীলনের টিলায় ছিল মেরেন। প্রথম প্রথম একটা মাত্র চোখ দিয়ে নিজেকে সামলাতে গিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে

কষ্ট হচ্ছিল ওর, কিন্তু ভয়ানক মনোসংযোগের সাহায্যে অবাধ্য ইন্দ্রিয়কে বাগে এনে নতুন করে সেগুলোকে দীক্ষা দিল ও। এরপরে সমস্যা হলো লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব আন্দাজ করা ও নিশানার উপর স্থির থাকা। ওর তীর হয় লক্ষ্যবস্তুর কাছে পৌঁছানোর আগেই মাটিতে লুটাচ্ছে বা অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। গম্ভীর চেহারায় কাজ চালিয়ে গেল ও। রানি লস্ত্রিসের সেনাবাহিনীতে সকল সেনাদলের ভেতর সেরা তীরন্দাজ ছিল তাইতা, ওকে সবক দিতে লাগল সে, প্রথম তীরটাকে একটা মার্কার হিসাবে ছুঁড়ে ওটাকে দ্বিতীয় তীরের লক্ষ্য স্থির করার কাজে ব্যবহার করতে শেখাল। ঠিক পরপরই সেটা ছুঁড়ে দিল সে। অচিরেই প্রথমটা শূন্যে থাকতেই দ্বিতীয় তীর ছুঁড়তে সক্ষম হয়ে উঠল মেরেন। বিশ্রী কোটরটা ঢাকতে চামড়ার একটা পট্টি বানিয়ে দিল ফেন ও ওর শিলুক স্ত্রী। ওর ত্বক স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান রঙ ফিরে পেল, অবশিষ্ট চোখ তার পুরোনো ঝিলিক।

রোজ সাকলে অশ্বারোহী টহল দল পাঠায় তাইতা, কিন্তু রোজই বাসমারা বাহিনীর কোনও আলামত না দেখার খবর নিয়েই ফিরে আসে ওরা। ইম্বালি আর ওর অন্য মেয়েদের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে পরামর্শ করল তাইতা।

'সর্দার বাসমাকে ভালো করে চিনি আমরা। প্রতিশোধ পরায়ণ, নিষ্ঠুর মানুষ', বলল ইম্বালি। 'আমাদের কথা ভোলেনি সে। বিশাল রীফের উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে ওর বাহিনী–নদীর গোর্জ আর হ্রদের জলাভূমিতে। ওদের জড়ো করতে সময় লাগবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আসবে। এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারি আমরা।'

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি শেষ হয়ে যাওয়ায় তাইতার হাতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই। কাদামাটির পিণ্ড আর ঘাস দিয়ে লম্বা খুঁটির মাথায় মানুষের নকল মাথা বানানোর কায়দা শিখিয়ে দিয়েছে মেয়েদের। দূর থেকে দেখে বিশ্বাসযোগ্য মনে না হওয়া পর্যন্ত এসবে প্রাকৃতিক রঙ লাগিয়েছে ওরা। তীর বানানোর চেয়ে একাজটা বেশি ভালো লাগল ওদের। অবশ্য, অপেক্ষার ফলে ওদের স্নায়ুর উপর ভালো চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

'এখান থেকে কিয়োগার দূরত্বের কথা ভাবলেও এতদিনে ওদের আবার ফিরে আসার কথা,' মেরেনকে বলল তাইতা, ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে রাতের খাবার খাচ্ছিল ওরা। 'কাল আমি আর তুমি এলাকা রেকি করতে বেরুব একবার।'

'আমিও যাব তোমাদের সাথে,' বলে উঠল ফেন।

'সেটা সময় হলে দেখা যাবে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল তাইতা।

'ধন্যবাদ, প্রিয় তাইতা,' বলল ফেন, মিষ্টি, উজ্জ্বল চেহারায় হাসল।

'আমি তা বোঝাইনি,' জবাব দিল তাইতা, কিন্তু ওরা দুজনই জানে তাই বুঝিয়েছে।

বাচ্চাটা সীমাহীন আকর্ষণীয়। ওর উপস্থিতিতে খুশি হয়ে ওঠে তাইতা। মেয়েটা ওর আপন সত্তার একটা বর্ধিত অংশ হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

টহল পার্টি যখন রওয়ানা হলো, তাইতা ও মেরেনের মাঝখানে রইল ফেন। নাকোন্তো ও ইম্বালি চিহ্ন পড়ার জন্যে ট্র্যাকার হিসাবে ওদের সামনে রইল। দীর্ঘ পায়ের কল্যাণে ইম্বালি অনেক লম্বা পথে নাকোন্তোর সাথে পাল্লা দিতে পারে। হাবারি আর দুই সৈনিক রয়েছে পেছনে। একবারের জন্যে খাপে ওর কোমরে ঝোলানো খাপে ভরা তলোয়ার বহন করছে তাইতা, তবে ছড়িটা রয়েছে ওর হাতে।

পাহাড়ের চূড়া বরাবর আগে বাড়ল ওরা। এখান থেকে উপত্যকার পূর্ণ বিস্তারের দিকে নজর চালাতে পারছে। বামে তরঙ্গ তুলে চলে গেছে এলাকাটা, ঘন বনে ছাওয়া। রিজের নিচে হাতির বিরাট পাল চরে বেড়াতে দেখল ওরা। ওদের বিশাল ধূসর শরীর সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে। ওদের অসীম শক্তির ফলে খানিক পর পরই বড় আকারের ফল ধরা গাছ উপড়ে পড়ার শব্দ হচ্ছে। কোনও গাছ একটা জানোয়ারের পক্ষে বেশি মজবুত হলে অন্য মদ্দাগুলো এগিয়ে আসছে তাকে সাহায্য করতে। ওদের সম্মিলিত শক্তির সামনে টিকে থাকতে পারছে না কোনও গাছই।

গোত্রের লোকজন এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়ায় হাতির দল আর অত্যাচারের মুখে পড়েনি, মানুষের অনেক কাছাকাছি এসে পড়া সত্ত্বেও সতর্ক হলো না ওরা। ওদের প্রথম আবির্ভাবে পালিয়ে যাওয়ার বদলে বরং ঘোড়সওয়াররা পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় অটল দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝে হয়তো একটা বদমেজাজি মাদী হাতি ভীতিকর প্রদর্শনীতে মেতে উঠছে, কিন্তু কোনওটাই আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো না। বাচ্চা হাতির কাজ কারবার দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ফেন। শক্তিশালী পশু ও সেগুলোর স্বভাব-অভ্যাস নিয়ে নানা প্রশ্নে পাগল করে তুলল ওকে।

বুনো জানোয়ার হিসাবে কেবল হাতিরই দেখা পেল না ওরা। অ্যান্টিলোপের পাল, খোলা প্রান্তরে জটলা বাঁধা বা অপেক্ষাকৃত লম্বা গাছের মগডালে উঠে বসে থাকা হলদে বেবুনও রয়েছে। একটা দল আতঙ্কে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। মা বেবুনগুলো সটকে পড়ার সময় বাচ্চাগুলোকে খপ করে তুলে পেটের নিচে ঝুলিয়ে নিল। পেছনে শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তুলল বিশাল মদ্দাগুলো। কেশর দোলাচ্ছে, মুখে হিংস্র গর্জন ছাড়ছে।

'কী হয়েছে ওদের?' জানতে চাইল ফেন।

'চিতা বা অন্য কোনও শিকারী পশু হবে।' তাইতা কথা বলার সময়ই ঠিক সামনে এক চিলতে ঘেসো জমি থেকে একটা অসম্ভব সুন্দর হলদে-কালো বুটিদার বেড়াল বের হয়ে এলো। লেপার্ডের চিহ্নগুলো পটভূমির সাথে নিখুঁতভাবে মিশে গেছে।

'আবার ঠিক বলেছ তুমি, তাইতা। দুনিয়ায় জানার মতো সবই তোমার জানা।' সমীহের সাথে বলল ফেন।

ঢাল বেয়ে কোণাকুণিভাবে পরের পাহাড়সারির দিকে উঠতে শুরু করল ওরা, কিন্তু চূড়ায় পৌঁছার আগেই দিগন্তের কাছে যেব্রার একটা বিরাট পাল ধেয়ে গেল। ওদের খুরের ঘায়ে শুকনো মাটি আলগা হয়ে গেল, শূন্য আকাশের বুকে অনেক

উপরে উঠে গেল ধুলোর মেঘ। ঘোড়াগুলোর দিকে তেমন একটা নজরই দিল না ওরা। মনে হয় ওদের কয়েক কদম পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওদের জাতিভাই ধরে নিয়েছে।

'নিশ্চয়ই কোনও কারণে ভয় পেয়েছে ওরা,' বলল মেরেন।

'আগুন নয়তো মানুষ,' সায় দিয়ে বলল তাইতা। 'অন্য কোনও কারণে এমন স্ট্যাম্পিড সৃষ্টি হতে পারে না।'

'দাবানলের কোনও ধোঁয়া চোখে পড়ছে না,' বলল মেরেন। 'মানুষই হবে।' এবার সিরিয়াসভাবে আগে বাড়ল ওরা। হেঁটে দিগন্তে রেখার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ আবার চিৎকার করে উঠল ফেন, বাম দিকে ইশারা করল। 'একটা বাচ্চা! একটা কালো বাচ্চা!'

তিন চার বছরের একটা নগ্ন বাচ্চা। বাঁকা পায়ে ঢাল বেয়ে আনাড়ী পায়ে উঠে যাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে দোল খাচ্ছে ওর ছোট্ট পেছনটা।

'ওকে তুলে আনতে যাচ্ছি,' বলে উঠল ফেন। ছোটার জন্যে তাগিদ দিল ওয়ার্লউইন্ডকে। কিন্তু ওর লাগাম টেনে ধরল তাইতা।

'ফেন, পাকা টোপ মনে হচ্ছে।'

'ওকে আমরা চলে যেতে দিতে পারি না,' প্রতিবাদ করল ফেন। বাচ্চাটা দিগন্ত রেখার ওপারে উধাও হয়ে গেল। 'ও হারিয়ে গেছে। একা পড়ে গেছে।'

'আমরা ওকে অনুসরণ করব,' সায় দিল তাইতা। 'তবে সাবধানে।' ওয়ার্লউইন্ডের লাগাম ছাড়ল না ও, এগিয়ে চলল ওরা। রিজের এক শো কদম নিচে এলো ও।

'চলো, মেরেন!' নির্দেশ দিল ও। জিন থেকে নেমে এলো ওরা, ফেনের হাতে লাগাম তুলে দিল।

'এখানে থাকো, ঘোড়াগুলোকে সামলে রাখো, তবে জোরসে ছোটার জন্যে তৈরি থেকো,' ওকে বলল তাইতা। পায়ে হেঁটে আগে বাড়ল মেরেন আর ও। পাহাড়ের দূরের ঢালের উপর দিয়ে তাকানোর সময় মাথা উঁচু করতে একটা ছোট ঝোঁপ কাজে লাগাল ওরা। ঠিক ওদের নিচে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা, গোলাকার চেহারায় আমোদিত হাসি নিয়ে ওদের মুখোমুখি। দুই হাতে ছোট্ট শিশ্ন ধরে রেখেছে, রোদে পোড়া বালির উপর হলদে ধারায় পেশাব করছে। চমৎকার একটা দৃশ্য, মুহূর্তের জন্যে মুগ্ধ করে রাখল সবাইকে। সহানুভূতির সাথে হাসতে যাচ্ছিল মেরেন, কিন্তু ওর বাহু আঁকড়ে ধরল তাইতা। 'পেছনে দেখ!'

আরও এক মুহূর্ত বেশি সময় তাকিয়ে রইল ওরা, তারপর প্রতিক্রিয়া দেখাল মেরেন। 'বাসমারা শয়তান!' বলে উঠল ও। 'পিচ্চিটা একটা টোপ ছিল।'

ছেলেটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বড় জোর পঞ্চাশ কদম দূরে নিবিড় ঢঙে বসে আছে ওদের সারিগুলো। কাঠের মুগুর, লম্বা বর্শা আর তীক্ষ্ণ পাথরের ডগা লাগানো ছোট ঘাই মারার আসেগেইতে সশস্ত্র। পিঠের ওপর

ঝোলানো র-হাইড বর্ম, যুদ্ধের মুখোশের মতো একটা ভাব তৈরি করতে ওদের চেহারা রঙিন কাদায় লেপা। মাথায় পশম আর পালকের শিরস্ত্রান, হাতির দাঁতের পিন নাক আর কানের লতি ফুটো করেছে। হাতির দাঁত আর উটপাখির খোলের অন্যদিকে ব্রেসলেট আর অ্যাঙ্কলেট হাত পা অলঙ্কৃত করেছে।

তাইতা ও মেরেন ওদের দিকে তাকিয়ে থাকার সময়ই বিরক্ত করা মৌচাকের গুঞ্জনের মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এলো নিবিড়ভাবে বসে থাকা দলটার ভেতর থেকে। একক সমন্বিত ঢঙে যুদ্ধের বর্ম আলগা করল ওরা, বর্শা দিয়ে তাল ঠুকতে লাগল ওগুলোর ওপর। তারপর যুদ্ধ সঙ্গীতে ফেটে পড়ল ওরা। গভীর সুরেলা কণ্ঠস্বর ক্রমে চড়তে লাগল, ঢাকের আওয়াজের সাথে বাড়ছে। অ্যান্টিলোপের শিঙ্গার আওয়াজে ছিন্ন হলো সেই আওয়াজ। এটা ছিল সৈন্যদের প্রতি উঠে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত। একসাথে দল বেঁধে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা।

'ঘোড়ার কাছে ফিরে চলো,' বলল তাইতা।

ওদের আসতে দেখল ফেন, উইন্ডস্মোক আর মেরেনের ঘোড়াসহ দ্রুত ছুটে এলো ওদের সাথে যোগ দিতে। ঝটপট জিনে উঠে বসল ওরা, বাসমারা যোদ্ধারা ওদের পেছনে চূড়া পেরিয়ে ধেয়ে আসতে শুরু করতেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল। হাবারি আর টহলদারদের সদস্যরা যেখানে অপেক্ষা করছিলে ছুটে চলল সেদিকে।

'ওরা আগেই আমাদের ঠেকাতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে,' বলে উঠল ফেন, রেকাবের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বনের দিকে ইঙ্গিত করল ও। এবার গাছপালার মাঝে বিভিন্ন অবয়ব আলাদা করতে পারল ওরা, ওদের ঘেরাও করতে তেড়ে আসছে।

'আমার রেকাবের রশি ধরো!' নাকোন্তোর উদ্দেশে চিৎকার করে বলল তাইতা। লুপ থেকে ঝাঁকি মেরে বাম পা বের করে নিতেই নাকোন্তো আঁকড়ে ধরল সেটা।

'মেরেন, তোমার অন্ধ দিক কাভার করতে ইম্বালিকে তুলে নাও।' বাঁক নিল মেরেন, ডান পাশের লুপটা কেড়ে নিল ইম্বালি। ঘোড়া টেনে নিয়ে চলল ওকে আর নাকোন্তোকে। মাটিতে পিছলে যাচ্ছে ওদের পা।

'জোরসে চলো!' চিৎকার করে বলল তাইতা। 'ওরা ঘিরে ফেলার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে।' বাসমারাদের ভেতর ক্ষিপ্র সওয়ারিরা অন্য সঙ্গীদের চেয়ে সামনে এগিয়ে আসছে। 'ফেন, মেরেন আর আমার মাঝখানে থাকো। আমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ো না।'

ছুটন্ত বাসমারাদের চারজন ওদের একেবারে সামনে এসে পড়ল, তাইতা যে ফোকরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সেটাকেই রুদ্ধ করে দিতে যাচ্ছে। আগুয়ান সওয়ারিদের মুখোমুখি হতে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। লম্বা বর্শা পিঠে ঝোলানো থাকায় অস্ত্র ব্যবহারের জন্যে হাত মুক্ত। ওদের ক্ষুদে বাঁকানো ক্যাভালরি তীর পাশ কাটিয়ে গেল তাইতা আর মেরেন। ঘোড়ার পিঠ থেকে ছোঁড়ার জন্যে নকশা করা হয়েছে

ওগুলোর। কাছে আসামাত্রই কাঁধের উপর থেকে ছুঁড়েছে। লাগাম বাহনের কাঁধের উপর ফেলে পা আর হাঁটুর চাপে ঘোড়াকে আগে বাড়িয়ে সোজা বর্শাধারীদের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। একজন অশ্বারোহী বর্শা ছুঁড়ে মারল। মেরেনকে লক্ষ্য করেছিল সে, কিন্তু অনেক লম্বা পাল্লা থাকায় প্রতিক্রিয়া দেখানোর মতো সময় পেল মেরেন। পায়ের আঙুলের স্পর্শে বে-টাকে ঘুরিয়ে নিল ও, ওর বাম কাঁধের উপর দিয়ে উড়ে গেল বর্শাটা। নিজের ধনুক তুলে নিয়ে পরপর দ্রুত তীর ছুঁড়ল ও। একটা লোকটার মাথার প্রায় এক হাত উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল–আরও পঞ্চাশ কদম সামনে–এমনি অল্প দূরত্বে তীরটা দরুণ শক্তিশালী– কিন্তু দ্বিতীয় তীরটা ঠিক বুকের মাঝখানে গিয়ে আঘাত করল বাসমারার, শরীর ভেদ করে বের হয়ে গেল। রক্তের ফোয়ারা তুলে দুই কাঁধের হাড়ের মাঝখান দিয়ে বের হয়ে এলো ওটা। জমিন স্পর্শ করার আগেই অক্কা পেল সে।

ওদিকে বর্শা ছোঁড়ার জন্যে হাত পেছনে নিয়ে গেছে ডান দিকের দ্বিতীয় অশ্বারোহী। এই লোকও মেরেনের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করছিল। মেরেনের অন্ধ এলাকায় রয়েছে সে। ওকে দেখতে না পাওয়ায় আত্মরক্ষার প্রয়াসই পেল না মেরেন। রেকাবের রশিতে ভর দিয়ে বাইরে ঝুঁকে পড়ল ইম্বালি, ছুঁড়ে মারল ওর কুড়োল, বাতাসে পাক খেয়ে উড়ে গেল ওটা। পেছনের পায়ের উপর ছিল বাসমারার শরীরে ভর–বর্শা ছুঁড়ে মারার মুহূর্তে ছিল সে, পাশ কাটানো বা বাউলি কাটার উপায় ছিল না–কপালের ঠিক মাঝখানে লাগল কুড়োলটা, খুলির গভীরে বসে গেল। পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে যওয়ার সময় ওটা উদ্ধার করতে ঝুঁকে পড়ল ইম্বালি। তৃতীয় বর্শাধারীকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল তাইতা। ছুঁড়ে মারতে যাচ্ছিল সে হাতের অস্ত্র, ফেলে দিল সেটা, পেট থেকে তীর বের করে আনার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু গভীরে বসে গেছে ফলাটা।

চতুর্থ ও শেষ যোদ্ধা অটল রইল। বর্শা ছুঁড়ে মারার জন্যে তৈরি সে। ডান কাঁধের উপর রাখা তার বর্শার হাতল। যুদ্ধের উন্মত্ততায় লাল হয়ে আছে তার চোখজোড়া। তাইতা লক্ষ করল ফেনের দিকে দৃষ্টি তার। ওয়ার্লউইন্ডের পিঠে বসা ফেন চমৎকার লক্ষ্যবস্তু। ভারি বর্শাটা ওর দিকে ছুঁড়ে মারার কসরত করতে গিয়ে মুখ বাঁকাল বাসমারা।

তুন থেকে আরেকটা তীর বের করে আনল তাইতা। 'মাথা নিচু করো, ফেন,' হুকুম দিল ও কণ্ঠের শক্তি দিয়ে। 'মিশে যাও!' সামনে ঝুঁকে পড়ে ওয়ার্লউইন্ডের পিঠের সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিল ফেন। ধনুকটা উঁচু করল তাইতা, ছিলাটা ওর নাক আর কান স্পর্শ না করা পর্যন্ত টানটান করে ধরে রাখল, তারপর ছেড়ে দিল তীরটা। ইতিমধ্যে তীর ছোঁড়ার ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে পেড়েছে বর্শাধারী, কিন্তু তাইতার পাথরের তীরের ফলা তার গলার গোড়ার ফোকরে গিয়ে বিঁধল, নিমেষে ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল তার। অবশ্য, বর্শাটা আগেই তার মুঠো থেকে বেরিয়ে এসেছে। অসহায়ের মতো চেয়ে রইল তাইতা। ফেনের দিকে ধেয়ে আসছে ওটা।

মুখ নিচে করে রাখায় দেখতে পায়নি ও। কিন্তু ওয়ার্লউইন্ড দেখতে পেয়েছে। ওটা তার নাকের উপর দিয়ে পিছলে যাবার সময় ভয়ানকভাবে একপাশে সরে গেল। মাথা উঁচু করে ফেলায় মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়ালে চলে গেল বর্শাটা। মনে মনে ভাবল ওটা ফেনকে লাগেনি, স্বস্তির একটা ধাক্কা বোধ করল। কিন্তু তারপরই যন্ত্রণা আর বিস্ময়ের কান্নার শব্দ কানে এলো। কোল্টের পিঠে কুঁকড়ে যেতে দেখল ওকে।

'ব্যথা পেয়েছ?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল তাইতা। কিন্তু ফেন জবাব দিল না। তারপর ওয়ার্লউইন্ডের শরীরের পাশে বর্শাটা ঝুলে থাকতে দেখল ও। ওর পেছনে মাটিতে ঘেঁষটাতে ঘেঁষটাতে আসছে।

কোল্টের পেছনে উইন্ডস্মোককে ঘুরিয়ে নিল তাইতা, সাথে সাথে দেখল বর্শার মাথা ফেনের নগ্ন উরুতে গেঁথে আছে। লাগাম ছেড়ে দুই হাতে কোল্টের ঘাড় ধরে রেখেছে ও। ওর দিকে ফিরল সে। তাইতা দেখল মেয়েটার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ওর দিকে তাকানোর সময় মনে হচ্ছে ওর চোখজোড়া চেহারার অর্ধেকটা ভরে রেখেছে। জমিনের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাবার সময় বর্শার বাটটা ধাক্কা দিচ্ছে, ঠেলা মারছে। ফলাটার তীক্ষ্ণ ধার ওর মাংসের ভেতর নিষ্ঠুরভাবে কাজ করে চলেছে, বুঝতে পারল তাইতা, ক্ষতস্থানটাকে আরও বড় ও বিপজ্জনক করে তুলছে। ফেমেরাল আর্টারির খুব কাছেই বিঁধেছে ওটা। সবুজ রক্তবাহী ধমনী ছিঁড়ে ফেললে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা যাবে ও।

'শক্ত করে এঁটে থাকো, প্রিয়া আমার,' ডেকে বলল ও। কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে তাকাল একবার। একদল বাসমারাকে ওদের পিছে ধেয়ে আসতে দেখল। বনের ভেতর দিয়ে সবেগে ধেয়ে আসার সময় হাঁক ছাড়ছে। 'থামা চলবে না। থামলে নিমেষে আমাদের উপর চড়াও হবে ওরা। তোমাকে নিতে আসছি আমি।'

তলোয়ার বের করে কোল্টের পাশে চলে এলো তাইতা। হিসাব করে আঘাত হানল। মনে হচ্ছে মেয়েটার এমনি যন্ত্রণাকতর চেহারা দেখার পর অনেক আগে হারিয়ে গেছে বলে ভেবেছিল যে শক্তি তা ফের ফিরে এসেছে। দোল খাওয়া বর্শার দিকে সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ বরল ও। ভারি ব্রোঞ্জের ফলাটা ঘোরানোর সময় শক্তির একটা মন্ত্র উচ্চারণ করল ও। 'কিদাশ!'

ওর হাতের মুঠোয় অস্ত্রটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে মনে হলো। নিখুঁত ভারসাম্যের ফলার উপর একটা বিন্দু থাকে, যেখানে আঘাতের সম্পূর্ণ ভর ও শক্তি কেন্দ্রিভূত। ফলার শ্যাংকটাকে চামড়ার বাঁধনের ঠিক এক আঙুল উপরে শক্ত কাঠের বাটটাকে ধরেছে সেখান দিয়ে ছিন্ন করল যেন ওটা একটা সবুজ ডাল। বাটটা পড়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে ফেনের মুখে স্বস্তির ছাপ দেখতে পেল ও।

'তোমাকে নিতে আসছি আমি,' ওকে বলল তাইতা, আবার খাপে ভরল ফলাটা। 'তৈরি থেকো।' উইন্ডস্মোককে ওর কোল্টের পাশে নিয়ে এলো ও। আস্থার সাথে ওর দিকে হাত মেলে দিল ফেন। হাত বাড়িয়ে ওর কোমর জড়িয়ে

ধরল তাইতা, ফাঁকা জায়গার উপর দিয়ে তুলে নিয়ে এলো। ওকে উইন্ডস্মোকের পিঠে একপাশে করে জিনের উপর বসিয়ে দিতেই গলা জড়িয়ে ধরল ফেন।

'কী যে ভয় পেয়েছিলাম, তাইতা,' ফিসফিস করে বলল ও, 'তুমি আসার আগ পর্যন্ত। এখন জানি আর কোনও সমস্যা নেই।'

'শক্ত করে ধরে রাখো,' বলল তাইতা। 'নইলে সব কেঁচে যাবে।' দাঁত দিয়ে ফেনের টিউনিকের হেম থেকে এক টুকরো লিনেন ছিঁড়ে নিল ও, ওর বর্শার ভাঙা অংশ ক্ষতস্থানে চেপে ধরে লিনেন দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। 'এখন অনেক সুন্দর আর পরিষ্কার হয়েছে,' বলল ও। 'তবে আমার দেখা সবচেয়ে সাহসী মেয়ে তুমি। আমরা তামাফুপায় যা নওয়া পর্যন্ত ওটা শক্ত করে আঁকড়ে থাকবে।'

পিছু ধাওয়ারত বাসমারা পিছিয়ে গেল। গাছপালার ভেতরে অচিরেই দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল ওরা। লাগাম টেনে ঘোড়াগুলোকে দুলকি চালে হাঁকাতে পারল ওরা। তারপরেও দিগন্তের ওপাশে সূর্য ডুব দেওয়ার আগই তামাফুপার তোরণ পার হয়ে এলো।

'ফাঁড়ি সশস্ত্র অবস্থায় রাখো,' মেরেনকে নির্দেশ দিল তাইতা। 'এক ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই ফের চড়াও হবে শয়তানগুলো।' উইন্ডস্মোকের পিঠ থেকে ফেনকে নামাল ও। ওদের কুঁড়েয় নিয়ে এলো। আস্তে করে শুইয়ে দিল মাদুরে।

বর্শার ফলার চারপাশে জমাট বাঁধা কালো রক্ত ধুয়ে ফেলার সময় আশ্বাসের ভঙ্গিতে ফেনের সাথে কথা বলল তাইতা। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর পায়ের ক্ষত পরীক্ষা করল। অপরাশেনের জন্যে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত বেঁধে রাখা লিনেনের বাঁধন খুলবে না ও।

'তুমি বরাবরই দেবতাদের প্রিয় পাত্র,' অবশেষে বলল তাইতা। 'ধমনী থেকে তোমার কনে আঙুলের নখের সমান দূর দিয়ে চলে গেছে ফলাটা। আমরা না থামলে তীক্ষ্ণ ফলাটার ভেতরে নড়াচড়া না থামালে ছিঁড়ে ফেলত ওটা। এখন, চুপ করে শুয়ে থাকো, তোমার জন্যে একটা পানীয় তৈরি করে দিচ্ছি।' একটা সিরামিকের বাটিতে, লাল শেপেন পাউডারের খানিকটা আন্দাজ করে নিয়ে কেন্দ্রীয় ফায়ারপ্লেসে রাখা পাত্র থেকে গরম পানি নিয়ে ঢালল। 'এটা খেয়ে নাও, ব্যথা থেকে রেহাই দেবে তোমাকে, ঘুমঘুম লাগবে।'

ওষুধের প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার অবসরে চামড়ার ডাক্তারি ব্যাগ হাতড়াল তাইতা। একটা আলাদা খুপরি রয়েছে ওটায় যেখানে রূপার চামচগুলো রাখে ও। ওর জানা মতে আর একজন চিকিৎসকের কাছেই এমন একটা সেট ছিল। সে মারা গেছে। তৈরি হওয়ার পর মেরেনকে তলব করল ও। কুঁড়ের দোরগোড়ায় ঘুরঘুর করছিল সে। 'কী করতে হবে তুমি জানো,' বলল ও।

'নিশ্চয়ই। আপনি জানেন এর আগে কতবার একাজ করেছি,' জবাব দিল মেরেন।

'নিশ্চয়ই হাত ধুয়েছ?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

মেরেনের অভিব্যক্তি বদলে গেল। 'হ্যাঁ,' সন্দিহান কণ্ঠে বলল সে।

'কখন?'

'সকালে, টহলে বের হওয়ার আগে।'

'আবার ধুয়ে এসো।'

'তার কোনও দরকার দেখি না,' বিড়বিড় করে বলল মেরেন, বরাবর যেমন করে। কিন্তু আগুনের কাছে গিয়ে বড় পাত্র থেকে গরম পানিতে একটা বাটি ভরে নিল।

'আরেকজোড়া হাত লাগবে আমাদের,' সিদ্ধান্ত নিল তাইতা। আগুনের উপর রূপার চামচ ধরে রেখেছে। 'ইম্বালিকে ডেকে পাঠাও।'

'ইম্বালি? সে তো একটা বর্বর। আমাদের নিজেদের কাউকে ডাকলে হতো না?'

'মেয়েটা বুদ্ধিমতী, শক্তিশালী,' ওর সাথে দ্বিমত পোষণ করল তাইতা। তারচেয়ে বড় কথা মেয়ে সে। আরেকজন পুরুষ ফেনের নগ্ন দেহ ধরে রাখুক, চায় না তাইতা। মেরেনকে কাজে লাগাতে হচ্ছে, এটাই যথেষ্ট খারাপ, তায় আবার আরেক জন কর্কশ সৈনিক–শিলুক মেয়েরা লড়াকু মানুষ। 'ইম্বালিকে ডাক,' আবার বলল ও। 'সেও যেন হাত ধুয়ে আসে সেটা নিশ্চিত করো।'

লাল শেপেন ফেনকে শিথিল করে দিলেও বর্শার ফলাটা নাড়াচাড়া করার সময় গোঙাতে লাগল ও। মেরেনের উদ্দেশে মাথা দোলাল তাইতা। দুজনে মিলে ফেনকে বসার ভঙ্গিতে নিয়ে এলো। ওর পেছনে চলে গেল মেরেন, ওর বুকের উপর হাত নিয়ে এসে শক্ত করে ধরে রাখল।

'রেডি,' বলল সে।

ইম্বালির দিকে এক নজর তাকাল তাইতা, ফেনের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। 'পাটা সোজা করে ধরে রাখ, যেন নড়তে না পারে।' সামনে ঝুঁকল ইম্বালি, শক্ত করে চেপে ধরল ফেনের পায়ের গোড়ালি। লম্বা করে দম নিয়ে মনোসংযোগ করল তাইতা। দীর্ঘ হাড়সর্বস্ব আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করার সময় নিজের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি বিচার করে দেখল ও। সাফল্যের মূলে রয়েছে গতি আর দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটা। রোগী যত দীর্ঘ সময় কষ্ট পাবে, শরীর আর মনে ততবেশি ক্ষতি সৃষ্টি হবে, তাতে সেরে ওঠার সম্ভাবনাও যাবে কমে। চট করে বর্শার ফলা বেঁধে রাখা লিনেনের টুকরোটা কেটে ফেলল ও। আস্তে করে উঁচু করে ধরল ওটা। আবার গুঙিয়ে উঠল ফেন। চামড়ার টুকরোটা তৈরি ছিল মেরেনের হাতে, চট করে ওর দাঁতের মাঝখানে সেঁধিয়ে দিল ওটা, যাতে জিভে কামড়ে দিতে না পারে।

'দেখো, ওটা যেন ফেলতে না পারে,' বলল তাইতা। সামনে ঝুঁকে ক্ষতস্থান পরখ করল ও। ফলার নড়াচড়ার ফলে এরই মধ্যে বেশ বড় হয়ে গেছে ওটা। তবে গর্তের ভেতর রূপার চামচ ঢোকানোর মতো বড় নয়। ফুলে ওঠা মাংসের উপর হাত বোলাল ও, মহাধমনীর নিয়মিত স্পন্দন টের পেল। গেঁথে থাকা কাঁটার তীক্ষ্ণ ফলার দেখা না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষতটাকে টেনে বড় করতে উষ্ণ কাঁচা মাংসের ভেতর তর্জনী ও মধ্যমা ঢুকিয়ে দিল ও। অর্তচিৎকার করে যুঝছে ফেন। কিন্তু বাঁধন শক্ত করে রাখল মেরেন আর ইম্বালি। ক্ষতস্থানের ফোকরটা আরেকটু বড় করল তাইতা। ওর নড়াচড়া অসম্ভব দ্রুত হলেও নিয়ন্ত্রিত, নিখুঁত; কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কাঁটার অবস্থান পেয়ে গেল। মুক্ত হাতে চামমগুলো তুলে নিল ও। ওটা কিনারার উপর রেখে ক্ষতস্থানে বর্শার ফলার দুপাশে দুটো ঢুকিয়ে দিল। তীক্ষ্ণ ফলার উপর দিয়ে আগে বাড়িয়ে ঢেকে ফেলল ওটা যাতে বিনা বাধায় বর্শার ফলাটা বের করে আনতে পারে।

'আমাকে মেরে ফেলছ!' আর্তচিৎকার করে উঠল ফেন। সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে মেরেন ও ইম্বালি, কিন্তু এত জোরে মোচড় খাচ্ছে ও যে ধরে রাখতে পারছে না। দুবার ক্ষতের উপর দিয়ে চামচ নিয়ে যেতে পারল তাইতা, কিন্তু দুবারই ওর মোচড়ের ফলে ফসকে গেল। উপরে উঠে এলো ওগুলো। ক্ষতস্থানের রক্তাক্ত মুখ নড়াচড়ায় বাধা পড়ায় এক ধরনের টান পড়ার শব্দ হচ্ছে। ফেনের মাংসের গভীরে আঙুল থাকায় ওর ধমনীর স্পন্দন টের পাচ্ছে ও। অবিরাম দপদপ করছে। যেন ওর আত্মায় অনুরণন তুলছে। চামচগুলোকে ওটার পাশ দিয়ে পাঠানোর কাজে মনোযোগ দিল ও। পাথরের একটা চল্টাও ঢেকে রাখা ধাতু থেকে বের হয়ে থাকলে ধমনী কেটে যেতে পারে। মসৃণভাবে আরও চাপ প্রয়োগ করল ও। ক্ষতস্থানের মুখটা হার মানতে যাচ্ছে, টের পেল। তারপর সহসা রক্ত ভরে গেল রূপার চামচ, পাথরের ফলাটা মুক্ত হয়ে বের হয়ে এলো। চট করে ক্ষতস্থান থেকে হাত বের করে এনে ফাঁক হয়ে থাকা মুখটাকে চেপে ধরল। মুক্ত হাতে ঝটপট মেরেনের বাড়িয়ে দেওয়া লিনেনের প্যাডটা নিয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে ক্ষতস্থানের উপর চেপে ধরল। ওর আর্তনাদ মৃদু গোঙানিতে পরিণত হয়েছে। শরীর থেকে টেনশন চলে গেছে। মেরুদণ্ডের আড়ষ্ট বাঁক শিথিল হয়ে গেছে।

'আপনার নৈপূণ্য কখনওই আমাকে অবাক না করে পারে না,' ফিসফিস করে বলল মেরেন। 'যখনই আপনাকে ওভাবে কাজ করতে দেখি, বিস্ময়ে হতবাক হই। আপনি সর্বকালের সেরা শল্যচিকিৎসক।'

'এসব নিয়ে পরে আলাপ করা যাবে,' জবাব দিল তাইতা। 'এখন ওর ক্ষত সেলাই করতে সাহায্য করো।'

ঘোড়ার পশম দিয়ে সেলাইয়ের শেষ ফোঁড় দিচ্ছে তাইতা, এমন সময় উত্তরে প্রহরা মিনার থেকে চিৎকার শুনতে পেল ওরা। ক্ষতস্থানের মুখ বন্ধ করতে ব্যান্ডেজের গিঁট বাঁধতে গিয়ে মেরেনের দিকে তাকাল না তাইতা। 'মনে হয়

বাসমারারা এসে গেছে। এবার তোমাকে নিজের কাজে যেতে হবে। ইম্বালিকে নিতে পারো সাথে। সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ, সৎ মেরেন। ক্ষতটা না পাকলে বেচারা তোমাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পাবে না।'

ফেনের পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধার পর কুঁড়ের দরজায় এসে দাঁড়াল তাইতা। সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমতী শিলুক স্ত্রী লায়লাকে ডাকল। ফেন আর ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এক সাথে অনেক সময় কাটিয়েছে ওরা, আলাপ করে বাচ্চাদের নিয়ে খেলে। ফেনকে ফ্যাকাশে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে বিলাপ শুরু করে দিল লায়লা। ওকে শান্ত করতে কিছুটা সময় নিল তাইতা। তারপর ভালো করে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল ওকে। লাল শেপেনের প্রভাবে ঘুমন্ত ফেনের দিকে খেয়াল রাখতে বলে সরে এলো।

কোনওমতে বানানো মই বেয়ে উঠে প্রাচীরের উত্তর দেয়ালে মেরেনের সাথে যোগ দিল তাইতা। গম্ভীরভাবে ওকে স্বাগত জানাল মেরেন। বিনা বাক্য ব্যয়ে উপত্যকার দিকে ইঙ্গিত করল সে। তিনটা ভিন্ন ভিন্ন ফরমেশনে দুলকি চালে এগিয়ে আসছিল বাসমারারা। এগোনোর সময় বাতাসে দুলছে ওদের শিরস্ত্রান। বনের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ কালো সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে সারিগুলো। আবার গান শুরু করেছে ওরা, গভীর পুনরাবৃত্তিমূলক সঙ্গীত, প্রতিরক্ষায় নিয়োজিতদের রক্ত হিম করে দিচ্ছে, শিরশির করছে গায়ের চামড়া। ঘাড় ফিরিয়ে প্যারাপেটের উপর চোখ বোলাল তাইতা। ওদের পূর্ণ শক্তি সমবেত হয়েছে এখানে। সামান্য সংখ্যা দেখে গম্ভীর হয়ে গেল ও।

'আমরা মোট বত্রিশ জন,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। 'আর ওরা অন্তত ছয় শো।'

'তাহলে সমানে সমানই আছি, ম্যাগাস। বাজি ধরে বলছি বেশ ভালো একটা খেলা খেলতে যাচ্ছি আমরা,' এড়িয়ে গেল মেরেন। ওদের উপর আসন্ন ঝড়ের মুখে এমনি নিস্পৃহতা দেখে কপট অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল তাইতা।

প্যারাপেটের দূর প্রান্তে ইম্বালি ও নিজের মেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাকোন্তো। ওদের দিকে এগিয়ে গেল তাইতা। বরাবরের মতো ইম্বালির অভিজাত নিলোটিক বৈশিষ্ট শান্ত, দূরাগত।

'ওদের তুমি চেনো, ইম্বালি। কীভাবে আক্রমণ করবে ওরা?' জানতে চাইল ও।

'প্রথমে আমাদের সংখ্যা গুনবে, সাহস পরখ করবে,' বিনা দ্বিধায় জবাব দিল সে।

'সেটা কেমন করে?'

'সোজা দেয়ালের দিকে তেড়ে আসবে, যাতে আমরা দেখা দিই।'

'সীমানা প্রাচীরে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করবে?'

'না, শামান। এটা ওদের নিজেদের শহর। ওদের পূর্বপুরুষদের কবর আছে এখানে। কোনওদিন তাদের কবর পোড়াবে না ওরা।'

মেরেনের পাশে ফিরে এলো তাইতা। 'এবার প্যারাপেট বরাবর পুতুলগুলো বসানোর সময় হয়েছে,' বলল ও। শিলুক স্ত্রীদের দিকে নির্দেশটা চালান করে দিল মেরেন। প্যারাপেটের নিচে আগেই পুতুলগুলো বসিয়ে রেখেছিল ওরা। এবার সীমানা প্রাচীর বরাবর দৌড়ে দৌড়ে এমনভাবে ওগুলোকে বসাতে লাগল যাতে দেয়ালের উপর দিয়ে নকল মুণ্ডগুলো বাসমারারা দেখতে পায়।

'মনে হচ্ছে এক ধাক্কায় ফাঁড়ির শক্তি দ্বিগুন করে ফেলেছি,' মন্তব্য করল তাইতা। 'আরেকটু সমীহের সাথে আমাদের দেখতে বাসমারাদের সাহায্য করা উচিত।'

ছাই-ঢাকা জমিনের উপর বর্শাধারীদের মহড়া দেখতে লাগল ওরা, ওখানে কুঁড়েগুলো পোড়ানো হয়েছে। বাসমারারা ওদের তিনটা রেজিমেন্ট জড়ো করল, সামনে রয়েছে ক্যাপ্টেনরা।

'ওই মহড়া শিথিল, ওদের ফরমেশন অগোছাল, বিভ্রান্ত,' মেরেনের কণ্ঠস্বর ভর্ৎসনাপূর্ণ। 'এটা একটা আবর্জনা, সেনাদল নয়।'

'আবর্জনা বটে তবে অনেক বড়,' বলল তাইতা, 'কিন্তু আমাদের বাহিনীটা অনেক ছোট,' যুক্তি দেখাল তাইতা। 'জেতার আগে পর্যন্ত এসো উৎসব মূলতবী রাখা যাক।'

খোঁচানো বন্ধ হলো, মাঠে নেমে এলো নীরবতা। বাসমারাদের সারি ছেড়ে এগিয়ে এলো একটা অবয়ব। সীমানা প্রাচীরের দিকে আধাআধি দূরত্ব পেরিয়ে এলো সে। লোকটার মাথায় উঁচু ফ্লামিঙ্গো শিরস্ত্রান। নিজের লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে যোদ্ধার ভাব দেখার সুযোগ করে দিল ওদের তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চিৎকার করে হুকুম দিল। প্রত্যেক বিরতির সময় শূন্যে লাফিয়ে উঠছে, বর্মের উপর সজোরে আঘাত হানছে বর্শা।

'কী বলছে?' বিভ্রান্ত দেখাল মেরেনকে।

'আমাদের সাথে বন্ধুত্বের কথা বলছে না, এটা ধরে নেওয়া যায়,' হেসে বলল তাইতা।

'একটা তীর পাঠিয়ে উৎসাহ যোগাচ্ছি ওকে।'

'তোমার সবচেয়ে দূরপাল্লার লক্ষ্য থেকেও সত্তর কদম দূরে আছে সে,' ওকে বাধা দিল তাইতা। 'নষ্ট করার মতো তীর নেই আমাদের।'

বাসমারাদের অবিসম্বাদিত নেতা বাসমাকে লক্ষ করতে লাগল ওরা। অপেক্ষমান দলের কাছে ফিরে গেল সে। এবার পেছন সারির পেছনে নেতৃত্বের অবস্থান নিল সে। আবার নীরবতা এলো রণক্ষেত্রে। কোনও নড়াচড়া নেই। এমনকি হাওয়া পর্যন্ত মরে গেছে। ট্রপিকাল বজ্রঝড়ের পূর্ব মুহূর্তের নিস্তব্ধতার

মতো অসহনীয় হয়ে উঠেছে টেনশন। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার ছাড়ল সর্দার বাসমা, *'হাউ! হাউ!'* সাথে সাথে আগে বাড়ল সেনা দল।

'সামলে!' নিজের লোকদের উদ্দেশে বলল মেরেন। 'কাছে আসতে দাও ওদের। তীর সামলে রাখ!'

বাসমারাদের নিবিড় সারিগুলো ঝড়ের বেগে মার্কারের বাইরের চিহ্ন পার হলো; তারপর শুরু করল রণহুঙ্কার। বর্মে আঘাত হানছে ওদের বর্শা। প্রতি পঞ্চম পদক্ষেপে সমবেতভাবে নগ্ন পায়ে মাটিতে আঘাত করছে ওরা। ওদের গোড়ালিতে বাঁধা ঝুমঝুমিতে বাড়ি পড়ছে। আঘতে লাফিয়ে উঠছে জমিন। ভস্মীভূত শহরের ছাইয়ের গাদা থেকে কোমর পর্যন্ত উঠে আসছে সূক্ষ্ম ধুলিকণা, মনে হচ্ছে পানি ভেঙে আগে বাড়ছে ওরা। এক শো কদম মার্কারের কাছে পৌঁছাল ওরা। চিৎকার আর ঢাকের আওয়াজ উন্মাদনা লাভ করল।

'সামলে!' চিৎকার ছাড়ল মেরেন, যাতে শোরগোল ছাপিয়ে ওর কণ্ঠস্বর পৌঁছে যায়। 'হাতে হাত ধরো!' সামনের সারিটা পঞ্চাশ কদমের চিহ্নের কাছে এসে গেছে। বাসমারাদের মুখের বিচিত্র নকশার খুঁটিনাটি সব দেখতে পাচ্ছে ওরা। নেতারা এখন চিহ্ন পার হয়ে গেছে, এত কাছে এসে পড়েছে যে সীমানা প্রাচীরের তীরন্দাজরা ওদের দেখতে পাচ্ছে।

'এইবার নিশানা করো!' গর্জে উঠল মেরেন। উঁচু হলো ধনুকগুলো। তীরন্দাজরা ছিলা টেনে ধরায় বেঁকে গেল ওগুলো। দণ্ড বরাবর লক্ষ্য স্থির করায় ছোট হয়ে গেল ওদের চোখ। বাহু ব্যথা করতে শুরু করা পর্যন্ত ওদের তীর ধরে রাখতে দেওয়া ঠিক হবে না, জানে মেরেন। আগের নির্দেশের পায়ে পায়ে এলো ওর পরের নির্দেশ। ঠিক সেই মুহূর্তেই তিরিশ কদম চিহ্নে এসে পা রাখল নিবিড় শত্রুসারি।

'এবার!' চিৎকার করে বলল মেরেন। একযোগে তীর ছুঁড়ে মারল ওরা। এই দূরত্বে একটা তীরও ফস্কাল না। নিবিড় ঘন মেঘের মতো উড়ে গেল ওগুলো। দুই তীরন্দাজ একই বাসমারা যোদ্ধাকে লক্ষ্য করেনি, এটা ওদের নৈপূণ্যের একটা লক্ষণ। প্রথম সারিটা এমনভাবে লুটিয়ে পড়ল যেন পৃথিবীর বুকে একটা গহ্বরে পড়ে গেছে।

'ইচ্ছামতো ছোঁড়ো!' হুঙ্কার ছাড়ল মেরেন। চর্চিত নৈপূণ্যের সাথে ফের ছিলায় তীর পরাল তীরন্দাজরা। টেনে ধরেই এক সাথে ছেঁড়ে দিল আবার। দেখে সহজ, শিথিল একটা ভঙ্গি মনে হলো। বাসমারাদের পরের সারিও লুটিয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত বাদে ওদের উপর লুটাল পরের সারি। ওদের পেছনে যারা ছিল তারা ক্রমবর্ধমান লাশের স্তূপে হোঁচট খেতে লাগল।

'তীর লাগবে এখানে!' প্যারাপেটের ছাদ বরাবর বয়ে গেল চিৎকারটা। কাঁধের উপর রাখা তীরের ভারে উবু হয়ে দ্রুত ছুটে এলো শিলুক মেয়েরা। এগিয়ে আসছে

বাসমারারা, তীর ছুঁড়ে চলল তীরন্দাজরা, যতক্ষণ না ওরা সীমানা প্রাচীরের নিচে এসে দেয়ালের খুঁটিতে বেয়ে ওঠার মতো একটা কিছু পাওয়ার চেষ্টায় কিলবিল করতে লাগল। কেউ কেউ উপরে উঠে এলো, কিন্তু নাকোন্তো, ইম্বালি আর ওর মেয়েরা অপেক্ষায় ছিল ওদের। যুদ্ধের কুড়োলগুলো ওঠানামা করল যেন লাকড়ি চিড়ছে। ঘাই মারার বর্শা চালানোর সময় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল নাকোন্তোর চিৎকার।

অবশেষে হাতির দাঁতের বাঁশির তীক্ষ্ণ শিষের আওয়াজ সহসা যুদ্ধে বিরতি ডেকে আনল। ছাইয়ে আবৃত মাঠের উপর দিয়ে উধাও হয়ে গেল বাহিনী। জীবিতদের ফের একজোট করতে ওখানে অপেক্ষা করছিল বাসমা।

প্যারাপেট বরাবর দ্রুত আগে বাড়ল মেরেন। 'কেউ চোট পেয়েছে? পায়নি? ভালো। তীর তুলে আনতে গেলে যারা মরার ভান করে আছে তাদের বেলায় সাবধান থেকো। ওই শয়তানগুলোর এটা একটা প্রিয় কৌশল।'

গেট খুলে তীর জড়ো করতে দ্রুত ছুটে গেল ওরা। অনেক তীরের ফলাই মরা মাংসে গেঁথে গেছে, কুড়োল দিয়ে কেটে বের করতে হলো সেগুলো। বিভৎস কাজ, অচিরেই কসাইদের মতো রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল ওরা। তীর সংগ্রহ শেষ হলে মৃত বাসমারাদের বর্শাও সংগ্রহ করল ওরা। তারপর দৌড়ে সীমানায় ফিরে দড়াম করে দরজা আটকে দিল।

মেয়েরা শুকনো মাছ আর ধুরা পিঠা ভর্তি ঝুড়ি ও চামড়ার পানির পাত্র নিয়ে এলো। বেশির ভাগ পুরুষই তখনও খাবার চিবুচ্ছিল, এমন সময় ফের শুরু হলো গান, ক্যাপ্টেনরা আবার প্যারাপেটে তলব করল ওদের। 'যার যার অস্ত্র তুলে নাও!'

নিবিড় সরল রেখায় ফের আগে বাড়ল বাসমারারা। কিন্তু এইবার নেতাদের হাতে রয়েছে দীর্ঘ খুঁটি, বনে বসে বানিয়েছে ওগুলো। দেয়ালের তীরন্দাজদের হাতে আঘাত খাওয়ার সময় পেছনের লোকেরা ওদের ফেলে দেওয়া খুঁটি তুলে নিয়ে আবার আগে বাড়ছে। খুঁটিগুলো সীমানার বাইরের প্রাচীরের কাছে আসার আগে পঞ্চাশ জন লোক প্রাণ হারাল। খুঁটির এক প্রান্ত উপরে দেয়ালের চূড়ার সাথে ঠেস দিতে সামনে ছুটে এলো বাসমারারা। সাথে সাথে খুঁটি বেয়ে ভীড় করে ওঠা শুরু করে দিল ওরা। দাঁত দিয়ে ছোট বর্শা ধরে রেখেছে।

খুঁটির উপর ওদের ভার চেপে বসায় প্রতিরোধকারীদের পক্ষে সেগুলোকে উল্টে দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। আক্রমণকারীরা দেয়ালের চূড়ায় পৌঁছানোর পর হাতাহাতি মারপিট করতে বাধ্য হলো ওরা। পুরুষদের সাথে সার বেঁধে দাঁড়াল ইম্বালি ও ওর মেয়েরা, যুদ্ধ কুড়োলে ভীষণ হত্যালীলা চালিয়ে গেল। কিন্তু বাসমারারা যেন লোকক্ষয়ে নির্বিকার। সতীর্থদের লাশের উপর দিয়ে বেয়ে উঠছে, ধেয়ে আসছে হামলা করতে, অধীর ও অদম্য।

শেষে ছোট একটা দল যুদ্ধ করে প্যারাপেটে উঠে এলো। শেষ শত্রুটিকে আবার পিছু হটতে বাধ্য করার আগে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। তবে, নতুন স্রোত ধেয়ে

এলো ওদের জায়গা দখল করতে। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল ক্লান্ত আত্মরক্ষাকারীরা কেবল রঙচঙে লাশের ওজনের কাছেই হার মানবে, ঠিক তখনই ফের তীক্ষ্ণ সুরে বাঁশি বেজে উঠল। দূরে হারিয়ে গেল হানাদাররা।

মদ পান করল ওরা, ক্ষতস্থান পরিচর্যা করল, ভোঁতা তলোয়ারের জায়গায় নতুন তীক্ষ্ণ তলোয়ার নিল। কিন্তু বিরতিটা ছিল অল্পায়ুর, আবার চিৎকার শোনা গেল। 'যার যার অস্ত্র তুলে নাও! আবার আসছে ওরা!'

মেরেনের লোকেরা সূর্যাস্তের আগে আরও দুটি ধাওয়ার মুখোমুখি হলো, কিন্তু শেষেরটা ছিল ব্যয়বহুল। বর্শা বা মুগুরের আঘাতে বাসমারাদের আবার ফেরত পাঠানোর আগে প্রাণ হারাল আটজন পুরুষ ও ইম্বালির দুটি মেয়ে।

সৈনিকদের অল্প কজনই অক্ষত অবস্থায় দিনটা পার করতে পেরেছে। কয়েক জনের সামান্য কেটে ছিঁড়ে গেছে, ভারি বাসমারা মুগুরের আঘাতে হাড় ভেঙেছে দুজনের। আরও দুজন রাতের শেষ দেখতে পাবে না: পেট আর ফুসফুসে গাঁথা বর্শা ভোরের আগেই পরপারে নিয়ে যাবে ওদের। অনেকেই এত ক্লান্ত যে খাওয়া বা নিজেদের কুঁড়ের আশ্রয়ে টেনে নেওয়ার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। তৃষ্ণা মেটানোর পরপরই ফের প্যারাপেটের কাছে চলে এলো ওরা, ঘামে ভেজা বর্ম ও রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ নিয়েই ঢলে পড়ল ঘুমে।

'এখানে আরও একটা দিন টিকতে পারব না,' তাইতাকে বলল মেরেন। 'গ্রামটা মরণ-ফাঁদে পরিণত হয়েছে। বাসমারারা এতটা নাছোড় হবে ভাবিনি। এখান থেকে যেতে হলে সবকটাকে মারতে হবে।' ক্লান্ত, হতাশ দেখাচ্ছে ওকে। চোখের কোটরে ব্যথা হচ্ছে ওর–বারবার পট্টি তুলে হাতের গিঁট দিয়ে ডলছে।

'ওকে এমন কাহিল অবস্থায় কমই দেখেছে তাইতা। 'এই সীমানা সামলে রাখার মতো যথেষ্ট লোকবল নেই আমাদের,' সায় দিল ও। 'ভেতরের রেখার ভেতরে চলে যেতে হবে আমাদের।' দেয়াল ঘিরে রাখা চূড়ান্ত প্রতিরক্ষা চক্রের দিকে তাকাল ওরা। 'রাতের অন্ধকারে কাজটা করা যাবে। তারপর সকালে শত্রুপক্ষের প্রথম দলটা ধেয়ে এলেই সীমানা প্রাচীরে আগুন ধরিয়ে দেব। আগুন না নেভা পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখা যাবে ওদের।'

'তারপর?'

'ঘোড়াগুলোকে জিন পরিয়ে রাখব, শহর থেকে সটকে পড়ার সুযোগের অপেক্ষায় থাকব।'

'কোথায়?'

'জানতে পেলেই জানাব তোমাকে,' কথা দিল তাইতা, উঠে দাঁড়াল আড়ষ্টভাবে। 'সীমানা পাহারায় যারা আছে তাদের সাথে আগুনের পট আছে কিনা নিশ্চিত করো। আমি ফেনের কাছে গেলাম।'

কুঁড়েয় ঢুকে তাইতা দেখল ফেন ঘুমাচ্ছে। পা পরখ করতে গিয়ে ওকে জাগিয়ে দিতে চাইল না, কিন্তু গাল স্পর্শ করতেই শীতল ঠেকল। তপ্ত বা জ্বরাক্রান্ত নয়।

ক্ষতস্থান পচেনি। নিজেকে আশ্বস্ত করল ও। লায়লাকে বিদায় করে ফেনের পাশে শুয়ে পড়ল ও। তিনটা শ্বাস টানার আগেই ঢলে পড়ল গভীর অন্ধকার ঘুমে।

ভোরের অনিশ্চিত আলোয় জেগে উঠল ও। ওর মুখের কাছে উদ্বিগ্ন চেহারায় বসে আছে ফেন। 'ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ,' তাইতা চোখ খুলতেই বলে উঠল ও।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' উঠে বসল তাইতা। 'তোমার পা দেখি।' ব্যান্ডেজ খুলে দেখল ক্ষতস্থানটা সামান্য লাল হয়ে আছে, কিন্তু সেটা ওর হাতের চেয়ে তপ্ত নয়। সামনে ঝুঁকে সেলাইয়ের গন্ধ শুঁকল। পচনের কোনও লক্ষণ নেই। 'পোশাক পরে নাও। আমাদের দ্রুত সটকে পড়তে হতে পারে।' ওকে টিউনিক আর নেংটি পরতে সাহায্য করার সময় বলল, 'তোমাকে একটা ক্রাচ বানিয়ে দিচ্ছি, তবে তার ব্যবহার শেখার সামান্য সুযোগই পাবে। সূর্যাস্তের সময় ফের আক্রমণ করবে বাসমারারা।' চট করে একটা হালকা ছড়ি দিয়ে ক্রাচ আর একটা বাঁকানো ক্রসপিস বানিয়ে ফেলল ও, বাকল দিয়ে গদি বানিয়ে দিল ক্রসপিসে। শরীরের সমস্ত ভর ওটার উপর ছেড়ে দিল ফেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওকে ঘোড়ার আস্তাবলে যেতে সাহায্য করল তাইতা। দুজনে মিলে ওয়ার্লউইন্ডের পিঠে জিন চাপাল, লাগাম পরাল। সতর্ক বাণী ভেসে এলো সীমানা থেকে।

'ওয়ার্লউইন্ডের সাথেই থাকো,' ওকে বলল তাইতা। 'তোমার খোঁজে ফিরে আসছি আমি।' দ্রুত পায়ে সীমানার দিকে ফিরে গেল ও। মেরেন ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল।

'ফেন–কেমন আছে ও?' মেরেনের প্রথম প্রশ্ন ছিল এটাই।

'ঘোড়া হাঁকাতে পারবে, ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে,' বলল তাইতা। 'এখানে কী হচ্ছে?'

উন্মুক্ত মাঠের উপর দিয়ে ইশারা করল মেরেন। দুই শো কদম দূরে বনের কিনারে অবার দলবদ্ধ হচ্ছে বাসমারা বাহিনী।

'এত কম,' মন্তব্য করল তাইতা। 'গত সন্ধ্যার অর্ধেক।'

'দক্ষিণের দেয়ালের দিকে তাকান,' বলল মেরেন।

বিশাল হ্রদের দিকে তাকাতে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল তাইতা। 'বেশ! গত কাল যেটা করা উচিত ছিল আজ তবে সেটাই করছে,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল ও। 'এবার দুই দিক থেকে আক্রমণ করবে।' এক এক মুহূর্ত ভেবে তারপর জানতে চাইল, 'আজ সকালে কয়জন অস্ত্র তুলে নেওয়ার মতো সুস্থ আছে?'

'রাতে তিন জন মারা গেছে, আমাদের চারজন সৈনিক ওদের শিলুক বেশ্যা আর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে রাতের অন্ধকারে সটকে পড়েছে। বেশি দূরে যাবার আগেই

বাসমারাদের হাতে ধরা খাবে বলে আমার ধারণা। তো, নাকোস্তো আর ওর গোত্রীয় বোন আওকাসহ আমাদের সাথে আছে মোটে ষোল জন।'

'লোকজন আর তাদের মালসামান বইবার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ঘোড়া আছে আমাদের,' বলল তাইতা।

'বাসমারাদের আরেকটা হামলার মোকাবিলা করার কোনও সুযোগ আছে আমাদের, নাকি সীমানা প্রাচীরে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়ার ভেতর সটকে পড়ব?'

সিদ্ধান্ত নিতে বেশি সময় নষ্ট করল না তাইতা। 'এখানে থাকলে অনিবার্যকে একটু পিছিয়ে দেওয়াই সার হবে,' বলল ও। 'আমরা ঘোড়ার পিঠে একটা সুযোগ নেব, পালানোর চেষ্টা করে দেখব। সবাইকে আমাদের ইচ্ছার কথা জানিয়ে দাও।'

নির্দেশ নিয়ে সারি বরাবর এগিয়ে গেল মেরেন। ফিরে এলো অচিরেই। 'কী করতে হবে, সবাই জানে, ম্যাগাস। ফায়ার পটগুলো তৈরি আছে। ছক্কার গুটি কৌটায় ছোঁড়ার জন্যে তৈরি আছে।' নীরব রইল তাইতা; শত্রুবাহিনীর দিকে চোখ ওর। আবার পরিচিত রণহুঙ্কার শুরু হওয়ার আওয়াজ পেল ওরা। বর্মের দামামা আর শত শত নগ্ন পায়ের দাপানি।

'আসছে ওরা,' মৃদু কণ্ঠে বলল মেরেন।

'বেড়ায় আগুন লাগিয়ে দাও,' নির্দেশ দিল তাইতা। শুকনো ডালপালার স্তূপের কাছে অপেক্ষমান লোকজন ছুটে গেল ওগুলোর কাছে, ফায়ার পটের জ্বলন্ত জিনিস ছিটকে দিল। মাদুর দিয়ে বাতাস শুরু করল। নিমেষে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল অগ্নিশিখা।

'পিছিয়ে যাও!' হুঙ্কার দিল মেরেন। জ্বলন্ত প্যারাপেট থেকে লাফ দিল জীবিতরা। অন্যরা যখন ল্যাঙচাচ্ছে বা খোঁড়াচ্ছে, তখন কয়েকজন যন্ত্রণাকরভাবে তাদের সাহায্য করল। ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে সহসা ক্লান্ত বোধ করল তাইতা, নিজেকে নাজুক ও বয়স্ক মনে হচ্ছে ওর। এখানেই, জগতের এই প্রত্যন্ত বুনো প্রান্তরেই শেষ হয়ে যাবে সব? এত কষ্ট, ভোগান্তি ও মৃত্যু বিফলে যাবে? ওকে লক্ষ করছিল মেরেন। কাঁধ সোজা করে দাঁড়াল সে। এখন তার পক্ষে হার মানা ঠিক হবে না: মেরেন ও বাকি লোকজনের প্রতি একটা দায়িত্ব রয়েছে ওর, তারচেয়ে বড় কথা ফেনের প্রতি ওর দায়িত্ব আছে।

'যাবার সময় হলো, ম্যাগাস,' আস্তে করে বলল মেরেন। মই বেয়ে নামতে সাহায্য করতে ওর হাত তুলে নিল। ওরা ঘোড়ার কাছাকাছি পৌঁছতে পৌঁছতে গোটা সীমানা প্রাচীর হুহু শব্দ তোলা দাউদাউ লেলিহান শিখায় ঢাকা পড়ে গেছে। গা পোড়ানো ভীষণ তাপ থেকে বাঁচতে কুঁকড়ে গেল ওরা।

ঘোড়া বের করে নিয়ে গেল সৈনিকরা। ঘোড়া বরাদ্দ দিতে সারি বরাবর আগে বাড়ল মেরেন। ফেন অবশ্যই ওয়ার্লউইন্ড হাঁকাবে, ওকে পাহারা দিতে রেকাবে তুলে নেবে ইম্বালিকে। উইন্ডস্মোক পাবে তাইতা, ওর রেকাবের দড়িতে ঝুলে থাকবে নাকোস্তো। বে হাঁকাবে মেরেন, ওর নষ্ট চোখের পাশে থাকবে আওকা।

বাকি সওয়ারিরা যার যার ঘোড়ায় চাপবে ; একটা খচ্চরও বেঁচে না থাকায় বাড়তি দুটো ঘোড়ার পিঠে খাবার আর মালসামান বোঝাই করা হয়েছে। ওগুলোর লাগাম হাতে তুলে নিয়েছে হিলতো ও শাবাকো।

জ্বলন্ত বেড়ার আড়াল নিয়ে বাইরের দরজার মুখোমুখি ঘোড়ায় চাপল ওরা। লস্ত্রিসের সোনালি মাদুলিটা উঁচু করে ধরল তাইতা, নিজেদের উপর আড়াল করার মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। শত্রুপক্ষের চোখের আড়ালে নিয়ে গেল নিজেদের। ঘোড়া ও মানুষের একটা বিশাল দলকে আড়াল করার সমস্যা জানে ও। কিন্তু অদিম বাসমারারা সহজেই ওর সৃষ্টি মায়ায় ভুলে যাবে।

জ্বলন্ত বেড়া পেরিয়ে আসার কোনও চেষ্টাই করল না বাসমারারা। ওরা স্পষ্টতই ধরে নিয়েছে প্রতিপক্ষ ভেতরে আটকা পড়েছে, তাই ওদের খতম করার সুযোগের অপেক্ষা করছে। অগ্নিশিখার অন্যপ্রান্তে চিৎকার করছে ওরা, গান গাইছে। আগুনের শিখা বাইরের গেট পর্যন্ত পৌঁছে হুড়মুড় করে মাটিতে লুটিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল তাইতা।

'এইবার!' নির্দেশ দিল ও। ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ছুটে গেল হিলতো ও শাবাকো, লুটিয়ে পড়া গেটের উপর দিয়ে দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে দিল। একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল ওগুলো। এখন পথ উন্মুক্ত; আবার দৌড়ে অন্যদের পাশে চলে এলো ওরা।

'একসাথে থাকবে, যত কাছে থাকা যায় ততই মঙ্গল, আমাকে অনুসরণ করো,' বলল তাইতা। জাদুর ক্ষমতা প্রমাণিত হবে গেট দিয়ে বের হয়ে ওপাশের উন্মুক্ত প্রান্তরে পৌঁছানোর পর। বেরুনোর পথ আগুনের কাঠামো পেয়েছে, জীবন্ত পুড়ে মারা যাবার আগেই পথে বের হয়ে যেতে হবে।

'দুলকি চালে সামনে বাড়ো,' নীরবে নির্দেশ জারি করল তাইতা। শক্তির কণ্ঠ ব্যবহার করল ও, লাইনের প্রতিটি লোকের কানে পৌঁছে গেল ওর কথা। জ্বলন্ত গেটের দিকে ধেয়ে গেল ওরা। দেয়ালের মতো ওদের বাধা দিচ্ছে তাপ। কয়েকটা ঘোড়া পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু চাবুক ও স্পারের সাহায্যে ওদের সামনে যেতে বাধ্য করল সওয়ারিরা, তাপে কেশর আর চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। লোকজনের চেহারাও পুড়ে যাওয়ার যোগাড়। তবে নিবিড় দলে থেকেই অবশেষে খোলা প্রান্তরে বের হয়ে এলো ওরা।

বাসমারারা ওদের চারপাশে নাচছে, হুঙ্করা ছাড়ছে। এ দিকে তাকালেও ওদের উপর দিয়ে ফাঁকা পার হয়ে যাচ্ছে ওদের দৃষ্টি, চলে যাচ্ছে জ্বলন্ত বেড়ার দিকে। তাইতার জাদুতে কাজ হচ্ছে।

'নীরবে, দ্রুত,' সতর্ক করল তাইতা। 'খুব কাছাকাছি থেকো। হুট করে কেউ নড়াচড়া করে বসো না।' মাদুলিটা উঁচু করে ধরে রাখল ও। পাশে ফেনও তাই করছে। সোনার তালিসমানটা উঁচু করে রেখেছে ও, ওকে শিখিয়ে দেওয়া কথার পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। জাদু শক্তিশালী করে তোলার কাজে সাহায্য করছে

তাইতাকে। প্রায় পরিষ্কার জায়গায় না পৌঁছানো পর্যন্ত খোলা প্রান্তরের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। বনের সীমানা এখন দুইশো কদমের চেয়ে কম দূরে। কিন্তু এখনও গোত্রীয় লোকগুলোর চোখে ওদের অস্তিত্ব ধরা পড়েনি। তারপর ঘাড়ের পেছনে শীতল হাওয়ার একটা ছোঁয়া টের পেল তাইতা। ওর পাশে ঢোক গিলে তালিসমানটাকে ওটার চেইনে ছেড়ে দিল ফেন। 'পুড়িয়ে দিচ্ছে!' চিৎকার করে বলে উঠল ও, চেয়ে রইল আঙুলের ডগায় লাল দাগের দিকে। তারপর ভীত চেহারায় তাইতার দিকে তাকাল। 'কিছু একটা আমাদের জাদু নষ্ট করে দিচ্ছে।' ঠিক বলেছে ও। দমকা হাওয়ার ঝাপ্টায় ছিঁড়ে যাওয়া নাজুক পালের মতো ছিঁড়ে ফানা ফানা হয়ে যাচ্ছে, টের পাচ্ছে তাইতা। আড়াল করা জোব্বা থেকে নগ্ন করে ফেলা হচ্ছে ওদের। আরেকটা প্রভাব কাজ করছে ওদের উপর। সেটা ঠেকাতে বা ফেরাতে পারছে না ও।

'দুলকি চালে আগে বাড়ো!' চিৎকার করে বলল ও। বনের সীমানার দিকে ছুটল ঘোড়াগুলো। বাসমারাদের ভেতর বিরাট চিৎকার উঠল। রঙচর্চিত চেহারাগুলো ফিরে গেল ওদের দিকে। প্রত্যেকটা চোখে রক্তের নেশা। প্রান্তরের সব দিক থেকে ছোট অশ্বারোহী দলটার দিকে ধেয়ে আসতে শুরু করল ওরা।

'দৌড়া!' উইন্ডস্মোককে তাগিদ দিল তাইতা। কিন্তু দুজন বিশালদেহীকে বইছে সে। সবকিছু যেন স্বপ্নের মতো ধীর ভঙ্গিতে ঘটতে শুরু করেছে। ওরা পেছনে ধেয়ে আসা যোদ্ধাদের আগে আগে ছুটলেও ডান দিক থেকে বর্শাধারীদের আরেকটা ফর্মেশন ছুটে আসতে শুরু করেছে।

'জলদি! যত তাড়াতাড়ি পারিস!' আবার তাগিদ দিল তাইতা। বাসমাকে ওদের বিচ্ছিন্ন করতে নেতৃত্ব দিতে দেখেছে ও। ডান কাঁধে বর্শা নিয়ে সামনে থেকে ছুটে আসছে, নির্ভুল নিশানা করতে তৈরি। শিকারের গন্ধে হাউন্ডের মতো গর্জন করছে তার লোকজন।

'জলদি!' চিৎকার করে উঠল তাইতা। কোণ আর গতি যাচাই করেছে ও। 'আমরা পার পাবই।'

ঘোড়সওয়ারদের দলটা তিরিশ কদম দূর দিয়ে পার হয়ে যাবার সময় একই হিসাব কষল বাসমাও। ওদের পেছনে বর্শা ছুঁড়ে দিতে ছোটার গতি ও হতাশার শক্তিকে কাজে লাগাল। উঁচুতে লাফিয়ে উঠল সে, তেড়ে এলো মেরেনের বোঝাই বে গেল্ডিংয়ের উদ্দেশে।

'মেরেন!' চেঁচিয়ে সাবধান করল তাইতা, কিন্তু বর্শাটা ছিল ওর অন্ধ পাশে। ঠিক জিনের পেছনে ওর ঘোড়ার পিঠে বিঁধল ওটা। বে'র পা ভেঙে পড়ল। পোড়া জমিনের উপর দলামোচা হয়ে ছিটকে পড়ল মেরেন আর আওকা। ধাওয়ায় ক্ষান্ত দিতে যাচ্ছিল বাসমারারা, কিন্তু এবার খুশিতে সর্দারের নেতৃত্বে ধেয়ে এলো ওর দিকে। গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল মেরেন। অন্য ঘোড়সওয়ারদের ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল, নিজেদের ঘোড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওদের। 'চলে যাও!'

চিৎকার করে বলল ও। 'নিজেদের বাঁচাও, কারণ আমাদের বাঁচাতে পারবে না তোমরা।' দ্রুত ওকে ঘিরে ফেলতে শুরু করেছে বাসমারারা।

ওয়ার্লউইন্ডের ঘাড় স্পর্শ করল ফেন, হাঁক দিল ওটার উদ্দেশে। 'হোয়া! ওয়ার্লউইন্ড, হোয়া!'

উড়ন্ত অবস্থায় চড়াই পাখির মতো পাঁই করে ঘুরল ধূসর কোল্ট। কী হচ্ছে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মেরেন যেখানে আওকার সাথে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে ধেয়ে গেল ফেন। ফেনকে ওর দিকে আসতে দেখে মুহূর্তের জন্যে এতটাই হতবাক হয়ে গেল মেরেন যে, মুখে রা সরল না ওর। ওর রেকাবে ঝুলছে ইম্বালি, কুড়োল হাঁকাচ্ছে। হাতের ইশারায় ওকে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করল মেরেন। 'চলে যাও!' কিন্তু ফেন ঘুরে দাঁড়ানোর সাথে সাথে তাইতাও ঠিক একই রকম আত্মঘাতী কাণ্ড করে বসেছে। বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল দলের বাকি সবাই। ঘোড়াগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে, ঝাঁপ দিচ্ছে, একটার উপর আরেকটা উল্টে পড়ছে; অশ্বারোহীরা আবার ওদের নিয়ন্ত্রণে না আনা পর্যন্ত এমনি বিশৃঙ্খলা চলল। তারপর একসাথে উল্টো পথ ধরল সবাই।

সর্দারের নেতৃত্বে সবচেয়ে কাছের বাসামারারা এখন প্রায় ওদের উপর এসে পড়েছে। এগিয়ে আসার সাথে সাথে বর্শা ছুঁড়ছে। প্রথমে হিলতোর, তারপর শাবাকোর ঘোড়া আঘাত পেল, হুড়মুড় করে পড়ে গেল ওগুলো, পড়ার সময় সওয়ারিদের ছুঁড়ে ফেলল পিঠ থেকে।

চট করে একবার চোখ বুলিয়ে বদলে যাওয়া পরিস্থিতি দেখে নিল তাইতা। ওদের সবাইকে বইবার মতো যথেষ্ট ঘোড়া নেই এখন। 'আত্মরক্ষামূলক চক্র গড়ে তোল!' চিৎকার করে বলল ও। 'এখানেই ওদের মোকাবিলা করতে হবে।'

জিন থেকে খসে পড়া লোকগুলো অনেক কষ্টে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এলো ওর দিকে। অক্ষত ঘোড়ার পিঠে যারা ছিল, তারা লাফ দিয়ে নেমে টেনে একটা বৃত্তের কেন্দ্রে নিয়ে গেল ওদের। ধনুক খসিয়ে নিল তীরন্দাজরা। কুড়োল হাতে নিল ইম্বালি ও আওকা। বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে ওরা। বর্শাধারীদের জমাট বাঁধা ফর্মেশনকে ধেয়ে আসতে দেখার পর পরিণতি সম্পর্কে ওদের মনে কোনও সন্দেহ রইল না।

'এটাই শেষ লড়াই। আমাদের মনে থাকার মতো একটা শিক্ষা দাও ওদের!' খুশির সাথে চেঁচাল মেরেন। সামনাসামনি বাসমারারদের প্রথম দলটার মোকাবিলা করল ওরা। হিংস্রভাবে যারপরনাই মরিয়া হয়ে লড়াই করে চলল ওরা। পিছিয়ে দিল হানাদারদের। কিন্তু সর্দার বাসমা ফের ওদের এক করল। লাফাচ্ছে, চিৎকার করছে সে। আবার ওর সাথে আক্রমণ শানাতে এগিয়ে এলো ওরা। নাকোন্তোর দিকে ধেয়ে গেল সে। ওর বর্মকে ফাঁকি দিয়ে উরু লক্ষ্য করে আঘাত হানল।

ওর পাশে ছিল ইম্বালি, ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসতে দেখে সঙ্গীকে বাঁচাতে ক্ষেপে ওঠা সিংহীর মতো উড়ে গেল বাসমার দিকে।

নিজেকে বাঁচাতে ঘুরে দাঁড়াল বাসমা, কুড়োলের আঘাত ঠেকাতে বর্শা ওঠাল। ইম্বালির কোপে দুভাগ হয়ে গেল বর্শার হাতল, যেন প্যাপিরাসের আগাছা। বাসমার ডান কাঁধে আঘাত করল ওটার ফলা। টলে উঠে পিছিয়ে গেল সে। অর্ধেক খসে পড়া হাতটা পাশে ঝুলছে। ফলাটা এক ঝটকায় আলগা করেই ফের আঘাত করল ইম্বালি। এইবার মাথা লক্ষ্য করে। পরিষ্কার ফ্লামিঙ্গো পালকের মুকুট দুভাগ করে নেমে গেল ওটা। দাঁত পর্যন্ত কেটে দুফাঁক করে দিল বাসমার মাথার খুলি। এক মুহূর্তের জন্যে বিভক্ত চোখ দুটো ফলার উল্টো দিক থেকে পরস্পরের দিকে পিটপিট করল। তারপর ওটা মুক্ত করে নিল ইম্বালি। বেরিয়ে আসার সময় হাড়ের সাথে মাংসের ঘর্ষণের আওয়াজ উঠল। সেই সাথে বেরিয়ে এলো হলদে ঘিলু।

সর্দারকে লুটিয়ে পড়তে দেখল বাসমারারা, মরিয়া আর্তনাদ ছেড়ে পিছিয়ে গেল। কঠিন ছিল লড়াইটা। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ওদের–রণক্ষেত্রের ছোট বৃত্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মৃতদেহ। মিশরিয়রা সংখ্যায় কম, কিন্তু শেষ করার জন্যে তাড়াহুড়ো করল না ওরা। নিজেদের অবস্থান জোরদার করার জন্যে বিরতির সুযোগ নিল তাইতা। ঘোড়াগুলোকে শুয়ে পড়তে বাধ্য করল। সব অশ্বারোহী সেনাকেই এই কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়। বাসমারাদের বর্শার হাত থেকে কিছুটা আড়াল যোগাল ওদের শরীর। পেছনে তীরন্দাজদের মোতায়েন করে ইম্বালিকে দায়িত্ব দিল ও। ওর সাথে মাঝখানে রয়েছে ফেন ও আওকা। এবার নিজেই ফেনের পাশে অবস্থান নিল ও। শেষ পর্যন্ত ওর সাথে থাকবে ও, ঠিক যেভাবে অন্য জীবনে ছিল। এইবার, ভাবল ও, ব্যাপারটা ওর জন্যে দ্রুত ও সহজতর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও।

বৃত্তের অন্যদের দিকে তাকাল ও। হাবারি, শোফার ও শেষ দুজন যোদ্ধা মারা গেছে। শাবাকো ও হিলতো এখনও খাড়া থাকলেও আহত। ক্ষতস্থানের পরিচর্যা নিয়ে মাথা ঘামায়নি ওরা। মুঠো ভর্তি ধুলো চেপে রক্তক্ষরণ বন্ধ করেছে কেবল। ওদের ওপাশে হাঁটু গেড়ে বসে নাকোন্তোর উরুতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে ইম্বালি। কাজ শেষ হলে তাইতার দিকে চোখ তুলে তাকাল, ওর চোখে যোদ্ধার চেয়ে বরং নারীসুলভ দৃষ্টিই বেশি ফুটে উঠল।

ঘোড়া থেকে উল্টে পড়ার সময় উপুড় হয়ে পড়েছিল মেরেন। ওর গালে আঘাত লেগেছে, নষ্ট চোখে ফের রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। রক্তের একটা ধারা চামড়ার পট্টির নিচ দিয়ে নাকের পাশ ঘেঁষে উপরের ঠোঁটের কাছে গড়িয়ে নামছে। শান দেওয়ার পাথরে তলোয়ারের ফলায় শান দেওয়ার সময় জিভ দিয়ে মুছে ফেলল ও। শত্রুপক্ষের নিবিড় ঘেরাওয়ের ভেতর থেকে, যেভাবে আহত আর ভেঙে পড়েছে ওরা, তাতে কারও মাঝেই বীরত্বের কিছু নেই।

কোনও অলৌকিক ঘটনাবলে আজকের দিনে বেঁচে গেলে ওদের জন্যে রণ-কাব্য লিখে দেব, যে শুনবে তার চোখে জল এসে যাবে, গম্ভীর চেহারায় নিজেকে কথা দিল তাইতা।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে নীরবতা ভঙ্গ করল একটা কণ্ঠস্বর। 'আমরা মেয়েমানুষ নাকি বাসমারা শয়তানের চ্যালাদের সাথে যুদ্ধ করছি?' আবার গুঞ্জন শুরু করল জনতা। দুলছে, পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করছে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিল আরেকটা কণ্ঠস্বর। 'আমরা পুরুষ, আমরা হত্যা করতে এসেছি!'

'মারো! বর্শা নিয়ে এসো! বর্শা কাজে লাগাও!' চড়া হয়ে উঠল গানের আওয়াজ। নাচতে নাচতে পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে করতে এগোতে শুরু করল দলটা। নাকোন্তোর পাশে দাঁড়িয়েছিল ইম্বালি, ওর ঠোঁটে ক্ষীণ ক্রূর হাসি। মাথার চুল ঠিক করে নিয়েছে হিলতো আর শাবাকো। আবার হেলমেট চাপিয়েছে মাথায়। ঠোঁট থেকে রক্ত মুছে ফেলেছে মেরেন, দৃষ্টি পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ করে নিতে ভালো চোখটা পিটপিট করল একবার। তলোয়ার খাপে পুরে ধনুক বের করে নিল; শত্রুপক্ষকে এগিয়ে আসতে দেখার সময় ওটার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। আড়ষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল ফেন। আহত পা-টাকে বাঁচাচ্ছে। তাইতার হাত ধরল ও।

'ভয় পেয়ো না, পিচ্চি,' ওকে বলল ও।

'ভয় পাইনি,' বলল ফেন, 'কিন্তু তুমি আমাকে তীর ছোঁড়া শেখালে ভালো করতে। এখন তোমার অনেক উপকারে লাগতাম।'

আইভরি বাঁশি বেজে উঠল। ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুবাহিনী। আত্মরক্ষাকারীদের ছোট দলটা পর পর দুবার ওদের বিরুদ্ধে তীরধনুক দিয়ে লড়াই করল। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধনুকে তীর জোড়া যায় তত তাড়াতাড়ি তীর ছুঁড়ল। কিন্তু ওদের সংখ্যা কম, কালো শরীরের জলোচ্ছ্বাসের ভেতর বলতে গেলে একটা তরঙ্গও সৃষ্টি করতে পারল না।

বৃত্তে ঢুকে পড়ল বাসমরারা। ফের হাতাহাতি লড়াই লেগে গেল। গলায় আঘাত পেয়েছে শাবাকো, মারা যাবার সময় ওর গলা থেকে হারপুনে গাঁথা তিমির মতো রক্ত বের হয়ে আসতে লাগল। অসংখ্য দেহের চাপে ভেঙে পড়ল ছোট বৃত্তটা। পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইম্বালি ও নাকোন্তো, আক্রমণ শানাচ্ছে ওরা। আওকা মারা গেছে। পিছু হটে ফেন তাইতা আর ওর মাঝখানে না আসা পর্যন্ত সরে গেল মেরেন। আরও খানিকটা সময় হয়তো লড়াই করে যেতে পারবে ওরা, কিন্তু তাইতা জানে অচিরেই ফেনকে ছেড়ে দিতে হবে। চট করে ওকে অনুসরণ করবে ও। একসাথে থাকবে ওরা।

সোজা হৃৎপিণ্ড বরাবর আঘাত হেনে এক লোককে শেষ করল মেরেন। ঠিক একই সময়ে ওর পাশের লোকটাকে ফেলে দিল তাইতা।

ওর দিকে ফিরল মেরেন। 'সময় হয়েছে, ম্যাগাস, আপনি চাইলে আপনার জন্যে কাজটা করব আমি,' ভাঙা কণ্ঠে বলল ও। তৃষ্ণা আর ধূলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

তাইতা জানে মেরেন এখন ফেনকে কত ভালোবাসে, ওকে হত্যা করা তার জন্যে কত কষ্টকর হবে। 'উঁহু, সৎ মেরেন, তবে তোমাকে এর জন্যে ধন্যবাদ জানাই। এটা আমার কাজ।' স্নেহের চোখে ফেনের দিকে তাকাল তাইতা। 'প্রিয় আমার মেরেনকে চুমু দিয়ে বিদায় শুভেচ্ছা জানাও, কারণ তোমার আসল বন্ধু ও।' তাই করল ফেন। তারপর বিশ্বাসের সাথে তাইতার দিকে ফিরল। মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করল ও। খুশি হলো তাইতা। ওই সবুজ চোখজোড়া ওর দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায় কোনওদিনই কাজটা করতে পারত না। তলোয়ার ওঠাল ও, কিন্তু আঘাত হানার আগেই সামলে নিল। বাসমারাদের যুদ্ধের গান এখন হতাশা ও ত্রাসের বিশাল গোঙানিতে পরিণত হয়েছে। ওদের সারিগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে নেকড়ে-দাঁত বারাকুডার আক্রমণের মুখে সারদিনে ঝাঁকের মতো ছুটে পালাচ্ছে।

বৃত্তের মাঝখানে হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছোট দলটা। নিজেদের আর শত্রু ঘাম-রক্তে নেয়ে গেছে ওরা। বোকার মতো পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, এখনও বেঁচে আছে কেন বুঝতে পারছে না। পা আর খুরের আঘাতে ওড়া ধুলোর কারণে এখনও রণক্ষেত্র আবছা হয়ে রয়েছে, ওদিকে জ্বলন্ত বেড়া থেকে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে ধোঁয়ার অবশিষ্টাংশ। গাছপালার সারি দেখা যায় না বললেই চলে।

'ঘোড়া!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মেরেন। 'খুরের আওয়াজ পেয়েছি।'

'তোমার কল্পনা,' একই রকম কর্কশ কণ্ঠে বলল তাইতা। 'এটা সম্ভব নয়।'

'না, মেরেনের কথাই ঠিক,' বলে উঠল ফেন, গাছপালার দিকে ইশারা করল ও। 'ঘোড়া!'

ধুলো আর ধোঁয়ায় চোখ পিটপিট করল তাইতা। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। ওর দৃষ্টি আবছা, ক্ষীণ। জামার হাতায় চোখ মুছে ফের চোখ তুলে তাকাল। 'অশ্বারোহী বাহিনী?' বিড়বিড় করে বলল ও, কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'মিশরিয় অশ্বারোহীবাহিনী,' চিৎকার করে উঠল মেরেন। 'ক্র্যাক ট্রুপ! ওদের সামনে নীল পতাকা উড়ছে।' বাসমারাদের সারির ভেতর দিয়ে ছুটছে অশ্বারোহী বাহিনী, প্রথমে বর্শায় গাঁথছে ওদের, তারপর পাঁই করে ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছে তলোয়ার দিয়ে কাজ শেষ করার জন্যে। অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ভয়ে কেটে পড়ছে বাসমারারা।

'এ হতে পারে না,' বিড়বিড় করে বলল তাইতা। 'মিশর থেকে দুই হাজার লীগ দূরে রয়েছি আমরা। ওরা এখানে আসে কী করে? এ সম্ভব নয়।'

'বেশ, নিজের চোখকে তো বিশ্বাস করতে হয়–নাকি বলব, একটা ভালো চোখকে?' খুশির সাথে বলে উঠল মেরেন। 'ওরা আমাদের দেশি লোক!' কয়েক মিনিটের ভেতর কেবল মৃত বা অচিরেই মরতে বসা বাসামারারা ছাড়া আর কেউ রইল না। প্রহরীদল এখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। আহতদের ঘাঁই মারতে জিন থেকে সামনে ঝুঁকে পড়ছে। উচ্চ পদস্থ তিনজন কর্মকর্তা অশ্বারোহী বাহিনীর মুল দল

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রেহাই পাওয়া ছোট দলটার দিকে দুলকি চালে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

'উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নীল দলের কর্নেল,' বলল তাইতা।

'গোল্ড অভ মেরিট ও লাল পথের ভ্রাতৃসঙ্ঘের ক্রস পরেছে,' বলল মেরেন। 'আসলেই যোদ্ধা!'

তাইতার সামনে এসে লাগাম টানল কর্নেল। অভিবাদন জানাতে ডান হাত উঁচু করল। 'আমরা হয়তো দেরি করে ফেলেছি ভেবে ভয় হচ্ছিল, মহান ম্যাগাস। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখনও আপনি বহাল তবিয়তে আছে। সকল দেবতাকে তাদের করুণার জন্যে ধন্যবাদ জানাই।'

'তুমি আমাকে চেনো?' আরও অবাক হয়ে গেল তাইতা।

'গালালার তাইতাকে সারা দুনিয়া চেনে। অবশ্য, ভুয়া পয়গম্বরের পরাজয়ের পর আপনার সাথে রানি মিনতাকার দরবারে দেখা হয়েছিল আমার, তবে সেটা অনেক বছর আগের কথা, তখন আমি এনসাইন ছিলাম। সেটা আপনার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে, এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই।'

'তিনাত? কর্নেল তিনাত আনকুত?' লোকটার চেহারার স্মৃতি জাগিয়ে তুলল তাইতা।

কৃতজ্ঞতার হাসি দিল কর্নেল। 'আপনার স্বীকৃতি দিয়ে আমাকে সম্মানিত করলেন।'

তিনাত আনকুত সুদর্শন, শক্তিশালী ও বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, অবিচল দৃষ্টি। অন্তর্চক্ষু দিয়ে ওকে দেখল তাইতা। আভায় কোনও রকম দুর্বলতা বা ত্রুটি দেখতে পেল না। যদিও ওটার গভীরে একটা গম্ভীর নীল ঝিলিক এক ধরনের আবেগজাত অস্থিরতার প্রতীক তুলে ধরছে। সাথে সাথে বুঝে গেল ও, তিনাত সন্তুষ্ট মানুষ নয়। 'আদারি দুর্গ হয়ে আসার সময় তোমাদের খবর পাই আমরা,' ওকে বলল তাইতা। 'কিন্তু ওখানে রেখে আসা তোমার লোকদের ধারণা ছিল বুনো এলাকায় মারা গেছ তোমরা।'

'দেখতেই পাচ্ছেন, ম্যাগাস, ওদের ভুল হয়েছে,' হাসল না তিনাত। 'কিন্তু এখন এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমার লোকেরা আরও হাজার হাজার এই বুনো বর্বরদের আমাদের দিকে এগিয়ে আসার আলামত পেয়েছে। আমাকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল– আপনাকে নিরাপদ হেফাযতে নিয়ে যাওয়া–সেটা পালন করেছি। আমাদের আর সময় নষ্ট না করে এখুনি এখান থেকে সরে পড়তে হবে।'

'আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে, কর্নেল তিনাত? আমরা এখানে আছি, আমাদের সাহায্য প্রয়োজন, কেমন করে জানলে তুমি? কে তোমাকে আমাদের উদ্ধার করতে পাঠিয়েছে?' জানতে চাইল তাইতা।

'যথা সময়ে আপনার প্রশ্নের উত্ত দেওয়া হবে, ম্যাগাস। কিন্তু দুঃখের সাথে বলছি সেটা আমার দ্বারা নয়। আপনাদের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতে কপ্টেন ওনকাকে এখানে রেখে যাচ্ছি।' আবার অভিবাদন জানিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে।

ঘোড়া দাঁড় করাল ওরা। বেশির ভাগই আহত; দুটোর আঘাত এমন মারাত্মক যে ওদের মেরে ফেলা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু উইন্ডস্মোক ও ওয়ার্লউইন্ড অক্ষত রয়ে গেছে। ওদের কাছে তেমন মালসামান না থাকলেও তাইতার ডাক্তারি সরঞ্জাম ভারি ও বিশাল। সব কিছু বহন করার মতো পশু ছিল না বলে ক্যাপ্টেন ওনকা আরও প্যাক হর্স আনার হুকুম দিল। নিজ দলের লোক আর ঘোড়াগুলোর ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করে দিল তাইতা। ওনকা অধৈর্য, কিন্তু এ কাজে তাড়াহুড়ো করার জো নেই। ওরা রওয়ানা হতে হতে আরও খানিকটা সময় কেটে গেল।

ওদের নিয়ে যেতে অশ্বারোহী বাহিনীর একটা স্কোয়াড্রন পাঠালো কর্নেল তিনাত। ওদের মাঝখানে থেকে বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় আগে বাড়ল ওরা। আরেকটা বিশাল কলাম ওদের পেছনে খেটে মরছে, সাথে কয়েক শো বিলাপরত বন্দি, বেশিরভাগই বাসমারা মেয়ে।

'দাস,' অনুমান করল মেরেন। 'নিরীহ পর্যটকদের বাঁচানোর সাথে দাস পাকড়াও করার কাজটাও মিলিয়ে নিয়েছে তিনাত।'

কোনও মন্তব্য না করলেও নিজেদের অবস্থান আর মর্যাদা ভেবে দেখল তাইতা। আমরাও কি বন্দি, নাকি সম্মানিত অতিথি? আমাদের স্বাগত জানানোর বিষয়টি অস্পষ্ট রয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন ওনকাকে জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবল একবার, কিন্তু জানে সেটা হবে নেহাতই ব্যর্থ প্রয়াস। ওনকা তার অধিনায়কের মতোই চাপা।

তামাফুপা ছেড়ে নীলের শুকনো পথ ধরে দক্ষিণে হ্রদের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। অচিরেই লাল জোড়া-পাথর ও উপরের ব্লাফের পরিত্যক্ত মন্দিরের দেখা মিলল, কিন্তু এখান থেকে নদী ছেড়ে হ্রদের পাশের পথ ধরে পুবদিকে এগোল। ওনকার সাথে মন্দির ও জোড়া-পাথর নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করল তাইতা, কিন্তু ওনকার ভাণ্ডারে একটাই জবাব: 'আমি এসব কিছুই জানি না, ম্যাগাস। আমি একজন সাধারণ সৈনিক, মহান সন্ত নই।'

আরও কয়েক লীগ এগিয়ে হ্রদের উপরের আরেকটা ব্লাফে উঠে একটা আচ্ছাদিত উপসাগরের দিকে তাকাল ওরা। সৈকতের মাত্র কয়েক কিউবিট দূরে প্রশান্ত জলে নোঙর ফেলা ছয়টা যুদ্ধ গালির একটা বহর এবং বেশ কয়েকটা বিশাল পরিবহন বার্জ দেখে অবাক হয়ে গেল তাইতা ও মেরেন। বাহনগুলোর নকশা অন্যরকম, মিশরের জলে এরকম কখনও দেখেনি; দুই মাথাঅলা খোলা ডেক

ওগুলোর। এটা পরিষ্কার, একক দীর্ঘ মাস্তুল খসিয়ে খোলের দৈর্ঘ্য বরাবর শুইয়ে রাখা যায়। খরস্রোতা নদীর জলপ্রপাত ও খাড়া প্রবাহের শাদা পানিতে চলাচল উপযোগি করে নকশা করা হয়েছে তীক্ষ্ণ গলুই আর পেছনের। চতুর নকশা, মেনে নিল তাইতা। পরে জানতে পেরেছিল, খোলসগুলো চারটে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন করে জলপ্রপাত বা অন্যান্য বাঁধা পাশ কাটিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

উপসাগরে নোঙর ফেলে রাখা নৌবহরটা দেখে সুদর্শন ও কাজের মনে হচ্ছে। পানি নির্মল, টলটলে, মনে হচ্ছে, খোলসগুলো যেন পানিতে নয় বরং হাওয়ায় ভাসছে। হ্রদের নিচে পরিষ্কার ফুটে রয়েছে ওদের ছায়া। ওগুলো ঘিরে পাক খেয়ে চলা মাছের ঝাঁক পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে তাইতা ক্রুদের ফেলে দেওয়া আবর্জনায় আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে এসেছে।

'খোলের ওই নকশা অচেনা,' মন্তব্য করল মেরেন। 'মিশরিয় নয়।'

'প্রাচ্যে সফরের যাওয়ার সময় সিন্ধু নদীর ওধারে এই ধরনের জাহাজ দেখেছিলাম আমরা,' সায় দিয়ে বলল তাইতা।

'কীভাবে এরকম জাহাজ মানচিত্রের বাইরের অভ্যন্তরীণ সাগরে এলো।?'

'একটা জিনিস নিশ্চিতভাবে জানা আছে,' মন্তব্য করল তাইতা। 'ক্যাপ্টেন ওনকাকে এসব জিজ্ঞেস করে ফায়দা হবে না।'

'কারণ সে সাধারণ সৈনিকমাত্র, মহান সাধু নয়,' তামাফুপা ছেড়ে আসার পর এই প্রথম হাসল মেরেন। গাইডকে অনুসরণ করে সৈকতে চলে এলো ওরা, প্রায় সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল জাহাজে ওঠার পর্ব। বার্জে তোলা হলো বন্দি বাসমারাদের, ঘোড়া ও তিনাত-বাহিনীকে তোলা হলো অন্যগুলোয়।

উইন্ডস্মোক ও ওয়ার্লউইন্ডকে জরিপ করতে গিয়ে রীতিমতো বাচাল হয়ে উঠল কর্নেল তিনাত আনকুর। 'কী দারুণ জুটি। নিশ্চিতভাবেই মা আর বাচ্চা,' তাইতার উদ্দেশে মন্তব্য করল সে। জীবনে এদের সাথে পাল্লা দেওয়ার মতো খুব বেশি হলে তিন থেকে চারটা ঘোড়া দেখেছি। পাগুলো দারুণ, শক্তিশালী বুক কেবল হিট্টাইট বংশেই দেখতে পাবেন। বাজি ধরে বলতে পারি, এগুলো একবাতানার সমতলে জন্ম নিয়েছে।'

'ঠিক ধরেছ,' প্রশংসার সুরে বলল তাইতা। 'তোমার তারিফ করি। ঘোড়ার দারুণ সমঝদার তুমি।'

আরও খুশি হয়ে উঠল তিনাত। ওর জাহাজের যাত্রী তাইতা, ফেন ও মেরেনের জন্যে আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করল সে। সবাই উঠলে সৈকত থেকে রওয়ানা হয়ে গেল নৌবহর, এগোল হ্রদের দিকে। রওয়ানা দেওয়ার কাজ শেষ হলে তীর বরাবর পশ্চিমে বাঁক নিল ওরা। খোলা ডেকে খাবার ভাগাভাগি করতে তিনজনকে নিমন্ত্রণ জানাল তাইতা। ওরা কেবুই ছেড়ে আসার পর গত বছরগুলোর সামান্য খাবারের তুলনায় এখানকার রাধুনীর রান্না রীতিমতো খাসা। সদ্য শিকারের পর ঝলসানো

হ্রদের মাছের পর এলো বিচিত্র সব্জি ও লাল মদের অ্যামফোরার একটা ঝর্না। লাল মদের মান এমনকি খোদ ফারাও'র টেবিলকেও সম্মানিত করত।

সামনের জলের বুকে সূর্যাস্তের সময় নীলের মুখের লাল পাথরের সাথে একই স্তরে চলে এলো নৌবহর। একটা দীর্ঘ ব্লাফের নিচে নোঙর ফেলল ওরা, ওটার চূড়ায় ইয়োসের মন্দির। দুই বাটি মদ খাওয়ায় দরদী আন্তরিক মেজবানে পরিণত হয়েছে তিনাত। তার হালকা মেজাজের সুযোগ নিতে চাইল তাইতা। 'ওই দালানটা কীসের?' জলের উপর ইশারা করল। 'দেখে মন্দির বা প্রাসাদের মতো লাগছে, কিন্তু এই রকম নকশা মিশরে কোনওদিন দেখিনি। কারা ওটা বানিয়েছে ভাবছি।'

ভুরু কোঁচকাল তিনাত। 'ওটা নিয়ে তেমন ভাবিনি, কারণ স্থাপত্যে আমার বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই, অবশ্য আপনার কথা ঠিক হতে পারে, ম্যাগাস। ওটা মন্দির বা উপাসনালয় হয়ে থাকবে; কিংবা শস্যের গুদামও হতে পারে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আরেকটু মদ দেব আপনাকে?' স্পষ্টতই প্রশ্নটা তাকে বিরক্ত করেছে। আবারও দূরবর্তী ও শীতল সৌজন্যমূলক হয়ে উঠল সে। তাছাড়া, এটা পরিষ্কার যে গালি ক্রুদের ওদের সাথে কোনও রকম কথাবার্তা বলতে নিষেধ বা ওদের প্রশ্নের জবাব না দিতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

দিনের পর দিন হ্রদের তীর ঘেঁষে পশ্চিমে এগিয়ে চলল নৌবহর। তাইতার অনুরোধে ওদের ছায়া দিতে ও গোপনীয়তা বজায় রাখতে একটা পাল তুলে দিয়েছে ক্যাপ্টেন তিনাত। তিনাত ও নাবিকদের চোখের আড়ালে ফেনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে অগ্রগতি অর্জন করল তাইতা। দক্ষিণে দীর্ঘ যাত্রার সময় একা থাকার তেমন একটা সুযোগ ছিল না ওদের। এখন ওদের ডেকের বিচ্ছিন্ন কোণটা একাধারে আশ্রয় ও পাঠশালায় পরিণত হয়েছে। এখানে ফেনের ধারণা, মনোযোগ ও প্রবৃত্তিকে চমৎকারভাবে গড়ে তোলায় জোর দিতে পারছে ও।

ওকে নতুন নিগূঢ় শিল্পেন নতুন কোনও বৈশিষ্ট্য শেখায়নি। বরং রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আগে রপ্ত করা কৌশলগুলোকেই আরও নিপূণভাবে প্রয়োগের কায়দা শেখাচ্ছে। বিশেষ করে মানসিক ইমেজ ও ভাবনার টেলিপ্যাথিক বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যাপারে বিশেষভাবে কাজ করছে ও। কেন যেন ওর মনে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতের কোনও এক সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ওরা। তখন এই ধরনের যোগাযোগের উপরই ওদের বাঁচামরা নির্ভর করবে। ওদের যোগাযোগ দ্রুত ও নিশ্চিত হওয়ার পর ওর আভার বিচ্ছুরণ দমনই তাইতার মূল চিন্তা হয়ে দাঁড়াল। ফেন এইসব অনুশীলন ঠিকমতো রপ্ত করেছে নিশ্চিত হওয়ার পরেই কেবল শক্তির শব্দের সম্মিলন পর্যালোচনার কাজে হাত দিতে পারল ওরা।

অনুশীলনের ঘণ্টা ও দিনগুলো এতই কষ্টসাধ্য ও ক্লান্তিকর যে মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে ফুরিয়ে যাবার কথা ছিল ফেনের। প্রাচীন বিদ্যার বেলায় ও নবীশমাত্র। শরীর ও শক্তির দিক থেকে শিশু। অবশ্য, এমনকি অন্য জীবন

যাপনকারী পুরোনো আত্মাকে হিসাবে ধরলেও ওর সামলে নেওয়ার ক্ষমতা বিস্মিত করল তাইতাকে। ওর শক্তি যেন ঠিক নদীর নিচে কাদায় বেঁচে থাকা ওর আত্মার প্রতীক শাপলার মতোই ওর ক্লান্তির উপর ভর করে আবার জেগে ওঠে।

তাইতা অস্পষ্ট বিষয় ছেড়ে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া রুবি পাথর রঙের ফ্লামিঙো পাখি নিয়ে আলোচনায় নামলেই অপ্রতিভভাবে নিমেষে সিরিয়াস ছাত্র থেকে প্রাণবন্ত মেয়েতে পরিণত হতে পারে ও। রাতে ছামিয়ানার নিচে ডেকে বিছানো মাদুরে ওর কাছাকাছি ঘুমিয়ে থাকার সময় ওকে তুলে জোরে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে যেন খোদ মরণও কেড়ে নিতে না পারে।

গালির ক্যাপ্টেন আগাম জানান ছাড়াই হ্রদের উপর দিয়ে দমকা হাওয়া বয়ে যাওয়ার কথা বলেছে ওদের। ডুবে যাওয়া অনেক জাহাজের গল্প বলল সে, এখন হ্রদের নিচে অজানা গভীরতায় পড়ে আছে। রোজ সন্ধ্যায় পানির বিশাল বিস্তার জুড়ে জুড়ে রাত নামার সময় ছায়াঅলা কোনও খাড়ি বা গুহায় নোঙর ফেলছে ফ্লোটিলা। সূর্যের প্রথম রশ্মি পুব দিগন্তে আকাশের বুকে ময়ূরের লেজের মতো ফুটে ওঠার পরই আবার পাল তোলে ওগুলো, গলুই ঘুরিয়ে নেয়। মহা হ্রদের বিশালতা হতবাক করে রেখেছে তাইতাকে। তীর রেখা যেন অন্তহীন মনে হচ্ছে।

মধ্য সাগর বা ইন্ডিজের মহাসাগরের মতোই বিশাল। নাকি এর কোনও সীমাপরিসীমা নেই? ভাবল ও। অবসর মুহূর্তে ফেন আর ও প্যাপিরাসের পাতায় ম্যাপ আঁকে বা ফেলে আসা দ্বীপ ও সেগুলোর তীরে দেখা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নোট লিখে রাখে।

'হাথরের মন্দিরের ভূতাত্ত্বিক পুরোহিতের কাছে নিয়ে যাব এগুলো। ওরা এইসব গোপন ও বিস্ময়কর ব্যাপার জানে না,' ফেনকে বলে তাইতা।

ওর সবুজ চোখে স্বপ্নিল মেঘ দেখা দিল। 'ওহ, ম্যাগাস, তোমার সাথে আমার আগের জীবনের দেশে ফিরতে চাই। আমাকে অনেক মূল্যবান কথা মনে করতে সাহায্য করেছ তুমি। একদিন আমাকে ওই দেশে নিয়ে যাবে না?'

'নিশ্চিত থাকতে পারো,' কথা দিল ও।

সূর্য, চাঁদ ও অন্যান্য স্বর্গীয় বস্তুর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে তাইতা হিসাব কষে বের করল যে হ্রদের তীর ক্রমে দক্ষিণে দিকে বাঁক নিচ্ছে। 'আমার বিশ্বাস, আমরা হ্রদের পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছে গেছি, অচিরেই বাঁক নিয়ে দক্ষিণে এগোব,' বলল ও।

'তাহলে পৃথিবীর শেষ সীমায় পৌঁছে আকাশের বুকে ঝরে পড়ার সময় হয়েছে আমাদের।' এমন একটা বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও ফেনকে কেমন নির্বিকার ঠেকল। 'আমরা কি চিরকাল পড়তে থাকব, নাকি শেষ পর্যন্ত আরেকটা পৃথিবীতে বা আরেক সময়ে পৌঁছে যাব? তোমার কী ধারণা, ম্যাগাস?'

'আশা করি সামনে শূন্যতাকে মুখ হাঁ করে থাকতে দেখলেই ঘুরে দাঁড়ানোর মতো বুদ্ধি আমাদের ক্যাপ্টেনের আছে। তাহলে আর সময় ও স্থানের ভেতর দিয়ে উল্টে পড়তে হবে না। এখানেই আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট, খুশি।' হাসল তাইতা। ফেনের কল্পনার জাল বোনার ক্ষমতা দেখে খুশি হয়েছে ও।

সেদিন বিকেলে ওর উরুর ক্ষত পরখ করল তাইতা, পরিষ্কার সেরে গেছে দেখে খুশি হয়ে উঠল। ঘোড়ার পশমের সেলাইয়ের চারপাশের জায়গাটা টকটকে লাল ও গরম হয়ে আছে। খুলে ফেলার সময় হওয়ার পরিষ্কার লক্ষণ। গিঁট ছিড়ে ফোরসেপ দিয়ে তুলে আনল ও। সামান্য হলদে পুঁজ বেরিয়ে এলো ওগুলোর ফুটো থেকে। গন্ধ শুঁকে হাসল ও। 'মিষ্টি, ক্ষতিকর নয়। এরচেয়ে ভালো ফল আশা করতে পারতাম না। দেখ, কী সুন্দর একটা ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে ওটা, ঠিক তোমার শাপলার পাঁপড়ির মতো।'

ক্ষত পরখ করার সময় একদিকে মাথা কাত করে রাখল ফেন। ওর কনিষ্ঠ আঙুলের নখের চেয়ে বড় হবে না ওটা। 'তুমি অনেক চালাক, ম্যাগাস। আমি নিশ্চিত ইচ্ছা করেই ওটা করেছ। ইম্বালির টাট্টু ওর কাছে যত প্রিয় এটা আমার কাছে তারচেয়ে অনেক বেশি ভালো লাগছে। খুব ঈর্ষা হবে ওর!'

দ্বীপের গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, ওখানকার গাছগুলো এত পুরু ও লম্বা যে মনে হয় মাথার উপরের নীল বাঁকানো স্বর্গকে ঠেস দিয়ে রেখেছে। উঁচু ডালে বানানো নীড়ে ঈগল পাখি বসে রয়েছে। ঝলমলে শাদা পালক ও বাদামী ডানার অসাধারণ সুন্দর পাখি। আকাশে ওড়ার সময় বুনো গানের মতো চিৎকার ছাড়ে, তারপর হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠোঁটে টাটকা মাছ নিয়ে উঠে আসে।

সবগুলো সৈকতেই বিশাল বিশাল কুমীরকে রোদ পোহাতে দেখল ওরা, অগভীর পানিতে জলহস্তির জমায়েত। ওদের গোলাকার ধূসর পিঠ গ্রানিট বোল্ডারের মতোই বিশাল। ওরা আবার উন্মুক্ত জলে বের হয়ে এলে তাইতার অনুমান সত্যি প্রমাণ করে দক্ষিণে বাঁক নিল তীরটা। পৃথিবীর শেষ প্রান্তের দিকে ধেয়ে চলল ওরা। কালো মোষ, ধূসর হাতি ও বিশাল নাকের উপর শিঙঅলা শুয়োর সদৃশ জানোয়ারে ভরা অন্তহীন বনের পাশ দিয়ে পাল তুলে ভেসে চলল। এই প্রথম এই ধরনের জানোয়ার দেখছে ওরা। ওগুলোর স্কেচ এঁকে রাখল তাইতা। ওগুলোকে অলৌকিকভাবে নিখুঁত মন্তব্য করল ফেন।

'আমার বন্ধু পুরোহিতরা এমন জানোয়ারের অস্তিত্ব থাকার কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না,' মন্তব্য করল তাইতা। 'মেরেন, ফারাও'র জন্যে নাক কেটে উপহার নিয়ে যেতে একটা জানোয়ার শিকার করতে পারবে?' ওদের মেজাজ মর্জি এতটাই প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে যে সবার মনেই শেষ পর্যন্ত অনেক উত্তরের নিজ দেশে ফিরে যেতে পারবে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাতে শুরু করেছে।

বরাবরের মতো তাইতার কথায় জানোয়ারের পিছু ধাওয়া করে লাফিয়ে পড়তে উদগ্রীব হয়ে উঠল মেরেন। 'আপনি তিনাত ও ক্যাপ্টেনকে দিন দুয়েকের জন্যে

নোঙর ফেলতে রাজি করাতে পারলে একটা ঘোড়া আর তীর ধনুক নিয়ে তীরে নেমে যেতে পারি।'

তিনাতের কাছে দীর্ঘদিন বার্জের বদ্ধ পরিবেশে থাকার পর একটু দৌড়ানোর সুযোগ পেলে ঘোড়াগুলোর উপকার হবে বলে প্রস্তাব রাখল তাইতা। আপাত তাকে বেশ আন্তরিক আবিষ্কার করল ও।

'ঠিক বলেছেন, ম্যাগাস। তাছাড়া, ভালো মাংসের এমন দারুণ যোগান হাতছাড়া হতে দেওয়া যায় না। সৈনিক ও দাসদের নিয়ে অনেকগুলো পেটের ব্যবস্থা করতে হয় আমাকে।'

সেদিন সন্ধ্যায় হ্রদের কিনারে একটা প্রশস্ত সমতলে এলো ওরা। বনের উন্মুক্ত জায়গাগুলো নানান শিকারে ভরা: ধূসর গণ্ডার থেকে শুরু করে সবচেয়ে ছোট আকর্ষণীয় অ্যান্টিলোপ পর্যন্ত। সমভূমি পুবে বাঁক নিয়ে আসা একটা ছোট মোহনায় দ্বিখণ্ডিত, একটা হ্রদে শেষ হয়েছে ওটা। অল্প দূরত্বের জন্যে চলাচলের উপযোগি, ফ্লোটিলার জন্যে একটা নিরাপদ নোঙরের ব্যবস্থা করেছে। ঘোড়া নামাল ওরা, পুরুষরা নদীর তীরে তাঁবু খাটাল। পায়ের নিচে কঠিন মাটির ছোঁয়া পেয়ে খুশি হয়ে উঠল ওরা। পরদিন সকালে ঘোড়ার পিঠে চেপে রওয়ানা হওয়ার সময় উৎসবমুখর অনুভূতি হলো ওদের। তিনাত ওর শিকারীদের মোষ শিকারের নির্দেশ দিয়ে গাভী আর বাছুর নিয়ে আসতে বলল; বুড়ো ষাঁড়ের চেয়ে ওগুলোর মাংস অনেক স্বাদু–ষাঁড়ের মাংস শক্ত ও গন্ধযুক্ত, বলতে গেলে অখাদ্য।

তামাফুপায় পাওয়া আঘাত থেকে অনেকটাই সেরে উঠেছে মেরেন ও হিলতো। নাকের ডগায় দানবীয় শিংঅলা গণ্ডারের পিছু ধাওয়ায় নেতৃত্ব দেবে ওরা। নাকোন্তো ও ফেন দর্শক হিসাবে থাকবে পেছনে। শেষ মুহূর্তে কর্নেল তিনাত এসে তাইতাকে বলল, 'আমি আপনার সাথে খেলাটা দেখতে যেতে চাই। আশা করি, আমার উপস্থিতিতে আপত্তি করবেন না।'

অবাক হলো তাইতা। এমন একজন গোমড়ামুখো মানুষের কাছ থেকে এমনি বন্ধুত্বপূর্ণ আগ্রহ আশা করেনি। 'তোমাকে সাথে পেলে বরং খুশিই হবো, কর্নেল। তুমি জানো, নাকের ডগায় শিংঅলা জানোয়ারগুলোর একটাকে ধরার চেষ্টা করছি আমরা।'

ততক্ষণে ঘোড়সওয়ারীদের বিভিন্ন দল চিৎকার ছেড়ে মোষের পাল তাড়া করে সমতলের উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। খুব কাছে থেকে আগে বাড়ছে যাতে বর্শা চালাতে পারে। সাহসী ও দ্রুত গতির জানোয়ারগুলো কোণঠাসা হয়ে পড়লে ওদের উদ্দেশ্য করে ক্রমাগত তীর ছুড়ে ওরা। অচিরেই তৃণভূমির উপর ছড়িয়ে পড়ল কালো লাশ। বেদিশা হয়ে সমভূমির এদিক ওদিক ছুটতে লাগল সন্ত্রস্ত পশুগুলো। শিকারীদের হাত থেকে বাঁচতে মরিয়া।

পশুর পাল ও ঘোড়সওয়ারদের বিভ্রান্ত ভীড়ে না পড়তে ও গণ্ডারগুলোকে বেছে শিকার করার মতো একটা উন্মুক্ত জায়গার খোঁজে বনের ভেতরের ফাঁকা জায়গা

ছেড়ে সরে এলো মেরেন, তীর বরাবর ঘোড়া হাঁকাল। ওরা জাহাজের দৃষ্টিসীমার বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত বাকিরা অনুসরণ করল। একসময় মাঠে ওরা ছাড়া আর কেউ রইল না। সামনে তৃণভূমির উপর বেশ কয়েকটা মাদী ও বাছুর ছড়িয়ে ছিটিয়ে অপেক্ষা করছে। তবে একটা সর্দারের শিং সংগ্রহ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মেরেন। ফারাওকে উপহার হিসাবে মানানসই ট্রফি।

নোঙর করা জাহাজগুলো থেকে ওদের আরও দূরে নিয়ে যাবার সাথে সাথে কর্নেল তিনাতের ভেতর ক্রম পরিবর্তন লক্ষ করল তাইতা। তার গাম্ভীর্য মিলিয়ে যাচ্ছে, এমনকি ফেনের কোনও কোনও কথায় হাসছেও। 'আপনার সঙ্গী বুদ্ধিমতী তরুণী,' মন্তব্য করল সে। 'কিন্তু বিচক্ষণ তো?'

'তুমি যেমন বললে, তরুণী ও, এবং ঈর্ষা বা শত্রুতা থেকে মুক্ত।' আর একটু শিথিল হলো তিনাত, অন্তর্চক্ষু খুলে লোকটার মানসিক অবস্থা খতিয়ে দেখল তাইতা। দ্বিধায় ভুগছে, ভাবল ও। আমার সাথে স্বাধীনভাবে কথা বলার সময় বড়কর্তাদের চোখে পড়তে চাইছে না। নিজের লোকদের কাউকে ভয় পাচ্ছে। আমি নিঃসন্দেহ, লোকটা ক্যাপ্টেন ওনকা না হয়ে পারে না। সম্ভবত নজরদারি করতে ও বড়কর্তাদের কাছে খবর দেওয়ার জন্যে পাঠানো হয়েছে তাকে। তিনাত আমাকে কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু ভয় পাচ্ছে।

মনের সাহায্যে ফেনের কাছে পৌঁছাল তাইতা, সচেতন হয়ে উঠতে দেখল ওকে। তেনমাস ভাষায় বার্তা পাঠাল ও। 'মেরেনের কাছে যাও। তিনাতের সাথে একা থাকতে দাও আমাকে।'

সাথে সাথে ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ফেন। 'আমাকে ক্ষমা করবে, ম্যাগাস,' মিষ্টি করে বলল সে। 'খানিকটা পথ মেরেনের সাথে যাব আমি। আমাকে একটা তীর বানিয়ে দেবে বলেছিল ও।' হাঁটুর ধাক্কায় দুলকি চালে ওয়ার্লউইন্ডকে ছোটাল ও। তাইতার সাথে একা রেখে গেল তিনাতকে।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওরা। অবশেষে তাইতা বলল, 'ফারাও'র সাথে আমার কথা থেকে বুঝতে পেরেছি অনেক বছর আগে মিশর ছাড়ার সময় নীল মাতার উৎস পর্যন্ত যাওয়ার নির্দেশ ছিল ফারাও নেফার সেতির, তারপর অনুসন্ধানের ফল জানাতে কারনাকে ফিরে যাবার কথা ছিল তোমাদের।'

ওর দিকে তাকাল তিনাত। জবাব দিল না।

সূক্ষ্মভাবে বিরতি দিল তাইতা, তারপর খেই ধরল। 'ফিরে গিয়ে তাঁর কাছে তোমাদের সাফল্যের সংবাদ দিয়ে যোগ্যতা অনুযায়ী পুরস্কার দাবি করোনি দেখে খুবই অবাক লাগছে। আমরা মিশর থেকে নাটকীয়ভাবে উল্টোপথে যাচ্ছি দেখে বিভ্রান্ত বোধ করছি আমি।'

খানিকক্ষণ চুপ থাকল তিনাত। তারপর বলল, 'ফারাও নেফার সেতি এখন আর আমার শাসক নন। মিশর আর এখন আমার বাসভূমি নয়। আমি ও আমার

লোকজন আরও অনেক সুন্দর, সমৃদ্ধ ও আশীর্বাদপুষ্ট একটা দেশ পেয়েছি, ঠিক যেমন মিশর এখন অভিশপ্ত।'

'তোমার মতো পদমর্যাদার একজন অফিসার দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে, কোনওদিনই বিশ্বাস হতো না আমার,' বলল তাইতা।

'আমিই একমাত্র মিশরিয় নই যে একাজ করেছে। অনেক বছর আগে আরও একজন এমন করেছে, এই নতুন দেশে সেই আবিষ্কার করেছে, তারপর আর মিশরে ফিরে যায়নি। রানি লস্ত্রিস একই রকম অভিযানে তাকে পাঠিয়েছিলেন, নীলের উৎসমুখ আবিষ্কারের মিশন দিয়ে। তার নাম জেনারেল লর্ড আকের।'

'বেশ ভালো করেই চিনতাম ওকে,' বাধা দিয়ে বলল তাইতা। 'ভালো সৈনিক ছিল বটে, কিন্তু দুর্বোধ্য।'

তাইতার দিকে তীর্যক চোখ তাকালেও ওর মূল্যায়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলল না সে। 'লর্ড আকের চাঁদের পাহাড়ের দেশের জাররি বসতির অগ্রগামী,' বলল সে। 'তাঁর প্রত্যক্ষ বংশধররা শক্তিশালী ও উন্নত দেশে পরিণত করেছে একে। ওদের সেবা করতে পেরে আমি সম্মানিত।'

অন্তর্চক্ষু দিয়ে তাকে জরিপ করে তাইতা দেখল কথাটা ঠিক না। বিদেশী সরকারে সেবা করতে গিয়ে সম্মানিত বোধ করা দূরে থাক রীতিমতো মানসিক অশান্তিতে আছে তিনাত। 'এখন আমাদের সেখানেই নিয়ে যাচ্ছ তুমি, তাই না? জাররিতে?'

'আমাকে সেরকমই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ম্যাগাস,' সায় দিল তিনাত।

'এই দেশের রাজা কে?' জানতে চাইল তাইতা।

'আমাদের কোনও রাজা নেই। অভিজাত ও জ্ঞানী লোকদের একটা অলিগার্কি আমাদের শাসন করে।'

'তাদের বাছাই করে কে?'

'আপাত গুণের ভিত্তিতে মনোনীত করা হচ্ছে।'

তাইতা বুঝল, মন থেকে এসব কথা বিশ্বাস করে না তিনাত। 'তুমিও অলিগার্কদের একজন?'

'না, ম্যাগাস। অভিজাত বংশে জন্ম হয়নি বলে কোনওদিনই সেই সম্মানের দাবিদার হতে পারব না। জাররিতে ইদানীং এসেছি আমি। নবাগত।'

'তার মানে জাররির সমাজ গোত্রভিত্তিক?' জানতে চাইল তাইতা। 'অভিজাত, সাধারণ জনগণ আর দাস সমাজে বিভক্ত?'

'মোটা দাগে তাই। আবশ্য আমরা অভিবাসী হিসাবে পরিচিত, সাধারণ মানুষ না।'

'তোমরা জাররিয়রা কি এখনও মিশরিয় দেবদেবীদের পূজা করো?'

'না, ম্যাগাস, আমাদের দেবতা একজনই।'

'কে সে?'

'জানি না। কেবল ধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্তরাই তার নাম জানে। এক দিন আমি সেই সুযোগ পাবার প্রার্থনা করি।' এই বক্তব্যে নানা রকম স্ববিরোধী ধারা দেখতে পেল তাইতা: এমন কিছু আছে তিনাত মুখে বলতে পারছে না। যদিও কথাটা বলার জন্যে ওনকার নজর থেকে দূরে সরে আসতে পেরেছে।

'আমাকে এই বিস্ময়কর দেশ সম্পর্কে আরও কিছু বলো, যার জন্যে তোমার মতো বিশ্বস্ত একজন লোক প্রলুব্ধ হতে পারে।' কথা বলতে ওকে উৎসাহিত করল তাইতা।

'এই কাজের উপযুক্ত কোনও শব্দ নেই,' জবাব দিল তিনাত। 'কিন্তু অচিরেই পৌঁছে যাব ওখানে, নিজেই বিচার করতে পারবেন।' খোলামনে কথার বলার সুযোগ পায়ে ঠেলছে সে।

'কর্ণেল তিনাত, বাসমারাদের কবল থেকে আমাদের উদ্ধার করার সময় তুমি এমন কিছু বলেছিলে যাতে আমার বিশ্বাস হয়েছিল যে তোমাকে সেই স্পষ্ট উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছিল। আমার কথা ঠিক?'

'এরই মধ্যে অনেক কথা বলে ফেলেছি...আপনার সম্পর্কে অনেক উঁচু ধারণা রাখি আর আপনাকে অনেক সম্মান করি বলে। কিন্তু আমাকে আর জোর না করার অনুরোধ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। আমি জানি অনেক উন্নত ও অনুসন্ধিৎসু মন আপনার, কিন্তু এমন এক দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন যার ভিন্ন রীতিনীতি ও আইনকানুন রয়েছে। এই মুহূর্তে আপনি মেহমান, সুতরাং মেজবানের রীতিনীতির প্রতি সম্মান দেখালেই সবার পক্ষে ভালো হবে।' এখন পুরোপুরি পিছু হটে গেছে তিনাত।

'তার একটা হচ্ছে আমার সাথে জড়িত নয় এমন সব ব্যাপারে খোঁচাখুঁচি না করা।'

'ঠিক তাই,' বলল তিনাত। ভদ্র সতর্কবাণী এটা। এরচেয়ে বেশি কিছু বলতে পারল না সে।

'আমি সব সময় ভেবেছি যে সুবিধাজনক নীতিমালা স্বৈরাচারকে যুক্তিসঙ্গত ও প্রজাদের ভোলাতে যৌক্তিক।'

'বিপজ্জনক দৃষ্টিভঙ্গি, ম্যাগাস, জাররিতে থাকার সময় কথাটা গোপন রাখতে হবে আপনাকে, ম্যাগাস।' ব্রোঞ্জ হেলমেটের ভাইজরের মতো মুখে কুলুপ আঁটল তিনাত। তাইতা বুঝল, ওর কাছ থেকে বেশি কিছু জানা যাবে না। তবে হতাশ হলো না ও, বরং এত কিছু জানতে পেরে অবাকই হয়েছে।

শিকারীদের ক্ষীণ চিৎকারে বাধা পেল ওরা। অনেক সামনে ওর তীরের উপযুক্ত একটা শিকার কোণঠাসা করেছে মেরেন। কোণঠাসা হয়ে অগ্নিনিঃশ্বাসঅলা ড্রাগনের মতো ফুঁসছে বিরল দানবটা, নিপীড়নকারীদের দিকে শঙ্কিত কিন্তু হিংস্র দৌড় শুরু করেছে। বিরাট খুরের ঘায়ে বালি উড়ছে, এপাশ পোশ ঘোরাচ্ছে শিংঅলা নাকটা,

শুয়োরের চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে চোখজোড়া। প্রায় এক মানুষ সমান লম্বা শিংটা অবিরাম গাছের কাণ্ড আর উইপোকার ঢিপিতে শান দেওয়ায় চকচক করছে। ঝিলিক মারছে তলোয়ারের মতো।

এইবার ফেনকে দেখল তাইতা। গলার কাছে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে উঠল ওর। জানয়োরটার সাথে খেলছে ও। নিজের ঘোড়দৌড় ও ওয়ার্লউইন্ডের গতির উপর স্পষ্ট আস্থা থাকায় পশুটার নাকের সামনে তীর্যক রেখা তৈরি করে পার হয়ে যাচ্ছে। ধাওয়া করতে আহবান করছে ওটাকে। উইন্ডস্মোকের পেটে গোড়ালি ছোঁয়াল তাইতা, ওকে বাধা দিতে ছুটে গেল। সাথে সাথে সরাসরি জরুরি হাওয়াই বার্তা পাঠাল ওর কাছে। বুঝতে পারল দক্ষ তলোয়ারবিদের মতোই সেটাকে ঠেকাল ফেন, তারপর ওর কাছ থেকে মন বিচ্ছিন্ন করে নিল সে। তেতে উঠল তাইতার রাগ ও উদ্বেগ। 'পিচ্চি শয়তান!' বিড়বিড় করে বলে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওয়ার্লউইন্ডের চকচকে ধূসর চামড়ার দিকে নজর গেল পশুটার, ফেনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল সে। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ গর্জন ছেড়ে বিশাল খুরে জমিনে আঘাত করে তেড়ে গেল ওদের দিকে। কোল্টের ঘাড় স্পর্শ করল ফেন, পূর্ণ গতিতে ছুটতে শুরু করল ওরা। শিং ও ওয়ার্লউইন্ডের লেজের ভেতরে দূরত্ব বোঝার জন্যে ঘোড়ার পিঠের উপর বেঁকে পেছনে তাকাল ও। আরেকেটু সামনে এগোনোর পর দূরত্ব কমিয়ে আনতে ওয়ার্লউইন্ডকে থামাল ও। পশুটাকে আগে বাড়ার তাগিদ দিল।

ফেনের নিরাপত্তার কথা ভেবে শঙ্কিত হলেও ওর দক্ষতা ও সাহসের তারিফ না করে পারল না তাইতা। মেরেনের একদম কাছে নিয়ে এলো সে জানোয়ারটাকে। পর পর তিনটা তীর ছুঁড়ল মেরেন, উড়ে গিয়ে ওটার কাঁধের পেছনে পুরু চামড়ায় গোড়া অবধি গেঁথে গেল ওগুলো। টলে উঠল পশুটা। মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে দেখল তাইতা। মেরেনের ছোঁড়া অন্তত একটা তীর ওটার ফুসফুস ভেদ করেছে। জানোয়াটাকে টেনে আনতে লাগল ফেন। দক্ষতার সাথে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে শরীরের অন্যদিক মেরেনের তীরের নাগালে নিয়ে আসছে। একের পর এক তীর ছুঁড়ে চলল মেরেন। গভীরে গিয়ে বিঁধতে লাগল ওগুলো, হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস ছিন্নভন্ন করে দিচ্ছে।

ফুসুফস রক্তে ভরে ওঠায় জানোয়ারটার গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। মৃত্যুর আলস্য শক্তিমান পা পাথরে পরিণত করেছে। নিচের দিকে মাথা ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় খোলা মুখ ও নাক দিয়ে ফোয়ারার মতো রক্ত বের হতে লাগল ওটার। এক পাশ থেকে ছুটে গেল নাকোস্তো, কানের পাশ দিয়ে সেঁধিয়ে দিল ওর বর্শাটা। মগজের সন্ধানে বাঁকা করে দিল ফলাটা। প্রবল শব্দে লুটিয়ে পড়ল লাশটা, গোটা জমিন কেঁপে উঠল, ধুলোর মেঘ উড়ল।

তাইতা ওদের কাছে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে লাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবাই। উত্তেজনায় নাচছে ফেন, বাকিরা হেসে শেষ, হাততালি দিচ্ছে।

অবাধ্যতার জন্যে ফেনকে অপমান করে গালিতে ফেরত পাঠাতে দৃঢ়পতিজ্ঞ ছিল তাইতা। কিন্তু পাথরের মতো চেহারা করে ও যখন ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলো, ফেন ছুটে এলো ওর কাছে, লাফিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরল।

'তাইতা, তুমি দেখেছে সবটা? দারুণ না? তোমার কি ওয়ার্লউইন্ড আর আমার জন্যে গর্ব হচ্ছে না?' তারপর ঠোঁটের কাছে উঠে আসা কর্কশ কণ্ঠে বকাঝকা শুরু করার আগেই ওর কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'তুমি আমার সাথে এত ভালো আর সুন্দর আচরণ করো, আমি তোমাকে ভালোবাসি, প্রিয় তাইতা।'

রাগ মুছে যাচ্ছে, টের পেল তাইতা, পরিহাসের সাথে নিজেকে জিজ্ঞেস করল, কে কাকে শিক্ষা দিচ্ছে? অন্য জীবনে এই কৌশল ওর পছন্দ ছিল। এখনও ওর বিরুদ্ধে আমি অসহায়।

চল্লিশটারও বেশি বিশাল পশু হত্যা করেছে শিকারীরা, ফলে সবগুলো লাশের ছাল খসিয়ে মাংস কেটে ঝলসে বার্জে তুলতে বেশ কয়েক দিন লাগল। কেবল তারপরেই গালিতে চেপে আবার দক্ষিণে যাত্রা শুরু করতে পারল ওরা। নিজের অফিসারদের সাথে যোগ দেওয়ার পর ফের বিচ্ছিন্ন, দুর্গম লোকে পরিণত হয়েছে তিনাত। অন্তর্চক্ষু দিয়ে ওকে পরখ করতে গিয়ে তাইতা বুঝতে পারল ওর সাথে আলাপের সময় বলে দেওয়া বিষয়গুলোর জন্যে নিজেকে দোষারোপ করছে সে। গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারে নিজের অক্ষমতায় এখন ভীত হয়ে উঠেছে।

উত্তরে ঘুরে গেছে বাতাস, সজীব হয়ে উঠেছে। বৈঠা তুলে রেখে বিরাট তেকোনো পাল উড়িয়েছে গালিগুলো। ওদের গলুইয়ের নিচের পাক খাচ্ছে শাদা পানি, ডানদিকে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে কিনারা। শিকারের পর পঞ্চম সকালে আরেকটা শাখার মুখে পৌঁছাল ওরা। পশ্চিমের উঁচু এলাকা থেকে নেমে আসা শাখাটা বিপুল পরিমাণ পানি ঢেলে দিচ্ছে হ্রদে। ক্রুদের নিজেদের ভেতর আলাপ করতে দেখল তাইতা, বারবার উচ্চারিত হলো 'কিতানগালে' নামটা। নিঃসন্দেহে এটাই ওদের সামনের নদীর নাম। পাল নামিয়ে আবার বৈঠা তুলে নেওয়ার হুকুম দিল ক্যাপ্টেন, তাতে অবাক হলো না ও। ওদের গালি ফ্লোটিলাকে কিতানগালেয় নিয়ে এলো, প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে এগিয়ে চলল।

কয়েক লীগের মধ্যেই নদীর তীর বরাবর গড়ে ওঠা বড়সড় একটা বসতির কাছে পৌঁছে গেল। এখানে ঢালে অসমাপ্ত খোলের দুটো বিশাল আকারের জাহাজ পড়ে আছে। ওগুলোর উপর গিজগিজ করছে শ্রমিকের দল। ইশারায় ওদের তত্ত্বাবধানকারীর দিকে মেরেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তাইতা। 'এখানেই জাহাজের

বিদেশী নকশার কারণ বোঝা যায়। নিশ্চয়ই এই ইয়ার্ডেই সব বানানো হয়েছে, যারা বানিয়েছে তারা নিঃসন্দেহে সিন্ধু নদের ওপাশের কোনও দেশ থেকে আসা।'

'কীভাবে এখানে এলো ওরা, নিজ দেশ থেকে এত দূরে?' জানতে চাইল মেরেন।

'এখানে এমন কিছু আছে যা বাগানের ফুল মৌমাছিকে আকর্ষণ করার মতো যোগ্য লোকদের টেনে আনে।'

'আমরাও কি মৌমাছি, ম্যাগাস? আমাদেরও কি একই আকর্ষণ টেনে নিয়ে চলেছে?'

সবিস্ময়ের ওর দিকে তাকাল মেরেন। মেরেনের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক গভীর চিন্তা। 'ফারাওকে দেওয়া পবিত্র শপথ রক্ষা করতে এখানে এসেছি আমরা,' ওকে মনে করিয়ে দিল তাইতা। 'তবে এসেই যখন পড়েছি, খুব সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। কিছুতেই অসংখ্য জাররিয়কে যেমন মনে হচ্ছে সেভাবে স্বাপ্নিক ও বিলাসি হয়ে পড়া চলবে না।'

নদীর উজানে এগিয়ে চলল নৌবহর। কয়েক দিনের মধ্যেই নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত রুদ্ধ করে রাখা শাদা পানির প্রথম জলপ্রপাতের দেখা মিলল। তিনাত ও ওর লোকরা তাতে দমল না, কারণ জলধারার পায়ের কাছে আরেকটা ছোট গ্রাম রয়েছে, সেটার ওপাশে বিশাল গবাদি পশুর খোঁয়াড়, কুঁজঅলা ষাড়ের পাল রয়েছে ওখানে।

তীরে নেমে এলো যাত্রী, ঘোড়া এবং দাসরা। কেবল ক্রুদের জাহাজে রেখে পাকানো লিয়ানার তৈরি কাছি দিয়ে ষাঁড়ের পালের সাথে বেঁধে টেনে দ্রুত গতির পানির স্যুট দিয়ে তুলে আনা হলো ওগুলো। তীরের মানুষ ও পশু জলপ্রপাতের পাশ দিয়ে উঠে যাওয়া পাহাড় বেয়ে উঠে উপরের জমিনে পৌঁছাল। জলপ্রপাতের উপরে নদী গভীর, প্রশান্ত; নোঙর ফেলে হালকাভাবে আগে বাড়ল গালিগুলো। আবার জাহাজে চড়ল সবাই। পরবর্তী জলপ্রপাতের কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখল, সেখানে ফের একই কৌশলের পুনরাবৃত্তি ঘটল।

তিনবার এভাবে খাড়া জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছে জাহাজ টেনে উপরে তোলা সম্ভব নয়। মিশরিয় এঞ্জিনিয়ারদের প্রতিভা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে: জলপ্রপাত ঘেঁষে আঁকাবাঁকা একটা খাল খনন করা হয়েছে, ওগুলোর প্রত্যেক প্রান্তে তালা দেওয়া, জাহাজকে পরের স্তরে যাবার সুযোগ করে দিতে কাঠের গেট আছে তাতে। জলের মই বেয়ে ফ্লোটিলাগুলো উপরে তুলতে অনেক দিন আর বেশ কঠোর খাটুনি গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরও একবার গভীর প্রশান্ত জলধারায় পৌঁছুল ওরা।

হ্রদ ছাড়ার পর থেকে পার হয়ে আসা এলাকা এর অনন্য বৈচিত্র্যে মনোমুগ্ধকর ছিল। ওরা কিতানগালে ঢোকার পর একশো বা তারও বেশি লীগ দূরত্ব গভীর

বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে নদীটা। মাথার উপরে মিশে গেছে ডালপালা, দুটো গাছকে একই জাতের মনে হচ্ছে না। লিয়ানা, অন্যান্য লতা আর ফুলে আর পরগাছায় ভরে আছে ওগুলো। একবারে মগডালের কাছে শোরগোল করছে বানরের দল। নদীর উপর হেলে পড়া ডালে চকচকে-শরীর গিরগিটি রোদ পোহাচ্ছে। নৌকার আগমন টের পেয়ে হাওয়ায় ভেসে ঝপাত করে পানিতে পড়ল ওরা, ভিজিয়ে দিল বৈঠাঅলাদের।

রাতে তীরে নোঙর করার পর, বিশাল গাছের গোড়ায় নৌকার দড়ি বেঁধে রাখা হলো। অদৃশ্য পশুর দলের চিৎকার আর গুলোকে শিকার করা শিকারী জানোয়ারের গর্জনে ভরে উঠল রাতের অন্ধকার। মাঝিদের কেউ কেউ ব্রোঞ্জের হুকে নাড়িভুঁড়ির টোপ লাগিয়ে পানিতে বড়শি পেতে রাখল। টোপ গিলে নেওয়া একটা মাগুড় মাছ তুলতে গিয়ে রীতিমতো লড়াই করল তিনজন।

জলপ্রপাত ধরে উপরে ওঠার সাথে সাথে ধীরে ধীরে তীর বরাবর জন্মানো গাছপালা বদলে যেতে শুরু করল। গা পোড়ানো গরম কমে ঠাণ্ডা হয়ে এলো, বাতাস হয়ে এলো কোমল। শেষ জল-মই পার হওয়ার পর ঘেসো মাঠ আর পাতাহীন ও কাঁটাঅলা, কোমল, পালকের মতো আগাছায় ঢাকা বিশাল কালো কাণ্ড ও গাঢ় ডালপালাঅলা নানা জাতের বাবলা গাছে ভর্তি উন্মুক্ত বনের এক নির্মল ল্যান্ডস্কেপে নিজেদের আবিষ্কার করল ওরা। সবচেয়ে লম্বা গাছগুলো উঁচু ডালে আঙুরের মতো ঝুলন্ত ল্যাভেন্ডার ফলে সাজানো।

এটা মাঠ ভরে রাখা মিষ্টি ঘাস আর কিতানগালের মূল ধারায় এসে মেলা কয়েক ডযেন জলধারায় ভর্তি প্রয়োজনীয় জলের উর্বর দেশ। অসংখ্য পশুতে গিজগিজ করছে সমতল, চরে বেড়াচ্ছে ওরা। এমন একটা দিন গেল না যেদিন ওরা সিংহের দলকে খোলা প্রান্তরে শিকার বা বিশ্রাম নিতে দেখেনি। রাতে ওদের বজ্রনির্ঘোষ গর্জন রীতিমতো আত্মারাম খাঁচাছড়া করে দেয়। যতবার ওই ওদের গর্জন শুনুক না কেন, প্রতিবারই শ্রোতার স্নায়ু কেঁপে ওঠে, বেড়ে ওঠে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন।

অবশেষে একটা দীর্ঘ ঢাল মাথা তুলে দাঁড়ালে দিগন্তে। কাছাকাছি যাবার পরপরই একধরনের বিড়বিড়ানি সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠল ওরা। নদীর আরেকটা বাঁক ঘুরে এসে সামনে আরেকটা বিশাল জলপ্রপাত দেখতে পেল, বজ্রের মতো আওয়াজ তুলে একটা ক্লিফের মাথা থেকে নিচের পাক খাওয়া সবুজ পুকুরে পড়ছে শাদা পানি।

ওটাকে ঘিরে রাখা সৈকতে নৌকা তীরে টেনে তুলতে ষাঁড়ের পাল তৈরি রয়েছে। আরও একবার নামল ওরা, তবে এটাই শেষবার। মানুষের বানানো কোনও যন্ত্রের পক্ষে জাহাজগুলোকে এই ক্লিফের উপরে টেনে তোলা সম্ভব নয়। নদীর তীরের বসতিতে অফিসার ও তাইতার দলের থাকার ব্যবস্থা হিসাবে

অতিথিভবন রয়েছে। বাকি লোকজন, ঘোড়া ও মালসামান তীরে নিয়ে যাওয়া হলো। ব্যারাকুনে আটকে রাখা হলো বাসমারা দাসদের।

কর্নেল তিনাত ফের যাত্রা শুরু করার আগে তিন দিন কেটে গেল। এবার সব রসদ ষাঁড়ের পালের পিঠে চাপানো হয়েছে। দাসদের ব্যানরাকুন থেকে বের করে লম্বা দড়িতে বাঁধা হলো। সৈন্য বাহিনী ও তাইতার দল ঘোড়ার পিঠে ক্লিফের পাদদেশে ধরে দীর্ঘ কাফেলার মতো এগোল। লীগ খানেক যাবারর পরই চুলের কাঁটার মতো বাঁক নিয়ে ঢাল বেয়ে খাড়া উঠতে শুরু করল রাস্তাটা, সংকীর্ণ হয়ে এলো। এক সময় ঢালটা মারাত্মক খাড়া হয়ে ওঠায় ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে বাধ্য হলো ওরা, ঘোড়া আর বোঝাই ষাঁড়গুলোকে সামনে বাড়াল। বন্দি দাসরা অনুসরণ করল ওদের।

ক্লিফের মাঝামাঝি উচ্চতায় ওঠার পর একটা জায়গায় হাজির হলো ওরা যেখানে একটা সংকীর্ণ দড়ির সেতু চলে গেছে একটা গভীর গোর্জের উপর দিয়ে। গোর্জ পার হওয়ার দায়িত্ব নিল ক্যাপ্টেন ওনকা, একবারে নাজুক কাঠামোটার উপর দিয়ে প্যাক অ্যানিমেল ও মানুষের একটা ছোট দলকে পার হওয়ার অনুমতি দিল সে। এমনকি সীমিত ওজন সত্ত্বেও সেতুটা ভীতিকরভাবে দোল খেতে শুরু করল। ক্যারাভান গোর্জ পার হতে হতে মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেল।

'এটাই ক্লিফর চূড়ায় যাবার একমাত্র রাস্তা?' ওনকাকে জিজ্ঞেস করল মেরেন।

'চল্লিশ লীগ দূরে দক্ষিণে ঢাল বেয়ে উঠে যাওয়া আরেকটা সহজ পথ আছে, কিন্তু তাতে যেতে আরও কয়েকদিন বেশি সময় লাগে।'

শূন্যতার ওপারে গিয়ে নিচে তাকাল ওরা, সামনের দৃশ্য যেন গোটা পৃথিবীকে ধারণ করেছে বলে মনে হলো। উঁচু থেকে কালো সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া নদীঅলা সোনালি প্রান্তর, দূরের পাহাড় আর সবুজ বন দেখতে পাচ্ছে। অবশেষে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন দিগন্ত, বিশাল নালুবা'লের জলধারা গলিত ধাতুর মতো ঝিলিক মারছে–ওটার তীর ধরেই পাল তুলে এসেছে ওরা।

অবশেষে জাররির প্রবেশ পথ কিতানগালে গ্যাপ নামে পরিচিত পাস পাহারা দিতে বসানো রিজের দুর্গে পৌঁছাল ওরা। ওরা যখন বাইরে শিবির গাড়ল তখন আঁধার মিলিয়েছে। রাতে বৃষ্টি হলেও সকাল নাগাদ সূর্য ফের দরাজ আলো বিলোতে শুরু করল। আশ্রয়ের ভেতর থেকে বাইরে তাকিয়ে তাইতা ও ফেন এমন একটা দৃশ্য দেখল যা ওদের এতদিন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করা সমস্ত দৃশ্য মামুলি ব্যাপারে পরিণত করল। ওদের নিচে বিছিয়ে আছে এক বিশাল মালভূমি, দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। মালভূমি বরাবর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে উঁচু উঁচু পাহাড়সারি, নির্ঘাৎ দেবতারের আবাস যেন। তিনটা মূল চূড়া পূর্ণিমার চাঁদের বায়বীয় আলোকচ্ছটায় চকচক করছে। মেরেন ও তাইতা খোরাশান রাজপথের পাহাড়চূড়ার ভেতর দিয়ে পথ চলেছে, কিন্তু এর আগে কখনও বরফ দেখেনি ফেন। এই অসাধারণ দৃশ্য

দেখে রীতিমতো বাকহারা হয়ে গেল ও। অবশেষে ভাষা খুঁজে পেয়ে বলে উঠল: 'দেখ! জ্বলন্ত পাহাড়,' চিৎকার করে বলল ও।

চকচকে পাহাড়চূড়াগুলো থেকে ধোঁয়ার রূপালি মেঘ বের হয়ে আসছে।

'আপনি একক আগ্নেয়গিরি খোঁজ করছিলেন, ম্যাগাস,' মৃদু কণ্ঠে বলল মেরেন, 'কিন্তু তিনটা পেয়ে গেছেন।' ঘুরে পাসের ওধারে দূরের নালুবা'লে হ্রদের ঝিলিকের দিকে ইশারা করল সে। 'আগুন, পানি আর মাটি...'

'...কিন্তু এসবরেই প্রভু হচ্ছে আগুন,' ইয়োসের মন্ত্র শেষ করল তাইতা। 'নির্ঘাৎ ওটাই ডাইনীর ঘাঁটি।' ওর পা কাঁপছে, আবেগে ভেসে যাচ্ছে ও। এখানে পৌঁছতে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে ওরা, অনেক কষ্ট সয়েছে। পাজোড়া ওর শরীরের ভার বহন করার মতো একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে বসতে হবে। দৃশ্যের দিকে নজর রাখার মতো জুৎসই একটা জায়গা পেয়ে গেল ও। আবেগের ভাগ নিতে ওর পাশে পাথরে বসল ফেন।

অবশেষে কাফেলার সামনে থেকে ওদের খোঁজে ফিরে এলো ক্যাপ্টেন ওনকা। 'এখানে আর দেরি করতে পারবেন না। আমাদের এগোতে হবে।'

অচিরেই চারণভূমি এত সবুজ হওয়ার কারণ জানতে পেল ওরা। সহসা মেঘের ভারি পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল বরফ ঢাকা আগ্নেয়গিরির চূড়া-ত্রয়ী। ফিরে এসে তাইতাকে ওনকা বলল, 'আপনাদের কেইপ পরতে হবে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে।'

'এই সময় রোজ বিকেলে এখানে বৃষ্টি হয়,' ঘনায়মান মেঘের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'জাররিকে ঘিরে রাখা ওই তিন চূড়ার বেশ কটা নাম রয়েছে: তার একটা হলো বৃষ্টিদাতা। এই দেশের এত সমৃদ্ধ হওয়ার কারণ ওগুলোই।' সে কথা শেষ করামাত্র ঝেঁপে এলো বৃষ্টি, কেইপ থাকা সত্ত্বেও একেবারে চামড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে কাদা করে দিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার ভেতর একপাশে সরে গেল মেঘ। ফের দেখা দিল সূর্য। পুরো এলাকা ধুয়ে পরিষ্কার, টাটকা হয়ে উঠল। গাছের পাতা ঝিলিক মারছে, মাটি থেকে উন্নত ধুরার গন্ধ উঠে আসছে।

রাস্তার একটা বাঁকে পৌঁছুল ওরা। বাম দিকের পথ বেছে নিল দাসদের সারিটা। ওরা দূরে চলে যাবার পর তাইতা শুনতে পেল পাহারাদারদের এক সার্জেন্ট বলছ, 'ইন্দেব্বির দুটো খনিতে ওদের ভীষণ দরকার হয়ে পড়েছে।'

ডানদিকের পথ ধরে এগিয়ে চলল দলের বাকি অংশ। বিভিন্ন সময়ের বিরতিতে সৈনিকরা কর্নেল তিনাতকে স্যালুট করতে আসছে, তারপর কলাম ছেড়ে বিভিন্ন দিকে যার যার বাড়ির খামারের পথ ধরছে। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন এসকর্টসহ তিনাত ও ওনকাই রইল ওদের সাথে। শেষ বিকেলের দিকে একটা হালকা ঢালে উঠে এলো ওরা, নিচে সবুজ গাছপালা ও চারণভূমির মাঝখানে আরেকটা ছোট গ্রাম দেখতে পেল।

'এটা মুতাঙ্গি,' তাইতাকে বলল তিনাত। 'স্থানীয় বাজার শহর ও দরবার। আপাতত এটাই আপনাদের আবাস। আপনার জন্যে বাড়ি বেছে রাখা হয়েছে। আমি নিশ্চিত আরামদায়ক বলেই আবিষ্কার করবেন আপনি। আগেও কথাটা শুনেছেন জাররিতে সম্মানিত মেহমান আপনি।'

ওদের স্বাগত জানাতে খোদ ম্যাজিস্ট্র্যাট এসে হাজির হলো। মাঝবয়সী

জলজল করছে, চোখে ঝিলিক খেলছে। তাইতার ইশারা পেয়ে দলের একেবারে শেষ মাথায় ওর সাথে যোগ দিল সে। নিচু কণ্ঠে তেনমাস ভাষায় ওর সাথে কথা বলল তাইতা। 'এটা কঠিন পরীক্ষা হতে যাচ্ছে,' ওকে সতর্ক করে দিল। 'আমার ধারণা ডাইনীর ঘাঁটির দিকে যাচ্ছি আমরা। এখন তোমাকে আভা গোপন করতে হবে। আমরা মুতাঙ্গিতে না ফেরা পর্যন্ত সেভাবেই থাকতে হবে।'

'বুঝতে পারছি, ম্যাগাস। তোমার কথামতোই করব,' জবাব দিল ফেন। প্রায় সাথে সাথে ওর অভিব্যক্তি নিরাসক্ত আর চোখজোড়া ম্লান হয়ে গেল। ওর আভা মিলিয়ে যেতে দেখল তাইতা, রঙগুলো কমতে কমতে এক সময় ইম্বালির বিচ্ছুরিত রঙের মতো মামুলি হয়ে গেল।

'তুমি যত উৎসাহ বা উস্কানির মুখোমুখিই হও না কেন, কোনওভাবেই একে ঝলসে উঠতে দেবে না। কোন দিক থেকে তোমার উপর নজর রাখা হচ্ছে টেরও পাবে না। এক মুহূর্তের জন্যেও যেন অসাবধান না হও।'

দুপুর পার হওয়ার বেশ পরে একটা খাড়া পাসঅলা উপত্যকায় প্রবেশ করল ওরা, পাহাড় সারির কেন্দ্রিয় ম্যাসিফের ভেতর ঢুকে পড়েছে ওটা। আরও এক লীগের মতো এগোনোর পর দুর্গের বাইরের প্রাচীরের কাছে পৌঁছাল ওরা। বিশাল চৌকো আগ্নেয়গিরির পাথরের ব্লক দিয়ে বানানো হয়েছে ওটা, ভিন্ন কোনও যুগের দক্ষ রাজমিস্ত্রিদের হাতে একসাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সময়ের আক্রমণে পাথরে ক্ষয় ধরেছে। গেট খোলা ছিল। হতে পারে বহু বছর কোনও শত্রুর বিরুদ্ধে ওগুলো আর বন্ধ করা হয়নি। দুর্গের ভেতরে ঢুকে বুঝতে পারল মিশর ছাড়ার পর এত মজবুত আর জাঁকাল দালানকোঠা আর দেখেনি ওরা। প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে বড়টা কারনাকের হাথরের মন্দিরের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘোড়ার দায়িত্ব নিতে অপেক্ষা করছিল সহিসরা। লাল জোব্বা পরা চাকররা একটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের ছোট একটা দরজার কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামঅলা হলঘর ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওদের। দরজা দিয়ে একটা অ্যান্টিচেম্বারে ঢুকল ওরা। একটা লম্বা টেবিলে খাবারদাবার সাজানো: বাটি ভর্তি ফল, পিঠা ও জগ ভর্তি লাল মদ, তবে পথ চলার পর আগে টাটকা হয়ে নিতে যার যার ঘরে চলে গেল ওরা। সব কিছুর আয়োজন করা হয়েছে ওদের আরামের কথা ভেবে।

ওরা হালকা খাবার শেষ করার পর কাউন্সিল পরিচারক খাস দরবারে নিয়ে যেতে এলো ওদের। কয়লা রাখা আগুনের পাত্র দিয়ে উষ্ণ রাখা হয়েছে কামরাটাকে। পাথরের মেঝেয় গদিমোড়া মাদুর বিছানো। কে কোথায় বসবে দেখিয়ে দিয়ে ওদের বসতে বলল সে। সবার সামনে তাইতাকে বসিয়ে মেরেন ও হিলতোকে বসাল ওর পেছনে। ফেনকে বাকিদের সাথে পেছনের সারিতে পাঠিয়ে দিল। ওর প্রতি বিশেষ আগ্রহ না দেখানোয় সন্তুষ্ট বোধ করল তাইতা। চোখের কোণ দিয়ে তীর্যক দৃষ্টিতে ফেনের দিকে তাকাল ও। ইম্বালির পাশে বসেছে ও,

তাইতা বুঝতে পারল দীর্ঘাঙ্গী মহিলার আভার সাথে খাপ খাওয়াতে নিজের আভা চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

কামরার নকশা ও আসবাবের দিকে নজর ফেরাল তাইতা। জুৎসই অনুপাতের একটা বিশাল কামরা। যেখানে ও বসেছে তার ঠিক সামনেই একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মে তিনটা টুল রাখা। বাবিলনের বিভিন্ন প্রাসাদে এই ধরনের নকশার টুল দেখেছে ও, তবে সেগুলো আইভরি বা মূল্যবান পাথরে সাজানো ছিল না। ওদের পেছনের দেয়ালটা নকশা করা চামড়ার পর্দায় ঢাকা, উঁচু ছাদ থেকে পাথরের মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে ওটা, পার্থিব বিভিন্ন রঙের নকশা তাতে। এসব জরিপ করার সময় তাইতা দেখতে পেল ওগুলো নিগূঢ় বা প্রাচীন প্রতীক জাতীয় কিছু নয়, বরং স্রেফ অলঙ্কার।

পাথুরে দরজার উপর পেরেকঅলা স্যান্ডেলের আওয়াজ হলো। এক পাশের একটা দরজা গলে সশস্ত্র সৈনিকদের একটা দল ঢুকল, সার বেঁধে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মের ভিত্তির কাছে। বর্শার বাটগুলো মাটিতে ঠেকাল।

চামড়ার পর্দার পেছন থেকে এলো আরও তিনজন। সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকতে পারে না যে ওরাই অলিগার্ক। হলুদ টিউনিক পরেছে ওরা, মাথায় মসৃণ রূপার মুকুট। হাবভাব রাজকীয়, জাঁকাল। ওদের আভা খতিয়ে দেখল তাইতা: বিচিত্র ও জটিল। শক্তিমান ও দৃঢ় চরিত্রের লোক ওরা, তবে নীল জোব্বাঅলা লোকটাই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। মাঝখানের টুলে বসেছে সে। তার চরিত্রে গভীরতা আর দ্যেতনা রয়েছে, কিছু কিছু বিভ্রান্তিকর ও অস্বস্তিকর বোধ হলো তাইতার কাছে।

লোকটা ওদের শান্ত থাকার ইঙ্গিত করল। সোজা হলো তাইতা।

'শুভেচ্ছা, ম্যাগাস গালালার তাইতা। চাঁদের পাহাড়ের দেশ জাররিতে আপনাকে স্বাগত জানাই,' বলল নীল জোব্বাঅলা নেতা।

'শুভেচ্ছা, জাররির সুপ্রিম কাউন্সিলের অলিগার্ক লর্ড আকের,' জবাব দিল তাইতা।

চোখ পিটপিট করে মাথা কাত করল আকের। 'আপনি আমাকে চেনেন?'

'তোমার দাদাকে ভালো চিনতাম,' ব্যাখ্যা করল তাইতা। 'শেষবার যখন তাকে দেখি, তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল সে, অবশ্য তোমার চেহারা পুরোপুরি তার আদলেই তৈরি।'

'তাহলে আপনার সম্পর্কে যা যা শুনেছি তার বেশির ভাগই ঠিক। আপনি একজন দীর্ঘায়ু ও মোহন্ত,' স্বীকার গেল আকের। 'আমাদের সমাজে আপনি উজ্জ্বল অবদান রাখতে পারবেন। আপনি কি এবার দয়া করে আপনার সঙ্গীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন, যাদের আমরা সেভাবে চিনি না?'

নাম ধরে সামনে ডাকল তাইতা: সবার আগে মেরেন, প্ল্যাটফর্মের সামনে পাঠানো হলো ওকে। 'এ কর্নেল মেরেন ক্যাম্বিসেস, বীরত্বের স্বর্ণ পদকধারী ও লাল

পথের সঙ্গী।' নীরবে ওকে জরিপ করল কাউন্সিল। সহসা অস্বাভাবিক একটা কিছু ঘটার ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠল তাইতা। তিন অলিগার্ক থেকে ওদের পেছনের চামড়ার পর্দাটার দিকে মনোযোগ দিল। গোপন সত্তার উপস্থিতি খোঁজ করল, কিন্তু নেই কিছু। যেন পর্দার ওপাশের জায়গাটা কেবলই শূন্যতা। কিন্তু এইটুকুই ওকে সতর্ক করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। মনস্তাত্ত্বিক কোনও শক্তি কামরার এই অংশটুকু আড়াল করে রেখেছে।

ইয়োস এখানে! ভাবল ও। সে কোনও আভা ছড়ায় না, নিজেকে চামড়ার চেয়ে অনেক বেশি দুর্ভেদ্য পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। আমাদের উপর নজর রাখছে। ধাক্কাটা এতটাই প্রবল ছিল যে নিজেকে সামলে উঠতে রীতিমতো কষ্ট হলো। সেই আসল শিকারী, রক্ত বা দুর্বলতার গন্ধ পেয়ে যাবে।

অবশেষে ফের কথা বলল আকের। 'চোখ খেয়ালে কীকরে, কর্নেল মেরেন ক্যাম্বিসেস?'

'সৈনিকদের ক্ষেত্রে এমন হয়েই থাকে। আমার জীবনে অনেক অঘটন ঘটেছে।'

'পরে এক সময় ওসব নিয়ে কথা বলা যাবে,' বলল আকের।

এই ধরনের হেঁয়ালিময় কথার সামান্য অর্থই বের করতে পারল তাইতা। 'দয়া করে নিজের জায়গায় ফিরে যাও, কর্নেল।' সাক্ষাৎকারটা সাধারণ ছিল, কিন্তু মেরেনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সব তথ্যই বের করে নিয়েছে সে।

এরপর হিলতোকে ডাকল তাইতা। ওকে বিচার করে দেখতে আরও কম সময় নিল অলিগার্করা। কেবল প্রান্তে নীল ফিতের মতো একটা রেখার পতপত করে চলা ছাড়া হিলতোর আভাকে সৎ ও অনার্ষণীয়ভাবে জ্বলতে দেখল তাইতা। তার বিরক্তি প্রকাশ করে দিচ্ছে ওটা। অলিগার্করা ওর আসনে পাঠিয়ে দিল ওকে। নাকোস্তো ও ইম্বালির সাথে মোটামুটি একইরকম আচরণ করল ওরা।

অবশেষে ফেনকে তলব করল তাইতা। 'মাই লর্ডস, এ হচ্ছে যুদ্ধে এতিম হয়ে যাওয়া একটি মেয়ে, দয়া করে ওকে নিয়ে এসেছি আমরা। আমার সঙ্গী করে নিয়েছি, নাম রেখেছি ফেন। তার সম্পর্কে তেমন একটা কিছু জানি না। আমার কোনও বাচ্চা না থাকায় ওকে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছি।'

পরিত্যক্ত শিশুর মতো লাগছে সুপ্রিম কাউন্সিলের সামনে দাঁড়ানো ফেনকে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে লাজুকভাবে এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভর বদল করছে বারবার। যেন সাহস করে প্রশ্নকারীদের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছে না। যথারীতি ওকে অন্তর্চক্ষু দিয়ে জরিপ করে চলল তাইতা। চাপা রইল ওরা আভা। ওর জন্যে স্থির করা ভূমিকা নিখুঁতভাবে পালন করছে। আরেকদফা বিরতির পর আকের জানতে চাইল, 'তোমার বাবার নাম কী, মেয়ে?'

'হুজুর, আমি তাকে চিনি না।' মিথ্যার ঝিলিক দেখা গেল না ওর আভায়।

'তোমার মা?'

'তার কথাও আমার মনে নেই, হুজুর।'

'তোমার জন্মস্থান কোথায়?'

হুজুর, মাফ করবেন, ঠিক জানি না।'

ফেন কীভাবে নিজেকে সামলে রাখছে খেয়াল করল তাইতা।

'এদিকে এসো,' নির্দেশ দিল আকের। অনুগতের মতো লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠল ফেন, এগিয়ে গেল আকেরের কাছে। ওর হাত ধরে টুলের কাছে টেনে নিল সে। 'তোমার বয়স কত, ফেন?'

'আমাকে বোকা ঠাউড়াবেন, কিন্তু আমি জানি না।' ওকে ঘুরিয়ে নিল আকের, টিউনিকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল। লিনেনের নিচে ওর বুক স্পর্শ করল।

'এই মধ্যে একটা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে,' হেসে বলল সে। 'আরও অনেক বেড়ে উঠবে শিগগিরই।' মৃদু গোলাপি হয়ে উঠল ফেনের আভা। মেয়েটা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে বলে ভয় হলো তাইতার। পরক্ষণেই বুঝতে পারল দুর্বোধ্য আচরণের কারণে ওর বয়সী কোনও মেয়ের মতোই লজ্জার আভাটুকুই তুলে ধরছে ও। নিজের ক্রোধ আড়াল করতেই বরং অনেক কষ্ট পেতে হচ্ছে ওকে। অবশ্য, বুঝতে পারছে এই ছোট নাটকটা একটা পরীক্ষা: আকের হয় ফেন বা তাইতার তরফ থেকে উস্কানি দিয়ে ওদের ক্রুদ্ধ করে তুলতে চাইছে। চেহারা পাথরের মতো করে রাখল তাইতা, তবে ভেবে চলল। বদলার সময় এজন্যে কড়ায়গণ্ডায় মাশুল গুনতে হবে তোমাকে, লর্ড আকের।

ফেনকে কচলে চলল অলিগার্ক। 'আমি নিশ্চিত অসাধারণ সুন্দরী হয়ে উঠবে তুমি। যথেষ্ট ভাগ্যবতী হলে হয়তো এই জারিতেই মহাসম্মান আর মর্যাদার আসন পেয়ে যাবে।' ওর ছোট নিতম্বে চিমটি কাটল সে। ফের হেসে উঠল। 'এবার ভাগো তো, পিচ্চি। বছর দুয়েকের মধ্যেই এসব নিয়ে ভাবব আমরা।'

ওদের বাতিল করে দিল সে, কিন্তু তাইতাকে থাকতে বলল। অন্যরা কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল আকের, 'আমাদের একান্তে আলোচনা করা দরকার, ম্যাগাস। আমরা চলে যাবার সময় আমাদের ক্ষমা করবেন। বেশিক্ষণ একা রাখব না আপনাকে।'

ফিরে আসার পর তিন অলিগার্ককে আগের চেয়ে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত ও বন্ধুসুলভ মনে হলো। সমীহ দেখানো অব্যাহত রাখল তারা।

'আমার দাদা সম্পর্কে কী জানেন বলুন,' আমন্ত্রণ জানাল লর্ড আকের। 'আমার জন্মের আগেই মারা গেছেন তিনি।'

'অভিবাসন ও দুই সাম্রাজ্যে হিকসস বাহিনীর আক্রমণের সময় রানি লস্ত্রিসের দরবারের একজন সম্মানিত ও অনুগত সদস্য ছিল সে। মহামান্যা রানি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল তাকে। নীলের খাড়ির উপর দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটা সেই আবিষ্কার করে। ওটা এখনও ব্যবহার করা হয়, আসৌন ও কেবুইয়ের

পথে কয়েকশো লীগ দূরত্ব বাঁচে। এই জন্যে আর অন্যান্য সাফল্যের জন্যে রানি সম্মানে ভূষিত করেছিল তাকে।'

'এখনও ওর কাছ থেকে পাওয়া সম্মানসূচক সেই স্বর্ণপদক আছে আমার কাছে।'

'রানি তাকে এতটাই বিশ্বাস করত যে দুই হাজার সৈন্যের এক বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে তাকে কেবুইয়ের দক্ষিণে নীলের উৎস আবিষ্কার ও মানচিত্র আঁকার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিল। মাত্র একজন ফিরে গিয়েছিল। সেনাবাহিনী বা তাদের স্ত্রী পরিজন কিংবা তাদের সাথে যাওয়া অন্য মেয়েদের আর কখনওই কোনও খবর মেলেনি। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, আফ্রিকার বিশালত্বের মাঝে তারা হারিয়ে গেছে।'

'আমার দাদার বাহিনীর যারা বেঁচেছিল ও জয় লাভ করে শেষ পর্যন্ত জাররিতে পৌঁছেছিল তারাই আমাদের পূর্বপুরুষ।'

'ওরাই এই ছোট জাতিকে গড়ে তোলা অগ্রগামী?' জানতে চাইল তাইতা।

'অসামান্য অবদান রেখে গেছে তারা,' সায় দিল আকের। 'অবশ্য, ওদের আগে থেকেই এখানে অন্যরাও ছিল। সময়ের সূচনা থেকেই জাররিতে লোকের বাস। প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাদের সম্মান করি আমরা।' ডান পাশে বসা লোকটার দিকে ফিরল সে। 'ইনি লর্ড কেইথর। পঁচিশ প্রজন্ম আগের বংশ ধারার কথা বলতে পারে।'

'সেক্ষেত্রে ওকে সম্মান দেখানোই তোমাদের পক্ষে উচিত।' রূপালি দাড়িঅলা অলিগার্কের উদ্দেশে মাথা নোয়াল তাইতা। 'তবে আমি জানি তোমার দাদার আমলের পরেও অন্যরা তোমাদের সাথে যোগ দিয়েছে।'

'কর্নেল তিনাত আনকুর ও তার বাহিনীর কথা বোঝাচ্ছেন আপনি। ওর সাথে তো আগেই পরিচয় হয়েছে আপনার।'

'আসলে আমাকে ও আমার দলকে তামাফুপায় বুনো বাসমারাদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল সৎ কর্নেল,' সায় দিল তাইতা।

'তিনাত আনকুরের লোকজন ও তাদের স্ত্রী আমাদের সমাজে কাঙ্ক্ষিত যোগদানকারী ছিল। আমাদের দেশটা বিরাট, লোকসংখ্যা কম। এখানে ওদের প্রয়োজন ছিল। আমাদেরই রক্তের ছিল ওরা, আমাদের সমাজে অনায়াসে মিশে যেতে পেরেছে। ওদের অনেক যুবকই আমাদের যুবতীদের বিয়ে করেছে।'

'নিশ্চয়ই পবিত্র ত্রয়ী অসিরিস, আইসিস ও হোরাসের নেতৃত্বে একই দেবদেবীর উপাসক ওরা,' বাঁকা স্বরে বলল তাইতা। ক্ষুব্ধভাবে ঝলসে উঠতে দেখল আকেরের আভাকে। পরক্ষণেই রাগ সামলে নিতে দেখল তাকে। যখন কথা বলল, তার সাড়া ছিল কোমল। 'আমাদের ধর্মের প্রসঙ্গটি পরে কোনও এক সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আপাতত এইটুকুই বললেই চলবে যে নতুন দেশগুলো নতুন দেবতাদের হেফাযতে রয়েছে, কিংবা এমনকি একজন দেবতারও হতে পারে।'

'একজন দেবতা?' বিস্ময়ের ভান করল তাইতা।

টোপ গিলল না আকের। বরং আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল। 'তিনাত আনকুরের বাহিনীর কথা বাদ দিলে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণ থেকে হাজার হাজার অভিবাসী এসেছে এখানে, অনেক দূর থেকে জাররিতে এসেছে ওরা। কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রত্যেকেই অত্যন্ত যোগ্য নারী-পুরুষ। আমরা সাধু, চিকিৎসক, আলকেমিস্ট, প্রকৌশলী, ভূতত্ত্ববিদ, খনিবিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিদ, কৃষক, স্থপতি ও পাথরের রাজমিস্ত্রি, জাহাজনির্মাতা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা দক্ষ তাদের স্বাগত জানাতে পেরেছি।'

'তোমাদের জাতি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে,' বলল তাইতা।

এক মুহূর্ত থামলো আকের। তারপর প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইল। 'আপনার সঙ্গী মেরেন ক্যাম্বিসেস। আমাদের মনে হচ্ছে ওর প্রতি আপনার ভালো দুর্বলতা।'

'সেই ছোট বেলা থেকেই আমার সাথে আছে সে,' জবাব দিল তাইতা। 'আমার কাছে ছেলের চেয়েও বেশি ও।'

'ক্ষতিগ্রস্ত চোখটা বেশ জ্বালাচ্ছে ওকে, নাকি?' বলে চলল আকের।

'যেমন চেয়েছিলাম সেভাবে পুরোপুরি সেরে ওঠেনি ওটা,' সায় দিয়ে বলল তাইতা।

'আমি নিশ্চিত, আপনার দক্ষতা দিয়ে আপনি জানেন, আপনার উত্তরসুরি মরতে বসেছে,' বলল আকের। 'চোখটায় পচন ধরেছে। এক সময় ওর মরণ ডেকে আনবে ওটা...যদি চিকিৎসা করা না হয়।'

থতমত খেয়ে গেল তাইতা। মেরেনের আভা থেকে আসন্ন বিপর্যয়ের কোনও আলামত পায়নি ও, কিন্তু কেন যেন আকেরের কথায় সন্দেহ করতে পারছে না। হয়তো আগাগোড়াই কথাটা জানা ছিল ওর, কিন্তু এমন একটা অগ্রহণযোগ্য সত্যকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু, ওর অজানা কোনও কিছু কীভাবে জানতে পারল আকের? তার আভা থেকে লোকটার কোনও বিশেষ নৈপূণ্য বা অন্তর্দৃষ্টি দেখেনি ও; সে সাধু বা শামান, কোনওটাই নয়। এই কামরা থেকে একবার বেরিয়ে গিয়েছিল সে, অবশ্যই সেটা বাকি অলিগার্কদের সাথে পরামর্শ করতে নয়, অন্য কারও কাছে গেছে সে, ভাবল তাইতা। নিজেকে সামলে নিয়ে জবাবে বলল, 'না, মাই লর্ড। চিকিৎসক হিসাবে আমার জ্ঞান সামান্য, তবে ক্ষতটা মারাত্মক বলে সন্দেহ করিনি।'

'আমরা সুপ্রিম কাউন্সিল থেকে আপনাকে ও আপনার উত্তরসুরিকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছি। খুব বেশি লোককে এই সুবিধা দেওয়া হয় না; এমনকি আমাদের অভিজাত সমাজের গণ্যমান্য লোকদেরও না। আপনার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসাবে এটা করছি আমরা। আমাদের সমাজের উন্নত অবস্থা, আমাদের বিজ্ঞান ও শিক্ষারও একটা প্রদর্শনী হবে এটা। সম্ভবত তাতে করে আপনি হয়তো জাররিতে আমাদের সাথে থেকে যেতে

সম্মত হবেন। মেঘ-বাগিচার স্যানেটোরিয়ামে নিয়ে যাওয়া হবে মেরেন ক্যাম্বিসেসকে। সেজন্যে হয়তো কিছুটা সময় লাগতে পারে, কারণ ওর চিকিৎসার দরকারী ওষুধপত্র বানাতে হবে। কাজটা শেষ হওয়ার পর, ম্যাগাস, আপনি হয়তো ওর চিকিৎসা দেখার জন্যে সাথে যেতে পারবেন। স্যানেটোরিয়াম থেকে ফিরে এলে আমরা আবার আপনার সাথে সানন্দে দেখা করে আপনার মতামত নিয়ে কথা বলব।'

মুতাঙ্গিতে ফেরার পরপরই মেরেনের চোখ ও ওর সামগ্রিক অবস্থা পরখ করল তাইতা। উপসংহার অস্বস্তিকর। ক্ষতস্থানের গহ্বরে গভীর এক ধরনের সংক্রমণ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, বারবার ব্যথা, রক্তক্ষরণ ও পুঁজ জমার কারণ সেটাই। তাইতা ক্ষতস্থানের আশপাশের এলাকায় জোর চাপ দিতেই নিস্পৃহভাবে সহ্য করে নিল মেরেন, কিন্তু ব্যথায় হাওয়ায় কম্পিত শিখার মতো টলে উঠল ওর আভা। অলিগার্করা ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা নিচ্ছে, জানাল তাইতা।

'আপনিই আমার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করুন,' অস্বীকার গেল মেরেন। 'এই বিদ্রোহী মিশরিয়দের বিশ্বাস করি না। এরা আমাদের দেশ আর ফারাও'র সাথে বেঈমানি করেছে। কেউ আমার জন্যে ভেবে থাকলে সেটা আপনি।' তাইতা ওকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেও অটল রইল সে।

বিলতো এবং অন্য গ্রামবাসীরা অতিথিপরায়ণ ও বন্ধুসুলভ। তাইতার দল নিজেদের সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন নৈমিত্তিক জীবনে মিশে যাচ্ছে বলে আবিষ্কার করল। বাচ্চারা যেন ফেনের প্রতি মুগ্ধ হয়ে গেছে। ওদের তিনজনের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে যেন, ওদের সঙ্গ বেশ আনন্দ যোগাচ্ছে ওকে। প্রথম প্রথম ওদের সাথে অনেক বেশি সময় কাটাচ্ছিল ও, বনে ব্যাঙের ছাতার খোঁজ করেছে কিংবা ওদের গান, নাচ বা খেলা শিখেছে। ওকে *বাও* সম্পর্কে কিছুই শেখাতে পারল না ওরা, অচিরেই গ্রামের চ্যাম্পিয়নে পরিণত হলো ও। বাচ্চাদের সাথে না থাকলে প্রায়ই আস্তাবলের সহিসদের সাথে ওয়ার্লউইন্ডকে প্রশিক্ষণ দেয়। হিলতো ওকে তীরন্দাজী প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। নিজস্ব একটা ধনুক বানিয়ে দিয়েছে ওকে। একদিন বিকেলে ইম্বালির সাথে হাসি ঠাট্টা, আড্ডায় প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটানোর পর তাইতার কাছে এসে জানতে চাইল, ওর পুরুষাঙ্গ নেই কেন?'

জুৎসই জবাব খুঁজে পেল না তাইতা। ব্যাপারটা ওর কাছ থেকে কখনও আড়াল করতে না চাইলেও ওর সাথে ওকে নির্বীজ করার বিষয়টা আলোচনা করার

মতো বয়স হয়নি ওর। তবে অনেক দ্রুত আসবে সেই সময়। ইম্বালির কাছে প্রতিবাদ করার কথা ভাবল ও, কিন্তু পরক্ষণেই নাকচ করে দিল। দলের একমাত্র নারী হিসাবে সবচেয়ে ভালো গুরু সে। মোটামুটি দায়সারা গোছের জবাব দিয়ে আপাতত সমস্যা মেটাল ও। তবে পরে নিজের অপূর্ণতা নিয়ে এক ধরনের সচেতনতা বোধ করতে লাগল। ফলে ফেনের দৃষ্টি থেকে শরীর আড়াল করার প্রয়াস পেল ও। এমনকি গ্রাম থেকে দূরে ঝর্নার পানিতে একসাথে সাঁতার কাটার সময়ও টিউনিক খুলল না। নিজের দৈহিক অপূর্ণাঙ্গতাকে মেনে নিয়েছে ভেবেছিল ও, কিন্তু এখন রোজই বদলে যাচ্ছে অবস্থা।

মেরেনকে মেঘ-বাগিচার রহস্যময় স্যানেটোরিয়ামে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ওনকার আসতে আর বেশি দেরি নেই। ওকে চিকিৎসায় রাজি করানোর সাধ্যমতো সবই করেছে তাইতা, কিন্তু অবাধ্য হওয়ার অনুকরণীয় ক্ষমতা রয়েছে মেরেনের, ওর সব রকম তোষামোদ দৃঢ়তার সাথে ঠেকাচ্ছে সে।

তারপর এক সন্ধ্যায় মেরেনের চেম্বারে মৃদু গোঙানির শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠল তাইতা। বাতি জ্বেলে ওর ঘরে ঢুকে মাদুরে উবু হয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে রেখেছে মেরেন। আস্তে করে ওর হাত সরিয়ে নিল তাইতা। ওর মুখের একপাশ বিশ্রীভাবে ফুলে উঠেছে। টানটান একটা রেখায় পরিণত হয়েছে শূন্য অক্ষিকোটর। চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে। গরম পুলটিশ ও আরামদায়ক মলম লাগিয়ে দিল তাইতা, কিন্তু সকালের দিকে সামান্যই উন্নতি হলো পুরোনো ক্ষতের। সেই দিনই ওনকার হাজির হওয়াটা কাকতালের চেয়েও বেশি কিছু মনে হলো ওর।

মেরেনকে যুক্তি দেখাল তাইতা: 'পুরোনো বন্ধু, তোমার চিকিৎসার জন্যে আমার আর কিছু করার আছে বলে মনে হচ্ছে না। তোমার ভোগান্তি সহ্য করার সিদ্ধান্ত সময়ের অনেক আগেই তোমাকে ওপারে নিয়ে যাবে বলে আমার ধারণা। তবে আমি যেখানে ব্যর্থ হয়েছি, জাররিয় সার্জনদের একবার চেষ্টা করার সুযোগ দিয়ে দেখতে পারো।'

দুর্বল ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ায় আর বাধা দিতে পারল না মেরেন। ইম্বালি ও ফেন পোশাক পরতে সাহায্য করল ওকে। তারপর একটা ছোট ব্যাগে ওর টুকটাক জিনিসপত্র ভরে দিল। লোকেরা বাইরে নিয়ে ঘোড়ায় চাপতে সাহায্য করল ওকে। ঝটপট ফেনকে বিদায় জানাল তাইতা, উইন্ডস্মোকের পিঠে সওয়ার হওয়ার আগে হিলতো, নাকোন্তো ও ইম্বালির দিকে খেয়াল রাখতে বলল ওকে। পশ্চিমমুখী রাস্তা ধরে মুতাঙ্গি ত্যাগ করল ওরা। আধা লীগের মতো উইন্ডস্মোকের পেছন পেছন দৌড়ে এলো ফেন। তারপর রাস্তার পাশে থেমে ওরা দৃষ্টিসীমার বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত হাত নাড়তে লাগল।

আরও একবার আগ্নেয়গিরির ত্রয়ী চূড়ার দিকে এগিয়ে চলল ওরা, কিন্তু দুর্গে পৌঁছানোর আগেই আরও উত্তরে চলে যাওয়া পথটা বেছে নিল। অবশেষে পাহাড়ের দিকে যাওয়া সংকীর্ণ পাসে ঢুকল। ওটা বেয়ে এমন একটা উচ্চতায় উঠে এলো

যেখান থেকে অনেক দক্ষিণে দুর্গ চোখে পড়ে। অলিগার্কদের সাথে যে দরবার হলে দেখা করেছিল সেটাকে একেবারে ছোট মনে হচ্ছে এখান থেকে। পাহাড়ী পথ ধরে এগিয়ে চলল ওরা। বাতাস শীতল হয়ে এলো। ক্লিফের গায়ে গুঙিয়ে চলেছে বাতাস। যত উপরে উঠছে মনে হচ্ছে পাহাড় আরও উঁচু হয়ে উঠছে। দাড়ি আর ভুরুতে শাদা তুষার জমে উঠছে। কেইপ গায়ে জড়িয়ে ক্রমাগত উপরে উঠে চলল ওরা। জিনের উপর এপাশ ওপাশ দোল খেতে শুরু করেছে মেরেন। ওকে সাহায্য করতে ও পতন ঠেকাতে ওর পাশে থেকে ঘোড়া চালাচ্ছে তাইতা ও ওনকা।

সহসা সামনে কাঠের কাঠামোর ভারি গেটের ওপাশে ক্লিফের প্রাচীরে একটা টানেলের মুখ উদয় হলো। ওরা এগিয়ে যাবার সাথে সাথে ধীরে ধীরে খুলে গেল গেটটা, ভেতের ঢুকতে দিল ওদের। দূর থেকে প্রবেশপথে পাহারাদারদের উপস্থিতি দেখতে পেল ওরা। মেরেনের অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকায় প্রথমে ওদের দিকে তেমন একটা নজর দিতে পারেনি তাইতা। কাছাকাছি যাবার পর লক্ষ করল খাটো আকারের ওরা, স্বাভাবিক মানুষের অর্ধেক হবে বড়জোর। কিন্তু বিশাল ওদের বুকের ছাতি, হাতগুলো এত লম্বা যে প্রায় জমিন ছুঁয়েছে। ওদের দাঁড়াবার ভঙ্গি কুঁজো ও বাঁকা পায়ের। সহসা বুঝতে পারল তাইতা, ওরা মানুষ নয়, বরং বিশালদেহী শিম্পাঞ্জি। ও যেটাকে বাদামী ইউনিফর্মের কোট ভেবেছিল সেটা আসলে ওদের ঝুলন্ত পশম। গুবড়ে পোকার মতো ভুরু পর্যন্ত নেমে এসেছে ওদের ঢালু কপাল। ওদের চোয়াল এতটাই উন্নতি লাভ করেছে যে দাঁতের উপর দিয়ে ঠোঁট সম্পূর্ণ বন্ধ হচ্ছে না। খুব কাছাকাছি বসানো চোখের স্থির দৃষ্টিতে ওর জরিপের উত্তর দিল ওরা। নীরবে অন্তর্চক্ষু খুলল তাইতা, একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের ও পাশবিক বলে আবিষ্কার করল ওদের আভা। ওদের খুনে প্রবৃত্তি প্রতিরোধের ছুরির মতো কিনারায় ঠেকে আছে।

'ওদের চোখের দিকে তাকাবেন না,' সতর্ক করল ওনকা। 'উস্কে দেবেন না। অনেক শক্তিশালী, বিপজ্জনক জানোয়ার। পাহারা দেওয়ার ব্যাপারে খুবই একগুঁয়ে। আপনি যেভাবে পোড়ানো কোয়েল পাখিকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করেন, ঠিক সেভাবে মানুষকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে।' ওদের সুড়ঙের মুখের কাছে নিয়ে গেল সে, সাথে সাথে ওদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেল বিশাল গেটটা। দেয়ালের ব্র্যাকেটে জ্বলন্ত মশাল আটকানো। পাথুরে পথে শব্দ তুলছে ঘোড়ার খুর। দুটো ঘোড়া পাশাপাশি এগোনোর মতো যথেষ্ট প্রশস্ত, সওয়ারিদের স্যাডলের উপর উবু হতে হচ্ছে যাতে ছাদের সাথে মাথার টক্কর না লাগে। চারপাশের দেয়াল ভূগর্ভস্থ নদী ও লুকোনো লাভার পাইপের বিড়বিড়ানিতে ভরা। সময় সুড়ঙটা বা কত দূর পথ অতিক্রম করেছে তার পরিমাপের কোনও উপায় নেই ওদের। তবে অবেশেষে বেশ সামনে স্বাভাবিক আলোর একটা মেঘ দেখতে পেল ওরা। আরও আগে বাড়তেই টানেলে প্রবেশ পথ আটকে রাখা গেটের মতোই আরেকটা গেট দেখা গেল। ওরা কাছে যাবার আগেই খুলে গেল ওটা। শিম্পাঞ্জিদের আরকেটা দলের

দেখা মিলল। ওদের পার হয়ে আসার পর উজ্বল রোদের আলোয় চোখ পিটপিট করে উঠল ওদের।

চোখ সয়ে আসতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। তারপর অবাক বিস্ময়ে চারপাশে চোখ বোলাল ওরা। একটা সুবিশাল আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে এসে পড়েছে, এত চওড়া যে সবচেয়ে দ্রুত গতির ঘোড়ারও ওটার একপাশের উলম্ব প্রাচীর থেকে আরেক প্রাচীর পর্যন্ত যেতে দিনের অর্ধেকটা লেগে যাবে। এমনকি দক্ষ কোনও পাহাড়ী আইবেক্সও ওই খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠতে পারবে না। জ্বালামুখের তলাটা একটা সবুজ অবতল বর্ম। ওটার মাঝখানে ছোট একটা হ্রদ, তাতে দুধের মতো নীল আভাঅলা জল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে আসছে উপরিতল থেকে। তাইতার ভুরু থেকে বরফের একটা টুকরো গলে গাল বেয়ে নেমে গেল। চোখ পিটপিট করল ও, বুঝতে পারল জ্বালামুখের হাওয়া কোনও ট্রপিকাল সাগরের দ্বীপের মতো আরামপ্রদ। চামড়ার কেইপ খুলে ফেলল ওরা, এমনকি মেরেনের অবস্থাও যেন উষ্ণ পরিবেশে আগের চেয়ে ভালো হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

'পৃথিবীর অগ্নিকুণ্ডের পানিই এই জায়গাটাকে উষ্ণ রাখে। এখানে বাজে আবহাওয়া বলে কিছু নেই।' উদ্ধতভাবে হাত নেড়ে চারপাশ ঘিরে রাখা সুন্দরবনের দিকে ইঙ্গিত করল ওনকা। 'চারপাশের জন্মানো গাছপালা দেখতে পাচ্ছেন? দুনিয়ার আর কোথাও এসব দেখতে পাবেন না।'

স্পষ্ট পথ ধরে আগে বাড়ল ওরা। জ্বালামুখের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে দিচ্ছে ওনকা। 'ক্লিফের রঙ লক্ষ করুন,' তাইতাকে আমন্ত্রণ জানাল সে, বিশাল দেয়ালের দিকে তাকাতে ঘাড় করে রেখেছে ও। আগ্নেয়গিরির স্বাভাবিক ধূসর বা কালো নয় ওগুলো, বরং রুবি পাথরের ছোপঅলা কোমল নীল ও লালচে সোনালি রেণুতে ঢাকা। 'বহুরঙা পাথরের মতো লাগছে যেটাকে সেটা আসলে মেয়েদের চুলের সমান লম্বা ও পুরু ছত্রাক,' বলল ওনকা।

ক্লিফের দিকে থেকে চোখ নামাল তাইতা। নিচের বেসিনের বনের দিকে তাকাল। 'ওগুলো পাইন গাছ,' সোনালি বাঁশের ঝাড় থেকে মাথা বের করে থাকা উঁচু সবুজ বর্শাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল ও। 'দানবীয় লতা।' পুরু মাংসল কাণ্ড থেকে ঝলমলে ফুল ঝুলছে। 'বাজি ধরে বলতে পারি ওগুলো কোনও ধরনের ইউফোরবিয়া, আর গোলাপি ও পালকের মতো রূপালি ফুলেঢাকা ঝোপগুলো প্রোটিয়াস। ওপাশের লম্বা গাছগুলো সুবাসিত সিডার। আর ছোটগুলো তেঁতুল ও খায়া মেহগনি।' ফেন থাকলে এসব দেখে মজা পেত খুব, মনে মনে ভাবল ও।

হ্রদের কুয়াশা ধোঁয়ার মতে ছত্রাক পড়া ডালের ভেদ করে উঠে আসছে। একটা জলধারা অনুসরণ করতে বাঁক নিল ওরা, কিন্তু কয়েক শো কদম এগোনোর আগেই মেয়েদের ঝনঝন হাসি আর কণ্ঠস্বর কানে এলো। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দেখল নিচের পুকুরের ধূমায়িত নীল জলে সাঁতার কাটছে তিনটা মেয়ে, জলকেলী করছে। নীরবতার ভেতর ওদের চলে যেতে দেখল মেয়েরা। তরুণী ওরা, গাঢ়

গায়ের রঙ, লম্বা ভেজা চুল কৃষ্ণকালো। তাইতা ভাবল, ওরা সম্ভবত পুব সাগরের ওপাশের দেশ থেকে এসেছে। নিজেদের নগ্নতা সম্পর্কে নির্বিকার ঠেকল ওদের। প্রত্যেকটা মেয়ের পেটেই বাচ্চা রয়েছে, স্ফীত পেটের ভারসাম্য রক্ষা করতে বারবার কোমরের উপর ভর বদল করছে।

এগিয়ে যাবার সময় তাইতা জানতে চাইল, 'এখানে কতগুলো পরিবার থাকে? ওই মেয়েদের স্বামীরা কোথায়?'

'ওরা হয়তো স্যানেটোরিয়ামে কাজ করে, এমনকি হয়তো সার্জনও হতে পারে।' তেমন একটা আগ্রহ দেখাল না ওনকা। 'ওখানে হ্রদের কিনারে পৌঁছে জানতে পারব বোধ হয়।'

ধোঁয়াটে নীল পানির এপাশ থেকে স্যানেটোরিয়ামটাকে অনাকর্ষণীয় পাথুরে দালানের একটা কমপ্লেক্স মনে হচ্ছে। পরিষ্কার বোঝা যায়, দেয়ালের পাথরের ব্লকগুলো ক্লিফের প্রাচীর থেকে কুঁদে বের করা হয়েছে। চুনকাম নয়, বরং স্বাভাবিক গাঢ় ধূসরই রয়ে গেছে। চারপাশে সুন্দর করে ছাঁটা ঘাসের প্রাঙ্গণ, বুনোহাঁসের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। অন্তত বিশ ধরনের জলমুরগি হ্রদে সাঁতার কাটছে, ওদিকে অগভীর জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বক আর হেরন। কাঁকর বিছানো সৈকত ধরে যাবার সময় কয়েকটা বিশাল আকারের কুমীর দেখতে পেল তাইতা, নীল জলে গাছের গুঁড়ির মতো পড়ে আছে।

সৈকত ছেড়ে প্রাঙ্গণ ধরে এগিয়ে ফুলে ভরা লতায় ছাওয়া একটা খিলানের ভেতর দিয়ে মূল ভবনের উঠানে পা রাখতে আগে বাড়ল ওরা। ঘোড়ার দায়িত্ব

অবস্থায় রেখে চলে গেল ওরা। অচিরেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল মেরেন, আরকের প্রভাবেই এসেছে ওই ঘুম।

প্রথমবারের মতো চারপাশ জরিপ করার সুযোগ পেল ও। ওয়াশরুমের দরজা লাগোয়া দেয়ালের কোণের দিকে তাকাতেই ওটার পেছনে মানুষের আভার বিচ্ছুরণ টের পেল। চোখেমুখে তার কোনও ছাপ ফুটে উঠতে না দিয়ে নিবিড়ভাবে সেদিকে নজর দিল। বুঝতে পারল দেয়ালের গায়ে একটা লুকোনো পিপ-হোল আছে, ওটা দিয়ে ওদের উপর নজর রাখা হচ্ছে। জেগে ওঠার সাথে সাথে মেরেনকে সতর্ক করে দেবে ও। এমনভাবে চোখ সরিয়ে নিল, যেন নজরদারের উপস্থিতি সম্পর্কে মোটেই ওয়াকিবহাল নয়।

কিছু সময় পরে একজন পুরুষ আর একজন নারী এলো কামরায়। হাঁটু অবধি লম্বা শাদা পরিষ্কার টিউনিক ওদের পরনে। গলায় কোনও জাদুর পুঁতির নেকলেস বা ব্রেসলেট বা বাঁকানো নখ বা প্রাচীন শিল্পকলার অন্যকোনও সাজসরঞ্জাম না থাকলেও সার্জন বলে চিনতে পারল তাইতা। ভদ্রভাবে নাম ধরে ওকে স্বাগত জানাল ওরা, নিজেদের পরিচয় দিল।

'আমি হান্নাহ,' বলল মহিলা।

'আমি গিব্বা,' জানাল লোকটা।

সাথে সাথে রোগির পরীক্ষা শুরু করল ওরা। প্রথমে ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথা অগ্রাহ্য করে হাত ও পায়ের তালু পরখ করল; পেট আর বুকে টোকা দিল। একটা তীক্ষ্ণ কাঠির সূঁচাল ডগা দিয়ে ওর পিঠে আঁচড় কাটল হান্নাহ, কী ধরনের চল্টা ওঠে পরখ করবে।

সন্তুষ্ট হয়ে তারপর ওর মাথার দিকে নজর দিল। দুই হাঁটুতে মেরেনের মাথা চেপে ধরল গিব্বা, শক্ত করে ধরে রাখল। মেরেনের গলা, কান আর নাকের ভেতর পরখ করল ওরা। তারপর তাইতার বেঁধে দেওয়া ব্যান্ডেজ খুলে ফেলল। শুকনো রক্ত আর পুঁজে নোংরা হয়ে গেলেও ওটা বাঁধার দক্ষতার তারিফ করল হান্নাহ। তাইতার কাজের নৈপূণ্যের ব্যাপারে সমীহ প্রকাশ করতে ওর উদ্দেশে মাথা দোলাল।

এবার চোখের পাতা খুলে রাখতে একটা রূপার ডায়ালেটর ব্যবহার করে শূন্য চক্ষুকোটরের দিকে মনোযোগ দিল ওরা। কোটরে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দৃঢ়ভাবে চাপ দিল হান্নাহ। গুঙিয়ে উঠে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল মেরেন। কিন্তু হাঁটুর মাঝখানে শক্ত করে ওকে ধরে রাখল গিব্বা। ওরা সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর তাইতার উদ্দেশে মাথা দোলাল হান্নাহ। আঙুলের ডগা এক করে ঠোঁট স্পর্শ করল। 'আমাদের কিছুক্ষণের জন্যে ক্ষমা করতে হবে। রোগির অবস্থা নিয়ে আলাপ করতে হবে।'

খোলা দরজা পথে প্রাঙ্গণে চলে গেল ওরা। ওখানে আলোচনায় মগ্ন হয়ে একসাথে পায়চারি করতে লাগল। দরজা পথে ওদের আভা পরখ করল তাইতা।

গিব্বার আভা রোদের আলোয় ধরে রাখা তলোয়ারের মতো ঝিলিক আছে। তাইতা লক্ষ করল তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শীতল, নিরাবেগ।

হান্নাহর আভা পরখ করতে গিয়েই বুঝে গেল দীর্ঘায়ু মহিলা সে। তার পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা বিপুল, দক্ষতা অসীম। বুঝতে পারল তার চিকিৎসার সামর্থ সম্ভবত ওর ক্ষমতাকেও ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু তারপরেও সহানুভূতির অভাব রয়েছে তার। তার আভা বন্ধ্যা ও কঠোর। আভা থেকে বুঝতে পারল দায়িত্বের প্রতি নিবেদনের ব্যাপারে মহিলা কঠোর, দয়া বা করুণায় ভোলার নয়।

ওরা আবার রোগির কামরায় ফেরার পর হান্নাহই প্রথম কথা বলবে বলেই মনে হলো ওর। 'ঘুমের ওষুধের প্রভাব কেটে যাবার আগেই এখুনি ওর অপারেশন করতে হবে,' বলল সে।

চারজন পেশিবহুল পরিচারক ফিরে এলো, মেরেনের পা আর হাতের পাশে বসল। রূপালি ট্রেতে সার্জিকাল সরঞ্জাম সাজিয়ে নিল হান্নাহ।

একটা সুবাসিত ভেষজ মলমে মেরেনের চোখ ও ওটার চারপাশের এলাকা ভিজিয়ে দিল গিব্বা। তারপর দুই আঙুলে চোখের পাতা ফাঁক করে রূপার ডায়ালেটরটা বসাল ওগুলোর মাঝখানে। একটা সংকীর্ণ সুচাল স্কেলপেল বেছে নিল হান্নাহ, চোখের কটোরের মুখে ধরল ওটা। বাম হাতের তর্জনী দিয়ে পেছনটা দেখল, যেন জ্বলন্ত লাইনিংয়ের মাঝে জুৎসই জায়গার খোঁজ করছে। তারপর স্কেলপেলটাকে নির্বাচিত জায়গায় বসাতে সেটাকে ব্যবহার করল। সাবধানে মাংসে খোঁচা দিল সে। ধাতুর চারপাশে রক্ত বের হয়ে এলো। একটা আইভরি দণ্ডের খাঁজে আটকানো এক টুকরো কাপড়ের সাহায্যে সেটা মুছে ফেলল গিব্বা। ফলাটার অর্ধেকটা না ঢোকা পর্যন্ত কেটে আরও গভীরে গেল হান্নাহ। সহসা তার উন্মুক্ত করা ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে বের হয়ে এলো সবুজ পুঁজ। সরু একটা ফোয়ারার মতো উঠে এসে রোগির ঘরের ছাদের দিকে ফিনকি দিয়ে ছুটে গেল। আর্তচিৎকার করে উঠল মেরেন, গোটা শরীর বেঁকে গেল ওর, ওঠানামা করতে লাগল, ওকে ধরে রাখা চার চারজন লোক হাতছাড়া হওয়া থেকে বিরত রাখতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হলো।

স্ক্যালপেলটা ট্রেতে ফেলে দিল হান্নাহা, তারপর চোখের কোটারের উপর একটা তুলার দলা চেপে ধরল। ছাদ থেকে ঝরে পড়া পুঁজের গন্ধ ভয়ঙ্কর পচা। ওকে চেপে ধরা লোকদের ভারে আবার শিথিল হয়ে গেল মেরেন। চট করে চোখে চেপে ধরা তুলোটা সরিয়ে নিল হান্নাহ, তারপর কাটা জায়গায় ব্রোঞ্জের একটা ফোরসেপের মুখ ঢুকিয়ে দিল। ক্ষতস্থানের কোথাও চাপা পড়ে থাকা একটা কিছুর সাথে ওটার ঘর্ষণের আওয়াজ পেল তাইতা। ওটাকে ফোরসেপে ধরে চেপে ধরতে দুই প্রান্ত মেলাল হান্নাহ। আরেক দফা জলীয় পুঁজের একটা ধারার সাথে বাইরের বস্তুটা বের হয়ে এলো। ফোরসেপে ধরে ওটা উঁচু করল সে। মনোযোগের সাথে পরখ করল। 'জিনিসটা চিনতে পারছি না, আপনি চেনেন?' তাইতার দিকে তাকাল

সে। একটা হাত পেয়ালার মতো করে বাড়িয়ে দিল তাইতা। সেখানে জিনিসটা ফেলে দিল সে।

উঠে দরজা গলে ঘরে আসা আলোয় সেটা পরখ করতে এগিয়ে গেল তাইতা। আকারের তুলনায় বেশ ভারি, পাইনের শাঁসের আকারের একটা টুকরো। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে ধরে ওটাকে ঢেকে রাখা রক্ত ও পুঁজ মুছে ফেলল ও। 'লাল পাথরের টুকরো!' জোরে বলে উঠল ও।

'চিনতে পেরেছেন?' জানতে চাইল হান্নাহ।

'পাথরের একটা টুকরো। বুঝতে পারছি না, কেমন করে আমার চোখ এড়িয়ে গেল এটা। বাকি সব টুকরাই পেয়েছিলাম।'

'নিজেকে দোষারোপ করবেন না, ম্যাগাস। অনেক গভীরে ছিল ওটা। সংক্রমণ পথ না দেখালে আমরাও হয়তো পেতাম না।' কোটর পরিষ্কার করে ভেতরে তুলোর দলা ঠেসে দিচ্ছে হান্নাহ আর গিব্বা। অচেতন হয়ে গেছে মেরেন। তাগড়া পরিচারকরা বাঁধন শিথিল করল।

'এখন অনেক সহজে বিশ্রাম নেবে ও,' বলল হান্নাহ, 'তবে ক্ষতস্থানটা পুরোপুরি সেরে উঠতে বেশ কয়েকদিন লাগবে। তখন আমরা চোখটা বদলে দিতে পারব। সে পর্যন্ত ওকে অবশ্যই নিরিবিলি বিশ্রাম নিতে হবে।'

এর আগে কখনও কাজটা করতে না দেখলেও তাইতা শুনেছে ভারতের সার্জনরা মার্বল বা কাঁচের তৈরি চোখ খোয়ানো চোখের জায়গায় বসাতে পারে। এত সূক্ষ্মভাবে নকশা করা থাকে যে মনে হয় সত্যিকারের চোখ। নিখুঁত বিকল্প না হলেও মুখ ব্যাদান করে থাকা শূন্য কোটরের চেয়ে অনেক কম ভীতিকর।

চলে যাওয়ার সময় সার্জন ও তাদের সহকারীদের ধন্যবাদ দিল ও। অন্য পরিচারকরা ছাদ ও মার্বল মেঝের পুঁজ পরিষ্কার করে নোংরা বিছানা বদলে দিল। শেষে আরেক মধ্যবয়সী মহিলা মেরেনের জ্ঞান না ফেরা অবধি নজর রাখতে হাজির হলো। মেরেনকে তার হাওলায় রেখে রোগির ঘর থেকে খানিক্ষণের জন্যে পালিয়ে এলো তাইতা। প্রাঙ্গণ ধরে এগিয়ে গেল সৈকতের দিকে। বিশ্রাম নেওয়ার মতো একটা পাথরের বেঞ্চ পেয়ে গেল।

পাহাড়ের চূড়ায় দীর্ঘ কষ্টকর যাত্রা শেষে অপারেশনের প্রক্রিয়া দেখে এখন ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। বেল্টের পাউচ থেকে পাথরের টুকরোটা বের করল ও, ফের পরখ করল। সাধারণই মনে হচ্ছে বটে কিন্তু জানে সেটা বিভ্রান্তিকর। ঝিলিক মারছে ক্ষুদে লাল পাথরটা। এক ধরনের উষ্ণ আভা বিলোচ্ছে যেন, ওর মাঝে বিতৃষ্ণা জাগাচ্ছে সেটা। উঠে পানির কিনারায় চলে এলো ও, হ্রদের জলে টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলতে হাত পেছনে নিয়ে এলো। কিন্তু তার আগেই ওটার গভীরে এক ধরনের আলোড়ন উঠল, যেন কোনও দানব দাপাচ্ছে ওখানে। ভীতির সাথে পিছিয়ে এলো ও। ঠিক একই সময়ে শীতল হাওয়া কাঁপন জাগাল ওর ঘাড়ে। শিউরে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। কিন্তু ভীতিকর কিছু দেখতে পেল না। যেমন নীরবে

এসেছিল তেমনি চলে গেছে হাওয়াটা। আবার কোমল ও উষ্ণ হয়ে গেছে চারপাশের বাতাস।

পানির উপরে তরঙ্গের একটা বৃত্ত ছড়িয়ে পড়েছে, আবার হ্রদের দিকে তাকাল ও। তখনই আগে দেখা কুমীরের কথা মনে পড়ে গেল। হাতের লাল পাথরের টুকরাটার দিকে তাকাল। দেখে নিরীহ মনে হচ্ছে। কিন্তু শীতল হাওয়া পেয়েছে ও, অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছে। পাথরটা আবার পাউচে রেখে ফের প্রাঙ্গণের উপর দিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

মাঝামাঝি আসার পর আবার থামল ও। অন্যসব বিচ্যুতির সাথে এটাই ছিল স্যানেটোরিয়ামের সামনের দিকটা জরিপ করার প্রথম সুযোগ। মেরেনের ঘরটা যে ব্লকে রয়েছে সেটা মূল কমপ্লেক্সের এক প্রান্তে। আরও পাঁচটা বড় বড় ব্লক দেখতে পাচ্ছে ও। প্রত্যেকটা একটা টেরেস দিয়ে পড়শী থেকে বিচ্ছিন্ন, যার উপর একটা করে পারগোলা আঙুর গাছ ধরে রেখেছে, থোকা থোকা আঙুর ঝুলছে তাতে। এই জ্বালামুখের সব কিছুই উর্বর ও ফলদায়ী ঠেকছে। কেন যেন ওর নিশ্চিত মনে হলো শতশত বছরের পরিক্রমায় এখানেই আবিস্কৃত ও বিকশিত অনেক অনেক অসাধারণ বৈজ্ঞানিক চমক ধারণ করছে দালানগুলো। প্রথম সুযেগেই সেগুলো পরখ করবে ও।

সহসা মেয়েলি কণ্ঠে চিন্তায় ছেদ পড়ল ওর। পেছনে তাকাতেই আগে দেখা সেই গাঢ় ত্বকের তিনজন মেয়েকে দেখতে পেল, সৈকত থেকে ফিরে আসছে। এখন পরনে পুরো পোশাক, চুলে বুনো ফুল পরেছে। এখনও পরিপূর্ণ প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে ওদের। বনে চড়ুইভাতির সময় জাররির ভালো মদ একটু বেশি চেখে ফেলেছে কিনা ভাবল তাইতা। ওকে উপেক্ষা করে সৈকত বরাবর দালানকোঠার একেবারে শেষ ব্লকের উল্টোদিকে চলে গেল ওরা। তারপর প্রাঙ্গণের উপর দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হলো। ওদের অবারিত আচরণ কৌতূহলী করে তুলল ওকে। ওদের সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করল। এই ছোট অদ্ভুত বিশ্বে কী ঘটছে সেটা বুঝতে হয়তো ওকে সাহায্য করতে পারবে ওরা।

অবশ্য, সূর্যটা এরইমধ্যে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে, মেঘ জমাট বাঁধছে। মৃদু হাওয়া বইতে শুরু করল। মুখ উঁচু করে রাখায় ঠাণ্ডা লাগছে। মেয়েদের সাথে কথা বলতে হলে অবশ্যই তাড়াতাড়ি করতে হবে। ওদের পিছু নিল ও। প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি আসার পর কমে এলো চলার গতি। ওদের প্রতি আগ্রহও কমে গেল। ওদের কোনও গুরুত্ব নেই, ভাবল ও। আমি বরং মেরেনের কাছেই থাকি। থেমে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল ও। জ্বালামুখের দেয়ালের আড়ালে চলে গেছে সূর্য। প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। এই অল্প সময় আগেও মেয়েদের সাথে কথা বলাটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন ভাবনাটা ওর মন থেকে বিদায় নিয়েছে যেন বা মুছে ফেলা হয়েছে। দালানের কাছ থেকে সরে এসে মেরেনের কামরার দিকে পা বাড়াল ও। তাইতা ঢুকতেই উঠে বসল মেরেন, কৃশ হাসল।

'কেমন লাগছে?' জানতে চাইল তাইতা।

'হয়তো ঠিকই বলেছিলেন, ম্যাগাস। লোকগুলো আমাকে সাহায্য করেছে বলেই মনে হচ্ছে। এখন তেমন একটা ব্যথা নেই। অনেক শক্তিশালী মনে হচ্ছে নিজেকে। ওরা কী করেছে বলুন।'

পাউচ খুলে ওকে পাথরের টুকরোটা দেখাল তাইতা। 'তোমার মাথার ভেতর থেকে এটা বের করে এনেছে ওরা। এটাই বিষাক্ত হয়ে তোমার কষ্টের কারণে পরিণত হয়েছিল।'

পাথরটা নিতে হাত বাড়াল মেরেন, তারপরই ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নিল। 'কী ছোট, কিন্তু কত খারাপ। বাজে জিনিসটা আমার চোখ কেড়ে নিয়েছে। ওটাকে দিয়ে আমার কোনও কাজ নেই। হোরাসের দোহাই, ফেলে দিন ওটা।' কিন্তু জিনিসটা আবার পাউচে রেখে দিল তাইতা।

এক ভৃত্য সন্ধ্যার খাবার পৌঁছে দিল ওদের। দারুণ উপাদেয় খাবার, তৃপ্তি ও আয়েস করে খেল ওরা। এক ধরনের গরম পানীয় দিয়ে খাবার শেষ করল, গভীর ঘুমে সেটা ওদের সাহায্য করল। পরদিন বেশ সকালে ফিরে এলো হান্নাহ ও গিব্বা। মেরেনের চোখের ড্রেসিং সরানোর পর ফোলা আর ব্যথা অনেকটা কমে এসেছে এসে দেখে খুশি ওরা।

'তিনদিনের ভেতর আবার কাজে নামতে পারব আমরা,' বলল হান্নাহ। 'ততদিনে ক্ষত ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা, তবে বীজ গ্রহণ করার মতো উন্মুক্ত থাকবে।'

'বীজ!' জিজ্ঞেস করল তাইতা। 'বিজ্ঞ বোন, তোমাদের প্রক্রিয়া ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তো ভেবেছি তোমরা কাঁচ বা পাথরের তৈরি নকল চোখ বসানোর পরিকল্পনা করছিলে। এখন আবার কীসের বীজের কথা বলছো?'

'আপনার সাথে বিস্তারিত নাও আলোচনা করতে পারি, ভাই ম্যাগাস। কেবল মেঘ-বাগিচার গিল্ডের পণ্ডিতরাই এই বিশেষ জ্ঞান লাভের অধিকারী।'

'আমি আরও জানতে পারছি না বলে স্বাভাবিকভাবেই হতাশ বোধ করছি, কারণ তোমাদের দেখানো নৈপুণ্যের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছি আমি। এই নতুন আবিষ্কার এখন আরও উত্তেজনাকর মনে হচ্ছে। অন্তত তোমাদের এই নতুন কায়দার চূড়ান্ত ফল দেখার জন্যে অপেক্ষা করব আমি।'

জবাব দেওয়ার সময় কিঞ্চিত ভুরু কোঁচকাল হান্নাহ। 'একে ঠিক নতুন কায়দা বলাটা ঠিক হবে না, ভাই ম্যাগাস। একে আজকের পর্যায়ে আনতে মেঘ-বাগিচার সার্জনদের পাঁচ প্রজন্মের নিবেদিত প্রাণ শ্রমের প্রয়োজন হয়েছে। এমনকি এখনও ঠিক পুরোপুরি নিখুঁত হয়ে ওঠেনি। তবে প্রতিদিনই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি

আমরা। অবশ্য, আমি নিশ্চিত, হয়তো অচিরেই আমাদের গিল্ডে যোগ দিয়ে এই কাজে আমাদের সাথে অংশ নিতে পারবেন আপনি। আমি নিশ্চিত, আপনার অবদান হবে অনন্য ও অমূল্য। অবশ্যই আপনি যদি ইনার সার্কলের বাইরের কারও জন্যে নিষিদ্ধ নয় এমন কিছু জানতে আগ্রহী হয়ে থাকেন, তাহলে খুশি মনেই সেসব নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করতে পারব।'

'সত্যিই একটা জিনিস জানতে চাই আমি,' বনের ভেতর মেয়েদের প্রথম দেখার কথা, তারপর আবার বৃষ্টির ভেতর ওদের স্যানেটোরিয়ামে ফিরে আসার কথা ওর মনের ভেতর ঘুরে মরছিল। ওদের সম্পর্কে জানার এটা আরেকটা সুবর্ণ সুযোগ মনে হলো। কিন্তু প্রশ্নটা ঠোঁটের ডগায় আসার আগেই মিলিয়ে যেতে শুরু করল। ভাবনটাকে ধরে রাখার বিশেষ চেষ্টা করল ও। 'আমি তোমার কাছে জানতে চাইছিলাম...' প্রশ্নটা মনে করার চেষ্টায় কপাল টিপে ধরল ও। মেয়েদের ব্যাপারে একটা কিছু...মনে করার চেষ্টা করল ও, কিন্তু সূর্য ওঠার সাথে সাথে মিলিয়ে যাওয়া সকালের শিশির বিন্দুর মতো সেটা উড়ে গেল। নিজের নির্বুদ্ধিতায় বিরক্তির সাথে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'ক্ষমা করবে, কথাটা কী ছিল বেমালুম ভুলে গেছি।'

'তাহলে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার নয়। হয়তো পরে আবার মনে পড়বে,' উঠে দাঁড়ানোর সময় বলল হান্নাহ। 'এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি, ম্যাগাস। শুনেছি আপনি উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও খুবই অভিজ্ঞ ভেষজবিদ। আমরা আমাদের বাগান নিয়ে দারুণ গর্বিত। আপনি চাইলে সেখানে ঘুরে আসতে পারেন। আপনার গাইড হিসাবে আনন্দের সাথে কাজ করব আমি।'

পরের দিনগুলোর বেশিরভাগই হান্নাহর সাথে মেঘ-বাগিচায় ঘুরে বেড়ানোর পেছনে কাটাল তাইতা। কৌতূহল জাগানোর মতো অনেক কিছু ওকে দেখানো হবে বলে আশা করেছিল ও, কিন্তু ওর প্রত্যাশা শতগুন অতিক্রম করে গেল। জ্বালামুখের প্রায় অর্ধেক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত বাগান বিপুল প্রজাতির অসংখ্য গাছে ভর্তি, পৃথিবীর সব এলাকার সব ধরনের আবহাওয়ার গাছই আছে।

'শত শত বছর ধরে আমাদের মালিরা এসব সংগ্রহ করেছে,' ব্যাখ্যা করল হান্নাহ। 'এই পুরো সময় জুড়ে দক্ষতা বাড়িয়েছে তারা, প্রত্যেকটা প্রজাতির প্রয়োজনীয়তা জেনেছে। ঝর্নায় বুদ্বুদ তোলা পানি নানা উপাদানে ভরা। আমরা বিশেষ ধরনের গোলাঘর তৈরি করতে পেরেছি যেখানে আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।'

'এখানে নিশ্চয়ই আরও বেশি কিছু আছে,' পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেনি তাইতা। 'এখানে কীভাবে উঁচু পাহাড়ের দানবীয় রোবেলিয়া গাছ ট্রপিকাল বনের টিক আর মেহগনি গাছের পাশে জন্মাতে পারে তার কোনও ব্যাখ্যা মেলে না।'

'আপনি খুবই বিচক্ষণ, ভাই,' সায় দিল হান্নাহ। 'ঠিকই ধরেছেন। এখানে উষ্ণতা, সূর্যের আলো আর পুষ্টির চেয়েও বেশি কিছু রয়েছে। আপনি গিল্ডে যোগ দেওয়ার পর আমাদের জাররিতে কী পরিমাণ বিস্ময়কর ব্যাপারস্যাপার রয়েছে তার

মাত্রা সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন। তবে নগদ জ্ঞান লাভের আশা করতে যাবেন না। আমরা হাজার বছরের জ্ঞান আর প্রজ্ঞার সমাবেশ নিয়ে আলোচনা করছি। এমন মূল্যবান কিছু একদিনে আয়ত্ত করার নয়।' ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো সে। 'আপনি জানেন এই জীবনে কত দীর্ঘদিন বেঁচে আমি, ম্যাগাস?'

'তুমি দীর্ঘায়ু এটা বুঝতে পেরেছি,' জবাব দিল তাইতা।

'ঠিক আপনার মতোই, ভাই,' জবাব দিল সে। 'কিন্তু আপনার জন্মের দিনও অনেক বয়স্ক ছিলাম আমি, কিন্তু এখনও রহস্যের বেলায় নবীশ রয়ে গেছি। গত অল্প কদিনে আপনার সঙ্গ উপভোগ করেছি। আমরা প্রায়ই মেঘ-বাগিচার বুদ্ধিবৃত্তিক ভূখণ্ডে নিজেদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ করে দিই, তো আপনার সাথে কথা বলতে পারাটা আমাদের যেকোনও ভেষজ ওষুধের মতোই কাজের। যাহোক, এবার ফিরতে হয়। কালকের প্রক্রিয়ার জন্যে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।'

বাগানের গেটে আলাদা হলো ওরা। এখনও বিকেলের গোড়ার দিক। অলস পায়ের হ্রদের কিনারা বরবার হাঁটতে লাগল তাইতা। একটা জায়গা থেকে জ্বালামুখের ওপারে অসাধারণ একটা দৃশ্য দেখা গেল। সেখানে পৌঁছার পর একটা উপড়ানো গাছের গুঁড়িতে বসে মন উন্মুক্ত করে দিল ও। লেপার্ডের খোঁজে বাতাসে গন্ধ শোঁকা অ্যান্টিলোপের মতো বৈরী উপস্থিতি খুঁজল ইথারে। কিন্তু তেমন কিছু পেল না। একেবারে প্রশান্ত, কিন্তু তারপরও ও জানে ব্যাপারটা এক ধরনের ভ্রান্তি হতে পারে: নিশ্চয়ই ডাইনীর আস্তানার বেশ কাছাকাছি রয়েছে ও। কারণ সব মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক ও ইঙ্গিত তার উপস্থিতির সঙ্কেত দিচ্ছে। গোপন জ্বালামুখ তার পক্ষে নিখুঁত ঘাঁটির ব্যবস্থা করবে। এখানে ওর আবিষ্কার করা অসংখ্য বিস্ময়কর ব্যাপারস্যাপার হয়তো তার জাদুরই ফল। এক ঘণ্টারও কম সময় আগে 'উষ্ণতা, সূর্যের আলো আর পুষ্টিকর উপাদানের চেয়েও বেশি কিছু আছে,' বলে তারই ইঙ্গিত দিয়েছে হান্নাহ।

মনের চোখ দিয়ে দানবীয় কালো মাকড়শার মতো ইয়োসকে জালের মাঝখানে বসে থাকতে দেখল ও, শিকারের উপর ঝাপিয়ে পড়ার আগে মিহি সুতোয় ক্ষীণতম আন্দোলনের অপেক্ষা করছে। তাইতা জানে, ওইসব অদৃশ্য জাল ওর জন্যেই পাতা হয়েছে, এবং ইতিমধ্যে তাতে বাঁধা পড়েছে ও।

এতক্ষণ নিষ্ক্রিয় ও নীরবে ইথার পরখ করছিল ও। ফেনকে আহ্বান জানাতে প্রলুব্ধ হলেও জানত, তেমন কিছু করলে উল্টে ডাইনীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসতে পারে। ফেনকে এখন বিপদে ফেলতে পারবে না। ঠিক মনটাকে রুদ্ধ করতে যাবে, এমন সময় মনস্তাত্ত্বিক গোলমালের একটা মহা তরঙ্গ চিৎকার করে কপালের পাশটা চেপে ধরতে বাধ্য করল ওকে। পাক খেল ও, গাছের গুঁড়ির উপর থেকে প্রায় উল্টে পড়ার দশা হলো।

ও যেখানে বসে আছে তার খুব কাছেই করুণ কিছু ঘটে যাচ্ছে। ওর মনের পক্ষে এমন বিষাদ ও কষ্ট, ইথারে ভেসে আসা এমন চরম অশুভকে মেনে নেওয়া

কঠিন হয়ে পড়ল। যুঝতে লাগল ও। যেন খোলা মহাসাগরের বুকে ডুবন্ত সাঁতারুর মতো প্রবল জোয়ারের মোকাবিলা করছে। মনে হলো তলিয়ে যাচ্ছে ও, কিন্তু তারপর ঝড়ের প্রাবল্য কমে এলো। এমন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যাবার জন্যে এক ধরনের গভীর বেদনাবোধে আক্রান্ত হয়ে রইল ও, বাধা দিতে পারেনি।

উঠে দাঁড়ানোর মতো সামলে নিতে অনেকটা সময় লাগল ওর, ক্লিনিকের পথে পা বাড়াল। সৈকতে বের হয়ে আসার পর হ্রদের মাঝখানে আরেকটা তোলপাড় দেখতে পেল ও। এইবার নিশ্চিত হয়ে গেল ও, ভৌত বাস্তবতাই প্রত্যক্ষ করছে ও। পানির নিচে থেকে উঠে আসা এক দল কুমীরের আঁশঅলা পিঠ দেখতে পেল ও, হাওয়ায় উড়ছে ওদের লেজ। মনে হচ্ছে যেন মরদেহ খাচ্ছে, লোভী উন্মাদনায় পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে। দেখার জন্যে থামল ও, একটা মদ্দা কুমীরকে পানি থেকে শূন্যে উঠে আসতে দেখল। মাথা নেড়ে এক টুকরো মাংস হাওয়ায় উড়িয়ে দিল ওটা। ওটা নেমে আসার সময় ফের লুফে নিল, তারপর ঘূর্ণী তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল পানির নিচে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত দেখতে লাগল তাইতা। তারপর গভীর অস্বস্তি বোধ নিয়ে প্রাঙ্গণের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

ও ঘরে ঢোকার পরপরই জেগে উঠল মেরেন। তরতাজা মনে হলো ওকে, তাইতার গম্ভীর মেজাজ তাকে প্রভাবিত করছে না। সন্ধ্যার খাবার খাওয়ার সময় হান্নাহর পরদিনের অপারেশনের পরিকল্পনা নিয়ে বাজে রসিকতায় মেতে উঠল। নিজেকে 'সাইক্লপস' বলে উল্লেখ করল সে, 'যাকে একটা কাঁচের চোখ দেওয়া হবে'।

হান্নাহ ও গিব্বা এক দল সহকারী নিয়ে পরদিন বেশ সকালে হাজির হলো ওদের ঘরে। মেরেনের চোখের কোটর পরীক্ষা শেষে ওকে পরবর্তী ব্যবস্থার জন্যে তৈরি বলে ঘোষণা করল। এক ডোজ ভেষজ চেতনা নাশক তৈরি করল গিব্বা ওদিকে সরঞ্জামের ট্রে-টা পাতল হান্নাহ। তারপর মেরেনের পাশে মাদুরে বসল। খানিক পর পর ওর অক্ষত চোখের পাতা তুলে চোখের মণির বিস্তৃতি পরখ করছে সে। শেষ পর্যন্ত ওষুধ কাজ শুরু করেছে, মেরেন শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছে, সন্তুষ্ট হয়ে গিব্বার উদ্দেশে মাথা দোলাল সে।

উঠে কামরা থেকে বের হয়ে গেল সে, অল্প সময় বাদে একটা ছোট অ্যালাবাস্টার পট নিয়ে ফিরে এলো। এমনভাবে বহন করছে, যেন ওটা মহাপবিত্র প্রভু সামগ্রী চার সহকারী মেরেনের হাত-পা বেঁধে ফেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর পটটা হান্নাহর ডান হাতের খুব কাছে নামিয়ে রাখল। আরও একবার

মেরেনের মাথাটা দুই হাঁটুর মাঝখানে ধরল। খোয়া যাওয়া চোখের পাতা ফাঁক করে রূপালি ডায়ালেটরটা বসিয়ে দিল জায়গামতো।

'ধন্যবাদ, ডাক্তার গিব্বা,' বলল হান্নাহ। গোড়ালির উপর মৃদু ছন্দোময় ভঙ্গিতে দুলতে শুরু করল সে। আন্দোলনের সাথে তাল মিলিয়ে মন্ত্র জপতে শুরু করল ওরা। কয়েকটা শব্দ চিনতে পারল তাইতা, মনে হচ্ছে তেনমাসের ক্রিয়া পদের মতো একই উৎস থেকে এসেছে ওগুলো। মনে মনে ধরে নিল এটা হয়তো ভাষার অনেক উন্নত, আরও বিকশিত একটা ধরণ।

ওদের শেষ হলে ট্রে থেকে একটা স্ক্যালপেল তুলে নিল হান্নাহ, তেলের কুপির শিখার উপর দিয়ে খেলাল ওটার ফলা। তারপর চক্ষু কোটরের অভ্যন্তরের লাইনিংয়ে অগভীর সমান্তরাল দ্রুত কয়েকটা গর্ত তৈরি করল। মিস্ত্রিদের ভেজা কাদা লাগাতে দেয়ালের শরীর পানি দিয়ে তৈরি করার কথা মনে পড়ে গেল তাইতার। হালকা ক্ষত থেকে ক্ষীণ ধারায় রক্ত বের হচ্ছে, হান্নাহ একটা শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা তরল ছিটাতেই রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। জমাট বাঁধা রক্ত মুছে ফেলল গিব্বা।

'এই তরল শুধু রক্তপাতই বন্ধ করে না, বীজের জন্যেও জোড়া দেওয়ার আঠা তৈরি করে,' ব্যাখ্যা করল হান্নাহ।

এর আগে গিব্বার মতো সেই একই রকম সমীহ জাগানো যত্নের সাথে অ্যালাবাস্টার পটের ঢাকনা তুলল হান্নাহ। ভালো করে দেখতে মাথা সামনে বাড়িয়ে দিল তাইতা। খুবই সামান্য পরিমাণ হলদে স্বচ্ছ জেলির মতো পদার্থ দেখতে পেল; বড়জোর নখের ডগা ঢাকার মতো।

'চোখ বন্ধ করার জন্যে আমরা তৈরি, ডাক্তার গিব্বা,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে। ডায়ালেটর তুলে নিল গিব্বা। তারপর বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে চোখের পাতা বন্ধ করে দিল। ভেড়ার নাড়ী দিয়ে বানানো সূক্ষ্ম সুতো পরানো একটা সরু রূপালি সুই তুলে নিল হান্নাহ। দক্ষ হাতে চোখের পাতায় তিনটা সেলাই দিল। মেরেনের মাথা ধরে রাখল গিব্বা, মিশরিয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্দিরের এমবামারদের ব্যবহৃত জটিল প্যাটার্নের পরস্পর লাগানো লিনেনের কাপড়ে ব্যান্ডেজ করে দিল হান্নাহ। স্বস্তি-ভরা চেহারায় পায়ের উপর ভর দিয়ে বসল। 'ধন্যবাদ, ডাক্তার গিব্বা। যথারীতি তোমার সহযোগিতা অনেক মূল্যবান ছিল।'

'ব্যস, এই?' জানতে চাইল তাইতা। 'অপারেশন শেষ?'

'যদি পচন বা অন্য কোনও ধরনের ঝামেলা না দেখা দেয়, বার দিনের ভেতর সেলাই খুলে নেব,' জবাব দিল হান্নাহ। 'ততক্ষণ আমাদের মুল চিন্তার বিষয় হবে চোখটাকে আলো ও রোগির হাত থেকে রক্ষা করা। এই সময়ে অনেক অশান্তিতে থাকবে সে। এমন ব্যথা আর চুলকানি হবে যা কিনা চেতনানাশক ওষুধ দিয়েও চট জলদি কমানো যাবে না। জাগ্রত অবস্থায় নিজেকে সামলাতে পারলেও ঘুমের ভেতর

চোখ ডলার চেষ্টা করবে সে। প্রশিক্ষিত পরিচারকদের পাহারায় রাখতে হবে ওকে। হাত বেঁধে রাখা হবে। অন্ধকার জানালাহীন সেলে নিয়ে যেতে হবে ওকে, যাতে আলো ব্যথাকে আরও বাড়াতে বা বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঠেকাতে না পারে। আপনার উত্তরসূরির জন্যে খুব একটা খারাপ সময় যাবে, সামাল দিতে আপনার সহযোগিতার প্রয়োজন হবে তার।'

'দুটো চোখই বন্ধ করার দরকার হলো কেন, অক্ষতটাও?'

'চোখে পড়া কিছু ভালো চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করলে নতুনটাও সাড়া দেবে। ওটাকে যতটা সম্ভব নিশ্চল রাখতে হবে আমাদের।'

ডাক্তার হান্নাহ সাবধান করে দিলেও চোখের বীজ বপন করার পরের তিনটা দিন তেমন একটা অস্বস্তি বোধ করল না মেরেন। সবচেয়ে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া আর সে কারণে দেখা দেওয়া একঘেয়েমী। বছরের পর বছর একসাথে অংশ নেওয়া অভিযান, সফর করা জায়গা আর পরিচয় পাওয়া নারী পুরুষের স্মৃতি রোমন্থন করে ওকে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করে গেল তাইতা। মাতৃভূমির আর নীলের উপর দিয়ে বয়ে চলা খরার সম্ভাব্য প্রভাব আলোচনা করল ওরা, লোকজনের উপর নেমে আসা দুর্ভোগ ও ফারাও নেফার সেতি ও রানি কীভাবে এই দুর্যোগের মোকাবিলা করছেন তাও আলোচনা করল। গালালায় নিজেদের বাড়িঘর এবং এই অভিযান শেষে ফিরে গিয়ে কী অবস্থায় দেখবে, আলোচনা করল তাও। এইসব প্রসঙ্গে আগেও বহুবার আলোচনা করেছে ওরা, কিন্তু তাইতার কণ্ঠস্বর মেরেনকে শান্ত করল।

চতুর্থ দিন সকালে চোখের কোটরের তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে জেগে উঠল ও। ঠিক হৃপিণ্ডের স্পন্দনের মতোই নিয়মিত বিরতিতে আঘাত হানছে, এতই প্রবল যে প্রতিটি হামলার সাথে সাথে বিষম খাচ্ছে ও, স্বয়ংক্রিয়ভাবে চোখের দিকে চলে যাচ্ছে দুই হাত। হান্নাহর খোঁজে পরিচারকদের পাঠাল তাইতা। নিমেষে হাজির হলো সে, ব্যান্ডেজ খুলে ফেলল। 'পচন ধরেনি,' বলল সে। পুরোনো ব্যান্ডেজের বদলে নতুন ব্যান্ডেজ লাগাতে শুরু করল। 'আমরা এমন কিছুই আশা করেছিলাম। বীজ জায়গা করে নিয়েছে। শেকড় ছড়াতে শুরু করেছে এখন।'

'মালিদের মতো কথাবার্তা বলছ,' বলল তাইতা।

'আমাদের অনেকটা মানুষের মালিই বলা যায়,' জবাব দিল সে।

পরের দিন তিন ঘুমাতে পারল না মেরেন। যন্ত্রণা প্রবল হয়ে উঠলে মাদুরের উপর দাপাদাপি করে, গোঙাতে থাকে ও। খায় না, রোজ মাত্র কয়েক বাটি পানি খেতে পারে। অবশেষে যখন ঘুম গ্রাস করে নিল, চিত হয়ে শুয়ে থাকল ও, ওর

হাতজোড়া চামড়ার ফিতে দিয়ে পাশে বেঁধে রাখা হলো। ব্যান্ডেজ বাঁধা মুখে প্রচণ্ড শব্দে নাক ডেকে চলল। গোটা এক রাত এক দিন ঘুমাল ও।

জেগে ওঠার পর শুরু হলো চুলকানি। 'মনে হচ্ছে পিঁপড়ার দল আমার চোখে আঁচড়াচ্ছে।' ঘোঁৎ করে শব্দ করে কর্কশ পাথরে দেয়ালের গায়ে মুখ ডলতে চাইল ও। মেরেন বেশ শক্তিশালী লোক, তাই ওকে ঠেকাতে পরিচারকদের আরও দুই সহকর্মীকে ডাকতে হলো। যদিও খাবার আর ঘুমের ঘাটতির কারণে শরীরে মাংস ঝরে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে ওর। বুকের চামড়ার ভেতর থেকে পরিষ্কার পাঁজরের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, পেটটা চুপসে মেরুদণ্ডের হাড়ের সাথে মিশে গেছে যেন।

বছরে পর বছর তাইতা আর ও এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যে ওর সাথে ভুগতে লাগল তাইতাও। মেরেন সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে অস্থির ঘুমে তলিয়ে গেলেই কেবল ওর সেল থেকে পালিয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছে ও। ওকে পরিচারকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সুন্দর বাগানে ঘুরে বেড়াতে পারে।

এইসব বাগানে এক ধরনের শান্তির খোঁজ পেয়েছে তাইতা, সময়ে সময়ে তাই বারবার এখানে ফিরে আসছে। বিশেষ ঢঙে বিন্যাস করা হয়নি বাগানগুলো, বরং কতগুলো পথ, বড় রাস্তা আর গলির একটা গোলকধাঁধা, সেগুলোর কোনওটা আবার আগাছায় ভরা। প্রতিটি বাঁক বা মোড়ই নতুন আনন্দের জগতে নিয়ে যায়। উষ্ণ মিষ্টি হাওয়ায় নানান ফুলের মিশে যাওয়া সুবাস কেমন যেন ঘোর লাগা অনুভূতি সৃষ্টি করে, নেশা ধরিয়ে দেয়। জমিন এত বিস্তৃত যে এই স্বর্গের পরিচর্যাকারী মাত্র হাতে গোণা কয়েকজন মালির দেখা পেয়েছে ও। ওর আগমনের আভাস পেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে তারা, যেন মানুষ নয়, প্রেতাত্মা। প্রতি সফরেই নতুন নতুন খিলান আর ছায়াময় হাঁটাপথের দেখা পাচ্ছে ও, আগের বার যা হয়তো বাদ দিয়ে গেছে। কিন্তু আবার সেখানে ফিরে যাবার প্রয়াস পাচ্ছে যখন, দেখা যাচ্ছে সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে, সে জায়গায় সমান সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর অন্য বাগান দেখা দিয়েছে। বৈচিত্র্যময় বিস্ময়ে ভরা উদ্যান এটা।

বীজ বপনের দশম দিনে মেরেনকে অনেক সহজ মনে হলো। চোখে নতুন ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল হান্নাহ, বলল সে খুশি হয়েছে। 'ব্যথা পুরোপুরি বন্ধ হলেই চোখের পাতার সেলাই খুলে ফেলতে পারব আমি, তারপর বুঝতে পারব কতটা অগ্রগতি হলো।'

আরেকটা শান্ত রাত কাটাল মেরেন, জেগে উঠল নাশতার জন্যে চমৎকার খিদে নিয়ে। তার রসবোধও ফিরে এলো। রোগীর চেয়ে বরং তাইতারই কেমন যেন পরিশ্রান্ত ও দুর্বল বোধ হলো। চোখজোড়া ঢাকা থাকলেও তাইতার মানসিক অবস্থা যেন বুঝতে পারল মেরেন। ওর বিশ্রাম দরকার, একা থাকতে দিতে হবে ওকে। অনেক সময় ওর এমনিতে স্পষ্টবাদী ও সরল সিধা সঙ্গীর চকিত প্রখর বুদ্ধির প্রদর্শনে অবাক মানে তাইতা। মেরেন যখন বলল, 'আমাকে অনেক সময় ধরে

নার্সের মতো সেবা করেছেন, ম্যাগাস। লাগলে মাদুর ভেজাতে দিন আমাকে। আপনি বিশ্রাম নিন। আমি নিশ্চিত দেখতে ভয়াবহ লাগছে আপনাকে।' খুবই আলোড়িত হলো ও।

উঠে ছড়িটা তুলে নিল তাইতা, বেল্টের নিচে টিউনিকটা একটু তুলে স্যানেটোরিয়াম থেকে সবচেয়ে দূরের বাগানের উপরের অংশের উদ্দেশে রওয়ানা হলো। জায়গাটাকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে ওর। কেবল এটাই জ্বালামুখের সবচেয়ে প্রশস্ত ও যত্নহীন এলাকা, এইটুকু ছাড়া আর কোনও কারণ বলতে পারবে না। পাথুরে প্রাচীর থেকে বিশাল সব চাঁই ভেঙে পড়েছে, গড়িয়ে নেমে এসে প্রাচীন কালের রাজা আর বীরদের নামে নির্মিত সৌধের ধ্বংসস্তূপের মতো পড়ে রয়েছে। সেগুলোর উপর লতাপাতা উঠে এসেছে, ফুলে ভরে গেছে। খুব ভালো করে চেনা ভেবে একটা পথ ধরে আগে বাড়ল ও, কিন্তু দুটো বিশাল বোল্ডারের মাঝখানে একটা হঠাৎ বাঁকে এসে প্রথমবারের মতো লক্ষ করল যে আরেকটা স্পষ্ট রাস্তা সোজা জ্বালামুখের খাড়া দেয়ালের দিকে চলে গেছে। শেষ বার যখন এখানে আসে তখন এটা ছিল না, নিশ্চিত ও। কিন্তু বাগানের এমনি জাদুময় বৈশিষ্ট্যে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও, কোনও দ্বিধা ছাড়াই এগিয়ে গেল সে পথে। অল্প কিছুদূর এগোনোর পরেই ডানদিকে কোথাও প্রবহমান পানির আওয়াজ কানে এলো। শব্দ অনুসরণ করে আগে বাড়ল ও, অবশেষে একটা সবুজের পর্দা ভেদ করে সামনে এগিয়ে আরেকটা গোপন ফাঁকা জায়গায় চলে এলো। সকৌতূহলে চারপাশে নজর বোলাল। একটা গুহা-মুখ থেকে ছোট একটা ধারা এসে বেশ কয়েকটা শ্যাওলা ঢাকা চাতালের উপর দিয়ে একটা পুকুরে গিয়ে পড়েছে।

পুরো দৃশ্যটা এতটাই মোহনীয় ও প্রশান্তিময়, তাইতা কেমল ঘাসের একটা জায়গায় এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উপড়ে পড়া গাছের কাণ্ডে ঠেস দিল। কিছু সময় কালো জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ও। পুকরের জলের গভীরে একটা বড়সড় মাছের ছায়া দেখতে পাচ্ছে। জলের উপর ঝুলে থাকা ফার্ন আর চাতালের নিচে অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে। অনেকটা অলস হাওয়ায় উড়ন্ত পতাকার মতে সম্মোহনীর শক্তিতে নড়ছে ওটার লেজ। দেখতে গিয়ে তাইতা বুঝতে পারল কতটা ক্লান্ত ও, চোখ বন্ধ করল। মৃদু বাজনার শব্দে যখন ঘুম থেকে জেগে উঠল বুঝতে পারল না ঠিক কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল।

পুকুরের উল্টোদিকে একটা পাথুরে চাতালে বসে আছে বাদক, তিন বা চার বছর বয়সী কোঁকড়া চুলের একটা ইম্প, আগাছার বাঁশিতে সুর তোলার সময় এপাশ ওপাশ মাথা দোলাচ্ছে, গালে এসে পড়ছে মাথার চুল। গায়ের রঙ রোদে পোড়া সোনালি। দেবদূতসুলভ চেহারা। ছোট ছোট হাত পা নিখুঁত গোলাকার, থলথেলে। ছেলেটা সুন্দর, কিন্তু তাইতা অন্তর্চক্ষু দিয়ে ওর দিকে তাকাতেই তাকে ঘিরে রাখা কোনও আভা দেখতে পেল না।

'তোমার কী নাম?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

বাঁশিটা ছেড়ে দিতেই সেটা ছেলেটার গলায় ঝোলানো রশিতে ঝুলতে লাগল। 'অনেক নামই আছে,' জবাব দিল সে। ছেলেমানুষি কণ্ঠস্বর, আধোআধো বোল, এতক্ষণ যে মোহনীয় বাশি বাজাচ্ছিল তারচেয়েও মধুর।

'একটা নাম জানাতে না পারলে তুমি কে সেটা বলো,' আবার বলল তাইতা।

'আমি অনেক,' বলল ছেলেটা। 'আমি লিজিয়ন।'

'তাহলে তোমার পরিচয় আমি জানি। তুমি বেড়াল নও, বরং তার থাবার চিহ্ন,' বলল তাইতা। তার নাম উচ্চারণ করতে না পারলেও ধারণা করতে পারছে এই দেবদূত ইয়োসেরই একটা প্রকাশ।

'আমিও জানি তুমি কে। খোঁজা তাইতা।'

দুর্বোধ্য রয়ে গেল তাইতার চেহারা। কিন্তু ওর অন্তস্তলকে রক্ষাকারী বর্মে বরফের তীরের মতো আঘাত করল পরিহাসটা। বনের বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ানো কুকুরছানার মতো মোহনীয় ভঙ্গিমায় উঠে দাঁড়াল ছেলেটা। তাইতার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, আবার বাঁশি ঠোঁটে ছোঁয়াল। কোমল, ছন্দোময় সুর তুলল, তারপর আগাছার বাঁশিটা নামাল আবার। 'কেউ তোমাকে বলে ম্যাগাস তাইতা, কিন্তু অর্ধেক পুরুষ কখনও অর্ধেক ম্যাগাসের চেয়ে বেশি হতে পারে না।' একটা রূপালি সুর তুলল সে। কিন্তু সুরের মাধুর্য তার কথার যন্ত্রণা দূর করতে পারল না। আবার বাঁশি নামাল সে, কালো পুকুরের দিকে ইঙ্গিত করল। 'ওখানে কী দেখছ, বিকৃত তাইতা? ছবিটা চিনতে পারছ, না পুরুষ না নারী তাইতা?'

কথামতো কালো জলের দিকে তাকাল তাইতা। গভীর থেকে একটা তরুণের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠল দেখল। তার চুল ঘন, ঝলমলে, চোখের ভুরু প্রশস্ত নিবিড়, চোখজোড়া প্রজ্ঞা ও রসবোধে প্রাণবন্ত, উপলব্ধি ও সহানুভূতিময়। পণ্ডিত ও শিল্পীর চেহারা ওটা। লম্বা ও, লম্বা পরিষ্কার হাত-পা। ধড় হালকা পেশিপূর্ণ। হাভভাব শিতল ও মহোনীয়। ব্লিচ করা শাদা লিনেনে কুঁচকি ঢেকে রেখেছে। দৌড়বিদ ও যোদ্ধার শরীর।

'এই লোকটাকে চিনতে পারছ?' ছেলেটা আবার জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল তাইতা। কণ্ঠ প্রায় ভেঙে পড়েছে।

'ওটা তুমি,' বলল ছেলেটা। 'এককালে যেমন ছিলে, অনেক অনেক বছর আগে।'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বলল তাইতা।

'এখন কী হয়েছ নিজের চোখেই দেখ,' নারকীয় ছেলেটা বলল। তরুণ তাইতার পিঠ বেঁকে গেল, ওর হাত-পা সরু কাঠিতে পরিণত হলো। ক্ষীণ হয়ে গেল চমৎকার পেশি, পেট বেরিয়ে এলো। মাথার চুল ধূসর হয়ে এলো ওর, দীর্ঘ লম্বা চুলও ফিকে হয়ে গেল। শাদা দাঁত পরিণত হলো হলদে খাঁজকাটা। গালে গভীর বলীরেখা দেখা দিল, ভাঁজ হয়ে ভেঙেচুড়ে গেল চিবুকের নিচের চামড়া।

ঝিলিক হারাল দুই চোখ। প্রতিমূর্তিটা একটা ক্যারিকেচার হলেও বাস্তবতা কেবল আরও অতিরঞ্জিতই।

তারপর সহসা কোমরের কাপড় খসে পড়ল, যেন দমকা হাওয়ায় উড়ে গেছে, ফলে উন্মুক্ত হয়ে গেল ওর কুঁচকি। নির্বীজ করা ছুরি ও উত্তপ্ত ছ্যাঁকা দেওয়ার দণ্ডের রেখে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন মৃদু স্বরে গুঙিয়ে উঠল তাইতা।

কোনও ধারণাই করতে পারছিল না ও। অজান্তেই ওর পিঠ বেঁকে গেল, দাঁতে দাঁত চেপে ধরায় ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল। গলা থেকে বের হয়ে এলো কর্কশ চিৎকার। ভূতে ধরা মানুষের মতো গোটা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল ওর। তারপর ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ল ও, যেন এক লীগ দূরত্ব দৌড়ে এসেছে, হাঁপাতে লাগল। ওর সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে।

'শারীরিক আনন্দের চরম শিখরের স্মৃতির কথা চেপে রাখার কথা ভুলে গেছ? এইমাত্র তোমার যার অভিজ্ঞতা হলো সেটা তোমাকে যা দিতে পারি তার তুলনায় পাহাড়ের কাছে বালি-কণার মতো,' বলল ছেলেটা। দৌড়ে পাথুরে ঝর্নার কিনারায় গেল সে। ওখানে থেমে শেষবারের মতো তাইতার দিকে তাকাল। 'ভেবে দেখ, তাইতা। আমার দিকে হাত বাড়াবে কিনা সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার এখন তোমার।' বলেই সোজা পুকুরে ঝাঁপ দিল।

সে অদৃশ্য হওয়ার সময় তার ম্লান দেহটাকে ঝলসে উঠতে দেখল তাইতা। সূর্যটা আকাশের গায়ে অর্ধেকটা পথ পার হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত নিজেকে টেনে তোলার মতো শক্তি সংগ্রহ করতে পারল না ও।

শেষ বিকেলের দিকে স্যানেটোরিয়ামে ফিরে এলো ও। নার্সের সাথে অন্ধকার সেলে বসে থাকতে দেখল মেরেনকে। তাইতার কণ্ঠস্বর শোনার পর ওর আনন্দ ছিল দেখার মতো। ওকে এত দীর্ঘ সময়ের জন্যে অন্ধকার সেলে কুরে কুরে খাওয়া সন্দেহের ভেতর ফেলে রাখায় নিজেকে অপরাধী বোধ হলো তাইতার।

'তুমি যখন ছিলে না মহিলা আবার এসেছিল,' বলল সেরেন। 'কাল ব্যান্ডেজটা পুরোপুরি খুলে ফেলার কথা বলে গেছে। নিজেকে অতক্ষণ সামলে রাখতে কষ্টই হচ্ছে আমার।'

বিকেলের ঘটনায় তখনও এমনভাবে অভিভূত ছিল তাইতা যে বুঝতে পারছিল রাতে ঘুমাতে পারবে না ও। সন্ধ্যার খাবার শেষে নার্সকে ওকে একটা বাঁশি এনে দিতে পারে কিনা দেখতে বলল।

'ডাক্তার গিব্বা বাঁশি বাজান,' জবাব দিল লোকটা। 'আমি তাকে আপনার অনুরোধের কথা জানাব?'

চলে গেল সে, খানিক পরে বাঁশিসহ ফিরে এলো। এমন একটা সময় ছিল যখন তাইতার গান শুনে দারুণ আনন্দ পেত সবাই, এখনও সুরেলা ও ভালোই আছে সেটা। বুকের কাছে মেরেনের চিবুক ঝুলে না পড়া পর্যন্ত গান গাইল ও। নাক ডাকতে শুরু করল সে। এমনকি তারপরেও মৃদু সুরে বাঁশি বাজিয়ে চলল তাইতা, ওর আঙুলগুলো বাঁশিতে শয়তান ছেলেটার তোলা সুর না উঠে আসা পর্যন্ত।

মেরেনের সেলের উল্টোদিকের সেলে মাদুরে শুয়ে নিজেকে স্থির করে নিল ও। কিন্তু ঘুম এড়িয়ে গেল ওকে। অন্ধকারে ওর মন ধেয়ে গেল, ছুটতে শুরু করল বুনো ঘোড়ার মতো, সামলে রাখতে পারল না। ওর মনে শয়তানের বুনে দেওয়া ছবিগুলো এত স্পষ্টভাবে আবার ফিরে আসতে লাগল নিস্তার পাওয়ার উপায় রইল না। জোব্বা নিয়ে সেল থেকে পিছলে বের হয়ে এলো ও, তারপর হ্রদের কিনারা বরাবর হাঁটতে শুরু করল। গালে বরফের ছোঁয়া অনুভব করছে, কিন্তু সেটা ওরই নিজের অশ্রু, বাইরের কোনও সত্তা ওকে শীতল করে তোলেনি।

না পুরুষ, না নারী, তাইতা শয়তানের পরিহাসের পুনরাবৃত্তি করল ও। উলের জোব্বার হাতায় চোখের পানি মুছল। 'তবে কি এই প্রাচীন পঙ্গু দেহেই চিরকাল বন্দি থাকব?' ফিসফিস করে বলল ও। 'ইয়োসের প্রলোভন যে কোনও শারীরিক নিপীড়নের মতোই কষ্টকর। হোরাস, আইসিস আর অসিরিস, ওসব ঠেকানোর শক্তি দাও।'

'আজ তোমার নার্সদের প্রয়োজন নেই আমাদের,' বলল ডাক্তার হান্নাহ, মেরেনের পাশে বসল সে, সেলের একমাত্র আলোর উৎস তেলের কুপির সলতেটা নামিয়ে দিল। 'তোমাকে আর ব্যথা দেব না। বরং আশা করছি তোমার এরই মধ্যে পাওয়া কষ্টের ক্ষতিপূরণ দিতে পারব' কুপিটা নামিয়ে রাখল সে। মেরেনের ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথায় কোমল আলো ফেলছে ওটা। 'তুমি তৈরি, ডাক্তার গিব্বা?' গিব্বা মেরেনের মাথা ধরে রাখলে আস্তে আস্তে ব্যান্ডেজের গিঁট খুলে ফেলল সে। কুপিটা তাইতার হাতে তুলে দিল এবার। 'দয়া করে আলোটা ওর চোখের উপর ধরুন।'

মেরেনের মুখের উপর আলোর রশ্মি ফেলতে শিখার পেছনে পলিশ করা রূপা ধরল তাইতা। চোখের পাতা বন্ধ করে রাখা সেলাইগুলো ভালো করে দেখতে সামনে ঝুঁকল হান্নাহ। 'ভালো,' স্বস্তির সাথে বলল সে। 'যেভাবে সেরে উঠেছে তাতে খারাপ কিছু দেখছি না। এবার সেলাই কাটা নিরাপদ হবে বলেই মনে হয়। দয়া করে আলোটা স্থির রাখুন।'

সেলাই কেটে ফেলল সে, ফোরসেপ দিয়ে সুইয়ের ফুটো থেকে সুতোর টুকরোগুলো বের করে আনল। শুকনো মিউকাস আর রক্তের পাতাগুলো একসাথে সেঁটে আছে। উষ্ণ সুবাসিত জলে ভেজানো কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে সেটা মুছে ফেলল সে।

'এবার চোখ খোলার চেষ্টা করো, কর্নেল ক্যাম্বিসেস,' নির্দেশ দিল সে। কেঁপে উঠল চোখের পাতা, চট করে খুলে গেল। চক্ষুকোটরে চোখ ফেলতেই তাইতার

মানে হলো ওর বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা অনেক জোরে ও দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে। এখন আর শূন্য গহ্বর নেই ওটা।

'পবিত্র ত্রয়ী অসিরিস, আইসিস আর হোরাসের নামে,' ফিসফিস করে বলে উঠল তাইতা। 'তোমার একটা নতুন নিখুঁত চোখ গজিয়েছে!'

'এখনও নিখুঁত হয়ে ওঠেনি,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল হান্নাহ। 'অর্ধেকটা বড় হয়েছে ওটা, এখনও অন্যটার চেয়ে বেশ ছোট। চোখের মণি এখনও আবছা।' ডাক্তার গিব্বার হাতে থেকে রূপার থালাটা নিয়ে সরাসরি অপরিপক্ক চোখের ভেতর আলো ফেলল। 'অন্য দিকে দেখুন চোখের মণি কীভাবে কুঁচকে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ঠিকমতো কাজ শুরু করেছে।' তুলোর দলায় মেরেনের ভালো চোখটা ঢেকে দিল সে। 'কী দেখছ, আমাদের বলো, কর্নেল,' বলল সে।

'উজ্জ্বল আলো,' জবাব দিল ও।

আঙুল মেলে ওর মুখের সামনে দিয়ে হাত নিয়ে গেল হান্নাহ। 'এখন কী দেখছ বলো।'

'ছায়া,' সন্দিহান কণ্ঠে বলল সে। কিন্তু পরক্ষণেই দৃঢ় কণ্ঠে আবার বলল, 'না, দাঁড়াও! পাঁচটা আঙুলের রেখা।'

প্রথমবারের মতো হান্নাহকে হাসতে দেখল তাইতা। হলদে কুপির আলোয় অল্পবয়সী ও ভদ্র মনে হলো তাকে। 'না, সৎ মেরেন,' বলল ও। 'আজকের দিনে আঙুলের চেয়ে বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছ তুমি। অলৌকিক ঘটনা।'

'চোখে আবার ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে হবে,' আবার পেশাদার ও কাঠখোট্টা হয়ে গেল হান্নাহ। 'দিনের আলো সহ্য করার মতো হয়ে উঠতে আরও কয়েকটা দিন সময় লাগবে ওটার।'

হায় শয়তানের দেখানো ইমেজগুলো তাড়া করে ফিরছে তাইতাকে। [illegible]

মেরেনকে ওর অপিরপক্ক চোখের পূর্ণ ব্যবহার শেখাতে সাহায্য করে এইসব তাড়া করা ভীতি ও প্রলোভন থেকে মনকে বিক্ষিপ্ত রাখার প্রয়াস পেল তাইতা। প্রথমে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে ব্যান্ডেজ খুলে দিয়েছিল হান্নাহ, এমনকি তখনও ওকে দিনের আলোর দিকে তাকাতে দেয়নি। বরং ঘরের ভেতর আটকে রেখেছে।

চোখের লেন্স এখনও আবছা, পাঁপড়ির রঙও ফ্যাকাশে ও দুধের মতো শাদা। ভালো চোখটার সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করছে না, বরং ইচ্ছামতো নড়াচড়া করছে। চোখটাকে স্থির করতে সাহায্য করল তাইতা: লন্ত্রিসের মাদুলিটা মেরেনের সামনে ধরে এপাশ-ওপাশ, ওপর-নিচ দোলাতে থাকে; একবার কাছে আনে আবার দূরে সরায়।

প্রথমে দ্রুত চেষ্টা করল নতুন চোখটা, পানি জমে উঠল তাতে, পাঁপড়িগুলো আপনাআপনি কেঁপে উঠতে লাগল। রক্তলাল হয়ে চুলকাতে লাগল। ইমেজগুলো আবছা, বিকৃত রয়ে যাবার অভিযোগ করতে লাগল মেরেন।

এ নিয়ে হান্নাহর সাথে আলোচনা করল তাইতা। 'আসল চোখের চেয়ে ভিন্ন রঙের এটা। আকার বা গতির সাথে খাপ খায়নি। একবার নিজেকে মানুষের মালি বরেছিলে তুমি। হতে পারে তোমার লাগানো চোখটা ভিন্ন জাতের।'

'না, ম্যাগাস। এই চোখটা মূল চোখের শেকড় থেকেই বড় করা হয়েছে। যুদ্ধে কাটা পড়া অংশগুলো বদলে দিয়েছি আমরা। এগুলো সম্পূর্ণ মনে হয় না। আপনার *উত্তরসুরির* চোখের মতো চারার কায়দায় শুরু হয়ে আস্তে আস্তে পরিপক্ক আকার পায়। মানুষের শরীরের সময়ের পরিক্রমায় নিজেকে আদি রূপের সাথে খাপ খাইয়ে বৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষমতা আছে। নীল চোখের জায়গায় বাদামী চোখ বসানো হয় না। হাতের জায়গায় পা বসানো হয় না। আমাদের সবারই এমন এক ধরনের প্রাণশক্তি আছে যা নিজেকে নকল করতে পারে। বাচ্চারা দেখতে বাবা-মায়ের মতো কেন হয় কখনও ভেবেছেন?' থেমে নিবিড়ভাবে ওর চোখের দিকে তাকাল সে। 'ঠিক একইভাবে একটা কাটা হাত খোয়া যাওয়া অঙ্গের হুবহু নকল দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। নষ্ট করে দেওয়া কাটা শিশ্ন মূলের মতোই হুবহু একই রকমভাবে বেড়ে উঠবে।' প্রচণ্ড বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে রইল তাইতা। নিষ্ঠুর, আঘাত দেওয়ার মতো প্রসঙ্গটা ওকে ফিরিয়ে দিয়েছে সে।

আমারই খুঁত নিয়ে কথা বলছে সে, ভাবল ও। আমার বিকৃতি সহ্য করার কথা সে জানে। লাফ দিয়ে উঠে কামরা ছেড়ে বের হয়ে গেল ও। টলমল পায়ে অন্ধের মতো হ্রদের কিনারে চলে এলো। সৈকতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। অসহায়, পরাস্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। অবশেষে, অশ্রু যখন আর চোখে বিধল না, দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এলো, বাগানের মাথার উপর আকাশছোঁয়া ক্লিফ প্রাচীরের দিক মাথা তুলে তাকাল ও। ইয়োস আশপাশে আছে বলেই মনে হচ্ছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো শক্তি নেই আর, সম্পূর্ণ ক্লান্ত ও মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে ও।

তুমি জিতেছ, ভাবল ও। শুরুর আগেই অবসান ঘটেছে লড়াইয়ের। তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করছি আমি। এবার তার প্রভাব বদলে যাচ্ছে, টের পেল ও। এখন আর তাকে সম্পূর্ণ অশুভ ও বৈরী মনে হচ্ছে না, বরং দয়াময়, উদার ঠেকছে। ওর মনে হলো ওকে বেদনা আর অবেগসঞ্জাত যুদ্ধ থেকে মুক্তি দিতে চাইছে সে। ইচ্ছা করল বাগানে গিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে, নিজেকে তার করুণায় সমর্পণ করতে। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল ও, নিজের কাজ আর ভাবনার অসামঞ্জস্যতায় অবাক মানল। পিঠ সোজা করে চিবুক ওঠাল। 'উঁহু!' জোরে ফিসফিস করল ও। 'এটা আত্মসমর্পণ নয়। এখনও যুদ্ধে জেতোনি তুমি। মাত্র প্রথম আঘাত দিয়েছ।' লস্ত্রিসের মাদুলির দিকে হাত বাড়াল ও, নিজের ভেতর শক্তির প্রবাহ টের পেল। 'মেরেনের চোখ নিয়েছে সে। আমার পুরুষাঙ্গ নিয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে সমস্ত সুবিধা রয়েছে তার হাতে। শুধু যদি তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মতো তার কোনও কিছু হাতে পেতাম, তার হামলার পাল্টা আক্রমণ শানাতে একটা অস্ত্র। তেমন কিছু পেলেই আবার তার বিরুদ্ধে নামব।' রঙিন ক্লিফের নিচে বাগানের আকাশছোঁয়া ফুল গাছগুলোর দিকে তাকাল। নিজেকে সামলে নেওয়ার আগেই সেদিকে পা বাড়াল। অনেক চেষ্টায় সরে এলো ও। 'এখনই নয়। আমি তৈরি নই।'

স্যানেটোরিয়ামে ফেরার সময় দৃঢ় হয়ে উঠল ওর পদক্ষেপ। দেখল মেরেনকে অন্ধকার সেল থেকে ওদের আগের অনেক প্রশস্ত ও আরামদায়ক কামরায় নিয়ে গেছে হান্নাহ। তাইতা ঘরে পা রাখতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মেরেন, ওর টিউনিকের হাতা আঁকড়ে ধরল। 'মহিলার খুলে দেওয়া একটা হিরোয়েগ্লাফিকের গোটা স্ক্রোল পড়েছি,' নিজের সাম্প্রতিক সাফল্যে গর্বে ফেটে পড়ে বলল সে। 'কাল চিরকালের মতো ব্যান্ডেজ খুলে ফেলবে সে। তখন এটার রঙ অন্যটার মিলে গেছে আর কত নিপূণভাবে নড়াচড়া করে সেটা দেখিয়ে আপনাকে তাক লাগিয়ে দেব। আইসিসের মিষ্টি নিঃশ্বাসের দোহাই, শিগগিরই বরাবরের মতো তীরের গতি আন্দাজ করতে পারার ঘোষণা করছি।' ওর বাচালতা উত্তেজনারই নিশ্চিত লক্ষণ। 'তারপর এই নারকীয় জায়গা থেকে পালাব আমরা। জায়গাটা আমি ঘৃণা করি। এখানে বাজে, বিতৃষ্ণা জাগানোর মতো একটা কিছু আছে। লোকজনও তাই।'

'কিন্তু ওরা তোমার কত উপকার করেছে ভেবে দেখ,' যুক্তি দেখাল তাইতা।

কিছুটা হতচকিত দেখাল মেরেনকে। 'বেশির ভাগ কৃতিত্ব আমি আপনাকেই দিই, ম্যাগাস। আপনিই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন, এই বিপদে আমাকে সাহায্য করেছেন।'

সেরাতে নিজের মাদুরে লম্বা হয়ে শুয়ে ছোট শিশুর মতো ঘুমে ঢলে পড়ল মেরেন। ওর নাক ডাকার শব্দ আনন্দময় ও বেপরোয়া। দশকের পর দশক তাইতা তাতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে ওর কাছে একে ঘুমপাড়ানি গানের মতো লাগে।

চোখ বন্ধ করল ও, সাথে সাথে ওর মনে বপন করে দেওয়া নারকীয় শয়তানের স্বপ্নগুলো ফিরে আসতে লাগল। নিজেকে সচেতনতার স্তরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল ও। কিন্তু স্বপ্নগুলো বড়ই জোরাল। মুক্ত হতে পারল না। উষ্ণ নারীদেহের সৌরভ অনুভব করতে পারছে। ওর শরীরের সাথে মিলে যাওয়া রেশমী স্ফীতি আর গহ্বরগুলো টের পাচ্ছে। নিমন্ত্রণের মিষ্টি কণ্ঠস্বর কানে আসছে। দুষ্টু আঙুলের ছোঁয়া টের পাচ্ছে। উত্তপ্ত মিষ্টি মুখ গ্রাস করে নিচ্ছে। ওর হারানো অঙ্গে অসম্ভব শিহরণ কাড়ানাকাড়ার মতো বেড়ে উঠল। শেষ সীমায় পৌঁছে গেল। তারপর মিলিয়ে গেল। ওগুলোর প্রত্যাবর্তন চাইল ও। ওর গোটা শরীর নিস্তার পেতে চাইছে। কিন্তু ওর নাগালের বাইরে রয়ে গেল তা, ওকে পীড়ন ও ক্ষতবিক্ষত করে চলল।

'আমাকে ছাড়ো!' প্রবল প্রয়াসে নিজেকে মুক্ত করে আনল ও। জেগে উঠে দেখল ঘামে ভিজে গেছে। কানের কাছে তপ্ত আওয়াজ তুলছে শ্বাসপ্রশ্বাস।

উল্টোদিকের দেয়ালের জানালা গলে চাঁদের এক চিলতে আলো ঢুকে পড়েছে ঘরে। কম্পিত শরীরে উঠে দাঁড়াল ও। পানির জগের কাছে এসে ঢকঢক করে পানি খেল। এমন সময় নিজের বেল্ট আর পাউচের দিকে নজর গেল ওর, ঘুমোনোর প্রস্তুতি নেওয়ার সময় যেখানে রেখেছিল সেখানেই পড়ে আছে। চাঁদের আলো সরাসরি পাউচের উপর এসে পড়ছে। যেন বাইরের কোনও প্রভাব ওকে ওটার দিকে তাকাতে বাধ্য করছে। তুলে বাঁধন আলগা করল ও। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে জীবন্ত উষ্ণ একটা কিছু স্পর্শ করল। ওর আঙুলের ডগার নিচে নড়ছে ওটা। ঝটকা মেরে হাত বের করে ফেলল ও। এতক্ষণে পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠেছে। পাউচের মুখটা খোলা রেখে এমনভাবে ধরল যাতে চাঁদের আলো ভেতরটা আলোকিত করে তোলে। নিচে একটা কিছু জ্বলজ্বল করছে। তাকিয়ে রইল ও, লক্ষ করল আভাটা বায়বীয় একটা আকার পেল। পাঁচ আঙুলঅলা বেড়ালের থাবা।

খুব সাবধানে আবার থলের ভেতর হাত ঢোকাল তাইতা, মেরেনের চোখ থেকে হান্নাহর বের করা লাল পাথরের ক্ষুদে টুকরোটা তুলে আনল। এখনও উষ্ণ, উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, কিন্তু বেড়ালের থাবা মিলিয়ে গেছে। শক্ত করে ধরে রাখল ওটা। সাথে সাথে স্বপ্নের ঝামেলা মিলিয়ে গেল।

কামরার কোণে রাখা তেলের কুপির কাছে এগিয়ে গেল ও, সলতে বাড়িয়ে দিল। সেই আলোয় পাথরের ছোট টুকরোটা পরখ করল। স্ফটিকের রুবি ঝলক জ্যান্ত মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে ওর বোধ জাগল যে পাথরটা ইয়োসের সত্তার খানিকটা ধারণ করে। মেরেনের চোখে এটা ঢোকানোর সময় নিশ্চয়ই নিজের জাদুর একটা অংশে মুড়ে দিয়েছিল।

এটাকে হ্রদের পানিতে প্রায় ছুঁড়েই দিয়েছিলাম। এখন আমি জানি কিছু একটা এটা নিতে অপেক্ষা করছে। পানির তলে দানবীয় ঘূর্ণী দেখার কথা মনে পড়ে গেল

ওর। সেটা কুমীর বা মাছ যাই হয়ে থাকুক, বাস্তবে ওটা তারই আরেকটা প্রকাশ। মনে হচ্ছে, তুচ্ছ কণিকায় অনেক গুরুত্ব দিয়েছে সে। আমিও সমান গুরুত্বই দেব।

মাদুলির লকেটের ঢাকনা খুলে লস্ত্রিসের দুই জীবনের চুলের গোছোর পাশে রেখে দিল ও রুবি পাথরটা। এখন অনেক বেশি শক্তিশালী ও আত্মবিশ্বাসী মনে হলো নিজেকে। এখন ওর বিরুদ্ধে নামবার জন্যে অনেক ভালোভাবে অস্ত্রে সজ্জিত হতে পেরেছি আমি।

সকালে ওর সাহস ও সিদ্ধান্ত অটল রইল। ওরা নাশতা সারার পরপরই হান্নাহ হাজির হলো মেরেনের নতুন চোখ পরখ করতে। ভুরুর রঙ আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে, আসলটার সাথে মিলে গেছে প্রায়। হান্নাহর আঙুল একপাশ থেকে অন্য পাশে বা উপর নিচে নড়ানোর সময় দৃষ্টি স্থির করার সময় দুটো চোখেই নড়াচড়াটা ধরতে পারল মেরেন।

সে চলে যাওয়ার পর ধনুক আর এম্বস করা চামড়ার তুন তুলে নিল মেরেন। তারপর হ্রদের পাশে খোলা মাঠে চলে এলো। একটা নিশানা স্থির করে দিল তাইতা, একটা ছোট খুঁটির উপর একটা রঙ করা চাকতি; তারপর ধনুকের জন্যে মেরেন নতুন তীর বাছার সময় ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সামঞ্জস্য আর ভারসাম্য পরখ করার জন্যে দুই হাতের মাঝখানে নিয়ে ঘোরাল ওটাকে।

'তৈরি!' বলে উঠল ও। নিশানা স্থির করল। ছিলা টেনে ধরে ছেড়ে দিল। শূন্যে ওড়ার পথে হ্রদ থেকে ধেয়ে আসা বাতাসে বেশ খানিকটা বেঁকে গেলেও লক্ষ্যবস্তুর মাঝখান থেকে মাত্র বুড়ো আঙুলের সমান দূরে গিয়ে আঘাত করল ওটা।

'বাতাসের কথা মাথায় রেখো,' বলে উঠল তাইতা। নেফার সেতির সাথে লালপথে চলাচলের সময় থেকেই এই তরুণকে তীর চালনা শিক্ষা দিয়েছে ও। মাথা দুলিয়ে সায় দিল মেরেন। তারপর দ্বিতীয় তীরটা টেনে ছেড়ে দিল। এটা ঠিক জায়গামতো বিঁধল।

'পেছন ফেরো,' নির্দেশ দিল তাইতা। নির্দেশ পালন করল মেরেন। লক্ষ্যবস্তু বিশ কদম কাছে নিয়ে এলো তাইতা। 'এবার সামনে ফিরে সাথে সাথে তীর ছোঁড়ো।'

বিশালদেহী মানুষ হিসাবে পায়ের উপর হালকা চালে ঘুরে ওর নির্দেশ পালন করল মেরেন। চোখ অন্ধ থাকার সময় খোয়ানো ভারসাম্য আর স্থিরতা আবার ফিরে পেয়েছে ও। হাওয়ার টানে খানিকটা বেঁকে গেল তীরটা, কিন্তু লক্ষ্য স্থির করার সময়ে সেটা মাথায় রেখেছিল ও। ওর ওঠানোটা ছিল নিখুঁত। ফের তীরটা গিয়ে ঠিক জায়গামতো বিঁধল। আস্তে আস্তে লক্ষ্যবস্তুকে দুই শো কদম দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল তাইতা। এমনকি এই দূরত্বেও চারটে তীরের মধ্যে তিনটাই একজন

মানুষের চোখের সমান এলাকায় বিদ্ধ করতে সক্ষম হলো মেরেন। পরিচারকদের নিয়ে আসা মামুলি খাবার খেতে যখন বিরতি দিল, তাইতা বলল, 'আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে। হাত আর চোখকে এবার বিশ্রাম নিতে দাও। একটা ব্যাপার দেখতে হবে আমাকে।'

ছড়ি তুলে নিল ও, লস্ত্রিসের মাদুলিটা চেইনের মাথায় গলায় ঝুলছে নিশ্চিত হয়ে তারপর দ্রুত পায়ে বাগানের গেটের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। আগের পদক্ষেপ অনুসরণ করে শয়তানের গুহার দিকে এগোল ও। যতই কাছাকাছি হচ্ছে, আগ্রহের অনুভূতি ততই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। অনুভূতিগুলো এতটাই অপ্রত্যাশিত যে তাইতা বুঝতে পারছে, বাইরের প্রভাবের কারণে দেখা দিচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি গুহায় পৌঁছে গেছে দেখে অবাক মানল ও। এই বিস্ময় বাগানে ওটাকে ওর কাছ থেকে গোপন রাখা হবে ভেবেছিল ও। কিন্তু শেষ বার যেভাবে রেখে গিয়েছিল তেমনই আছে সব।

ঘেসো তীরে বসে পড়ল ও, তারপর অপেক্ষা করতে লাগল, জানে না কীসের জন্যে। সবকিছু শান্ত, স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। একটা সোনালি সানবার্ডের কাকলি শুনতে পেল ও। চোখ তুলে দেখল একটা লক্তলাল ফুলের চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে ওটা, মধু টেনে নিতে খুব হিসাব করে দীর্ঘ বাঁকা ঠোঁটটা পাঁপড়ির পাত্রে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপরই রোদের ঝলকের মতো সাঁই করে উধাও হয়ে গেল ওটা। নিজেকে স্থির করে অপেক্ষা করতে লাগল তাইতা, ওর দিকে যাই এগিয়ে আসুক না কেন তার মোকাবিলা করতে সব শক্তি এক করছে।

একটা নিয়মিত টিপটিপ আওয়াজ শুনতে পেল ও, পরিচিত শব্দ, যদিও চট করে চিনে উঠতে পারল না। পেছনের রাস্তা থেকে আসছে ওটা। সেদিকে তাকাল ও। আওয়াজটা থেমে গেল, কিন্তু অল্প সময় বাদেই ফের শুরু হলো।

লম্বা একটা ছড়ি হাতে দীর্ঘ, কুঁজো একটা অবয়ব এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে। পাথুরে পথের উপর ওটার শব্দই শুনতে পাচ্ছিল তাইতা। লোকটার মুখে দীর্ঘ রূপালি দাড়ি, কিন্তু কুঁজো ও প্রবীন হলেও অনেক কম বয়সী তরুণের মতো ক্ষিপ্রতার সাথে চলাফেরা করছে। পুকুরের কিনারে চুপচাপ বসে থাকা তাইতাকে লক্ষ করেছে বলে মনে হলো না, পথ ধরে হ্রদের উল্টোদিকে চলে গেল। দূর প্রান্তে যাবার পর বসল। কেবল তখনই চোখ তুলে তাইতার দিকে সরাসরি তাকাল সে। নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। মুখ থকে সব রক্ত সরে যাচ্ছে বলে মনে হলো, লস্ত্রিসের মাদুলিটা আঁকড়ে ধরল ও। বিস্ময়ে বাকহারা হয়ে গেছে। পরস্পরের চোখের গভীরে দৃষ্টি দিল দুজন। দুজনই তার হুবহু যমজ চেহারা দেখতে পেল সামনে।

'কে তুমি?' অবশেষে ফিসফিস করে জানতে চাইল তাইতা।

'আমিই তুমি,' বলল আগন্তুক। কণ্ঠস্বর ওর নিজের হিসাবেই শনাক্ত করল তাইতা।

'না,' জোরে বলে উঠল তাইতা। 'আমিই আমি, তুমি লিজিয়ন। বেড়ালের থাবার কালো চিহ্ন বহন করছ তুমি। আমি সত্যির শাদা চিহ্নের স্পর্শ পেয়েছি। তুমি ভোরের ইয়োসের সৃষ্টি করা কল্পনা। আমি বাস্তবতা।'

'তোমার একগুঁয়েমি দিয়ে আমাদের দুজনকেই হতবাক করছ, কারণ আমরা দুজন এক, সমান,' পুকুরের ওপারের লোকটা বলল। 'আমাকে অস্বীকার করার মানে নিজেকেই অস্বীকার করা। তোমাকে সেই সম্পদ দেখাতে এসেছি যা আমাদের দুজনেরই হতে পারে।'

'আমি দেখব না,' বলল তাইতা, 'তোমার বিষাক্ত ইমেজগুলো আমার দেখা হয়ে গেছে।'

'না বলার সাহস করো না, কারণ তাতে তোমার নিজের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হবে,' বলল প্রতিবিম্ব। 'তোমাকে আমি যা দেখাতে যাচ্ছি কোনও মরণশীল মানুষ কোনওদিন দেখনি। পুকুরের দিকে তাকাও, তুমি যে আসলে আমি।'

কালো জলের দিকে তাকাল তাইতা। 'কিছু নেই ওখানে,' বলল ও।

'সবই আছে,' বলল অপর তাইতা। 'তুমি আর আমি, মানে আমরা সত্যিকার অর্থে সারা জীবন যা চেয়েছি। তোমার অন্তর্চক্ষু খোল, চলো একসাথে খুলি।' তাই করল তাইতা, সাথে সাথে একটা আবছা দৃশ্য ভেসে উঠল ওর সামনে। যেন বন্ধ্যা বালিয়াড়ি ভরা সুবিশাল মরুভূমির দিকে তাকিয়েছে।

'ওই মরুভূমি হচ্ছে সত্যির জ্ঞান বিহীন আমাদের অস্তিত্ব,' বলল অপর তাইতা। 'সত্যি ছাড়া সবই বন্ধ্যা, একঘেয়ে। কিন্তু মরুভূমির ওধারে দেখ, আমার ক্ষুধার্ত আত্মা।'

তাই করল তাইতা। দিগন্তে একটা বিশাল আলোক বিন্দু দেখতে পেল। একটা ঐশী আলো, একটামাত্র খাঁটি হীরা থেকে কেটে বের করা পাহাড়।

'ওটাই সেই পাহাড় সব ভবিষ্যদ্বক্তা আর ম্যাগাস যার জন্যে যুদ্ধ করে। খামোকাই তা করে তারা। কোনও মরণশীল মানুষের পক্ষে ওই ঐশী আলোর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। সব জ্ঞান আর প্রজ্ঞার পাহাড় ওটা।'

'অসম্ভব সুন্দর,' ফিসফিস করে বলে উঠল তাইতা।

'অনেক দূর থেকে ওটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। মরণশীল মন ওটার চূড়ায় দাঁড়ালে কী সৌন্দর্য পাওয়া যাবে, কল্পনাও করতে পারবে না।' তাইতা লক্ষ করল বুড়ো লোকটা খুশি আর শ্রদ্ধায় কাঁদছে। 'আমরা একসাথে ওই চূড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারি, আমার অন্য সত্তা। কোনও মানুষ যা কোনওদিন পায়নি আমরা তা পেতে পারি। এরচেয়ে বড় পুরস্কার আর হতে পারে না।'

উঠে ধীর পায়ে পুকুরের কিনারে এসে দাঁড়াল তাইতা। দৃশ্যের দিকে ভালো করে তাকাল ও, এমন একটা আকাঙ্ক্ষা বোধ করল যা ওর অতীতের সব আকাঙ্ক্ষাকে ছাপিয়ে গেল। এটা কোনও গ্লানিকর কামনা নয়, কোনও খারাপ

দৈহিক ইচ্ছাও নয়। এটা একেবারে পরিষ্কার, উন্নত ও খাঁটি, হীরক পাহাড়ের মতোই।

'তোমার অনুভূতি বুঝতে পারছি,' বলল নকল তাইতা। 'কারণ আমারও ওই একই অনুভূতি।' উঠে দাঁড়াল সে। 'আমাদের আটকে রাখা, বন্দি করে রাখা এই প্রাচীন নাজুক দেহের দিকে একবার তাকাও। এর সাথে এককালে আমাদের সেই নিখুঁত রূপের তুলনা করো, যেটা আবার আমাদের হতে পারে। পানিতে তাকিয়ে আমাদের আগে কেউ দেখেনি কেউ আর কোনও দিন দেখবে না এমন একটা জিনিস দেখ। এর সবই আমাদের হাতে তুলে দিতে রাখা হয়েছে। এমন উপহার প্রত্যাখ্যান করা কি অপবিত্রতা নয়?' হীরার পাহাড়ের দৃশ্যের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'দেখ, কীভাবে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা কি আর কখনও ওটার দিকে চোখ ফেরাতে পারব? সিদ্ধান্ত আমাদের, তোমার আর আমার।' ঝলমলে পাহাড়ের দৃশ্য কালো জলে মিশে গেল। তাইতাকে শূন্য, বেদনার্ত করে তুলল।

ওর হুবহু প্রতিবিম্ব উঠে পুকুরের কিনারা ঘুরে ওর কাছে এলো। তাইতাকে আলিঙ্গন করতে হাত মেলে দিল সে। বিতৃষ্ণার একটা শিহরণ বোধ করল ও। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভ্রাতৃত্বমূলক ইঙ্গিতের সাড়া দিতে হাত ওঠোল। ওরা স্পর্শ করার আগেই একটা নীল ঝলক কড়কড় করে উঠল ওদের মাঝখানে। স্থির বিদ্যুতের ঝলকের মতো একটা ধাক্কা বোধ করল তাইতা। ওর অপর সত্তা হারিয়ে গেল ওর মাঝে। এক হয়ে গেল ওরা।

হীরার পাহাড়ের ঝলক জাদুর পুকুর ছেড়ে বাগানের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়ার অনেক পরেও রয়ে গেল ওর মনে।

নিচের গেটে ওর অপেক্ষায় ছিল মেরেন। 'কয়েক ঘণ্টা ধরে আপনাকে খুঁজে মরছি,' তাইতার সাথে যোগ দিতে ছুটে এলো সে। 'কিন্তু এ জায়গাটা বড্ড অদ্ভুত। কয়েক হাজার রাস্তা থাকলেও সবই আবার এখানে ফিরে এসেছে।'

'আমার খোঁজে এসেছ কেন?' ডাইনীর বাগানের জটিলতা মেরেনের কাছে ব্যাখ্যা করা অর্থহীন।

'কর্নেল তিনাত আনকুর খানিক আগে এসে পৌঁছেছে এখানে। ক্যাপ্টেন ওনকার কোনও লক্ষণ নেই। বলতে খুশি লাগছে যে সৎ কর্নেলের সাথে কথা বলার তেমন একটা সুযোগ হয়ে ওঠেনি আমার। এটাও বলতে পারব না যে তাতে অনেক ফায়দা হতো আমার। তার কখনওই তেমন কিছু বলার থাকে না।'

'একাই এসেছে সে?'

'না, অন্যরাও আছে, ছয়জন সৈনিক আর দশ মেয়ের একটা দল।'

'কী ধরনের মেয়ে?'

'অনেক দূরে থেকে দেখেছি আসলে–হ্রদের এই পাশে ছিলাম আমি। ওদের ভেতর অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। ওদের অল্প বয়সী মনে হয়েছে, অবশ্য ঘোড়ার

পিঠে ঠিকমতো বসতে পারছিল না। ভাবলাম ওদের আগমনের ব্যাপারটা আপনাকে আগেভাগে জানানো দরকার।'

'ঠিক করেছে তুমি, অবশ্য সেজন্যে তোমার উপর সব সময়ই নির্ভর করতে পারি আমি।'

'আপনার হয়েছে কী? আপনার চোখে মুখে কেমন যেন অদ্ভুত অভিব্যক্তি–ঘোর লাগা মৃদু হাসি আর স্বপ্নিল চোখ। কী অকাজ করছিলেন আপনি, ম্যাগাস?'

'এই বাগানগুলো খুবই সুন্দর,' বলল তাইতা।

ওরা স্যানেটোরিয়ামে নিজেদের কোয়ার্টারে পৌঁছানোর পর একজন পরিচারককে অপেক্ষা করতে দেখল। 'ডাক্তার হান্নাহর কাছ থেকে আপনাদের জন্যে নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছি। আপনার মেঘ-বাগিচা ছেড়ে যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে বলে আজকের সন্ধ্যায় তিনি আপনাদের সাথে খাবেন বলে স্থির করেছেন।'

'ওকে গিয়ে বলো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পেরে আমরা খুশি হয়েছি।'

'সূর্যাস্তের খানিক আগে আপনাদের নিতে আসব আমি।'

সূর্যটা ক্লিফের চূড়ার ওপাশে কেবল ডুবেছে, এমন সময় আবার এলো সেই পরিচারক। ওদের বেশ কয়েকটা প্রাঙ্গণ আর আচ্ছাদিত গ্যালারির ভেতর দিয়ে নিয়ে গেল সে। গ্যালারি বরাবর অন্যদের দ্রুত এগিয়ে যেতে দেখল ওরা। কিন্তু কারও সাথে কোনও রকম সম্ভাষণ বিনিময় ছাড়াই এগিয়ে চলল। কয়েকজনকে মেরেনের অপারেশনের সময় ওদের সাথে থাকা পরিচারক হিসাবে শনাক্ত করতে পারল তাইতা।

এতক্ষণ এই দালানগুলো কতটা বিশাল সেটা লক্ষ করিনি কেন? কেন এগুলো জরিপ করার আগ্রহ বোধ করিনি? ভাবল ও। হান্নাহ ওদের বলেছিল বাগান আর দালানকোঠা শত শত বছরের পরিক্রমায় গড়ে তোলা হয়েছে। সুতরাং ওগুলোর বড় হওয়ায় বিস্ময় ছিল না। কিন্তু ওগুলো ওর কৌতূহল জাগিয়ে তোলেনি কেন? তারপর ওর মনে পড়ে গেল কীভাবে একটা ব্লকের মেয়েদের অনুসরণের চেষ্টা করেছিল ও, কিন্তু অব্যাহত রাখার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলেছিল।

গেট বা প্রহরীর কোনও প্রয়োজন নেই ওদের, বুঝতে পারল ও। অনাহূতদের দূরে সরিয়ে রাখতে, ওরা যেখানে কাউকে ঢুকতে দিতে চায় না সেখানে তাদের যাওয়া ঠেকাতে মানসিক প্রতিবন্ধকতা ব্যবহার করে–আমার বেলায় যেমন করেছে; আমার খোঁজে আসার সময় মেরেনের বেলায় যেমন করেছে।

একটা প্রাঙ্গণে ফোয়ারার পাশে নীরবে বসে থাকা অল্পবয়সী মেয়েদের একটা ছোট দলের পাশ দিয়ে এগোল ওরা। একজন বাঁশি বাজাচ্ছে, অন্য দুজন সিস্ট্রাম দোলাচ্ছে। বাকিরা মিষ্টি বিষাদের সুরে গান গাইছে।

'আজ বিকেলেই এদের কয়েকজনকে দেখেছিলাম,' ফিসিফিস করে বলল মেরেন। সূর্য এরই মধ্যে ক্লিফের ওধারে চলে গেলেও বাতাস এখনও উষ্ণ, কোমল। মেয়েদের পরনে হালকা পোশাক।

'ওরা সবাই অন্তসত্তা,' বিড়বিড় করে বলল তাইতা।

'জ্বালামুখে প্রথমদিন যাদের সাথে দেখা হয়েছিল তাদের মতো,' সায় দিল মেরেন। মুহূর্তের জন্যে তাইতার মনে হলো কথাটার ভেতর গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকার কথা। কিন্তু চিন্তাটা পুরোপুরি ধরার আগেই প্রাঙ্গণ পেরিয়ে দূরের দহ্লিজে উঠে এলো ওরা।

'আপনাদের এখানেই রেখে যাচ্ছি আমি,' বলল ওদের পথপ্রদর্শক, 'তবে খাওয়া শেষ হলেই আবার নিতে আসব। অন্য মেহমানদের নিয়ে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন ডাক্তার। দয়া করে ভেতরে যান। উনি আপনাদের অপেক্ষা করছেন।'

শৈল্পিকভাবে সাজানো একটা বিশাল কামরায় পা রাখল ওরা। ঠিক মাঝখানে ক্ষুদে পুকুরে ভাসতে থাকা সাজানোর জাহাজে ভাসছে ছোট ছোট সব প্রদীপ। দেয়ালের বাস্কেটে বা মোজায়েকের মেঝেতে সাজানো সিরামিকের পাত্র আর মাটির পটে বেড়ে উঠছে ফুলের নকশা।

ওদের দিকে এগিয়ে এলো হান্নাহ। হাত ধরে অন্য অতিথিদের কাছে নিয়ে গেল। নিচু কাউচ বা কুশনের স্তূপে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে তারা। অন্য আরও দুজন ডাক্তারের সাথে গিব্বা রয়েছে ওখানে, দুজন পুরুষ আর একজন মহিলা। অমন উঁচু পদ আর মেঘ-বাগিচার অসাধারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করার অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কম বয়সী ঠেকছে ওদের। অন্য মেহমানটি হচ্ছে কর্নেল তিনাত। তাইতা ওর কাউচের দিকে এগিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়াল সে, গভীর সম্মানের সাথে অভিবাদন জানাল ওকে। হাসল না, কিন্তু সেটা আশাও করেনি তাইতা।

'কয়েক দিনের মধ্যেই আপনাকে আর কর্নেল ক্যাম্বিসেসকে পাহাড়ের নিচে যেতে হবে,' তাইতাকে বলল হান্নাহ। 'আপনাদের এসকর্ট ও গাইড হতে এসেছে কর্নেল তিনাত।'

'আমার জন্যে আনন্দ ও সম্মানের কাজ হবে সেটা,' তাইতাকে নিশ্চিত করল তিনাত।

বাকি অতিথিরা মেরেনের নতুন চোখ পরখ করতে ওকে ঘিরে ধরেছে। অবাক মানছে। 'ডাক্তার হান্নাহ, তোমার অন্য সব সাফল্যের কথা জানি,' বলল মহিলা। 'কিন্তু নিঃসন্দেহে এটাই তোমার সাফল্যের সাথে বসানো প্রথম চোখ।'

'আরও ছিল, তবে সেগুলো তুমি আসার আগে,' ওকে শুধরে দিল হান্নাহ। 'এখন আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে মানুষের শরীরের যেকোনও অঙ্গ বদলানোর ব্যাপারে সফল হতে পারব বলে মনে করছি। আজকের সন্ধ্যায় এখানে বেড়াতে আসা বীর কর্নেলরা তার পক্ষে সাক্ষী দেবে।' তিনাতের দিকে তাকাল তিন অতিথি।

'তুমিও কর্নেল!' অল্প বয়সী মেয়েটা জানতে চাইল। জবাবে ডান হাত তুলে ধরল তিনাত, আঙুল দোলাল।

'প্রথমটা এক বুনো যোদ্ধার কুড়োলের ঘায়ে কাটা পড়েছিল। এটা এসেছে ডাক্তার হান্নাহর দক্ষতার ফল হিসাবে।' একই হাতে তাকে অভিবাদন জানাল সে। ওটা পরীক্ষা করতে মেরেনের চোখ পরীক্ষা করার মতো একই আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এলো বাকি সার্জনরা।

'শরীরের অঙ্গ আবার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোনও সীমাবদ্ধতা আছে?' জানতে চাইল একজন পুরুষ সার্জন।

'হ্যাঁ, প্রথমত, অপারেশনের জন্যে অলিগার্কদের সুপ্রিম কাউন্সিলের অনুমোদন লাগবে; দ্বিতীয়ত, অবশিষ্ট অংশ কার্যক্ষম হতে হবে। আমরা মাথা বা হৃৎপিণ্ড বদল করতে পারব না, কারণ ওগুলো না থাকলে শরীরের বাকি অংশ বীজ বপনের আগেই মারা যাবে।'

সন্ধ্যাটা তাইতার কাছে অনেক উপভোগ্য মনে হলো। সার্জনদের আলোচনায় এমন অনেক ডাক্তারি বিস্ময়কর ঘটনার কথা স্থান পেল যা এর আগে উচ্চারিত হতে শোনেনি। মেঘ-বাগিচার এক বা দুই বাটি অসাধারণ মদের কল্যাণে ওদের গাম্ভীর্য খসে পড়তেই মেরেন ও তিনাত অভিযান আর যুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষ করা নানান বিস্ময়কর ঘটনার কথা বলে ওদের আনন্দ যোগাল। খাবার শেষে গিব্বা বাঁশি বাজাল, তাইতা গান গাইল।

পরিচারক তাইতা ও মেরেনকে ওদের কোয়ার্টারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এলে খানিকটা অংশ ওদের সাথে এগোল তিনাত।

'আমাদের কবে পাহাড়ে নিয়ে যাবার কথা ভাবছ, কর্নেল?' জানতে চাইল তাইতা।

'আরও কয়েকটা দিন বাকি আছে। আমরা বিদায় নেওয়ার আগে অন্য কয়েকটা ব্যাপার সামাল দিতে হবে আমাকে। আপনাদের বিদায়ের আগে যথেষ্ট পূর্বাভাস দেব আমি।'

'আমি মুতাঙ্গি ছেড়ে আসার পর আমার সঙ্গীনী, মেয়েটাকে দেখেছ তুমি?' জানতে চাইল তাইতা। 'ফেন নাম ওর। ওকে অনেক মনে পড়ছে।'

'তাকেও সমানভাবে আপনার প্রতি আকৃষ্ট মনে হয়েছে। এখানে আসার সময় গ্রাম হয়ে এসেছি আমি। আমাকে দেখে আমার ঘোড়ার পিছন পিছন ছুটে এসেছে আপনার খবর জানতে। আপনাকে নিয়ে যেতেই এখানে আসছি বললে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সে। আপনাকে ওর সম্মান আর শ্রদ্ধা জানানোর দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে। দেখে খুবই ভালো আর খুশিতে আছে বলে মনে হয়েছে তাকে। চামৎকার মেয়ে, ওকে নিয়ে আপনার গর্ব করা উচিত।'

'আসলেও তাই,' সায় দিল তাইতা। 'আমি সেজন্যে গর্বিত।'

তাইতার সেরাতের স্বপ্নগুলো বেশ জটিল আর নানা স্তর বিশিষ্ট ছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওর পরিচিত নারী-পুরুষরা ভীড় জমাল সেখানে। কিন্তু বাকি সবাই অচেনা, তারপরেও ওদের ছাবি এত সূক্ষ্মভাবে ওর মনে খোদাই হয়ে গেল যেন ওরা শত শত বছরের রক্তমাংসের মানুষ, কল্পনা ও মাকড়শার জালে বোনা নয়। স্বপ্নগুলো একই সুতোয় গাঁথা যেগুলো দিয়ে ওকে এক প্রত্যাশার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে: দারুণ বিস্ময়কর একটা কিছু ঘটতে চলেছে–এক অসাধারণ ভাণ্ডারের খোঁজ করছে ও, ওর হাতের নাগালেই রয়েছে সেটা।

এক ধরনের উৎফুল্ল ভাব নিয়ে দিনের প্রথম আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে জেগে উঠল ও, কিন্তু তার পেছনে কোনও কারণ খুঁজে পেল না। নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে মেরেন, ওকে ওভাবেই রেখে আঙিনায় বের হয়ে এলো ও। শিশিরের মুক্তোয় ভরে গেছে। সূর্যটা সবে ক্লিফ বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। কোনও চিন্তাভাবনা ছাড়াই, স্রেফ গলায় ঝোলানো মাদুলিটা একবার পরখ করে আবারও উপরের বাগানের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল ও।

বাগানে ঢোকার পরপরই প্রবল হয়ে উঠল ওর ভালো থাকার অনুভূতি। ছড়িতে ভর দিয়ে নেই ও, ওটা কাঁধের উপর ফেলে রেখেছে, দীর্ঘ স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। শয়তানের গুহার দিকে চলে যাওয়া পথটা অস্পষ্ট নয়। ওখানে পৌঁছে দেখল জায়গাটা নির্জন। কেউ নেই, নিশ্চিত হয়ে জীবিত প্রাণীর খোঁজে দ্রুত গোটা এলাকাটা তল্লাশি করল। এখানে আর কেউই ছিল না। ওর অন্য সত্তার হেঁটে বেরাবার জায়গাটার জমিন স্যাঁতসেঁতে, নরম হলেও মানুষের পায়ের ছাপের আলামত চোখে পড়ল না। কোনও কিছুরই কোনও মানে হচ্ছে না। নিজের মানসিক সুস্থতার উপর বিশ্বাস রাখাই ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে ওর পক্ষে। আপন মন ও ইন্দ্রিয়ের সাক্ষী মানতে পারছে না। ওকে পাগলামীর প্রান্তে ঠেলে দিচ্ছে ডাইনী।

ধীরে ধীরে বাজনার ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠল ও: সিস্ট্রামসের রূপালি সুর এবং ডুগডুগির টানা আওয়াজ। মাদুলিটা শক্ত করে ধরে রাখল ও, আস্তে আস্তে গুহার মুখোমুখি হলো। কী দেখতে হবে ভেবে কিছুটা ভীত আবার কিছুটা উদ্ধত।

গুহার মুখ থেকে একটা ভাবগম্ভীর আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা বের হয়ে শ্যাওলায় ঢাকা চাতালের উপর দিয়ে এগিয়ে গেল। চারটে অদ্ভুত চিড়িয়া কাঁধের উপর একটা সোনা ও আইভরির পালকি বইছে। প্রথম বাহক হচ্ছে বিদ্যার দেবতা ইবাইস-মাথা থথ। দ্বিতীয়জন চমৎকার সোনালি বর্ম ও তীর ধনুকে সজ্জিত যুদ্ধের দেবতা আনুকে, তৃতীয় জন অসীম ও দীর্ঘায়ুর দেবতা হেহ; তার পরনের পোশাক রুবি পাথরের মতো সবুজ, চোখজোড়া ঝলমলে হলুদ, লক্ষ বছরের তালের পাতা বহন

করছে সে। শেষজন হচ্ছে পৌরুষ ও উর্বতরার দেবতা মিন, শকুনের চামড়ার মুকুট পরেছে সে, তার সম্পূর্ণ উত্থিত পুরুষাঙ্গ মার্বল খুঁটির মতো কুঁচকি থেকে বের হয়ে আছে।

আর পালকিতে দাঁড়িয়ে অসাধারণ একটা অবয়ব, যেকোনও স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় দ্বিগুণ। তার পরনের স্কার্ট সোনার কাপড়ের, ব্রেসলেট ও অ্যাংকলেট খাঁটি সোনার, সোনা দিয়ে তৈরি ব্রেসপ্লেটে নীলকান্তমণি, টারকোয়েজ আর কামেলিয়ান বাসানো; ওটার মাথার উপর রাজকীয় গোখরা আর ভুরুতে শকুনের মাথাসহ মিশরের দ্বৈত মুকুট শোভা পাচ্ছে। অলঙ্কার বসানো বর্মের উপর আড়াআড়িভাবে অবয়বটার উপর রয়েছে শক্তির প্রতীকী কস্তনি।

'ফারাও তামোসের জয় হোক!' তাকে স্বাগত জানাল তাইতা। 'আমি তাইতা, আপনার জাগতিক দেহ আমিই পরিষ্কার করেছি, নব্বই দিবসের শোক কালে আপনার সেবা করেছি। আপনার শবদেহের মামিকরণের ব্যান্ডেজ বেঁধেছি। সোনার শবাধারে আপনাকে স্থাপন করেছি।'

'তোমাকে দেখেছি, চিনতে পারছি, গালালার তাইতা, এককালে ফারাও'র চেয়ে কম ছিলে না তুমি, কিন্তু জীবিত যেকোনও ফারাও'র চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।'

'আপনি জগতের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য গোটা মিশরের ফারাও ছিলেন। আপনার চেয়ে শক্তিশালী কেউ কোনওদিন আসবে না।'

'পুকুরের কাছে এসো, তাইতা। ওদিকে দিকে তাকিয়ে দেখ তোমার জন্যে কী ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে।'

কিনারের দিকে এগিয়ে গেল তাইতা, পানির দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্যে মাথাটা ঘুরে উঠল ওর। মনে হলো যেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। মহাসাগর, মরুভূমি আর অন্যান্য ছোটখাট পাহাড়সারি ওর অনেক নিচে বিছিয়ে আছে।

'পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য দেখে নাও,' বলে উঠল ফারাও'র প্রতিমূর্তি। 'সব শহর আর মন্দির, সবুজ জমিন, বন জঙ্গল আর চারণভূমি দেখ। দেখে নাও সমস্ত খনি আর গহ্বর যেখান থেকে দাসের দল মূল্যবান ও চকচকে পাথর তুলে আনছে। দেখে নাও রত্ন ও অস্ত্রভাণ্ডার যেখানে বহুযুগের সম্পদ জমা হয়ে আছে। এসবই তোমার অধিকার আর শাসনের অপেক্ষায়।' সোনালি কস্তনি নাড়লেন ফারাও। তাইতার চেখের সামনে দৃশ্যপট বদলে গেল।

সমতলের উপর দিয়ে কুচকাওয়াজ করে চলেছে বিশাল শক্তিশালী সেনাদল। সাগরের ঢেউয়ের মতো স্রোত তুলে এগিয়ে চলা যোদ্ধাদের ব্রোঞ্জের হেলমেটকে ছাড়িয়ে গেছে ঘোড়ার লেজের গোছা। বর্ম, ফলা আর বর্শাগুলো স্বর্গের তারার মতো ঝিলিক দিচ্ছে। যোদ্ধারা রথের পথে একবার হামলে পড়ছে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। কুচকাওয়াজ করে চলা পা আর চাকার ঘড়ঘড়ানি কাঁপিয়ে দিচ্ছে গোটা

দুনিয়া। এই বিশাল সেনাদলের পেছন সারি তাদের সামনের সারির তোলা ধুলোর মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন তাদের শেষ নেই।

'এই সেনাবাহিনী তোমার অধীনে থাকবে,' বলে উঠলেন ফারাও। আবার অলঙ্কৃত কস্তনি নাড়লেন তিনি। ফের বদলে গেল দৃশ্য।

সকল সাগর-মহাসাগরের ছবি দেখতে পেল তাইতা। এই মহাপরাক্রমশালী বিস্তারের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে যুদ্ধজাহাজের বহর। গালি আর বৈঠার দ্বিগুন সারিঅলা বারমি রয়েছে, ওগুলোর পাল ড্রাগন আর শুয়োর, সিংহ, দৈত্যদানো এবং পৌরাণিক জীবজন্তুর ছবিতে ভরা। ঢাকের বাদ্য মাঝিদের ছন্দ বেঁধে দিচ্ছে, ওদের যুদ্ধ র‍্যামের দীর্ঘ ব্রোঞ্জের ডগার কাছে ফেনা তুলে পাক খাচ্ছে পানি। যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা এত বেশি যে মহাসাগরের দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত বিছিয়ে আছে।

'দেখ, তাইতা! এই নৌবাহিনীর নেতৃত্বে থাকবে তুমি। কোনও মানুষ বা জাতি তোমার সাথে টিকতে পারবে না। সারা দুনিয়া আর এর সব মানুষের উপর কর্তৃত্ব ফলাবে তুমি।' কস্তনিটা সরাসরি ওর দিকে দোলালেন ফারাও। তাঁর কণ্ঠস্বর যেন গোটা পরিবেশ পরিপূর্ণ করে তুলল, সব ইন্দ্রিয় ভোঁতা করে দিল, আকাশের বজ্রধনির মতো।

'এসব কিছুই তোমার হাতের মুঠোয়, গালালার তাইতা,' সামনে ঝুঁকলেন ফারাও, তারপর কস্তনি দিয়ে মিনের কাঁধে স্পর্শ করলেন। দেবতার বিশাল দণ্ড বেঁকে উঠল। 'তোমার শক্তি আর বীর্জ হয়ে উঠবে অপরাজেয়।'

এবার অনন্ত ও দীর্ঘ জীবনের দেবতা হেহ'র কাঁধ স্পর্শ করলেন তিনি, লক্ষ বছরের তালের পাতা নাড়লেন তিনি। 'তোমাকে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ দেহে চিরন্তন তারুণ্য দেওয়া হবে।'

তারপর প্রজ্ঞা ও সকল জ্ঞানের দেবতা থথকে স্পর্শ করলেন তিনি। দীর্ঘ বাঁকানো ঠোঁট খুলল সে, কর্কশ গমগমে চিৎকার ছাড়ল। 'তোমাকে সকল প্রজ্ঞা, জ্ঞান আর বিদ্যার অধিকার দেওয়া হবে।'

ফারাও যখন শেষ স্বর্গীয় অবয়ব আনুকে-কে স্পর্শ করলেন, বর্মের উপর তলোয়ার দিয়ে আঘাত হানল সে। 'যুদ্ধে বিজয়ী হবে তুমি, সারা দুনিয়া, সাগর ও আকাশের উপর আধিপত্য করবে, সব মানুষ তোমাকে প্রণাম করবে। এসবই তোমাকে দেওয়া হচ্ছে, গালালার তাইতা। কেবল হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেই হলো।'

ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়ানো ফারাও'র সোনালি প্রতিমূর্তি জ্বলন্ত চোখে সরাসরি তাইতার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ভাবগম্ভীর জাঁকের সাথে বাহকরা গুহার অন্ধকার গহ্বরে নিয়ে গেল পালকিটা। দৃশ্যটা ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে অবশেষে মিলিয়ে গেল।

ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে ফিসফিস করে কথা বলে উঠল তাইতা, 'আর না। আমি আর প্রলোভন সহ্য করতে পারব না। এসব মহা মিথ্যার অংশ, কিন্তু কোনও

মরণশীলের পক্ষেই তাকে রোখা সম্ভব নয়। সব রকম যুক্তিকে ছাপিয়ে আমার মন এসবকে সত্যি ভাবতে প্রলুব্ধ হচ্ছে। আমার মাঝে ক্ষুধা ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলছে, যা আমার বোধশক্তিকে ধ্বংস করে দেবে, আমাকে চিরন্তন জীবন থেকে বঞ্চিত করবে।'

অবশেষে যখন গুহা ছেড়ে নেমে এলো, দেখল মেরেন ওর জন্যে বাগানের গেটে অপেক্ষা করছে। 'আপনাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি, ম্যাগাস। কেন যেন মনে হচ্ছিল আপনি বিপদে আছেন। আমার সাহায্য দরকার হতে পারে। কিন্তু বনের ভেতর পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'সব ঠিক আছে, মেরেন। তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই, যদিও সব কিছুর উপর তোমার সাহায্যকে আমি মূল্য দিই।'

'মহিলা ডাক্তার আপনার খোঁজ করছিল। কেন আপনাকে চাইছে, জানি না, তবে আমার মন বলছে যে ওকে বেশি গভীরভাবে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।'

'তোমার পরামর্শ আমার মনে থাকবে। অবশ্য, সৎ মেরেন, এখন পর্যন্ত তো তোমার সাথে কোনও রকম খারাপ আচরণ করেনি সে, তাই না?'

'এমন হতে পারে তার ভালো আচরণের পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে আমরা যার খবর রাখি না।'

ওরা শুভেচ্ছা বিনিময় শেষ করার প্রায় সাথে সাথে কাজের কথা পাড়ল হান্নাহ।

'কর্নেল তিনাত আনকুত লর্ড আকেরের স্বাক্ষর করা সুপ্রিম কাউন্সিলের একটা ডিক্রি আমার হাতে দিয়ে গেছে। সেজন্যে আপনার দিক থেকে কোনও রকম অসুবিধা বা বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আপনার উপর একটা পরীক্ষা চালিয়ে কাউন্সিলের কাছে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাকে। সেজন্যে কিছুটা সময় লাগতে পারে। সুতরাং আপনি আমার সাথে আমার কামরায় এলে কৃতজ্ঞ বোধ করব, যাতে এখুনি কাজ শুরু করতে পারি।'

হান্নাহর কণ্ঠে হুকুমের সুর শুনে অবাক হলো তাইতা, যতক্ষণ না বুঝতে পারল যে সুপ্রিম কাউন্সিলের জারি করা যেকোনও ডিক্রিই জাররিতে কারনাকে বাজপাখির সীলমোহরঅলা ফারাও'র নির্দেশের মতোই সমান গুরুত্ব বহন করে।

'অবশ্যই, ডাক্তার। নির্দেশ পালন করতে পারলে খুশিই হবো।'

স্যানেটোরিয়ামের অন্যতম দূরবর্তী ব্লকে ডাক্তার হান্নাহর কামরাগুলো চুনাপাথরের টালি দেওয়া। শদামাঠা, কোনওরকম ঠাসঠাসি নেই। দূরের দেয়াল বরাবর পাথরের তাকের সাথে দুই সারি কাঁচের পাত্র রাখা। প্রত্যেকটাতে পরিষ্কার তরলে মানুষের ভ্রূণ ভাসছে। স্পষ্টতই কোনও রকম সংরক্ষক দ্রব্য হবে। নিচের

তাকে নয়টা ভ্রূণের নমুনা জরায়ু থেকে বের করে আনার সময় অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সবচেয়ে ছোটটা ফিকে ব্যাঙাচির চেয়ে বড় হবে না, আর সবচেয়ে বড়টি পূর্ণ মেয়াদ শেষ করার ঠিক আগ মুহূর্তে বের করা।

একেবারের উপরের তাকের ভ্রূণগুলো মোটামুটি বিকৃত, কয়েকটার চোখ দুটোর বেশি, অন্যগুলোর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেই; একটার আবার ভয়ঙ্কর দর্শন দুটো মাথা রয়েছে। এমন সংগ্রহ কোনওদিন দেখেনি তাইতা। এমনকি সার্জন হিসাবে বিকৃত ও অপূর্ণাঙ্গ মানবদেহ দেখে অভ্যস্ত হলেও এমনি করুণ রেলিকসের প্রদর্শনীতে রীতিমতো বিতৃষ্ণা জেগে উঠল ওর।

'নিশ্চয়ই সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে ভিন্ন আগ্রহ রয়েছে তার,' ভাবল ও, মেঘ বাগিচায় আসার পর থেকে এখানে অনেক বেশি অন্তসত্তা মেয়ে দেখার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কামরার বাকি অংশ একটা বিরাট পরীক্ষার টেবিল দখল করে রেখেছে, একটা মাত্র লাইম স্টোনের ব্লক থেকে কুঁদে বের করা হয়েছে ওটাকে। তাইতা বুঝতে পারল হান্নাহ সম্ভবত টেবিলটাকে অপারশেন ও সন্তান প্রসবের কাজে ব্যবহার করে থাকে। কারণ টেবিলের উপরে গর্ত করা রয়েছে, পায়ের কাছে একটা নালার ফুটো দিয়ে তরল বের হয়ে এসে নিচের মেঝেতে রাখা একটা গামলায় জমা হচ্ছে।

তাইতার কাছে ওর পেশাব-পায়খানার নমুনা চেয়ে নিয়ে পরীক্ষা শুরু করল হান্নাহ। সামান্য থতমত খেয়ে গেল ও। একবাতানায় এক সার্জনের সাথে পরিচয় হয়েছিল ওর, বর্জ্য প্রক্রিয়া নিয়ে তার আবার বিকৃত দুর্বলতা ছিল। কিন্তু হান্নাহর পদমর্যাদার একজন একই রকম আগ্রহ দেখাবে বলে ভাবেনি। অবশ্য ওকে একটা কিউবিকলে নিয়ে যেতে দিল ও, এখানে তার একজন সহকারী একটা বড়সড় গামলা ও এক জগ পানি দিল ওকে যাতে তার অনুরোধ রক্ষার পর পরিষ্কার হয়ে নিতে পারে।

হান্নাহর কাছে ফিরে আসার পর ওর বর্জ্য পরখ করল সে, তারপর টেবিলের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়তে বলল। তাইতা লম্বা হয়ে শোয়ার পর ওর বর্জ্য থেকে নাক, চোখ, আর মুখের দিকে মনোযোগ সরাল। একজন সহকারী তেলের কুপির আলো ওর চোখের দিকে পাঠাতে একটা রূপালি চাকতি ব্যবহার করল। এবার ওর বুকে কান পেতে মনোযোগ দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস আর হৃৎপিণ্ডর স্পন্দন শুনল সে।

'আপনার হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস ঠিক তরুণের মতো। আপনার দীর্ঘায়ু হওয়াটা বিস্ময়কর কিছু নয়। ইশ, আমাদের সবাইকে যদি ফন্টের স্বাদ নিতে দেওয়া হতো।' তাইতার সাথে নয় বরং যেন আপনমনেই কথা বলছে সে।

'ফন্ট?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'বাদ দিন.' নিজের ভুল বুঝতে পারল সে। এড়িয়ে গেল প্রসঙ্গটা। 'একজন বয়স্কা মহিলার অলস কথাবার্তাকে আমলে নেবেন না।' চোখ তুলে না তাকিয়ে পরখ করে চলল সে।

অন্তর্চক্ষু খুলল তাইতা। লক্ষ করল, মহিলার আভার কিনারাগুলো বিকৃত হয়ে আছে। ফন্টের কথা উল্লেখ করায় নিজের উপর বিরক্তির লক্ষণ। তারপরই বিকৃতিটা মিলিয়ে যেতে দেখল। আভা কঠিন হয়ে উঠল। ফন্ট সম্পর্কে ওর দিক থেকে আর কোনও প্রশ্ন আসার সম্ভাবনার প্রতি মনটাকে বন্দি করে ফেলল। নিশ্চয়ই গিল্ডের অন্যতম রহস্য হয়ে থাকবে এটা। সময় নেবে ও।

ওর বুক পরীক্ষা শেষ করল হান্নাহ, তারপর পিছিয়ে গেল; সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল। 'এবার আপনার লিঙ্গের ক্ষত পরীক্ষা করতে হবে আমাকে,' বলল সে।

নিজেকে বাঁচাতে সহাজাত প্রবৃত্তির বশেই নিচের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল তাইতা।

'ম্যাগাস, আপনি কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ নিজের মাঝে মগ্ন একজন মানুষ। আপনার শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার বিশ্বাস আমি তা সারিয়ে তুলতে পারব। এমন কর্তৃপক্ষ আমাকে এই কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে আমার পক্ষে যা অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। আপনি আমার বিরোধিতা করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমি সহকারীদের তলব করতে বাধ্য হবো, প্রয়োজনে আমাকে সাহায্য করার জন্যে কর্নেল তিনাত আনকুত ও তার লোকজনকেও ডাকব। কিংবা আমাদের দুজনের পক্ষেই ব্যাপারটা আপনি সহজ করে তুলতে পারেন।' কিন্তু দ্বিধায় ভুগল তাইতা। আবার শান্ত কণ্ঠে কথা বলল হান্নাহ। 'আপনার প্রতি আমার কেবলই গভীর শ্রদ্ধা বোধ রয়েছে। আপনার অসম্মান করার কোনও ইচ্ছা আমার নেই। বরং, আপনাকে অসম্মানের হাত থেকে বাঁচাতে চাই। আপনার ক্ষত ঠিক করে দেওয়ার মতো আর কোনও কিছুই আমাকে অতটা সন্তুষ্টি যোগাতে পারবে না, যাতে আপনার মনের পূর্ণতার মতোই শারীরিক পূর্ণতার জন্যেও সারা জগতের শ্রদ্ধা লাভ করতে পারেন।'

তাইতা বুঝতে পারছিল ওর সামনে আরেকটা প্রলোভনের বীজ তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু সেটাকে ঠেকানোর কোনও উপায় আছে বলে মনে হলো না। যেভাবেই হোক, সহযোগিতা করলে হয়তো ইয়োসের দিকে এক কদম এগিয়ে যেতে পারবে ও। চোখ বুজে কুঁচকির উপর থেকে হাত সরিয়ে নিল ও। বুকের উপর আড়াআড়িভাবে হাত রেখে শুয়ে রইল চুপচাপ। টিউনিক উঁচু করে আলতো করে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করছে হান্নাহ, টের পেল। ওর মনে শয়তানের রোপন করা কামুক ছবিগুলো বিরামহীনভাবে উঠে আসতে লাগল। গুঙিয়ে ওঠা ঠেকাতে দাঁতে দাঁত চাপল ও।

'আমার কাজ শেষ,' বলল হান্নাহ। 'আপনার সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। আগামীকাল আপনার বিদায় নেওয়ার সময় কর্নেল তিনাত আনকুরের হাতে কাউন্সিলের কাছে জবাব পাঠাব আমি।'

আগামীকাল, ভাবল তাইতা। জানে এই স্বর্গরূপী নরক থেকে উদ্ধার পাওয়ার সংবাদে ওর খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু ঠিক উল্টো অনুভূতি হলো ওরা। চলে যেতে ইচ্ছা করছে না ওর, আবার ওকে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে কিনা জানতে অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগল। এখনও ওর মনে ছায়া খেলা খেলছে ইয়োস।

জ্বালামুখের দেয়ালের উপরে সূর্য উঠে আসতে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি আছে। কিন্তু কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে আসার পর কর্নেল তিনাত ও তার দলবলকে অপেক্ষায় দেখল তাইতা ও মেরেন। ওদের মালপত্র বইছে মেরেন। নিজের ব্যাগ বে-র পিঠে তুলে দিয়ে উইন্ডস্মোকের কাছে চলে গেল ও, ওটার জিনের পেছনে বেঁধে দিল তাইতার মালপত্র। তাইতা কাছে যেতে হ্রেষারবে স্বাগত জানাল মেয়ারটা, প্রবলভাবে নাক দিয়ে ঠেলতে লাগল। ওর কাঁধে চাপড় দিল তাইতা। 'আমারও তোর কথা খুব মনে পড়েছে, কিন্তু ওরা বোধে হয় তোকে অনেক বেশি ধুরা খাইয়েছে,' ওকে ভর্ৎসনা করল ও। 'হয় বেশি খেয়েছিস, নইলে তোর পেটে আবার বাচ্চা এসেছে।'

স্যাডলে চেপে তিনাতের বাহিনীকে অনুসরণ করে খিলানের ভেতর দিয়ে প্রাঙ্গণের উপর দিয়ে এগিয়ে হ্রদের চাতালের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। রাস্তাটা যেখানে বনের দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে পৌঁছে স্যাডলে ঘুরে বসে পেছনে তাকাল তাইতা। স্যানেটোরিয়ামের দালানকোঠা জনশূন্য ঠেকল, যেন ওখানে কেউ নেই, কেবল ঝর্না থেকে মেঝের নিচে উষ্ণ পানি বয়ে নিয়ে যাওয়া ফুগুলোর ফোকর দিয়ে বাষ্প উঠে যাচ্ছে। ভেবেছিল হান্নাহ ওদের বিদায় জানাতে আসবে, না আসায় কিছুটা হতাশ হয়েছে ও। গত এক সপ্তাহে অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছে ওদের। নিজের পেশার প্রতি মহিলার অঙ্গীকার ও তার জ্ঞানের বহরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেছে ও। আবার সামনে চোখ ফেরাল ও, এসকর্টদের সাথে বনের ভেতরে ঢুকল।

ভ্যানগার্ডের সাথে সামনে রয়েছে তিনাত। ক্লিনিক ছেড়ে আসার পর মাত্র একবার ওদের সাথে কথা বলেছে সে–কেবল আনুষ্ঠানিক সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্যে।

ওরা বাইরের দুনিয়ার দিকে চলে যাওয়া জ্বলামুখের ভেতরের সুড়ঙের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে মেঘ-বাগিচায় থেকে যাবার ইচ্ছাটুকু ক্রমে মিলিয়ে যাওয়া টের পেলো তাইতা। আবার ফেনের সাথে দেখা হওয়ার কথা ভাবতে শুরু করল ও, মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। প্রিয় কুচকাওয়াজের সুর ভাঁজছিল মেরেন, এক ঘেয়ে বেসুরো। তবে এটা তার খোশ মেজাজের নিশ্চিত লক্ষণ। হাজার হাজার লীগ

একসাথে চলতে গিয়ে এই সুর শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তাই এখন আর বিরক্ত বোধ করে না।

সুড়ঙের গেট দৃষ্টিসীমার এলে গতি কামিয়ে ওর পাশে চলে এলো তিনাত। 'এবার আপনার জোব্বা গায়ে চাপানো উচিত। টানেলে বেশ ঠাণ্ডা, বাইরে একেবারে বরফ হয়ে যাবার যোগাড় হবে। প্রবেশ পথে পৌঁছানোর সময় আমাদের অবশ্যই একসাথে থাকতে হবে। দূরে সরে যাবেন না। শিম্পাঞ্জিগুলোর মেজাজ মর্জি বোঝা ভার, বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'ওদের নিয়ন্ত্রণ করে কে?' জানতে চাইল তাইতা।

'জানি না। আগেও যখন এদিকে এসেছি কোনও দিন কোনও মানুষের ছায়াও দেখিনি।' ওর আভা পরখ করে তাইতা বুঝতে পারল লোকটা সত্যি কথা বলছে।

সমতলে আসার পর শিম্পাঞ্জিদের বুনো দৃষ্টি এড়িয়ে গেল ও। লাফ দিয়ে সামনে এসে ওর পায়ের গন্ধ শুঁকল একটা। ভয়ে পিছু হটল উইন্ডস্মোক। আক্রমণাত্মক ঢঙে মাথা দোলাতে লাগল বাকি দুটো। তবে ওদের বের হতে দিল। তাসত্ত্বেও তাইতা বুঝতে পারল ওরা হিংস্রতার কত কাছে পৌঁছে গিয়েছিল, কত সহজেই ওরা আক্রমণের উস্কানি পেতে পারে। আক্রমণ করে বসলে ওদের ঠেকানোর মতো কিছুই করার ছিল না ওর।

ওরা সুড়ঙের মুখে পৌঁছানার পর স্যাডলের উপর সামনে ঝুঁকল তাইতা, পাথরের গায়ে ঘঁষা খেল ওর জোব্বার টুপি। আগের মতোই সুড়ঙটাকে অন্তহীন ঠেকল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাতাসের ভীতিকর গর্জন কানে এলো ওদের, সামনে ধূসর মিটিমিটি আলো দেখতে পেল।

পাহাড়ের কঠিন, অসাধারণ জাঁকে বের হয়ে এলো ওরা। মেঘ-বাগিচার প্রশান্ত সৌন্দর্য থেকে একেবারেই ভিন্ন। শিম্পাঞ্জির দল ওদের চারপাশে ভীড় করল, কিন্তু অনীহার সাথে ওদের পথ করে দিতে লাফিয়ে হেলেদুলে সরে গেল। পথে বের হয়ে এসে বাতাসের অত্যাচারের মুখে পড়ল ওরা। চামড়ার জোব্বায় নিজেদের জড়িয়ে নিয়ে বাতাসের ঝাপ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করে আগে বাড়তে মাথা নামাল ঘোড়াগুলো। পেছনে খাড়া হয়ে গেল লেজগুলো। বরফ শীতল বাতাসে ওদের নিঃশ্বাসে যেন বাষ্প বের হচ্ছে, বরফে পিছলে যাচ্ছে ওদের খুর।

তিনাত এখনও তাইতার পাশেই রয়েছে। এবার সামনে ঝুঁকে তাইতার কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো ও। 'এর আগে আপনার সাথে কথা বলতে পারিনি আমি, কিন্তু এখন বাতাসের ঝাপ্টা আমাদের কণ্ঠস্বর চাপা দেবে,' বলল সে। 'আমার দলের কাকে আমার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জানি না। তবে এটা স্পষ্ট করেই বলা চলে যে স্যানেটোরিয়ামের কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না, হান্নাহ থেকে শুরু করে একেবারে সবেচেয়ে নিচের জনটি পর্যন্ত সবাইই অলিগার্কদের গুপ্তচর।'

চামড়ার হুডের আড়াল থেকে ওকে নিবিড়ভাবে পরখ করল তাইতা। 'বুঝতে পারছি, তোমাকে একটা কিছু অস্থির করে রেখেছে, কর্নেল, এতদিনে আমার উপর তোমার আস্থা জন্মেছে।'

'আপনি আমাকে ফারাও আর দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহী মিশরিয় হিসাবে দেখছেন ভেবে অস্থির হয়ে আছি আমি।'

'এটা তবে তোমার আসল পরিচয় নয়?'

'না। আমি আমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে এই ভুতুড়ে জায়গা থেকে পালাতে চাই, এই দেশের মানুষের মনের ভেতর শেকড় গেড়ে বসা মহা অশুভের কাবল থেকেও পালাতে চাই আমি।'

'আমাকে কিন্তু আগে একথা বলোনি।'

'না। তখন ওনকা ছিল খুব কাছে। তখন আমার পক্ষে সব কথা বলা সম্ভব ছিল না। এইবার তার চোখের আড়ালে আসতে পেরেছি। ওর একজন মেয়েমানুষ আছে, আমাদের পক্ষে সে। মুতাঙ্গিতে যাতে সে আপনার গাইড হতে না পারে সেজন্যে তার মদে একটা কিছু মিশিয়ে দিয়েছে সে। আমি স্বেচ্ছায় তার জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছি।'

'ওনকার ভূমিকাটা কী?'

'সুপ্রিম কাউন্সিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সে। আমাদের সবার উপর নজর রাখতে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে, বিশেষ করে আপনার উপর। আপনার গুরুত্ব সম্পর্কে ওরা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। হয়তো আপনার জানা নাও থাকতে পারে, তবে পরিকল্পিতভাবেই আপনাকে জাররিতে নিয়ে আসা হয়েছে।'

'কী কারণে?'

'সেটা বলতে পারব না, আমার তা জানা নেই। দশ বছরেরও কম সময় আগে এখানে এসেছি, তবে অনেক জ্ঞানী গুণীলোককে আসতে দেখেছি এখানে, যেন

অশুভের হাত থেকে জাররিকে উদ্ধার করতে এখানে পাঠানো হয়েছে। আমি আশা করি, কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব হলে একমাত্র আপনিই সর্বকালের সেরা অশুভকে পরাস্ত ও ধ্বংস করতে পারবেন।'

'কী সেটা?' জানতে চাইল তাইতা।

'মূলত এই কারণেই আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছিল। আমার পরে আপনাকে পাঠানো হয়েছে,' জবাব দিল তিনাত। 'আমার ধারণা কিসের কথা বলছি, আপনি সেটা বুঝতে পারছেন।'

'বলো আমাকে,' জোর করল তাইতা।

মাথা দোলাল তিনাত। 'আমাকে এখনও বিশ্বাস না করে ভালোই করেছেন। নীল মাতার বুকে জল পাঠানো নদীগুলোর উপর বসানো বাঁধ খুঁজে বের করে ধ্বংস করতে আপনাকে দক্ষিণে পাঠিয়েছেন ফারাও নেফার সেতি, যাতে আবার নদী মিশরের ভেতর দিয়ে বয়ে যায়, আমাদের জাতিকে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলে। এবং এই বাঁধ যে সৃষ্টি করেছে তাকেও ধ্বংস করাও আপনার দায়িত্ব।'

'তোমার সম্পর্কে আমার আগের কথাগুলোর দুঃখ প্রকাশ করছি। তুমি একজন বিশ্বস্ত সৈনিক, দেশপ্রেমিক। আমাদের দুজনের লক্ষ্যই এক এবং সেটা ন্যায়সঙ্গত। আমরা কীভাবে অগ্রসর হবো? তোমার প্রস্তাবটা কী?'

'আমাদের প্রথম চিন্তা হবে শত্রুকে শনাক্ত করা।'

'অলিগার্করা?' জানতে চাইল তাইতা। অনুসন্ধানের অর্থ তিনাত কতটা বুঝতে পেরেছে জানতে চায়।

'অলিগার্করা একা নয়। ওরা খুচরো লোক, পুতুল, সুপ্রিম কাউন্সিলের মঞ্চে নড়াচড়া করে ওরা। ওদের পেছনে নাটের গুরু আছে। অদৃশ্য জিনিস বা ব্যক্তি। ওরা তারই হুকুম পালন করে, এই নামহীন শক্তির পূজাই জাররি ধর্ম।'

'জিনিসটা কী হতে পারে তোমার কোনও ধারণা আছে? কোনও দেবতা, নাকি তোমার বিশ্বাস এটা মরণশীল কেউ?'

'আমি সৈনিক। মানুষ আর সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে জানি। এই অশুভ সত্তার ব্যাপারটা বুঝি না। আপনি ম্যাগাস। অন্য জগৎ বুঝতে পারেন। আমার একান্ত আশা, আপনি আমাদের পথ দেখাবেন, পরামর্শ দেবেন। আপনার মতো একজন না থাকলে আমরা আর যোদ্ধা থাকব না, স্রেফ হারিয়ে যাওয়া বাচ্চা ছেলে হয়ে যাব।'

'অলিগার্কদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নাওনি কেন?'

'কারণ আগেও তা করা হয়েছিল, দুই শো বার বছর আগে। জাররিতে বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল। প্রথম দিন সেটা সফল হয়েছিল। অলিগার্কদের আটক করে মেরে ফেলা হয়েছিল। তারপরই ভয়ঙ্কর এক প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। আক্রান্তরা মুখ, কান, নাক আর গোপন অঙ্গে রক্তক্ষরণ হয়ে প্রবল যন্ত্রণায় মারা

যায়। কেবল উদ্ধারকারীদেরই আক্রমণ করেছিল অসুখটা, যারা সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, গোপন দেবতার উপাসনা করেছে, তাদের কিছুই হয়নি।'

'এই ঘটনার কথা তুমি জানো কী করে?'

'জাররির সব নাগরিকের জন্যে সতর্কবাণী হিসাবে সেই বিদ্রোহের ইতিহাস কাউন্সিলের দেয়ালে খোদাই করা আছে।' জবাব দিল তিনাত। 'না, ম্যাগাস।

সে শেষ করলে তাইতা বলল, 'আমার মনে হচ্ছে অলিগার্কদের উৎখাত করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নও তোমরা, ওদের পেছনের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তো আরও পরের কথা। তোমার কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তোমাদের সমর্থকদের বেশিরভাগই বিভিন্ন খনি ও কুয়ারিতে হয় বন্দি বা দাসত্ব করছে। যুদ্ধ করা পরের কথা, ওদের আমরা মুক্ত করার পর পথ চলতে পারবে কতজন?'

'এটা ঠিক, অলিগার্কদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াই করে পুরো দেশ দখলে রাখতে পুরো শক্তি জমায়েত করতে পারব না। এমনটা কখনওই আমার পরিকল্পনা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল কোনও রকম নাশকতা বা বিপ্লবের ভেতর দিয়ে অলিগার্কদের বন্দি করা। তারপর ওদের জিম্মি করে বন্দিত্ব থেকে আমাদের সতীর্থদের মুক্ত করে জাররি থেকে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা। আমি জানি এটা একটা পরিকল্পনার একেবারেই সাধারণ একটা রূপরেখা। আপনার সাহায্য ছাড়া এই পরিকল্পনা ব্যর্থ ও মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য।'

মেরেনকে ওদের সাথে যোগ দিতে ডেকে পাঠাল তাইতা। 'মেরেন, তুমি জানো, আমার বিশ্বস্ত সাথী, সাহসী ও চতুর যোদ্ধা। ওকে তোমার সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসাবে গ্রহণ করার অনুরোধ জানাব তোমাকে।'

দ্বিধা করল না তিনাত। 'আপনার সুপারিশ মেনে নিচ্ছি।'

খাড়া পথ ধরে নেমে যাওয়ার সময় তিনজনে মিলে মৌলিক যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করল, সেটাকে বিস্তৃত করল, আরও শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টা করল। দ্রুত কেটে গেল সময়, অচিরেই অনেক নিচে দুর্গের দালানকোঠা আর ছাদের দৃশ্য ফুটে উঠল চোখের সামনে। ঘোড়া থামিয়ে ভারি চামড়ার জোব্বা আর অন্যান্য পাহাড়ী পোশাক থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিতে নেমে পড়ল ওরা।

'কথা বলার মতো আর অল্প সময় আছে আমাদের হাতে,' তিনাতকে বলল তাইতা। 'কী করতে হবে তুমি আর মেরেন জানো। এখন আমার পরিকল্পনা খুলে বলছি। কর্নেল তিনাত, তুমি এতক্ষণ আমাকে যা বলেছ তার ভেতর সত্যির অংশ রয়েছে, আমি যা যা দেখেছি, জানতে পেরেছি তার সাথে মিলে যাচ্ছে। আমার চেয়ে আরও অনেক শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বক্তা ও ম্যাগাস আমাকে যে অশুভ সত্তার কথা বলেছিল তুমি তার সম্পর্কে জানিয়েছ আমাকে। এই "দেবী" আদতে স্বর্গীয় বা অমর নয়। তবে এত বেশি প্রাচীন যে এর আগে কোনও মরণশীলের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব জ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি জ্ঞান আয়ত্ত করতে পেরেছে। ভোরের মেয়ে ইয়োসের নাম ধরেছে সে। ক্ষমতার প্রতি তার রয়েছে দানবীয়, অনুতাপহীন ক্ষুধা। এসবই আমার ও মেরেনের খুব ভালো করে চেনা ম্যাগাস দিমিতারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি।' নিশ্চয়তার জন্যে সঙ্গীর দিকে তাকাল তাইতা।

মাথা দোলাল মেরেন। 'আসলেই মহান মানুষ ছিলেন তিনি, তবে আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ না করে পারছি না, ম্যাগাস। আপনার চেয়ে কোনওভাবেই বড় ছিলেন না।'

প্রশংসায় আমোদিত হাসি দিল তাইতা। 'অনুগত মেরেন, আশা করি আমার সত্যিকারের দোষ কখনওই যেন ধরতে না পারো। অবশ্য, বলতে গেলে, দিমিতার সামনাসামনি ইয়াসের মোকাবিলা করেছেন। শক্তি ও প্রজ্ঞা সত্ত্বেও প্রথম মোকাবিলাতেই ওকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিল ইয়োস, পরের হামলায় সফল হয়েছে। তার মৃত্যুর ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তবে ইয়োস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানোর মতো যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেছেন, নীলে বাঁধ দেওয়ার পেছনে তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মিশরকে এমন অবস্থায় নামিয়ে আনা যাতে জনগণ তাকেই একমাত্র ত্রাণকর্তা হিসাবে স্বাগত জানায়। তাহলে তার পক্ষে মিশরের দুই রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে নেওয়া সহজ হবে। মিশরের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা হাতে পেলে চড়ুই পাখির ঝাঁকের উপর ঝাপিয়ে পড়া বাজপাখির মতো পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উপর হামলে পড়বে সে। সবাইকে তার ইচ্ছার অধীনে নিয়ে আসা তার একমাত্র খায়েশ।'

এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছিল তিনাত তবে এখন আগ্রহী হয়ে উঠেছে সে। 'ইয়োস নামের এই প্রাণীর সাথে কোথায় মোকবিলা করেছেন দিমিতার? সেটা কি জাররির ঘটনা?'

'না। অনেক দূরের এক দেশ, একসময় সেখানে থাকত সে। মনে হচ্ছে সেখান থেকেই পালিয়ে এখানে চলে এসেছিল সে। মাটির নিচের আগুন ও উত্তপ্ত নদী থেকে প্রাণশক্তি সঞ্চয় করতে হয় তাকে। দিমিতারের দেওয়া সূত্র জাররিতে নিয়ে এসেছে আমাকে।' একসাথে স্যাডলের উপর ঘুরে লম্বা মুকুটঅলা পাহাড়ের দিকে তাকাল তিনজন।

অবশেষে কথা বলল তিনাত। 'এখানে তিনটা বিরাট আগ্নেয়গিরি আছে। কোনটা তার ঠিকানা?'

'মেঘ-বাগিচাই তার শক্তঘাঁটি,' জবাব দিল তাইতা।

'নিশ্চিত হচ্ছেন কীকরে?'

'আমি ওখানে থাকতে দেখা দিয়েছিল সে।'

'তাকে দেখেছেন?' চিৎকার করে উঠল মেরেন।

'ঠিক তাকে না, তবে তার নানা রূপের কয়েকটা নিয়ে আমার সামনে হাজির হয়েছিল।'

'দিমিতারের মতো আপনাকে আক্রমণ করেনি, যে ম্যাগাসের কথা আপনি বলেছেন?' জানতে চাইল তিনাত।

'না, কারণ আমার কাছে একটা কিছু চায় সে। সেটা আয়ত্তে এসে গেলেই কোনও রকম দ্বিধা ছাড়াই আমাকে ধ্বংস করে দেবে সে। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত আমি নিরাপদ–কিংবা তার কাছে থাকা অবস্থায় যতখানি নিরাপদ থাকা সম্ভব।'

'আপনার কাছে সে কী চায়?' জানতে চাইল তিনাত। 'মনে হচ্ছে সবই তো আয়ত্তে আছে।'

'আমার জ্ঞান আর বিদ্যা নিতে চায় সে, যা তার নেই।'

'বুঝলাম না। আপনি বলতে চাইছেন সে চায় আপনি তাকে শিক্ষা দেন?'

'আসলে সে ভ্যাম্পায়ার বাদুরের মতো, তবে রক্তের বদলে শিকারের সত্তা আর আত্মা শুষে নেয়। শত শত বছর ধরে হাজার হাজার ম্যাগাস ও ভবিষ্যদ্বক্তার বেলায় এমন করেছে সে। কর্নেল তিনাত, তুমি যাদের জাররিতে নিয়ে আসার কথা বলেছ ওদের পৌঁছে দেওয়ার পর কী ঘটেছে তাদের ভাগ্যে?'

'ক্যাপ্টেন ওনকা এই পথেই ওদের পাহাড়ে নিয়ে গেছে। তারপর ওদের কী হয়েছে জানি না। সম্ভবত মেঘ-বাগিচার কোথাও আছে তারা, স্যানেটোরিয়ামে থাকছে। হয়তো ডাক্তার হান্নাহর সাথে কাজ করছে।'

'তোমার কথা ঠিক হতেও পারে, তবে আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস তাদের কাছ থেকে ডাইনী সমস্ত জ্ঞান আর প্রজ্ঞা কেড়ে নিয়েছে।'

সত্রাসে ওর দিকে চেয়ে রইল তিনাত। পরের প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার সময় কণ্ঠের সুর পাল্টে গেল ওর–ভয়ের ছাপ সেখানে। 'তাহলে তাদের কী হয়েছে বলে মনে করেন, ম্যাগাস?'

'হ্রদের কুমীরগুলো দেখেছ না? ওদের বিরাট আকার লক্ষ করেছ?'

'হ্যাঁ,' সেই একই ভীত কণ্ঠে বলল তিনাত।

'আমার বিশ্বাস এটাই তোমার প্রশ্নের উত্তর।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তিনাত। তারপর জানতে চাইল, 'আপনি সেই ঝুঁকি নেবেন, ম্যাগাস?'

'একমাত্র এভাবেই আমার পক্ষে তার কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব। তাকে অবশ্যই সামনাসামনি দেখতে হবে, কেবল তার প্রকাশ নয়। তারপর হয়তো নিজের অজান্তেই আমাকে একটা সুযোগ করে দেবে সে। হয়তো আমাকে খাট করে দেখে সতর্কতায় ঢিল দেবে।'

'আপনি ব্যর্থ হলে আমার লোকজনের কী হবে?'

'তোমাদের সবাইকেই জাররি থেকে পালাতে হবে, নইলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে।'

'আজীবন দাসত্বের চেয়ে মরণ অনেক ভালো,' স্বভাবজাত গাম্ভীর্যের সাথে বলল তিনাত। 'তাহলে আপনি আবার মেঘ-বাগিচায় ফিরে যাবেনই?'

'হ্যাঁ। আমাকে ফের ডাইনীর আস্তানায় ফিরতে হবে।'

'কীকরে সেটা করবেন?'

'সুপ্রিম কাউন্সিলের হুকুমে। আমার বিশ্বাস ইয়োস আমাকে তার কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেবে। আমার আত্মার জন্যে মুখিয়ে আছে সে।'

পাহাড়ের শেষ ঢাল বেয়ে নামার সময় আরেক দল ঘোড়সওয়ারকে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল ওরা। দল দুটো যখন কেবল কয়েক শো কদম দূরে, অচেনা ঘোড়সওয়ারদের একজন স্পার দাবিয়ে সামনে ছুটে এলো। সে কাছাকাছি আসতেই মেরেন বলে উঠল, 'এ যে দেখছি ওনকা।'

'তোমার নতুন চোখটা পুরোনোটার মতোই ভালো কাজ দিচ্ছে,' মন্তব্য করল তাইতা। তারপর অন্তর্চক্ষু দিয়ে আগুয়ান অশ্বারোহীর আভা পরখ করল। ওনকার আভা জ্বলজ্বল করছে, জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মতো টগবগ করছে।

'ক্যাপ্টেন ক্ষেপে আছে,' বলল তাইতা।

'ভালো একটা কারণ দিয়েছি আমি তাকে,' স্বীকার গেল তিনাত। 'আবার আলাদা হতে না পারলে আমাদের দুজনের পক্ষে আর কথা বলা সম্ভব হবে না। অবশ্য, আপনি আমাকে কোনও খবর পাঠাতে চাইলে মুতাঙ্গির ম্যাজিস্ট্র্যাট বিলতোর মারফত পাঠাতে পারবেন। আমাদের লোক সে। কিন্তু এখন ক্যাপ্টেন ওনকা রয়েছে আমাদের সাথে।'

ওদের ঠিক সামনে এসে লাগাম টানল ওনকা। থামতে বাধ্য করল ওদের। 'কর্নেল তিনাত, আমার দায়িত্বটুকু পালন করেছ বলে তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।' উর্ধ্বতনকে অভিবাদন জানাল না সে। কণ্ঠের পরিহাস প্রায় উপেক্ষা করার পর্যায়ে এসে ঠেকল।

'দেখা যাচ্ছে অসুস্থতা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠেছ তুমি,' জবাব দিল তিনাত।

'সুপ্রিম কাউন্সিল তোমার প্রতি আমার চেয়ে কম কৃতজ্ঞ। ম্যাগাসের এসকর্টের দায়িত্ব নিয়ে হুকুম অমান্য করেছ তুমি।'

'লর্ড আকেরের কাছে জবাবদিহি করতে পারলে খুশি হবো আমি।'

'তার দরকার হতে পারে তোমার। তার আগে ম্যাগাস গালালার তাইতাকে আমার হাতে তুলে দিতে বলেছেন তিনি। ডাক্তার হান্নাহর রিপোর্টও আমার হাতে তুলে দিতে হবে। আমি ওটা ওর কাছে নিয়ে যাব। দেরি না করে বাকি পর্যটকদের মেঘ-বাগিচায় নিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তোমাকে।' ওকে অনুসরণ করে আসা দলটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওদের ডাক্তার হান্নাহর হাতে তুলে দিয়েই ফিরে আসবে।' পাউচ থেকে ডাক্তার হান্নাহর প্যাপিরাস রোল বের করে ওনকাকে দিল তিনাত। আড়ষ্টভাবে পরস্পরকে অভিবাদন জানাল ওরা। তাইতা ও মেরেনকে শীতল বিদায় সম্ভাষণ জানাল তিনাত, তারপর দ্বিতীয় কলামের সামনে অবস্থান নিতে পথ বেয়ে নেমে গেল, আবার পাহাড়ের পথে ফিরে যাবে।

অবশেষে তাইতার দিকে ফিরল ওনকা। 'শুভেচ্ছা, সম্মানিত ম্যাগাস। কর্নেল ক্যাম্বিসেস, শুভেচ্ছা। দেখতে পাচ্ছি তোমার চোখের অপারেশন সফল হয়েছে।

আমার অভিনন্দন। তোমাদের মুতাঙ্গির কোয়ার্টারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে আমার প্রতি। সুপ্রিম কাউন্সিল তলব না করা পর্যন্ত ওখানেই থাকতে হবে তোমাদের। তলব আসতে কয়েক দিনের বেশি লাগবে না।'

ওনকার আভা এখনও রাগে দপদপ করছে। ঘোড়ার পেটে লাথি দিয়ে ওটার গতি দুলকি চালের চেয়ে একটু বেশি বাড়িয়ে তুলল সে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা।

দুটো দল পাশ কাটানোর সময় তিনাত বা ওনকা পরস্পরকে পাত্তা দিল না, এক দল উপরে উঠছে, আরেক দল নিচে যাচ্ছে। তাইতাও কর্নেল তিনাতকে উপেক্ষা করে তার সাথে মেঘ-বাগিচার দিকে আগুয়ান দলটার দিকে তাকাল। পূর্ণাঙ্গ পোশাক পরা ছয়জন সৈনিক, তিনজন সামনে, বাকি তিনজন পেছনে। ওদের মাঝখানে রয়েছে পাঁচজন অল্প বয়সী মেয়ে, সবাই কমনীয় চেহারার, প্রত্যেকের পেটেই বাচ্চা। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মেরেন ও তাইতার উদ্দেশে হাসল ওরা, কিন্তু কথা বলল না কেউ।

মুতাঙ্গি থেকে আধা লীগ দূরে থাকতে একটা বিশাল কোল্টের পিঠে চেপে ছোটখাট একটা অবয়ব বন থেকে সবেগে বের হয়ে এলো। সবুজ মাঠের উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে শুরু করল ওদের দিকে। তার দীর্ঘ সোনালি চুল বাতাসে পতাকার মতো উড়ছে।

'এই যে ঝামেলার আগমন, যথারীতি ভালোই আছে,' বলে হেসে উঠল মেরেন। এই দূরত্বেও উত্তেজনায় ফেনের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে ওরা।

'মনকে উষ্ণ করে তোলার মতো একটা দৃশ্য,' বলল তাইতা। ওর দৃষ্টি কোমল, প্রেমময়।

ওর পাশে এসে লাগাম টেনে ধরল ফেন, মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা লাফ দিয়ে পার হলো। 'ধরো আমাকে!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল।

বলতে গেলে প্রায় অপ্রস্তুত অবস্থায় এই আক্রমণের স্বীকার হয়েছে তাইতা।

করে বলে উঠল। 'ওরা তোমার চোখ ঠিক করে দিয়েছে! তোমাকে আবার সুন্দর লাগছে।'

'শেষবার দেখার পর তুমি আরও বড় আর সুন্দর হয়ে উঠেছ,' জবাব দিল মেরেন।

'ওহ, দুষ্টু মেরেন!' হেসে উঠল ফেন। আরও একবার ঈর্ষার একটা খোঁচা অনুভব করল তাইতা।

গ্রামে পৌঁছানোর পর হিলতো, নাকোস্তো ও ইম্বালি ওদের স্বাগত জানাতে পেরে দারুণ খুশি হয়ে উঠল। বাড়ি ফেরার উপহার হিসাবে হিলতো ও নাকোস্তো পাঁচটা বিরাট আকারের দারুণ মদের জগ আর একটা মোটাসোটা ভেড়া পাঠাল। ইম্বালি ও ফেন ধুরা আর সব্জি তৈরি করল। পরে অর্ধেক রাত জুড়ে আগুনের ধারে বসে ভোজ পর্ব সারল ওরা। পুনর্মিলন উদযাপন করল। মেঘ-বাগিচার একেবারেই ভিন্ন জগতের পর এখানকার পরিবেশ এতটাই ঘরোয়া ও পরিচিত লাগল যে এক মুহূর্তের জন্যে ইয়োসের ভীতি যেন দূরের ও ভিত্তিহীন মনে হলো।

অবশেষে আগুন ছেড়ে যার যার ঘরে চলে গেল ওরা। মেরেনকে নিয়ে ওকে ছেড়ে চলে যাবার পর প্রথমবারের মতো আবার এক হলো ফেন ও তাইতা।

'ওহ, তাইতা, কী যে ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম আমাকে আহ্বান জানাবে তুমি। সেকারণে তোমাকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে রাতে ঠিক মতো ঘুমাতেও পারছিলাম না।'

'আমি দুঃখিত। ছোট্ট সোনা, তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। এক অদ্ভুত জায়গায় গিয়েছিলাম আমি, অদ্ভুত সব ব্যাপার স্যাপার ঘটছিল ওখানে। আমার নীরব থাকার কারণটা ভালো করেই জানা আছে তোমার।'

'ভালো কারণগুলোও খারাপ কারণের মতোই সহ্য করে যাওয়া কঠিন,' মূল্যবান মেয়েলি যুক্তির সাথে বলল ফেন। হাসল তাইতা, ফেন টিউনিক খুলে গা ধোয়ার সময় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর একটা মাটির জগ থেকে পানি নিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে দেখল। মেয়েটা এত দ্রুত পরিপক্ক হয়ে উঠছে দেখে আবারও একটা খোঁচা বোধ করল ও।

উঠে টিউনিকে গা মুছল ফেন, তারপর শুকোনোর জন্যে লিন্টেলের উপর মেলে দিল। মাদুরের ওর পাশে এসে শুয়ে ওর বুকে একটা হাত তুলে দিয়ে নড়েচড়ে কাছে সরে এলো। 'তুমি যখন ছিলে না তখন খুব শীত আর একাকী লেগেছে,' বিড়বিড় করে বলল।

এবার মনে হয় ওকে অন্যের হাতে তুলে দিতে হবে না আমাকে, ভাবল ও। হান্নাহ হয়তো আমাকে পূর্ণাঙ্গ পুরুষে পরিণত করতে পারবে। হয়তো একদিন ফেন আর আমি স্বামী-স্ত্রী হতে পারব যারা একে কেবল মন নয়, বরং শরীর দিয়েও অন্যকে চেনে, ভালোবাসে। ফেনকে অসাধারণ নারী আর নিজেকে সুদর্শন, সক্ষম পুরুষ হিসাবে কল্পনা করল ও। পুকুরের জলে ইম্প ওর যেমন চেহারা ফুটিয়ে

তুলেছিল। দেবতার দয়ায় আমরা সেই সুখের দেখা পেলে কি দারুণ একটা জুটিই না গড়ে তুলতে পারতাম। ফেনের চুলে হাত বোলাতে লাগল তাইতা, উঁচু গলায় বলল, 'তোমাকে এবার এতদিন যা যা জেনেছি সব বলছি। আমার কথা শুনছ তো, নাকি এখুনি ঘুমে ঢলে পড়ার অবস্থা হয়েছে?'

উঠে কঠিন চোখে তাইতার দিকে তাকাল ফেন। 'অবশ্যই শুনছি। কী নিষ্ঠুর তুমি! তোমার কথা সব সময়ই মনোযোগ দিয়ে শুনি।'

'তাহলে আবার শোও, মন দিয়ে শুনে যাও।' একটু বিরতি দিল তাইতা। তারপর আবার যখন কথা বলল, তখন আর হালকা থাকল না ওর কণ্ঠস্বর। 'ডাইনীর আস্তানার খোঁজ পেয়েছি আমি।'

'আমাকে বলো ওটার কথা–সব–কিছুই লুকোবে না।'

তো ওকে মেঘ-বাগিচার কথা বলল তাইতা, বলল জাদুময় গুহার কথা। স্যানেটোরিয়াম আর ওখানে হান্নাহ কী কাজ করে সে কথা বলল। মেরেনের চোখের অপারেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানাল। তারপর একটু দ্বিধায় ভুগলেও শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে হান্নাহর পরিকল্পিত অপারেশনের কথাও বলল।

দীর্ঘসময় চুপ করে রইল ফেন, এক সময় তাইতা ভাবল মেয়েটা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তারপরই আবার উঠে গম্ভীর চোখে তাকাল তাইতার দিকে। 'তার মানে তোমাকে ইম্বালির বলা সেই জিনিসটা দেবে?'

'হ্যা।'কথা শুনে না হেসে পারল না ও। মুহূর্তের জন্যে পুলকিত মনে হলো ফেনকে। তারপর দেবদূতের মতো হসে ফেলল। কিন্তু ওর সবুজ চোখের বাইরের কোণ বিব্রত ভঙ্গিতে উপরের দিকে বেঁকে গেল। তাকলে খুশিই হবো। শুনতে এত দারুণ মনে হয়।

ফেনের কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল তাইতা। কিন্তু ওর অপরাধবোধটুকু

ডাইনীর কথা দুজনের মন থেকেই উধাও হয়ে গেল, সব কিছু বাদ দিয়ে পরস্পরের মাঝে মগ্ন হয়ে থাকল ওরা।

পরের দিনগুলোয় সুপ্রিম কাউন্সিলের তলবের অপেক্ষার অবসরে আবার পুরোনো অভ্যাসে ফিরে গেল ওরা। ভোর থেকে শুরু করে রাতের খাবারের অনেক পরেও গবেষণা করে চলে ফেন ও তাইতা। বিকেলে তীর ছোঁড়ার অনুশীলন করে বা আশপাশের বনে বাদারে ঘুরে বেড়ানো অসংখ্য বুনো শুয়োর শিকার করতে মেরেন ও অন্যদের সাথে বেড়িয়ে পড়ে। নাকোন্তো ও ইম্বালি হাউন্ডের মতো কাজ করে, পশুর দলকে ফাঁকায় বের করে আনতে পায়ে হেঁটে কেবল বর্শা ও কুড়োল নিয়ে গভীরতম ঝোঁপে ঢুকে পড়ে ওরা। বর্শা হাতে ওদের পথ দেখায় হিলতো। তীর চালিয়ে নতুন চোখো তীক্ষতা পরখ করে মেরেন, তারপর তলোয়ারের সাহায্যে মৃত পশুর ব্যবস্থা করে। সবচেয়ে বড় বয়স্ক শুয়োর খুঁজে বের করে ওরা, যেগুলো ভয়ঙ্কর, ভীতিহীন; শুঁড় দিয়েই মানুষকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলার ক্ষমতা রাখে। মাদী শুয়োরগুলো আকারে ছোট হলেও তীক্ষ্ণ শুঁড় তাদের, মদ্দাগুলোর মতোই সমান আগ্রাসী হতে পারে–খেতেও ভালো। ফেনকে সাথে রাখে তাইতা, ওয়ার্লউইন্ডের পিঠে চেপে ছোট তীর-ধনুক নিয়ে কোনও বিরাট শুয়োরের পিছু ধাওয়া করতে ছুটে যেতে চাইলে সামলে রাখে ওকে। শুয়োরগুলো খাট গলার, পিপের মতো বুক। গায়ের পুরু চামড়া ভারি তীর ছাড়া বাকি সব অস্ত্র হয় ঠিকরে দেয় বা পিছলে পড়ে সেগুলো। কালো কেশরে চকচকে কুঁজো পিঠ ওয়ার্লইউন্ডের রেকাবের কাছাকাছি উঠে আসে। মাথার ধাক্কায় যেকারও উরুর হাড় বের করে ফেলতে পারে ওরা, ছিঁড়ে ফেলতে পারে ফেমোরাল ধমনী।

তাসত্ত্বেও ঝোঁপ থেকে একটা মোটাসোটা মাদি শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ ছেঁড়ে বেরিয়ে আসতেই পিছিয়ে এসে চিৎকার ছাড়ল হিলতো ও মেরেন, 'ওটা তোমার জন্যে, ফেন!'

শিকারটাকে চট করে একনজর দেখেই ওকে এগোতে দিল তাইতা। জানোয়ারের পেছন থেকে কোণাকুণিভাবে এগোনোর সবক দিয়েছে ওকে, স্যাডল থেকে সামনে ঝুঁকে ছোট বাঁকানো ক্যাভালরি তীরের ছিলা টেনে ঠোঁটের কাছে নিয়ে আসাও শিখিয়েছে। 'প্রথম তীরটাই আসল,' বলেছিল ও। 'সামনে বেড়ে সোজা হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়ে দেবে।'

মাদিটা আঘাত টেরে পেতেই নিমেষে ঘুরে দাঁড়াল ওটা, দৌড় শুরু করতে মাথা নোয়াল। চোয়ালের পাশ থেকে তীক্ষ্ণ শাদা দাঁত বেরিয়ে এসেছে। ওয়ার্লউইন্ডকে পরিষ্কার ঘুরিয়ে নিল ফেন, দৌড়াতে দিল মাদিটাকে। বাইরে নিয়ে আসছে ওটাকে যাতে তীরের ফলা বুকের আরও গভীরে বাসানো যায়। ধমনী,

ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ড ভেদ করে যাবে ওটার ধারাল প্রান্তগুলো। সোৎসাহে চিৎকার করে ওকে উৎসাহ যোগাল তাইতা ও অন্যরা।

'এবার পারস্য কায়দায় আঘাত!' চিৎকার করে উঠল তাইতা। একবাতানার বিস্তৃর্ণ সমতলের ঘোড়সওয়ারদের কাছে কায়দাটা শিখেছিল ও, ওকে শিখিয়েছে। নিপূণভাবে তীরের দণ্ডের উপর মুঠি পাল্টে ফেলল ও, ডান হাতে ওটা ধরে বাম হাতে টেনে কাছে নিয়ে এলো যাতে কাঁধের উপর দিয়ে তীরটা তাক করা যায়। এবার হাঁটু দিয়ে ওয়ার্লউইন্ডকে সামলে রেখে মাদিটাকে নির্দিষ্ট দূরত্বে আসার সুযোগ করে দিতে গতি কমাল। স্যাডলের উপর না ঘুরেই মাদি শুয়োরের বুক ও গলা লক্ষ্য করে একের পর এক তীর পাঠাতে লাগল ও। হাল ছাড়ল না জানোয়ারটা। দৌড়ের উপর লুটিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত লড়াই করে গেল। পাঁই করে ওয়ার্লউইন্ড ঘুরিয়ে নিল ফেন, উত্তেজনায় চকচক করছে ওর চেহারা, হাসছে। শিকারের লেজ আর কান কেটে নিতে ফিরে এলো ও।

সূর্যটা তখনও দিগন্ত ছাড়িয়ে বেশি উপরে উঠে আসেনি, এমন সময় তাইতা ডাকল। 'আজকের মতো অনেক হয়েছে! কাহিল হয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো, তোমাদেরও অবস্থাও একইরকম হওয়ার কথা। মুতাঙ্গিতে ফেরা যাক।' গ্রাম থেকে দুই লীগেরও বেশি দূরে ছিল ওরা, নিবিড় বনের ভেতর দিয়ে গেছে রাস্তাটা। গাছের ছায়া পড়েছে রাস্তায় উপর, আলোছায়াময় পরিবেশ। একটা মাত্র সারিতে এগোচ্ছে ওরা। সবার সামনে তাইতা ও ফেন। নাকোন্তো ও ইম্বালি সবার পেছনে। ওদের হাতে নিহত পাঁচটা বুনো শুয়োরের মৃতদেহ পিঠে বেঁধে প্যাকহর্সগুলোকে টেনে আনছে।

আচমকা পথের ডান পাশে বনের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ টানা আর্তচিৎকারে চমকে উঠল ওরা। লাগাম টেনে যার যার অস্ত্র বাগিয়ে ধরল। ঠিক ওদের সামনে ছুটে বেরিয়ে এলো একটা মেয়ে। ওর পরনের টিউনিক কাদামাখা, শতচ্ছিন্ন। হাঁটুর চামড়া ছড়ে গেছে, পাজোড়া নগ্ন, কাঁটা গাছের আঘাতে আর পাথরে লেগে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মাথায় ঘন কালো চুল, পাতা আর সরু ডালপালা লেগে আছে। চোখজোড়া গভীর, বিরাট, আতঙ্কে বিস্ফারিত। কিন্তু এমনি আতঙ্কিত অবস্থায়ও সুন্দর লাগছে ওকে। গায়ের রঙ চাঁদের আলোর মতো ফিকে, ছিপছিপে, সুগঠিত শরীর। ঘোড়াগুলো দেখে ঘুরে দাঁড়াল সে। উড়ন্ত চড়ুই পাখির মতো দৌড়ে এলো ওদের দিকে। 'আমাকে বাঁচাও!' আর্তচিৎকার করে উঠল মেয়েটা। 'ওদের হাতে তুলে দিয়ো না!' স্পার দাবিয়ে ওর দিকে ধেয়ে গেল মেরেন।

'সাবধান!' চিৎকার করে উঠল মেয়েটা। 'একেবারে কাছে এসে পড়েছে ওরা!'

ঠিক সেই মুহূর্তে বন থেকে দুড়দাড় করে বেরিয়ে এলো দুটো বিশাল কুঁজো অবয়ব। চার হাত পায়ে দৌড়াচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে মেরেন ভাবল হয়তো বুনো শুয়োর হবে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল লম্বা হাতে ভর করে ধেয়ে আসছে ওগুলো, প্রতি পদক্ষেপে জমিনে মুঠি দিয়ে আঘাত হানছে।

'শিম্পাঞ্জি!' চিৎকার করে উঠল মেরেন, তুনে তীর জুততে জুততে বে-টাকে গতি বাড়ানোর তাগিদ দিল। মেয়েটার নাগাল পাওয়ার আগেই ওদের সর্দারটাকে বাধা দিতে দ্রুত ছুটছে। তীরটাকে শেষ সীমা পর্যন্ত পিছিয়ে এনে ছেড়ে দিল ও। জানোয়ারটার ঠিক বুকে গিয়ে বিঁধল ওটা। গর্জে উঠে তীরের ফলা ধরে টেনে বের করার চেষ্টা করল ওটা, যেন খড় ছিঁড়তে চায়। একই সময়ে বাটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বলা যায় চলার গতি কমল না ওটার, মেয়েটার মাত্র কয়েক গজ পেছনে থেকে ফের আগে বাড়তে শুরু করল। আরেকটা তীর ছুঁড়ল মেরেন। প্রথম তীরের গোড়াটা রোমশ ধড়ের যেখানে মাথা বের করে রেখেছে ঠিক সেখানে গিয়ে বিঁধল ওটা।

এখন সাহায্য করতে ধেয়ে আসছে হিলতো। সামনের জানোয়ারটাকে তীর ছুঁড়ে আবার আঘাত করল সে। মেয়েটার এত কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ওটা, যে গর্জন ছাড়তেই পাজোড়া ভেঙে পড়ল। মেয়েটাকে ধরতে হাত বাড়াল জানোয়ারটা। কিন্তু ওদের দুজনের মাঝখানে বে-কে নিয়ে এলো মেরেন, সামনে ঝুঁকে মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরে তুলে নিল জিনের সামনে। পরক্ষণে স্পার দাবিয়ে বে-কে নিয়ে সরে এলো। ওর পিছু ধাওয়া করল শিম্পাঞ্জিটা, ক্ষতস্থানের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে দেখে হিংস্র হয়ে উঠেছে। সঙ্গীর বেশ কাছেই ছিল দ্বিতীয় শিম্পাঞ্জিটা, দ্রুত দূরত্ব কমিয়ে আনছে ওটা।

দীর্ঘ বর্মটা সামলে ধরে ওটাকে বাধা দিতে ছুটে এলো হিলতো। ওকে ছুটে আসতে দেখে মোকাবিলা করার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল শিম্পাঞ্জিটা। কাছাকাছি হতেই বর্শার ডগা নামাল হিলতো, ওর দিকে ঝাপিয়ে পড়ল শিম্পাঞ্জিটা। শূন্যে উঠে গেল। বর্শায় ওটাকে বিঁধল হিলতো, বুকের ঠিক মাঝখান দিয়ে চালিয়ে দিল ব্রোঞ্জের ডগা। দণ্ডের একেবারে ক্রস আকৃতির গার্ড পর্যন্ত বিঁধে গেল। ফলে এক কিউবিটের চেয়ে বেশি গভীরে ঢোকা রহিত হলো। ভর আর গতিবেগ কাজে লাগাল হিলতো, আর্তচিৎকার করে উঠল শিম্পাঞ্জিটা। ওটাকে মাটিতে গেঁথে ফেলল ও।

জোর করে পেছনে ঠেলে দিল ওটার মাথা। কাঠের গায়ে চোয়াল বসাল শিম্পাঞ্জিটা, চিবিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

'সাবধান!' আবার চিৎকার করল তাইতা। মেরেনের পাশে এসে ছোট তীরটাকে টানটান করে টেনে ধরল। 'মেরেনের গায়ে না লাগে যেন!' ফেন শুনেছে বলে মনে হলো না। ঠিক কোণটা পাওয়ামাত্রই তীর ছুঁড়ে মারল ও। দুই হাতেরও কম ছিল দূরত্ব। কাঁধের একপাশে গিয়ে বিঁধে আরেক পাশ দিয়ে অর্ধেকটা বের হয়ে এলো ওটা। ক্রোধে চিৎকার ছেড়ে দুই হাতে ধরে তীরটা বের করার সময় বনের আগাছায় গাড়াগড়ি খেতে লাগল। ধাঁই করে এগিয়ে গেল ইম্বালি, কুড়োলটা মাথার উপর তুলে সপাটে নামিয়ে আনল। খুলির পুরু হাড় ফাটিয়ে দিল, যেন ওটা ডিমের খোসা। প্যাক-হর্স ছেড়ে এলো নাকোন্তো, নিজেদের মতো করে ছুটে গেল ওগুলো। হিলতো যেখানে অন্য শিম্পাঞ্জিটাকে বর্শার ডগায় গেঁথে রেখেছে ইম্বালিকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল সেখানে। খাট আসেগেই দিয়ে পর পর দুবার গলায় ঘাই মারল ও, মরার আগে অন্তিম গর্জন ছাড়ল শিম্পাঞ্জিটা। মেরেনের বে-র সাথে তাল মিলিয়ে ছুটছিল ফেন, কিন্তু এখন গতি কমাল ওরা। মেয়েটাকে কোমলভাবে বুকের সাথে সেঁটে রেখেছে মেরেন। ওর কাঁধে মুখ গুঁজে প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়েছে সে। পিঠে হাত বুলিয়ে ওকে আশ্বাসের কথা বলতে লাগল মেরেন। 'সব ঠিক আছে, সুন্দরী। কান্নার কোনও কারণ নেই। এখন তুমি নিরাপদ। আমি তোমাকে দেখব।' ওর আত্মতুষ্ট হাসির কারণে উদ্বেগ আর সহানুভূতি প্রকাশের প্রয়াস কিছুটা মার খেল।

পাঁই করে ঘুরে ওর এক পাশে চলে এলো ফেন। আরেক পাশে এসে পৌঁছাল তাইতা। 'এই যে মেয়ে, বুঝতে পারছি না, তোমার কাছে বড় বিপদ কোনটা, বুনো শিম্পাঞ্জি নাকি তোমাকে ওদের হাত থেকে উদ্ধারকারী লোকটা,' মন্তব্য করল তাইতা। শেষবারের মতো ফুঁপিয়ে উঠে চোখ তুলে তাকাল মেয়েটা, কিন্তু মেরেনের গলা ছাড়ল না। ওকে ছাড়ানোর চেষ্টাও করল না মেরেন। নাক বেয়ে জল গড়াচ্ছে মেয়েটার, চোখজোড়া অশ্রুভেজা। কৌতূহলের সাথে ওকে জরিপ করতে লাগল সবাই।

কাঁদলেও মেয়েটা সুন্দরী, ভাবল তাইতা। তারপর কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ওই জানোয়ারগুলোর পাল্লায় পড়ার সময় একা একা বনের ভেতর কী করছিলে?'

'আমি পালিয়েছি, ট্রগগুলো আমার পিছু নিয়েছে।' হেঁচকি তুলে বলল মেয়েটা।

'ট্রগ?' জানতে চাইল মেরেন।

গভীর চোখে ওর চোখের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'এটাই ওদের নাম। ভয়ঙ্কর প্রাণী। আমরা সবাই ভয় পাই ওদের।'

'আপনার সাথে একা কথা বলতে পারি, আর কেউ যেখানে আমাদের কথা শুনতে পাবে না?' লাজুক কণ্ঠে জানতে চাইল সে। নিজের অজান্তের মেরেনের দিকে তাকাল।

'অবশ্যই। আমার ঘরে চলো।' একটা তেলের কুপি তুলে নিল তাইতা। 'এসো আমার সাথে।' মেয়েটাকে নিয়ে ফেনের সাথে যে ঘরে থাকছে সেখানে নিয়ে এলো। নিজের মাদুরে বসে ফেনের মাদুরটা দেখিয়ে দিল ওকে। পাছার নিচে পা ভাঁজ করে বসল সিদুদু, ছেঁড়া স্কার্ট ভদ্রভাবে ঠিকঠাক করে নিল। 'এবার বলো,' আমন্ত্রণ জানাল তাইতা।

'জাররির সবাই বলে আপনি বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক, সব ধরনের ভেষজ আর আরকের ব্যাপারে দক্ষ।'

'এই "সবাই" কারা, জানি না, তবে আমি সত্যিই শল্যচিকিৎসক।'

'আমি চাই আপনি আমার পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো একটা কিছু দিন,' ফিসফিস করে বলল সে।

হকচকিয়ে গেল তাইতা। এমন কিছু মোটেও আশা করেনি। কী জবাব দেবে স্থির করতে গিয়ে খানিকটা সময় লেগে গেল। অবশেষে শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল, 'তোমার বয়স কত, সিদুদু?'

'উনিশ, ম্যাগাস।'

'আমি আরও কম ভেবেছিলাম,' বলল ও। 'তবে তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার পেটের বাচ্চাটার বাবা কে? তুমি তাকে ভালোবাসো?'

তিক্ত, বিষাক্ত শোনাল মেয়েটার উত্তর। 'আমি তাকে ভালোবাসি না। ঘৃণা করি, তার মরণ চাই,' হড়বড় করে বলে উঠল ও।

পরের প্রশ্নটা স্থির করার সময় মেয়েটাকে জরিপ করল তাইতা। 'তাকে যদি এতই ঘৃণা করে থাকো, তবে তার সাথে শুতে গেলে কেন?'

'আমি তা চাইনি, ম্যাগাস। আমার কোনও উপায় ছিল না। লোকটা খুবই নিষ্ঠুর, শীতল। আমাকে মেরেছে: আমার উপর উপগত হওয়ার সময় মাতাল ছিল, আমাকে মেরে চোখের পানি বের করে দিয়েছে, রক্তপাত ঘটিয়েছে।'

'তাকে ছেড়ে চলে যাওনি কেন?' জানতে চাইল তাইতা।

'চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমাকে ধরতে ট্রগদের লেলিয়ে দিয়েছে। তারপর আবার মেরেছে। আমি আশা করেছিলাম মারতে গিয়ে বাচ্চাটাকেও হয়তো নষ্ট করে ফেলবে, কিন্তু পেটে আঘাত না করার বেলায় খুবই সতর্ক ছিল।'

'লোকটা কে? কী নাম তার?'

'কাউকে বলবেন না, কথা দিন?' দ্বিধা করল সে, তারপর হড়বড় করে বলে ফেলল, 'এমনকি আমাকে বাঁচিয়ে বন থেকে নিয়ে এসেছে যে সেই ভালো মানুষটিকেও না? আমি চাই না সে আমাকে ঘৃণা করুক।'

'মেরেন? অবশ্যই তাকে কিছুই বলব না। তবে তোমার চিন্তার কিছু নেই। তোমাকে ও কোনওদিন ঘৃণা করবে না। তুমি খুবই ভালো সাহসী মেয়ে।'

'লোকটার নাম ওনকা–ক্যাপ্টেন ওনকা। আপনি চেনেন তাকে। সেই আপনার কথা বলেছে আমাকে।' তাইতার হাত চেপে ধরল সে। 'দয়া করে বাঁচান আমাকে!' মরিয়া হয়ে হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। 'দয়া করুন, ম্যাগাস! মিনতি করছি! দয়া করে আমাকে বাঁচান! বাচ্চাটা নষ্ট করতে না পারলে আমাকে ওরা মেরে ফেলবে। ওনকার জারজ সন্তানের জন্যে মরতে চাই না আমি।'

পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করল তাইতা। সিদুদু ওনকার মেয়েমানুষ হলে এর কথাই তবে কর্নেল তিনাত বলেছিল, ওনকার খাবারে ওষুধ মিশিয়ে তাইতাকে মেঘ-বাগিচা থেকে নিয়ে আসতে পারার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সে। মেয়েটা এখন ওদের হেফাযতে, ওকে রক্ষা করতেই হবে। 'আগে তোমাকে পরীক্ষা করতে হবে, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি। আমার সঙ্গী ফেনকে আমাদের সাথে যোগ দিতে ডেকে পাঠালে আপত্তি নেই তো?'

'মেরেনের পিঠ থেকে ট্রগটাকে ফেলে দেওয়া সোনালি চুলের সুন্দরী মেয়েটা? দয়া করে ওকে ডাকুন।'

সাথে সাথে হাজির হলো ফেন। মেয়েটার কী লাগবে তাইতা বুঝিয়ে বলার পরপরই সিদুদুর পাশে বসে ওর হাত ধরল ও। 'ম্যাগাস এই পৃথিবীর সেরা শল্যচিকিৎসক,' বলল ও। 'তোমার ভয়ের কোনওই কারণ নেই।'

'শুয়ে তোমার টিউনিক ওঠাও,' ওকে নির্দেশ দিল তাইতা। হুকুম তামিল করার পর দ্রুত অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরখ করল ও। 'এই দাগগুলো ওনকার মারের কারণে হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ, ম্যাগাস,' জবাব দিল সে।

'তোমার হয়ে তাকে আমি খুন করব,' বলল ফেন। 'ওনকাকে কখনওই ভালো লাগেনি আমার, তবে এখন তাকে ঘৃণা করছি।'

'সময় এলে নিজের হাতে তাকে মারব,' ওর হাতে চাপ দিয়ে বলল সিদুদু। 'তবে তোমাকে ধন্যবাদ, ফেন। আশা করছি তুমি আমার বন্ধু হবে।'

'আমরা তো বন্ধু হয়েই গেছি,' ওকে বলল ফেন।

পরীক্ষা শেষ করল তাইতা। এরই মধ্যে জরায়ুর সন্তানের ক্ষীণ আভা লক্ষ করতে পেরেছে ও। বাবার অশুভ প্রবৃত্তির ছাপ রয়েছে তাতে।

উঠে পোশাক ঠিক করে নিল সিদুদু। 'বাচ্চাটা আছে, তাই না, ম্যাগাস?' ওর হাসি ম্লান হয়ে এলো, আবার হতাশ দেখাল ওকে।

'এই পরিস্থিতিতে দুঃখের সাথেই বলতে হচ্ছে, হ্যাঁ।'

'গত দুটি চাঁদ বাদ গেছে আমার।'

'এখানে একমাত্র ভালো দিকটি হচ্ছে, খুব বেশি দূরে যাওনি তুমি। এমন প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের পক্ষে ভ্রূণটাকে খসানো কঠিন হবে না।' উঠে কামরার

অন্য প্রান্তে চলে গেল ও, ওখানে ওর ডাক্তারির ব্যাগ রাখা। 'তোমাকে একটা আরক খেতে দেব। খুবই জোরাল ওষুধ, বমি হবে তোমার, নাড়িভুঁড়ি উঠে আসতে চাইবে। কিন্তু আবার সাথে সাথে জিনিসটাকে নিচে ঠেলে দেবে।' একটা মুখ বন্ধ শিশি থেকে মাটির বাটিতে সবুজ পাউডারের ডোজ মেপে নিল ও। উত্তপ্ত পানি মেশাল। 'ঠাণ্ডা হয়ে এলেই খেয়ে নেবে, ধরে রাখার চেষ্টা করতে হবে,' ওকে বলল ও।

জোর করে তরলটুকু খাওয়ার সময় সিদুদুর পাশে বসে রইল ওরা, একবারে এক ঢোক করে খাচ্ছে, তেতো স্বাদের কারণে মুখ বাঁকা করে ফেলছে। শেষ করার পর কিছুক্ষণ বসে রইল ও। হাঁপাচ্ছে, বমির বেগে বেঁকেচুরে যাচ্ছে। অবশেষে শান্ত হয়ে এলো ও। 'এবার ঠিক হয়ে যাব আমি,' কর্কশ কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল।

'আজ রাতে তোমাকে আমাদের সাথে এখানেই ঘুমাতে হবে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ফেন। 'আমাদের সাহায্য লাগবে তোমার।'

একেবারে মাঝরাতের অন্ধকারে সিদুদুর গোঙানির শব্দ ওদের জাগিয়ে তুলল। মাদুর থেকে লাফিয়ে উঠে বাতি জ্বালল ফেন। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল সিদুদুকে, আড়ষ্ট হয়ে উবু হয়ে যাওয়া মেয়েটাকে পাশের ছোট ঘরের রাতের পাত্রের কাছে নিয়ে গেল। সিদুদু পেট উগড়ে দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তেই জায়গামতো পৌঁছুতে পারল ওরা। প্রবল বেগে তরল উগড়ে দিল ও। ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ওর আড়ষ্টভাব ও যন্ত্রণা আরও প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। পটের উপর চেষ্টা চালিয়ে গেল ও। ওর পাশে রইল ফেন। আড়ষ্ট ভাব চরম হয়ে উঠলে ওর পেট মালিশ করে দিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওর ঘর্মাক্ত মুখ আর বুক ভেজা ন্যাকড়ায় মুছে দিচ্ছে। ঠিক চাঁদ অস্ত যাবার পর আগের সমস্ত খিঁচুনির চেয়েও মারাত্মক এক খিঁচুনিতে কেঁপে উঠল সিদুদুর পুরো শরীর। চরম অবস্থায় ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে উঠল ও। 'হে আইসিস মাতা, আমাকে বাঁচাও! আমার সব অপরাধ মাফ করো!' লুটিয়ে পড়ল সে, পরিশ্রান্ত, পটের নিচে করুণ আকারের একটা রক্তাক্ত পিণ্ডের মতো পড়ে আছে। টাটকা পানি আর লিনেন কাপড়ে সিদুদুর শরীর পরিষ্কার করে দিল ফেন। ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে আবার মাদুরের কাছে নিয়ে এলো। পট থেকে ভ্রূণটাকে তুলে সাবধানে ধুয়ে নিল তাইতা, তারপর একটা টাটকা লিনেন কাপড়ে মুড়ে নিল। ছেলে না মেয়ে বোঝার মতো যথেষ্ট বড় হয়ে ওঠেনি ওটা। ভ্রূণটা আস্তাবল প্রাঙ্গণে নিয়ে এলো ও, মেরেনকে ডাকল সাহায্য করার জন্যে, তারপর আঙ্গিনার কোণের একটা পাথর তুলে জমিনে একটা গর্ত খুড়ল ওরা। বান্ডিলটা পুঁতে রাখল সেখানে।

মেরেন পাথরের টুকরোটা আবার জায়গামতো বসানোর পর শান্ত কণ্ঠে তাইতা বলল, 'মা আইসিস, এই আত্মার দিকে খেয়াল রেখো। বেদনা ও ঘৃণায় এর ধারণ হয়েছিল। গ্লানি ও ভোগান্তিতে অবসান ঘটেছে। এই জীবনের জন্যে ছিল না সে।

পবিত্র মাতা, তোমার কাছে মিনতি করি, পরকালে ছোট্ট প্রাণটাকে আরও করুণার সাথে দেখো।'

নিজের ঘরে ফেরার পর অনুসন্ধিৎসু চোখে ওর দিকে তাকাল ফেন। 'চলে গেছে,' বলল তাইতা। 'রক্তক্ষরণ অচিরেই থেমে যাবে, কয়েক দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে সিদুদু। চিন্তা বা ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

'কেবল ওর গায়ে হাত তোলা বদ লোকটা বাদে,' ওকে মনে করিয়ে দিল ফেন।

'ঠিক। তবে সে একা নয়, আমাদের সবাইকেই ক্যাপ্টেন ওনকাকে সমঝে চলতে হবে।' মাদুরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে সিদুদুর পরিশ্রান্ত চেহারা পরখ করল ও। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ও। 'ওর কাছে থেকো, ফেন। তবে যতক্ষণ সম্ভব ঘুমাতে দাও ওকে। আরও কিছু ব্যাপার দেখতে হবে আমাকে।'

ঘর থেকে বের হয়েই নাকোন্তো ও ইম্বালিকে ডেকে পাঠাল তাইতা। 'আমরা যেখানে শিম্পাঞ্জিগুলোকে মেরেছি সোজা সেখানে চলে যাও, বনে ছাড়িয়ে দাও লাশগুলো, তারপর প্যাকহর্স খুঁজে বের করে শুয়োরগুলোকে ফেলে দাও। ছোঁড়া তীরগুলো খুঁজে বের করো, ওখানে আমাদের উপস্থিতির সব রকম চিহ্ন মুছে ফেল। শেষ করে ফিরে এসো।' ওরা চলে গেলে মেরেন আর হিলতোকে বলল, 'কর্নেল তিনাত বলেছিল সর্দার বিলতো মুতাঙ্গিতে তার এজেন্ট। তিনাতের কাছে সব খবর পৌঁছে দেবে সে। গোপনে বিলতোর কাছে চলে যাও। তিনাতকে খবর দিতে বলবে যে, সিদুদু এখন আমাদের সাথে আছে–' আরও কিছু বরতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায় অনেকগুলো ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ কানে এলো। গ্রামের ভেতরে জোরাল চিৎকার শোনা যেতে লাগল। তারপর আঘাতের আওয়াজ, নারীকণ্ঠের কান্নার শব্দ আর বাচ্চাদের চিৎকার কানে এলো।

'দেরি হয়ে গেছে,' বলল তাইতা। 'সৈনিকরা এসে গেছে। সিদুদুর খোঁজ করছে ওরা, কোনও সন্দেহ নেই।'

'ওকে লুকিয়ে রাখতে হবে,' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মেরেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আস্তাবলের আঙ্গিনার পাথরে পেরেক বসানো জুতোর আওয়াজ ও তারপর দরজার গায়ে ধাক্কার আওয়াজ কানে এলো। খাপ থেকে তলোয়ারটা আধাআধি বের করে আনল মেরেন।

'সুপ্রিম কাউন্সিলের নামে বলছি, খোল!' ওনকার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

'তলোয়ার তুলে রাখ,' শান্ত কণ্ঠে মেরেনকে বলল তাইতা। 'দরজা খুলে ঢুকতে দাও ওদের।'

'কিন্তু সিদুদুর কী হবে?' ভেতরের ঘরের দরজার দিকে তাকাল মেরেন। ওর চোখে মুখে হতাশা।

'ফেনের বুদ্ধির উপর ভরসা রাখতে হবে,' জবাব দিল তাইতা। 'ওনকা সত্যিকার অর্থে সন্দিহান হয়ে ওঠার আগেই দরজা খুলে দাও।' কামরার ওপাশে গিয়ে অর্গল খুলে দিল মেরেন। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওনকা।

'আরে, ক্যাপ্টেন ওনকা যে!' ওকে স্বাগত জানাল তাইতা। 'কী সৌভাগ্য, অপ্রত্যাশিতভাবে তোমার দেখা পেয়ে গেলাম!'

অনেক কষ্টে চেহারা ঠিক রাখল ওনকা। 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, ম্যাগাস, কিন্তু আমরা একটা নিখোঁজ মেয়ের খোঁজ করছি। মেয়েটার মাথায় গোলমাল আছে, সম্ভবত প্রলাপ বকছে।'

'কত বয়স তার, দেখতে কেমন?'

'বয়স কম, সুন্দরী। তাকে দেখেছেন?'

'দুঃখিত দেখিনি,' মেরেনের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল তাইতা। 'কর্নেল, এই বর্ণনার সাথে মেলে এমন কাউকে দেখেছ?'

'দেখিনি,' মিথ্যা কথা বলায় তেমন পটু নয় মেরেন, সন্দিহান দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ওনকা। 'ম্যাগাস ও তার ঘরে নাক গলানোর আগে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারতে,' জোর গলায় বলল মেরেন।

'আবারও ক্ষমা চাইছি,' বলল ওনকা, তবে মোটেই আন্তরিক দেখানোর চেষ্টা করছে না সে। 'কিন্তু ব্যাপারটা জরুরি, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার উপায় ছিল না। আমি কি ঘরের ভেতরটা একবার দেখতে পারি?'

'বুঝতে পারছি, তুমি যা চাইবে সেটাই করবে,' হাসল তাইতা। 'জলদি শেষ করো, তারপর আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও।'

ভেতর ঘরের দরজার দিকে ছুটে গেল ওনকা। পাল্লা খুলে ভেতরে ঢুকল।

ওকে অনুসরণ করে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল তাইতা। মেঝের মাঝখানে রাখা মাদুর আর কম্বলের স্তূপের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওনকা। তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওল্টাল ওগুলো। কেউ নেই ওগুলোর তলায়। চোখ রাঙিয়ে কামরার চারপাশে তাকাল সে, তারপর চট করে কিউবিকলের কাছে গিয়ে রাতের পাত্রের দিকে চোখ চালাল। চোখমুখ কুঁচকে ফিরে এলো শোবার ঘরে। ফের চারপাশে নজর বোলাল। আগের বারের চেয়ে অনেক সাবধানে।

দোরগোড়ায় তাইতার পেছনে এসে দাঁড়াল মেরেন। 'খালি!' বলে উঠল ও।

'অবাক হয়েছ মনে হচ্ছে?' পাঁই করে ওর দিকে ঘুরল ওনকা।

'মোটেই না,' নিজেকে সামলে নিল মেরেন। 'আমি শুধু ম্যাগাসের কথাই নিশ্চিত করছি।'

এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল ওনকা, তারপর আবার তাইতার দিকে মনোযোগ দিল। 'আপনি জানেন, আমি কেবল আমার দায়িত্ব পালন করছি, ম্যাগাস। সমস্ত বাড়িঘর তল্লাশি শেষে আমার উপর নির্দেশ আছে আপনাকে দুর্গে

নিয়ে যাবার, ওখানে অলিগার্করা আপনাকে স্বাগত জানাবেন। দয়া করে সাথে সাথে রওয়ানা দেওয়ার জন্যে তৈরি থাকবেন।'

'ঠিক আছে। এত গভীর রাতে ব্যাপারটা সুবিধাজনক নয়, কিন্তু সুপ্রিম কাউন্সিলের নির্দেশ মেনে নিচ্ছি।'

ওরা চলে যাওয়ার সাথে সাথে অন্তর্চক্ষু খুলল তাইতা। কামরার দূরের কোণে দুটো আলাদা আভা জ্বলজ্বল করতে দেখল। আভাজোড়ার উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করতেই ফেন ও সিদুদুর অবয়ব ফুটে উঠল। বাম হাতের ভাঁজে সিদুদুকে বাঁচানোর ঢঙে ধরে রেখেছে ফেন। অন্য হাতে তাইতার তালিসমানের সোনার টুকরোটা ধরে আছে। নিজের আভাকে ম্লান আভায় দমিয়ে রেখেছে ও। আতঙ্কে নাচছে সিদুদুর আভা, জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আড়াল করার মন্ত্র দিয়ে সেটা চেপে রাখতে পেরেছে ফেন। ফেনের চোখের দিকে তাকিয়ে বায়বীয় সঙ্কেত পাঠাল ও। 'ভালো কাজ দেখিয়েছ। যেমন আছো সেভাবেই থাকো। নিরাপদ মনে করার পর মেরেনকে তোমাদের কাছে পাঠাব। ও তোমাদের আরও ভালো কোনও জায়গায় নিয়ে যাবে।'

বার্তা পেয়ে ফেনের চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে গেল। জবাব দেওয়ার সময় আবার সংকীর্ণ হয়ে এলো। 'তোমার কথামতোই করব। ওনকাকে বলতে শুনেছি সুপ্রিম কাউন্সিল তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমরা দূরে থাকার সময় তোমার জন্যে সতর্ক থাকব আমি।'

আরও কয়েক মুহূর্ত ফেনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল তাইতা। ফেনের নিরাপত্তার কথা ভেবে মনের সমস্ত উদ্বেগ আড়াল করার আপ্রাণ চেষ্ট করে গেল, ভালোবাসা আর নিরাপত্তার বোধ জাগানোর প্রয়াস পেলো। বিশ্বস্ততার সাথে হাসল ফেন, ওর আভা আবার স্বাভাবিক আগুনে সৌন্দর্য ফিরে পেলো। ডান হাতে তালিসমান ধরে ওর উদ্দেশে আশীর্বাদের একটা ভঙ্গি করল ফেন।

'লুকিয়ে থাকো,' আবার কথাটা বলে ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলো ও।

বৈঠকখানায় একা অপেক্ষা করছিল মেরেন। কিন্তু ওনকা ও তার দলবলের বাড়ির পেছনে তাণ্ডবলীলা চালানোর শব্দ পেলো তাইতা। 'ভালো করে শোনো, মেরেন।' ওর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল তাইতা। 'ফেন আর সিদুদু এখনও আমার ঘরেই আছে।' কথা বলার জন্যে মুখ খুলল মেরেন, কিন্তু হাত তুলে ওকে চুপ থাকার ইঙ্গিত করল ও। 'নিজেদের উপর আড়াল করার মন্ত্র প্রয়োগ করেছে ফেন। আমি ওনকার সাথে অলিগার্কদের সমনের জবাব দিতে দুর্গের পথে রওয়ানা হয়ে যাবার পর ওদের কাছে যেতে পারবে। বিলতোর মারফত তিনাতের কাছে খবর পাঠাতে হবে তোমাকে। মেয়েদের অবস্থা কতটা নাজুক হয়ে দাঁড়িয়েছে, ওকে জানাবে। আমি দূরে থাকার সময় ওদের জন্যে আরও নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে ওকে। লম্বা সময়ের জন্যে দূরে থাকতে হতে

পারে আমাকে। আমার ধারণা অলিগার্করা সাথে সাথে আবার আমাকে মেঘ-বাগিচায় পাঠাবে।' মেরেনকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'খুব জরুরি প্রয়োজনে বা আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেলে ফেনের সাথেই কেবল বায়বীয় যোগাযোগ রাখব আমি। তার আগে তুমি আর তিনাত জাররি থেকে পালানোর সব ব্যবস্থা করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, ম্যাগাস।'

'আরেকটা কথা, সৎ মেরেন। ইয়োসের সাথে না জেতার সমস্ত সম্ভাবনাই আছে আমার। অন্যদের মতো আমাকেও শেষ করে ফেলতে পারে সে। যাদের বন্দি করেছে। তেমন কিছু ঘটলে, সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই ফেনকে জানাব। আমাকে উদ্ধার করার কোনও চেষ্টা করতে যাবে না। ফেন ও দলের বাকি সবাইকে নিয়ে অবশ্যই জাররি থেকে পালাবে। কারনাকে ফিরে যাবার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, কী ঘটেছে সব জানাবে ফারাওকে।'

'ঠিকাছে, ম্যাগাস।'

'জীবন দিয়ে ফেনকে পাহারা দেবে। জীবন্ত অবস্থায় ওকে ইয়োসের ফাঁদে পড়তে দেবে না। কী বোঝাতে চেয়েছি বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি, ম্যাগাস। হোরাস আর ত্রয়ীর কাছে প্রার্থনা করি যেন তার কোনও দরকার না হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেন ও সিদুদুকে রক্ষা করব।'

হাসল তাইতা। 'হ্যাঁ, আমার পুরোনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু। হয়তো সিদুদুই সেই যার জন্যে দীর্ঘদিন অপেক্ষায় আছো।'

'আমাকে রাজকুমারী মেরিকাকার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে ও, যখন তার প্রেমে পড়েছিলাম,' সহজ কণ্ঠে বলল মেরেন।

'সিদুদুর বয়ে আনা সব আনন্দ এবং তারচেয়েও বেশি কিছু পাওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে,' ফিসফিস করে বলল তাইতা। 'যাকগে, এখন জলদি করো। ওই, ওনকা আসছে।'

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল ওনকা। বিরক্তি গোপন করার কোনওই চেষ্টা করছে না।

'পেয়েছ?' জানতে চাইল তাইতা।

'আপনি জানেন, পাইনি,' আবার শূন্য শোবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওনকা, সন্দিহান চেহারায় উঁকি দিল ভেতরে। তারপর প্রবল ক্রোধে মাথা নেড়ে ফিরে এলো তাইতার কাছে। 'আমাদের এখুনি দুর্গের পথ ধরতে হবে।'

'অলিগার্করা আমাকে মেঘ-বাগিচায় পাঠালে গরম কাপড় নিতে হবে আমার।'

'সে ব্যবস্থা করা হবে,' বলল ওনকা। 'চলুন।'

মেরেনের উর্ধ্ববাহুতে চাপ দিয়ে বিদায় জানাল তাইতা। 'সিদ্ধান্তে অটুট থাকবে, বুকে সাহস রাখবে।' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। তারপর ওনকার পেছন পেছন

আস্তাবলের আঙ্গিনার দিকে পা বাড়াল। ওনকার এক লোক জিন পরানো একটা বে মেয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছিল। থমকে দাঁড়াল তাইতা। 'আমার মেয়ার উইন্ডস্মোক কই?' জানতে চাইল ও।

'সহিসরা বলেছে খোঁড়া হয়ে গেছে ওটা, ওটার পিঠে চাপা যাবে না,' জবাব দিল ওনকা।

'রওয়ানা দেওয়ার আগে ওকে দেখব।'

'সম্ভব নয়। দেরি না করে আপনাকে দুর্গে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে আমার উপর।'

আরও কিছু সময় তর্ক করল তাইতা, কিন্তু ফায়দা হলো না। হতাশ দৃষ্টিতে মেরেনের দিকে তাকাল ও।

'উইন্ডস্মোকের দিকে খেয়াল রাখব আমি, ম্যাগাস। আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

অচেনা ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল তাইতা, গেট হয়ে বের হয়ে গেল ওরা।

পরদিন মাঝসকালের দিকে অলিগার্কদের প্রাসাদে পৌঁছুল ওরা। আবারও তাইতাকে অ্যান্টি চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হলো। গরম পানির একটা বেসিন রয়েছে ওখানে, ওটার পানিতে হাত মুখ ধুয়ে নিল ও, প্রাসাদের এক ভৃত্য পরিষ্কার লিনেনের তোয়ালে নিয়ে অপেক্ষা করছিল। একই ভৃত্য মসলাদার মুরগির মাংস আর এক বাটি লাল মদের খাবার দিল ওকে।

তারপর ওকে সুপ্রিম কাউন্সিলের দরবারে নিয়ে যেতে পরিচারক হাজির হলো। যারপরনাই সম্মানের সাথে মঞ্চের ঠিক নিচে, কামরার সামনের দিকে একটা চেয়ারে বসানোর ব্যবস্থা করল ওকে। সাবধানে চারপাশে চোখ বোলাল তাইতা, তারপর চামড়ার পর্দার দিকে মনোযোগ দিল। ইয়োসের কোনও চিহ্ন পেলো না। এবার দীর্ঘ অপেক্ষার জন্যে নিজেকে স্থির করে নিল ও, শরীর শিথিল করে ফেলল।

অবশ্য অল্প খানিকক্ষণ পরে প্রহরীরা সার বেঁধে ঢুকে মঞ্চের নিচে অবস্থান নিল। অলিগার্কদের আগমন ঘোষণা করল পরিচারক। 'সুপ্রিম কাউন্সিলের সম্মানিয় প্রভুদের প্রতি দয়া করে সম্মান দেখান।'

তাইতা আনুগত্য প্রকাশ করলেও পর্দার পেছন থেকে অলিগার্করা ঢোকার সময় চোখের পাতার আড়াল থেকে ওদের উপর নজর রাখল। আবারও লর্ড আকেরের নেতৃত্বে এসেছে ওরা। মাত্র দুজনকে দেখে বিস্মিত হলো তাইতা। লর্ড ক্যাইথরকে দেখা যাচ্ছে না। আকের ও তার সঙ্গী যার যার টুলে বসল, তৃতীয় টুলটা খালি রইল।

হাসল আকের। 'আপনাকে স্বাগত। দয়া করে বসুন, ম্যাগাস। আপনি সমগোত্রীয়দের মাঝেই আছেন।'

একথায় বিস্মত হলো তাইতা। তবে সেটা প্রকাশ না করার চেষ্টা করল। সোজা হয়ে গদিতে হেলান দিল ও। 'তুমি মহানুভব, লর্ড আকের,' বলল ও।

আবার হাসল আকের। তারপর পরিচারক ও প্রাসাদ প্রহরীদের দল নায়ককে তলব করল। 'আমরা একা থাকতে চাই। দয়া করে আমাদের ছেড়ে চলে যাও, তলব না করা পর্যন্ত আসবে না। অচেনা কেউ যেন আড়ি পেতে না শুনতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখো।'

বর্শার হাতল আঁকড়ে ধরল প্রহরীরা, তারপর সার বেঁধে বেরিয়ে গেল। ওদের অনুসরণ করল পরিচারক। পিছন ফিরে হাঁটছে, তার গোটা শরীর প্রণামের ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে আছে।

ওরা বেরিয়ে যাবার পর বিশাল দরজাগুলো বন্ধ হওয়ামাত্র আবার কথা বলল আকের। 'আমাদের গত সাক্ষাতের সময় আপনার সাথে অভিজাত এক-তাংয়ের [illegible]

আমরা, আন্তরিকভাবে একমাত্র সত্যি দেবীর কাছে পথ নির্দেশনার জন্যে প্রার্থনা করেছি, অচিরেই যাঁর নাম আপনার কাছে প্রকাশ করা হবে।'

এই আনুকূল্যে মাথা নোয়াল তাইতা।

বলে চলল আকের। 'আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে পরলোকগত সভাসদের শূন্য স্থানে আসীন হওয়ার মতো একজন সম্মানিত লোকই আছেন। আপনি। গালালার তাইতা।'

আবার মাথা নোয়াল তাইতা, কিন্তু এইবার সত্যিই বাকহারা হয়ে গেল ও।

আন্তরিক কণ্ঠে বলে চলল আকের। 'মহাসভার সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে লর্ড তাইতা উপাধিতে ভূষিত করা হবে আপনাকে।' আবার মাথা নোয়াল তাইতা। 'তবে আপনার নির্বাচনের বেলায় একটা সীমাবদ্ধতা আছে। সভার সদস্যদের পূর্ণাঙ্গ ও স্বাস্থ্যবান হওয়াটা বাধ্যতামূলক। লর্ড তাইতা, আপনার নিজের দোষের কারণে না হলেও একটা মারাত্মক ত্রুটিতে ভুগছেন যা আপনাকে এই পদের অয়োগ্য করে দিয়েছে। অবশ্য, এটা চূড়ান্ত কোনও ব্যাপার নয়। আপনার উত্তরসুরি কর্নেল ক্যাম্বিসেসকে মেঘ-বাগিচায় চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হয়েছিল, তবে সেটা তার যোগ্যতার বলে নয়। এই ধরনের অসাধারণ চিকিৎসার সুযোগ কেবল আমাদের সমাজের বিশেষ যোগ্য লোকদের জন্যেই তুলে রাখা। চিকিৎসার বিপুল খরচের একটা দাম ধরা কঠিন। পরে এ সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারবেন। নিচু বা মাঝারি পদের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সাধারণভাবে এই সুযোগ পায় না। সম্ভাবনার অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনাকে বিশ্বাস করানোর লক্ষ্যে কর্নেল ক্যাম্বিসেসকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই প্রদর্শনী না দেখানো হলে নির্ঘাৎ আপনি সংশয় প্রকাশ করতেন এবং খুব সম্ভবত অংশ নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন।'

'তোমার কথা সম্পূর্ণ ঠিক। তবে মেরেন ক্যাম্বিসেসকে বেছে নেওয়ায় আমি খুশিই হয়েছি।'

'আমরাও,' সায় দিল আকের, তবে ঠিক বিশ্বাসযোগ্য ঠেকল না। 'এখন আর সেটা প্রাসঙ্গিক নয়। প্রাসঙ্গিক হচ্ছে, সার্জনরা আপনাকে পরীক্ষা করে দেখেছে। মহাসভার একজন অভিজাত ও নির্বাচিত সদস্য হিসাবে আপনি এই বিশেষ চিকিৎসার উপযুক্ত। মেঘ-বাগিচার সার্জনদের আপনার আগমনের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনাকে স্বাগত জানাতে তাদের প্রস্তুতি অনেক দূর এগিয়েছে। একারণেই আপনাকে জানাতে দেরি হয়ে গেছে। এমনি কাজের প্রস্তুতিতে সময় লাগে, তবে বীজ তোলা হয়ে গেছে। সার্জনরা আপনার অপেক্ষা করছে। আপনি কি সুযোগটা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন?'

চোখ বুজে আঙুলের ডগায় চোখ টিপে ধরে ভাবল তাইতা। আমাদের সম্পূর্ণ কাজটাই এর উপর নির্ভর করছে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ও। এছাড়া ইয়োসকে আক্রমণ করার মতো কাছাকাছি যাওয়ার অন্য কোনও রাস্তা নেই। অবশ্য ডাইনীর সুবিধার স্বার্থেই এই সভা সাজানো হয়েছে। আমার সফল হওয়ার সম্ভাবনা রেশমের

সুতোর মতোই ক্ষীণ। পরিণতি জানার কোনও উপায় নেই, তবে অবশ্যই বিপদকে বেছে নিতে হবে। একমাত্র নিশ্চয়তা হচ্ছে ডাইনীর বিষে সবকিছু সিক্ত। সুতরাং এটা অশুভই নয় বরং মহাবিপর্যয়কর হবে। বিবেকের সাথে যুদ্ধ করার সময় হাত দিয়ে চোখের পাতা ডলতে লাগল ও। আমি কি কোনও বদমতলব যুক্তিযুক্ত করার চেষ্টা করছি? কাজটা করলে সেটা কি ফারাও বা মিশরের স্বার্থে হবে নাকি ব্যক্তি তাইতা ও তার নিষ্ঠুর আত্ম-মূল্যায়নের স্বার্থে? দুটো কারণেই। এটা সত্যর পক্ষে মিথ্যার বিপক্ষে, তবে আমার ও ফেনের জন্যেও। পরিপূর্ণ পুরুষ কেমন জানতে ইচ্ছে করে আমার। ওকে এমন আবেগের সাথে ভালোবাসতে চাই যা আমার খোদ আত্মাকেই শেষ করে ফেলার হুমকি সৃষ্টি করেছে।

হাত নামিয়ে চোখ খুলল ও। 'আমি প্রস্তুত,' বলল ও।

'সাবধানতার সাথে জবাব দিয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন আপনি, তবে আপনার সিদ্ধান্তে আমি খুশি হয়েছি। আজ রাতে আপনি আমাদের প্রাসাদের সম্মানিত অতিথি হবেন। সকালে পাহাড়ের উদ্দেশে নতুন জীবনের পথে যাত্রা করবেন।'

পরদিন সকালে ওরা যখন রওয়ানা হলো তখন প্রচণ্ড তুফান চলছে। ঢাল বেয়ে উপরে ওঠার সাথে সাথে নিষ্করুণভাবে তাপমাত্রা কমে আসতে লাগল। চামড়ার জোব্বায় গোটা শরীর ঢেকে ওনকার ঘোড়ার ছায়ামূর্তি অনুসরণ করছে তাইতা, পথের উপর ঘূর্ণী খাওয়া তুষার ও বরফের মেঘে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ওটা। আগের চেয়ে বেশ দীর্ঘ লাগছে এবারের যাত্রা, তবে অবশেষে তুষার ঝড়ের ভেতর দিয়ে সুড়ঙের মুখ উদয় হতে দেখল ওরা। এমনকি সুড়ঙ মুখের পাহারাদার ট্রগগুলোও বাতাসের ঝাপ্টায় উবু হয়ে আছে। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় তাইতার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করল ওরা। তুষারে ভারি হয়ে গেছে ওদের চোখের পাতা। স্বস্তির সাথে ওনকাকে অনুসরণ করে সুড়ঙে ঢুকল ও, নাগালের বাইরে চলে এলো ঝড়ের।

পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা, স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার থেকে বের হয়ে উষ্ণ সূর্যের আলোর কম্পিত রশ্মির মাঝে হাজির হলো। সুড়ঙের বাইরের ট্রগদের পাশ কাটিয়ে এসে নিচের মেঘ- বাগিচার নজর-কাড়া দৃশ্য বিছিয়ে থাকতে দেখল। ওই মোহনীয় জ্বালামুখে বরাবরের মতোই চেতনা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠা টের পেল তাইতা। বনের ভেতর দিয়ে পরিচিত পথ ধরে এগোচ্ছে এখন, শেষ প্রান্তে ধোঁয়া ওঠা নীলাভ হ্রদের সৈকতে পৌঁছে গেল। বালুকাবেলায় শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে কুমীরগুলো। এই প্রথম ওদের জলের বাইরে দেখতে পেয়ে হতবাক হয়ে গেল তাইতা: যতটা ভেবেছিল তারচেয়েও অনেক বড়। ঘোড়ার এগিয়ে যাওয়ার

আওয়াজে বাঁকা পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো ওগুলো, তারপর পানির কিনারায় গিয়ে নেমে গেল হ্রদের জলে, শান্ত ভঙ্গিতে ডুব দিল পানির নিচে।

ওরা আস্তবলের আঙ্গিনায় পৌঁছলে ভৃত্য ও সহিসের দল ওদের স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছিল। সহিসরা ঘোড়ার দায়িত্ব নিল। প্রধান পরিচারক তাইতাকে মেরেনের সাথে ও যে ঘরে ছিল সেখানেই নিয়ে গেল ওকে। আবারও তরতাজা পোশাক বিছিয়ে দেওয়া হলো ওর জন্যে। অগ্নিকুণ্ডে টাটকা আগুন জ্বলছে। গরম পানির বড় বড় জগ তৈরি।

'আশা করি সবকিছুই তৈরি ও আপনার পছন্দ মোতাবেক পাবেন, সম্মানিত ম্যাগাস। অবশ্যই আপনার কিছু প্রয়োজন হলে খালি ঘণ্টা বাজাবেন।' ইশারায় দরজার পাশে ঝুলন্ত ঘণ্টার দড়িটা দেখাল সে। 'সন্ধ্যায় ডাক্তার হান্নাহ আপনাকে তার খাস কামরায় রাতের খাবার খাওয়ার দাওয়াত করেছেন।' পেছন ফিরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল প্রধান পরিচারক, এক কদম পর পরই গভীর শ্রদ্ধায় নত হচ্ছে। 'সূর্যাস্তের পর আপনাকে নিয়ে যেতে আসব।'

গোসল সেরে বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়ল তাইতা, কিন্তু ঘুমাতে পারল না। ফের অস্থির উত্তেজনা ও অজানা এক ধরনের প্রত্যাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আগের মতোই, বুঝতে পারছে ও, এই শিহরণ ওর নিজের ভেতর থেকে আসছে না, বরং বাইরের উৎস থেকে আসছে। নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করল ও, কিন্তু তেমন একটা সফল হলো না। প্রধান পরিচারক ওকে নিতে এলো যখন, টাটকা টিউনিক পরে অপেক্ষা করছিল তাইতা।

ওকে স্বাগত জানাতে দারজায় হাজির হলো ডাক্তার হান্নাহ, যেন ওরা পুরোনো বন্ধু। ওর অভিজাত শ্রেণীতে উত্তরণের খবর পৌঁছে গেছে তার কাছে, তাইতাকে 'লর্ড তাইতা' সম্বোধন করল সে। সবার আগে মেরেনের খবর জানতে চাইল; মেরেনের অব্যাহত চমৎকার উন্নতির খবর দিলে দারুণ খুশি হয়ে উঠল। আরও তিনজন মেহমান ছিল নিমন্ত্রণে। ডাক্তার গিব্বা তাদের একজন। হান্নাহর মতোই আন্তরিকভাবে তাইতাকে সম্বোধন করল সে। বাকি দুজন অপরিচিত।

'এ হচ্ছে ডাক্তার আসেম,' বলল হান্নাহ। 'গিল্ডের একজন সম্মানিত সদস্য। অপারেশন ও ওষুধের বেলায় গুল্ম ও সব্জি ব্যবহারে বিশেষজ্ঞ।'

আসেম ছোটখাট মানুষ, প্রাণবন্ত বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার আভা থেকে তাইতা বুঝতে পারল লোকটা বিশাল জ্ঞানের অধিকারী একজন দীর্ঘায়ু, তবে মোহন্ত নয়।

'ডাক্তার রেইয়ের সাথেও পরিচয় করিয়ে দিই? ক্ষতিগ্রস্ত বা ছিঁড়ে যাওয়া স্নায়ু ও পেশী জোড়া লাগানোর বিশেষজ্ঞ। মানুষের শরীরের হাড়ের গঠন সম্পর্কে যেকারও চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে। বিশেষ করে খুলি আর দাঁত, মেরুদণ্ডের কশেরুকা ও হাত পায়ের হাড়। ডাক্তার আসেম আর ডাক্তার রেই আপনার অপারেশনে আমাকে সাহায্য করবে।'

রেই দেখতে রুক্ষ, প্রায় পুরুষালী চেহারা। তার হাতজোড়া শক্তিশালী। তাইতা বুঝতে পারল মহিলা পেশাগত দিক থেকে চতুর, একগুঁয়ে মানসিকতার।

ওরা বোর্ড ঘিরে স্থির হয়ে বসার পর উল্লাসমুখর হয়ে উঠল পরিবেশ, আকর্ষণীয় হয়ে উঠল কথোপকথন। ওদের উন্নত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলো তাইতা। ভৃত্যরা বাটিগুলো সব সময় ভরে রাখলেও সংযম বজায় রাখল ওরা, কেউই মদে চুমুক দেওয়া ছাড়া আর কোনও খাবার স্পর্শ করল না।

এক পর্যায়ে ওদের কথোপকথন পেশার নৈতিকতার প্রসঙ্গে বাঁক নিল। দূর প্রাচ্যের এক দেশ থেকে এসেছে রেই। কিন সম্রাট কীভাবে যুদ্ধে আটক বন্দিদের সার্জনদের হাতে তুলে দিতেন তার বর্ণনা দিল সে। বন্দিদের জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ ও পরীক্ষা করার উৎসাহ দিতেন তিনি। সমাবেশের প্রত্যেকেই স্বীকার গেল, সম্রাট নিশ্চয়ই দূরদৃষ্টির ও সমঝদার লোক ছিলেন।

'মানুষের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাধারণ গৃহপালিত পশুর চেয়ে মাত্র এক ধাপ উপরে,' যোগ করল হান্নাহ। 'প্রত্যেকেই জীবনের সব প্রয়োজনীয় উপকরণ পাচ্ছে নিশ্চিত করাই একজন ভালো শাসকের দায়িত্ব। আর বেশির ভাগ আরাম আয়েসই নির্ভর করে তার নিয়ন্ত্রণে থাকা উপকরণের উপর। তবে ব্যক্তির জীবন পবিত্র মূল্যের বলে তাকে যেকোনও মূল্যে রক্ষা করতে হবে, এটা ভাবলে চলবে না তার। একজন জেনারেলের যেমন যুদ্ধে জেতার স্বার্থে সেনাদলকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধায় ভুগলে চলে না, তেমনি সম্রাটকেও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের নিরীখেই জীবন বা মৃত্যু সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তথাকথিত মানবতার কৃত্রিম মানদণ্ডের ভিত্তিতে নয়।'

'আমি সম্পূর্ণ একমত, তবে আরেকটু যোগ করতে বলতে চাই,' বলল রেই। 'সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ব্যক্তির মূল্যকে হিসাবে নিতে হবে। কোনও দাস বা নিষ্ঠুর সৈনিককে কোনওভাবেই একজন সাধক বা বিজ্ঞানীর সাথে এক পাল্লায় মাপলে চলবে না, যার জ্ঞানের পেছনে হয়তো শত শত বছর লেগে গেছে। দাস, সৈনিক ও নির্বোধদের জন্মই হয়েছে মরার জন্যে। সেটা যদি তারা ভালো উদ্দেশ্যে করতে পারে, তাহলেই ভালো। অবশ্য সমাজে সাধক ও বিজ্ঞানীদের মূল্য অনেক বেশি, তাদের সম্মান দেখাতে হবে।'

'তোমার সাথে আমি একমত, ডাক্তার রেই। জ্ঞান আর বিদ্যাই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সারা দুনিয়ার সমস্ত সোনা-রূপার চেয়েও দামী,' বলল ডাক্তার আসেম। 'আমাদের বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তি প্রয়োগ ও মনে করার ক্ষমতা আমাদের অন্যান্য পশুর চেয়ে উন্নত করে তুলেছে, যাদের এইসব গুণের ঘাটতি রয়েছে তাদের সবার চেয়ে উপরে তুলে দিয়েছে। আপনার কী মত, লর্ড তাইতা?'

'এখানে কোনও স্পষ্ট বা নিশ্চিত সমাধান নেই,' সাবধানে জবাব দিল তাইতা। 'আমরা এনিয়ে অন্তহীনভাবে তর্ক করে যেতে পারি। তবে আমি বিশ্বাস করি, সবার জন্যে যা ভালো তাকে অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে হবে। তাতে ঠাণ্ডা মাথায় বিসর্জনের

প্রয়োজন হলেও। যুদ্ধে আমি লোকজনকে নেতৃত্ব দিয়েছি। আমি জানি ওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কতখানি তিক্ত হতে পারে। কিন্তু মুক্তি বা কল্যাণের প্রশ্নে ওদের নির্দেশ দিতে দ্বিধা করিনি।' ও কি বিশ্বাস করে সেটা নয়, ওরা যা শুনতে চাইছে সেটাই বলছে ও। মনোযোগ দিয়ে শুনছিল ওরা, শিথিল হলো; ওর প্রতি ওদের দৃষ্টিভঙ্গি যেন আরও পরিষ্কার ও উন্মুক্ত হয়ে উঠল। যেন পরিচয় পত্র দেখানোয় ওরা বাধা সরিয়ে ওকে নিজেদের দলে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

ভালো খাবার ও মদ থাকা সত্ত্বেও বেশিক্ষণ বসল না ওরা। সবার আগে উঠে দাঁড়াল গিব্বা। 'কাল অনেক সকালে উঠতে হবে আমাদের,' ওদের মনে করিয়ে দিল সে, হান্নাহকে ধন্যবাদ জানাতে উঠে দাঁড়াল সবাই। তারপর বিদায় নিল।

তাইতাকে বিদায় দেওয়ার আগে সে বলল, 'ওদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কারণ কাল সকালে ওরাই আমাকে সাহায্য করবে। আপনার উত্তরসুরির চেয়ে আপনার ক্ষত অনেক গভীর, ব্যাপক; সবচেয়ে বড় কথা, অনেক বছর কাজ করে ওরা সংহত হয়েছে। আমাদের হাতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি কাজ থাকবে। বাড়তি লোক আর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে আমাদের। তাছাড়া, কর্নেল ক্যাম্বিসেসের মতো এবার আপনার কোয়ার্টারে কাজ করতে পারব না। যেখানে প্রাথমিক পরীক্ষা করেছি, সেখানেই অপারেশন করতে হবে।' ওর হাত ধরে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল সে। 'কাল সকালে চূড়ান্ত পরীক্ষা ও আমাদের অপারেশনের কৌশল স্থির করতে অন্য সার্জনরা যোগ দেবে আমাদের সাথে। আপনার শান্তিময় রাত কামনা করছি, লর্ড তাইতা।'

তাইতাকে আবার ওর শোবার ঘরে নিয়ে যেতে অপেক্ষা করছিল প্রধান পরিচারক। প্যাসেজ আর গ্যালারির জটিল গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া পথের দিকে তেমন একটা নজর না দিয়েই তাকে অনুসরণ করল তাইতা। সন্ধ্যার কথোপকথন নিয়ে ভাবছিল ও, এমন সময় কান্নার শব্দে ভাবনায় ছেদ পড়ল। থমকে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনল। খুব বেশি দূর থেকে আসছে না। মেয়ের কান্না, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কান্নার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে দারুণ মরিয়া অবস্থায় পড়েছে সে। প্রধান পরিচারক তাকে নিবিড়ভাবে অনুসরণ না করে তাইতা থেমে গেছে বুঝতে পেরে ফিরে এলো।

'মেয়েটা কে?' জানতে চাইল তাইতা।

'ওগুলো অন্দরের দাসদের ঘর। সম্ভবত কাউকে অপরাধের শাস্তি দেওয়া হয়েছে।' নির্বিকারভাবে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'দয়া করে এসব নিয়ে মাথা ঘমাতে যাবেন না, লর্ড তাইতা। আপনার সামনে বাড়া উচিত।'

ব্যাপারটা নিয়ে কথা বাড়ানোয় কোনও যুক্তি পেলো না তাইতা। লোকটার আভা বলে দিচ্ছে সে দুর্ধর্ষ, স্রেফ উর্ধ্বতনদের হুকুমই তামিল করছে।

'পথ দেখাও,' সায় দিল তাইতা, কিন্তু এবার চলার পথ ভালো করে খেয়াল করে চলল। আমাকে ছেড়ে যাবার পর তল্লাশি চালাতে ফিরে আসব, সিদ্ধান্ত নিল ও। কিন্তু দ্রুত কাঁদতে থাকা মেয়ের ব্যাপারে ক্ষীণ হয়ে এলো ওর আগ্রহ। কোয়ার্টারে পৌঁছানোর আগেই মনে থেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল ভাবনাটা। মাদুরে শুয়ে রইল ও, প্রায় সাথে সাথে সহজ, ঝামেলাহীন ঘুমে তলিয়ে গেল।

ওনাশতা সারার প্রায় সাথে সাথেই হাজির হলো প্রধান পরিচারক। হান্নাহর কামরায় নিয়ে এলো তাইতাকে। এখানে চারজন সার্জনই ওর অপেক্ষায় ছিল। সাথে সাথে কাজ শুরু করল ওরা। তাইতার পক্ষে ব্যাপারটা অদ্ভুত, ওর সাথে আলোচনা করার বদলে ওকে কসাইয়ের দোকানের মরা মাংসের টুকরোর মতো দেখা।

প্রাথমিক পরীক্ষা শুরু করল ওরা, ওর পরিপাক ব্যবস্থার ফল, শ্বাসপ্রশ্বাসের গন্ধ, ত্বকের অবস্থা, পায়ের তলা তাচ্ছিল্য করছে না। ওর মুখ খুলে জিহ্বা, মাড়ী আর দাঁত পরখ করল ডাক্তার রেই। 'লর্ড তাইতার দাঁতগুলো ভালোই জীর্ণ ও ক্ষয়ে গেছে, ডাক্তার হান্নাহ। গোড়া ভালোভাবেই নষ্ট হয়ে গেছে। এর জন্যে নির্ঘাৎ যন্ত্রণা পোহাতে হচ্ছে তাকে। তাই না, মাই লর্ড?' তাইতার গোঙানি থেকে স্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না। আবার খেই ধরল রেই, 'শিগগিরই ওর স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করবে এগুলো, শেষ পর্যন্ত জীবনকেও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে। যত জলদি সম্ভব এগুলো ফেলে দিতে হবে, নতুন করে মাড়ীতে দাঁত বুনতে হবে।'

সাথে সাথে একমত প্রকাশ করল হান্নাহ। 'আমি এসব হিসাবে ধরেছি, সেজন্যে কুঁচকির ক্ষতিগ্রস্ত জায়গার পুনরুজ্জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সত্তার চেয়ে বেশি পরিমাণ সংগ্রহ করে রেখেছি। ওর মাড়ীতে ব্যবহারের জন্যে যথেষ্ট পাবে।'

অবশেষে ওর ক্ষতস্থানে পৌঁছল ওরা। ওর শরীরের নিম্নাংশের উপর ঝুঁকে পড়ল, নির্বীজ করা জায়গায় চাপ দিচ্ছে, স্পর্শ করছে। ক্যালিপার্স দিয়ে জায়গাটা মাপল রেই, ছোট ছোট সুন্দর করে আঁকা হিয়েরোগ্লাফিক হরফে প্যাপিরাসের স্ক্রোলে টুকে রাখল। কাজ করার সময় বিক্ষত জায়গাটা নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক ঢঙে বিস্তারিত আলোচনা চালিয়ে গেল ওরা।

'ক্ষতিগ্রস্ত সব টিস্যু সরিয়ে ফেলতে হবে। কাঁচা মাংসের স্তরে ঢুকে রক্তনালী উন্মুক্ত করতে হবে যাতে বেড়ে ওঠার জন্যে বীজ দৃঢ় ভিত্তি পায়,' ব্যাখ্যা করল হান্নাহ। তারপর রেইয়ের দিকে ফিরল। 'তুমি মূল স্নায়ুগুলো খুঁজে বের করে সেগুলোর অবশিষ্ট কার্যকারিতা বের করতে পারবে?'

স্নায়ুর শেষ প্রান্ত খোঁজার জন্যে একটা ব্রোঞ্জের সূঁচ ব্যবহার করল রেই। তার খোঁচাখুঁচির কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া রীতিমতো অত্যাচার হয়ে দাঁড়াল। যন্ত্রণা

তাড়াতে চট করে মন অবরুদ্ধ করে ফেলল তাইতা। ও কী করছে বুঝে গেল রেই, স্রেফ বলল, 'ব্যথা দমানোর ক্ষেত্রে আপনার শক্তিকে সম্মান করি, লর্ড তাইতা, তাতে আপনার অবস্থা বরং আরও ভালো হবে। অবশ্য, আমার পরীক্ষার সময় আপনাকে তা বাদ দিতে হবে। রুদ্ধ করে রাখলে আপনার শরীরের কোন অংশ মৃত এবং সরাতে হবে, আর কোন অংশটুকু আবার নির্মাণের জন্যে জীবিত আছে বুঝতে পারব না।'

হান্নাহর স্ক্যালপেল চলাতে সাহায্য করতে তাইতার তলপেটে কালো কালি দিয়ে রেখা আর প্রতীক আঁকল সে। সে ওটা নামিয়ে রাখার আগেই শত শত ছোট যন্ত্রণাদায়ক সূঁচের খোঁচায় রক্তাক্ত হয়ে গেল তাইতা। অত্যাচারের ফলে রীতিমতো ফ্যাকাশে, ঘর্মাক্ত হয়ে গেল ও। যখন সামলে নিল, তখন হান্নাহর উপসংহার নিয়ে আলোচনা করল চার সার্জন।

'আমরা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বীজ ব্যবহার করায় ভালোই হয়েছে। প্রথমে যেমন ভেবেছিলাম চিকিৎসার এলাকাটা তারচেয়ে অনেক বড়। নতুন দাঁতের জন্যে কাজে লাগানো সূঁচের সংখ্যা হিসাবে ধরলে আমরা তোলা সব বীজই লাগবে মনে হচ্ছে,' বলল হান্নাহ।

'আসলেও তাই। উন্মুক্ত এলাকাটা অনেক বড়। এর আগে আমরা যত জায়গা নতুন করে গঠন করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি সময় নেবে সেরে উঠতে। ক্ষতস্থানকে দূষিত না করে কীভাবে প্রস্রাব আর বর্জ্য বের করার ব্যবস্থা করা যায়?' জানতে চাইল গিব্বা।

'পায়ূপথ এখানে আসবে না, যথারীতি কাজ করে যাবে। অবশ্য ইউরেথ্রায় একটা তামার নল বসাতে হবে আমাকে। প্রথম দিকে তা প্রস্রাব বহন করবে, কিন্তু বীজ টিকে গিয়ে উন্মুক্ত এলাকা ঢেকে ফেললে অঙ্গের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা নিশ্চিত করতে সরিয়ে ফেলতে হবে।'

নিজেই প্রসঙ্গ হলেও বস্তুগত আগ্রহ দেখাতে পারল তাইতা, মাঝে মাঝে কিছু পরামর্শও দিল, অন্যরা স্বাগত জানাল সেটা। প্রক্রিয়ার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা শেষে শেষবারের মতো ওর সাথে কথা বলল আসেম: 'ব্যথা কমানোর মতো ভেষজ আছে আমার কাছে, কিন্তু সম্ভবত তার দরকার হবে না। ডাক্তার রেই আপনাকে পরখ করার সময় আপনার ব্যথা সামলানোর কায়দা দেখে অবাক হয়েছি। আপনি কি অপারেশনের সময় সেই একই কায়দা ব্যবহার করতে পারবেন, নাকি ওষুধটা ব্যবহার করতে হবে?'

'ওষুধটা যে বেশ কার্যকর তাতে আমার সন্দেহ নেই, তবে নিজেই ব্যথা সামলাতে চাই আমি,' বলল তাইতা।

'দারুণ মনোযোগ দিয়ে আপনার এই কৌশল লক্ষ করব।'

হান্নাহ যখন আলোচনার সমাপ্তি টানল তখন মাঝ বিকেলে হয়ে গেছে। নিজের কোয়ার্টারে ফিরে আসতে পারল তাইতা। হান্নাহর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে

সে বলল, 'ডাক্তার আসেমের বানানো বেদনা নাশক ওষুধটা একটা কাঁচের শিশিতে আপনার বিছানার পাশে রাখা থাকবে। এক বাটি উষ্ণ পানি দিয়ে খেয়ে নেবেন। আজ রাতে বা কাল সকালে আর কিছু খাবেন না। সকালে আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে কাজ শুরু করতে চাই আমি। যথেষ্ট সময় নিয়ে কাজ করতে হবে। কী ধরনের অপ্রত্যাশিত সমস্যার মোকাবিলা করতে হতে পারে তার কোনও ধারণা নেই আমাদের। তেলের কুপির আলো আমাদের কাজের জন্যে যথেষ্ট হবে না।'

'আমি তৈরি থাকব,' ওকে নিশ্চিত করল তাইতা।

পরদিন সকালে তাইতা যখন হান্নার কামরায় পৌঁছুল, ওর সার্জনদের দলটা সমবেত হয়ে কাজ শুরু করতে তৈরি। মেরেনের সাথে এর আগের দফা কাজের সময় চেনা দুজন নার্সিং অ্যাটেনডেন্ট পোশাক খুলতে সাহায্য করল ওকে। সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়ার পর পাথরের টেবিলে তুলে দিয়ে চিত করে শুইয়ে দিল ওকে। পিঠের নিচে শীতল, কঠিন ঠেকল পাথরটা, তবে বাতাস প্রীতিকরভাবে উষ্ণ, মেঝের নিচের গরম পানির নলের কারণে তপ্ত হয়ে আছে। চার জন ডাক্তারই কোমর পর্যন্ত নগ্ন, ওদের পরনে কেবল শাদা নেংটি। হান্নাহ ও রেইয়ের শরীরের উর্ধ্বাংশ ও স্তন অন্য তরুণীদের মতোই দৃঢ়, সুডৌল, ওদের ত্বক মসৃণ, কোঁচকানো নয়। তাইতা আন্দাজ করল নিজেদের এমনি অবস্থায় ধরে রাখতে নিশ্চয়ই প্রাচীন দক্ষতা কাজে লাগিয়েছে ওরা। নারী জাতির চিরন্তন অহঙ্কারের কথা ভেবে মনে মনে হাসল ও। তারপর আপনমনে চিন্তা করল: এখানে ছুরির অপেক্ষায় শুয়ে থেকে ওদের চেয়ে কম অহঙ্কারী আমি? হাসি বন্ধ করল ও, শেষবারের মতো কামরার চারপাশে নজর বোলাল। কাছেই আরেকটা মার্বল পাথরের টেবিলে অসংখ্য রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জের সার্জিকাল সারঞ্জাম স্তূপ করে রাখা দেখতে পেল। তার ভেতর টেবিলের উপর শাদা পাথরের উপর অন্তত পঞ্চাশটা চকচকে স্কেলপেল সাজানো দেখে অবাক হয়ে গেল ও।

ওর আগ্রহ লক্ষ করল হান্নাহ। 'তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি আমি,' ব্যাখ্যা করল সে। 'আপনার এবং আমার সুবিধার জন্যে।' কামরার দূর প্রান্তে আরেকটা ওঅর্ক টেবিলে বসা দুজন টেকনিশিয়ানের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওরা দক্ষ কাটলার। ধার কমার সাথে সাথে স্কেলপেলে শান দেবে ওরা। কাজ শেষ হওয়ার আগেই ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবেন আপনি।' সহকারীদের দিকে ফিরল সে। 'সবকিছু তৈরি থাকলে আমরা কাজ শুরু করতে পারি।'

তীক্ষ্ণ গন্ধঅলা তরলে তাইতার শরীরের নিম্নাংশ মুছে দিল দুই পুরুষ নার্স। সার্জনরাও একই তরলে কনুই অবধি হাত ধুলে নিল। তাইতার পাশে এসে দাঁড়াল ডাক্তার রেই। আগের দিন আঁকা তার নকশাগুলো মিলিয়ে গিয়ে কেবল আবছাভাবে

ফুটে আছে। সেগুলো নতুন করে আঁকল সে। তারপর হান্নাহকে পথ করে দিতে সরে দাঁড়াল।

'কাটাছেঁড়া শুরু করতে যাচ্ছি। লর্ড তাইতা, এবার দয়া করে ব্যথা সহ্য করার জন্যে নিজেকে স্থির করে নেবেন?'

লস্ত্রিসের মাদুলি আঁকড়ে ধরল তাইতা, ওর নগ্ন বুকে পড়েছিল ওটা। এক ধরনের কোমল কুয়াশায় নিজের মন আচ্ছন্ন করে ফেলল ও, ওর উপর ঝুঁকে থাকা চেহারাগুলো মুছে গিয়ে এক সময় স্রেফ আবছা রেখায় পরিণত হলো।

অদ্ভুতভাবে ওর কানে অনুরণিত হয়ে চলল হান্নাহর কণ্ঠস্বর। মনে হচ্ছে যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে: 'আপনি প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ, প্রস্তুত। শুরু করতে পারো।' হান্নাহ প্রথম ছুরি চালানোর সাথে সাথে এক ধরনের টানের অনভূতি বোধ করল ও। তবে অসহনীয় নয়। নিজেকে এমন একটা পর্যায়ে নামিয়ে আনল ও, যখন হান্নাহর স্পর্শ আর স্ক্যালপেলের কামড়ের কেবল আবছা অনুভূতি টের পেলো। সময় গড়িয়ে চলল। স্পর্শকাতর কোনও জায়গায় হান্নাহ কাজ করার সময় দুএকবার প্রবল হয়ে উঠল যন্ত্রণা। কিন্তু আরও গভীরে নেমে গেল তাইতা। ব্যথা কমলেই নিজেকে আবার ঠিক তলের নিচে তুলে আনছে, ওদের আলোচনা শুনছে, ফলে ওদের কাজের ধারা সম্পর্কে ধারণা করতে পারছে।

'খুব ভালো,' স্পষ্ট সন্তুষ্টির সাথে বলল হান্নাহ। 'ক্ষতিগ্রস্ত সব টিস্যু সরিয়ে ফেলেছি। এবার ক্যাথেটার ঢোকাব। শুনতে পাচ্ছেন, লর্ড তাইতা?'

'হ্যাঁ,' ফিসফিস করে বলল তাইতা, কানে প্রতিধ্বনি তুলল ওর নিজেরই কণ্ঠস্বর।

'যেমন আশা করেছিলাম তারচেয়ে ঢের ভালোই এগোচ্ছে সবকিছু। এবার নল বসাচ্ছি আমি।'

ওটার শরীরে প্রবেশ টের পেল তাইতা, কিঞ্চিত অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি, গোপন করার দরকার মনে করল না ও।

'এরই মধ্যে আপনার ব্লাডার থেকে টাটকা প্রস্রাব বের হতে শুরু করেছে,' বলল হান্নাহ। 'সবকিছু তৈরি আছে। আপনি আরাম করতে পারেন। ল্যাবেরেটরি থেকে বীজ আসার অপেক্ষা করছি আমরা।'

তারপর অনেকক্ষণ নীরবতা বজায় থাকল। নিজেকে আরও গভীর স্তরে নিয়ে গেল তাইতা, এখন কেবল পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ও। নীরবতা অব্যাহত রইল। কিন্তু নিজের মাঝে কোনওরকম সতর্কতা বা তাগিদ টের পাচ্ছে না। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর একটা অচেনা উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠল ও। একটা কণ্ঠস্বর কানে এলো, হান্নাহর কণ্ঠস্বর, জানা থাকলেও এখন ভিন্ন রকম শোনাচ্ছে: কোমল, ভয় বা অন্য কোনও জোরাল অনুভূতিতে কাঁপছে। 'এটাই আসল সত্তা,' বলল সে।

নিজেকে ব্যথা সহ্য করার মতো একটা স্তরে তুলে আনল তাইতা। চোখের পাতা সামান্য খুলে চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল। নিজের শরীরের উপর হান্নাহর হাত দেখতে পাচ্ছে। একটা অ্যালাবাস্টার পট ধরে রেখেছে ওগুলো, মেরনের চোখের জন্যে বীজসহ ঠিক এই রকমই একটা পট দেখেছিল ও, তবে এটা তুলনামূলকভাবে বড়। ওর দৃষ্টিপথ থেকে নিচে নামিয়ে নিল ওটা হান্নাহ। অ্যালাবাস্টার পট থেকে হান্নাহ উপকরণ তোলার সময় চামচের সাথে কর্কশ সংঘর্ষের আওয়াজ পেল তাইতা। খানিক পরে কুঁচকির কাছে উন্মুক্ত জায়গায় শীতল অনুভূতি বোধ করল, বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার সময় হালকা ছোঁয়া পেল। তারপরই ভিন্ন কিছু ধরা পড়ল ওর আধখোলা চোখে।

প্রথমবারের মতো বুঝতে পারল দূর দেয়ালের কাছে একটা অচেনা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে। নিঃশব্দে উপস্থিত হয়েছে ওটা, দীর্ঘ তবে মূর্তির মতো কাঠামো, আপাদমস্তক কোমল মসৃণ রেশমী পোশাকের আড়ালে রয়েছে সে। শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সাথে মানুষটার বুকের ক্ষীণ ওঠানামাই একমাত্র নড়াচড়া। পর্দার নিচের দেহ উদ্ধতভাবে নারীসুলভ, নিখুঁত আকার ও গঠন।

এক ধরনের বিস্ময় আর ভয়ের অপ্রতিরোধ্য বোধে আক্রান্ত হলো তাইতা। অন্তর্চক্ষু খুলে দেখতে পেল পর্দার আড়ালের অবয়বের কোনও আভা নেই। ওটা ইয়োস, নিশ্চিত হয়ে গেল ও, কোনও ছায়াময় প্রকাশ নয়, বরং খোদ ইয়োস, যার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছে ও।

উঠে তাকে চ্যালেঞ্জ করতে ইচ্ছা হলেও ঘোর থেকে পূর্ণ সজাগ হয়ে ওঠার চেষ্টা করার পরপরই ব্যথা প্রবল হয়ে উঠে ওকে ফেরত পাঠাল। কথা বলতে চাইল ও, কিন্তু জিভ দিয়ে কোনও আওয়াজই বের হলো না। কেবল তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছে ও। তারপর কপালের পাশে একেবারে কোমল একটা অনুভূতি হলো, আঙুল বোলানোর মতো। ওটা হান্নাহর হাত নয়, জানে। মনের ভেতর প্রবেশ করে ওর ভাবনা জানার চেষ্টা করছে ইয়োস। চট করে মানসিক বাধা তুলে তাকে হতাশ করল ও। কোমল স্পর্শ মিলিয়ে গেল। ওর বাধা টের পেয়েছে ইয়োস, দক্ষ তলোয়ারবিদের মতো জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। বদলা নিতে সে তৈরি, কল্পনা করল ও। ওর প্রতিরক্ষার প্রথম জটিল স্বাদ পেয়েছে সে। বুঝতে পারছে ইয়োসের উপস্থিতিতে ভীত ও শঙ্কিত হওয়া উচিত, তার শয়তানি, অশুভের বিরাট ওজনের কারণে বিতৃষ্ণা বোধ করা উচিত। কিন্তু তার বদলে জোরাল অস্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করছে। দিমিতার ওকে এই সৌন্দর্য আর তার দিকে চোখ ফেরানো সকল পুরুষের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল। নিজের প্রতিরক্ষা শক্ত রাখার চেষ্টা করল ও। কিন্তু তারপরও বুঝতে পারল তার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতে চাইছে ও।

ঠিক এই সময় টেবিলের পায়ের কাছে গিয়ে ওর দৃষ্টি রুদ্ধ করে দিল হান্নাহ। চিৎকার করে তাকে সরে যেতে বলতে চাইল ও, কিন্তু এখন ইয়োস সরাসরি

চোখের সামনে না থাকায় ওর নিয়ন্ত্রণ ফিরে এলো। মূল্যবান আবিষ্কার এটা। ও জানতে পেরেছে, ইয়োসের দিকে তাকিয়ে থাকলে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে সে। চোখ সরিয়ে নিলে আকর্ষণ, শক্তিশালী হলেও, অগ্রাহ্য করা যায়। চুপ করে ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইল ও, ব্যথাটাকে এমন একটা পর্যায়ে উঠে আসতে দিল যাতে ওর মাঝে ইয়োসের জাগিয়ে তোলা পাশবিক লালসা প্রতিরোধ করা যায়। এখন উন্মুক্ত ক্ষতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে হান্নাহ, হাতের স্পর্শের দিকে মনোযোগ দিল ও, গায়ে লিনেনের টুকরো বিছানো টের পেল। কাজ শেষে ওর পাশে এসে দাঁড়াল হান্নাহ। দূর দেয়ালের দিকে তাকাল ও। কিন্তু ইয়োস চলে গেছে। কেবল তার মানসিক সত্তার ক্ষীণ আভাস রয়ে গেছে, মূল্যবান সুগন্ধির মতো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে যেন এক ধরনের ধাওয়াকারী মিষ্টিভাব।

টেবিলের মাথার কাছে হান্নাহর জায়গা দখল করল ডাক্তার রেই। ওর মুখ খুলে চোয়ালের মাঝখানে কাঠের গেঁজ বসিয়ে দিল। ওর প্রথম দাঁতের উপর ফোরসেপ বসানো টের পেয়ে উপড়ানোর চেষ্টার আগেই ব্যথা আড়াল করল ও। দ্রুততার সাথে দাঁতগুলো তুলে ফেলল দক্ষ রেই। তারপর উন্মুক্ত ক্ষতস্থানে বীজ বসানোর পর সেলাই করে মুখ বন্ধ করাও টের পেল।

তাইতাকে পাথরের টেবিল থেকে তুলে আস্তে করে হালকা খাটিয়ায় তুলে দিল দুই পুরুষ নার্স। ওকে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে যাবার সময় পাশে পাশে এগোল হান্নাহ। ওর ঘরে পৌঁছালে ওকে নিরাপদে খাটিয়া থেকে আবার মাদুরে নামানো তদারক করল। ওর আরাম ও যত্নের ব্যবস্থা করল।

অবশেষে ওর পাশে মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসল। 'দিনরাত সারাক্ষণ একজন নার্স থাকবে আপনার পাশে। আপনার অবস্থার সামান্য অবনতি টের পাওয়ামাত্র আমাকে খবর দিতে ছুটে যাবে ওরা। আপনার কিছু লাগলে ওদের জানালেই চলবে। রোজ সকাল-সন্ধ্যা ব্যান্ডেজ পাল্টে কত দূর অগ্রগতি হলো দেখতে আসব।' ওকে বলল সে। 'সামনে কী অপেক্ষা করছে সেটা আপনাকে বলার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। আপনার উত্তরসুরির চোখে বীজ বপনের সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন। আপনিও ঘটনার ধারা জানেন–তিনদিন মোটামুটি যন্ত্রণাহীন কাটবে, ছয়দিনের যন্ত্রণা, অবশেষে দশম দিনে স্বস্তি। তবে কর্নেল ক্যাম্বিসেসের চেয়ে আপনার ক্ষত ঢের বড় বলে যন্ত্রণাও বেশি হবে। সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপনার সব দক্ষতার দরকার হবে।'

আরও একবার হান্নাহর পূর্বাভাস নির্ভুল প্রমাণিত হলো। প্রথম তিনটা দিন কেবল ছোটখাট অস্বস্তি নিয়ে কেটে গেল, পেটের গভীরে এক ধরনের ভোঁতা ব্যথা, জলত্যাগের সময় জ্বলন্ত অনুভূতি; মুখের ব্যথাটা আরও বেশি। মাটীতে রেইয়ের

সেলাইগুলো জিভ দিয়ে স্পর্শ না করে থাকা কঠিন হয়ে উঠল। কঠিন খাবার খেতে পারছে না ও, স্রেফ হালকা ভর্তা করা সব্জির ব্রোথ খাচ্ছে। অনেক কষ্টে কোনওমতে হাঁটতে পারছে। একজোড়া ক্রাচের ব্যবস্থা করে দিয়েছে ওরা, কিন্তু রাতে নাইটসয়েল পট ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে নার্সের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

হান্নাহ ড্রেসিং বদলাতে এলে তার কাজের সময় নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল একটা কোমল আঠাল একটা চল্টা ঢেকে রেখেছে ক্ষতস্থানটা। গাম-অ্যারাবিক গাছের বাকল কাটলে বা পুড়ে গেলে যেমন রস বের হয়ে আসে অনেকটা সেরকম লাগছে। ওটাকে না নাড়ানোর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করছে হান্নাহ, লিনেনের ব্যান্ডেজের সাথে যাতে না লাগে তাই ডাক্তার অসেমের দেওয়া একটা পিচ্ছিল মলমে ঢেকে দিল ওটা।

চতুর্থ দিন সকালে এমন প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে জেগে উঠল যে ব্যথা দমন করতে মানসিক শক্তি কাজে লাগানোর আগেই নিজের অজান্তে যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ করে উঠল ও। নার্সরা ছুটে এলো, সাথে সাথে ডাক্তার হান্নাহকে খবর দিল। সে আসার আগেই সমস্ত শক্তি এক করে যন্ত্রণাকে এমন মাত্রায় নামিয়ে আনল ও, যার ফলে বুদ্ধি ঠিক রেখে কথা বলতে পারল।

'এটা খারাপ,' বলল হান্নাহ। 'কিন্তু এমনটা হবে জানতেন আপনি।'

'এমন অভিজ্ঞতা জীবনেও হয়নি। মনে হচ্ছিল যেন গলন্ত সীসা পেটে ঢেলে দেওয়া হয়েছে,' ফিসিফিস করে বলল তাইতা।

'ডাক্তার আসেমকে মলম লাগিয়ে দিতে ডেকে পাঠাতে পারি।'

'না,' জবাব দিল তাইতা। 'একাই মানিয়ে নেব।'

'আরও ছয় দিন,' ওকে সতর্ক করল সে। 'বেশিও হতে পারে।'

'বেঁচে থাকব।' যন্ত্রণাটা ভয়াবহ, অবিরাম। ওর সমস্ত অস্তিত্ব ভরে তুলেছে ব্যথাটা। ইয়োস বা ফেনের কথা ভাবতে পারছে না। কেবলই যন্ত্রণা। জেগে থাকার সময়টুকুতে সর্বাত্মক প্রয়াসে যন্ত্রণা চেপে রাখতে পারছে ও। কিন্তু যখনই ঘুম হারিয়ে দিচ্ছে, ওর প্রতিরক্ষা ভেঙে পড়ছে, পূর্ণ শক্তিতে ফিরে আসছে আবার। ফুঁপিয়ে জেগে উঠছে ও, ব্যথার তীব্রতায় গোঙাচ্ছে। ডাক্তার আসেমকে তলব করার প্রলোভনের কাছে পরাস্ত হতে ইচ্ছে করে ওর, যাতে মাদক নিয়ে আসে সে, কিন্তু সম্পূর্ণ মানসিক ও শারীরিক শক্তি দিয়ে সেটা ঠেকায়। ঘোরের ভেতর নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকি বেদনার চেয়ে অনেক বেশি। ইয়োস আর মিথ্যার বিরুদ্ধে ওর দৃঢ় মনের জোরই একমাত্র অবলম্বন।

ছয়দিনের দিন ব্যথা বিদায় নিল, কিন্তু সাথে সাথে সে জায়গা দখল করে নিল প্রচণ্ড চুলকানি, যন্ত্রণাকে প্রতিরোধ করার চেয়েও অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়াল সেটা। ড্রেসিং ছিঁড়ে নখ দিয়ে মাংসে আঁচড় বসাতে ইচ্ছা করে ওর। কেবল হান্নাহ ব্যান্ডেজ

বদলাতে আসার সময়টুকুতেই সামান্য নিস্তার পায়। প্যাঁচানো ব্যান্ডেজ খুলে উষ্ণ ভেষজ মলম লাগানোর সময় শান্তি আর আরাম লাগে।

এতদিনে ওর তলপেট ঢেকে রাখা চল্টাটা কঠিন ও কালো হয়ে অ্যাযুর হ্রদের কুমীরের চামড়ার চেহারা পেয়েছে। শান্তির সময়গুলো খুবই সংক্ষিপ্ত। ডাক্তার হান্নাহ টাটকা লিনেনে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়ামাত্রই ফের পূর্ণ শক্তিতে শুরু হয় চুলকানি। প্রায় পাগল করে তোলে ওকে। এর কোনও শেষ নেই যেন। দিনের হিসাব গুলিয়ে ফেলল ও।

এক পর্যায়ে ওর কাছে এলো রেই। নার্স ওর চোয়াল হাঁ করে রাখলে মাঢ়ী থেকে সেলাই খুলে নিল সে। ক্ষতস্থানের প্রবল যন্ত্রণার কারণে এর কথা ভুলেই গিয়েছিল ও। অবশ্য, ওগুলোর প্রত্যাহারের ফলে পাওয়া সামান্য স্বস্তি ওর অটলতা জোরাল করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এক ধরনের স্বস্তির জোয়ার বোধ করল ও, গুঙিয়ে উঠল। ব্যথা ও চুলকানি চলে গেছে। এরপরের নেমে আসা শান্তি এতটাই আশীর্বাদময় যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল ও, পুরো এক রাত এক দিন স্থায়ী হলো এই উপশমের ঘুম। আবার জেগে উঠল যখন, দেখল ওর মাদুরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে হান্নাহ। ও ঘুমে থাকা অবস্থায় ব্যান্ডেজ খুলে নিয়েছে। এতই ক্লান্ত ছিল ও, মহিলা কী করছে, টেরটিও পায়নি। ও মাথা তুলে তাকাতেই কর্তৃত্বপরায়ণ হাসি দিল সে।

'ভালো হয়ে ওঠার সময়টাই সব সময় সবচেয়ে বিপজ্জনক পর্যায়, তবে এখানে তার কোনও চিহ্ন নেই। আপনার গায়ে জ্বর নেই। রোপিত বীজ গোটা এলাকায় মিশে গেছে। যন্ত্রণার সাগর পার হয়ে তীরে পৌঁছে গেছেন আপনি।' বলল সে। 'আপনার ক্ষতস্থানের গভীরতা ও বিস্তৃতির বিচারে আপনার সাহস ও শক্তি ছিল নজীরবিহীন, যদিও আপনার কাছ থেকে এরচেয়ে কম কিছু আশা করিনি। এখন ক্যাথেটার খুলে নিতে পারব আমি।'

সহজেই পিছলে বের হয়ে এলো তামার টিউবটা, আবারও আনন্দদায়ক হয়ে উঠল স্বস্তিটুকু। বিপদটা ওকে কতটা দুর্বল, পরিশ্রান্ত করে দিয়েছে বুঝতে পেরে অবাক হলো ও। হান্নাহ আর নার্সকে বসতে সাহায্য করতে হলো ওকে। নিজের শরীরের দিকে তাকাল ও। আগে থেকেই ছিপছিপে ছিল, কিন্তু এখন কঙ্কালসার অবস্থা হয়েছে ওর। মাংস যেন মিলিয়ে গেছে, পাঁজরের প্রতিটি হাড় মুখ বের করে আছে।

'দেখুন, চল্টাটা উঠে আসতে শুরু করেছে,' ওকে বলল হান্নাহ। 'দেখুন, কেমন করে কিনারা থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। দেখুন, নিচে কেমন সেরে উঠছে।' পুরোনো ও নতুন চামড়ার মিলনস্থলে আঙুল বোলাল সে। নিখুঁতভাবে মিশে গেছে দুটো। পুরোনো ত্বক অনেকটা ক্রিপে কাপড়ের মতো কুঁকড়ে আছে।

বেরিয়ে থাকা এক চিলতে নতুন ত্বক পলিশ করা আইভরির মতো মসৃণ, দৃঢ়। ওটার উপর জেগে ওঠা সূক্ষ্ম জমিন ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠছে। নিচে নাভী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। চল্টার মাঝখানে একটা ফোকর, যেখান থেকে কপারের ক্যাথেটার খুলে নিয়েছে হান্নাহ। জায়গাটা ডাক্তার আসেমের আরেকটা পুরু মলমে ঢেকে দিয়েছে হান্নাহ।

'নিচের নতুন টিস্যু নষ্ট না করেই চল্টা উঠে আসায় কাজ দেবে এই মলম,' ব্যাখ্যা করল সে। আবার ব্যান্ডেজ করে দিতে লাগল।

তার কাজ শেষ হওয়ার আগেই ডাক্তার রেই এলো কামরায়, তাইতার মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসল। ওর মুখে আঙুল ঢুকিয়ে দিল। 'কিছু ঘটছে এখানে?' জিজ্ঞেস করল সে। আগের গুরুগম্ভীর, পেশাদারী হাবভাবের তুলনায় মেয়েটার আচরণ শিথিল, বন্ধুত্বসুলভ।

তার আঙুলের কারণে তাইতার কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। 'একটা কিছু বেড়ে ওঠা টের পাচ্ছি। মাঢ়ীর নিচে কঠিন কিছু রয়েছে। স্পর্শ করলে ব্যথা লাগছে।'

'দাঁত ওঠার ব্যথা,' হেসে উঠল রেই। 'এখন দ্বিতীয় শৈশব পার করছেন আপনি, মাই লর্ড তাইতা।' তাইতার মুখের ভেতর দিকে হাত চালিয়ে হেসে উঠল আবার। 'হ্যাঁ, আক্কেল দাঁতসহ পুরো সেট। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা দেবে। তখন রস আর ব্রথ ছাড়াও শক্ত জিনিস চিবিয়ে খেতে পারবেন।'

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফিরে এলো রেই। পলিশ করা রূপার একটা আয়না নিয়ে এসেছে সাথে। ওটার তলটা এত মসৃণ যে তাইতার মুখের ফুটিয়ে তোলা প্রতিবিম্ব কিঞ্চিত বিকৃত দেখাল। 'যেন আরব সাগর থেকে আসা মুক্তোর মালা,' তাইতা প্রথমবারের মতো সদ্য গজানো দাঁতের দিকে তাকালে বলল সে। 'সম্ভবত অনেক বছর আগে গজানো সেই প্রথম সারি দাঁতের চেয়ে অনেক বেশি সমান ও সুন্দর।' যাওয়ার আগে সে বলল, 'আয়নাটা আমার তরফ থেকে উপহার হিসাবে গ্রহণ করুন। আমি নিশ্চিত অল্প দিনের মধ্যেই ওটা দিয়ে আরও অনেক কিছু দেখতে পাবেন।'

তাইতার তলপেটের চল্টার শেষ টুকরোগুলো সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাওয়ার আগে আরও একবার চাঁদ পূর্ণতা পেল, ক্ষয়ে গেল। এখন স্বাভাবিক খাবার খাচ্ছে ও, হারিয়ে যাওয়া মাংস ফিরে পাচ্ছে। রোজ দীর্ঘ ছড়ির সাহায্যে নৈপূণ্য ও শক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে গড়ে তোলা অনেকগুলো ব্যায়াম করে ও। একটা খাবারের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে ডাক্তার আসেম যাতে প্রচুর পরিমাণ গুল্ম ও সব্জি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সবকিছুই বেশ উপকারী প্রমাণিত হচ্ছে। গালের চেপে যাওয়া অংশ ভরাট হয়ে উঠেছে, গায়ের রঙ এখন অনেক স্বাস্থ্যকর। ওর কাছে মনে হচ্ছে হারানো মাংসপেশীর জায়গায় নতুন জন্মানো পেশী অনেক বেশি দৃঢ় ও শক্তিশালী। অচিরেই ক্রাচ ছেড়ে থেমে বিশ্রাম ছাড়াই হ্রদের কিনারে হাঁটতে সক্ষম হয়ে উঠল

ও। তবে ওকে একাকী স্যানিটোরিয়ামের বাইরে যেতে দেয় না হান্নাহ। পুরুষ নার্সদের একজন থাকে সাথে। শক্তি ফিরে পাওয়ার সাথে সাথে লাগাতার নজরদারি ও নিষেধাজ্ঞা মেনে নেওয়া দারুণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। ক্রমবর্ধমানহারে একঘেয়েমীতে ভুগতে শুরু করল ও, অস্থির বোধ করছে। হান্নাহকে জিজ্ঞেস করছে, 'কবে আমাকে সেল ছেড়ে বাইরে যেতে দেবে?'

'আপনি পুরোপুরি সেরে না ওঠা পর্যন্ত অলিগার্করা আপনাকে এখানে রাখতে বলেছে। তবে, আপনার দিনগুলো নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। সময় কাটাতে সাহায্য করার মতো একটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনাকে।' ওকে স্যানেটোরিয়ামের লাইব্রেরিতে নিয়ে গেল সে। মূল কমপ্লেক্স থেকে বেশ খানিকটা দূরে ওটা। বড়সড় একটা দালান, পরস্পর লাগোয়া অসংখ্য কামরার সমষ্টি। চার দেয়ালের প্রত্যেকটায় একটা করে শেল্ফ একেবারে ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। প্যাপিরাসের স্ক্রল ও মাটির ফলকে ঠাসা।

'আমাদের শেল্ফে বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার হাজারেরও বেশি লেখা রয়েছে,' সগর্বে বলল হান্নাহ। 'বেশির ভাগই অনন্য, এগুলোর অন্যকোনও অনুলিপি নেই। অর্ধেক পড়ে শেষ করতেও স্বাভাবিক আয়ু লেগে যাবে।' ধীর পায়ে কামরায় হেঁটে বেড়াতে লাগল তাইতা, চলার পথে হয়তো একটা স্ক্রল বা মটির ফলক তুলে নিচ্ছে, বিষয় বস্তুতে চোখ বোলাচ্ছে। মূল কামরার দরজা একটা ভারি ব্রোঞ্জের অর্গল দিয়ে আটকানো। তীর্যক দৃষ্টিতে হান্নাহর দিকে তাকাল ও।

'দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মাই লর্ড, ওই বিশেষ কামরায় প্রবেশাধিকার ও ওখানে রাখা সমস্ত সংস্করণের অধিকার কেবল গিল্ডের সদস্যদের জন্যে তুলে রাখা,' বলল সে।

'বুঝতে পারছি,' ওকে আশ্বস্ত করল তাইতা, তারপর যেসব ঘর পার হয়ে এসেছে পেছন ফিরে সেগুলোর দিকে তাকাল। 'এটাই নির্ঘাৎ সভ্য মানুষের সংগ্রহ করা জ্ঞানের সবচেয়ে মূল্যবান ভাণ্ডার।'

'আপনার ধারণার সাথে আমি একমত, মাই লর্ড। এখানে আপনাকে মুগ্ধ কার মতো অনেক কিছুই পাবেন। এসব আপনার মনকে চাঙা করে তুলবে, এমনকি হয়তো দার্শনিক চিন্তাভাবনার নতুন পথও খুলে দিতে পারে।'

'নিশ্চিতভাবেই সুযোগটা কাজে লাগাব আমি।' পরে সপ্তাহগুলোয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইব্রেরিতে কাটাল তাইতা। কেবল উঁচু ছাঁদ গলে নেমে আসা আলো পড়ার পক্ষে বেশি ক্ষীণ হয়ে এলেই মূল ভবনের নিজের কোয়ার্টারের পথ ধরে।

একদিন সকালে নাশতা শেষ হলে দরজার বাইরে এক আগন্তুক ওর সাথে দেখা করতে অপেক্ষায় আছে জানতে পেরে যুগপৎ বিস্মিত ও বিরক্ত হলো ও। 'কে তুমি?' অধৈর্য সুরে জানতে চাইল। লাইব্রেরিতে গিয়ে মহাজাগতিক ভ্রমণ ও যোগাযোগের উপর লেখা স্ক্রোলটা পড়তে অধীর হয়ে ছিল ও। গত কয়েক দিনে ওর পূর্ণ মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে ওটা।

'ডাক্তার হান্নাহর হুকুমে এসেছি আমি,' ক্রমাগত প্রণাম করে আর দেঁতো হেসে বলল বেঁটে লোকটা। 'আপনার নাপিত।'

'তোমার সন্দেহাতীত নিপূণ সেবার কোনওই প্রয়োজন নেই আমার,' চট করে বলল তাইতা, ওকে ঠেলে বের হয়ে যেতে চাইল।

ওর পথ আটকে দাঁড়াল নাপিত। 'দয়া করে শুনুন, মাই লর্ড। ডাক্তার হান্নাহ খুব জোর করেছেন। আপনি ফিরিয়ে দিলে আমার খুব সমস্যা হবে।'

দ্বিধা করল তাইতা। যতদূর মনে করতে পারে নিজের চেহারা নিয়ে কখনওই তেমন একটা মাথা ঘামায়নি ও। বলতে গেলে প্রায় কোমর পর্যন্ত নেমে যাওয়া লম্বা চুল আর রূপালি দাড়িতে হাত চালাল ও। নিয়মিত ধুয়ে আঁচড়ালেও লাগামহীন অবিন্যস্তভাবে বেড়ে উঠতে দিয়েছে। সত্যি বলতে ডাক্তার রেই'র কাছ থেকে গোপন উপহার হাতে পাওয়ার আগ পর্যন্ত ওর কাছে একটা আয়নাও ছিল না। সন্দিহান চোখে নাপিতের দিকে তাকাল ও। 'আমার ধারণা, আলকেমিস্ট না হলে এই তুচ্ছ জিনিসকে কোনওভাবেই সোনায় পরিণত করতে পারবে না তুমি।'

'দয়া করে অন্তত চেষ্টা করে দেখতে দিন, মাই লর্ড। নইলে ডাক্তার হান্নাহ নাখোশ হবেন।'

বেঁটে নাপিতের ভীতি হাস্যকর। নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর হান্নাহকে নিদারুণ ভয় পায়। ওর পক্ষে যতটা সম্ভব সৌজন্যের সাথে তাকে মেনে নিল তাইতা। 'বেশ, ঠিক আছে, কিন্তু জলদি।'

ওকে টেরেসে নিয়ে গেল নাপিত। আগেই এখানে রোদে একটা টুল পেতে রেখেছিল সে। সরঞ্জাম হাতের কাছেই ছিল। প্রথম কয়েক মিনিট পেরুনোর পর তার কাজের কায়দা দারুণ আরামপ্রদ আবিষ্কার করল তাইতা। শিথিল হয়ে গেল ও। নাপিত চুল দাড়ি আঁচড়ে কাটার সময় লাইব্রেরিতে ওর অপেক্ষায় থাকা স্ক্রোলের কথা ভাবতে লাগল তাইতা। আগের দিন পড়া বিভিন্ন অংশ মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখল। আপনমনে সিদ্ধান্তে পৌঁছুল যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখকের জ্ঞান একেবারেই ভাসা ভাসা; সুযোগ পেলেই তাতে ওর নিজস্ব বাদ পড়া উপাদান যোগ করবে। তারপর ফেনের কথা ভাবতে শুরু করল ও। অনেক মনে পড়ছে ওকে। কেমন আছে ও, সিদুদুর কী হয়েছে, এসব ভাবল ও। রাস্তার পাথরে শরতের ঝরা পাতার মতো ঝরে চলা পাকা চুলদাড়ির দিকে নজরই নেই।

অবশেষে বেঁটে নাপিত মুখের সামনে একটা বিরাট আয়না ধরে চিন্তায় বাদ সাধল। 'আশা করি আমার কাজ আপনাকে খুশি করবে।'

চোখ পিটপিট করল তাইতা। ধাতুর অমসৃণ সমতলের কারণে ওর প্রতিবিম্ব বিকৃত ও কাঁপতে লাগল; সহসা স্থির হয়ে এলো ওটা। যা দেখল তাতে রীতিমতো হতচকিত হয়ে গেল। ওর দিকে উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা চেহারাটা চিনতে রীতিমতো কষ্ট হলো। যতদূর মনে করতে পারে, তার চেয়ে ঢের বেশি তরুণ

দেখাচ্ছে। নাপিত ওর চুল কাঁধ পর্যন্ত ছেঁটে তারপর চামড়ার ফিতেয় মাথার পেছনে ঝুঁটি বেঁধে দিয়েছে। ওর দাড়ি ছেঁটে চৌকো আকার দিয়েছে সে।

'আপনার খুলির আকার খুবই ভালো,' বলল নাপিত। 'ভুরু চওড়া আর ঘন। দার্শনিকের মাথা। যেভাবে পেছনে আপনার চুল আঁচড়ে দিয়েছি, সবচেয়ে ভালোভাবে আভিজাত্যটুকু ফুটে উঠেছে। আগে আপনার দাড়ি চোয়ালের শক্তি আড়াল করে রেখেছিল। ছোট করে ছাঁটায়, আমি যেভাবে করেছি, তাতে সেটা বেড়ে গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে।'

তরুণ বয়সে নিজের চেহারা নিয়ে বেশ খুশিই ছিল তাইতা। সেই সময় তা খানিকটা পুরুষত্বহীনতা পুষিয়ে দিয়েছিল। এখন দেখতে পাচ্ছে, এত দিন পরেও, চেহারা পুরোপুরি খোয়ায়নি ও।

ফেন অবাক হয়ে যাবে, ভাবল ও। আনন্দের সাথে মৃদু হাসল। আয়নায় ঝিকিয়ে উঠল ওর নতুন দাঁত। চোখের অভিব্যক্তি দ্রুততর হয়ে উঠল। 'ভালো কাজ দেখিয়েছ,' সায় দিল ও। 'এমন তুচ্ছ মাল দিয়ে এমন অসাধারণ কাজ সম্ভব ভাবিনি।'

সেদিন সন্ধ্যায় হান্নাহ ওর সাথে দেখা করতে এলে চিন্তিত চেহারায় ওর চেহারার বৈশিষ্ট্য পরখ করল। 'অনেক আগেই আমি ধরে নিয়েছিলাম যে প্রেম বিলাসে অযথা সময় নষ্ট না করে অন্য কাজের মতো কাজে মাথা খাটালেই ভালো,' বলল সে। 'কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কোনও কোনও মেয়েমানুষ কেন আপনাকে সুদর্শন সুপুরুষ ভাবতে পারে, মাই লর্ড। আপনি অনুমতি দিলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বার্থে সতর্কতার সাথে নির্বাচিত গিল্ডের কয়েকজন সদস্যকে আপনার সাথে পারিচয় করিয়ে দিতে চাই যাতে আপনি কী পেয়েছেন তার একটা ধারণা পায়।'

'তুমি ও তোমার সহকর্মীরা যা পেয়েছে,' শুধরে দিল তাইতা। 'অন্তত এটুকু সৌজন্য পাওনা আছো তুমি।'

কয়েকদিন পরে হান্নাহর অপারেটিং রুমে এলো ও। তাড়াহুড়ো করে লেকচার রুমে পরিণত করা হয়েছে ওটাকে। পাথুরে টেবিলের সামনে টুলগুলো অর্ধবৃত্তাকারে বসানো হয়েছে। গিব্বা, রেই ও আসেমসহ আটজন নারীপুরুষ আসন গ্রহণ করেছে।

তাইতাকে টেবিলের কাছে নিয়ে এলো হান্নাহ, ছোট দর্শকমণ্ডলীর মুখোমুখি বসতে বলল ওকে। শুরু থেকে ওর সেবা করা সার্জনরা ছাড়া এদের সাথে আগে পরিচয় হয়নি তাইতার। মেঘ-বাগিচায় ওর দীর্ঘ দিন অবস্থানের কথা ভাবলে ব্যাপারটা বিস্ময়করই লাগে। নিশ্চয়ই স্যানিটোরিয়াম ওর ধারণার চেয়েও বিশাল এলাকা জুড়ে অবস্থিত; কিংবা অন্যান্য বিভাগগুলো মূল ভবন থেকে বিচ্ছিন্ন ও লাইব্রেরির মতো বনে লুকানো। তবে সবেচেয়ে বেশি সম্ভাবনা, মেঘ-বাগিচার বেশির এলাকাই এখনও ইয়োসের অপ-শিল্পকর্মের কারণে ওর কাছে থেকে আড়াল করে রাখা। ছেলেমানুষি ধাঁধার মতো বাক্সের ভেতর বাক্স লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

নবাগতদের একজন মেয়ে। বাকিরা পুরুষ। সবাইকেই বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য বিজ্ঞানী মনে হচ্ছে। তাইতাকে চরম তোষামুদে ভঙ্গিতে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর ওর চিকিৎসার বর্ণনা দিল হান্নাহ। তাইতার পুরোনো ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত ফেলে মাঢ়ীতে নতুন দাঁতের বীজ বপন করার বর্ণনা দিল রেই। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিদের এক এক করে নতুন দাঁত পরখ করতে বলল। গোটা পরীক্ষার সময় নিরাসক্ত চেহারায় বসে রইল তাইতা, ওদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিল। ওরা আবার টুলে বসলে ওর পাশে দাঁড়াল এসে হান্নাহ।

তাইতার নির্বীজকরণ ও ক্ষতের গভীরতার ব্যাখ্যা দিল। শ্রোতারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মেয়ে বিজ্ঞানী বিশেষভাবে আলোড়িত হয়ে স্পষ্ট ভাষায় সহানুভূতি জানাল।

'তোমার উদ্বেগের জন্যে ধন্যবাদ,' জবাব দিল তাইতা। 'তবে অনেক কাল আগের ঘটনা এটা। বছরের পরিক্রমায় সেই স্মৃতি ফিকে হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেদনাদায়ক স্মৃতি চাপা দেওয়ার এক ধরণের কৌশল রয়েছে মানুষের মনের।' সায় দিয়ে মাথা দোলাল ওরা।

প্রস্তুতিমূলক বিভিন্ন পরীক্ষা ও অপারেশনের প্রস্তুতির বিবরণ দিল হান্নাহ।

তাইতা ভেবেছিল গ্র্যাফটিংয়ের জন্যে ফসল তোলা ও বীজ লাগানোর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবে। এই ব্যাপারে অজ্ঞ রাখা হয়েছে ওকে, ব্যাখ্যা জানতে অধীর উৎসাহ বোধ করছে ও। কিন্তু হতাশার সাথে লক্ষ করল তেমন কোনও প্রয়াসই পেল না সে। দর্শকরা এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল, ধরে নিল ও, সম্ভবত নিজেদের কাজেও একই কৌশল কাজে লাগায় ওরা। যাহোক, অপারেশনের বর্ণনা দিতে শুরু করল হান্নাহ: কীভাবে বিক্ষত টিস্যু একেবারে ভিত্তি থেকে কেটে সেখানে গ্রাফট বীজ বপন করেছে। সহকর্মীরা অসংখ্য অনুসন্ধানী, শিক্ষামূলক প্রশ্ন রাখল, বিস্তারিত উত্তর দিল সে। শেষে ওদের বলল, 'তোমরা সবাই জানো, লর্ড তাইতা সর্বোচ্চ পর্যায়ের ম্যাগাস, তাছাড়া বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক ও নিজস্ব অবস্থানে একজন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকও বটে। তার পুরুষাঙ্গের পুনর্গঠন ছিল অস্বাভাবিকভাবে একান্ত ও স্পর্শকাতর ব্যাপার। বলাবাহুল্য, অনেক যন্ত্রণার মোকাবিলা করতে হয়েছে তাঁকে। এসবই ছিল তাঁর মতো অসাধারণ ব্যক্তির মর্যাদা ও গোপনীয়তার উপর এক ধরনের বিশাল ভার। তাসত্ত্বেও তিনি আমাদের পরীক্ষা ও তার ফলাফল মূল্যায়ন করতে দিয়েছেন। আমি নিশ্চিত, আমরা মেনে নেব যে এটা তার পক্ষে কোনওভাবেই সহজ সিদ্ধান্ত ছিল না। এ সুযোগ পাওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।'

অবশেষে তাইতার দিকে ফিরল সে। 'আপনার অনুমতি চাইছি, লর্ড তাইতা।'

মাথা দুলিয়ে টেবিলের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ও। এগিয়ে এসে হান্নাহর উল্টোদিকে টেবিলের পাশে দাঁড়াল গিব্বা। তাইতার টিউনিকের হেম ওঠাল ওরা। 'ভালো করে দেখতে আরও কাছে আসতে পারো,' দর্শকদের বলল হান্নাহ। টুল ছেড়ে টেবিলের চারপাশে একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে দাঁড়াল ওরা।

এমনি দর্শনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলে ওদের পরীক্ষার অধীনে বিশেষ কোনও লজ্জা বোধ করল না তাইতা। হান্নাহ বক্তব্য শুরু করার পর কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে নিজের শরীরের দিকে তাকাল ও।

'নতুন ত্বক কীভাবে ক্ষতস্থান ঢেকে ফেলেছে দেখতে পাবে। বয়ঃসন্ধির পুরুষের শরীরে যেমনটা আশা করা যায় এর পেলবতা ও স্থিতিস্থাপকতা ঠিক তেমনি। স্পর্শ করলে বুঝতে পারবে গোটা মাংসল ঢালটা কোমরের হাড়ের উপর মাংসের একটা আস্তরণ সৃষ্টি করেছে। সাধারণভাবে বিকাশটা দশ বছরের বালকের মতো। অপারশেনের কয়েক সপ্তাহর মধ্যেই এই অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।' টেবিলের উপর দিয়ে একমাত্র নারী দর্শকের দিকে তাকাল সে। 'ডাক্তার লাসুলু, নিজের হাতে পরীক্ষা করে দেখতে চাও?'

'ধন্যবাদ,' বলল মহিলা। দেখে মনে হচ্ছে পঁয়ত্রিশের কোঠায় হবে তার বয়স, কিন্তু তাইতা ওর আভা পরখ করলে দেখা গেল ব্যাপারটা প্রতারণামূলক, আসলে আরও বেশি বয়স তার। গম্ভীর হাবভাব আসলে তার আসল স্বভাব তুলে ধরে না। এক ধরনের কামুক ভাব রয়েছে ওর। পরখ করল সে। 'হ্যাঁ,' অবশেষে বলল। 'নিখুঁতভাবে গঠিত বলেই মনে হচ্ছে। আপনি কোনও শিহরণ বোধ করছেন, লর্ড তাইতা?'

'হ্যাঁ।' কর্কশ শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

'আপনার বিব্রত হওয়ার প্রয়োজন নেই, মাই লর্ড। আপনাকে অবশ্যই ডাক্তার হান্নাহর ফিরিয়ে দেওয়া পুরুষালি অংশ উপভোগ করতে হবে। এর মাঝে আনন্দ ও গৌরব পেতে হবে। কীভাবে আপনাকে খেলাচ্ছি বুঝতে পারছেন?'

'খুবই পরিষ্কার,' আরও কর্কশ হয়ে উঠেছে তাইতার কণ্ঠস্বর। এই অনুভূতি ওর আগের যেকোনও অনুভূতিকে ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষুদে বাড়তি এই অংশটুকু যোগ হওয়ার পরের সংক্ষিপ্ত সময়ে ওটাকে খুবই সাবধানতা ও যত্নের সাথে ব্যবহার করে এসেছে ও। স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক ডাকের কারণে একান্ত বাধ্য হলেই কেবল ব্যবহার করেছে। এমনকি তখনও ওর স্পর্শ ছিল আনাড়ী, অদক্ষ। ডাক্তার লাসুলুর মতো নৈপূণ্য বা দক্ষতার কিছুই ছিল না।

'অঙ্গগুলো পুরোপুরি সংগঠিত হয়ে ওঠার পর কী রকম ফল আশা করছ?' ডাক্তার হান্নাহকে জিজ্ঞেস করল ডাক্তার লাসুলু।

'একটা বাচ্চা ছেলের বেলায় যতটা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব তারচেয়ে বেশি নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। তবে আশা করছি, শেষ পর্যন্ত আদি অঙ্গের খুব কাছাকাছি একটা অনুকৃতি হয়ে উঠবে ওগুলো।'

'খুবই কৌতূহলোদ্দীপক,' বিড়বিড় করে বলল ডাক্তার লাসুলু। 'তোমার কি মনে হয়, আগামীতে কোনও এক সময়ে আদি অঙ্গের চেয়ে উন্নত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্মাণ সম্ভব হতে পারে? যেমন ধরো, নিখুঁত নমুনা দিয়ে একটা থ্যাঁতলানো পা বা কাটা

ঠোঁট বদলানো; অস্বাভাবিক ছোট শিশ্নকে বড় শিশ্ন দিয়ে পাল্টানো? কাজটা কি অসম্ভব?'

'অসম্ভব? না, ডাক্তার, কোনও কিছুই অসম্ভব নয়, যতক্ষণ না সেটা প্রমাণ করতে পারছ। আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলেও আমার পরে যারা আসবে তারা নিশ্চয়ই সফল হবে।'

আরও খানিকক্ষণ স্থায়ী হলো ওদের আলোচনা, তারপর কথা রেখে তাইতার দিকে মনোযোগ দিল লাসুলু। এখনও ওর অঙ্গে হাত বোলাচ্ছে। এখন তাকে খুশি মনে হচ্ছে। 'ওহ, বেশ ভালো,' বলল সে। 'জিনিসটা কার্যকর। এটাই আসলে তোমার দক্ষতার প্রমাণ, ডাক্তার হান্নাহ। শেষ পর্যন্ত চরম পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে মনে করো? নাকি সে সময় এখনও হয়নি?' পূর্ণ মনোযোগের সাথে ওর শিশ্ন পরখ করল দুই মহিলা।

প্রশ্নটা নিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে ভাবল হান্নাহ। তারপর জবাব দিল। 'আমার ধারণা চরম পর্যায় যাওয়া সম্ভব হয়ে গেছে।

'আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। ডাক্তার, তুমি কী বলো?'

শীতল নৈর্ব্যক্তিক ঢঙে আলোচনা করে চলেছে ওরা। অবশ্য ডাক্তার লাসুলু হাতের সহজ সঞ্চালনে যেমন অনুভূতি সৃষ্টি করছে, রীতিমতো বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগল তাইতা। হাত বাড়িয়ে হাতটা সরিয়ে দিল ও। 'ধন্যবাদ, ডাক্তার,' বলল ও। 'আমরা সবাই ডাক্তার হান্নাহর শৈল্য চিকিৎসার দক্ষতায় মুগ্ধ হয়েছি। আমি তো বটেই। তাসত্ত্বেও, তুমি যে পরীক্ষার কথা বলছ সেটা আরেকটু কম লোকের সামনে হলেই ভালো হবে।' টিউনিকের স্কার্ট ঠিক করে উঠে বসল ও।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ডাক্তার লাসুলু। 'আপনার অনেক আনন্দ প্রত্যাশা করছি।' তার চোখের চাহনি থেকে পরিষ্কার যে ডাক্তার হান্নাহর মতো ফুর্তির দর্শনে বিশ্বাস করে না সে।

এখন বিশাল লাইব্রেরিতে যাবার সুযোগ মেলায় দ্রুত কেটে যাচ্ছে তাইতার সময়। হান্নাহ যেমন বলেছিল, ওখানে জমানো সম্পূর্ণ জ্ঞান রপ্ত করার জন্যে একটা মানুষের পূর্ণ আয়ু যথেষ্ট নয়। অদ্ভুতভাবে তালাবদ্ধ নিষিদ্ধ কামরার প্রতি কোনও কৌতূহল পুষে রাখেনি ও। রাতের ক্রন্দসী নারী ও অন্য অনেক অব্যাখ্যাত বিষয়ের মতো ভাবনাটা কেবল ওর স্মৃতির গভীরে কোথাও হারিয়ে গেছে।

পড়াশোনায় ব্যস্ত না থাকলে বেশির ভাগ সময়ই হান্নাহ, রেই ও আসেমের সাথে আলোচনায় সময় কাটায় ও। পালা করে ওকে অন্যান্য ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যায় ওরা, যেখানে আরও বেশ কিছু অনন্য সাধারণ পরীক্ষানিরীক্ষা করছে।

'উন্নত প্রত্যঙ্গ দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত ডাক্তার লাসুলুর প্রশ্ন মনে আছে?' জানতে চাইল ডাক্তার হান্নাহ। 'ধরুন, কল্পনা করা যাক, একজন সৈনিকের পা তাকে ঘোড়ার মতো দ্রুত ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাকে এক জোড়ার চেয়ে বেশি হাত করে দিতে পারলে কেমন হবে? এক হাতে তীর ছুঁড়বে, দ্বিতীয়টা দিয়ে যুদ্ধ কুড়োল হাঁকাবে, আর তৃতীয় জোড়া থাকবে তলোয়ার ঘোরানো আর বর্ম বইবার জন্যে। এমন একজন যোদ্ধার সামনে কিছুই টিকবে না।'

'চারখানা শক্তিশালী বাহু আর খুবই খাট পায়ের একজন দাসকে অনেক বেশি পরিমাণে সোনার ওয়র তুলে আনতে খনির একেবারে বদ্ধ স্টোপে পাঠানো যেতে পারে,' বলল রেই। 'তার বুদ্ধিকে একটা ষাঁড়ের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হলে তো আরও ভালো। তাতে কঠোর পরিশ্রম নিয়ে মাথা ব্যথা থাকবে না তার, বিনা অভিযোগেই কঠিন অবস্থায় কাজ করে যাবে সে। ডাক্তার আসেম এমন এক ধরনের গুল্ম উৎপাদন করেছে যেটা এই ধরনের মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। সময় হলেই ডাক্তার হান্নাহ আর আমি হয়তো ভৌত উন্নতি ঘটাতে পারব।'

'নিঃসন্দেহে এইসব উদ্যানের প্রবেশ পথের সুড়ঙগুলোয় পাহারাদার প্রশিক্ষিত শিম্পাঞ্জিগুলো দেখেছেন,' বলল হান্নাহ।

'হ্যাঁ, দেখেছি, শুনেছি, ওদের নাম ট্রগ,' জবাব দিল তাইতা।

বিরক্তির সাথে ওর দিকে তাকাল হান্নাহ। 'সাধারণ লোকদের মুখে তৈরি একটা শব্দ। আমরা যে নাম ব্যবহার করি সেটা হলো, ট্রোগলোলাইট। আসলে গেছো শিম্পাঞ্জির একটা দল থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে ওদের। দক্ষিণের বিশাল বনে থাকত ওরা। শত শত বছরের পরিক্রমায় বন্দি অবস্থায় প্রজনন, শৈল্য চিকিৎসা আর বিশেষ কিছু ভেষজের মাধ্যমে ওদের বুদ্ধি আর আগ্রাসনকে আমাদের কাছে কাজে লাগার মতো একটা পর্যায়ে তুলে আনতে পেরেছি আমরা। একই কায়দা ওদের নিয়ন্ত্রণকারী লোকদের বশে না আসা পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশ্যই ওদের মনে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের ও বর্বরসুলভ। ফলে ওরা মানুষের তুলনায় ঢের বেশি ইচ্ছামতো কাজ করার উপযোগি হয়েছে। অবশ্য, একই কৌশলে আমাদের কিছু বন্দি ও দাসদের উপর পরীক্ষা চালাচ্ছি আমরা। বেশ উত্তেজনাকর ফল পেয়েছি। একবার গিল্ডের সদস্য হয়ে গেলে আপনাকে খুশি মনেই ওদের দেখাব।'

এইসব তথ্যে রীতিমতো অসুস্থ বোধ করছে তাইতা। এমন সব প্রাণী সৃষ্টির কথা বলছে ওরা, যারা আর মুনষ নেই, বরং অস্বাভাবিক দানবে পরিণত হয়েছে, ভাবল ও। কিন্তু নিজের শঙ্কা প্রকাশ না করার ব্যাপারে সতর্ক রইল ও। এই মানুষগুলো ইয়োসের অশুভ প্রভাবে প্রভাবিত। ওদের মেধাকে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে, তার বিষে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। মেরেন, নাকোন্তোদের মতো ভালো সৎ লোকজনের সঙ্গ থেকে কীভাবে দূরে সরে আছি আমি। কতদিন ফেনের ঝলমলে সারল্য থেকে দূরে রয়েছি।

কিছু সময় পরে ওরা লাইব্রেরি থেকে ফিরে আসার সময় কবে মেঘ-বাগিচা ছেড়ে অন্তত অল্প সময়ের জন্যে হলেও মুতাঙ্গি গ্রামে ফিরে যেতে পারবে, সেই প্রসঙ্গ হান্নাহর কাছে তুলল ও। 'আমার অবিরাম অনুপস্থিতিতে সঙ্গীসাথীরা নিশ্চয় নিদারুণ উৎকণ্ঠায় আছে। ওদের আমার নিরাপত্তা ও সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত করতে চাই। তাহলে গিল্ডে যোগ দিতে আবার ফিরে আসতে পারব।'

'দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মাই লর্ড, এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার আমার নেই,' জবাব দিল সে। 'মনে হচ্ছে, সুপ্রিম কাউন্সিল চায় আপনি পুরোপুরি যোগ না দেওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকুন।' ওর দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'তবে মন খারাপ করবেন না, মাই লর্ড। আর এক বছরের চেয়ে বেশি হবে না সময়টা। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমাদের সাথে কাটানো সময়টুকু যতদূর সম্ভব ফলপ্রসু ও সুফলদায়ী করে তুলব।'

মেরেন বা ফেনকে না দেখে আরও একটা বছর কাটানোর সম্ভাবনা শঙ্কিত করে তুলল তাইতাকে। তবে এই ভেবে সান্ত্বনা পেল যে, ওর সাথে ডাইনী যে খেলা খেলছে, অতদিন সময় নষ্ট করতে যাবে না সে।

বিস্ময়কর দ্রুত গতিতে বেড়ে উঠত লাগল ওর নতুন অঙ্গ। ডাক্তার লাসুলুর পরামর্শ মনে রেখেছে ও। 'আপনাকে অবশ্যই ডাক্তার হান্নাহর দেওয়া পুরুষালী অঙ্গটি উপভোগ করতে হবে, ওটা থেকে আনন্দ ও গৌরব লাভ করতে হবে।' নিজের মাদুরে একাকী রাতে নিজের মাঝে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করল ও। নিজের হাতে সৃষ্ট অনুভূতি এতই তীব্র যে স্বপ্নেও হানা দিতে লাগল। গুহার কামুক শয়তানগুলোর ওর মনে লেলিয়ে দেওয়া ছবিগুলো আরও বেশি জোরাল ও চাহিদাসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এইসব স্বপ্নে সুন্দরী এক পরী এসে ধরা দিচ্ছে ওর কাছে।

উঠে বাতি জ্বালল ও। রেইয়ের দেওয়া রূপালি আয়নাটা পেয়ে আবার মাদুরে হাঁটু গেড়ে বসতে ফিরে এলো। বাতির আলোয় পুরুষাঙ্গের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল। পুকুরের জলে ইম্প যেমন দেখিয়েছিল ঠিক তেমনি নিখুঁত।

'এখন স্বাভাবিক পুরুষদের তাড়িত করা তাগিদ বুঝতে পারছি। আমিও তাদের একজনে পরিণত হয়েছি। নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে লাসুলুর বলা সমস্ত আনন্দ ও খুশি বয়ে আনবে, আর উল্টে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করলে ঠিক ইয়োসের পরিকল্পনা মাফিক ধ্বংস করে দেবে আমাকে।

সেদিন সকালে আরও পরে লাইব্রেরিতে ফেরার পর সামনে নিচু টেবিলের উপর মেলে ধরা স্ক্রোলে মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে বলে

আবিষ্কার করল ও। তলপেটের কাছে এক ধরনের আভা ও টিউনিকের স্কার্টের নিচের উপস্থিতির ব্যাপারে দারুণভাবে সজাগ।

যেন আরেকজন হাজির হয়েছে আমার সাথে জীবনে ভাগ নিতে, এক বখে যাওয়া মেয়ে সারাক্ষণ মনোযোগ দাবি করছে। ওটার প্রতি এক ধরনের আমুদে অধিকারময় দুর্বলতা বোধ করছে ও। এক ধরনের প্রতিযোগিতায় পরিণত হতে চলেছে এটা, ইচ্ছা শক্তির পরীক্ষা, আমাদের ভেতর কে কর্তৃত্বে রয়েছে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর, ভাবল ও। কিন্তু বেদনার সর্বোচ্চ পর্যায় দমন, বা বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহে প্রশিক্ষিত নিখুঁত অবস্থায় উন্নত করা বুদ্ধিমত্তার ওর মন অনেক ছোটখাট বিকৃতির সাথে কুলিয়ে উঠতে সক্ষম। স্ক্রোলে মনোযোগ ফিরিয়ে আনল ও। অচিরেই এমনভাবে মগ্ন হয়ে গেল, চারপাশের পরিবশে সম্পর্কে আবছাভাবে সচেতন থাকল কেবল।

লাইব্রেরির পরিবেশ নিরিবিলি, পড়ার উপযোগি। লাগোয়া কামরাগুলোয় গ্রাহকরা কাজের টেবিলে বসে থাকলেও এই কামরাটা একাকী ব্যবহারের জন্যে পেয়েছে ও। যেন বাকিদের ওর সাথে সম্মানসূচক দূরত্ব বজায় রাখতে বলে দেওয়া হয়েছে। মাঝেসাঝে লাইব্রেরিয়ানরা এই কামরা হয়ে ঝুড়িতে করে তাকে তুলে রাখতে স্ক্রোল নিয়ে যায়। ওদের দিকে তেমন একটা খেয়াল করছে না তাইতা। নিষিদ্ধ কামরা খোলার গ্রিল টানার আওয়াজ পেল ও, চোখ তুলে দেখল অনাকর্ষণীয় চেহারার মাঝবয়সী এক মহিলা খোলা দরজা পথে ভেতরে ঢুকছে। কিছুই না ভেবে আবার পড়ায় মন দিল ও। কিছুক্ষণ বাদে সেই একই মহিলা বের হয়ে দরজায় তালা দিল। কামরা বরাবর নীরবে এগিয়ে যাবার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে তাইতার টেবিলের পাশে থামল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ও। টেবিলের উপর একটা স্ক্রোল নামিয়ে রাখল সে। 'তোমার মনে হয় ভুল হয়েছে,' তাকে বলল তাইতা। 'এটার কথা তোমাকে বলিনি আমি।'

'বলা উচিত ছিল,' মহিলা এত কোমল কণ্ঠে কথাটা বলল যে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না ও। ডান হাতের কানিষ্ঠা আঙুল বাড়িয়ে নিচের ঠোঁট স্পর্শ করল সে।

চমকে উঠল তাইতা। এটা তিনাতের দেখানো শানাক্তকরণ সঙ্কেত। এই মহিলা তার লোক। স্ক্রোলটা টেবিলে রেখে আর কোনও কথা না বলে হাঁটা শুরু করল মহিলা। ওকে ডাকতে চাইল তাইতা, কিন্তু নিজেকে বিরত রাখল। তাকিয়ে রইল ওর গমন পথের দিকে। একা আছে, কেউ লক্ষ করছে না নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নিজের স্ক্রোলটা পড়ে চলল ও। তারপর ওটা গুটিয়ে এক পাশে ঠেলে তার জায়গায় লাইব্রেরিয়ানের রাখা স্ক্রোল খুলল। শিরোনামহীন, লেখকের নাম দেখা যাচ্ছে না। অস্বাভাবিক ছোট ও শৈল্পিক হিয়েরোগ্লাফিক হরফগুলো কার হাতের চিনতে পারল ও।

'ডাক্তার রেই,' ফিসফিস করে বলল ও। তারপর দ্রুত পড়তে শুরু করল। ওর পাঠ্য বিষয় বীজ বপন ও রোপন করে মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

প্রতিস্থাপন। প্যাপিরাসের পাতার উপরে নিচে চোখ বুলিয়ে চলল ও। রেইর লেখা সমস্ত কিছুর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ও। বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার বর্ণনা আকর্ষণীয়ভাবে বিশদ, সাবলীল; তবে স্ক্রোলের মাঝামাঝি যাওয়ার আগে বলতে গেলে নতুন কিছুই পেল না ও। তারপর ব্যাখ্যা করতে শুরু করল যে কীভাবে বীজ বোনার কাজটি সফল করে ক্ষতস্থানে সেটাকে রোপনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে: 'বীজ নির্বাচন ও চাষ।' চোখ চালানোর সময় মহিলার এত ঠাণ্ডাভাবে এমন বিশাল বিষয় বর্ণনার ব্যাপারটা ওর উপর যেন হিমবাহের মতো নেমে এলো। প্রবল ধাক্কায় মন অসাড় হয়ে গেল ওর। অধ্যায়ের সূচনায় ফিরে আবার পড়ল; এইবার ধীরে ধীরে; যৌক্তিক বিশ্বাসের অতীত অংশগুলো বারবার পড়ল।

> দাতাকে তরুণ ও স্বাস্থ্যবান হতে হবে। তাকে অবশ্যই পাঁচটি ঋতুকাল পার করতে হবে। তার কিংবা তার পরিবারের কারও মারাত্মক কোনও অসুখের ইতিহাস থাকতে পারবে না। তার চেহারা হতে হবে প্রীতিকর। পরিচালনার সুবিধার জন্যে তাকে অনুগত ও বাধ্য হতে হবে। এই দিক দিয়ে কোনও সমস্যার মুখোমুখি হলে শান্ত করার ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। খুবই যত্নের সাথে তার প্রয়োগ করতে হবে যাতে মুল লক্ষ্য বিচ্যুত না হয়ে পড়ে। এই অভিসন্দর্ভের শেষাংশে নির্ঘণ্ট অংশে সুপারিশকৃত কিছু ওষুধের তালিকা দেওয়া হয়েছে। খাদ্যাভ্যাসও গুরুত্বপূর্ণ। লাল মাংস ও দুধের তৈরি খাবার হতে হবে ন্যূনতম, কারণ তাতে রক্ত তেতে ওঠে।

এই ধারায় আরও লেখা রয়েছে। এবার পরের অধ্যায় চলে এলো ও, স্রেফ 'প্রজনন' শিরোনাম দেওয়া।

> দাতার মতো গ্রহীতাকেও তরুণ ও স্বাস্থ্যবান হতে হবে। কোনও রকম খুঁত বা ত্রুটি থাকতে পারবে না। বর্তমান ব্যবস্থায় তাদের সাধারণভাবে রাষ্ট্রের প্রতি কোনও ধরনের সেবার বিনিময়ে পুরস্কার হিসাবে নির্বাচন করা হয়। অনেক সময় সামরিক ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্যে। দাতার সাথে কোনও রকম আবেগজাত সম্পর্ক স্থাপন এড়াতে বিশেষ যত্নবান থাকতে হবে। সংক্ষিপ্ত বিরতিতে তাদের পরিবর্তন করতে হবে। দাতার অন্তসত্তা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ামাত্র তার সাথে নিষিক্তকারীর পরবর্তী সব যোগোযোগ নিষিদ্ধ করতে হবে।

ফাঁকা দৃষ্টিতে ওর ঠিক সামনে রাখা ফলকের তাকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল ও। ছোট সিদুদুর ভীষণ আতঙ্কের কথা মনে পড়ে গেল। করুণ আবেদনের কথা হুবহু মনে আছে ওর: 'দয়া করুন, ম্যাগাস! আপনাকে মিনতি করছি! দয়া করুন!

আমাকে বাঁচান! বাচ্চাটাকে নষ্ট না করলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। ওনকার জারজ সন্তানের জন্যে আমি মরতে চাই না!'

পলাতক সিদুদু দাতাদের একজন। স্ত্রী বা মা নয়, বরং দাতা। ওনকা ছিল তার একজন নিষিক্তকারী। স্বামী, বন্ধু বা সঙ্গী নয়। নিষিক্তকারী। ক্রমে বেড়ে উঠল তাইতার আতঙ্ক। কিন্তু নিজের উপর জোর খাটিয়ে পড়ে চলল ও। পরের অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'ফসল তোলা'। কয়েকটা বিষয় যেন পাতা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এলো ওর কাছে।

> অন্তসত্তাকালীন সময়ের বার থেকে চব্বিশতম সপ্তাহের ভেতর অবশ্যই ফসল তুলতে হবে।
>
> জরায়ু থেকে ভ্রূণকে অবশ্যই অক্ষত ও পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে আনতে হবে। বীজের মানের জন্যে ক্ষতিকর প্রমাণিত হওয়ায় অবশ্যই স্বাভাবিক জন্ম প্রতিরোধ করতে হবে।
>
> ভ্রূণ অপসারণের পর দাতার বেঁচে থাকার সম্বাবনা যেহেতু ক্ষীণ, তাই তাকে সাথে সাথে মেরে ফেলতে হবে। চিকিৎসককে অবশ্যই নাহক ভোগান্তি এড়াতে হবে। সবচেয়ে পছন্দনীয় পদ্ধতি দাতাকে বেঁধে রাখা। হাত পা বেঁধে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে রাখতে হবে যাতে সে অন্যদের আতঙ্কিত করে তুলতে না পারে। তারপর সামনের দিকে পেট চিরে অতিদ্রুত ভ্রূণ অপসারণ করতে হবে। কাজটা শেষ হওয়ামাত্র দাতাকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলতে হবে। যতক্ষণ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ না হচ্ছে ও শরীর শীতল না হচ্ছে ততক্ষণ দড়ি পেঁচিয়ে রাখতে হবে।

দ্রুত 'ভ্রূণ' শিরোনামের পরের অধ্যায়ে চলে এলো তাইতা। এত দ্রুত হৃৎস্পন্দন হচ্ছে যে নিজের কানে অনুরণন শুনতে পাচ্ছে ও।

> ভ্রূণের লিঙ্গের বিষয়টি গুরুত্বহীন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, যদিও তা গ্রহীতার মতো একই লিঙ্গের হওয়াটাই যৌক্তিক ও কাঙ্ক্ষিত। ভ্রূণ অবশ্যই স্বাস্থ্যবান ও সুগঠিত হতে হবে, তাতে কোনও লক্ষণীয় খুঁত বা বিকৃতি থাকতে পারবে না। এই মানদণ্ডের সাথে খাপ না খেলে ফেলে দিতে হবে। এইসব কারণে সব সময় একাধিক দাতাকে হাতের কাছে পাওয়ার ব্যবস্থা রাখাই কাঙ্ক্ষিত। রোপনের এলাকা বিস্তৃত হলে অন্তত পক্ষে তিনজন দাতা প্রস্তুত রাখতে হবে। তবে সবেচেয়ে বেশি কাঙ্ক্ষিত সংখ্যা পাঁচ।

পেছনে হেলান দিল তাইতা। তিনজন দাতা। ওদের প্রথম আগমনের দিন সকালে জলপ্রপাতের কাছে তিনজন মেয়ে দেখার কথা মনে পড়ে গেল ওর। মেরেনের

জন্যে নতুন চোখের ব্যবস্থা করতে ওদের বলীর পাঁঠা হিসাবে নিয়ে আসা হয়েছে। পাঁচ জন দাতা। পথে ওনকার সাথে দেখা হলে তার কাছে পাঁচজন মেয়ে পাহাড়ে আনার কথা শুনেছে, মনে পড়ে গেল। ওদের সবাই কি অনুমোদিত কৌশলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছে? রাতে কি তবে ওদেরই কারও কান্নার আওয়াজ শুনেছে ও? নিজের আর পেটের বাচ্চার ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে জেনে ফেলেছিল সে? সেজন্যেই কাঁদছিল? টেবিল থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। ঝড়ের মতো দালান ছেড়ে বনে চলে এলো। গাছপালার আড়ালে এসে উবু হয়ে আপন গ্লানি আর অপরাধ বোধে বমি করে দিল। একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে টিউনিকের নিচের স্ফীত অংশের দিকে তাকিয়ে রইল।

'এটার জন্যেই কি নিষ্পাপ মানুষগুলোকে মরতে হয়েছে?' কোমরের খাপ থেকে ছোট ছুরিটা বের করে আনল ও। 'কেটে হান্নাহর গলায় ঠেসে দেব। দম বন্ধ করে মারব তাকে!' ক্রোধে ফুঁসে উঠল ও। 'বিষাক্ত উপহার এটা, আমার জন্যে কেবল অপরাধবোধ আর কষ্ট ডেকে এনেছে।'

এত জোরে ওর হাত কাঁপতে শুরু লাগল যে আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেল ছুরিটা। দুই হাতে মুখ ঢাকল ও। 'ওটাকে ঘৃণা করি–নিজেকে ঘৃণা করি!' ফিসফিস করে বলল ও। ভীষণ সহিংস ও বিভ্রান্তিকর সব ছবি ফুটে উঠছে মনের পর্দায়। সেই একই হ্রদে কুমীরদের উন্মত্ত ভোজ উৎসব দেখার কথা মনে পড়ছে। মেয়েদের বিলাপ, শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনেছে ও। দুঃখ ও হতাশার শব্দ।

অবশেষে বিভ্রান্তি কেটে গেল, আবার মোহন্ত দিমিতারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। *ইয়োস মিথ্যার স্যাঙ্গাৎ। প্রতারণা, ক্ষমতা দখলকারী, ধোঁকাবাজ, চোর ও শিশুখাদকের অন্য নাম।*

'শিশু খাদক,' পুনরাবৃত্তি করল ও। 'সেই এইসব নৃশংসতার হুকুম দেয়। অবশ্যই তার দিকেই আমার ঘৃণাকে চালিত করতে হবে। কেবল তাকেই সত্যিকার অর্থে ঘৃণা করি আমি। তাকে ধ্বংস করতেই এখানে এসেছি। হয়তো এই জিনিসটা রোপনের ভেতর দিয়ে নিজের অজান্তেই আমার হাতে নিজের ধ্বংসের হাতিয়ার তুলে দিয়েছে।' চোখ থেকে হাত নামাল ও। তাকিয়ে রইল ওগুলোর দিকে। এখন কাঁপছে না।

'তোমার সাহস এক করে মনস্থির করো, গালালার তাইতা,' ফিসফিস করে বলল ও। 'খোঁচাখুঁচির পর্ব শেষ। আসল যুদ্ধ শুরু হলো বলে।'

ডাক্তার রেই-এর স্ক্রোলটা নিতে বন থেকে বের হয়ে আবার লাইব্রেরিতে ফিরে এলো ও; জানে ওটা পড়ে প্রত্যেকটা বিষয় বিস্তারিত মনে রাখতে হবে। জানতেই হবে কীভাবে ওরা বিষাক্ত বীজ সৃষ্টি করতে ছোট ছোট বাচ্চাদের কাটাছেঁড়া করে। শিশুদের আত্মাহুতি যেন নিষ্ফল না হয়, নিশ্চিত করতে হবে। স্ক্রোলটা যেখানে রেখে গিয়েছিল সেই টেবিলে ফিরে এলো ও, কিন্তু ওটা উধাও হয়ে গেছে।

ও যখন স্যানেটোরিয়ামে নিজের কামরায় পৌঁছাল ততক্ষণে সূর্য জ্বালামুখের দেয়ালের ওপাশে বিদায় নিয়েছে। ভৃত্যরা তেলের কুপি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। তামার অগ্নিকুণ্ডে উত্তপ্ত অঙ্গারের উপর গরম হচ্ছে ওর সন্ধ্যার খাবার। কোনওমতে খাওয়া শেষ করে ডাক্তার আসেমের উদ্ভাবিত এক বাটি কফি বানিয়ে খেল। তারপর মাদুরে আসন পেতে বসে ধ্যানের জন্যে তৈরি করে নিল নিজেকে। এটা ওর রাতের নিয়মিত রুটিন। পিপহোলের চোখ রাখা পাহারাদার এতে তাই সন্দেহজনক কিছু পেল না। শেষে তেলের কুপি নিভিয়ে দিল ও। অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল কামরাটা। অল্পক্ষণ বাদেই পিপহোলের পেছনের লোকটা রাতের মতো তার অবস্থান থেকে বিদায় নিলে আভা মিলিয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল তাইতা, তারপর সলতে এমনভাবে কমাল যাতে সামান্য আভা অবশিষ্ট থাকে। মাদুলিটা হাতের মুঠোয় ধরে ফেনে পরিণত হওয়া লস্ত্রিসের মানসিক প্রতিমূর্তির কথা ভাবতে লাগল। লকেট খুলে ওর নতুন আর পুরোনো চুলের গোছা বের করল। লস্ত্রিসের প্রতি ভালোবাসাই ওর মূল প্রতিরক্ষা, এর উপরই নির্ভর করছে ইয়োসের বিরুদ্ধে ওর শক্তি। কোঁকড়া চুল মুখের কাছে ধরে নিজের ভালোবাসা নিশ্চিত করল ও।

'আমাকে প্রতিরক্ষা দাও, প্রিয়া আমার,' প্রার্থনা করল ও। 'শক্তি দাও।' চুলের শক্তি এসে ওর আত্মাকে শক্তিশালী করে তুলছে, টের পেল। ওটা আবার লকেটে ঢুকিয়ে রাখল ও। তারপর মেরেনের চোখ থেকে বের করা লাল পাথরের কণাগুলো বের করে হাতের তালুতে রেখে ওগুলোয় মনোসংযোগ করল।

'ঠাণ্ডা, কঠিন,' আপনমনে বলল ও। 'ইয়োসের প্রতি আমার ঘৃণার মতোই।'

ভালোবাসাই বর্ম, ঘৃণা হচ্ছে তলোয়ার। দুটোই নিশ্চিত করল ও। তারপর চুলের সাথে পাথর লকেটে রেখে গলায় ঝোলাল। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ও। কিন্তু ঘুম এলো না।

ফেনের বিচ্ছিন্ন সব স্মৃতি তাড়া করে ফিরতে লাগল ওকে। ওকে কাঁদতে ও হাসতে দেখার কথা ভাবল। ওর হাসি-ঠাট্টার কথা মনে পড়ল। ওকে সমাধান করতে দেওয়া কোনও সমস্যা নিয়ে সিরিয়াস অভিব্যক্তির কথা মনে পড়ে গেল। রাতে ওর পাশে উষ্ণ ও কোমল পড়ে থাকা ওর দেহের কথা মনে পড়ল। ওর শ্বাসপ্রশ্বাসের মৃদু আওয়াজ, ওর বুকের সাথে তার বুকের স্পন্দনের শব্দ।

ওকে আবারও দেখতেই হবে। এটা হয়তো শেষবার হবে। মাদুরে উঠে বসল ও। ওকে আহ্বান জানানোর সাহস করা ঠিক হবে না, কিন্তু ওকে দেখে তো আসতে পারি। এদুটো নাক্ষত্রিক মহড়া প্রায় একই রকম হলেও মূলত পার্থক্য আছে। আহ্বান জানানোর মানে ইথারে ওর উদ্দেশে চিৎকার করা, তখন কোনও

অপ্রত্যাশিত শ্রোতা ইথারের স্পন্দন টের পেয়ে যেতে পারে। নজর দেওয়ার মানে গোপনে কাউকে দেখে আসা, অনেকটা পিপহোলের নজরদারের মতো। কেবল ইয়োসের মতো একজন মোহন্ত ও গণকই তা টের পেতে পারে। ঠিক যেমন নজরদারকে ধরতে পেরেছে ও। তবে দীর্ঘদিন ধরে যেকোনও ধরনের নাক্ষত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকায় এখন হয়তো ডাইনী তেমন একটা সতর্ক নাও থাকতে পারে।

ফেনকে দেখতেই হবে। ঝুঁকি নিতেই হবে।

ডান হাতে মাদুলিটা ধরল ও। চুলের গোছা ফেনেরই অংশ, ওর কাছে পৌঁছে দেবে ওকে। মাদুলিটা কপালে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে এপাশ ওপাশ দুলতে শুরু করল। হাতে ধরা লকারটা যেন অদ্ভুতভাবে নিজস্ব জীবন লাভ করেছে। ওর হৃৎস্পন্দনের সাথে তাল মিলিয়ে ওটার ছন্দময় স্পন্দিত হওয়া টের পেল তাইতা। মন উন্মুক্ত করে অস্তিত্বের প্রবাহকে স্বাধীনভাবে প্রবেশ করতে দিল। সবুজ নদীর মতো ওকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। দেহ ছেড়ে সোজা শূন্যে উঠে গেল ওর আত্মা, যেন বিশাল দানবীয় পাখির ডানায় ভর করে উড়ছে। অনেক নিচে বন আর সমভূমির পলায়নপর বিভ্রান্তিকর দৃশ্য দেখতে পেল ও। মনে হলো এক সেনাদল কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে। কিন্তু নিচে নামতেই দেখতে পেল ওটা শরণার্থীদের মিছিল: শত শত নারী-পুরুষ-শিশু ধূলিধূসরিত পথে কষ্টেসৃষ্টে এগোচ্ছে, কিংবা লক্কড়মার্কা ষাঁড়ে টানা ঠেলাগাড়িতে ঠাসাঠাসি করে বসেছে। ওদের সাথে সৈনিক আর ঘোড়সওয়াররা রয়েছে। কিন্তু ওই ভীড়ে ফেন নেই।

আরও আগে বাড়ল ও। ওর আত্মা অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে পড়েছে। আরেকটু সামনে মুতাঙ্গির ছোট দালানকোঠার জটলাটা উদয় না হওয়া পর্যন্ত মাদুলিটাকে দিক নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করে খোঁজ করে চলল ও। কাছে যাওয়ার পর ক্রমবর্ধমান সতর্কতার সাথে বুঝতে পারল ধ্বংস হয়ে গেছে গ্রাম, পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। গণহত্যার নাক্ষত্রিক ছবি কুয়াশার মতো গ্রামের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন চিহ্নের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল ও। তবে বেড়ে ওঠা স্বস্তির সাথে লক্ষ করল মৃতদের ভেতর ফেন বা ওর দলের কেউ নেই। ধ্বংসের আগ নিশ্চয়ই মুতাঙ্গি থেকে পালিয়েছে ওরা।

গ্রামের অনেক পুবে চাঁদের পাহাড়ের পাদদেশে ওর অস্তিত্বের একটা ক্ষীণ আভাস না পাওয়া পর্যন্ত আত্মাকে উড়ে যেতে দিল ও। আভা অনুসরণ করে আগে বাড়ল ও, অবশেষে পাহাড়ের নিচের দিকের ঢাল আড়াল করে রাখা বনে লুকানো একটা সংকীর্ণ উপত্যকার উপর ভাসতে লাগল।

ওখানেই আছে ও। আরও কাছে অনুসন্ধান চালিয়ে ঘোড়া বেঁধে রাখার অলামত পেল। উইন্ডস্মোক রয়েছে ওদের সাথে, আছে ওয়ার্লউইন্ডও। ঘোড়াগুলোর ঠিক ওপাশে একটা গুহার সংকীর্ণ মুখ থেকে আগুনের আভা বের

হচ্ছে। ইম্বালিকে পাশে নিয়ে প্রবেশপথে বসে আছে নার্কোন্তো। আত্মাকে ভেতরে ভেসে যেতে দিল তাইতা।

ওই তো সে। একটা ছোট আগুনের পাশে মাদুরে শোয়া ফেনের অবয়ব খুঁজে বের করল ও। ওর এক পাশে শুয়ে আছে সিদুদু। সিদুদুর পাশে মেরেন, তারপর হিলতো। ফেনের এত কাছে রয়েছে তাইতা যে ওর নিঃশ্বাসের আওয়াজ পাচ্ছে। দেখল, হাতের কাছেই অস্ত্র ফেলে রেখেছে ও। দলের অন্য সদস্যরাও পুরোপুরি সশস্ত্র। চিত হয়ে শুয়েছে ফেন। পরনে কেবল একটা নেংটি, কোমর পর্যন্ত উন্মুক্ত। কোমল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ও। শেষবার দেখার পর ওর শরীর আরও বেশি নারীসুলভ হয়ে উঠেছে। বাচ্চাদের চর্বির অবশেষ পেট থেকে মিলিয়ে গেছে। আগুনের নিচু শিখায় ওর শরীরের বাঁকও গহ্বরগুলো ছায়াময়, উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বিশ্রামরত অবস্থায় ওর চেহারা সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতির চেয়েও কমণীয়। বিস্ময়ের সাথে তাইতা বুঝতে পারল ওর বয়স এখন ষোল বছরের কম নয়। ওর সাথে বছরগুলো দ্রুত কেটে গেছে।

ওর নিঃশ্বাসের ধরণ পাল্টে গেল, ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল ও। অগ্নিকুণ্ডের আগুনের আলোয় সবুজ দেখাচ্ছে, তবে ওর উপস্থিতি টের পেতেই গাঢ় হয়ে উঠল। কনুইয়ের ভর দিয়ে উঠে বসল ও। তাইতা বুঝতে পারল ওকে আহ্বান জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে সে। মেঘ-বাগিচার অনেক কাছে রয়েছে ওরা। ফের পাহাড়ের বৈরী জিনিসের কাছে উপস্থিতি ফাঁস করে দেওয়ার আগেই ঠেকাতে হবে ওকে। ওর চোখের সামনে নিজের আত্মার প্রতীক ফুটে উঠতে দিল ও। তাইতা ওকে লক্ষ করছে বুঝতে পারতেই চমকে সোজা হয়ে বসল ও। প্রতীকের দিকে তাকিয়ে রইল সে। ওকে চুপ থাকার নির্দেশ দিল তাইতা। হেসে মাথা দোলাল ফেন।

জবাবে নিজের আত্মার প্রতীক তৈরি করল ও। শাপলার জটিল রেখা ওর বাজপাখির প্রতীকের সাথে প্রেমিকসুলভ আলিঙ্গনে মূর্ত হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত বেশি সময় ওর সাথে রইল তাইতা। যোগাযোগ পলায়নপর ছিল, কিন্তু আরও বেশি সময় থাকা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। ওর মনে একটামাত্র বার্তা গেঁথে দিল ও। 'শিগগিরই ফিরে আসব। শিগগিরই। খুব তাড়াতাড়ি।' তারপর সরে আসতে শুরু করল।

ওর বিদায় টের পেল ফেন, মুখের হাসি ম্লান হয়ে এলো ওর। যেন ওকে আটকে রাখতে চায়, একটা হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। কিন্তু থাকবার সাহস হলো না তাইতার।

একটা ঝাঁকির সাথে নিজের শরীরে ফিরে এলো ও। মেঘ-বাগিচায় নিজের ঘুমানোর মাদুরে আসন পাতা বসা অবস্থায় আবিষ্কার করল নিজেকে। সংক্ষিপ্ত যোগাযোগের পর ফেনের সাথে বিচ্ছেদের বেদনা ভারাক্রান্ত করে তুলল ওকে।

পরের মাসগুলোতে নিজের নতুন মাংস নিয়ে যুদ্ধ করে চলল ও। বরাবরই ঘোড়সওয়ার থাকায় ওটাকে পোষ না মানা কোল্ট হিসাবে দেখছিল। শক্তি ও তাগিদ দিয়ে ইচ্ছার দাসে পরিণত করতে হচ্ছে। তরুণ বয়স থেকেই শরীরের উপর এখনকার কাজের চেয়ে ঢের কঠিন দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে নিষ্ঠুরভাবে নিজেকে শিক্ষিত ও শৃঙ্খলিত করে তুলল ও। প্রথমে শ্বাসপ্রশ্বাসের অনুশীলন রপ্ত করল। ফলে মনোসংযোগের অসাধারণ ক্ষমতা মিলল। অবশেষে সদ্যজাত অঙ্গের উপর কর্তৃত্ব করতে পারল ও। অল্প সময়ের ভেতরই কোনও রকম মানবিক অনুপ্রেরণা ছাড়াই ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি শক্তিমান থাকতে সক্ষম হয়ে উঠল।

দিমিতার ইয়োস বাগে পাওয়ার পর ওদের 'নারকীয় সঙ্গমের' অভিজ্ঞতা কথা ওকে বলেছিলেন। তাইতা জানে অচিরেই তার জৈবিক আক্রমণের শিকার হতে হবে। বাঁচতে হলে প্রতিরোধ করা শিখতে হবে। যুদ্ধের জন্যে ওর সমস্ত প্রস্তুতি ব্যর্থ মনে হতে লাগল। বহু যুগের সবচেয়ে লোভী ও ক্ষুধার্ত শিকারীর মোকাবিলা করতে চলেছে, অথচ নিজে এখনও কুমার রয়ে গেছে।

নিজেকে সশস্ত্র করতে একজন নারীর সাহায্য লাগবে, স্থির করল ও। বেশ অভিজ্ঞ কেউ হতে হবে।

প্রথম পরিচয়ের পর থেকে ডাক্তার লাসুলুকে লাইব্রেরিতে বেশ কয়েকবার দেখেছে ও। মনে হয় ওর মতোই বেশির ভাগ সময়ই লাইব্রেরিতে কাটায়। সংক্ষিপ্ত সৌজন্য বিনিময় করেছে ওরা, কিন্তু মেয়েটা ওদের বন্ধুত্বকে আরও দূরে নিয়ে যেতে আগ্রহী হলেও ও সেটাকে তেমন আমল দেয়নি। এবার তার খোঁজ শুরু করল ও। একদিন সকালে দেখা হয়ে গেল। লাইব্রেরির একটা রুমে ওঅর্কটেবিলে বসেছিল সে।

'তোমার উপর দেবীর করুণা বর্ষিত হোক,' শান্ত কণ্ঠে শুভেচ্ছা জানাল ও। হান্নাহ ও রেইকে একই কথা বলতে শুনেছে। মুখ তুলে তাকিয়ে উষ্ণ হাসি দিল লাসুলু। ভয়ানক আঁকাবাঁকা রেখায় ঝলসে উঠল ওর আভা। গায়ের রঙ গাঢ় হয়ে এলো, দুই চোখ জলজল করতে লাগল। উত্তেজিত হলে বেশ সুন্দর লাগে তাকে।

'আপনার উপরও শন্তি বর্ষিত হোক, মাই লর্ড,' জবাব দিল সে। 'আপনার দাড়ি ছাঁটার নতুন ধরনে রীতিমতো চমকে গেছি আমি। খুব মানিয়েছে।' কয়েক মিনিট কথা বলল ওরা। তারপর বিদায় নিয়ে নিজের টেবিলে চলে এলো তাইতা। অনেকক্ষণ তার দিকে আর তাকাল না। শেষে যে স্ক্রোলটা পড়ছিল সেটা গুটিয়ে রেখে মহিলার উঠে দাঁড়ানোর শব্দে চোখ তুলে তাকাল। সে কামরা পেরুনোর সময় পাথুরে মেঝেতে হালকা শব্দ তুলল পায়ের স্যান্ডেল। চোখ তুলে তাকাল তাইতা, চোখাচোখি হয়ে গেল ওদের। দরজার দিকে মাথা কাত করে আবার হাসল সে।

ওকে অনুসরণ করে বনে চলে এলো তাইতা। স্যানেটোরিয়ামের পথ ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে সে। আরও এক শো গজ যাবার আগেই তাকে ধরে ফেলল তাইতা। আবহাওয়া নিয়ে আলাপ করল ওরা। শেষে লাসুলু জানতে চাইল, 'প্রায়ই আপনার উপর ডাক্তার হান্নাহর চালানো অপারেশন থেকে আপনার সেরে ওঠা নিয়ে ভাবি। শুরুর মতো শেষটাও কি ঠিকমতো হয়েছে?'

'সত্যিই তাই,' ওকে আশ্বস্ত করল তাইতা। 'মনে আছে, ডাক্তার হান্নাহর সাথে আমার ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করেছিলে?'

উস্কানিমূলক শব্দের প্রয়োগে ওর আভা চড়া হয়ে উঠতে দেখল ও। জবাব দেওয়ার সময় কিঞ্চিত কর্কশ শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'হ্যাঁ।'

'বেশ, বিজ্ঞানী ও সার্জন হিসাবে তোমার হয়তো একটা প্রদর্শনীতে পেশাদারী আগ্রহ থাকতে পারে।'

মহিলা তাইতার কামরায় না ঢোকা পর্যন্ত সহকর্মীর ভান করে গেল ওরা। কামরার কোণের পিপহোলটা জোব্বা দিয়ে ঢাকতে এক মুহূর্ত সময় নিল ও। তারপর লাসুলু যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে ফিরে এলো।

'আরও একবার তোমার সহযোগিতা লাগবে আমার,' টিউনিক খোলার সময় বলল ও।

'অবশ্যই,' সায় দিল সে, তৈরি হয়ে ওর কাছে এলো। আরেকটু পরে জানতে চাইল, 'মাই লর্ড, আপনি এর আগে কোনও মহিলাকে চিনতেন কিনা জানতে পারি?'

'হায়!' দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল ও। 'কীভাবে শুরু করতে হয় তাই জানি না।'

'তাহলে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।'

পোশাক পরা অবস্থা থেকে নগ্ন অনেক বেশি সুন্দরী সে। মাদুরে চিত হয়ে শুয়ে ওকে আমন্ত্রণ জানাল সে। আরেকটু হলেই নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিল প্রায়। অনেক চেষ্টায় নিজেকে ও শরীরকে সামাল দিল ও। এখন অনুশীলন ও আত্মপ্রশিক্ষণ থেকে ফায়দা পাবে ও। নিজের শিহরণ ঠেকিয়ে রেখে নাবিক যেভাবে মহাসাগরের মানচিত্র পড়ে সেভাবে তার আভা পরখ করে চলল। মহিলা নিজে বোঝার আগেই তার প্রয়োজন ও চাহিদা জানার কাজে ব্যবহার করল তাকে। চিৎকার করে উঠল সে, গোটা শরীর খিঁচুনি উঠতে লাগল। 'মেরে ফেললে তো!' অবশেষে ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'দেবীর পবিত্র নামের দোহাই, আর পারছি না।' কিন্তু চালিয়ে গেল তাইতা।

ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। অশ্রু, ঘামে ভিজে সপসপ করছে মুখ। চোখে ভয়ের গাঢ় ছায়া পড়েছে। 'তুমি একটা শয়তান,' ফিসফিস করে বলল সে। 'খোদ শয়তান।'

'হান্নাহ আর তোমার মতো অন্যরা আমাকে শয়তান বানিয়েছে।'

অবশেষে তৈরি হলো মহিলা। মুখ দিয়ে চেপে ধরে হাঁ করতে বাধ্য করল তাকে। তারপর পিঠ বাঁকা করে মুক্তো শিকারীর মতো জলের গভীরে ডুব দেওয়ার আগে শেষবারের মতো লম্বা শ্বাস নিয়ে সবকিছু বের করে আনল: ওর জ্ঞান, শক্তি ও বিদ্যা। ওর বিজয় ও পরাজয়, ভীতি ও গভীরে প্রোথিত অপরাধবোধ। তার সবকিছু কেড়ে নিয়ে মাদুরে শূন্য ফেলে রাখল। এখন দ্রুত ও অগভীর হয়ে পড়েছে তার শ্বাসপ্রশ্বাস; ত্বক মলিন, স্বচ্ছ মোমের মতো লাগছে। চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়ে থাকলেও কিছুই দেখছে না। সে রাতের বাকি সময় তার পাশে বসে থাকল ও; ওর স্মৃতি জেনে নিল, শিখে নিল সব বিদ্যা, সব গোপন বিষয়, তাকে সত্যিকার অর্থে চিনে নিল।

যখন ভোরের আলো চুঁইয়ে ঘরে ঢুকল তখন অবশেষে নড়ে উঠে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়তে শুরু করল সে। 'কে আমি?' দুর্বল কণ্ঠে জানতে চাইল। 'কোথায় আমি? আমার কী হয়েছে? কিছুই মনে করতে পারছি না।'

'তুমি লাসুলু নামে একজন মানুষ, কিন্তু তোমার জীবনে মহাশয়তানকে ধারণ করেছ। অপরাধে পীড়িত হয়েছ তুমি। তোমার কাছ থেকে সব কেড়ে নিয়েছি। কিন্তু রাখার মতো কোনও কিছুই ছিল না তোমার। ফিরিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, বিশেষ করে অপরাধবোধ। শেষ পর্যন্ত এটা তোমাকে হত্যা করবে, সেই মৃত্যুই তোমার খুব বেশি পাওনা।

ওকে আবার চিত করে শুইয়ে পাশে হাঁটু গেড়ে বসার পর যুদ্ধ করার প্রয়াস পেল লাসুলু। কিন্তু তার শরীরে আর শক্তি নেই। দ্বিতীয়বারের মতো তাইতা প্রবিষ্ট হলে আর্তনাদ করে উঠল সে। সেই আর্তনাদ কণ্ঠে বুদ্বুদ তুলল কেবল, ঠোঁট পর্যন্ত আসতে পারল না। সবকিছু আবার ফিরিয়ে দিল তাকে। তারপর নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে স্নান করতে চলে গেল।

আবার শোয়ার ঘরে ফিরে এসে দেখল টিউনিক পরছে সে। প্রবল আতঙ্কে ওর দিকে তাকাল সে। ওর আভা ছিন্নভিন্ন হতে দেখল তাইতা। টলমল পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটানে কবাট খুলে দ্রুত প্যাসেজে বের হয়ে গেল। মিলিয়ে গেল তার ছুটন্ত পায়ের শব্দ।

প্রথমবারের মতো করুণার একটা খোঁচা বোধ করল ও। কিন্তু তার জঘন্য অপরাধগুলোর কথা মনে হতেই উধাও হয়ে গেল তা। তারপর ভাবল: কিন্তু তার মালকিন, মহাডাইনীর সাথে কীভাবে লড়তে হবে তার কায়দা শিখিয়ে দিয়ে কিছুটা হলেও প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

দিনের পর দিন সপ্তাহর পর সপ্তাহ ইয়োসের আমন্ত্রণের অপেক্ষায় রইল ও, জানে তা আসবেই। তারপর একদিন সকালে ফুরফুরে প্রত্যাশার পরিচিত

অনুভূতি নিয়ে জেগে উঠল ও। 'ডাইনী আমাকে তার আস্তানায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছে,' আপন মনে বলল ও। হ্রদের দিকে খোলা টেরেসে বসে খেজুর ও ডুমুড় দিয়ে হালকা নাশতা সারল। ভোরের কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের আলোয় জ্বালামুখের দেয়াল সোনালি আলোয় ভরে উঠতে দেখল। ভৃত্যদের ছাড়া আর কাউকে দেখছে না। হান্নাহ, রেই বা আসেম, কাউকে না। স্বস্তি বোধ করল ও। গোপন কামরার স্ক্রোলের গুপ্ত বিষয় জানার পরপরই ওদের কারও সাথে মুখোমুখি হতে চাইছিল না। যখন দালান থেকে বের হয়ে উপরের বাগানের তোরণের উদ্দেশে পা বাড়াল, কেউ যেচে কথা বলতে এলো না বা বাধা দিতে গেল না।

ধীর পায়ে হাঁটছে ও, নিজের শক্তি জড়ো ও খতিয়ে দেখার সময় নিচ্ছে। কেবল দিমিতারের দেওয়া বর্ণনাতেই ইয়োসের একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্য রয়েছে। হাঁটার সময় প্রতিটি শব্দ বারবার উল্টেপাল্টে পাল্টে দেখল। ওর স্মৃতিশক্তির প্রখরতার কারণে মনে হলো বুড়ো মানুষটা ওর সামনে বসে কথা বলছে।

হুমকি মনে করলে চেহারা পাল্টে ফেলতে পারে সে, ঠিক গিরগিটির মতো, দিমিতারের কণ্ঠ বাজতে লাগল ওর কানে। গুহায় দেখা বিভিন্ন প্রতিমূর্তির কথা ভবাবল তাইতা: ইম্প, ফারাও, দেবতা ও দেবী এবং ওর নিজের প্রতিমূর্তি।

কিন্তু অহঙ্কার হচ্ছে তার নানা দোষের ভেতর সবচেয়ে খারাপ। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কত সুন্দর রূপ ধরতে পারে সে। এই রূপ যখন ধরে কোনও পুরুষের পক্ষে তাকে ঠেকানো অসম্ভব। তার রূপ যেকোনও আদর্শ পুরুষকেও স্রেফ পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনে। স্যানেটোরিয়ামের অপারেশন রুমে ইয়োসকে দেখার কথা মনে করল ও। কালো পর্দার ওপাশে চেহারা দেখতে না পেলেও তার সৌন্দর্য এমন ছিল যে পর্দার আড়ালেও গোটা কামরা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

মোহন্ত হিসাবে প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও নিজের কুপ্রবৃত্তি দমন করতে পারিনি। আবার কথা বলে উঠলেন দিমিতার। মন দিয়ে শুনতে লাগল তাইতা। *পরিণাম বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেই মুহূর্তে আমার কাছে সে ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। কামনার কাছে হেরে গিয়েছিলাম। আমাকে নিয়ে খেলেছে সে, ঠিক পাহাড়ী হাওয়া ঝরা পাতাকে নিয়ে যেমন করে খেলে। আমার মনে হয়েছিল সে আমাকে সব দিয়েছে, এই জগতের সব আনন্দ। নিজের শরীর তুলে দিয়েছিল সে।* কথা বলার সময় তার কণ্ঠে আবার সেই যন্ত্রণার গোঙানি শুনতে পেল তাইতা: *প্রতিটি উত্থান পতন, প্রতিটি খাঁজ, সুবাসিত ভাঁজ...ওকে ঠেকানোর চেষ্টাই করিনি, কারণ কোনও স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে তাকে ঠেকানো সম্ভব না।*

আমি কি তা পারব? ভাবল তাইতা।

তারপর দিমিতারের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী প্রতিধ্বনি তুলল ওর কানে: *'তাইতা, আপনি বলেছিলেন আসল ইয়োস এক অতৃপ্ত নিম্ফোম্যানিয়াক। কথাটা ঠিক। কিন্তু অন্য এই ইয়োস ক্ষুধার দিক থেকে তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। সে যখন*

চুমু খায়, প্রেমিকের শরীর থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় রস কেড়ে নেয়। যেভাবে আমরা পাকা আমের রস চুষে খাব। পুরুষকে আলিঙ্গন করে পায়ের মাঝে আটকে রেখে তার সত্তা বের করে নেয়। শিকারের সত্তাই তার জীবনীশক্তি। মানুষের রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকা এক দানবীয় ভ্যাম্পায়ার। কেবল উন্নত সত্তাকেই শিকার হিসাবে বেছে নেয়। সৎ মনের নারী-পুরুষ, সত্যির সাধক, বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ম্যাগাস, প্রতিভাবান ভবিষ্যদ্বক্তা। শিকারের সন্ধান পাওয়ার পর পিছু নেয়, ঠিক নেকড়ে যেভাবে হরিণের পিছু ধাওয়া করে।

আমার বেলায় যেমন করেছে, ভাবল তাইতা।

সে মহাবুভুক্ষু। এসব দিমিতারের কথা, তার মতো আর কোনও জীবিত মানুষ চেনেনি তাকে। *বয়স বা চেহারা কোনও ব্যাপার না, শারীরিক খুঁত বা বিকৃতিও না। মাংস দিয়ে ক্ষুধা মেটায় না সে। বরং আত্মা দিয়ে। তরুণ-প্রবীন, নারী-পুরুষ সবাইকে গ্রাস করে। একবার আয়ত্ত করতে পারলে, রূপালি জালে আটকানোর পর ওদের পুঞ্জীভূত জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা শুষে নেয়। অভিশপ্ত চুমু খেয়ে সব কেড়ে নেয় সে। ঘৃণিত আলিঙ্গনের সময় টেনে বের করে নেয়। কেবল শূন্য খোসাটা ফেলে রাখে।*

ডাইনীর চ্যালা হান্নাহ, রেই ও আসেম কেবল একটা কারণেই তাইতার পুরুষাঙ্গকে নতুন করে গড়ে তুলেছে। যাতে ইয়োস ওকে ধ্বংস করতে পারে–দেহ, মনে, আত্মায়। জলোচ্ছ্বসের মতো ফুঁসে উঠে ওকে ধ্বংস করার হুমকী অনেক কষ্টে দমন করল ও।

আমি তার জন্যে তৈরি, যতটা সম্ভব। কিন্তু সেটা কি যথেষ্ট হবে?

বাগানের গেট হাঁ করে খোলা ছিল। কিন্তু ও সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গোটা জ্বালামুখ জুড়ে এক ধরনের নিস্তব্ধতা নেমে এলো। মৃদু হাওয়া পড়ে গেল। একজোড়া বুলবুল পরস্পরের উদ্দেশে দ্বৈত সঙ্গীত গাইছিল, চুপ করে গেল ওরা। গাছের উঁচু ডালপালা স্তব্ধ হয়ে গেল, আকাশের নীল ক্যানভাসের পটভূমিতে অনড় হয়ে রইল। এক মুহূর্ত বেশি সময় নীরবতায় কান পেতে শুনল, তারপর গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল ও।

ওর পায়ের নিচে জমি নড়ছে। কাঁপছে। সহানুভূতিতে তিরতির করে দুলছে গাছের পাতা। কাঁপুনিটা প্রবল ঝাঁকুনিতে পরিণত হলো। পায়ের নিচে পাথরের গোঙানি শুনতে পেল ও। জ্বালামুখের একটা অংশ ভেঙে সগর্জনে নিচের বনে লুটিয়ে পড়ল। ঝড়ে আক্রান্ত জাহাজের পাটাতনের মতো দুলছে গোটা পৃথিবী। তাল হারানোর দশা হলো ওর। নিচে ছিটকে পড়া থেকে বাঁচতে গেটের একটা গরাদ ধরতে হাত বাড়িয়ে দিল। আবার বেড়ে উঠল হাওয়া। তবে এবার সেটা এলো শয়তানের গুহার দিকে থেকে। গাছপালার ডালের উপর দিয়ে বয়ে গেল সবেগে, মরা পাতার ঘূর্ণী তুলল চারপাশে। লাশের দেশের মতোই শীতল।

ওকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে ইয়োস। আগ্নেয়গিরি মালকিন সে। ভূমিকম্প ও নরকে প্রবাহিত লাভা নদীর চালক। তার শক্তির কাছে আমি কত নগণ্য সেটাই বুঝিয়ে দিতে চাইছে, ভাবল ও। তারপর জোরে চিৎকার করে উঠল। 'আমি এখানে, ইয়োস! তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।'

পৃথিবীর কম্পন থেমে গেল, জ্বালামুখে আবার রহস্যময় নীরবতা নেমে এলো। এখন ওর সামনের পথ পরিষ্কার, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। অবশেষে বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের মাঝখান দিয়ে আগে বেড়ে গুহা থেকে বের হয়ে আসা জলধারার কুলকুল ধ্বনি শুনতে পেল। সবুজের পর্দা ভেদ করে এগিয়ে গেল ও, পুকুরের পাশের খালি জায়গায় পা রাখল। যেমন দেখে গিয়েছিল তেমনই আছে সব। উপড়ে পড়া গাছের কাণ্ডের দিকে পেছন ফিরে ঘাসের উপর পুরোনো জায়গায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল ও।

তার আসার প্রথম যে সঙ্কেত পেল ও, সেটা হচ্ছে বরফ শীতল হাওয়া, ঘাড়ের পেছনের চুলে শিহরণ তুলল। বাহুর পশমগুলো কেঁপে উঠল। গুহার মুখের দিকে খেয়াল রাখল ও, দেখতে পেল সূক্ষ্ম একটা রূপালি কুয়াশা বের হয়ে আসছে ওখান থেকে। তারপর একটা গাঢ় অবয়ব বের হয়ে এলো কুয়াশার ভেতর থেকে, শ্যাওলায় ঢাকা পথ ধরে রাজকীয় ঢঙে এগিয়ে আসছে। হান্নাহর ঘরে দেখা সেই পর্দা পরা মহিলাই, সেই একই বিশাল আধাস্বচ্ছ কালো রেশমী পোশাক পরেছে।

রূপালি কুয়াশার ভেতর থেকে বের হয়ে এলো ইয়োস। ওর নগ্ন পাজোড়া দেখতে পেল তাইতা। আলখেল্লার নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে। কেবল অংশ বিশেষই নজরে আসছে। পায়ের উপর দিয়ে বয়ে চলা ঝর্নার পানিতে ভিজে চকচক করছে। ছোট, নিখুঁত। যেন ক্রিম রঙা আইভরি থেকে কোনও দক্ষ শিল্পী কুঁদে বের করেছে। ওর পায়ের নখ মুক্তোর মতো উজ্জ্বল। কেবল শরীরের ওই অংশটুকুই দেখতে পেয়েছে এ পর্যন্ত। মারাত্মক উত্তেজক ওগুলো। চোখ সরাতে পারছে না ও। টের পেল উত্তেজিত হয়ে উঠছেও, অনেক চেষ্টায় নিজেকে দমন করল।

কেবল পায়ের আঙুল দেখিয়ে এভাবে প্রভাবিত করতে পারলে শরীরের বাকি অংশ উন্মুক্ত করলে কীকরে তাকে রোধ করার আশা করতে পারি?

অবশেষে চোখ তুলতে পারল ও। পর্দার আড়াল ভেদ করে দেখার প্রয়াস পেল। কিন্তু সেটা দুর্ভেদ্য। এবার তার দৃষ্টির পরশ পেল ও, যেন প্রজাপতি এসে বসেছে ওর গায়ে। কথা বলল সে, দম বন্ধ হয়ে এলো তাইতার। তার কণ্ঠের গানের সাথে তুলনা করার মতো কোনও শব্দ জীবনেও শোনেনি ও। স্ফটিকের ঘণ্টার মতো রূপালি। ওর আত্মার ভিত্তি টলে উঠল।

'যুগের পর যুগ তোমার অপেক্ষায় ছিলাম আমি,' বলল ইয়োস, সে মহা মিথ্যার ধারক জানা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাস না করে পারল না ও।

কাপ্টেন ওনকা তাইতাকে মেঘ-বাগিচায় নিয়ে যাবার পরেও বেশ কয়েক মাস সিদুদুকে লুকিয়ে রাখল ফেন ও মেরেন। গোড়ার দিকে বিপর্যয়ে ভেঙে পড়ে রীতিমতো বিভ্রান্ত ও মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েছিল সে। মেরেন ও ফেন ওর সাথে খুবই কোমল আচরণ করায় অচিরেই ওদের উপর যারপরনাই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সে। সারাক্ষণই ওদের কাউকে ওর সাথে থাকতে হচ্ছিল। ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিল ও, ওর আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে শুরু করল। অবশেষে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে পারল, ভালোবাসার মন্দিরের কাহিনী জানাল ওদের।

'ওটা একমাত্র সত্য দেবীর নামে উৎসর্গ করা,' ব্যাখ্যা করল ও। নবাগতদের ভেতর থেকে মন্দিরের কুমারীদের বাছাই করা হয়, কখনওই অভিজাত মহল থেকে নয়। নবাগত প্রত্যেকটা পরিবারকে তাদের একটা মেয়েকে ওদের হাতে তুলে দিতেই হবে। যেসব পরিবারের মেয়ে বেছে নেওয়া হয়েছে তাদের পক্ষে বিরাট সম্মান ও সুযোগ সুবিধার অধিকারী হওয়া যায়। আমাদের গ্রামের সবাই দেবীর আরাধনায় একটা উৎসবের আয়োজন করে। সেখানে সবচেয়ে জাঁকাল পোশাক পরায় আমাকে, ফুলের মুকুট মাথায় পরিয়ে মন্দিরে নিয়ে যায়। বাবা-মা আমার সাথে গিয়েছিল। খুশিতে হাসছিল ওরা, কাঁদছিল। আমাকে ওরা প্রধান পুরোহিতিনীর হাতে তুলে দিয়ে চলে আসে। ওদের আর কোনওদিন দেখিনি।'

'তোমাকে দেবীর সেবিকা বাছাই করেছিল কে?' জিজ্ঞেস করল ফেন।

'কোন এক অলিগার্কের কথা বলেছে ওরা,' জবাব দিল সিদুদু।

'ভালোবাসার মন্দির সম্পর্কে বলো,' বলল মেরেন। ভাবতে গিয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সে। তারপর মৃদু অথচ দ্রুত কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল। 'খুবই সুন্দর জায়গা। প্রথম যখন যাই, আরও অনেক মেয়ে ছিল। মহিলা পুরোহিতরা আমাদের সাথে অনেক ভালো ব্যবহার করেছে। সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় আর ভালো খাবার দেওয়া হতো আমাদের। ওরা বলত আমরা আমাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিলেই দেবীর পাহাড়ে যেতে পারব, দেবী আমাদের সম্মান দেবেন।'

'তোমরা সুখে ছিলে?' জানতে চাইল ফেন।

'প্রথম প্রথম ছিলাম আমি। বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ত বটে, কিন্তু রোজ সকালে আমাদের মজাদার শরবত খাওয়াত ওরা, তাতে খুশি আর উদ্যমী হয়ে উঠতাম আমরা, হাসতাম, নাচতাম।'

'তারপর কী হলো?' জিজ্ঞেস করল মেরেন।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিচু কণ্ঠে কথা বলতে লাগল সে, ঠিকমতো শুনতে কষ্ট হলো মেরেনের। 'কিছু লোক আমাদের দেখতে এলো। ওদের আমরা আমাদের বন্ধু

ভেবেছিলাম। ওদের সাথে নাচলাম আমরা।' নীরবে কাঁদতে শুরু করল সিদুদু। 'আর বলতে পারব না, লজ্জা পাচ্ছি।'

চুপ করে রইল ওরা, সিদুদুর হাত ধরল ফেন। 'আমরা তোমার সত্যিকারের বন্ধু, সিদুদু,' বলল ও। 'আমাদের সব বলতে পারো। আমাদের সাথে কথা বলতে কোনও সমস্যা নেই।'

হৃদয় মোঁচড়ানো শব্দে কেঁদে উঠল মেয়েটা, ফেনের গলা জড়িয়ে ধরল। 'প্রধান পুরোহিতিনী আমাদের দেখতে আসা লোকগুলোর সাথে বিছানায় যাওয়ার হুকুম দিলেন।'

'কারা ছিল ওরা?' গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল মেরেন।

'প্রথম জন লর্ড আকের। ভয়ঙ্কর লোক। অন্যরাও ছিল, অনেক লোক। ওনকাও ছিল।'

'আর বলতে হবে না,' ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল ফেন।

'না! বলতেই হবে! সেই দুঃসহ স্মৃতি আমার মনে আগুনের মতো জ্বলেছ। তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারব না।' দীর্ঘ, শরীর কাঁপানো শ্বাস নিল সিদুদু। 'মাসে একবার হান্নাহ নামে এক মহিলা ডাক্তার আমাদের পরীক্ষা করতে আসত। প্রতিবার একজন বা তার বেশি মেয়েকে বাছাই করত সে। পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হতো ওদের দেবীর হাতে মর্যাদা পাবার জন্যে। ওরা আর মন্দিরে ফিরে আসেনি।' আবার থেমে গেল সে। নাক ঝাড়তে ওকে একটা টুকরো লিনেন এগিয়ে দিল ফেন। না ঝেড়ে কাপড়টা সযত্নে ভাঁজ করে আবার কথা বলতে শুরু করল সিদুদু: 'মেয়েদের একজন আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। খুবই ভালো মেয়ে। ওর নাম লিতানি। দেখতেও সুন্দর। কিন্তু মায়ের কথা খুব মনে পড়ত ওর, লোকগুলোর সাথে আমরা যা করতাম তাকে ঘৃণা করত। একদিন রাতে মন্দির থেকে পালাল ও। চলে যাবার কথা আমাকে বলেছিল, ওকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল ও। পরদিন সকালে পুরোহিতিনী ওর লাশ এনে রাখল বেদীর উপর। সতর্ক করার জন্যে আমাদের সবাইকে ওর লাশের পাশ দিয়ে যেতে বাধ্য করে ওরা। ওরা বলে ট্রগরা বনের ভেতর পাকড়াও করেছে ওকে। বেদীতে শুয়ে থাকা লিতানের সৌন্দর্য বলতে কিছু ছিল না।'

কিছুক্ষণ ওকে কাঁদতে দিল ওরা। তারপর মেরেন বলল, 'ওনকার কথা বলো আমাদের।'

'ওনকা অভিজাত গোষ্ঠীর লোক। লর্ড আকের তার চাচা। আকেরের প্রধান গোয়েন্দা। এইসব কারণে বিশেষ সুবিধা পায় সে। আমাকে বেছে নিয়েছিল সে। তার অবস্থানের কারণে একবারের বেশি আমার কাছে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাকে। তারপর তার বাড়িতে দাসীগিরি করতে আমাকে মন্দির থেকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল ওকে। রাষ্ট্রের জন্যে তার সেবার পুরস্কার ছিলাম আমি। মাতাল অবস্থায় আমাকে সে মারত। মেরে মজা পেত। ঝিলিক দিয়ে উঠত ওর

চোখ। কাজটা করার সময় সে হাসত। একদিন ওনকা দূরে থাকবার সময় গোপনে এক মহিলা এলো। আমাকে জানাল মেঘ-বাগিচায় বিশাল লাইব্রেরিতে কাজ করে সে। তার কাছেই পাহাড় থেকে নিয়ে যাওয়া মেয়েদের ভাগ্যে কী পরিণতি ঘটেছে জানতে পারি। দেবী তাদের মর্যাদা দেয়নি। জন্মের আগেই ওদের বাচ্চা জরায়ু থেকে কেটে বের করে দেবীর খাবার হিসাবে পরিবেশন করা হয়েছে। সেজন্যেই দেবীকে আড়ালে শিশু খাদক বলা হয়।'

'বাচ্চাদের পেটে ধরেছিল যারা সেই মেয়েদের কী হয়েছে?'

'অদৃশ্য হয়ে গেছে,' সহজ কণ্ঠে বলল সিদুদু। আবার ফুঁপিয়ে কাঁদল। 'চলে যাওয়া মেয়েদের কয়েকজনকে পছন্দ করতাম। মন্দিরের অন্য মেয়েরাও ছিল যাদের ভালো লাগত। পেটে বাচ্চা আসার পর ওদেরও পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'শান্ত হও, সিদুদু,' ফিসফিস করে বলল ফেন। 'এসব বলা আসলেই ভীতিকর।'

'না, ফেন, বেচারাকে কথা বলতে দাও,' বাধা দিয়ে বলল মেরেন। 'ওর কথা আমার ভেতর আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। জাররিয়রা দানব। আমার ক্রোধ ওদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে তুলছে আমাকে।'

'তাহলে আমার বন্ধুদের উদ্ধারে সাহায্য করবে, মেরেন?' ডাগর ডাগর চোখে আশার চেয়েও বেশি কিছু নিয়ে মেরেনের দিকে তাকাল সিদুদু।

'তুমি যা বলবে তাই করব,' সাথে সাথে জবাব দিল মেরেন। 'কিন্তু তার আগে ওনকা সম্পর্কে আরও কিছু বলো। সবার আগে সে-ই আমার বদলার রূপ দেখবে।'

'ভেবেছিলাম আমাকে বাঁচাবে সে। ভেবেছিলাম তার সাথে থাকলে আমাকে আর পাহাড়ে পাঠানো হবে না। কিন্তু তারপর অল্প কিছু দিন আগে একদিন ডাক্তার হান্নাহ আমাকে পরীক্ষা করতে আসে। তাকে আশা না করলেও তার আসার মানে জানতাম। আমাকে পরীক্ষা করার সময় কিছু না বললেও ওনকার দিকে তাকাতে দেখলাম তাকে, ওনকার মাথা দোলানোও দেখলাম। বুঝে গেলাম আমার পেটের বাচ্চা বেড়ে উঠলেই আমাকে পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কয়েক দিন পর আরও একজন দেখতে এলো আমাকে। ওনকা তামাফুপায় কর্নেল তিনাতের সাথে থাকতে গোপনে আমার কাছে এসেছিল সে। আমাকে জররি থেকে পালানোর পরিকল্পনাকারী নবাগতদের সাথে কাজ করার প্রস্তাব দিল। অবশ্যই রাজি হয়ে গেলাম। ওদের কথা মতো একটা আরক খেতে দিলাম, অমনি অসুস্থ হয়ে পড়ল সে। এরপর আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করে ওনকা। আমার সাথে আরও নিষ্ঠুর আচরণ শুরু করে সে। বুঝে গেলাম অচিরেই আমাকে ফের মন্দিরে ফেরত পাঠাবে। তখনই শুনলাম ম্যাগাস নাকি মুতাঙ্গিতে আছেন। ভাবলাম তিনি ওনকার বাচ্চাকে সরিয়ে দিতে পারবেন হয়তো। তো তাঁর খোঁজ পেতে সবরকম ঝুঁকি

নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। পালালাম, কিন্তু ট্রগরা আমার পিছু নিল। তখনই আমাকে উদ্ধার করেছ তোমরা।'

'ভয়ঙ্কর কহিনী,' বলল ফেন। 'অনেক ভুগেছ।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখনও মন্দিরের রয়ে যাওয়া মেয়েদের মতো নয়।' ওদের মনে করিয়ে দিল সিদুদু।

'ওদের উদ্ধার করব আমরা,' ঝোঁকের বশে বলে ফেলল মেরেন। 'জাররি থেকে পালানোর সময় আমাদের সাথে থাকবে ওরা, কসম।'

'ওহ, মেরেন, তুমি কত সাহসী আর ভালো।'

এরপর দ্রুত সেরে উঠল সিদুদু। রোজ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল ফেন আর ও। অন্যরাও ওকে পছন্দ করে ফেলল: হিলতো, নাকোস্তো ও ইম্বালি, কিন্তু বাকি সবার চেয়ে বেশি পছন্দ মেরেনের। হিলতো ও মুতাঙ্গি গ্রামের অন্যদের সাহয়তায় দিনের বেলায় ঘর থেকে পালিয়ে বনে গিয়ে সময় কাটায়। মেরেন ও হিলতো ফেনকে তীর ছোঁড়ার কায়দা শেখানো চালিয়ে যাচ্ছে; অচিরেই সিদুদুকে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাল ওরা। ওকে একটা ধনুক বানিয়ে দিল মেরেন, ওর শক্তি ও বাহুর আওতার সাথে খাপ খাইয়ে দিল ওটা। সিদুদু মেয়েটা ছোটখাট, ছিপছিপে গড়নের হলেও বিস্ময়করভাবে শক্তিশালী, তীর ছোঁড়ায় স্বাভাবিক এক ধরনের ঝোঁক দেখা গেল তার ভেতর। বনের ভেতর একচিলতে ফাঁকা জায়গায় ওদের লক্ষ্য বস্তু ঠিক করে দিল মেরেন. মেয়েরা বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে তীর ছুঁড়তে লাগল।

'মনে করো নিশানাটা ওনকার মাথা,' ওকে বলেছিল ফেন। এরপর আর তেমন একটা ফস্কাল না সিদুদুর তীর। ওর বাহু দ্রুত শক্তিশালী বেড়ে উঠল; ফলে মেরেনকে অপেক্ষাকৃত ভারি টানঅলা আরেকটা ধনুক বানিয়ে দিতে হলো। অনেক আন্তরিক অনুশীলনের পর দুইশো কদম দূরের নিশানা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে সফল হলো ও।

মেরেন, হিলতো ও নাকোস্তো অভ্যাসবশতঃ জুয়াড়ি। মেয়েরা প্রতিযোগিতায় নামলেই বাজি ধরে ওরা। যার যার প্রিয়জনকে তাগিদ দেয়, সিদুদুকে দেওয়া বাড়তি সুবিধা নিয়ে ঝামেলা করে। ফেন সিদুদুর চেয়ে অনেক বেশি তীর ধনুক ব্যবহার করায় ওকে অনেক বেশি দূর থেকে তীর ছুঁড়তে দেয় ওরা। প্রথমে পঞ্চাশ কদম দূরত্ব মেনে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সিদুদুর দক্ষতা বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আস্তে আস্তে সেটা কমে এলো।

একদিন ফাঁকা জায়গায় আরেকটা টুর্নামেন্ট করছিল ওরা। ফেন আর হিলতোর বিরুদ্ধে মেরেন ও সিদুদু দল বেঁধেছে। তীব্র প্রতিযোগিতা চলছিল, হল্লা প্রবল হয়ে

উঠেছে, এমন সময় গাছপালার ভেতর থেকে একটা অচেনা খোড়ায় চেপে হাজির হলো এক আগন্তুক। ক্ষেতের কৃষকের পোশাক তার পরনে, কিন্তু ঘোড়া হাঁকাচ্ছে যোদ্ধার ঢঙে। মেরেনের কাছ থেকে সঙ্কেত পেয়ে ধনুকে টাটকা তীর এঁটে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল ওরা। আগন্তুক ওদের উদ্দেশ্য টের পেয়ে লাগাম টানল, মুখ ঢেকে রাখা নেকাব সরিয়ে ফেলল।

'সেথের গোবর লেপা পাছার দোহাই!' বলে উঠল মেরেন। 'এ যে দেখছি তিনাত।' ওকে স্বাগত জানাতে ছুটে গেল সে। 'কর্নেল, একটা কিছু ভজঘট হয়েছে। কী সেটা? এখুনি বলো।'

'তোমাদের খোঁজ পেয়ে খুশি হয়েছি,' বলল তিনাত। 'মহাবিপদে আছি আমরা, সেটা জানাতেই আসা। অলিগার্করা আমাদের সবাইকে ওদের সামনে হাজির হওয়ার সমন জারি করেছে। ওনকা ও তার লোকজন সব জায়গায় আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে মুতাঙ্গির ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাচ্ছে ওরা।'

'তার মানে?' জিজ্ঞেস করল মেরেন।

'এর একটাই মানে হতে পারে,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল তিনাত। 'আমরা সন্দেহের আওতায় পড়ে গেছি। মনে ওনকা আমাকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। জাররিয় বিচারে আমি অবশ্য তাই। তুমি সিদুদুকে উদ্ধার করার সময় নিহত ট্রগদের লাশ খুঁজে পেয়েছে সে, ব্যাপারটা তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে, কারণ এখন সে নিশ্চিত যে তুমিই ওকে লুকিয়ে রেখেছ।'

'কী প্রমাণ আছে তার কাছে?'

'প্রমাণ লাগে না তার। লর্ড আকেরের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আমাদের সবাইকে শাস্তি দিতে তার মুখের কথাই যথেষ্ট।' জবাব দিল তিনাত। 'অলিগার্কদের বিচার কী হবে সেটা নিশ্চিত। অত্যাচার চালিয়ে জেরা করা হবে আমাদের। সেটা থেকে বাঁচতে পারলে, খনি বা কুয়েরিতে পাঠানো হবে আমাদের...কিংবা আরও খারাপ।'

'তাহলে এখন আমরা সবাই ফেরারী,' মেরেনকে তাতে উদ্বিগ্ন মনে হলো না। 'অন্তত ভণিতার আর প্রয়োজন রইল না।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল তিনাত। 'আমরা ফেরারী। মুতাঙ্গিতে ফিরে যেতে পারবে না তুমি।'

'অবশ্যই না,' বলল মেরেন। 'ওখানে আমাদের প্রয়োজনীয় কিছুই নেই। সাথে ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র আছে। জঙ্গলের পথই বেছে নিতে হবে আমাদের। মেঘ-বাগিচা থেকে তাইতার ফেরার অপেক্ষায় থাকার সময় এই অভিশপ্ত জায়গা থেকে প্রিয় মিশরে ফিরে যাবার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেব।'

'এখুনি সরে পড়তে হবে আমাদের,' সায় দিয়ে বলল তিনাত। 'মুতাঙ্গির অনেক কাছে আছি আমরা। দূরের পাহাড়ে লুকোনোর মতো অনেক জায়গা মিলবে। চলার উপর থাকলে ওনকার পক্ষে আমাদের নাগাল পাওয়া কঠিন হবে।'

ঘোড়ায় চেপে পুব দিকে চলল ওরা। শেষ বিকেলের দিকে বিশ লীগ দূরত্ব অতিক্রম করে এলো। কিতানগালে গ্যাপের নিচে পাহাড়ের পাদদেশের ঢাল বেয়ে ওঠার সময় দীর্ঘ প্যাঁচানো শিং আর পেল্লায় কানঅলা অ্যান্টিলোপের একটা বিশাল পাল আড়াল থেকে বের হয়ে এসে ওদের সামনে দিয়ে ছুটে গেল। সাথে সাথে তীর-ধনুক নামিয়ে ধাওয়া করল ওরা। ওয়ার্লউইন্ডের পিঠে ফেন, সবার আগে ওদের নাগাল পেল সে, ওর তীর একটা মোটাসোটা শিংবিহীন মাদী অ্যান্টিলোপকে শুইয়ে দিল।

'যথেষ্ট!' চিৎকার করে উঠল মেরেন। 'বেশ কয়েক দিন চলার মতো প্রচুর মাংস মিলবে ওটায়।' পালের বাকি পশুদের যেতে দিয়ে মরা জানোয়ারটার ছাল খসিয়ে মাংস সংগ্রহ করতে জিন থেকে নামল ওরা। সূর্যাস্তের সময় ওদের পথ দেখিয়ে একটা পরিষ্কার মিঠা পানির ধারার কাছে নিয়ে এলো সিদুদু। ওটার কিনারে তাঁবু খাটাল ওরা, রাতের খাবারের জন্যে আগুনে অ্যান্টিলোপের বড় বড় মাংসের টুকরো ঝলসে নিল।

ওরা হাড় চিবোনোর সময়ে মেরেনকে বিদ্রোহী আদর্শের প্রতি অনুগত রাজকীয় বাহিনীর সাম্প্রতিক অবস্থানের ব্যাপারে খুলে বলল তিনাত। 'আমার নিজের রেজিমেন্ট হচ্ছে লাল পতাকা, আমি অস্ত্র তুলে নিতে বললেই সব অফিসার ও লোকজন ছুটে আসবে আমাদের কাছে। হলদে পতাকার দুটি ডিভিশনের উপরও নির্ভর করতে পারি আমি, আমার সহকর্মী কর্নেল সানগাত রয়েছে ওটার নেতৃত্বে। আমাদের পক্ষের লোক সে। তারপর আছে খনির স্টোপে কাজ করা কয়েদি ও বন্দিদের পাহারায় থাকা তিনটা ডিভিশন। বন্দিদের উপর চালানো নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিকতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে ওদের। আমার নির্দেশের অপেক্ষা করছে ওরা। আমরা যুদ্ধ শুরু করামাত্র বন্দিদের ছেড়ে দিয়ে অস্ত্র দিয়ে জোর করে আমাদের সাথে যোগ দিতে নিয়ে আসবে।' সেনা সমাবেশের বিভিন্ন জায়গা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে গেল ওরা, শেষ পর্যন্ত স্থির হলো যে প্রত্যেকটা ইউনিটকে অবশ্যই স্বাধীনভাবে কিতানগালে গ্যাপের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, ওখানে মিলিত হবে ওরা।

'আমাদের বিরুদ্ধে জাররিয়রা কী ধরনের শক্তি মোতায়েন করতে পারে?' জানতে চাইল। মেরেন।

'সংখ্যায় আমাদের দশজনে একজনে হারিয়ে দিলেও সৈন্য সমাবেশ করে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিতে অনেক দিন লাগবে অলিগার্কদের। যতক্ষণ ওদের ভড়কে দিতে পারছি, ওদের আগে আমাদের বাহিনীকে সমবেত করতে পারছি ততক্ষণ আমাদের বাহিনী কিতানগালে নদীর মুখ পর্যন্ত পেছন থেকে আসা আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারবে। ওখানে পৌঁছানোর পর প্রয়োজনীয় নৌকা ছিনতাই করব আমরা। একবার নদীতে নেমে গেলে ভাটি বরাবর বিশাল নালুবা'লে

হ্রদের দিকে চলে যাওয়া অনেক সহজ হবে।' থেমে ধূর্ত দৃষ্টিতে মেরেনের দিকে তাকাল সে। 'দিন দশেকের মধ্যেই তৈরি হতে পারব আমরা।'

'ম্যাগাস তাইতা ছাড়া যেতে পারব না আমরা,' চট করে বলল মেরেন।

'তাইতা একজন মানুষ মাত্র,' যুক্তি দেখাল তিনাত। 'আমাদের শত শত লোক বিপদে আছে।'

'ওকে ছাড়া সফল হতে পারবে না,' বলল মেরেন। 'ওর ক্ষমতা ছাড়া তুমি আর তোমার সব লোক শেষ হয়ে যাবে।'

খোঁচা খোঁচা দাড়ি টানতে টানতে চেহারায় পরিহাস তরল চিন্তার ভাব ফুটিয়ে তুলে ভাবল তিনাত। তারপর যেন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, এমন একটা ভাব করল। 'ওর জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করতে পারব না আমরা। এরই মধ্যে মারা গিয়ে থাকে যদি? এই ঝুঁকি নিতে পারব না আমি।'

'কর্নেল তিনাত!' ফেটে পড়ল ফেন। 'তুমি কি নবান্নের চাঁদ ওঠা পর্যন্ত তাইতার জন্যে অপেক্ষা করবে?'

ওর দিকে তাকিয়ে রইল তিনাত, তারপর সংক্ষেপে মাথা দোলাল। 'কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ম্যাগাস তার আগেই পাহাড় থেকে না নামলে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি আর কোনওদিনই ফিরবেন না।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল। তোমার সাহস আর বুদ্ধি আছে।' ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল ফেন। বিব্রত ভঙ্গিতে আগুনের শিখার দিকে চেয়ে বিড়বিড় করতে লাগল তিনাত। নির্বিকারভাবে কথা বলে চলল ফেন। 'ভালোবাসার মন্দিরের মেয়েদের কথা জানো, কর্নেল?'

'অবশ্যই মন্দিরের সেবাদাসীদের থাকার কথা জানি আমি, কিন্তু কি হয়েছে তাতে?'

সিদুদুর দিকে ফিরল ফেন। 'আমাদের যা বলেছ ওকেও বলো।'

ক্রমে বেড়ে ওঠা আতঙ্কের সাথে সিদুদুর বিবরণ শুনে গেল তিনাত। ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই চেহারা ফাঁকা হয়ে গেল তার। 'আমাদের অল্প বয়সী মেয়েদের উপর এমন জঘন্য অত্যাচারের কোনও ধারণাই ছিল না। অবশ্যই, এটা জানতাম যে মেয়েদের কাউকে কাউকে মেঘ-বাগিচায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কয়েকজনকে আমি নিজে নিয়ে গেছি। তবে ওরা স্বেচ্ছায় গিয়েছে। ওদের দেবীর কাছে বিসর্জন দেওয়ার বা পাহাড়ে মানুষখেকো আচারের কথা জানা ছিল না।'

'কর্নেল, ওদের আমাদের সাথে নিয়ে যেতে হবে। ওদের জাররিয়দের হাতে ফেলে যেতে পারব না,' বাধা দিয়ে বলল মেরেন। 'ওদের মুক্ত করে জাররি থেকে যাবার সময় সাধ্যে যতটুকু কুলোয় তার সবটুকুই করার শপথ আগেই নিয়েছি আমি।'

'এখন আমিও একই শপথ করছি,' গর্জে উঠল তিনাত। 'সব দেবতার নামে কসম খেয়ে বলছি, ওই মেয়েদের মুক্ত না করা পর্যন্ত এখান থেকে একপাও নড়ব না।'

'আমাদেরকে নবান্নের চাঁদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হলে তার আগ পর্যন্ত আর কয়জন মেয়েকে পাহাড়ে পাঠানো হতে পারে?' জানতে চাইল ফেন।

ওর প্রশ্নে থতমত খেয়ে গেল ওরা।

'আমরা বেশি আগে কাজে নামলে ওদের চমকে দেওয়ার সুযোগ হারাব। সাথে সাথে আমাদের বিরুদ্ধে ওদের শক্তি লেলিয়ে দেবে জাররিয়রা। তোমার কি প্রস্তাব, ফেন?' তিনাতই কথা বলল।

'কেবল পেটে বাচ্চা আছে এমন মেয়েদেরই পাহাড়ে পাঠানো হয়,' জানাল ফেন।

'আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কথাটা ঠিক,' সায় দিল তিনাত। 'কিন্তু তাতে আমাদের কী উপকার হবে? অসংখ্য লোকের খেলার সামগ্রীর মতো ব্যবহার করা হলে আমরা তো আর ওদের অন্তসত্তা হওয়া ঠেকাতে পারব না।'

'তা হয়তো পারব না, তবে বাচ্চার বৃদ্ধি তো ঠেকাতে পারি।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল মেরেন।

'সিদুদুর বেলায় তাইতা যেভাবে করেছে, গর্ভপাতের একটা আরক আছে।' ফেনের কথাগুলো ভাবল ওরা। তারপর আবার কথা বলল মেরেন।

'তাইতার ডাক্তারি ব্যাগটা রয়েছে মুতাঙ্গির বাড়িতে। ওটা আনতে ফিরে যেতে পারব না আমরা।'

'আরকটা বানাতে ও কী গুল্ম ব্যবহার করেছে, জানি আমি। ওকে ওগুলো সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছিলাম।'

'ওষুধটা মেয়েদের কাছে পৌঁছাবে কীকরে?' জানতে চাইল তিনাত। 'ট্রগরা ওদের পাহারা দিয়ে রাখে।'

'আমি ও সিদুদু মন্দিরে নিয়ে যাব ওষুধটা, ব্যবহারের নিয়ম শিখিয়ে দেব মেয়েদের।'

'কিন্তু ট্রগ আর পুরোহিতিনীরা–ওদের এড়াবে কেমন করে?'

'সিদুদুকে যেভাবে ওনকার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলাম,' জবাব দিল ফেন।

'আড়াল করার মন্ত্র!' বলে উঠল মেরেন।

'বুঝতে পারছি না,' বলল তিনাত। 'কীসের কথা বলছ?'

'ফেন ম্যাগাসের শিষ্যা,' বুঝিয়ে বলল মেরেন। 'ওকে বেশ কিছু গোপন বিদ্যা শিখিয়েছেন তিনি। এইসব কায়দা বেশ ভালোই রপ্ত করেছে ও। নিজেকে ও অন্যদের অদৃশ্য পর্দায় আড়াল করতে পারে।'

'এটা সম্ভব, বিশ্বাস করি না,' ঘোষণা করল তিনাত।

'তাহলে তোমাকে দেখাচ্ছি,' বলল ফেন। 'দয়া করে মেরেন আবার না ডাকা পর্যন্ত আগুনের কাছ থেকে সরে ওই গাছপালার ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করো।' ভুরু কুঁচকে, বিড়বিড় করতে করতে উঠে দাঁড়াল তিনাত, অন্ধকারে গটগট করে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফের ওকে ডাকল মেরেন। ফিরে এসে ওকে একা আবিষ্কার করল তিনাত।

'বেশ ভালো, কর্নেল মেরেন ক্যাম্বিসেস। ওরা কোথায়?' গজগজ করে জিজ্ঞেস করল তিনাত।

'তোমার দশ কদমের ভেতর,' বলল মেরেন। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে আগুনের চারপাশে একটা চক্কর দিল তিনাত, ডান বামে তাকাচ্ছে। শেষে যেখানে শুরু করেছিল সেখানেই ফিরে এলো।

'কিচ্ছু নেই,' বলল সে। 'এবার বলো ওরা কোথায় গাঢাকা দিয়েছে।'

'ঠিক তোমার সামনে,' ইঙ্গিতে দেখাল মেরেন।

সামনে তাকাল তিনাত, তারপর মাথা নাড়ল। 'কিছুই দেখছি না,' শুরু করল সে। তারপর পিছিয়ে গিয়ে বিস্ময়ের একটা ধ্বনি করে উঠল। 'হায়, অসিরিস আর হোরাস, এযে ডাকিনী বিদ্যা!' শেষবার যেখানে দেখেছিল সেখানেই বসে আছে মেয়ে দুটি। হাতে হাত ধরে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'হ্যাঁ, কর্নেল, তবে এটা সামান্য একটা ব্যাপার। তোমার চেয়ে অনেক সহজে ট্রগদের ফাঁকি দেওয়া যাবে,' বলল ফেন। 'কারণ ওরা সীমিত বুদ্ধির বর্বর, যেখানে তুমি প্রশিক্ষিত যোদ্ধা ও খুবই উন্নত বুদ্ধির।' প্রশংসায় শিথিল হলো তিনাত।

মেয়েটা সত্যিই ডাইনী। তিনাত তার সাথে পেরে উঠবে না। মনে মনে হাসল মেরেন। চাইলে ওকে মাথার উপর উল্টো করে দাঁড় করিয়ে ওর পাছায় শিসও বাজাতে পারবে ও।

ঘোড়ায় চেপে পাশাপাশি ভালোবাসার মন্দিরের দিকে যেতে পারল না ওরা। তাইতার মতো ঘোড়া ও মানুষের বিশাল দল আড়াল করার ক্ষমতা ফেনের নেই। ঘোড়াগুলোকে নিবিড় গাছপালার একটা জটলায় মেরেন ও নাকোন্তোর হাওলায় লুকিয়ে রেখে একাকী পায়ে হেঁটে আগে বাড়ল দুজন। চারটে ছোট ছোট গুল্ম ভর্তি লিনেনের ব্যাগ বইছে সিদুদু, ওর স্কার্টের নিচে কোমরে বাঁধা আছে ওগুলো।

বনের ভেতর দিয়ে উপর দিকে উঠতে লাগল ওরা, অবশেষে একটা উঁচু জমিনের চূড়ায় পৌঁছাল; এখান থেকে নিচের উপত্যকায় নজর চালানো যায়। শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরটা। হলদে স্যান্ডস্টোনের বিশাল, জাঁকাল দালান, চারপাশে আঙিনা ও পুকুর, সেখানে দানবীয় শাপলার পাতা ভাসছে। ক্ষীণ ফুর্তির

আওয়াজ আসছে, সবচেয়ে বড় পুকুরটার ধারে মেয়েদের বেশ বড়সড় জটলা দেখল ওরা। কেউ কেউ গোল হয়ে বসে গান গাইছে, হাত তালি দিচ্ছে; অন্যদিকে বাকিরা বাজনার সাথে তাল মিলিয়ে নাচছে।

'এই সময় রোজই এমন করতাম আমরা,' ফিসফিস করে বলল সিদুদু। 'ওরা পুরুষদের অপেক্ষা করছে।'

'কাউকে চিনতে পারছ?' জানতে চাইল ফেন।

'বুঝতে পারছি না। আমরা অনেক দূরে তো, বলা মুশকিল,' হাত দিয়ে চোখ আড়াল করল সিদুদু। 'দাঁড়াও! পুকুর ধারের একাকী মেয়েটা–দেখতে পাচ্ছ? ওই আমার বন্ধু জিঙগা।'

ছিপছিপে গড়নের প্রফুল্ল মেয়েটাকে দেখতে পেল ফেন, পুকুরের কিনারা বরাবর হাঁটাহাঁটি করছে। খাট চিতন পরেছে সে। হাত-পা নগ্ন, চুলে হলদে ফুল। 'ওকে কতটা বিশ্বাস করা যায়?' জানতে চাইল ফেন।

'অন্যদের চেয়ে বয়সে একটু বড় ও, ওদের ভেতর সবেচেয়ে বোদ্ধা। ওরা ওর কথা মানে।'

'ওর সাথে কথা বলতে যাব আমরা,' বলল ফেন, কিন্তু ওর হাত চেপে ধরল সিদুদু।

'দেখ!' বলল ও, গলা কাঁপছে। ওরা যে রিজের চূড়ায় বসে আছে ঠিক তার নিচেই গাছ থেকে নেমে আসছে রোমশ কালো অবয়ব। বেঢপ ভঙ্গিতে শ্লথ পায়ে চার হাতপায়ে ভর দিয়ে আগে বাড়ছে ওরা, হাত দিয়ে মাটি কামড়ে ধরছে। 'ট্রগ!'

মন্দিরের এলাকার সীমানা ঘিরে চক্কর দিচ্ছে দানবীয় শিম্পাঞ্জিগুলো, তবে প্রাঙ্গণের মেয়েদের চোখের আড়ালে থাকছে। কয়েক কদম পর পর নাক ফুলিয়ে জমিন শুঁকছে, আগন্তুক বা মন্দির থেকে পলাতকদের খোঁজ করছে।

'তুমি গন্ধ আড়াল করতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল সিদুদু। 'ট্রগদের ঘ্রাণ শক্তি কিন্তু খুব চড়া।'

'না, 'স্বীকার গেল ফেন। 'মেয়েদের দিকে এগোনোর আগে ওদের পাশ কাটিয়ে যেতে দিতে হবে।' দ্রুত আগে বাড়ছে ট্রগরা। গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল ওরা।

'এগোও!' বলল ফেন। 'জলদি!' সিদুদুর হাতের দিকে হাত বাড়াল ও। 'মনে রেখ, কথা বলা যাবে না, দৌড়াবে না বা আমার হাত ছাড়বে না। সাবধানে, ধীরে ধীরে আগে বাড়বে।'

নিজেদের উপর মন্ত্র পড়ল ফেন। তারপর সিদুদুকে নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। সিদুদুর বন্ধু জিঙগা এখনও একা একটা উইলো গাছের নিচে বসে ধুরা পিঠার টুকরো ছুঁড়ে ফেলছে পানির মাছের ঝাঁকের দিকে। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ওরা, তারপর আস্তে সিদুদুর ওপর থেকে আড়াল করার মন্ত্র তুলে নিল ফেন। অচেনা চেহারা দেখে জিঙগা যাতে চমকে না ওঠে তাই নিজে আড়ালে রয়ে গেল।

কিলবিল করতে থাকা মাছের দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে ছিল মেয়েটা, মুহূর্তের জন্যে সিদুদুর উপস্থিতি টেরই পেল না ও। সহসা চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেল।

হাত ধরে ওকে ঠেকাল সিদুদু। 'জিঙগা, ভয় পেয়ো না।'

ওর দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা, তারপর হাসল। 'তোমাকে দেখতে পাইনি, সিদুদু। ছিলে কোথায়? তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল। আরও সুন্দর হয়ে গেছ তুমি।'

'তুমিও, জিঙগা,' ওকে চুমু খেয়ে বলল সিদুদু। 'কিন্তু কথা বলার মতো বেশি সময় নেই হাতে। অনেক কথা বলতে হবে।' মেয়েটার চেহারা জরিপ করল ও, সভয়ে লক্ষ করল ওর চোখের তারা আরকের কারণে বিস্ফারিত হয়ে আছে। 'খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে।' ধীরে ধীরে কথা বলছে সিদুদু, যেন একেবারে কচি খুকীর সাথে কথা বলছে।

সিদুদুর কথার ব্যাপকতা বুঝতে পেরে জিঙগার চোখজোড়া আরও পরিষ্কারভাবে স্থির হলো। শেষে ফিসফিস করে বলল, 'ওরা আমাদের বোনদের খুন করছে। এ হতে পারে না।'

'কিন্তু তাই ঠিক, জিঙগা, আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। তবে ব্যাপারটা ঠেকানোর জন্যে একটা কাজ করতে পারো।' চট করে গুল্ম আর সেটা দিয়ে ওষুধ বানানোর কায়দা শিখিয়ে দিল ও। 'যাদের বাচ্চা আছে শুধু তাদেরই পাহাড়ে নিয়ে যায় ওরা। এই ওষুধ আমার বাচ্চা নষ্ট করে দিয়েছে। বিপদাপন্ন যেকোনও মেয়েকেই এটা দিতে হবে তোমাকে।' স্কার্ট উঁচু করে কোমরে বাঁধা গুল্মের ব্যাগ আলগা করল সিদুদু। 'ভালো করে লুকিয়ে রাখ। পুরোহিতিনীরা যেন দেখতে না পায়। ডাক্তার হান্নাহ কোনও মেয়েকে দেবীর কাছে সম্মানের জন্যে নিয়ে যেতে বাছাই করামাত্র এই আরক খেতে দেবে। কেবল এটাই ওদের বাঁচাতে পারে।'

'আমাকে এরই মধ্যে বেছে নেওয়া হয়েছে,' ফিসফিস করে বলল জিঙগা। 'চারদিন আগে এসেছিল ডাক্তার, বলেছে শিগগিরই দেবীর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমি।'

'আহা, বেচারা জিঙগা! তাহলে আজ রাতেই এটা খেতে হবে তোমাকে, একা হলেই।' বলল সিদুদু। আবার ওর হাত জড়িয়ে ধরল ও। 'তোমার সাথে আর বেশিক্ষণ থাকতে পারছি না, তবে শিগগিরই তোমাকে উদ্ধার করতে একদল ভালো মানুষ নিয়ে ফিরে আসব। তোমাকে ও অন্যদের নতুন এক দেশে নিয়ে যাব আমরা, যেখানে নিরাপদে থাকব আমরা। ওদের বিদায় নিতে তৈরি থাকতে বলে দিয়ো।' জিঙগার হাত ছেড়ে দিল ও। 'গুল্ম ভালো করে লুকিয়ে রাখ। এবার যাও। পেছনে তাকিয়ো না।'

জিঙগা ওর দিকে পেছন ফেরামাত্র সিদুদুর উপর আড়ালের আলখেল্লাহ ছড়িয়ে দিল ফেন। বিশ কদম যাওয়ার আগেই আবার পেছনে তাকাল জিঙগা। সিদুদু অদৃশ্য হয়ে গেছে দেখে ওর চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। স্পষ্ট প্রয়াসে নিজেকে সামলে নিয়ে আঙিনা পেরিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেল সে।

বনের ভেতর দিয়ে ফিরতি পথ ধরল ফেন ও সিদুদু। পাহাড়ের অর্ধেকটা দূরত্ব ওঠার পর পথ ছেড়ে অটল দাঁড়িয়ে রইল ফেন। কথা বলার সাহস হলো না ওর, তবে সিদুদুর হাতে চাপ দিয়ে জাদু অটুট রাখার ইশারা করল। দম ফেলতে ভুলে গেছে ওরা, দুটো বিশাল কালো ট্রগকে গদাইলস্করি চালে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। গাছপালার চারপাশে ঝোঁপে তল্লাশি চালানোর সময় এপাশ ওপাশ মাথা দোলাচ্ছে ওরা, ঘন ভুরুর নিচে দ্রুত ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের চোখ। মদ্দাটা জোড়ার ভেতর বড় আকারের। মাদিটা তাকে অনুসরণ করছে, দেখে অনেক বেশি সতর্ক ও আগ্রাসী মনে হচ্ছে। মেয়েদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল ওগুলো, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মাদীটা। বাতাসে নাক ফুলিয়ে গন্ধ শুঁকতে লাগল। মদ্দাটাও অনুসরণ করল ওটাকে, সশব্দে বাতাসে গন্ধ শুঁকতে লাগল। এবার দুটোই বেশ আগ্রহের সাথে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল। ভীষণ দর্শন দাঁতের পাটি বের করতে মুখ হাঁ করল মদ্দাটা। পরক্ষণে সপাটে বন্ধ করল। ওরা এত কাছে যে নিঃশ্বাসের বদগন্ধ পাচ্ছে ফেন। ওর হাতে ধরা সিদুদুর হাতটা কাঁপছে থরথর করে। ওকে সাহস যোগাতে ফের আঙুলে চাপ দিল ও।

মেয়েরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ট্রগ দুটো সাবধানে লফিয়ে লাফিয়ে সেদিকে আসতে লাগল। এখনও বাতাসে গন্ধ শুঁকছে। মাথা নিচু করে মেয়েরা পথে এসেছে সেখানকার মাটির গন্ধ শুঁকছে মাদীটা। গন্ধ শুঁকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে। ত্রাসে থরথর কাঁপছে সিদুদু। নিজের মাঝে আতঙ্ক ক্রমে বেড়ে ওটা টের পাচ্ছে ফেন, একটা সময় সেটা টগবগিয়ে ফুটতে শুরু করবে। গভীর মনোযোগের সাথে দীক্ষার কথা ভেবে নিজেকে স্থির করতে মনস্তাত্ত্বিক শক্তির তরঙ্গ পাঠাতে লাগল। কিন্তু এতক্ষণে ট্রগের নাকের ডগা সিদুদুর স্যান্ডেলের আঙুলের মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে চলে এসেছে। ভয়ে পেশাব করে দিল সিদুদু। পা বেয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল তরল; গন্ধ পেয়ে ঘোঁৎ করে উঠল ট্রগটা। লাফ দিবেতৈরি হলো শিম্পাঞ্জিটা, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অ্যান্টিলোপ পালানোর সময় গাছের পাতা কাঁপিয়ে দিল। অমনি ভীষণ জোরে গর্জন করে উঠল মদ্দা ট্রগটা। দৌড়ে গেল ওটার পেছনে। মাদীটাও ছুটল ওটার পেছনে। সিদুদুর খুব কাছে দিয়ে গা ঘেঁষে গেল, ধরতে গেলে আরেকটু হলেই ছোঁয়া লেগে যেত। আগাছার ভেতর দিয়ে শিম্পাঞ্জিগুলো ছুটে যাবার সময় ফেনের উপর হেলে পড়ল সিদুদু। ফেন জড়িয়ে না ধরলে হয়তো পড়েই যেত। শক্ত করে ধরে পাহাড় চূড়ার দিকে টেনে নিয়ে চলল ওকে ফেন, মন্দির থেকে দূরে সরে যাবার আগেই যাতে আড়ালের মন্ত্র নষ্ট না হয়

সেজন্যে সতর্ক। অবশেষে মেরেন ও নাকোন্তো যেখানে ওদের জন্যে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষায় ছিল সেদিকে ছুটে গেল ওরা।

পর পর দুই রাত একই তাঁবুতে ঘুমায়নি ওরা। বনের সমস্ত গলিঘুঁজি হাতের তালুর মতো চেনে তিনাত ও সিদুদু, তাই দ্রুত ও গোপনে আগে বাড়তে পারছে ওরা, লোক চলাচলের পথ এড়িয়ে যাচ্ছে, পর পর দুটো শিবিরের মাঝখানে অনেক বেশি দূরত্ব তৈরি করছে। সবাইই নবাগত, বেশির ভাগ গ্রামবাসীই ওদের অনুগত। পলাতকদের জন্যে খাবার ও নিরাপদ অবস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চলল ওরা: স্থানীয় সহমতের ম্যাজিস্ট্রেট ও গ্রাম্য সর্দারদের সাথে আলোচনা করছে। জাররিয় টহলদারদের উপর নজর রাখছে, ওদের আসতে দেখলেই সতর্ক করে দিচ্ছে।

প্রত্যেকটা গ্রামে যুদ্ধ-সভার আয়োজন করছে মেরেন ও তিনাত।

'আমাদের প্রিয় মিশরে ফিরে যাচ্ছি আমরা!' ম্যাজিস্ট্রেট ও সর্দারদের বলে ওরা। 'নবান্নের চাঁদে তোমাদের লোকজনকে আমাদের সাথে যেতে তৈরি করে রাখ।'

আগুনের আলোয় বৃত্তের লোকদের চেহারার দিকে তাকিয়ে আনন্দ ও উত্তেজনার চিহ্ন দেখতে পায় তিনাত। ওদের সামনে মেলে ধরা মানচিত্র ব্যাখ্যা করে সে। 'তোমাদের এই পথ ধরেই যেতে হবে। তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই দিয়ে পুরুষদের সশস্ত্র করে তোল। পুরুষদের অবশ্যই তাদের পরিবারের জন্যে খাবার, গরম পোশাক ও কম্বল যোগাড় করতে হবে। তবে বহন করা যায় এমন সবকিছুই নিয়ো না। দীর্ঘ, কষ্টকর যাত্রা হবে এটা। তোমাদের প্রথম সমবেত হওয়ার জায়গা এটা।' মানচিত্রের উপর একটা জায়গার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'দ্রুত ওখানে চলে যাবে। তোমাদের অপেক্ষায় স্কাউটরা থাকবে ওখানে। পুরুষদের জন্যে আরও ওয়্যাগন থাকবে ওদের কাছে, পথ দেখিয়ে কিতানগালে গ্যাপে নিয়ে যাবে তোমাদের। এটাই আমাদের সব লোকজনের মিলন স্থল হবে। গোপনীয়তা বজায় রাখবে, পরিণতির কথা মাথায় রাখবে। কেবল যাদের ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় তাদেরই আমাদের পরিকল্পনার কথা জানাবে। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তোমরা জানো অলিগার্কদের গুপ্তচর সব জায়গায় আছে। সময় হওয়ার আগে কোনওমতেই রওয়ানা হবে না। যদি না কর্নেল ক্যাম্বিসেস বা আমার কাছ থেকে সরাসরি নির্দেশ পাও।' সূর্য ওঠার আগেই আবার পথে নামে ওরা। আশপাশের এলাকার সেনা ছাউনী ও সামরিক দুর্গের অধিনায়করা বলতে গেলে সন্দেহাতীতভাবে তিনাতের

পক্ষের লোক। ওরা তার নির্দেশ শুনল। কিছু পরামর্শ দিল, প্রশ্ন করল আরও কম। 'আমাদের রওয়ানা দেওয়ার বার্তা পাঠিও। আমরা তৈরি থাকব,' ওকে বলল তারা।

তিনটা প্রধান খনি পড়েছে পাহাড়সারির দক্ষিণ-পুব পাদদেশে। সবচেয়ে বড়টার স্টোপে কঠিন পরিশ্রম করছে হাজার হাজার দাস আর বন্দি, মূল্যবান রূপা তুলে আনছে। প্রহরীদের অধিনায়ক তিনাতের লোক; তিনাত ও মেরেনকে শ্রমিকদের পোশাক পরিয়ে দাসদের ব্যারাকুন ও বন্দি শিবিরে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিল সে। নিজেদের গোপন সেলে সংগঠিত করেছে বন্দিরা, নেতা স্থির করে রেখেছে। অনেক আগে থেকেই বেশির ভাগ নেতাকে চেনে তিনাত, গ্রেপ্তার ও বন্দি হওয়ার বেশ আগে থেকেই ওরা ওর বন্ধু, সতীর্থ। খুশি হয়েই ওর নির্দেশ শুনল।

'নবান্নের চাঁদের অপেক্ষা করো,' ওদের বলল সে। 'পাহারাদাররা আমাদের সাথে আছে। নির্দিষ্ট সময়ে তোমাদের মুক্ত করে দিতে গেট খুলে দেবে ওরা।'

অন্য খনিগুলো ছোট। একটায় তামা ও তামাকে ব্রোঞ্জে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় সঙ্কর ধাতু জিঙ্ক উৎপাদিত হয়। সবচেয়ে ছোটটাই বেশি সমৃদ্ধ। শ্রমিকরা এখানে পুরু সোনার কোয়ার্টয তুলে আনে, এত সমৃদ্ধ যে খাঁটি সোনার টুকরো শ্রমিকদের বাতির আলোয় চিকচিক করতে থাকে।

'স্মেল্টারে পনের ওয়্যাগন ভর্তি খাঁটি সোনা আছে আমাদের,' তিনাতকে জানাল প্রধান প্রকৌশলী।

'বাদ দাও!' কাটা কণ্ঠে নির্দেশ দিল মেরেন।

মাথা দোলাল তিনাত। 'হ্যাঁ! সোনা ফেলে যাও!'

'কিন্তু এত বেশি সম্পদ!' প্রতিবাদ করল প্রকৌশলী।

'স্বাধীনতা আরও বড় সম্পদ,' বলল মেরেন। 'সোনা ফেলে যাও। ওসব আমাদের ধীর করে দেবে। ওয়্যাগনের আরও ভালো ব্যবহার বের করতে পারব আমরা। ওগুলো নারী, শিশু ও যারা খুব দুর্বল বা অসুস্থ বা হাঁটতে পারে না তাদের বহন করবে।'

নবান্নের চাঁদের বিশ দিন বাকি থাকতেই আক্রমণ হানল অলিগার্করা। পরিকল্পিত যাত্রার কথা অনেকেই জেনে গিয়েছিল, ফলে গোটা জাররিতে উজ্জ্বল একটা আগুন জ্বলছিল। গোয়েন্দারা ধোঁয়ার গন্ধ পাবে এটাই স্বাভাবিক। অলিগার্করা দুই শো লোকসহ ক্যাপ্টেন ওনকাকে মুতাঙ্গিতে পাঠিয়েছে, এখান থেকেই গুজবের ডালপালা গজিয়েছে।

এক রাতে শহর ঘেরাও করে সব বাসিন্দাকে আটক করল ওরা। গ্রাম্য পরিষদের কুঁড়েয় একজন একজন করে ওদের জেরা করল ওনকা। চাবুক ও জ্বলন্ত লোহা ব্যবহার করল সে। জেরার সময় আটজন পুরুষ নিহত ও আরও অনেকে

অন্ধ হয়ে গেলেও তেমন কিছু জানতে পারল না। এবার মেয়েদের উপর চড়াও হলো সে। বিলতোর কনিষ্ঠা স্ত্রীর ছিল যমজ সন্তান। চার বছর বয়সী একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। সে ওনকার প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার গেলে তার ছেলেকে দ্বিখণ্ডিত করার সময় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে বাধ্য করল তাকে। তারপর ছেলেটার দ্বিখণ্ডিত দেহ ছুঁড়ে দিল তার পায়ের কাছে। তারপর বোনের মাথার কোঁকড়া চুলের ঝুঁটি ধরে তুলে নিল। মায়ের চোখের সামনে তাকে ঝোলাতে লাগল। চিৎকার করছিল মেয়েটা। 'তুমি জানো তোমার একটা বাচ্চাকে দিয়েই শেষ করব না আমি,' মহিলাকে বলল সে। মেয়েটার গলায় ড্যাগারের ডগা দিয়ে খোঁচা মারল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে। ভেঙে পড়ল বেচারা মা। যা জানা ছিল সবই ওনকাকে বলে দিল। অনেক কিছুই জানা হয়ে গেল ওনকার।

বিলতো, তার স্ত্রী আর বেঁচে যাওয়া মেয়েসহ গ্রামবাসীদের ছাউনী দেওয়া গ্রাম্য পরিষদের কুঁড়েয় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল ওনকা। দরজা জানালা আটকে আগুন ধরিয়ে দিল ছাউনীতে। জ্বলন্ত ভবন থেকে আর্তচিৎকারের আওয়াজ ভেসে আসার সময় অলিগার্কদের খবর দিতে ঘোড়ায় চেপে আগুনের মতো দুর্গের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল ওনকা।

গ্রামবাসীদের দুজন পাহাড়ে শিকারে গিয়েছিল। ওখান থেকে হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করল ওরা, ওদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার খবর তিনাত ও মেরেনকে দিতে চলল। প্রায় বিশ লীগ দূরে দলটা যেখানে আত্মগোপন করেছিল সেদিকে ছুটে গেল ওরা।

লোক দুজনের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল তিনাত, দ্বিধা করল না সে। 'আমাদের পক্ষে আর নবান্নের চাঁদের অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এখুনি রওয়ানা দিতে হবে।'

'তাইতা!' চিৎকার করে উঠল ফেন, যন্ত্রণার সাথে। 'ওর জন্যে অপেক্ষা করবে বলে কথা দিয়েছিলে তুমি।'

'তুমি জানো, আমি পারব না,' জবাব দিল তিনাত। 'এমনকি কর্নেল ক্যাম্বিসেসকেও একমত হতে হবে যে সেটা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

অনীহার সাথে মাথা দোলাল মেরেন। 'কর্নেল তিনাত ঠিক বলেছে। ওর পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব না। লোকজন নিয়ে সটকে পড়তে হবে ওকে। খোদ তাইতাই এমনটা চাইতেন।'

'তোমাদের সাথে যাব না আমি,' বলে উঠল ফেন। 'তাইতা না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

'আমিও থাকব,' বলল মেরেন। 'কিন্তু বাকি সবাইকে এখুনি চলে যেতে হবে।'

ফেনের হাতের দিকে হাত বাড়াল সিদুদু। 'তুমি আর মেরেন আমার বন্ধু। আমিও যাব না।'

'তুমি সাহসী মেয়ে,' বলল তিনাত। 'কিন্তু তুমি আবার ভালোবাসার মন্দিরে গিয়ে মেয়েদের নিয়ে আসতে পারবে?'

'অবশ্যই!' জোরে বলে উঠল ফেন।

'তোমার সাথে কয়জন পুরুষ দিতে হবে?' তিনাত জিজ্ঞেস করল।

'দশজন হলেই চলবে,' ওকে বলল মেরেন। 'মন্দিরের মেয়েদের জন্যে কয়েকটা ঘোড়াও লাগবে আমাদের। ওদের কিতানগালে যাবার পথে প্রথম খেয়া ঘাটে তোমাদের হাতে তুলে দেব। তারপর তাইতার জন্যে অপেক্ষা করতে আবার ফিরে আসব।'

প্রায় রাতভর চলল ওরা। ফেন ও সিদুদু রয়েছে সামনে, কিন্তু উইন্ডস্মোকের পিঠে মেরেন পেছন থেকে অনুসরণ করছে। ভোরের প্রথম আলোয়, সূর্যোদয়ের আগে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এলো ওরা, ভালোবাসার মন্দিরের দিকে তাকাল। নিচের উপত্যকতায় দাঁড়িয়ে আছে ওটা।

'মন্দিরের সকালের রুটিন কি?' জিজ্ঞেস করল ফেন।

'সূর্য ওঠার আগে পুরোহিতিনীরা দেবীর উপাসনা করতে মেয়েদের মন্দিরে নিয়ে যায়। এর পর নাশতার জন্যে খাবার ঘরে যায় ওরা।'

'তারমানে এখন ওদের মন্দিরে থাকার কথা?' জানতে চাইল মেরেন।

'তা তো নিশ্চিতই,' নিশ্চিত করল সিদুদু।

'আর ট্রগরা?'

'নিশ্চিত করে বলতে পারব না, তবে আমার ধারণা ওরা মন্দির এলাকা ও গাছপালার ভেতর টহল দিচ্ছে।'

'পুরোহিতিনীদের কেউ কি মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিশীল? ওদের ভেতর ভালো কেউ আছে?'

'কেউ না!' তিক্ত কণ্ঠে বলল সিদুদু। 'সবাই নিষ্ঠুর, নির্দয়। আমাদের সাথে খাঁচায় বন্দি জানোয়ারের মতো আচরণ করে। ওখানে আসা লোকগুলোর কাছে নিজেদের তুলে দিতে বাধ্য করে। পুরোহিতিনীদের কেউ কেউ নিজেদের বিকৃত আনন্দ ভোগ করতে ব্যবহার করেছে আমাদের।'

মেরেনের দিকে তাকাল ফেন। 'ওদের নিয়ে কী করা যায়?'

'কেউ আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেই মেরে ফেলব।'

তলোয়ার বের করে নিবিড়ভাবে আগে বাড়ল ওরা, ওদের উপস্থিতি আড়াল করার কোনও চেষ্টাই করছে না। ট্রগদের দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ওদের সরাসরি মন্দিরে নিয়ে গেল সিদুদু। মূল ভবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। দ্রুত ওটার দিকে ছুট গেল ওরা, কাঠের দরজার সামনে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল।

লাফ দিয়ে নামল মেরেন, অর্গল খোলার প্রয়াস পেল, কিন্তু ভেতর থেকে আটকানো।

'হাত মেলাও!' সাথে আসা লোকদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল ও। এক সারিতে দাঁড়াল ওরা। ওর পরের নির্দেশে বর্ম উঁচু করে ধরে দরজার উপর হামলে পড়ল। দড়াম করে খুলে গেল দরজা। মন্দিরের ঠিক মাঝখানে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে মেয়েরা। চারজন কালো জোব্বা পরা পুরোহিতিনী পাহারা দিচ্ছে ওদের। একজন বেশ লম্বা, মাঝ বয়সী মহিলা, বসন্তের দাগঅলা কঠিন চেহারা। হাতে ধরা সোনালি তালিসমান মেরেনের দিকে তাক করল সে।

'সাবধান! চিৎকার করে উঠল সিদুদু। 'ওটা নোনগাই, সবচেয়ে ক্ষমতাশালী জাদুকর। জাদু দিয়ে তোমাকে শেষ করে ফেলতে পারবে।'

আগেই ধনুকে তীর পড়িয়েছে ফেন। দ্বিধা করল না ও। একক নড়াচড়ায় তীর ছুঁড়ে দিল। মন্দিরের চক্রের দৈর্ঘ বরাবর গুঞ্জন তুলে ছুটে গেল ওটা, ঠিক বুকে গিয়ে বিঁধল নোনগাইয়ের। হাত থেকে তালিসমানটা ছুটে পাথুরে মেঝেতে পড়ল। বাকি তিনজন পুরোহিতিনী কাকের ঝাঁকের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আরও দুটো তীর ছুঁড়ল ফেন। শেষ একজন বাদে বাকি সবাইকে ফেলে দিল। বেদীর পেছনের ছোট দরজার কাছে চলে গেল মহিলা। পেঁচিয়ে দরজা খোলার সময় তার পিঠের মাঝখানে একটা তীর পাঠিয়ে দিল সিদুদু। পাথরের বুকে রক্তের একটা ধারা রেখে পিছলে লুটিয়ে পড়ল মহিলা। আর্তচিৎকার করে চলেছে বেশির ভাগ সেবাদাসী। অন্যরা মাথার উপর চিতন টেনে দিয়েছে, সন্ত্রস্ত দলের মতো জড়োসড়ো হয়ে যাচ্ছে।

'ওদের সাথে কথা বলো, সিদুদু,' নির্দেশ দিল মেরেন। 'শান্ত করো ওদের।'

মেয়েদের কাছে দৌড়ে গেল সিদুদু, কয়েকজনকে টেনে দাঁড় করাল।

'আমি সিদুদু। তোমাদের ভয়ের কোনও কারণ নেই। ওরা ভালো মানুষ, তোমাদের উদ্ধার করতে এসেছে।' ওদের ভেতর জিঙগাকে দেখতে পেল ও। 'আমাকে সাহায্য করো, জিঙগা! ওদের বুদ্ধি ফেরাতে সাহায্য করো!'

'ঘোড়ার কাছে নিয়ে যাও ওদের, জিনে তুলে দাও,' ফেনকে বলল মেরেন। 'যেকোনও মুহূর্তে ট্রগদের দিক থেকে হামলা আসতে পারে।'

দরজা পথে মেয়েদের টেনে নিয়ে চলল ওরা। কেউ কেউ এখনও কাঁদছে, বিলাপ করে চলেছে, জোর করে ওদের ঘোড়ার জিনে তুলে দিতে হলো। ওদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করল মেরেন, ফেনের উদ্দেশে চিৎকার করে ওঠায় একজনকে চড় কসাল ও। 'ওঠো, নির্বোধ মেয়েছেলে! নইলে ট্রগদের হাতে রেখে যাব তোমাকে।'

অবশেষে ঘোড়ার পিঠে উঠল সবাই। চিৎকার করে উঠল মেরেন। 'দুলকি চালে আগে বাড়ো!' উইন্ডস্মোকের পাশে পায়ের গোড়ালির খোঁচা দিল। ওর পেছনে রয়েছে দুটি মেয়ে, ওকে আর পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছে। ফেনের

রেকাবের সাথে ঝুলে আছে নাকোন্তো ও ইম্বালি। ওদের সাথে নিয়ে চলেছে ও। ওদের পেছনে সিদুদু ও জিঙগা, সামনে বসেছে একটা মেয়ে। বাকি ঘোড়াগুলো কমপক্ষে তিনজন করে মেয়ে বইছে। বিশাল ভার নিয়ে খুব কাছাকাছি থেকে মন্দিরের আঙিনা দিয়ে দ্রুত পায়ে ছুটছে ওগুলো পাহাড় ও কিতানগালেমুখী রাস্তার দিকে।

বনের ভেতরের পথে উঠতেই দেখা গেল ওদের অপেক্ষা করছে ট্রগগুলো। পাঁচটা বিশাল শিম্পাঞ্জি গাছে উঠে পড়েছিল, ঘোড়াগুলো নিচ দিয়ে যাবার সময় ওগুলোর উপর লাফ দিয়ে পড়তে লাগল। একই সময়ে অন্য শিম্পাঞ্জিগুলো আগাছার আড়াল থেকে মুখ খিঁচিয়ে সগর্জনে ছুটে এলো। ঘোড়সওয়ারদের লক্ষ্য করে লাফ দিল, কিংবা শক্তিশালী চোয়ালে কামড়ে ধরল ঘোড়ার পা।

একটা খাট বর্শা ছিল নাকোন্তোর ডান হাতে, দ্রুত হাত চালিয়ে তিনটা জানোয়ারকে মেরে ফেলল সে। বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ তুলল ইম্বালির কুড়োল, আরও দুটোকে নামিয়ে দিল সে। মেরেন ও হিলতো তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে চলল, ঘাই মারল, ওদের পেছনে অনুসরণ করে আসতে থাকা সৈনিকরা ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাতে লাগল যুদ্ধে যোগ দিতে। কিন্তু ট্রগের দল ভীতিহীন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; ভয়ঙ্কর চেহারা পেল লড়াইটা। এমনকি মারাত্মকভাবে আহত বা মরণোন্মুখ হলেও জোর করে উঠে দাঁড়াচ্ছে শিম্পাঞ্জিগুলো, যোগ দিচ্ছে যুদ্ধে। উইন্ডস্মোকের ঘাড়ের উপর উঠে ওটার পেছনের পায়ে কামড় বসানোর চেষ্টা করল দুটো ট্রগ। ঝেড়ে দুটো লাথি কষাল ধূসর মেয়ারটা। প্রথম লাথির আঘাতে একটার খুলি ভেঙে গেল, দ্বিতীয় লাথিটা লাগল অন্যটার চোয়ালের নিচে, পরিষ্কার ভেঙে দিল ওটার ঘাড়।

হিলতোর স্যাডলের পেছন থেকে মন্দিরের একটা মেয়েকে টেনে নামিয়ে নেওয়া হলো, হিলতো ওটার খুলি বরাবর আঘাত হানার আগেই এক কামড়েই গলা ফাঁক হয়ে গেল তার। নাকোন্তো যখন শেষ ট্রগটাকে শেষ করল ততক্ষণে অনেকগুলো ঘোড়াই কামড় খেয়েছে। একটা এমন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে যে ওটার খুলিতে আঘাত হেনে মারতে বাধ্য হলো ইম্বালি।

আবার জড়ো হলো ওরা, উপত্যকা থেকে বের হয়ে এলো; পথের মোড়ে পৌঁছানোর পর পুবে বাঁক নিয়ে পাহাড় ও কিতানগালে গ্যাপের পথ ধরল। রাতভর এগিয়ে চলল ওরা, পরদিন বেশ সকালে ওদের সামনের সমতলে প্রথম ধোঁয়ার মেঘ উড়তে দেখল। দুপুরের আগেই শরণার্থীদের একটা বিশাল সারির শেষ মাথায় যোগ দিল ওরা। পেছনে ছিল তিনাত, ওদের দেখেই দুলকি চালে পিছিয়ে এলো। 'ভালো জায়গাতেই দেখা হলো, কর্নেল ক্যাম্বিসেস!' চিৎকার করে বলল সে। 'দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের বাঁচাতে পেরেছ!'

'যারা বেঁচে ছিল,' সায় দিয়ে বলল মেরেন। 'তবে অনেক ভোগান্তি গেছে ওদের। এখন বন্দি দশার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে।'

'ওদের জন্যে ওয়্যাগনে থাকার ব্যবস্থা করব আমরা,' বলল তিনাত। 'কিন্তু তোমার ও তোমার দলের কী হবে? আমাদের সাথে জাররি থেকে বের হয়ে যাবে, নাকি প্রবীন ম্যাগাসের খোঁজে আবার ফিরে যাচ্ছ?'

'আমাদের জবাব আগেই জানো তুমি, কর্নেল তিনাত,' মেরেন কিছু বলার আগেই জবাব দিল ফেন।

'তাহলে তোমাদের বিদায় জানাতে হচ্ছে। তোমাদের সাহসের জন্যে ধন্যবাদ, আর আমাদের জন্যে তোমরা যা করেছ তার জন্যেও ধন্যবাদ। হয়তো আর কোনওদিনই আমাদের দেখা হবে না, তবে তোমাদের বন্ধুত্ব আমার পক্ষে অনেক সম্মানজনক ছিল।'

'কর্নেল তিনাত, স্যার, তুমি চিরন্তন আশাবাদী লোক,' ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল ফেন। 'আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, এত সহজে আমাদের হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই।' ওয়ার্লউইন্ডকে ঠেলে তার ঘোড়ার পাশে নিয়ে এলো ও। ওর দাড়িভরা গালে চুমু খেল। 'আবার যখন মিশরে আমাদের দেখা হবে তখন অন্য গালে চুমু খাব,' বলল সে। তারপর ওয়ার্লউইন্ডকে ঘুরিয়ে নিল ও পেছনে তিনাতকে আমোদিত বিভ্রান্তি ফেলে এগিয়ে চলল। ওর দিকে চেয়ে রইল তিনাত।

এখন ছোট একটা দলে পরিণত হয়েছে ওরা। মাত্র তিনজন মেয়ে আর তিনজন পুরুষ। একবারের জন্যে ছোটার বদলে ঘোড়া হাঁকানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাকোন্তো ও ইম্বালি, দুজনই একটা করে বাড়তি ঘোড় নিয়ে এগোচ্ছে।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' পাশাপাশি চলার সময় মেরেনকে জিজ্ঞেস করল ফেন।

'পাহাড়ের যতটা কাছে গেলে নিরাপদে থাকা যাবে,' জবাব দিল মেরেন। 'তাইতা ফিরে এলে দ্রুত ওর সাথে যোগ দিতে হবে আমাদের।' সিদুদুর দিকে ফিরল ও। ওর অন্য পাশে ঘোড়া হাঁকাচ্ছে সে। 'পাহাড়ের কাছে লুকোনোর মতো কোনও জায়গা চেনা আছে তোমার?'

মাত্র এক মুহূর্ত ভাবল সে। 'হ্যাঁ,' জবাব দিল তারপর। 'একটা উপত্যকা আছে যেখানে মৌসুমের সময় বাবার সাথে ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে যেতাম। একটা গুহায় শিবির করতাম আমরা, খুব অল্প লোকই ওটার খবর রাখে।'

অচিরেই পশ্চিম দিগন্তে মাথা তুলে দাঁড়াল তিনটা আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত চূড়া। মুতাঙ্গি গ্রামের পাশ দিয়ে এলা ওরা, নিচু টিলার উপর থেকে ভস্মীভূত ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাল। এখানে একটা বুনো শুয়োর শিকার করল ওরা। ছাই আর পোড়া লাশের গন্ধ ভেসে আসছে। ঘুরে পশ্চিমে পাহাড়ের পথ ধরার সময় কেউই তেমন একটা কথা বলল না।

ওদের পাহাড়ের পাদদেশে লুকানো একটা উপত্যকায় নিয়ে এসেছে সিদুদু। গাছপালা ও জমির ভাঁজে এমনভাবে আড়াল করা ওটা যে ঠিকমতো না দেখা পর্যন্ত চোখেই পড়ে না। ঘোড়ার জন্যে ভালো চারণভূমি রয়েছে এখানে, ঝর্না থেকে প্রয়োজন মেটানোর মতো পর্যাপ্ত পানি মিলবে। গুহাটা শুকনো, উষ্ণ। একজোড়া পুরোনো ট্যাপ খাওয়া রান্নার হাঁড়ি ও অন্যান্য তৈষজপত্র পেছনের একটা ফাটলের ভেতর এক গাদা লাকড়ির সাথে রেখে গেছে সিদুদুর পরিবার। সন্ধ্যার খাবার রান্না করল মেয়েরা। আগুনের পাশে বসে খেল সবাই।

'এখানে বেশ আরামেই থাকতে পারব,' বলল ফেন, 'কিন্তু দুর্গ আর মেঘ-বাগিচার রাস্তা থেকে কত দূরে আছি আমরা?'

'উত্তরে ছয় বা সাত লীগ,' জবাব দিল সিদুদু।

'ভালো!' মুখে হরিণের মাংসের স্টু নিয়ে বলল মেরেন। 'চোখে না পড়ার মতো যথষ্ট দূরে আবার তাইতা ফিরে আসার সময় ওর সাথে যোগ দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট কাছে।'

'তুমি *যদি ফিরে আসে* না বলে *ফিরে এলে* বলায় খুশি হলাম,' বলল ফেন।

কিছুক্ষণ নীরবতা বজায় রইল। কেবল তামার বাটিতে চামচের আওয়াজ শোনা গেল।

'ও কখন আসছে কীভাবে জানতে পারব?' জিজ্ঞেস করল সিদুদু। 'রাস্তায় পাহারা দিতে হবে?' ফেনের দিকে তাকাল সবাই।

'তার দরকার হবে না,' জবাব দিল ফেন। 'ও এলে আমি টের পাব। আমাকে আগেই জানাবে ও।'

লাগাতার চলার উপর ছিল ওরা, ঘোড়র পিঠে থেকে লড়াই করে গেছে অনেকগুলো মাস। এর ভেতর রাতের পাহারা দেওয়ার পালায় বিরতি বাদে এটাই ছিল সারারাত ঘুমোনোর প্রথম সুযোগ। মাঝরাতের পাহারার দায়িত্ব নিল ফেন ও সিদুদু; তারপর যখন দক্ষিণ আকাশে তারকামণ্ডলীর বিশাল ক্রস দিগন্তে ডুব দিল, পাহারা দেওয়ার জন্যে সিদুদু ও নাকোস্তোকে ডেকে তুলতে আধা ঘুমে হামাগুড়ি দিয়ে গুহায় ঢুকল। তারপর মাদুরে লুটিয়ে পড়ল ওরা, হারিয়ে গেল অজানায়।

পরদিন ভোরের আগেই ধাক্কা দিয়ে মেরেনকে জাগিয়ে তুলল ফেন। বাকিরাও উঠে পড়ল। ফেনের চোখে অশ্রু দেখে তলোয়ারের দিকে হাত বাড়াল মেরেন। 'কি ব্যাপার, ফেন? কী হয়েছে?'

'কিছু না!' কেঁদে বলল ফেন। এবার ভালো করে ওকে দেখল মেরেন। বুঝতে পারল আনন্দে কাঁদছে ও। 'সবকিছু ঠিকঠাক আছে। রাতে আমার কাছে এসেছিল ও।'

'তুমি ওকে দেখেছ?' ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল মেরেন। 'এখন কোথায় আছেন তিনি? কোথায় গেছেন?'

'আমি ঘুমিয়ে থাকার সময় আমাকে দেখতে এসেছিল ও। জেগে ওঠার পর আমাকে ওর আত্মার প্রতীক দেখিয়ে বলেছে, *শিগগিরই, খুব শিগগির তোমার কাছে ফিরে আসছি।*'

মাদুর থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সিদুদু, ফেনকে জড়িয়ে ধরল। 'তোমার জন্যে অনেক খুশি লাগছে আমার, বাকি সবার জন্যেও।'

'এবার সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলল ফেন। 'তাইতা ফিরে আসছে, আমরা নিরাপদ হয়ে যাব।'

'যুগ যুগ ধরে তোমার আগমনের অপেক্ষায় আছি আমি,' বলল ইয়োস। সে মহা মিথ্যাকে মূর্ত করে জানা থাকা সত্ত্বেও ওর কথা বিশ্বাস না করে পারল না তাইতা। ঘুরে গুহার মুখের কাছে ফিরে এলো সে। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না তাইতা। জানে একে অনুসরণ করা ছাড়া কিছুই করার নেই ওর। তার মায়ার বিরুদ্ধে ওর সব প্রতিরোধ সত্ত্বেও এই মুহূর্তে ওকে যেখানে নিয়ে যায় সেখানে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে মন চাইছে না।

প্রবেশ পথের ওপাশে সুড়ঙটা ক্রমে সংকীর্ণ হতে হতে ছত্রাকে ঢাকা পাথর এক সময় ওর কাঁধ স্পর্শ করল। ওর পায়ের উপর দিয়ে বয়ে যাবার সময় টিউনিকের হেম ছুঁয়ে দিচ্ছে বরফের মতো শীতল ঝর্নার পানি। সামনে যেন ভেসে চলেছে ইয়োস। ওর কালো আলখেল্লার নিচে নিতম্বজোড়া ফণা তোলা গোখরা সাপের মতো নিখুঁত ছন্দে দোল খেয়ে চলেছে। ঝর্নার চেয়ে সংকীর্ণ পাথুরে র‍্যাম্প ধরে উঠতে শুরু করল সে। উপরে প্রসারিত হয়ে একটা প্রশস্ত প্যাসেজওয়েতে পরিণত হয়েছে সুড়ঙটা। দেয়ালগুলো বাস্তব ও কাল্পনিক মানুষ ও জন্তুজানোয়ারের আবক্ষ মূর্তি খচিত রুবি পাথরের টালিতে ঢাকা। মেঝেয় বাঘের চোখের নকশা আঁকা, ছাদ গোলাপি কোয়ার্টযে তৈরি। মানুষের মাথার আকৃতির বিরাট আকারের পাথরের স্ফটিক দেয়ালের ব্র্যাকেটে বসানো রয়েছে। ইয়োস কাছে পৌঁছানোমাত্র রহস্যময় কমলা আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, আলোকিত করে তুলছে সামনের প্যাসেজ। ওরা এগিয়ে যাবার সাথে সাথে আবার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। ইয়োসের ছোট নগ্ন পা সোনালি টালির উপর পিছলে যাচ্ছে। ওকে বিমুগ্ধ করে তুলছে, চোখ সরানো কষ্টকর হয়ে উঠছে। এগিয়ে যাবার সময় বাতাসে সুবাস রেখে যাচ্ছে সে। প্রবল আনন্দের সাথে উপভোগ করছে ও, ওটা সূর্যশাপলার গন্ধ, চিনতে পারছে ও।

অবশেষে একটা বিশাল জাঁকাল দর্শন চেম্বারে হাজির হলো ওরা। এখানকার দেয়ালগুলো সবুজ মালাকাইটের। মাথার উপরের উঁচু ছাদের ফোকরগুলো নিশ্চয়ই পৃথিবীর পিঠের কাছে পৌঁছে গেছে, কারণ ওগুলো দিয়ে সূর্যের আলো আসছে, দেয়ালে পড়ে জ্বলন্ত রুবি পাথরে ঝিলিক খেলছে। কামরার আসবাবপত্র আইভরি

কুঁদে বানানো। মাঝখানে রয়েছে দুটো নিচু কাউচ। ওগুলোর একটায় বসল ইয়োস, নিতম্বের নিচে পাজোড়া ভাঁজ করল; এমনভাবে আলখেল্লা ছড়িয়ে দিল যাতে এমনকি ওর পাজোড়াও ঢেকে গেল। সামনের কাউচের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'দয়া করে আরাম করে বসো। তুমি আমার সম্মানিত ও প্রিয় মেহমান, তাইতা,' তেনমাস ভাষায় বলল সে।

কাউচের কাছে গিয়ে ওর উল্টোদিকে বসল ও। রেশমী নকশা করা চাদরে ঢাকা ওটা।

'আমি ইয়োস,' বলল সে।

'আমাকে 'প্রিয়' বললে কেন?' এটা আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। আমাকে তুমি চেনোই না।'

'আহ, তাইতা। নিজেকে যেমন করে চেনো তুমি ঠিক সেভাবে তোমাকে চিনি আমি, হয়তো তারচেয়ে বেশি।'

ইয়োসের হাসির ওর কানে ওর শোনা যেকোনও সঙ্গীতের চেয়েও মিষ্টি শোনাল। মনকে অবরুদ্ধ রাখার চেষ্টা করল ও। 'তোমার কথা যুক্তিকে অস্বীকার করলেও কেন যেন তাতে সন্দেহ করতে পারছি না। মেনে নিচ্ছি আমাকে তুমি চেনো, কিন্তু নাম ছাড়া তোমার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না,' জবাব দিল তাইতা।

'তাইতা, আমাদের অবশ্যই পরস্পরের কাছে সৎ থাকতে হবে। তোমার কাছে শুধু সত্যি কথাই বলব আমি। তোমাকেও তাই করতে হবে। তোমার শেষের কথাটা মিথ্যা। আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো তুমি। তুমি কিছু ধারণাও তৈরি করে নিয়েছ, যেগুলো দুঃখজনকভাবে ভুল। তোমাকে আলোকিত করে সেই ভুল ধারণাগুলো ভেঙে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।'

'বলো, কোথায় আমার ভুল হয়েছে।'

'আমাকে শত্রু ভাবো তুমি।'

নীরব রইল তাইতা।

'আমি তোমার বন্ধু,' বলে চলল ইয়োস। 'এত ভালো, মিষ্টি বন্ধু আর কখনও জোটেনি তোমার।'

গম্ভীরভাবে মাথা কাত করল তাইতা, কিন্তু এবারও জবাব দিল না। মরিয়া হয়ে ইয়োসকে বিশ্বাস করতে চাইছে বলে আবিষ্কার করল। প্রতিরক্ষা বর্ম উঁচু রাখতে সম্পূর্ণ দৃঢ়তার প্রয়োজন হলো ওর।

খানিক পরে খেই ধরল ইয়োস, 'ভাবছ, তোমার সাথে আমি মিথ্যা বলব, আমার সাথে তুমি যেমন বলেছ আমিও তেমনি তোমার সাথে মিথ্যা বলেছি,' বলল সে।

ইয়োসের পড়ার জন্যে কোনও আভা না ছড়ানোয় স্বস্তি বোধ করল তাইতা; ওর আবেগ লুকানো রয়েছে।

'তোমার কাছে সত্যি কথাই বলেছি। গুহায় তোমাকে দেখানো দৃশ্যগুলো সত্যি। ওগুলোয় প্রতারণার কোনও উপাদান নেই,' বলল সে।

'শক্তিশালী দৃশ্য ছিল ওগুলো,' বলল তাইতা, ওর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক, নিরাসক্ত।

'এর সবই সত্যি। যা যা কথা দিয়েছি সেগুলো তোমাকে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে।'

'দুনিয়ায় এত মানুষ থাকতে আমাকে কেন বেছে নিলে?'

'এত মানুষ!' ভর্ৎসনার সাথে বলে উঠল সে। 'আমার কাছে দুনিয়ার সব মানুষ উইয়ের ঢিবির একটা উইপোকার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওরা প্রবৃত্তির দাস, যুক্তি বা জ্ঞানের ধার ধারে না, কারণ এইসব গুণ আয়ত্ত করার মতো দীর্ঘদিন বাঁচে না ওরা।'

'শিক্ষিত, সহানুভূতিশীল ও মানবতাবাদী লোকের কথা জানি আমি,' ওকে শুধরে দিল তাইতা।

'তোমার অল্পদিনের আয়ুর ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছ তুমি,' বলল ইয়োস।

'অনেক দিন বেঁচেছি আমি,' বলল ও।

'কিন্তু আর বেশি দিন বাঁচবে না,' ওকে বলল সে। 'তোমার দিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।।'

'তুমি কাঠখোট্টা কথা বলো, ইয়োস।'

'আহ, এইমাত্র যেমন বলেছি, তোমার কাছে শুধু সত্যি কথাই বলব আমি। মানুষের শরীর একটা গুরুত্বপূর্ণ বাহন, আর জীবন ক্ষণস্থায়ী। সত্যিকারের প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি অর্জন করার মতো দীর্ঘ আয়ু নিয়ে আসে না সে। মানুষের হিসাবে তুমি অনেক দীর্ঘজীবী, আমার হিসাবে দেড়শো বছর; কিন্তু আমার চোখে এটা প্রজাপতির বা সন্ধ্যায় ফুটে রাতের দিনের আলো ফোটার আগেই মরে যাওয়া ক্যাকটাস ফুলের চেয়ে বেশি নয়। তোমার আত্মা যে দেহখাঁচায় আছে অচিরেই তোমাকে ছেড়ে যাবে সেটা।' অকস্মাৎ কালো জোব্বার নিচ থেকে ডান হাত বাড়িয়ে আশীর্বাদের একটা ভঙ্গি করল সে।

ওর পাজোড়া কমনীয় হলে হাতদুটো অসাধারণ সুন্দর। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো তাইতার, মহোনীয় ভঙ্গিমায় হাতের পশম শিউরে উঠল ওর।

'অবশ্য তোমাকে একথা না বললেও চলে,' মৃদু কণ্ঠে বলল ইয়োস।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি তুমি, ইয়োস। আমাকে কেন?'

'তোমার সংক্ষিপ্ত জীবনে সেই যোগ্যতা অর্জন করেছ তুমি। আমি তোমার জীবন চিরকালের জন্যে প্রসারিত করে দিলে দানবীয় বুদ্ধিমানে পরিণত হবে তুমি।'

'তাতে সব কিছুর ব্যাখ্যা মেলে না। আমি বুড়ো, কুৎসিত।'

'তোমার শরীরের একটা অংশ এরই মধ্যে ঠিক করে দিয়েছি আমি,' যুক্তি দেখাল সে।

তিক্ত হাসল তাইতা। 'তাহলে এখন তরুণ, সুন্দর সেই অংশসহ বয়স্ক কদর্য পুরুষ আমি।'

ওর সাথে হাসল সেও, সেই রোমহর্ষক শব্দ হলো। 'খুবই সুন্দর বলেছ।' হাতটা আবার জোব্বার আড়ালে নিয়ে গেল সে। কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে গেল তাইতা। আবার কথা শুরু করল ইয়োস, 'গুহাতে তোমার তরুণ পুরুষ হিসাবে একটা ইমেজ দেখিয়েছিলাম। তুমি সুন্দর ছিলে, আবারও সুন্দর হয়ে উঠতে পারো।'

'চাইলে তো যেকোনও সুদর্শন তরুণকে পেতে পারো তুমি। আগেও যে তাই করেছ, তাতে আমার সন্দেহ নেই,' চ্যালেঞ্জ করল ও।

সাথে সাথে জবাব দিল সে। সুন্দর, সততার সাথে। 'দশ হাজার বার, বা তারও বেশি, কিন্তু সৌন্দর্য সত্ত্বেও ওরা ছিল পিঁপড়ার মতো।'

'আমি কি ভিন্ন হবো?'

'হ্যাঁ, তাইতা–হ্যাঁ।'

'কীভাবে?'

'মনের দিক থেকে,' বলল সে। 'কেবল দৈহিক আবেগ অচিরেই ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু উন্নত বুদ্ধিমত্তা সব সময়ই প্রলুব্ধকর। চিরন্তন তরুণ দেহে মহান মন সময়ের সাথে সাথে শক্তিশালী হয়ে ওঠে: এগুলো দেবতাসুলভ গুণাবলী। তাইতা, তুমিই সেই নিখুঁত সঙ্গী ও সহচর যার জন্যে অযুত যুগ ধরে অপেক্ষা করে আছি।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করে গেল ওরা। ইয়োসের মেধা শীতল ও বৈরী জানা থাকলেও মুগ্ধকর ও বাধ্যকারী। নিজেকে শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে পরিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে ওর। শেষ পর্যন্ত নিজের বিরক্তির সাথে ওর মনে হতে লাগল যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাইছে ও, কিন্তু সেটা উচ্চারণের আগেই ইয়োস বলল, তোমার জন্যে কোয়ার্টার আলাদা করে রাখা হয়েছে। তোমার ডান দিকের ওই দরজা দিয়ে গিয়ে প্যাসেজ বরাবর শেষ মাথায় চলে যাও।'

ইয়োস ওকে যে কামরায় পাঠিয়েছে সেটা বেশ বড়সড়, দেখার মতো, তবে আশপাশ তেমন একটা খেয়াল করল না ও, কারণ ওর মনটা আলোকিত হয়ে আছে। একটুও ক্লান্তি বোধ করছে না। একটা কিউবিকলে চমৎকারভাবে খোদাই করা একটা টুল পেল ও, ওটার নিচে ল্যাট্রিন বাস্কেট রাখা। নিজেকে ভারমুক্ত করল ও। এক কোণে একটা নল থেকে আরেকটা পাথরের স্ফটিক বেসিনে সুবাসিত উষ্ণ পানি ঝরে পড়ছে। ধোয়া শেষ করেই আবার সবুজ চেম্বারে ফিরে এলো ও, মনে আশা ইয়োস হয়তো এখনও আছে ওখানে। এখন আর ছাদের ফোকর দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে না। রাত নেমেছে, কিন্তু দেয়ালের পাথুরে স্ফটিকগুলো উষ্ণ আলো বিলোচ্ছে। শেষবার যেভাবে দেখে গিয়েছিল সেভাবেই বসে আছে ইয়োস। ওর সামনে গিয়ে বসতেই সে বলল, 'তোমার জন্যে খাবার আর পানীয় আছে।' চমৎকার আঙুলে ওর পাশের আইভরি টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল সে। ওর

অনুপস্থিতির সময় রূপার ডিশ ও একটা পাত্র এনে রাখা হয়েছে ওটার উপর। ক্ষিধে বোধ করছে না ও, কিন্তু ফল শরবত দেখে খাসা মনে হচ্ছে। নিস্পৃহভাবে খেল ও, পান করল। তারপর সাগ্রহে আবার কথোপকথনে ফিরে এলো। 'অনায়াসে অনন্ত জীবনের কথা বলছ?'

'ফারাও থেকে শুরু করে চাষী পর্যন্ত সবার স্বপ্ন,' বলল ইয়োস। 'কাল্পনিক স্বর্গে অনন্ত জীবনের আশায় থাকে তারা। এমনকি আমার জন্মের আগে যারা বেঁচে ছিল সেই বয়স্ক লোকেরাও গুহার দেয়ালে সেই স্বপ্নের ছবি এঁকে রেখে গেছে।'

'তা কি পূরণ করা সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'তোমার সামনেই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ হিসাবে বসে আছি আমি।'

'তোমার বয়স কত, ইয়োস?'

'ফারাও চিওপস গিযার মহান পিরামিড নির্মাণ করানোর সময়ই অনেক বয়স্কা ছিলাম আমি।'

'সেটা কি করে সম্ভব?'

'ফন্টের কথা শুনেছ তুমি?' জানতে চাইল সে।

'এটা অতীত কাল থেকে চালু একটা মিথ,' জবাব দিল তাইতা।

'মোটেই মিথ নয়, তাইতা। ফন্টের অস্তিত্ব আছে।'

'কী সেটা? কোথায়?'

'জীবনের নীল নদী, আমাদের মহাবিশ্বকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজনীয় শক্তি।'

'সত্যিই নদী বা ঝর্না এটা? "নীল" নাম কেন? বর্ণনা দিতে পারবে?'

'এমনকি তেনমাস ভাষায়ও ওটার শক্তি ও সৌন্দর্য বর্ণনার উপযুক্ত শব্দ নেই। আমরা মিলে গেলে তারপর ওখানে নিয়ে যা তোমাকে। নীলে একসাথে স্নান করব আমরা, তারুণ্যের সমস্ত জাঁকজমক নিয়ে বের হয়ে আসবে তুমি।'

'কোথায় ওটা? আকাশে নাকি জমিনে?'

'এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়ায় ওটা। সাগরের স্থান বদল আর পাহাড়ের ওঠা নামার সাথে বদলে যায়।'

'এখন কোথায় আছে ওটা?'

'আমাদের বসার এই জায়গা থেকে খুব বেশি দূরে নয়,' বলল ইয়োস। 'কিন্তু ধৈর্য ধরো। সময় হলেই ওখানে নিয়ে যাব তোমাকে।'

অবশ্যই মিথ্যা কথা বলছে সে। স্বয়ং সে মিথ্যা। এমনকি ফন্টের অস্তিত্ব থাকলেও তাইতা জানে অন্য কাউকে ওখানে নিয়ে যাবে না সে। তারপরেও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কৌতূহলী করে তুলল ওকে।

'বুঝতে পারছি, এখনও আমাকে সন্দেহ করছ,' মৃদু কণ্ঠে বলল ইয়োস। 'আমার আন্তরিক বিশ্বাস প্রমাণ করতে তোমার সাথে আরেকজনকেও ফন্টে নেওয়ার অনুমতি দেব তোমাকে, যাতে ওটার আশীর্বাদের ভাগ নিতে পারে। এমন কেউ যাকে অনেক ভালোবাসো তুমি। কেউ আছে এমন?'

ফেন! নিমেষে ভাবনাটা আড়াল করে ফেলল ও, ইয়োসও যাতে টের না পায়। ফাঁদ পেতেছে ইয়োস, প্রায় ধরা দিতে যাচ্ছিল ও। ' না, নেই,' জবাব দিল তাইতা।

'একবার তোমাকে দেখার সময় বনের একটা পুকুর ধারে ছিলে তুমি। তোমার সাথে একটা বাচ্চাকে দেখেছিলাম, ওর মাথার চুল ফিকে রঙের।'

'ও হ্যাঁ,' সায় দিল ও। 'এমনকি তার নামও ভুলে গেছি, কারণ তুমি যাদের উইপোকা বলো তাদের একজন ছিল সে। মুহূর্তের সঙ্গী।'

'ওকে ফন্টে নিতে চাও না?'

'নেওয়ার কোনও কারণ নেই।' চুপ করে রইল ইয়োস, কিন্তু কপালে কোমলতম ছোঁয়া টের পাচ্ছে তাইতা; অনেকটা আঙুলের চাপের মতো। তাইতা জানে ওর কথা বিশ্বাস করেনি ইয়োস, এখন ওর মাথার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে, ওর ভাবনা চুরি করতে চায়। মানসিক প্রয়াসে বাধা দিল ও, সাথে সাথে সরে গেল ইয়োস।

'তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, তাইতা। কিছুক্ষণ ঘুমানো দরকার।'

'মোটেও ক্লান্ত নই আমি,' জবাব দিল ও, সত্যিই নিজেকে প্রাণবন্ত ও টাটকা মনে হচ্ছে ওর।

'আমাদের অনেক কিছু আলোচনার রয়েছে, যেন আমরা এক দীর্ঘ প্রতিযোগিতার দৌড়বিদ। আমাদেরকে অবশ্যই ঠিকমতো পা ফেলতে হবে। হাজার হোক, চিরকালের সাথী হওয়াই আমাদের নিয়তি। তাড়াহুড়োর কোনও প্রয়োজন নেই। সময় আমাদের খেলার সামগ্রী, শত্রু নয়।' কাউচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইয়োস, কোনও কথা না বলে কালো দেয়ালের দরজা গলে পিছলে উধাও হয়ে গেল; এই দরজাটা আগে খেয়াল করেনি তাইতা।

ক্লান্তি বোধ না করলেও নিজের চেম্বারে এসে গদিমোড়া রেশমী মাদুরে শোয়ামাত্র গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল তাইতা। জেগে ওঠার পর দেখল ছাদের ফোকর গলে সূর্যের আলোর একটা ধারা নেমে আসছে। নিজেকে ওর অসাধারণ জীবন্ত মনে হলো।

ওর নোংরা পোশাকআশাক উধাও হয়েছে, তার জায়গায় ওর চামড়ার জোব্বার পাশে একজোড়া স্যান্ডেলসহ একটা টাটকা টিউনিক বিছিয়ে রাখা। গোসল করে পোশাক পরে নিল ও। সূক্ষ্ম কাপড়ে তৈরি ইয়োসের দেওয়া টিউনিকটা, ওর গায়ে যেন আদর বোলাচ্ছে। সদ্যজাত ছাগলের চামড়া দিয়ে বানানো হয়েছে স্যান্ডেল জোড়া, সোনালী পাতা খোদাই করা তাতে। নিখুঁতভাবে লেগে গেছে তাইতার পায়ে।

ইয়োসের সবুজ কামরায় এসে দেখল ওটা ফাঁকা। কেবল ওর সৌরভের অবশেষ রয়ে গেছে। গত রাতে ইয়োস যে দরজা গলে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেটার দিকে এগিয়ে গেলও। ওটার ওপাশের দীর্ঘ প্যাসেজ রোদের আলোয় নিয়ে এলো ওকে। চোখজোড়া সয়ে আসার পর দেখল আরেকটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে এসে পড়েছে ও, মেঘ-বাগিচার মতো অত বড় নয়, তবে ওটার চেয়ে ঢের সুন্দর। কিন্তু জ্বালামুখের মুখের মেঝে বিপুলভাবে ঢেকে রাখা সমৃদ্ধ বন ও বাগানের তুলনা করার মতো ভাষা ওর জানা নেই। ঠিক ওর সামনেই বিছিয়ে আছে একটা সবুজ প্রাঙ্গণ, এখানে ঠিক মাঝখানে ছোট মার্বল পাথরের ছামিয়ানা টাঙানো একটা ছোট পুকুর রয়েছে। ঝলমলে পানির একটা ধারা গড়িয়ে পড়ছে তাতে। পানির ধারা পরিষ্কার হলেও পুকুরটা পলিশ করা জেটের মতো কালো, চকচকে।

তাবুর মার্বল বেঞ্চে বসে আছে ইয়োস। তার মাথা উন্মুক্ত, কিন্তু মুখটা অন্যদিকে ফেরানো থাকায় কেবল চুলই দেখতে পাচ্ছে তাইতা। নীরবে ওর দিকে এগিয়ে গেল তাইতা, অজান্তে তার কাছে যাওয়ার আশা করছে, মুখটা এক নজর দেখতে পাবে। কোমরের কাছে নেমে এসেছে ইয়োসের চুল; পুকুরের জলের মতোই কালো। কিন্তু অনির্বচনীয়ভাবে ঢের বেশি ঝলমলে। কাছাকাছি যাবার পর লক্ষ করল চুলের গোছায় রোদের আলো দামী রুবি পাথরের মতো আভা তুলে ঠিকরে যাচ্ছে। ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করল ওর, কিন্তু হাত বাড়াতেই মাথার উপর নেকাব ওঠাল ইয়োস, ঢেকে ফেলল নিজেকে। ওকে ক্ষণিকের জন্যেও তার চেহারা দেখার সুযোগ দিল না। তারপর ফিরে তাকাল ওর দিকে। 'আমার পাশে বোস, কারণ তোমার স্থান ওখানেই।'

কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল ওরা। তাইতা ক্রুদ্ধ, হতাশ। ইয়োসের মুখ দেখতে চাইছে ও। যেন ওর মনের ভাব বুঝতে পেরেই তাইতার হাতে হাত রাখল সে। ওর স্পর্শ রোমাঞ্চিত করে তুলল তাইতাকে। কিন্তু নিজেকে স্থির রেখে জানতে চাইল, 'আমরা বাইরের চেহারা নিয়েই বেশি কথা বলেছি, ইয়োস। তোমার কি কোনও খুঁত আছে? সেকারণেই কি পর্দার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখো? নিজের চেহারা নিয়ে তুমি লজ্জিত?'

ইয়োসের মতোই তাকে উস্কানি দিতে চেয়েছে তাইতা। কিন্তু জবাব দেওয়ার সময় তার কণ্ঠস্বর মিষ্টি ও শান্ত শোনাল: 'এই পৃথিবীর জীবন্ত নারী বা পুরুষের ভেতর সবচেয়ে সুন্দর আমি।'

'সেজন্যেই এই সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখ?'

'কারণ যারা দেখবে তাদের চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাদের মন ওলটপালট হয়ে যেতে পারে।'

'তোমার অহঙ্কার এমনিতেই বিশ্বাস করব?'

'এটা অহঙ্কার নয়, তাইতা। খাঁটি সত্যি।'

'তোমার সেই সৌন্দর্য আমাকে দেখাবে না কোনওদিন?'

'তৈরি হলেই আমার সৌন্দর্য দেখতে পাবে, যখন পরিণতি সম্পর্কে জানতে ও মেনে নিতে তৈরি থাকবে।' ওর বাহুর উপর পড়ে আছে ইয়োসের হাত। 'বুঝতে পারছো না, আমার সামান্য স্পর্শও তোমাকে উতলা করে তুলছে? আমার আঙুলের ডগায় তোমার হৃদয়ের স্পন্দন টের পাচ্ছি।' তাইতার ইন্দ্রিয়কে উত্তাল অবস্থায় রেখে হাত তুলে নিল সে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল ওর। 'এসো, অন্য বিষয়ে কথা বলা যাক। আমাকে নিয়ে তোমার মনে অনেক প্রশ্ন আছে, সেগুলোর সত্যি জবাব দেওয়ার কথা দিয়েছি আমি,' বলল সে। ওর আমন্ত্রণ গ্রহণ করার সময় তাইতার কণ্ঠস্বর খানিকটা রুদ্ধশ্বাস শোনাল। 'নীলের উৎসমুখে বাঁধ দিয়েছ তুমি। এমন করার কী কারণ?'

'দুটি উদ্দেশ্য ছিল আমার। প্রথমত, এটা ছিল তোমার প্রতি আমার কাছে আসার একটা আমন্ত্রণ। সেটা প্রতিরোধে অক্ষম ছিলে তুমি। এখন আমার পাশে আছ তুমি।'

গভীরভাবে কথাটা ভাবল তাইতা। তারপর জানতে চাইল, 'দ্বিতীয় কারণ?'

'তোমার জন্যে একটা উপহার তৈরি করছিলাম আমি।'

'উপহার?' বলে উঠল তাইতা।

'বিয়ের উপহার। আমরা দেহমনে এক হয়ে যাবার পর তোমাকে মিশরের দুটি রাজ্যই উপহার দেব আমি।'

'কেবল সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলার পর? এটা কেমন বিকৃত ও বর্বর উপহার?'

'তুমি যখন দ্বৈত মুকুট পরে আমার পাশে মিশরের সিংহাসনে বসবে, আমি আবার নীল ও তার পানিকে আমাদের মিশরের জন্যে পুনরুজ্জীবিত করব... আমাদের এমন আরও অসংখ্য রাজ্যের প্রথম হবে এটা।'

'আর এই অবসরে মানুষের সন্তানগুলো ভোগন্তি পোহাবে?' জানতে চাইল তাইতা।

'এরই মধ্যে তুমি নিজেকে সমস্ত সৃষ্টির প্রভুর মতো ভাবতে শুরু করেছ, অচিরেই তাই হবে তুমি। গুহার পাশে মেঘ-বাগিচার ইমেজে সেটা তোমাকে দেখিয়েছি। সকল জাতি, অন্তহীন জীবন, তারুণ্য ও সৌন্দর্যের উপর আধিপত্য ও হাজার বছরের জ্ঞান ও শিক্ষা, যা কিনা হীরার পাহাড়।'

'সত্যিকেই সবচেয়ে বড় পুরস্কার মনে করি আমি,' বলল তাইতা।

'সেটা তোমার হবে।'

'আমি এখনও তোমার প্রস্তাবের ব্যাপারে সন্দিহান, সমান মাপের একটা কিছুর বিনিময় ছাড়া তোমার এমন করার কথা নয়।'

'ওহ, আমি তো এরই মধ্যে সে কথা বলেছি তোমাকে। আমার প্রস্তাবের বিনিময়ে তোমার চিরন্তন প্রেম আর নিবেদন দাবি করি আমি।'

'দীর্ঘদিন কোনও সঙ্গী ছাড়াই তো বেঁচে আছো, এখন কী কারণে তার প্রয়োজন?'

'শত বছরের একঘেয়েমিতে অবসন্ন আমি, আত্মার ক্লান্তি আর এইসব বিস্ময় ভাগাভাগি করে নেওয়ার মতো একজন সঙ্গীর অভাবের একঘেয়েমী।'

'আমার কাছে কেবল এইটুকুই চাইছ তুমি? তোমার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সামান্য আভাস আমি পেয়েছি। তোমার সৌন্দর্য ও বুদ্ধি মিলে গেলে এই দামটা তো একেবারেই তুচ্ছ।' তার মিথ্যাগুলো সত্যির আবরণে ঢাকা। তার কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করল তাইতার। ওরা পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়ানো দুই সেনাদলের অধিনায়কের মতো। এটা হচ্ছে যুদ্ধ শুরুর আগ মুহূর্তের মহড়া ও অস্ত্র শানানো। ভয় পাচ্ছে তাইতা, নিজের জন্যে ততটা নয়, যতটা মিশর ও ফেনের জন্যে; ওর কাছে অমূল্য দুটি বিষয়, দুটিই এখন ভয়ঙ্কর বিপদে রয়েছে।

পরের দিনগুলো কৃষ্ণ পুকুর পাড়ে বসে কাটাল ওরা, রাতগুলো ইয়োসের সবুজ কামরায়। ক্রমে আত্মা গোপন রেখে তাইতার কাছে দৈহিক রূপের আরও অনেক কিছুই প্রকাশ করল সে। রোজই আগের চেয়ে ঢের বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠল ওর আলোচনা। মাঝে মাঝে রূপার ট্রেতে রাখা ফলের টুকরো নিতে সামনে ঝুঁকে পড়ে সে, তখন বেমানানভাবে বাহু উন্মুক্ত করতে হাতা খসে পড়ার সুযোগ করে দেয়; কিংবা আইভরি কাউচে নড়েচড়ে বসার সময় কালো জোব্বার স্কার্ট খসে পড়তে দিয়ে হাঁটু উন্মুক্ত করে। ওর পায়ের থোড়ের মাংস সূক্ষ্ম। ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিখুঁত আকারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা উচিত ছিল ওর, কিন্তু হয়নি। ওর গোটা শরীর উন্মুক্ত হবার সময়ের ভয়ে সময় কাটাচ্ছে ও। তার মোহ প্রতিরোধ করার আপন ক্ষমতায় সন্দিহান।

বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে পার হয়ে যেতে লাগল দিন-রাত। এক সময় অসহনীয় হয়ে উঠল ওদের মাঝখানে গড়ে ওঠা দৈহিক ও নাক্ষত্রিক টেনশন। ওকে স্পর্শ করল সে। কোনও একটা বিষয়ের গুরুত্ব বোঝাতে ওর হাত নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। একবার নিজের বুকে ওর হাত চেপে ধরল ও। ওর বুকের উষ্ণ স্থিতিস্থাপকতা অনুভব করার সময়ে যন্ত্রণার কাছে পরাস্ত না হতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ কাজে লাগাতে হলো ওকে।

ওর সৌরভ কখনও বদলায় না: সব সময়ই সূর্য শাপলার সুবাস। অবশ্য, সকাল-সন্ধ্যায় পোশাক পাল্টায় ও। সব সময়ই লম্বা ও বিশাল; সূক্ষ্ম কাপড়ের নিচে ওর শরীরের উত্থানপতন ও বাঁকগুলোর কোনও আভাসই মেলে না প্রায়। অনেক সময় প্রশান্ত ভাঙ্গিতে থাকে সে, অন্যান্য সময় অস্থির; আবার মানুষখেকো বাঘিনীর মতো জাঁকাল ঢঙে তাইতার কাউচের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। একবার ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জ্ঞানগম্ভীর আলোচনা চালু রেখেই টিউনিকের নিচে হাত গলিয়ে উরুর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, তারপর সরিয়ে নিয়েছে। অন্যান্য সময় কাল

আলখেল্লায় ফিরে গিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রাখে, এমনকি ওর গোড়ালি পর্যন্ত দেখতে দেয় না।

একদিন সকালে সবুজ কামরায় বসেছিল ওরা, ইয়োসের পরনে ছিল শাদা সিল্কের সূক্ষ্ম আলখেল্লা। এর আগে আর কখনও শাদা পোশাক পরেনি সে। কথোপকথনের মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে উঠে দাঁড়াল ইয়োস, ওর সামনে এসে দাঁড়াল। পরনের শাদা জোব্বা মেঘের মতো ওর শরীর ঘিরে উড়ছিল। ওর শরীরে আলো খেলা করার সময় পোশাকের আড়াল থেকে গোলাপি আর আইভরি ত্বক উঁকি দিচ্ছিল। সিল্কের ভেতর দিয়ে দেখতে ওর ইমেজ বায়বীয় মনে হচ্ছিল। ওর চাঁদের মতো ফিকে পেটটা ছুটন্ত হাউন্ডের মতোই পিচ্ছিল, ওর বুক অসীম ক্রিমের মতো।

'তুমি সত্যিই চাও তোমার সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করি আমি, মাই লর্ড?' জিজ্ঞেস করল সে।

তাইতা এতটাই হতবাক হয়ে গিয়েছিল যে চট করে জবাব দিতে পারল না। অবশেষে বলল, 'মনে হচ্ছে সারা জীবন এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষায় ছিলাম যাতে তাই করো তুমি।'

'আমি তোমাকে আমার সবটুকু তুলে দিতে চাই। তোমার কাছে কিছুই লুকাব না। বিনিময়ে তোমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করি না। কেবল তোমার ভালোবাসা।' রেশমী হাতা ছুঁড়ে ফেলে দিল ও; দৃঢ়, সরু আঙুলের ডগায় পর্দার হেম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। মুখ থেকে সরাতে শুরু করল। চিবুকের কাছে এসে থামল একবার। দীর্ঘ, মোহনীয় গ্রীবা ওর।

'আমরা চেহারা দেখতে চাও কিনা নিশ্চিত হয়ে নাও। পরিণতি সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক করেছি আমি। তোমার আগে যারাই আমার সৌন্দর্য দেখেছে, আমার দাসে পরিণত হয়েছে। তুমি তা প্রতিহত করতে পারবে?'

'এমনকি আমাকে ধ্বংস করে দিলেও কাজটা করতে হবে,' ফিসফিস করে বলল তাইতা। জানে এটা সেই ভীষণ মুহূর্ত যখন ওরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে।

'তবে তাই হোক,' বলল ইয়োস, অসীম অসহনীয় ধীরতায় নেকাব ওঠাল সে। ওর চিবুক গোলাকার, টোল পড়া। ঠোঁটজোড়া পুরুষ্ট, বাঁকা, লাল রক্তের মতো পাকা চেরির রঙ। ঠোঁট চাটল সে। হাই তোলা বেড়াল বাচ্চার মতো ডগার দিকটা বেঁকে গেল ওটার। ছোট, ঝলমলে দাঁতের আড়ালে হারিয়ে গেল। ওর নাক সরু, সোজা, তবে ডগার কাছটায় একটু ছড়ানো। হনুর হাড় সামান্য উঁচু হয়ে আছে, কপাল প্রশস্ত ও গভীর। ওর বাঁকা ভুরুজোড়া চোখের জন্যে নিখুঁত কাঠামো তৈরি করেছে। তাইতার আত্মার গভীরে নজর দিল ওগুলো। ওর চেহারা প্রতিটি অংশ নিখুঁত। একসাথে মেলালে অতুলনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।

'তোমাকে খুশি করতে পেরেছি, মাই লর্ড?' জানতে চাইল সে। মাথার উপর থেকে ফেলে দিল নেকাব, সবুজ মালাকাইটের মেঝেয় লুটিয়ে পড়তে দিল ওটাকে। রুবি আলোর ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া কালো ফোয়ারা লুটিয়ে পড়েছে ওর কাঁধে। কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে, লাফাচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে যেন নিজের জীবন আছে।

'আমরা প্রশ্নের জবাব দাওনি তুমি,' বলল সে। 'আমি কি তোমাকে খুশি করতে পেরেছি?'

'আমার মন তোমার সৌন্দর্য উপরব্ধি করতে পারছে না,' কম্পিত কণ্ঠে বলল ও। 'এর সামান্য অংশ বর্ণনা করার মতোও কোনও ভাষার অস্তিত্ব নেই। এই সৌন্দর্যের দিকে তাকানোর পর বুঝতে পারছি লোকে কীভাবে এতে বন্দি হয়ে পড়তে পারে, ঠিক দাউদাউ জ্বললন্ত দাবানলের মতো। আমাকে ভীত করে তুলেছে, কিন্তু আমি একে ঠেকাতে অক্ষম।'

ওর দিকে ভেসে এলো ও। সূর্য শাপলার সুবাস আচ্ছন্ন করে ফেলল ওকে। মুখ তুলে ওর দিকে না তাকানো পর্যন্ত ওর সামনে দাঁড়িয়ে রইল সে। ধীরে ধীরে সামনে ঝুঁকে ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল, তারপর সরে গেল। কিন্তু তার স্বাদ বিস্ময়কর ফলের রসের মতো ওর মুখ ভরে রাখল।

মালাকাইট টাইলসের উপর দিয়ে সাঁই করে সরে গেল সে। পেছনে হেলে পড়ল, শরীরের চারপাশে উড়ছে শাদা জোব্বার প্রান্ত। চুল ছুঁয়ে যাচ্ছে মেঝে। পাজোড়া নাচছে ওর, প্রবল গতির কারণে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাল রাখতে পারছে না ও। তারপর থেমে গেল ওগুলো, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়াল সে। মূর্তির মতো স্থির। কেবল ওর চুল চারপাশে দোল খাচ্ছে।

'আরও আছে, মাই লর্ড,' তার কণ্ঠস্বর গভীর, দপদপ করা প্রাবল্য লাভ করল, এর আগে এমন শোনেনি তাইতা। 'আরও অনেক কিছু আছে। নাকি যথেষ্ট দেখা হয়ে গেছে তোমার?'

'তোমার দিকে হাজার বছর তাকিয়ে থাকলেও যথেষ্ট হবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাঁধের উপর থেকে চুল সারাল সে। জ্বলন্ত চোখে তাকাল ওর দিকে। 'আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে এসে দাঁড়িয়েছ তুমি,' ওকে সতর্ক করল সে। 'এমনকি এই শেষ পর্যায়েও নিজেকে সরিয়ে নিতে পারো। একবার ঝাঁপিয়ে পড়লে ফেরার উপায় থাকবে না। তোমার জন্যে বিশ্বজগৎ চিরকালের জন্যে বদলে যাবে। অনেক চড়া মূল্য হবে সেটা–তোমার কল্পনার চেয়েও বেশি। তুমি কি তৈরি?'

'আমি তৈরি।'

এক কাঁধের উপর থেকে আলখেল্লা সরিয়ে ফেলল সে। দীর্ঘ, সূক্ষ্ম কাঁধের সাথে সম্পূর্ণ মানানসই তার বাঁক। জোব্বাটাকে আরও নিচে নামতে দিল সে কোমর দোলাতেই জোব্বাটা ওর গোড়ালির কাছে ফুলের মালার মতো খসে পড়ল

ওটার ভেতর থেকে বের হয়ে তাইতার দিকে এগিয়ে এলো ও। আরও একবার সামনে ঝুঁকে একহাতে তাইতার ঘাড় জড়িয়ে ধরল।

এবার আবার পিছিয়ে গিয়ে মসৃণ ভঙ্গিতে পিঠে দুই হাত বোলাল সে। অনুগতের মতো অনুসরণ করল ওর চোখ। ইয়োসের চোখের গভীরে তাকাল, সেখানে স্পষ্ট আদিম ক্ষুধা দেখতে পেল, এক মুহূর্ত আগেও যা ছিল না। জানে, ওর খোদ আত্মাকে চাইছে সে। এবার দুই হাতই ওর উপর রাখল সে, ওকে তুলে কাউচের দিকে নিয়ে গেল। ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে স্যান্ডেলের ফিতে ঢিলে করে খুলে নিল পা থেকে। মাথা তুলে ওর গায়ে ঘঁষল। তাইতা ফের উঠে দাঁড়ালে ওর মাথার উপর দিয়ে টিউনিক খুলে নিয়ে আবার কাউচে শুইয়ে দিল। এক পা বাড়িয়ে ওর উপর চড়াও হলো সে, যেন ঘোড়ায় চাপতে যাচ্ছে, তারপর উবু হয়ে ওকে গোপন অভ্যন্তরে প্রবেশে সাহায্য করল।

পুলক এত প্রবল হয়ে উঠল যে প্রায় বেদনায় পরিণত হলো। ওর শরীরে গভীর অভ্যন্তরের পেশিগুলো দপদপ করছে, চেপে আসছে। শিকার পেঁচিয়ে ধরা পাইথনের মতো অনড়ভাবে পেঁচিয়ে ধরছে। ওকে এমন এক মিলনে বন্দি করে ফেলেছে সে তার থেকেও বের হয়ে আসার উপায় নেই। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে তার চোখ, হত্যা করতে উদ্যত যোদ্ধার মতো বিজয়ীর দৃষ্টি সেখানে। 'তুমি সম্পূর্ণ আমার।' সাপের মতো ফিসফিস করে বলল সে। 'তোমার সবই আমার।' আর ভনিতা নেই, আসল রূপ ধারণ করতে সব মুখোশ ফেলে দিয়েছে।

তার জৈবিক আক্রমণের সূচনা টের পেল তাইতা। যেন কোনও বর্বর বাহিনী ওর আত্মার দুর্গ অবরোধ করে রেখেছে, দেয়ালের গায়ে আঘাত হানছে। ওকে ঠেকানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করল তাইতা, তাকে প্রবেশাধিকার না দিতে সব দরজা বন্ধ করে দিতে চাইল। ঠেলে ফেলে দিতে চাইল। ভুলিয়ে ভালিয়ে তাইতা ওকে ফাঁদে ফেলেছে টের পেয়ে তার চোখে বিপদের ছাপ পড়ল। তারপর খুনে অভিব্যক্তি ফুটে উঠল চেহারায়। ফের আক্রমণ শানাল সে।

পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলল ওরা; প্রথমে সমানে সমানে লড়ল। একসাথে আবদ্ধ অবস্থায় মালাকাইটের মেঝেয় আছড়ে পড়ল ওরা, কিন্তু ইয়োস নিচে থাকায় ওর শরীরের পুরো চাপটা সহ্য করল। ধাক্কা খেয়ে মাত্র মুহূর্তের জন্যে তার দেহের পেশিগুলো শিথিল হলো। এই সুযোগটাকে কাজে লাগাল তাইতা। ওর মূলে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। নীরবে পরস্পরের সাথে যুঝছে ওরা। সমস্ত শক্তি এক করার প্রয়াস পাচ্ছে, পরস্পরকে ভঙুর ভারসাম্যে আটকে রেখেছে।

ইয়োস শেষ শক্তি জড়ো করছে টের পেয়ে তাইতাও ওর সমস্ত শক্তি প্রস্তুত রাখল। তারপরই এক মনস্তাত্ত্বিক পাহাড় ধসের মতো ওর উপর চড়াও হলো ইয়োস। ওর প্রতিরক্ষায় জোর করে দুর্বলতা তৈরির চেষ্টা করছে সে। ওর আত্মার গোপন জায়গায় ঢুকে পড়তে চায়। তাইতা ওর শরীরের পরাস্ত হওয়া টের পেল। আরও একবার বৈরী বিজয়ীর ছাপ পড়ল তার চোখে। হাত নামিয়ে গলায় ঝোলানো লস্ত্রিসের মাদুলিটা চেপে ধরল। মনে মনে শক্তির শব্দ ফুটিয়ে তুলল। 'মেনসার!'

বেসুরোভাবে চিৎকার করে উঠল ইয়োস। 'কিদাশ! নিউবে!' আবার চিৎকার করে বলল তাইতা। মাদুলি থেকে মনস্তাত্ত্বিক শক্তির একটা ঝলক দেখা দিল। বিদ্যুৎঝলকের মতো ইয়োসকে ওর আত্মায় নিক্ষেপ করল। আরও একবার পরস্পরকে ঠেকিয়ে রাখল ওরা। ওদের শক্তি সামান সমান। পরস্পরের গায়ে লেগে থেকে আইভরিতে খোদাই করা মূর্তির মতো অটল রইল ওরা।

কুপির তেল টিমটিম করে জ্বলছে, শিখাটা একবার দপ করে উঠেই নিভে গেল। চেম্বারের অনেক উঁচু ছাদের ফোকর দিয়ে ভেতরে আসছে একমাত্র আলো। সূর্যটা পাহাড়ের আড়ালে অস্ত যাবার সাথে সাথে আলো ফিকে হয়ে এলো। যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল ওদের। সারা রাত এমনি ভীষণ সঙ্গমে জড়িয়ে থাকল ওরা।

ছাদের ফোকর দিয়ে ভোরের আলো চুঁইয়ে ঢুকতে শুরু করার মুহূর্তেও পরস্পরের সাথে সেঁটে ছিল ওরা। আলো স্পষ্ট হয়ে উঠলে ইয়োসের চোখ দেখতে পেল তাইতা। সেগুলোর গভীরে কামনার আতঙ্কে পরিণত হওয়া দেখতে পেল, অনেকটা খাঁচায় বন্দি পাখির গরাদের গায়ে ডানা ঝাপ্টানোর মতো। ওর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল সে, কিন্তু দৃষ্টি স্থির রাখল ও। অনেক আগেই ক্লান্তির সব সীমা পার হয়ে গেছে ওরা। কারুরই কেবল লেগে থাকার ইচ্ছাটুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। লম্বা পায়ে তাইতার কোমর পেঁচিয়ে রেখেছে সে, দুই হাতে পিঠ জড়িয়ে ধরেছে। ওকে নিজের দিকে আকর্ষণ করল ও। ওর ডান হাতে তখনও লস্ত্রিসের মাদুলি ধরা; তার পিঠের মাঝখানে মুঠি পাকানো অবস্থায় রাখা। খুব সাবধানে যেন ইয়োস সতর্ক হয়ে না উঠতে পারে, বুড়ো আঙুলের নখের সাহায্যে লকেটের মুখ খুলে ফেলল ও। লাল পাথরের গুঁড়ো ওর হাতে পড়ল।

ইয়োসের মেরুদণ্ডে পাথরের গুঁড়ো চেপে ধরল ও। ইয়োসের উপর শক্তি চালিত হওয়ামাত্র উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। আর্তচিৎকার করে উঠল ইয়োস। প্রলম্বিত, মরিয়া আর্তনাদ; তারপর দুর্বলভাবে যুঝল, ওকে বিতাড়িত করার মরিয়া প্রয়াসে আর্তচিৎকার করার মতো কোমর দোলাতে শুরু করল। তার খিঁচুনীর সাথে ধাক্কাগুলোকে সমন্বিত করল তাইতা।

ওর নিচে লুটিয়ে পড়ল সে। গোঙাচ্ছে, বিড়বিড় করছে। মুখ দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরল তাইতা, গলার গভীরে জিভ ঢুকিয়ে, স্তব্ধ করে দিল আর্তচিৎকার। তার সত্তার অন্তস্থঃ জগৎ তছনছ করে দিল ও, ভাণ্ডার বিচ্ছিন্ন করে ফেলল, যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তার সমস্ত জ্ঞান আর শক্তি। প্রবাহ টেনে নিতে লাগল ও। এ কাজ করার সময় নিজস্ব শক্তি বানের মতো ফিরে এলো। যতখানি সে কেড়ে নিয়েছিল তার শতগুন বেশি হয়ে।

বর্ণনাতীত কমনীয় চেহারা, অসাধারণ চোখের দিকে তাকাল ও, বদলে যেতে দেখল ওগুলো। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। লালার রূপালি ধারা গড়াচ্ছে। চোখজোড়া

ম্লান হয়ে আসছে। নুড়ি পাথরের মতো ফ্যাকাশে। আগুনের খুব কাছে ধরে রাখা মোমবাতির মতো নাকটা চওড়া কর্কশ হয়ে গেছে। উজ্জ্বল ত্বক এখন ম্লান হলদে রং পেয়েছে, সরীসৃপের আঁশঅলা ত্বকের মতো কর্কশ, শুষ্ক। ঠোঁট আর চোখের কোণে গভীর খাঁজ সৃষ্টি হয়েছে। চুলের সজীব কোঁকড়া ভাব চলে গিয়ে সোজা হয়ে গেছে, চাঁদিতে শুকনো ত্বক দেখা যাচ্ছে।

ধসে পড়া বাঁধের পানির মতো ইয়োসের কাছ থেকে প্রবাহিত হতে থাকা নাক্ষত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক সার বস্তুর ধারা টেনে নিচ্ছে। এত বিপুল সেই পরিমাণ যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অব্যাহত রইল প্লাবন। ছাদের ফোকার দিয়ে ঢুকে পড়া রোদ মালাকাইটের মেঝে পেরিয়ে মধ্য দুপুরের রেখায় পৌঁছালে তাইতা বুঝতে পারল প্রবাহ দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে আসতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি শেষ হলো তা। সবই শুষে নিয়েছে ও। ইয়োস নিঃশেষ, শূন্য হয়ে গেছে।

খোলা মুখে শব্দ করে শ্বাস ফেলছে সে। তার শরীর ফুলে উঠতে শুরু করায় চোখজোড়া চেম্বারের ছাদের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হয়ে রয়েছে। রোদে ফেলে রাখা লাশের মতো যেন পচা গ্যাসে ভরে উঠছে এমনভাবে ফেঁপে উঠতে শুরু করল তার দেহ। সরু হাত-পা ফুলে ঢোল হয়ে গেল। শরীরের মাংস মাখনের ব্লাডারের মতো নরম আকারহীন হয়ে ফুলে উঠেছে। পেস্টের মতো শাদা ভাঁজের আড়ালে তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তার মাংস ফুলে ফেঁপে উঠতে দেখল তাইতা। কেবল মাথাটাই শরীরের বাকি অংশের তুলনায় ছোট রয়ে গেল।

ধীরে ধীরে চেম্বারের অর্ধেকটা দখল করে নিল তার ফোলা শরীর। ফেঁপে ওঠার জায়গা করে দিতে লাফ দিয়ে কাউচ থেকে উঠে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল তাইতা। এখন ঢিপির কেন্দ্রে শুয়ে থাকা রানি উইপোকার মতো লাগছে তাকে। এই গুহা থেকে আর কোনও দিন পালাতে পারবে না সে। এমনকি ট্রগরা ওকে উদ্ধার করতে ফিরে এলেও না, ওকে কোনওদিন সংকীর্ণ পাথুরে প্যাসেজ দিয়ে খোলা বাতাসে বের করতে পারবে না তারা।

একটা ভীতিকর দুর্গন্ধ গুহা ভরে তুলেছে। ইয়োসের ত্বকের বিভিন্ন ছিদ্র থেকে বের হয়ে শব বেয়ে নামছে পুরু তেলতেলে তরল। ফোঁটাগুলো ফিকে সবুজ, তাতে পচনের আভাস। বমি জাগানো গন্ধ তাইতার শ্বাস বন্ধ করে দেওয়ার যোগাড় করল, ফুসফুস জ্বালিয়ে দিল। পচা লাশের গন্ধ। তার খুনে ক্ষিধের শিকার, জঠর থেকে ছিনিয়ে নেওয়া জন্ম-না-নেওয়া শিশু ও ওদের পেটে ধরা অল্প বয়সী মা; বিভিন্ন জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া দুর্ভিক্ষ, খরা ও প্লেগে প্রাণ হারানো লাশ, তার উস্কে দেওয়া ও নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধে প্রাণ হারানো যোদ্ধা; ফাঁসিকাঠ বা চিতায় যাদের মেরেছে সে; খনি ও গহ্বরে প্রাণ হারানো দাসদের লাশের গন্ধ। এক বিশাল অশুভের গন্ধে আরও জোরাল হয়ে উঠেছে যা, তার মুখ থেকে বের হয়ে আসা প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে বের হয়েছে। এমনকি ইন্দ্রিয়ের উপর তাইতার নিয়ন্ত্রণ

পর্যন্ত এই পরিবেশে টলে উঠল। গুহার সীমিত জায়গায় যতটা সম্ভব তার কাছ থেকে দূরে সরে দেয়াল ঘেঁষে সুড়ঙের মুখের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ও।

এক অশুভ শব্দ থমকে দিল ওকে। যেন দানবীয় সজারু সতর্ক করতে কাঁটা ঝাঁকি দিচ্ছে। ইয়োসের ভৌতিক মাথা ওর দিকে গড়ান খেল, ওর মুখের উপর স্থির হলো তার চোখ। চেহারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়ায় সৌন্দর্যের কোনও চিহ্নই আর নেই। চোখজোড়া গভীর, অন্ধকার গহ্বরে পরিণত হয়েছে। ঠোঁটজোড়া সরে গিয়ে খুলির দাঁতের মতো দাঁত বের হয়ে পড়েছে। অনির্বচনীয় কুৎসিত তার চেহারা, জটিল আত্মার আসল রূপ। কর্কশ, ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠে কাকের মতো কথা বলে উঠল সে। 'আমি বেঁচে উঠব,' বলল সে।

তার নিঃশ্বাসের কটু গন্ধে চমকে পিছিয়ে এলো ও। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ইয়োসের চোখে চোখে তাকাল। 'মিথ্যা সব সময়ই টিকে থাকবে, তেমনি সত্যিও। এই যুদ্ধের কখনও শেষ হবে না,' জবাব দিল ও।

চোখ বন্ধ করল ইয়োস, আর কথা বলল না। কেবল তার নিঃশ্বাসের শব্দ গলায় ঘরঘর আওয়াজ করে চলল।

জোব্বা খুঁজে নিয়ে সবুজ চেম্বার হয়ে বাইরের হাওয়া-বাতাসে খোলা প্যাসজে চলে এলো তাইতা। ইয়োসের গোপন উদ্যানে এলো যখন, তখন সূর্যের আলো ক্লিফের চূড়া স্পর্শ করছে, কিন্তু জ্বালামুখের গভীর ছায়ায় ফেলে রেখেছে। ইয়োসের কোনও ট্রগের ছায়া দেখা যায় কিনা দেখতে সাবধানে ইতিউতি তাকাল ও। ওদের আভা খুঁজছে, কিন্তু নেই। এটা ওর জানা ছিল, ইয়োসের ধ্বংসের সাথে সাথে তারা পথ চলার বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এখন দিশাহারা হয়ে মরার জন্যে পাহাড়ের সুড়ঙ ও প্যাসেজে ঢুকে পড়েছে।

বাতাস পরিষ্কার, ঠাণ্ডা। স্বস্তির সাথে গভীরভাবে শ্বাস টানল ও। কালো পুকুরের পাশে তাঁবুর দিকে এগোনোর সময় ফুসফুস থেকে ইয়োসের বদ গন্ধ ধুয়ে মুছে ফেলল। একটা বেঞ্চিতে বসল ও, এখানেই যখন সে তরুণী ও সুন্দরী ছিল তখন তার সাথে বসত ও। কাঁধের উপর চামড়ার জোব্বা টেনে নিল ও। ভেবেছিল ওই বিপদের মোকাবিলার পর নিজেকে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত আবিষ্কার করবে, অথচ উচ্ছ্বাস পরিপূর্ণ করে রেখেছে ওর সত্তা। নিজেকে শক্তিশালী, অপরাজেয় লাগছে।

ডাইনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া শক্তি ও ক্ষমতার কারণে বদলে গেছে বোঝার আগ পর্যন্ত প্রথমে ব্যাপারটা বিস্মিত করল ওকে। এখন ওকে পূর্ণ করে রাখা পাহাড়সম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সুলুক সন্ধান করতে গিয়ে বিশাল ও প্রসারিত হয়ে উঠল ওর মন। সেই সময়ের সূচনা পর্যন্ত ইয়োসের অস্তিত্বের সবগুলো সহস্রাব্দের দিকে নজর দিতে পারছে। প্রতিটি বিষয় একদম তরতাজা। তার কামনা

ও ইচ্ছার তল খুঁজে পাচ্ছে, যেন এসবই ওর নিজস্ব। ইয়োসের নিষ্ঠুরতা ও নৈতিক স্খলনের গভীরতা দেখে হতবাক হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ মিথ্যা ও অমঙ্গলের আসল রূপ উন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এর প্রকৃতি বুঝে উঠতে পারেনি। তার কাছ থেকে এত কিছু শেখার ছিল যে, জানত এর অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ পরীক্ষা করতেই গোটা আয়ু লেগে যেত।

জ্ঞানটা এক ধরনের ভয়ঙ্কর ও ঘৃণিত মায়াজালে আচ্ছন্ন করে রাখার মতো। নিমেষে ও বুঝে গেল এর ঘোর লাগানো মুগ্ধতা থেকে নিজেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এটা তাকে নষ্ট করতে না পারে। এমন অশুভ হাতের নাগালে এসে পড়ায় ওর নিজেরই ইয়োসের মতো দানবে পরিণত হওয়ার সমূহ ঝুঁকি রয়েছে। ডাইনীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া জ্ঞান ওর নিজের জ্ঞানের সাথে মিলে ওকে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তিতে পরিণত করেছে, এই ভাবনা বিনয়ী করে তুলল ওকে।

নিজের সব শক্তি এক করে স্মৃতিব গভীর কন্দরে জমে থাকা সমস্ত অশ্লীল বিষয় দূরে ঠেলে দিতে শুরু করল ও। যাতে সেগুলো ওকে তাড়া করে ফিরতে না পারে বা হামলা না করে, কিন্তু প্রয়োজনে এর যেকোনও অংশই আবার ফিরে পায়।

অশুভের পাশপাশি এখন ওর আয়ত্তে রয়েছে সমান বা বেশি পরিমাণ বিদ্যার সামগ্রিক আধার, যা হয়তো মানুষ ও মানবজাতির পক্ষে সীমাহীনভাবে উপকারী হতে পারে। ডাইনীর কাছ থেকে মহাসাগর, পৃথিবী ও স্বর্গের স্বাভাবিক রহেস্যর চাবিকাঠি ছিনিয়ে নিয়েছে ও, পেয়েছে জীবন, মৃত্যু, ধ্বংস ও পুনরুজ্জীবনের রহস্য; এর সবই মনের একেবারে সামনের দিকে জমা রাখল ও, যেখানে খোঁজ করতে পারবে, ঝালিয়ে নিতে পারবে।

সব কিছু মনের ভেতর নতুন করে সাজাতে সাজাতে সূর্য পাটে বসল, রাত পার হলো। তারপরই কেবল নিজের জৈবিক চাহিদা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠল ও: বেশ কয়েক দিন ধরে মুখে কিছু দেয়নি ও, পান করলেও তৃষ্ণার্তই রয়ে গেছে। এখন ডাইনীর আস্তানার অন্ধিসন্ধি চেনা হয়ে গেছে ওর, যেন এখানে তার মতোই অনেক দিন ধরে ছিল। জ্বালামুখ ছেড়ে পাথুরে বসতিতে ফিরে নির্ভুলভাবে গুদাম ঘর, ভাঁড়ারঘর আর রান্নাঘর খুঁজে বের করল, যেখানে ট্রগরা ইয়োসের সেবা করেছে। সেরা ফল ও পনির খেল ও, এক কাপ মদ গিলল। তারপর তরতাজা হয়ে ফিরে এলো তাঁবুতে; এখন ওর সবচেয়ে বড় কাজ হলো ফেনের সাথে যোগাযোগ করা।

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে প্রথমবারের মতো ইথারে আহ্বান পাঠাল, পরিষ্কার, উন্মুক্ত কণ্ঠে ডাকল ওকে। অমনি বুঝতে পারল ডাইনীর ক্ষমতাকে খাট করে দেখেছিল ও। ফেনের কাছে পৌঁছানোর ওর প্রয়াস ডাইনীর অবশিষ্ট রয়ে যাওয়া কোনও শক্তির কারণে আবার ওর কাছে ফিরে আসছে। এমনকি তার বেহাল অবস্থায়ও নিজের ও তার চ্যালাদের চারপাশে একটা প্রতিরক্ষা প্রাচীর গড়ে তুলতে পারছে সে। চেষ্টাটা বাদ দিল ও, পাহাড় থেকে পালানোর একটা উপায় খুঁজতে শুরু

করল। ইয়োসের স্মৃতি হাতড়ে এমন কিছু আবিষ্কার করল যা ওকে টলিয়ে দিল, বিশ্বাসের সর্বশেষ সীমায় পৌঁছে দিল ওকে।

আবার তাঁবু ছেড়ে গেল ও, ইয়োসের সবুজ পাথুরে চেম্বারের দিকে চলে যাওয়া পাথুরে সুড়ঙে চলে এলো। নিমেষে পচনের গন্ধ এসে ঘা দিল নাকে। আর কিছু না হোক, আগের চেয়ে আরও প্রবল হয়ে উঠেছে সেটা। আরও বিরক্তিকর। টিউনিকের হেম দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখল। বমির বেগ দমন করল। এখন প্রায় পুরো গুহাটা ভরে ফেলেছে ইয়োসের শরীর। ওটার নিজস্ব পচা গ্যাসে ফুলে উঠেছে। তাইতা লক্ষ করল এখন মানুষ থেকে কীটে পরিণত হওয়ার একটা পর্যায়ে রয়েছে সে। তার শরীরের বিভিন্ন ছিদ্র থেকে বেরিয়ে আসা তরল শরীর আবৃত করে এখন চকচকে খোলে পরিণত হতে চলেছে; নিজেকে একটা মুটকীটে ঘিরে ফেলছে সে। কেবল মাথাটাই এখনও দেখা যাচ্ছে। চুলের অবশেষ এখন সবুজ মেঝেয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। চোখ বন্ধ। তার কর্কশ শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ হাওয়াকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এক গভীর শীত নিদ্রায় নিজেকে ছুঁড়ে দিচ্ছে সে। জীবনের এক স্থগিতাবস্থা, অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত যা চলতে পারে।

যেমন অসহায় পড়ে আছে সেভাবেই তাকে শেষ করে দেওয়ার কোনও উপায় আছে? ভাবল ও। কাজটা করার উপায়ের খোঁজে সদ্য প্রাপ্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার হাতড়াল। নেই, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও। অমর নয় সে, কিন্তু আগ্নেয়গিরি অগ্নিশিখায় সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে, কেবল ওই আগুনেই সে ধ্বংস হতে পারে। মুখে ও বলল, 'শুভেচ্ছা ও বিদায়, ইয়োস! দশ হাজার বছর ঘুমিয়ে থাকো যেন, যাতে দুনিয়াটা অল্প সময়ের জন্যে হলেও তোমার কাছ থেকে রক্ষা পেতে পারে।' উবু হয়ে তার এক গাছি চুল তুলে নিল ও। পেঁচিয়ে পুরু একটা বেণীতে পরিণত করে যত্নের সাথে বেল্টের পাউচে ভরে রাখল।

ইয়োস ও চকচকে মালাকাইটের দেয়ালের মাঝখানে ওর পিছলে যাবার মতো সামান্য জায়গা ছিল, চেম্বারের শেষ মাথায় পৌঁছুল ও। এখানে, আগেই যেমন জানা ছিল, একটা গোপন দরজা পেল ও। ওটাকে আয়নার মতো দেয়ালে এমন চতুরতার সাথে খোদাই করা হয়েছে যে প্রতিফলনে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। কেবল নিরেট সবুজ পাথরের মতো দেখতে জিনিসটা স্পর্শ করার পরেই পথটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। ওর ঢোকার মতো যথেষ্ট প্রশস্ত ওটা।

ওপাশে একটা সংকীর্ণ প্যাসেজে আবিষ্কার করল নিজেকে। আগে বাড়ার সাথে সাথে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে শুরু করল আলো। সামনে হাত মেলে দিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে এগোল ও, অবশেষে প্যাসেজটা যেখানে ডানে বাঁক নিয়েছে সেখানে পৌঁছাল। অন্ধকারে উপরে হাত বাড়িয়ে একটা পাথরের তাক পেল। হাতের পিঠে মাটির চুলোর উষ্ণতার ছোঁয়া পেল। পাতিলের দড়ির হাতলের কাছে নিয়ে গেল ওটা। হাঁড়িটা নামিয়ে আনল ও। তলায় ক্ষীণ আভা দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ফুঁ দিয়ে আবার শিখায় পরিণত করল ওটাকে। তার আলোয় আগাছায়

বানানো মশালের একটা স্তূপ দেখতে পেল। একটা মশাল জ্বালল ও। পাথরের তাকে রাখা ঝুড়িতে দুটো বাড়তি মশাল দিয়ে মাটির হাঁড়িটা বসাল ও। তারপর ফের সংকীর্ণ টানেল ধরে আগে বাড়ল।

খাড়া কোণে নিচে নেমে গেছে সুড়ঙটা। ডান দিকের দেয়াল বরাবর ঝোলানো দড়ি ধরে ভারসাম্য বজায় রাখল ও। অবশেষে একটা ছোট কামরায় শেষ হলো সুড়ঙটা। এত নিচু ছাদ, ওটার নিচে প্রায় উবু হয়ে থাকতে হলো ওকে। মেঝের ঠিক মাঝখানে একটা গাঢ় মুখ দেখতে পেল ও, মনে হচ্ছে কুয়োর মুখ। ওটার উপর মশাল ধরে নিচে উঁকি দিল। অন্ধকার গ্রাস করে নিল দুর্বল আলো।

মেঝে থেকে একটা ভাঙা মাটির পাত্র তুলে গর্তে ফেলে দিল তাইতা। ওটা তলায় পৌঁছানোর অপেক্ষা করার সময় মনে মনে গুনতে লাগল। পঞ্চাশ গোনার পরও ওটার নিচের পাথর স্পর্শ করার কোনও আওয়াজ মিলল না। গহ্বরটা তলাহীন। ঠিক ওর সামনেই একটা মজবুত ব্রোঞ্জের হুক গুহার ছাদে গাঁথা রয়েছে। চামড়ার বেণী পাকানো একটা রশি ওটা থেকে নেমে গেছে গহ্বরে। ওর মাথার উপরের ছাদ ধোঁয়ায় কালো। এই গুহায় অসংখ্যবার আসা যাওয়া করার সময় মাথার উপর মশাল ধরে রেখেছিল ইয়োস, তারই ধোঁয়ায় এমন হয়েছে। মশাল দাঁতে চেপে ধরে দড়ি বেয়ে কুয়োয় ওঠানামা করার মতো শক্তি ও নৈপূণ্য ছিল তার।

স্যান্ডেল খুলে ঝুড়িতে রেখে দিল তাইতা। তারপর মশালটা পাশের দেয়ালের একটা ফোকরে গেঁথে দিল যাতে নিচে নামার সময় ওটা থেকে সামান্য হলেও আলো মেলে। ঝুড়ির হাতলটা কাঁধে ঝুলিয়ে হাত বাড়াল দড়ির দিকে, গহ্বরের উপরে উঠে পড়ল। সবিরতিতে দড়ির উপর গিঁট দেওয়া রয়েছে। হাত ও নগ্ন পায়ের পক্ষে নাজুক এক ধরনের অবলম্বনের কাজ দিল ওগুলো। আগে পা তারপর হাত চালিয়ে দেয়াল বেয়ে নামতে লাগল ও। জানে এই অবতরণ কত দীর্ঘ ও কষ্টসাপেক্ষ হতে পারে। সাবধানে অগ্রসর হচ্ছে, বিশ্রাম নিতে ও গভীরভাবে শ্বাস নিতে নিয়মিত থামছে।

বেশি সময় পেরুনোর আগেই ওর শরীরের পেশি কাঁপতে শুরু করল, দুর্বল হয়ে এলো হাত-পা। নিজেকে আগে বাড়তে বাধ্য করল ও। মাথার উপরের চেম্বারে রেখে আসা মশালের আলো এখন স্রেফ একটা ঝলকে পরিণত হয়েছে। অন্ধকারে ক্রমেই নেমে চলল ও, কিন্তু ইয়োসের স্মৃতি থেকে পথ চেনা আছে ওর। ওর ডান পায়ের থোড়ের মাংসে ঝিঁঝি ধরে গেল, ব্যথা করছে। পঙ্গু করে দিতে চাইছে। কিন্তু মনকে ওটা থেকে সরিয়ে রাখল ও। ওর হাত এখন অসাড় থাবা। বুঝতে পারছে পেরেকে লেগে একটা হাত ছড়ে গেছে, কারণ ওর উপরে কাত করে রাখা মুখে রক্তের ফোঁটা পড়ছে। জোর করে দড়ির উপর হাত খুলছে, বন্ধ করছে ও।

নামছে তো নামছেই; অবশেষে বুঝতে পারল আর নামতে পারবে না। অন্ধকারে নিথর ঝুলে রইল ও। ঘামে ভিজে একসা, দোলায়মান দড়ির উপর আবার মুঠি বদলাতে অক্ষম। অন্ধকার ওর শ্বাস রুদ্ধ করে দিচ্ছে। রক্তে পিচ্ছিল হয়ে গেছে হাত, আঙুল খুলে যেতে শুরু করায় পিছলে যেতে চাইছে।

'মেনসা'র!' শক্তির শব্দ ফুটিয়ে তুলল ও। 'কিদাশ! নিউবে!' অমনি স্থির হয়ে গেল ওর পা, দৃঢ় হলো হাতের মুঠি। কিন্তু তারপরেও পরের গিঁটের দিকে এগিয়ে যেতে নিজের শরীরকে বাধ্য করতে পারল না ও।

'তাইতা! প্রিয় তাইতা আমার! জবাব দাও!' ফেনের কণ্ঠস্বর এত স্পষ্ট, মিষ্টি মনে হলো অন্ধকারে ওর পাশেই ঝুলছে ও। ওর আত্মার প্রতীক শাপলার জটিল রেখা ফুটে উঠল। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে লাগল। আবার ওর পাশে এসে পড়েছে ও। এমন জায়গায় এসে গেছে ও যেখানে দুর্বল ডাইনী শক্তিও ওদের নাক্ষত্রিক যোগাযোগে বাদ সাধতে পারবে না।

'ফেন!' ইথারে মরিয়া আহ্বান পাঠাল ও।

'ওহ, দয়াময় মাতা আইসিসকে ধন্যবাদ।' পাল্টা আহ্বান জানাল ফেন। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে ভেবে ভয় পাচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম কঠিন অবস্থায় পড়েছ তুমি। যেমন শিখিয়েছ, তোমার শক্তির সাথে আমার সমস্ত শক্তি মেলাচ্ছি আমি।'

কম্পিত পাজোড়া অটল, কঠিন হয়ে আছে, টের পেল ও। গিঁটের উপর থেকে পা সরিয়ে নিল ও, হাতের উপর ঝুলে থেকে পায়ের আঙুল নিচে নামাল। নিচের শূন্যতা টেনে নিতে চাইল ওকে, দড়ির উপর পাক খেতে লাগল ও।

'মনে শক্তি রাখ, তাইতা। আমি তোমার সাথে আছি,' ওকে জানাল ফেন।

পরের গিঁটটা খুঁজে পেল ওর পা। পিছলে হাত নামিয়ে আনল ও। আবার আঁকড়ে ধরল। গুনছিল ও, তাই জানে এখনও অন্তত বিশটা গিঁট পার হওয়া বাকি, তারপর দড়ির শেষ মাথায় পৌঁছতে পারবে।

'এগোও, তাইতা! আমাদের দুজনের খাতিরেই এগোতে হবে তোমাকে! তুমি ছাড়া আমি কিছু না। তোমাকে টিকে থাকতেই হবে,' তাগিদ দিল ফেন।

উষ্ণ, নাক্ষত্রিক তরঙ্গ তুলে শক্তির প্রত্যাবর্তন টের পেল ও। 'উনিশ...আঠার...' রক্তাক্ত হাত গলে নেমে যাওয়ার সময় বাকি গিঁটগুলো গুনে চলল ও।

'তোমার শক্তি ও ইচ্ছা আছে,' ফিসিফিস করে ওর মনের ভেতর বলল ফেন। 'তোমার পাশে আছি আমি। আমাদের স্বার্থে কাজটা করো। তোমার জন্যে আমার ভালোবাসার স্বার্থে। তুমি আমার বাবা ও বন্ধু। কেবল তোমার জন্যেই আমি ফিরে এসেছি। এখন আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।'

'নয়...আট...সাত...' গুনতে লাগল তাইতা।

'শক্তিশালী হয়ে উঠছ তুমি,' মৃদু কণ্ঠে বলল ফেন। 'আমি বুঝতে পারছি। আমরা একসাথে বের হয়ে আসব।'

'তিন...দুই...এক...,' নিচের দিকে একটা পা লম্বা করে দিল ও। আঙুল দিয়ে দড়ির খোঁজ করছে। এখন ওর পায়ের নিচে শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই। দড়ির শেষ মাথায় পৌঁছে গেছে ও। লম্বা করে শ্বাস নিয়ে দুই হাত ছেড়ে দিতেই এত জোরে নিচে পড়ল যে দম বেরিয়ে যাবার যোগাড় হলো। দু পা ছড়িয়ে পড়ায় নীড় থেকে পড়ে যাওয়া পাখির ছানার মতো টলে উঠল ও। উপুড় হয়ে পড়ে রইল। ক্লান্তি ও স্বস্তিতে ফুপিয়ে কাঁদছে। এমনকি উঠে বসার মতো শক্তিও নেই।

'তুমি ঠিক আছো, তাইতা? এখনও আছো? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

'শুনতে পাচ্ছি,' উঠে বসার সময় জবাব দিল ও। 'আমি ঠিক আছি আপাতত। তুমি না থাকলে অন্য রকম হতো ব্যাপারটা। তোমার শক্তি আমাকে সাহস যুগিয়েছে। এখন আমাকে যেতে হবে। আমার ডাকের আপেক্ষায় থেকো। তোমাকে নিশ্চিতভাবেই আবার প্রয়োজন হবে।'

'মনে রেখ, তোমাকে আমি ভালোবাসি,' বলে উঠল ফেন, তারপর মিলিয়ে গেল ওর উপস্থিতি। আরও একবার অন্ধকারে একা হয়ে গেল ও। ঝুড়ি হাতড়ে আগুনের হাঁড়িটা বের করে আনল। ফুঁ দিয়ে আগুন উস্কে নতুন করে মশাল জ্বালল। মশাল উঁচু করে ধরে ওটার আলোয় আশপাশের এলাকা পরখ করল।

বামে খাড়া দেয়াল বরাবর বানানো একটা সংকীর্ণ কাঠের ক্যাটওঅকে রয়েছে ও, ব্রোঞ্জের বোল্ট দিয়ে দেয়ালের সাথে আটকানো। অন্য পাশে মুখ হাঁ করে আছে অন্ধকার শূন্যতা। মশালের দুর্বল আলো তার গভীরতা আঁচ করতে পারছে না। গুঁড়ি মেরে ক্যাটওঅকের কিনারে এসে নিচের দিকে উঁকি দিল ও। নিচে বিছিয়ে রয়েছে অন্তহীন অন্ধকার। বুঝতে পারল একটা বিশাল গহ্বরের উপর ঝুলে আছে ও, পৃথিবীর পেটের ভেতর চলে গেছে ওটা, ইয়োসের উত্থানের সেই অস্তিত্বহীন জায়গা।

আরেকটু সময় বিশ্রাম নিল ও। পিপাসা চড়ে উঠেছে, কিন্তু গলায় ঢালার মতো কিছুই নেই। মনের শক্তি দিয়ে পিপাসার গলা টিপে মারল ও, হাত পায়ের ক্লান্তি দূর করল। ঝুড়ি থেকে স্যান্ডেল বের করে পায়ে বেঁধে নিল। দড়ির ঘায়ে ক্ষত হয়ে গেছে। অবশেষে উঠে ক্যাটওঅক ধরে কোনওমতে আগে বাড়ল। ওর বাম পাশের গহ্বরের সাথে কোনও রকম বাধা নেই। ওখানকার অন্ধকার সম্মোহনী শক্তিতে টানছে ওকে, ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়ছে। ধীরে সাবধানে এগিয়ে চলল ও, বুঝেশুনে একের পর এক পা ফেলছে।

মনের চোখে ইয়োস কীভাবে এই ক্যাটওয়াক ধরে হালকা পায়ে দৌড়ে যেত সেই দৃশ্য দেখল, ঠিক ছোট বাচ্চা যেভাবে উন্মুক্ত মাঠে ছুটে বেড়ায়; কীভাবে শক্তিশালী শাদা দাঁতের ফাঁকে জ্বলন্ত মশাল ধরে গিঁট লাগানো দড়ি বেয়ে অনেক

উঁচুতে নিজের আবাসে উঠে যেত। তাইতা জানে, তার বিপরীতে পায়ের নিচের এই মসৃণ মেঝে বরাবর আগে বাড়ার মতো সামান্য শক্তিই রাখে ও।

ওর পায়ের নিচে কাঠের তক্তা কর্কশভাবে ভাঙা পাথরে পরিণত হলো। পাহাড়ের একটা চাতালে এসে পৌঁছেছে ও। পা রাখার মতো সামান্য চওড়া। তীক্ষ্ণভাবে ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে; ভারসাম্য বজায় রাখতে দেয়াল আঁকড়ে থাকতে হলো ওকে।

চাতালটা যেন অন্তহীন, আতঙ্ক দূর করতে ওর সমস্ত মানসিক শক্তি এক করতে হলো। চাতাল ধরে বেশ কয়েক শো কিউবিট নামার পর অবশেষে একটা গভীর ফাটলে পৌঁছাল ও। ওটা দিয়ে আরেকটা সুড়ঙে পা রাখল। এখানে আবার বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলো। পাথরের গায়ে কুঁদা একটা ফোকরে মশালটা আটকে রাখল। অগুনতি মশালের আঁচে মাথার উপরের পাথর কালো হয়ে গেছে। দুহাতে মুখ ঢেকে চোখ বন্ধ করল ও। লম্বা করে শ্বাস টেনে হৃপিণ্ডের স্পন্দন ধীর করে আনল। মশালটা নিভে যাবার আগে ধোঁয়া উগড়ে পটপট শব্দ করছে। নিভন্ত আগুন দিয়ে শেষ মশালটা জ্বালল ও। তারপর আবার সড়ঙ ধরে নামতে শুরু করল। এইমাত্র ছেড়ে আসা উন্মুক্ত চাতালেরও চেয়েও ঢের বেশি ঢালু। শেষে একটা পাথুরে সিঁড়িঘরে পরিণত হলো ওটা, সাপের মতো এঁকেবেঁকে নিচে নেমে গেছে। শত শত বছর ধরে ইয়োসের পায়ের ঘায়ে মসৃণ, অবতল হয়ে গেছে।

তাইতার জানা ছিল পাহাড়ের ভেতরটা প্রাচীন আগ্নেয়গিরি ও ফাটলের একটা মৌচাকের মতো। পাথর এত উত্তপ্ত, স্পর্শ করা যায় না। একেবারে কেন্দ্রের বুদ্বুদ থেকে তৈরি তাপে উত্তপ্ত। বাতাসে সালফারের গন্ধ, কয়লার চুল্লী থেকে আসা ধোঁয়ার মতো দম বন্ধ করে দিতে চাইছে।

শেষে যেমনটা আশা করছিল, সুড়ঙের একটা বাঁকে পৌঁছাল তাইতা। মূল শ্যাটটা সোজা নিচে নেমে গেছে, ছোট শাখাটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে। দ্বিধা করল না তাইতা, সংকীর্ণতর ফোকরে পা রাখল। পা রাখার জায়গাটা রুক্ষ, কিন্তু প্রায় সমতল। বেশ কয়েকটা বাঁক হয়ে সুড়ঙ ধরে এগিয়ে চলল ও, শেষ পর্যন্ত আরেকটা গুহায় হাজির হলো। লালচে চুল্লীর মতো একটা আভায় আলোকিত। এমনকি ওঠানামা করতে থাকা আলো বিশাল জায়গাটার দূরতম প্রান্তে পৌঁছাতে পারছে না। পায়ের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল আরেকটা গভীর জ্বালামুখের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে ও। ওর অনেক নিচে ভীষণ লাভার হ্রদ উতড়াচ্ছে। উপরের তলটা ফুলে ফেঁপে উঠছে, টগবগ করছে; উপর দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে গলন্ত পাথর ও স্ফুলিঙ্গ। তাপের ঝাপ্টা এত প্রবলভাবে এসে ধাক্কা দিল ওর মুখে যে ঠেকাতে হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে হলো ওকে।

জ্বলন্ত লাভার অনেক উপর থেকে ঝড়ো হাওয়ার মতো বাতাস টেনে নিচ্ছে। হুহু গর্জন করে চলেছে, পোশাকে টান মারছে ওর, ঠেকাতে গিয়ে টলে উঠল ও।

ওর সামনে টগবগ ফুটতে থাকা ডেগচির উপর একটা পাথরের টুকরো দেখতে পেল। ঠিক মাঝখানে ঝুলে গেছে, অনেকটা ঝুলন্ত দড়ির সেতুর মতো। এত সরু যে দুজন লোক পাশাপাশি যেতে পারবে না। গুহার ভেতরে গুমড়ে চলা হাওয়া স্থির নয়। এই দমকা হয়ে উঠছে, পরক্ষণেই আবার ফুঁসে উঠছে ভয়ঙ্করভাবে। কখনও কোনও আভাস ছাড়াই দিক বদল করছে। পেছনে টেনে নিচ্ছে ওকে। তারপরই ঠেলে দিচ্ছে সামনে। একাধিকবার ওকে টলিয়ে দিল, কিনারায় টলমল করতে হলো ওকে। ভারসাম্য ফিরে পেতে দুই হাত হাওয়া কলের মতো ঘোরাতে লাগল ও। শেষে জোর করে চার হাতপায়ে ভর দিতে বাধ্য করল ওকে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ও। মাথার উপর শক্তিশালী হাওয়ার তোড় বয়ে যাবার সময় সেতুর সাথে মিশিয়ে দিল নিজেকে, আঁকড়ে থাকল। সারাক্ষণই নিচে টগবগ করে ফুটছে লাভা।

অবশেষে সামনে গুহার দূর প্রান্ত দেখতে পেল ও। আরেকটা খাড়া প্রাচীর। ওটার দিকে হামা দিয়ে এগিয়ে গেল ও, তারপর সভয়ে লক্ষ করল পাথুরে স্পারের শেষ অংশটুক ভেঙে নিচের ভয়ঙ্কর ডেগচিতে পড়ে গেছে। স্পারের শেষ মাথা আর গুহার অপর প্রান্তের দেয়ালের মাঝে বেশ খানেকটা ফারাক। দীর্ঘদেহী কোনও পুরুষের তিন কদম সমান হবে। প্রান্তে এসে ফোকরের উপর দিয়ে তাকাল ও। সামনের দেয়ালে একটা ছোট ফোকর রয়েছে।

ইয়োসের স্মৃতির কল্যাণে তাইতার জানা আছে, অনেক বছর এই পথে যায়নি সে। তার শেষ সফরের সময় চাতালটা অক্ষত ছিল। শেষ অংশটুকু নিশ্চয়ই সাম্প্রতিক কালে ভেঙেছে। এর কথা ইয়োসের জানা না থাকাতেই এই রকম একটা বাধার মুখে পড়তে তৈরি ছিল না ও।

অল্প খানিকটা পিছিয়ে এলো ও। হাঁটু গেড়ে বসে স্যান্ডেল খুলে ঝুড়ির হাতল আলগা করে কাঁধ থেকে কাঁধের উপর থেকে ফেলে দিল। ঝুড়ি আর স্যান্ডেল কিনারার উপর দিয়ে লাভার হ্রদের দিকে ধেয়ে গেল। জানে ওর আর ফিরে যাবার মতো শক্তি নেই, সুতরাং সামনেই যেতে হবে। চোখ বন্ধ করে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত করে নিয়ে, শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু একত্র করে সম্পূর্ণ মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তির সাহায্যে বাড়িয়ে তুলল। তারপর প্রতিযোগিতার সূচনা বিন্দুতে এসে দাঁড়ানো ম্যারাথন দৌড়বিদের মতো উবু হয়ে গেল। চাতালের উপর দিয়ে বয়ে চলা ভীষণ বাতাসের একটা বিরতির অপেক্ষা করল ও, তারপর সংকীর্ণ পথ ধরে সামনে ঝুঁকে পড়ে এক দৌড়ে আগে বেড়ে লাফ দিল। মহাশূন্যে বের হয়ে এলো ও, এবং নিমেষে বুঝে ফেলল দূরত্বটুকু পার হতে পারবে না। নিচে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ফুটন্ত ডেগচি।

ঠিক তখনই ফের বিলাপ শুরু করল হাওয়া। দিক বদলে দ্বিগুন হয়ে গেছে ওটার হিংস্রতা। ওর ঠিক পেছন থেকে ধেয়ে এলো। টিউনিকের স্কার্টের নিচে ঢুকে ফুলিয়ে তুলল ওটা, সামনে ঠেলে দিল ওকে। তবে যথেষ্ট দূরে নয়। দেয়ালে বাড়ি

খেল ওর শরীরের নিচের অংশ। কোনওমতে ফোকরের কিনারা আঁকড়ে ধরতে পারল ও। ওখানেই ঝুলে রইল, গহ্বরের উপর ঝুলছে ওর পা, গোটা দেহের শক্তি ছেড়ে দিয়েছে দুই হাতের উপর। একটা কনুই কিনারার উপরে ওঠাতে নিজেকে টেনে তোলার চেষ্টা করল ও।, কিন্তু অল্প একটু ওঠার পরেই আবার আগের জায়গায় নেমে আসতে হলো। পাগলের মতো বাতাসে নগ্ন পা ছুঁড়তে লাগল ও, ক্লিফের গায়ে পা রাখার মতো জায়গা খুঁজছে, কিন্তু পাথরের শরীর মসৃণ।

ওর নিচে লাভার হ্রদ থেকে গলন্ত লাভার একটা ফোয়ারা উঠে এলো। আবার নিচে নেমে যাবার আগে গলন্ত ম্যাগমার ছিঁটে লাগল পায়ের তালুতে। ব্যথা অসহনীয়। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল ও।

'তাইতা!' ওর ব্যথা টের পেয়েছে ফেন, ইথারে আহ্বান জানাল ওকে।

'সাহায্য করো,' ফুঁপিয়ে বলে উঠল ও।

'আমি তোমার সাথে আছি,' জবাব দিল ফেন। 'আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে–এইবার!'

ব্যথাটা ছিল খোঁচার মতো। হাতের পেশি ছিঁড়ে যাবার মতো একটা বোধ না হওয়া পর্যন্ত উপরের দিকে উঠতে লাগল ও। আস্তে আস্তে যন্ত্রণাদায়কভাবে চোখজোড়া কিনারার সমান্তরালে না উঠে পর্যন্ত নিজেকে টেনে তুলল ও। কিন্তু এরপর আর উঠতে পারল না। বুঝতে পারল ওর হাতজোড়া আবার খসে পড়তে যাচ্ছে।

'ফেন, বাঁচাও!' আবার চিৎকার করে উঠল ও।

'একসাথে! এইবার!' শক্তির বেড়ে ওঠা টের পেল ও। কিনারার উপর একটা হাত তুলে আনতে না পারা পর্যন্ত নিজেকে টেন তুলল। এক মুহূর্ত ঝুলে থেকে আবার ফের ফেনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'আবার একসাথে, তাইতা। এবার!'

উপরের দিকে উঠে অন্য হাতটাও তুলে দিল ও। ধরার মতো একটা জায়গা মিলল। দুই হাতের অবলম্বন পাওয়ায় সাহস ফিরে এলো। পোড়া পায়ের যন্ত্রণা ভুলে উপরে উঠে এলো, ওর শরীরের উধ্বাংশ কিনারার উপর এসে থপ করে পড়ল। পা ছুঁড়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে টেনে খোলা মুখের কাছে নিয়ে এলো নিজেকে। আবার উঠে বসার শক্তি ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত স্রেফ পড়ে রইল। এবার পায়ের দিকে তাকাল, দেখল কোথায় পুড়েছে। পায়ের পাতায় লেগে থাকা লাভার টুকরোগুলো ধরে টানল, ওদের সাথে মাংসও উঠে এলো। পায়ের থোড়ের কাছে ফোস্কা পড়ে গেছে, ভেতরে স্বচ্ছ তরল ফুলে উঠছে। ব্যথায় অচল হয়ে পড়েছে ও, কিন্তু দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল ও। তারপর সুড়ঙ ধরে টলমল পায়ে এগিয়ে চলল। পায়ের পাতা একেবারে কাঁচা, পাথরের উপর রক্তাক্ত পায়ের ছাপ রেখে চলল ও। ওর পেছনের ফুটন্ত কাড়াইয়ের আলো পথ আলোকিত করে রেখেছে।

অল্প কিছুদূর সোজা এগিয়ে গেল সুড়ঙটা, তারপর ঢালু হয়ে গেল; ফলে লালচে আলো মিলিয়ে গেল। তারই শেষ আভায় দেয়ালের ফোকরে ঢোকানো আধপোড়া একটা মশাল দেখতে পেল। অনেক আগে ইয়োসের শেষ সফরের পর থেকেই এখানে আছে। ওটা জ্বালানোর কোনও উপায় নেই, ভাবল ও। তারপরই ডাইনীর কাছ থেকে পাওয়া শক্তির কথা ভাবল; হাত বাড়িয়ে দিল ওটার দিকে। তর্জনী দিয়ে পোড়া অংশটুকুর দিকে নির্দেশ করেছে, মনস্তাত্ত্বিক শক্তি স্থির করেছে ওটার উপর।

নেভা মশালের ডগায় একটা আভা দেখা দিল। ধোঁয়ার ক্ষীণ সর্পিল রেখা ফুটতে শুরু করল সেখানে। তারপর আচমকা দপ করে জ্বলে উঠল আগুন, উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে আগুন লাগল। ফাটল থেকে ওটা নামিয়ে উঁচু করে ধরে পোড়া পায়ে ল্যাঙচাতে ল্যাংচাতে যত দ্রুত সম্ভব আগে বাড়ল। আরেকটা ঢালু শ্যুটের কিনারে এসে পৌঁছাল ও। এখানেও চলাচল হয়েছে, তবে পাথর তেমন ক্ষয়ে যায়নি, মিস্ত্রির বাটালির চিহ্ন এখনও টাটকা। ওটা ধরে নামতে শুরু করল ও, কিন্তু সিঁড়িগুলো অন্ত হীন মনে হচ্ছে; বিশ্রাম নিতে বারবার থামতে হলো ওকে। এমনি এক বিরতির সময় বাতাস ও যে পাথরের উপর বসেছিল তাতে এক ধরনের কাঁপন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল ও। শব্দটা একটানা চলছে না, বরং ওঠানামা করছে; অনেকটা দানবীয় নাড়ীর স্পন্দনের মতো।

তাইতার জানা ছিল আওয়াজটা কীসের।

এবার সাগ্রহে উঠে দাঁড়াল ও। নামতে শুরু করল আবার। সামনে বাড়ার সাথে সাথে চড়া ও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল শব্দটা। ক্রমেই নিচে নেমে চলল তাইতা, শব্দটা ওর উত্তেজনা চাগিয়ে তুলতে লাগল। পায়ের যন্ত্রণাকে ম্লান করে দেওয়ার মতো প্রবল না হয়ে ওঠা পর্যন্ত এগিয়ে চলল ও। বিশাল নাড়ীর স্পন্দনের শব্দ সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছাল। থরথর কাঁপছে পাথরের দেয়াল। নিজেকে টেনে সামনে নিয়ে চলল ও, তারপর থমকে দাঁড়াল। হতবাক। ইয়োসের কাছ থেকে এখানকার স্মৃতি পেয়েছে ও, কিন্তু টানেলটা কানা গলিতে পরিণত হয়েছে। ধীর পায়ে, যন্ত্রণাকাতরভাবে সামনে বেড়ে দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল ও।

দেখে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক কর্কশ পাথর। কোনও ফোকর বা পথ নেই, কিন্তু ঠিক ওটার মাঝখানে ওর চোখ বরাবর তিনটা চিহ্ন খোদাই করা রয়েছে। প্রথমটা লাভা গামলার সালফারাস গ্যাসে ক্ষয়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছে না; ওটার প্রাচীনত্ব বোঝার অতীত। দ্বিতীয়টা সামান্য টাটকা, বেশ ভালো করে পরখ করার পর ক্ষুদে পিরামিডের আউটলাইন দেখতে পেল, পুরোহিত বা কোনও পবিত্র পুরুষের আত্মার চিহ্ন। তৃতীয়টা সবচেয়ে নতুন, তবে তারপরেও অনেক শতাব্দী প্রাচীন। ওটা ইয়োসের আত্মার চিহ্ন বেড়ালের থাবার আউটলাইন।

খোদাইগুলো ওর আগে এখানে যারা এসেছিল তাদের আত্মার চিহ্ন। সময়ের সূচনা থেকে মাত্র তিনজন এখানে আসার পথ খুঁজে পেয়েছে। পাথরটা স্পর্শ করতেই ফেলে আসা নারকীয় জ্বালামুখ আর জ্বলন্ত লাভার বিপরীত শীতল ঠেকল।

'এটাই সেই ফন্ট যার খোঁজে মানুষ যুগ-যুগ অনুসন্ধান চালিয়ে গেছে,' গভীর শ্রদ্ধায় বিড়বিড় করে বলল ও। বেড়ালের থাবার প্রতীকের উপর হাত রাখল। ওর স্পর্শে উষ্ণ হয়ে উঠল ওটা। পৃথিবীর নাড়ীর স্পন্দনে একটু বিরতির অপেক্ষায় থাকল ও। তারপর ডাইনীর কাছে থেকে নেওয়া শক্তির তিনটা মন্ত্র উচ্চারণ করল। এটা তার গোপন মন্ত্র, আর কেউ যা জানে না।

'তাশকালোন! অ্যাসকরো! সিলোনদেলা!'

গুঙিয়ে উঠে ওর হাতে নিচে সরে যেতে শুরু করল পাথরটা। আরও জোরে চাপ দিল ও। পাথরের দেয়ালটা ধীর গতিতে একপাশে সরে যেতে শুরু করায় কর্কশ ঘর্ষণের শব্দ উঠল, যেন ঘানি চলছে। ওটার ওপাশে আরেকটা ছোট সিঁড়িঘর রয়েছে, তারপর সুড়ঙের একটা বাঁক থেকে আহত পশুর আর্তনাদের মতো একটা শব্দ আসছে। ওর চারপাশে আওয়াজ করে চলা পৃথিবীর নাড়ীর স্পন্দন এখন আর দরজার কারণে চাপা পড়েনি। নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার আগেই ওটার শক্তিতে পিছিয়ে যেতে হলো ওকে। সামনের সুড়ঙটা নীল আলোয় আলোকিত, নাড়ীর জোরাল স্পন্দনের সাথে সাথে প্রবল হয়ে উঠছে, তারপর শব্দ কমে এলে ক্ষীণ হচ্ছে।

ফোকর দিয়ে ভেতরে পা রাখল তাইতা। দুই পাশে দেয়ালের কুলঙ্গিতে একটা করে মশাল রাখা। ওগুলো জ্বালল। সেগুলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে প্যাসেজ বরাবর নেমে চলল ও। এক ধরনের বিস্ময় বোধে অভিভূত ও, যার সাথে এর আগে পরিচয় ঘটেনি, এমনকি মিশরের মহান দেবদেবীদের পবিত্র অন্দরমহলেও না। প্যাসেজের শেষ মাথায় বাঁক ঘুরল ও, আরেকটা ছোট সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াল। শাদা বালির মসৃণ মেঝে দেখতে পেল নিচে।

মনে ভীতি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ও, ভূগর্ভস্থ নদীর শুকনো তলদেশের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে আবিষ্কার করল। ওর জানা ছিল অচিরেই অন্ধকার সুড়ঙে আওয়াজ ও আলো প্রবল হয়ে উঠবে। জীবন নদীর জলকে ওর নিজের উপর দিয়ে বয়ে যেতে দিলে কী পরিণতি হবে?

অনন্ত কাল বেঁচে থাকা আশীর্বাদের চেয়ে বরং অভিশাপই হওয়ার কথা। সময়ের প্রথম কাল পেরিয়ে যাওয়ার পর পঙ্গু করে দেওয়া একঘেয়েমী ও স্থবিরতা দেখা দিতে পারে, যা থেকে নিস্তার পাওয়ার সুযোগ মিলবে না। সময়ের প্রবাহে কি নৈতিকতা ও বিবেক ক্ষয়ে যাবে? ইয়োস যাতে জড়িয়ে পড়েছিল সেভাবে কি নীতি ও সৌজন্যতা বিকৃত অশুভ ও দুষ্কর্মে প্রতিস্থাপিত হবে?

ওর স্নায়ু ভেঙে পড়ল। পালাবে বলে ঘুরে দাঁড়াল ও। কিন্তু আর দ্বিধা করল না। তীব্র নীল ভরে ফেলল সুড়ঙটা। চাইলেও এখন আর পালাতে পারবে না ও। সুড়ঙের দিকে মুখ করে দাঁড়াল ও। আগুয়ান বজ্রকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত করে নিল নিজেকে। ভূগর্ভস্থ নদীর মুখ থেকে এক ধরনের ঔজ্জ্বল্য বিস্ফোরিত হলো, যার আপাত কোনও উৎস আছে বলে মনে হলো না। কেবল ওর পায়ের উপর দিয়ে

বয়ে যাওয়ার সময়ই বুঝতে পারল ওটা বায়বীয় বা তরল কিছুই নয়। বাতাসের মতোই হালকা, কিন্তু একই সময়ে ঘন, ভারি। চামড়ার উপর বরফ শীতল অনুভূতি সৃষ্টি করছে, কিন্তু নিচের মাংসকে উষ্ণ করে তুলছে।

এটাই অনন্ত জীবনের আরক!

নিমেষে বানে পরিণত হলো তা, কোমর অবধি উঠে এলো। পানি হলে ওকে পৃথিবীর গভীরে টেনে নিয়ে যেত। কিন্তু এটা কমনীয় আলিঙ্গনে উপরে ঠেলে দিচ্ছে ওকে। বজ্রের ধ্বনি কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে, নীরব স্রোত কাঁধ পর্যন্ত উঠে এলো। নিজেকে ওজনহীন, মুক্ত মনে হলো ওর, যেন উড়ন্ত ফুল। শেষবারের মতো গভীর শ্বাস টানল ও। মাথার উপর দিয়ে ঢেউ বয়ে যাওয়ার সময় চোখ বন্ধ করে ফেলল। বন্ধ চোখের পাতার ভেতর দিয়েও নীল আভা দেখতে পাচ্ছে, বজ্রের ধনি কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে।

শরীরে নিচের অংশে নীলাভার চুঁইয়ে ঢুকে পড়া টের পাচ্ছে, ওর শরীর পরিপূর্ণ করে তুলছে। চোখ খুলল ও, ওগুলোকে ধুয়ে দিল তা। চেপে রাখা দম ছাড়ল ও, আবার শ্বাস টেনে নিল। বুঝতে পারল নীল আরক ওর নাকের ফুটো দিয়ে ফুসফুসে চলে যাচ্ছে। এবার হাঁ করে নীল মুখে টেনে নিল। ফুসফুস থেকে রক্তের ধমনীতে নীল ঢুকে পড়ায় প্রবলভাবে স্পন্দিত হতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড। শরীরের প্রতিটি অংশে বয়ে যেতে লাগল। হাত পায়ের আঙুলের ডগায় সুরসুরি তুলল। ওর ক্লান্তি ভেসে গেল, নিজেকে এতই শক্তিমান বোধ হলো যেমনটা কখনও বোধ করেছে বলে মনে পড়ে না। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছতায় ঝিলিক দিয়ে উঠছে ওর মন।

নীলাভা ওর ক্লান্ত প্রবীন শরীরকে উষ্ণ করে তুলছে, সুস্থ ও নবায়িত করছে। পায়ের ব্যথা চলে গেছে। পোড়া মাংস সেরে উঠছে, হাড় হয়ে উঠছে মজবুত। মেরুদণ্ড ঋজু হয়ে উঠেছে ওর, মাংস পেশি দৃঢ়; অনেক দিন আগে হারিয়ে ফেলা সেই তারুণ্যের বিস্ময় ও আশাবাদে আবার ভরে উঠেছে মন। কিন্তু সরলতা এখন ওর ভাণ্ডারে সঞ্চিত প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতায় শক্তিশালী হয়েছে।

তারপর ক্রমশঃ ঔজ্জ্বল্য ফিকে হতে শুরু করল। বজ্রের ধনি কমে গেল। সুড়ঙ বরাবর ছুটে যাবার আওয়াজ পেল। নীরব নদীর তলদেশে একাকী দাঁড়িয়ে রইল ও। নিজের দিকে তাকাল একবার। পা উঁচু করল। পায়ের থোড়ের মাংস ও পায়ের পাতার পোড়া জায়গাগুলো সেরে গেছে। ত্বক মসৃণ, খুঁতহীন। কঠিন, গর্বিত ঢঙে উঁচু হয়ে উঠেছে পায়ের পেশি। ছুটতে চাইছে ওর পাজোড়া। ঘুরে সিঁড়ি বয়ে গড়ানো পাথরের দরজার উদ্দেশে ছুটল ও। একেকবারে তিন চারটে করে কর্কশ পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল, একবারের জন্যেও পা হড়কে গেল না। চেম্বারের মুখে একপলকের জন্যে থামল ও। ব্র্যাকেট থেকে এক ঝটকায় মশাল তুলে নিয়ে শক্তির মন্ত্র পড়তে ঘুরে দাঁড়াল। ঘরঘর করে বন্ধ হয়ে গেল পাথরের দরজা। এবার অন্য তিনটা প্রতীকের পাশে আরেকটা প্রতীক খোদাই হয়ে থাকতে দেখল ও। আহত বাজপাখীর প্রতীক, ওর আত্মার প্রতীক। সরে এলো ও, খাড়া সিঁড়ি বেয়ে

উঠতে শুরু করল আবার। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় পেছনে ফন্টের চিরন্তন বজ্রধনি শুনতে পাচ্ছে; বুকের ভেতর দপদপ করছে পৃথিবীর হৃৎস্পন্দন।

বিশ্রামের জন্যে থামার কোনও প্রয়োজন বোধ করছে না ও। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও হালকা, পাথরের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওর নগ্ন পা। উপরে উঠতে লাগল ও, সেই সাথে ফন্টের শব্দ মিলিয়ে যেতে লাগল, অবশেষে আর কোনও শব্দ কানে এলো না ওর। নামার চেয়ে ওঠা অনেক বেশি কম কষ্টকর মনে হচ্ছে। প্রত্যাশার আগেই সামনে ফুটন্ত ডেগচির আভা দেখতে পেল। আরও একবার ফুটন্ত লাভার হ্রদের দিকে তাকাল ও। পাথুরে চাতালের ফোকরের দূরত্বটুকু চোখের আন্দাজে বোঝার জন্যে ক্ষণিকের জন্যে থামল। এক সময়ের অমন ভয়ঙ্কর ও ভীতিকর জিনিসটাকে এখন কেমন যেন তুচ্ছ মনে হচ্ছে। ছয় কদম পিছিয়ে গেল ও, তারপর দ্রুত ছুটল সামনে। জ্বলন্ত মশালটা উঁচু করে ধরে মুখ থেকে লাফ দিল। ফোকারের উপর দিয়ে উড়ে চলল। ফাটলের ঠিক তিন কদম দূরে নিখুঁতভাবে নেমে এলো। এমনকি ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকটা দমকা হাওয়া ওকে আক্রমণ করলেও ভারসাম্য বজায় রইল, এতটুকু নড়ল না ও।

সংকীর্ণ পাথুরে ক্যাটওঅক ধরে ছুটতে শুরু করল ও। আগে যেখানে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য হয়েছিল এখন সেখানেই হালকা পায়ে দৌড়াচ্ছে। বাতাস আঁকড়ে ধরতে চাইছে ওকে, ওর টিউনিকের হেমে বাড়ি মারছে, কিন্তু গতি কমল না ওর। ক্যাটওয়ের শেষে সুড়ঙের পাথুরে ছাদের কাছে পৌঁছে মাথা নিচু করে এগিয়ে গেল ও, বাঁক ও মোড়গুলো পেরিয়ে যাচ্ছে, সুড়ঙের বাঁকে পৌঁছার আগে আর থামল না ও। মূল শাখায় পা রাখল।

এমনকি এখানেও সময় ক্ষেপণের দরকার মনে করল না ও। গভীর শ্বাস নিচ্ছে ও, তবে স্থিতিশীল, সিডার গাছের গুঁড়ির মতোই শক্তিশালী ওর পা। তারপরেও মশালটা দেয়ালের স্বাভাবিক ফোকরে ঠেসে দিল ও, তারপর টিউনিক উঁচু করে একটা পাথুরে ধাপে পড়ল। টিউনিক কোমর পর্যন্ত তুলে পাজোড়া পরখ করল। মসৃণ ত্বকে হাত বোলাল: নিচের পেশি পরিপূর্ণ, স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। স্পর্শ করল ও; কঠিন ও জোরাল ঠেকল। এবার হাত খেয়াল করে দেখল ও। পিঠের চামড়া ঠিক তারুণের হাতের মতো। বয়সের গাঢ় বলীরেখা বিদায় নিয়েছে। বাহুজোড়া ঠিক পায়ের মতোই, কঠিন, সুঠাম। দুই হাত মুখের কাছে তুলে আনল ও। হাতের আঙুল দিয়ে পরখ করল। দাড়ি আগের চেয়ে ঘন লাগল, গলা ও চোখের নিচের ত্বক বলীরেখাহীন। চুলে হাত চালাল ও। ঘন, আবার কাঁচা হয়ে গেছে।

খুশিতে কীভাবে এই বদল ঘটে গেছে ভেবে জোরে হেসে উঠল ও। ওকে দেওয়া আয়নাটা সাথে আনা উচিত ছিল, ভাবল ও। অন্তত এক শো বছর ন্যায়সঙ্গত গর্বের সন্তোষ বোধ করেনি ও।

'আবার তরুণ হয়ে গেছি!' চিৎকার করে বলে উঠল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মশালটা হাতে তুলে নিল আবার।

আরও দূরে যাবার আগেই একটা সিপে এসে পৌঁছাল ও যেখানে ফাটল থেকে মিষ্টি পানি চুঁইয়ে বের হয়ে এসে টানেলের দেয়াল বেয়ে নেমে একটা স্বাভাবিক পাথুরে বেসিনে জমা হচ্ছে। দৌড়ানোর সময়ও ফেনের চিন্তা চলছিল ওর মনে। ওকে শেষ বার দেখার পর অনেক মাস কেটে গেছে। শেষবার দেখার পর মেয়েটার চেহারা কতটা বদলে গেছে ভাবল ও। এর আগে ওর সাথে সংক্ষিপ্ত যোগাযোগের সময় মেয়েটার মাঝে এক সাগর পরিবর্তন লক্ষ করেছে ও।

অবশ্যই বদলে গেছে ও, তবে আমার মতো অতটা নয়। এরপর দেখা হলে আমরা একে অন্যকে চমকে দেব। এখন তরুণী হয়ে উঠেছে ও। আমাকে কোন চোখে দেখবে? ওদের সাক্ষাতের কথা ভেবে কেমন যেন ঘোর লেগে যাচ্ছে।

সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সব বোধ হারিয়ে ফেলেছে ও। এখন দিন না রাত জানা নেই, কিন্তু এগিয়ে চলল। অবশেষে এমন একটা জায়গায় হাজির হলো যেখান থেকে আরেকটা খাড়া সিঁড়ি নেমে গেছে। নিচে নেমে সামনে যাবার পথে একটা ভারি চামড়ার পর্দা আটকানো দেখতে পেল, সেটায় বিভিন্ন প্রতীক ও হরফের নকশা। চট করে মশালটা নিচু করে ওটার আরও সামনে চলে এলো। চামড়ার ফাঁক দিয়ে আলোর নরম একটা রেখা দেখা যাচ্ছে। মনোযোগ দিয়ে শুনল ও। ফন্টে নামার আগে যেমন ছিল তারচেয়ে ঢের বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে এখন ওর শ্রবণ শক্তি। কিছুই শুনতে পেল না। সাবধানে পর্দার ফোকরটা আরেকটু ফাঁক করে উঁকি দিল। ছোট অথচ চমৎকার আসবাবে সাজানো একটা কামরার দিকে তাকিয়ে আছে ও। জনমানুষের চিহ্ন আছে কিনা চট করে দেখে নিল, কিন্তু কোনও আভা পেল না। পর্দা তুলে ভেতরে পা রাখল ও।

এটা ইয়োসের খাস কামরা। দেয়াল ও ছাদ আইভরি টালিতে ঢাকা, প্রত্যেকটায় চমৎকার সব নকশা আঁকা, মনিমুক্তার রঙে রঙ করা। ফলাফল রীতিমতো মহোনীয়, উজ্জ্বল। ব্রোঞ্জের চেইনে চারটা তেলের কুপি ঝোলানো রয়েছে। ওগুলোর বিচ্ছুরিত আলো কোমল। দূর প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে রেশমী কাপড়ে ঢাকা একটা কাউচ ঠেস দেওয়া, ওটার উপর কুশন; নিচু একটা সেগুন কাঠের টেবিল রয়েছে মেঝের মাঝখানে। ওটার উপর রাখা ফল, মধু, পিঠা ও অন্যান্য মিষ্টির গামলা। সাথে একটা ছোট স্ফটিকের মদের জগ। সোনালি ডলফিনের মতো লাগছে। টেবিলের আরেক পাশে প্যাপিরাসের স্ক্রল ও আকাশমণ্ডলীর মহাজাগতিক মডেল রাখা, অনন্য সোনায় বানানো সূর্য, চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের যাত্রাপথ তুলে ধরেছে। মেঝে কয়েক পাল্লা রেশমী কাপড়ে ঢাকা।

সোজা স্ফটিক টেবিলের কাছে এসে বাটি থেকে এক গোছা আঙুর তুলে নিল ও। ডাইনীর আবাস থেকে যাবার পর আর কিছুই খায়নি ও। অথচ এখন কমবয়সী

তরুণের মতো ক্ষুধার্ত হয়ে আছে। গামলার অর্ধেকটা ফল শেষ করে কাউচের পাশে দ্বিতীয় দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এটাও আরেকটা পরিচ্ছন্ন নকশার পর্দায় আড়াল করা। যেটা দিয়ে কামরায় ঢুকেছিল সেটারই অনুলিপি। ওটার পাশে কান পাতল ও, কিছুই শুনতে পেল না। পর্দার আড়াল ভেদ করে এবার অপেক্ষাকৃত ছোট একটা কামরায় পা রাখল ও। এখানে দূরের দেয়ালের কাছে একটা টুল রাখা, দেয়ালের গায়ে একটা পিপহোল। ওটার কাছে গিয়ে ফোকর দিয়ে উঁকি দিল।

দেখতে পেল অলিগার্কদের সুপ্রিম কাউন্সিল চেম্বারের দিকে তাকিয়ে আছে। এটা একটা স্পাই হোল, পাহাড় থেকে এখানে কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব ও নির্দেশনার জন্যে এলে এটা দিয়ে গোয়েন্দাগিরি করত সে। এই চেম্বারেই আকের, এক-তাঙ ও কায়থরের সাথে দেখা করেছিল তাইতা। এখন ওটা পরিত্যক্ত, আধোঅন্ধকার। পেছনের উঁচু জানালা রাতের আকাশের একটা চৌকো ক্ষেত্র তৈরি করেছে। সেন্ত্ররাস নক্ষত্রপুঞ্জের একটা অংশ ধারণ করেছে ওটা। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। প্রাসাদ নীরব। ইয়োসের খাস কামরায় ফিরে বাকি ফলগুলো খেয়ে নিল। তারপর কাউচে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, ঘুমে থাকার সময়ে নিজেকে বাঁচাতে চারপাশে আড়ালের একটা পর্দা তৈরি করে নিল, তারপর চোখ বন্ধ করতেই ঢলে পড়ল ঘুমে।

সুপ্রিম কাউন্সিল চেম্বার থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরের আওয়াজে জেগে উঠল ও। মাঝখানের দেয়ালে তা চাপা পড়ে যাওয়ার কথা থাকলেও ওর শ্রবণ শক্তি অনেক বেড়ে যাওয়ায় লর্ড আকেরের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শনাক্ত করতে পারল।

চট করে কাউচ ছেড়ে ইয়োসের স্পাই হোলের দিকে এগিয়ে গেল ও। ওটার ফুটো দিয়ে তাকাল। আটজন যোদ্ধা পূর্ণ রণ-পোশাক পরে মঞ্চের সামনে গভীর শ্রদ্ধা ও সমীহের ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। দুই অলিগার্ক ওদের মুখোমুখি। সামনে হাঁটু গেড়ে বসা লোকগুলোকে বকাঝকা করছে লর্ড আকের।

'কি বলছ, পালিয়ে গেছে! ওদের পাকড়াও করার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমি, আমার কাছে নিয়ে আসতে বলেছি। আর এখন কিনা বলছ ওরা তোমাদের ফাঁকি দিয়েছে। তোমরা মিশরিয় হওয়া সত্ত্বেও।'

'ময়দানে আমাদের দুই হাজার লোক রয়েছে। বেশি সময় মুক্ত থাকবে না ওরা।' কথা বলছিল ক্যাপ্টেন ওনকা। আকেরের ক্রোধের মুখে হাঁটু গেড়ে বসে কুকড়ে গেছে সে।

'দুই হাজার!' জিজ্ঞেস করল আকের। 'আমাদের বাহিনীর বাকি সাবাই কোথায়? গোটা সেনাদলকে এই বিদ্রোহ ঠেকাতে কাজে নামাতে বলেছিলাম আমি। আমি সেনাদলের নেতৃত্ব নিচ্ছি। বেঈমান তিনাত আনকুর আর ওর সাথের

ষড়যন্ত্রীদের খুঁজে বের করব। সবকটাকে, শুনতে পাচ্ছ! বিশেষ করে কর্নেল মেরেন ক্যাম্বিসেস আর সাথে করে জাররিতে আনা অচেনা লোকজনকে। আমি নিজে ওদের উপর অত্যাচার আর হত্যার ব্যাপারটা তদারকি করব। এমন নজীর তৈরি করব যে কেউ কোনওদিন ভুলবে না!' অফিসারদের দিকে তাকাল সে। কিন্তু তার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস করল না কেউ।

'পালের গোদাগুলোর ব্যবস্থা করার পর জাররিতে পা রাখা প্রত্যেকটা লোকের উপর প্রতিশোধ নেব।' ধমকে উঠল আকের। 'ওরা বেঈমান। এই কাউন্সিলের হুকুমে ওদের সব সম্পত্তি দেবী আর রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হলো। পুরুষদের খনিতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে–আমাদের দাসের অভাব চলছে। বয়স্কা মহিলা ও বার বছরের বেশি বয়সী শিশুদের দাসদের খোঁয়াড়ে পাঠাতে হবে। অল্পবয়সী বাচ্চাদের কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই গর্দান ফেলে দিতে হবে। কামনাযোগ্য যেকোনও মেয়েকে প্রজনন কর্মসূচির জন্যে খামারে পাঠাতে হবে। সেনাদলের বাকি সবাইকে এক করতে কতক্ষণ লাগবে, কর্নেল ওনকা!'

তাইতা বুঝতে পারল ওনকাকে সম্ভবত সেনাদলের নেতৃত্বের অবস্থানে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে, যেটা আগে তিনাতের ছিল।

'আজ দুপুরের আগেই রওয়ানা দিতে তৈরি হয়ে যাব আমরা, মহান লর্ড,' জবাব দিল ওনকা।

যন্ত্রণার সাথে শুনে গেল তাইতা। ওর পাহাড় সফরের সময় জাররির সবকিছু বদলে গেছে। এখন ফেন ও মেরেনেকে নিয়েই ওর বেশি ভাবনা। হয়তো এরই মধ্যে ওনকার হাতে পড়ে গেছে ওরা। ফেনের সাথে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে হবে, তবে আকেরের পরিকল্পনার সিংহভাগ আড়িপেতে শুনে নেওয়াটাও ওর পক্ষে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

পিপহোলের কাছেই রইল ও, ওদিকে হুকুম দিয়ে চলল আকের। অভিজ্ঞ সেনাপতি সে, মনে হচ্ছে তার কলাকৌশল কাজে লাগবে। অবশ্য, মোকাবিলা করার মতো নিজস্ব পরিকল্পনা খাড়া করতে পারবে তাইতা। অবশেষে কর্নেলদের বাতিল করে দিল আকের, দুই অলিগার্ক একা হয়ে গেল। সক্রোধে টুলে বসল আকের।

'বেকুব আর কাপুরুষরা ঘিরে রেখেছে আমাদের,' অভিযোগ করল সে। 'আমাদের চোখের সামনে কেমন করে এমন একটা বিদ্রোহ ঘটতে পারল?'

'আমি যেন গালালার ম্যাগাস তাইতার গন্ধ পাচ্ছি,' জবাব দিল এক-তাঙ। 'আমার মনে সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে সে-ই এই বিক্ষোভে উস্কানি দিয়েছে। সোজা মিশর থেকে এসেছে সে আর তাকে জাররিতে স্বাগত জানানোর পর মাত্র দুশো বছরের মধ্যেই আবার বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে আমাদের দেশে।'

'দুইশো বার বছর,' শুধ'র দিল আকের।

'দুশো বার বছর,' সায় দিল এক-তাঙ, কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তির সুর। 'কিন্তু এইসব পণ্ডিতিতে কোনও ফায়দা হবে না। বিদ্রোহে উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে কী করা যেতে পারে?'

'আপনি জানেন তাইতা দেবীর বিশেষ অতিথি, তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে পাহাড়ে গেছেন। ইয়োস যাদের ডেকে পাঠান তারা আর ফিরে আসে না। আমাদের ওর কথা ভাবার কোনও প্রয়োজন নেই। ওকে আর কোনওদিনই দেখতে পাবেন না। যাদের সে জাররিতে নিয়ে এসেছিল অচিরেই তাদের পাকাড়াও করা হবে–' থেমে গেল আকের, রাগী চেহারা পরিষ্কার হয়ে গেল। 'তার রক্ষিতা, যাকে সে ফেন নামে ডাকে, আমার বিশেষ সমাদর পাবে।' ওর আভায় লালসার বিচ্ছুরণ দেখতে পেল তাইতা।

'মেয়েটা কি যথেষ্ট বড় হয়েছে?' জানতে চাইল এক-তাঙ।

'আমার জন্যে ওরা সব সময়ই যথেষ্ট বড়,' বলে একটা ইঙ্গিত করল আকের।

'আমাদের যার যার আলাদা রুচি আছে,' সায় দিল এক-তাঙ। 'এটা ঠিক, আমরা সবাই একই জিনিসে মজা পাই না।' উঠে দাঁড়াল দুই অলিগার্ক, তারপর হাতে হাত রেখে বের হয়ে গেল। ডাইনীর খাস কামরায় চলে এলো তাইতা, তারপর দরজা আটকে ফেনের জন্যে প্রথমবারের মতো মন্ত্র উচ্চারণ করল। বলতে গেলে সাথে সাথে মনের চোখে তার নিদর্শন চলে এলো। চাপা মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। 'আমি এসে গেছি।'

'আগেও তোমাকে ডেকেছিলাম। তুমি কি বিপদে আছো?'

'আমরা সবাইই বিপদে আছি,' জবাব দিল সে। 'কিন্তু আপাতত নিরাপদ। দেশে এখন দারুণ ঝামেলা চলছে। তুমি কোথায়, তাইতা?'

'পাহাড় থেকে পালিয়ে এসেছি, এখন সুপ্রিম কাউন্সিল চেম্বারের কাছে গা ঢাকা দিয়ে আছি।'

এমনকি ইথারেও তার বিস্ময় স্পষ্ট বোঝা গেল। 'ওহ, তাইতা, তুমি কোনওদিনই আমাকে অবাক করতে আর আনন্দ দিতে ব্যর্থ হও না।'

'আমাদের দেখা হলে কথা দিচ্ছি তোমার জন্যে আরও অনেক মজার ব্যবস্থা করব,' কথা দিল ও। 'তুমি আর মেরেন কি আমার কাছে আসতে পারবে, নাকি আমাকেই তোমাদের খোঁজ করতে হবে?'

'আমরাও লুকিয়ে আছি, তবে তোমার কাছ থেকে মাত্র পাঁচ কি ছয় লীগ দূরে,' জবাব দিল ফেন। 'বলো তোমার সাথে কোথায় দেখা করতে হবে।'

'দুর্গের উত্তরে পাহাড়ের পাদদেশ কুঁদে বানানো একটা সংকীর্ণ উপত্যকা আছে। পাহাড়ী পথ থেকে বেশি দূরে না। প্রাসাদের আনুমানিক তিন লীগ দূরে হবে। ঢোকার মুখটা পাহাড়ের ঢালের বাবলা গাছের একটা আকর্ষণীয় বাগান দিয়ে চিহ্ন দেওয়া। দূর থেকে দেখে ঘোড়ার মাথার মতো লাগে। এটাই সেই জায়গা,' বলল তাইতা, তারপর ইথারে বনের একটা ছবি পাঠিয়ে দিল।

'পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি,' জবাব দিল ফেন। 'সিদুদু চিনতে পারবে। না চিনলে আবার তোমাকে ডাকব। চট করে উপত্যকায় চলে যাও, তাইতা। এই জঘন্য জায়গা আর জাররিয়দের ক্রোধ থেকে পালানোর মতো বেশি সময় হাতে নেই।'

দ্রুত খাসকামরায় অস্ত্র বা ছদ্মবেশের কোনও উপকরণ পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ করল তাইতা। কিন্তু কিছুই পেল না। এখনও খালি পায়ে রয়েছে ও, পরনে মামুলি একটা টিউনিক, ধুলি-ময়লায় নোংরা, জ্বলন্ত লাভায় জায়গায় জায়গায় পুড়ে গেছে। চট করে বাইরের দরজার কাছে এসে খালি দরবার হলে বের হয়ে এলো। তিনাত প্রথমবার যে পথে দুর্গে নিয়ে এসেছিল সেটা ধরে আবার বাইরে যাবার পথের পরিষ্কার স্মৃতি মনে আছে। করিডরে পা রেখে দেখল খাখা করছে ওটা। অলিগার্করা যাবার পর নিশ্চয়ই প্রহরীদের বিদায় করে দিয়েছে। দালানের পেছন দিকে চলল ও, পেছনের উঠোনের লম্বা ডাবল ডোরের কাছে পৌঁছে গেছে, এমন সময় ভরাট একটা কণ্ঠস্বর থামাল ওকে।

'এই যে তুমি! দাঁড়াও, পরিচয় দাও।'

তাড়াহুড়োয় চারপাশে আড়ালের জাদু তৈরি করতে ভুলে গিয়েছিল তাইতা। মুখে বন্ধুসুলভ হাসি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'এই বিশাল জায়গায় বোকা বনে গেছি, দয়া করে বাইরে যাবার পথটা বাৎলে দিলে খুশি হবো।'

ওকে পথ দেখানো লোকটা ছিল দুর্গের পাহারাদারদের একজন, মাঝবয়সী পুরো ইউনিফর্ম পরা মারকুটে ধরনের সার্জেন্ট। তলোয়ার বের করে মারমুখী ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে তাইতার দিকে এগিয়ে এলো সে।

'কে তুমি?' আবার চিৎকার করে জানতে চাইল। 'চেহারা দেখে তো নোংরা চোর-বদমাশ বলে মনে হচ্ছে।'

'শান্ত হও, বন্ধু,' হাসি মুখেই বলল তাইতা, শান্ত করার ভঙ্গিতে দুই হাত সামনে মেলে ধরল। 'কর্নেল ওনকার জন্যে জরুরি বার্তা নিয়ে এসেছি।'

'কর্নেল আগেই চলে গেছেন,' বাম হাত বাড়িয়ে দিল সার্জেন্ট। 'বার্তাটা আমাকে দাও, যদি মিথ্যা না বলে থাকো, আর সত্যিই তেমন কিছু যদি তোমার কাছে থাকে। ওটা যেন তিনি পান, দেখব আমি।'

পাউচ হাতড়ানোর ভান করল তাইতা, কিন্তু লোকটা কাছে আসতেই ওর কব্জি আঁকড়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে বেসামাল করে দিল তাকে। সহজাত প্রবৃত্তির বশে সার্জেন্টও পাল্টা টান লাগাল। কিন্তু তাতে বাধা না দিয়ে উল্টে সামনে এগিয়ে গেল তাইতা, লোকটার বুকের উপর দুই হাতের কনুইসহ পড়ে যাবার কাজে লাগাল গতিটাকে। বিস্ময়সূচক আওয়াজ করে ভারসাম্য হারাল লোকটা, হেলে পড়ল পেছনে। চিতার ক্ষিপ্রতায় তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তাইতা, ডান হাত মুঠি পাকিয়ে চিবুকের নিচে জোরসে আঘাত হানল। সশব্দে ভেঙে গেল সার্জেন্টের কশেরুকা, নিমেষে মৃত্যু ঘটল তার।

তারপাশে হাঁটু গেড়ে বসে হেলমেট খুলে নিতে শুরু করল তাইতা, ওর পোশাকটাকেই ছদ্মবেশ হিসাবে কাজে লাগানোর ইচ্ছে, কিন্তু মাথা থেকে হেলমেটটা খোলার আগেই আরেকটা চিৎকার শোনা গেল। তলোয়ার বাগিয়ে আরও দুজন প্রহরী তেড়ে এলো ওর দিকে। হামলাকারীদের মোকাবিলা করতে লাশের হাত থেকে তলোয়ারটা ছিনিয়ে নিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল তাইতা।

ডান হাতে তলোয়ারটা নাচাল। ভারি পদাতিক বাহিনীর মডেল ওটা, কিন্তু পরিচিত ঠেকছে; হাতের মুঠিতে স্বস্তিকর লাগছে। অনেক বছর আগে ফারাও'র রেজিমেন্টের অস্ত্রশস্ত্রের ম্যানুয়াল লিখেছিল ও, তলোয়ার চালনা ছিল ওর অন্যতম আবেগের বিষয়। তারপর বয়স ওর ডান হাতের শক্তি কেড়ে নিয়েছিল, কিন্তু এখন তা আবার ফিরে এসেছে, ঠিক ওর পায়ের ক্ষিপ্রতা ও দ্রুততার মতো। প্রথম আক্রমণকারীর ধাক্কাটা সামলে দুনম্বরের আক্রমণ বাউলি কেটে এড়িয়ে গেল ও। মাথা নিচু রেখেই লোকটার গোড়ালির পেছনে কোপ বসাল। নিপূণভাবে অ্যাকিলিসের বাঁধন কেটে দিল। পরক্ষণেই সোজা হয়ে হানাদাররা সামলে ওঠার আগেই বিস্ময়করভাবে ওদের মাঝখানে পাক খেতে শুরু করল। ওকে অনুসরণ করতে ঘুরে দাঁড়াল অক্ষত লোকটা, কিন্তু তাতে উল্টে নিজের পাঁজর উন্মুক্ত করে দিল। সুযোগটা লুফে নিয়ে ওর বগলতলায় ঢুকিয়ে দিল তলোয়ারের ডগা, পাঁজরের ফাঁকে পিছলে ঢুকে গেল ওটা। কব্জি ঘুরিয়ে ক্ষতস্থানের ভেতরেই পাক খাওয়াল ওটাকে, ফাঁকটাকে বড় করে তুলল। মাংসের টান থেকে মুক্ত করে নিয়ে এলো ওটাকে। কাশির সাথে রক্ত উগড়ে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ওর শত্রু। পাঁই করে ঘুরে পঙ্গু করে দেওয়া শত্রুর মোকাবিলা করবে বলে সরে গেল তাইতা।

আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে গেছে লোকটা, পিছু হটার প্রয়াস পেল সে, কিন্তু অচল পাটা সাড়াহীন থপথপ করে শব্দ করছে. পড়ে যাবার দশা হলো তার। ওর মুখে আঘাত করার ভান করল তাইতা, লোকটা চোখ বাঁচাতে ঢাল উঁচু করতেই ওর পেটে তলোয়ার চালিয়ে দিল, পরক্ষণেই ওটা বের করে এক লাফে পিছিয়ে এলো। অস্ত্র ফেলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটা। ফের সামনে বাড়ল তাইতা, লোকটার ঘাড়ের পেছনে ঠিক হেলমেটের নিচে তলোয়ার বসিয়ে দিল। উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ল সেনাটি, অনড় হয়ে রইল।

লাশ দুটোর উপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল তাইতা, তারপর প্রথম যাকে মেরেছে তার কাছে এলো। অন্যদের মতো এর ইউনিফর্মে রক্তের দাগ লাগেনি। ঝটপট তার পায়ের স্যান্ডেল খুলে নিজের নগ্নপায়ে ফিতে দিয়ে বেঁধে নিল। কোনওমতে লেগে গেল। তলোয়ারের বেল্ট ও খাপ কোমরে জড়িয়ে নিয়ে। তারপর হেলমেট ও জোব্বা তুলে নিয়ে পেছন দরজার দিকে দৌড়াতে দৌড়াতেই গায়ে চাপাল ওগুলো। ওর ছেঁড়া, ময়লা টিউনিক ঢাকতে রক্ত লাল জোব্বাটা ঠিক করে নিল। দরজার দিকে এগোনোর সময় ওখানকার প্রহরীদের মন অবশ করে দিতে

ভাব পাঠাল ও। ওদের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় তেমন একটা আগ্রহ দেখাল না ওরা, মার্বলের সিঁড়ি বেয়ে প্রাঙ্গণে চলে এলো ও।

ওনকার রেজিমেন্টের লোকজন ও ঘোড়ায় গিজগিজ করছে প্যারেডগ্রাউন্ড, অভিযানে বেরিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছে ওরা। খোদ ওনকাকে দেখতে পেল তাইতা, চিৎকার করে নানা হুকুম ঝাড়ছে দলের ক্যাপ্টেনদের। ভিড়ে মিশে গিয়ে আস্তাবলের দিকে যাবার সময় ওনকার অনেকটা কাছে চলে এলো ও। ওনকা ওর দিকে তাকালেও চেনার কোনও অভিব্যক্তি দেখা গেল না তার মাঝে।

কারও চোখে ধরা না পড়ে আস্তাবল আঙিনায় পৌঁছে গেল তাইতা। এখানে রীতিমতো দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড শুরু হয়েছে। ফেরিয়াররা ঘোড়ার পায়ে নতুন নাল পরাচ্ছে। অস্ত্রনির্মাতারা গ্রিন্ডস্টোনে বর্শার ফলা ও তলোয়ার ধার করতে ব্যস্ত আর অফিসারদের ঘোড়া সাজাচ্ছে সহিসরা। সারি থেকে একটা ঘোড়া চুরি করার কথা ভাবল তাইতা, কিন্তু বুঝতে পারল তেমন কোনও মতলব হাসিল হওয়ার তেমন কোনওই সম্ভাবনা নেই। তাই প্রাসাদ চৌহদ্দীর পেছনের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল ও।

দুর্গন্ধ দালানকোঠার আড়ালে ল্যাট্রিনের কাছে নিয়ে এলো ওকে। ল্যাট্রিনের খোঁজ পাওয়ার পর কেউ ওকে দেখেনি নিশ্চিত হতে আশপাশে নজর চালাল। মাথার উপরের দেয়ালে পাহারা দিচ্ছে এক প্রহরী। বিকল্পের অপেক্ষা করতে লাগল ও। সেটা মিলবেই, কোনও সন্দেহ নেই ওর মনে। অচিরেই দুর্গের দিক থেকে ক্রুদ্ধ চিৎকার ভেসে এলো। হুইসল বেজে উঠল, ঢাকের শব্দ সৈন্য তলব করল। প্যাসেজে ফেলে আসা লাশ তিনটা আবিষ্কৃত হয়েছে। সেনাছাউনীর পুরো মনোযোগই এখন দুর্গের দিকে। প্যারাপেটের যেখানে প্যাহরা দিচ্ছিল সেখান থেকে দূরের প্রান্তের দিকে ধেয়ে গেল শান্ত্রী। ওখান থেকে প্যারেডগ্রাউন্ডের উপর দিয়ে এমনি হাঁকডাকের কারণ বোঝার প্রয়াস পেল। ওর দিকে পেছন ফিরে আছে।

ল্যাট্রিনের চ্যাপ্টা ছাদে উঠে এলো তাইতা। এখান থেকে দেয়ালের চূড়া একদম হাতের নাগালে। এক দৌড়ে প্যারপেটের কিনারার উদ্দেশ্যে লাফ দিল ও। তারপর দুহাতে নিজেকে তুলে এনে একটা পা উপরে তুলে দিল। দেয়ালের চূড়ার উপর গড়ান দিয়ে অন্য পাশ দিয়ে ঝুপ করে নেমে পড়ল। দীর্ঘ পতন, কিন্তু পা তৈরি রেখে পতনের ধাক্কা সামাল দিল। চট করে এপাশ ওপাশ তাকাল। শান্ত্রী এখনও অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। বনের ধারটা এখন অনেক কাছে, খোলা প্রান্তরের উপর দিয়ে গাছপালার দিকে দৌড় লাগাল ও। এখানে এসে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে স্থির করে নিল নিজেকে। তারপর হুট করে যাতে কারও চোখে ধরা না পড়ে, তাই ফোকর, লম্বা লম্বা ঘাস ও গুল্মের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে খাড়া পাদদেশ বেয়ে উঠতে শুরু করল। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পর কিনারার উপর দিয়ে সাবধানে নজর চালাল। মেঘ-বাগিচার দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটা রয়েছে ঠিক ওর নিচেই।

জনহীন। দৌড়ে ওটা পার হলো। একটা গুল্মের ঝোঁপে গা ঢাকা দিল। এখান থেকে পরের ফাঁকা জায়গায় ঘোড়ার মাথার আকৃতির গাছপালা দেখা যাচ্ছে। দৌড়ে খাড়া ঢাল বেয়ে উপত্যকায় নেমে এলো ও। পায়ের নিচে গড়ান খাচ্ছে আলগা পাথর। ভারসাম্য না হারিয়ে নিচে পৌঁছাল ও। পাহাড়ের পায়ের কাছ দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা খোলা জায়গায় হাজির হলো। উপত্যকার দুধার খাড়া, কিছুটা পথ সামনে এগিয়ে তারপর ঘুরে ঢোকার পথের দিকে নজর রাখার মতো একটা জায়গায় এলো, অপেক্ষা করতে লাগল।

সর্বোচ্চ বিন্দুতে উঠে এলো সূর্যটা, তারপর হেলে পড়তে শুরু করল দিগন্তে। উপত্যকার উল্টোদিকের পথে ধুলো দেখতে পেল ও। মনে হচ্ছে যেন এক বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী পুব দিকে ধেয়ে আসছে। এক ঘণ্টার মতো কেটে গেল। তারপর আগুয়ান ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এলো। সতর্ক হয়ে উঠে বসল ও। ওর ঠিক নিচে ছোট একদল ঘোড়াসওয়ার এসে থামল। সবার সামনে সিদুদু, একটা চেস্টনাট পনিতে চেপেছে। হাত তুলে তাইতার আত্মগোপনের জায়গাটা দেখাল সে। গোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে তাকে পেছনে ফেলে সামনে চলে এলো মেরেন। দুলকি চালে ওর পেছন পেছন এগোলে বাকি দলটা। মেরেনের সাথে সুন্দরী এক তরুণী, একটা ধূসর কোল্টের পিঠে সওয়ার হয়েছে সে। ওর লম্বা পা নগ্ন, কাঁধের উপর হাওয়ায় দোল খাচ্ছে সোনালি চুল। ছিপছিপে গড়ন, কাঁধজোড়া গর্বিত ভঙ্গিতে বসানো। এমনকি দূর থেকেও তাইতা ওর ব্লিচ করা লিনেনের নিচে সুগঠিত বুকের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে। হাওয়ার দমকে সোনালি চুল সরে গিয়ে চেহারা উন্মুক্ত করে দিল। লম্বা দম টানল তাইতা। ফেন, কিন্তু যাকে ও ভালোবাসত, চিনত তার চেয়ে ভিন্ন। এটা আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় তরুণী, সৌন্দর্যের প্রথম কুঁড়িতে রয়েছে।

ধূসর কোল্ট হাঁকাচ্ছে ফেন, পেছনে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে আসছে উইন্ডস্মোককে। ওর ডান পাশে রয়েছে হিলতো। খুব কাছ থেকে ওদের অনুসরণ করছে নাকোন্তো ও ইম্বালি–ও দূরে থাকার মাসগুলোতে অনেক কায়দা কানুন শিখে নিয়েছে ওরা। যেখানে বসে ছিল সেই চাতাল ছেড়ে বেরিয়ে এসে ক্লিফ বেয়ে নামতে শুরু করল তাইতো। এক লাফে শেষ ফাঁকা জায়গাটা থেকে নেমে এলো ও। লাল জোব্বাটা ডানার মতো খুলে গেল চারপাশে। কিন্তু চামড়ার হেলমেটের ভাইজর আড়াল করে রেখেছে ওর চেহারার উপরের অংশ। ঠিক মেরেনের পথের উপরই নেমে এসেছে ও।

জাররিয় ইউনিফর্ম দেখে প্রশিক্ষিত যোদ্ধার রিফ্লেক্সে ভয়াল চিৎকার ছেড়ে ওর দিকে তেড়ে এলো মেরেন। তলোয়ার বের করে হাওয়ায় দোলাচ্ছে। কোনওমতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের অস্ত্র বের করার মতো সামান্য সময়টুকুই পেল তাইতা। স্যাডল থেকে সামনে ঝুঁকে ওর মাথা বরাবর তলোয়ার চালাল মেরেন। তলোয়ারের ফলায় আঘাত ঠেকিয়ে এক পাশে সরে গেল তাইতা। লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে প্রায়

মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে নিল মেরেন। ফের তেড়ে এলো ওর দিকে। মাথা থেকে হেলমেট ছিঁড়ে একপাশে ছুঁড়ে ফেলল তাইতা। 'মেরেন! আমি তাইতা,' চিৎকার করে বলল ও।

'মিথ্যা কথা! ম্যাগাসের সাথে তোমার কোনও মিলই নেই!' গতি থামাল না মেরেন। স্যাডল থেকে সামনে ঝুঁকে তলোয়ারের ফলা নিশানা করল। তাইতার বুক বরাবর স্থির হয়ে আছে ওটা। শেষ মুহূর্তে বাউলি কেটে সরে গলে তাইতা, ওকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মেরেনের তলোয়ারের ফলা ওর কাঁধে আঁচড় বাসিয়ে গেল।

ফেন সামনের দিকে ধেয়ে যাবার সময় ওর উদ্দেশে চিৎকার করল তাইতা, 'ফেন! আমি তাইতা।'

'না, না! তুমি তাইতা নও! ওর কী করেছ?' পাল্টা আর্তনাদ করল ফেন। ওদিকে নিজের ঘোড়া ঠিক করে নিচ্ছে মেরেন। আবার হামলা শানাতে মাথা ঘুরিয়ে নিচ্ছে ওটার। কাঁধের উপর বর্শা ফেলে রেখেছে নাকোন্তো, মেরেনের উপর দিয়ে ছোঁড়ার সুযোগপাওয়া মাত্রই ছুঁড়ে দিতে তৈরি। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল ইম্বালি, সামনে তেড়ে আসার সময় সবেগে হাঁকাতে লাগল যুদ্ধ কুড়োলটা। তলোয়ার বের করে তেড়ে এলো হিলতো। যার যার তূনে তীর সাজাচ্ছে ফেন ও সিদুদু।

রাগে রুবি পাথরের মতো চকচক করছে ফেনের চোখ। 'ওকে শেষ করে দিয়েছ তুমি, শয়তান!' চিৎকার করে উঠল ফেন। 'তোমার কুৎসিত হৃৎপিণ্ডে একটা তীর পাঠিয়ে দেওয়া হবে।'

'ফেন! আমার আত্মার চিহ্ন দেখ!' তেনমাস ভাষায় তাগিদের সুরে বলে উঠল তাইতা। ঝট করে চিবুক উঠে এলো ফেনের। তারপরই তাইতার মাথার উপর আহত বাজপাখী উড়ে বেড়াতে দেখল ও। প্রবল ধাক্কায় হেঁচকি খেল। 'না! না! এটা ওই! তাইতা! আমি বলছি তলোয়ার সামলে রাখ! রেখে দাও, মেরেন!' বাঁক নিল মেরেন, লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল।

ওয়ার্লউইন্ডের পিঠ থেকে ঝট করে নেমে তাইতার কাছে ছুটে গেল ফেন। দুই হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ভাঙা মনে কাঁদতে শুরু করল। 'ওহ! ওহ! ওহ! আমি ভেবেছি তুমি মরে গেছ। ভেবেছি ওরা তোমাকে মেরে ফেলেছে।'

শক্ত করে ওকে বুকে চেপে রাখল তাইতা, কোমল ও আড়ষ্ট ঠেকল ওর দেহ। ওর দেহের সৌরভ ওর নাক ভরিয়ে দিল, ইন্দ্রিয়তে কাঁপন লাগল। বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠল। মুখ দিয়ে কথা সরছে না। নীরবে প্রবলভাবে পরস্পরকে ধরে থাকল ওরা, এদিকে বিস্ময়ে ওদের দিকে চেয়ে রইল অন্যরা। হিলতো ওর স্বভাবসুলভ নিস্পৃহ ভাব ধরে রাখার চেষ্টা করলেও তাতে সফল হলো না। নাকোন্তো ও ইম্বালি ডাইনীর ভয়ে চুপ মেরে গেছে। অশুভ আত্মার বিরুদ্ধে ডানে বামে থুতু ছিটাল ওরা।

'এটা তিনি নন,' বলে চলেছে মেরেন। 'অন্য যেকারও চেয়ে ম্যাগাসকে ঢের ভালো করে চেনা আছে আমার। এই তরুণ ছোকরা তা নয়।'

অনেকক্ষণ বাদে পেছনে সরে দাঁড়াল ফেন, সামনে ধরে রাখল তাইতাকে। মুগ্ধ চোখে ওর চেহারা পরখ করল। তারপর ওর চোখের দিকে তাকাল। 'আমার চোখ বলছে তুমি সে নও, কিন্তু হৃদয়ে সুর উঠছে যে তুমিই। হ্যাঁ, এটা তুমি। নিশ্চয়ই তুমি। কিন্তু, হে প্রভু, কীভাবে এমন তরুণ আর বিস্ময়কর সুদর্শন হয়ে গেলে?' ওকে চুমু খেতে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়াল ও। এই সময় অন্যরা হাসিতে ফেটে পড়ল।

এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওদের সাথে যোগ দিতে ছুটে এলো মেরেন। ফেনের আলিঙ্গন থেকে তাইতাকে কেড়ে নিয়ে শক্ত করে জাড়িয়ে ধরল। 'এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না! এ অসম্ভব!' হেসে ফেলল সে। 'কিন্তু আমি নিজে সাক্ষী দিচ্ছি, দারুণ তলোয়ার চালাতে পারেন আপনি, ম্যাগাস, নইলে আপনাকে ফানা-ফানা করে ফেলতাম।' উত্তেজিতভাবে ওকে ঘিরে ধরল ওরা।

ওর সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সিদুদু। 'আপনার কাছে আমার অনেক ঋণ, ম্যাগাস। আপনি নিরাপদে আছেন দেখে খুশি হয়েছি। এর আগে আত্মার দিক থেকে সুন্দর ছিলেন আপনি, এখন দেহেও সুন্দর হয়ে উঠেছেন।'

এমনকি নাকোন্তো ও ইম্বালি পর্যন্ত ওদের কুসংস্কারজাত ভয় জয় করে সবিস্ময়ে ওকে স্পর্শ করতে এগিয়ে এলো।

সজোরে চিৎকার করে উঠল হিলতো, 'আপনার ফেরার ব্যাপারে আমার মনে এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ জাগেনি। চোখে পড়ামাত্র বুঝে গিয়েছি, আপনিই এসেছেন।' এমন ডাহা মিথ্যাচার আমলে নিল না কেউ।

বিশটা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় জবাব দাবি করল মেরেন। ওর ডান হাত আঁকড়ে থাকল ফেন। চকচকে চোখে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

অবশেষে ওদের রূঢ় বাস্তবতায় ফিরিয়ে আনল তাইতা। 'এসবের জন্যে পরেও সময় পাওয়া যাবে। এখন তোমাদের এটুকু জানলেই চলবে যে, ইয়োস আর কোনওদিনই আমাদের বা আমাদের প্রিয় মিশরের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।' শিস বাজিয়ে উইন্ডস্মোককে ডাকল ও। ওর দিকে তাকিয়ে ছিনালের ভঙ্গিতে চোখ পাকাল ওটা। সামনে এসে ওর ঘাড়ে নাক ঘঁষতে লাগল। 'তুই অন্তত আমাকে চিনতে পেরেছিস, প্রিয়া আমার,' ওটার ঘাড় জাড়িয়ে ধরে সোহাগ করল ও। তারপর ফের মেরেনের দিকে তাকাল। 'তিনাত কোথায়?'

'ম্যাগাস, আগেই কিতানগালে নদীর উদ্দেশে পথে নেমেছে ও। জাররিয়রা আমাদের পরিকল্পনার কথা জেনে গেছে। জলদি রওয়ানা দিতে হবে আমাদের।'

উপত্যকা থেকে বেরিয়ে সমতলের দিকে যখন রওয়ানা দিল, তখন সূর্য পাটে যেতে বসেছে। বনে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রীতিমতো অন্ধকার হয়ে এলো। ফের ওদের পথ দেখানোর দায়িত্ব নিল সিদুদু। তারা দেখে পথ পরখ করল তাইতা,

বুঝতে পারল মেয়েটার এলাকা সম্পর্কে জ্ঞান ও দিক সংক্রান্ত ধারণা নির্ভুল। ফলে ফেন ও মেরেনের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারল ও। তাইতাকে মাঝখানে রেখে পাশাপাশি আগে বাড়ল ওরা তিনজন। ওদের বিচ্ছিন্ন করা সময়টুকুতে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা দিল মেরেন, এই সময় ঘোড়ার স্পার পরস্পরের সাথে ঘঁষা খেয়ে চলল।

অবশেষে তাইতা বলল, 'প্রাসাদে থাকার সময় আকেরের যুদ্ধ সভায় আড়িপেতে ছিলাম। নিজে হাতে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব তুলে নিচ্ছে সে। ওর স্কাউটরা পুব দিকে আমাদের মূল দলের এগিয়ে যাওয়ার খবর দিয়েছে তাকে। তিনাতের কিতানগালে নদীর মাথায় জাহাজঘাটে পৌঁছানোর চেষ্টা করার কথা সে জানতে পেরেছে। ওখানে নৌকা দখল করবে সে। কারণ সে জানে নদী পথে জাররি থেকে সটকে পড়াই এখন আমাদের একমাত্র আশা। আমাকে বলো এই মুহূর্তে তিনাত ঠিক কোথায় আছে, আর কতজন লোক আছে ওর সাথে।'

'নয়শো জনের মতো লোক আছে ওর সাথে, কিন্তু পুরুষদের অনেকেই অসুস্থ ও খনির দুর্ব্যবহারের কারণে দুর্বল। লড়াই করার মতো শ'তিনেক লোক আছে ওর সাথে। বাকিরা মেয়ে ও শিশু।'

'তিনশো!' বলে উঠল তাইতা। 'আকেরের সাথে আছে পাঁচ হাজার প্রশিক্ষণ পাওয়া যোদ্ধা। সে তিনাতের নাগাল পেলে বেশ ঝামেলায় পড়ে যাবে।'

'আরও খারাপ। তিনাতের ঘোড়ার অভাব রয়েছে। বাচ্চাদের কেউ কেউ অনেক ছোট। অসুস্থ আর শিশুদের নিয়ে ধীরে এগোতে হচ্ছে ওকে।'

'ওর উচিত নৌকো দখল করতে লড়াইয়ের জন্যে ছোটখাট একটা দল পাঠানো। এই অবসরে আমাদের অবশ্যই আকেরকে দেরি করিয়ে দিতে হবে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল তাইতা।

'কিতানগালে গ্যাপে ওকে ঠেকানোর আশা করছে তিনাত। ওখানে পঞ্চাশ জন লোকই একটা গোটা সেনাদলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে; অন্তত মহিলা ও অসুস্থরা নৌকায় না ওঠা পর্যন্ত,' বলল মেরেন।

'ভুলে যেয়ো না, আকেরের স্কাউটরা সিদুদুর মতোই এই দেশ চেনে,' মনে করিয়ে দিল তাইতা। 'ওই গ্যাপ পাশ কাটানোর অন্য রাস্তার খবর নিশ্চয়ই জানা আছে ওদের। নৌকা-ঘাটে পৌছে যাবে ওরা। তার আসার অপেক্ষা না করে বরং আমাদেরই উচিত হবে তার প্রত্যাশার আগেই তাকে হামলা করা।' তাইতা সিদুদুর নাম বলার সময় ওর দিকে তাকাল মেরেন। এমনকি চাঁদের আলোতেও ওর চেহারায় ফুটকি খেলছে। বেচারা মেরেন, বিখ্যাত প্রেমিক এখন খাপ খেয়ে গেছে, ভাবল তাইতা, মনে মনে হাসল, তবে মুখে বলল, ' আকেরকে ঠেকাতে এখনকার চেয়ে আরও বেশি লোক লাগবে আমাদের। আমি ওর অপেক্ষায় রাস্তা পাহারা দিতে রয়ে যাচ্ছি। মেরেন, ফেনকে তোমার সাথে নিতে হবে, যত তাড়াতাড়ি পারো তিনাতকে খুঁজে বের করতে–'

'আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না!' বলে উঠল ফেন। 'তোমার এত কাছাকাছি এসেছি যেমনটা আর কোনওদিন পারব না।'

'আমি বার্তাবাহক নই, ম্যাগাস। আমাকে ওদের মতো করে দেখার চেয়ে খানিকটা বেশি সম্মান আশা করি আমি। ফেনের মতো আপনার সাথেই থাকছি আমি। হিলতোকে পাঠান,' ঘোষণা করল মেরেন।

হাল ছাড়ার একটা ভঙ্গি করল তাইতা। 'কেউ কি বিনা তর্কে আমার নির্দেশ শুনবে না?' রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'মনে হয় না,' সপ্রতিভভাবে জবাব দিল ফেন। 'তবে হিলতোর সাথে ঠাণ্ডা কণ্ঠে কথা বলে দেখতে পারো।'

পরাজয় মানল তাইতা, হিলতোকে ডাকল। 'ভোরের প্রথম আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে যত দ্রুত সম্ভব ছুটে যাবে। কর্নেল তিনাত আনকুরকে খুঁজে বের করে ওকে বলবে আমি পাঠিয়েছি তোমাকে। বলবে আমাদের কিতানগালে নদীর দিকে যাওয়ার কথা আকের জানে, দ্রুত সেদিকে ছুটছে সে। জাররিয়রা ধ্বংস করে দেওয়ার আগেই লড়াকু একট দল পাঠাতে হবে তিনাতকে নৌকা ঘাটে নৌকা দখল করতে। আমাদের লোকজন ভালো একটা নৌকায় না ওঠা পর্যন্ত কিনাতগালে গ্যাপ দখল করে রাখতে বলবে ওকে। তবে ওর সেরা বিশ জন লোক পাঠাতে হবে আমার কাছে। হিলতো, তোমাকে অবশ্যই ওর লোকজন নিয়ে উপকূলের রাস্তা ধরে আমাদের সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত এগিয়ে আসতে হবে। এখন যাও! এখুনি!' সালাম ঠুকল হিলতো, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে দ্রুত চলে গেল।

'আমাদের আসলে অ্যাম্বুশ পাতার মতো একটা জায়গা দরকার যেখানে আকেরের জন্যে ওত পেতে বসে থাকা যাবে।' মেরেনের দিকে ফিরল তাইতা। 'আমরা কেমন জায়গা খুঁজছি জানো তুমি। সিদুদুকে জিজ্ঞেস করে দেখ তেমন জায়গা চেনে কিনা।' স্পার দাবিয়ে সিদুদুর দিকে এগিয়ে গেল মেরেন। মনোযোগের সাথে ওর অনুরোধ শুনল সে।

'এমন একটা জায়গা চিনি,' মেরেনের কথা শেষ হতেই বলল সিদুদু।

'তুমি আসলেই বেশ চালাক,' গর্বের সাথে ওকে বলল মেরেন। মুহূর্তের জন্যে পরস্পরের মাঝে হারিয়ে গেল ওরা।

'তাহলে চলো, সিদুদু,' বলল তাইতা। 'দেখাও মেরেনের কথা মতো সত্যিই চালাক কিনা তুমি।'

ওদের পথ দেখাল সিদুদু, পথ ছেড়ে দক্ষিণ আকাশের একটা বিরাট তারাময় ক্রসের দিকে নিয়ে চলল। ঘণ্টাখানেকের ভেতর একটা নিচু গাছপালায় ভরা টিলার উপর লাগাম টেনে ধরল সে। চাঁদের আলোয় ওদের সামনে উন্মুক্ত উপত্যকার দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল।

'ওই দেখা যায় ইশাসা নদীর ঘাট। জলের ঝিকিমিকি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। কিতানগালে গ্যাপে পৌঁছাতে লর্ড আকেরের বেছে নেওয়া পথ ওদিক

থেকে বাঁক নিয়েছে। পানি গভীর হওয়ায় ঘোড়াগুলোকে সাঁতার কাটতে হবে। ক্লিফের চূড়া থেকে ওরা পানিতে নামার পর ওদের লক্ষ্য করে তীর আর পাথর ছুঁড়ে মারতে পারব আমরা। আরেকটা ঘাটে পৌঁছাতে ভাটির দিকে অন্তত পঞ্চাশ লীগ যেতে হবে ওদের।'

সাবধানে নদীর ঘাট জরিপ করে মাথা দোলাল তাইতা। 'এর চেয়ে ভালো জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।'

'আগেই বলেছিলাম,' বলল মেরেন। 'ভালো জায়গা চেনার মতো যোদ্ধার চোখ আছে ওর।'

'সিদুদু, সাথে তীর ধনুক রাখো,' মাথা দুলিয়ে সিদুদুর কাঁধে ঝোলানো অস্ত্রের দিকে ইঙ্গিত করে বলল তাইতা। 'ব্যবহার জানো?'

'ফেন শিখিয়েছে,' সহজ কণ্ঠে উত্তর দিল সিদুদু।

'আপনার অনুপস্থিতিতে দক্ষ তীরন্দাজে পরিণত হয়েছে সিদুদু,' নিশ্চিত করল মেরেন।

নদীর তীর ধরে ঘোড়াকে সাঁতরে নিয়ে এগোল ওরা, স্রোত বেশ খর। পুব পাড়ে পৌঁছে দেখল পথটা ক্লিফের ভেতর দিয়ে একটা সংকীর্ণ পাথুরে রেখা ধরে এগিয়েছে। কেবল এক সারিতে ঘোড়ার পক্ষে ওদিকে যাওয়া সম্ভব। ওটার উপরে উঠে গেল মেরেন ও তাইতা, তারপর ওখান থেকে নিচের জমিন নিরীখ করল।

'হ্যাঁ', বলল তাইতা। 'কাজ হবে।'

ওদের বিশ্রামের অনুমতি দেওয়ার আগে অ্যামুশ প্যাতার পরিকল্পনা খতিয়ে দেখল ও, প্রত্যেককে নির্ধারিত ভূমিকা পুনরাবৃত্তি করতে বলল। কেবল তারপরই ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন-লাগাম খসানোর অনুমতি দিল ওদের। থেঁতলানো ধুরা খাবারে ওগুলোর নাকের থলে ভরে ছেড়ে দিতে বলল।

বিনা আগুনের শিবির, কারণ আগুন জ্বালানোর অনুমতি দিতে রাজি হয়নি তাইতা। ধুরা পিঠা ও ভয়াবহ ঝাল মরিচে ভেজানো ঠাণ্ডা ছাগলের মাংসের রোস্ট খেল ওরা। খাওয়া শেষ হতেই বর্শা তুলে নিয়ে রাস্তায় পাহারা দিতে এগিয়ে গেল নাকোন্তো। ওকে অনুসরণ করল ইম্বালি।

'এখন ওর মেয়েমানুষ সে,' ফিসফিস করে তাইতাকে বলল ফেন।

'তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, তবে অন্তত একটা চোখ পথের দিকে রাখার ব্যাপারে ওর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে আমাকে,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল তাইতা।

'ওরা প্রেমে পড়েছে,' বলল ফেন। 'ম্যাগাস, তোমার মনে কোনও প্রেম ভালোবাসা নেই।' ওয়ার্লউইন্ডের পিঠ থেকে বিছানাপত্র নামাতে চলে গেল ও। অন্যদের থেকে বেশ দূরে একটা পাথুরে আউটক্রপের ছায়ায় শোয়ার মতো একটা জায়গা বেছে নিল ও। তারপর একটা পশমের কারোসের সাথে জমিনে বিছাল মাদুরটা।

তারপর তাইতার কাছে ফিরে এলো ও। 'এসো।' হাত ধরে মাদুরের কাছে নিয়ে গেল ওকে, টিউনিক খুলতে সাহায্য করল, ওটাকে গোল করে নাকের কাছে ধরল। 'বেশ জোরাল গন্ধ,' মন্তব্য করল ও। 'সুযোগ পেলেই ধুয়ে দেব।' মাদুরের উপর ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। কারোস দিয়ে ঢেকে দিল ওকে। এবার নিজের টিউনিকও খুলে ফেলল। কারোসের নিচে ওর পাশে শুয়ে পড়ল ও। ওর শরীরে শরীর ঠেকাল।

'তুমি ফিরে আসায় দারুণ খুশি হয়েছি,' ফিসফিস করে বলল ও, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। খানিক পরে নড়ে উঠল ও, ফিসফিস করে বলল, 'তাইতা।'

'কী?'

'আমাদের সাথে ছোট এক আগন্তুক রয়েছে।'

'এখন তোমাকে ঘুমাতে হবে। খানিক পরেই ভোর হয়ে যাবে।'

'একটু পরেই ঘুমাচ্ছি,' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল ও, এই সময় তাইতার সতর্ক হয়ে ওঠা শরীরে তল্লাশি চালাল ও। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তাইতা, কোত্থেকে এলো ওটা? কেমন করে ঘটল?'

'অলৌকিকভাবে। ঠিক যেভাবে আমার চেহারা বদলে গেছে। সব পরে খুলে বলব। এখন ঘুমাতে হবে। তোমাদের পরিচিত হয়ে ওঠার আরও অনেক সময় মিলবে।'

ঘুমে ঢলে পড়ল ফেন। কিন্তু তাইতার আরও খানিকটা বেশি সময় লাগল।

মনে হলো যেন কয়েক মিনিটও কাটেনি, ওকে জাগিয়ে তুলল নাকোন্তো। 'কী ব্যাপার?' উঠে বসল তাইতা।

'পশ্চিম থেকে ঘোড়সওয়ারের দল আসছে।'

'নদী পেরিয়েছে ওরা?'

'না। ওপাড়ে থেমেছে। মনে হয় এমনি অন্ধকারে নদী পেরুনোর ইচ্ছে নেই।'

'অন্যদের জাগিয়ে দাও, স্যাডল চাপাও ঘোড়ার পিঠে, তবে সবকিছু করবে চুপচাপ।' নির্দেশ দিল তাইতা।

ভোরের ক্ষীণ ঝিলিক দেখা দিতেই ঘাটের ঠিক উপরে ক্লিফের কিনারায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল তাইতা। মেয়ে দুটো রয়েছে ওর দুপাশে। নদীর অন্য পাড়ে জাররিয় শিবিরে ব্যস্ততা চোখে পড়ছে। পাহারা দেওয়ার আগুনে লাকড়ি দিচ্ছে সৈনিকরা। মাংস পোড়া গন্ধ ভেসে আসছে ওদের তিনজনের দিকে। লোক সংখ্যা গোণার মতো যথেষ্ট অলো ফুটেছে এখন। মোটামুটি তিরিশ জন সৈনিক গুনল তাইতা। রান্নার আগুনের কাছে রয়েছে কয়েকজন, অন্যরা আস্তবলের কাছে ঘোড়ার যত্ন নিচ্ছে। আরও কয়েক জন ঝোঁপে-ঝাড়ে যার যার ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত। অচিরেই ওদের চেহারা বোঝার মতো যথেষ্ট ফর্শা হয়ে এলো চারপাশ।

'ওই যে ওনকা,' ফিসফিস করে হিংস্র কণ্ঠে বলল সিদুদু। 'ওহ, ওই চেহারা আমার চেনা আছে।'

'তোমার মনের ভাব বুঝতে পারছি,' পাল্টা ফিসফিস করে বলল ফেন। 'প্রথম সুযোগেই ওর সাথে ফয়সালা করব আমরা।'

'আমি সেই প্রার্থনাই করছি।'

'ওই যে আকের, আর ওর সাথে ওটা এক-তাঙ,' ওদের দেখিয়ে বলল তাইতা। অন্যদের চেয়ে খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে দুই অলিগার্ক। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ধূমায়িত বাটি থেকে খাচ্ছে। 'নিজেদের সামলাতে পারেনি। রেজিমেন্টের অনেক সামনে এসে পড়েছে। অচিরেই নদী পেরুতে শুরু করবে। আর সেটা করলেই সুযোগ মিলে যাবে আমাদের। যদি না পেরোয়, হিলতো যতক্ষণ আমাদের জন্যে রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে না ফিরছে ওদের পিছে ছায়ার মতো লেগে থাকব।'

'এখান থেকেই আকেরের বুকে তীর সেঁধিয়ে দিতে পারি আমি,' চোখ সরু করে বলল ফেন।

'অনেক লম্বা পাল্লা, সকালের হাওয়া সাধারণত বেইমানি করে, প্রিয়া আমার।' ওর বাহুতে হাত রেখে ওকে বিরত রাখল তাইতা। 'সতর্ক করে দিলে সুবিধাটা ওদের হাতে চলে যাবে।' চারজন লোককে বাছাই করে ওনকা ওদের সংক্ষেপে হুকুম দেওয়ার সময় চোখ রাখল ওরা। নদীর ঘাটের দিকে ইঙ্গিত করে কথা বলছে সে। যার যার ঘোড়ার দিকে দৌড়ে গেল লোকগুলো, চেপে বসল পিঠে, তারপর দুলকি চালে নদীর কাছে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইশারায় মেরেনকে ওদের কর্মকাণ্ডের কথা জানাল তাইতা।

চারটে ঘোড়া সাঁতরে নদীর মাঝামাঝি আসার আগে স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, পায়ের নিচে মাটির দেখা মিলতেই লাফিয়ে সামনে ছুটে এলো ওগুলো। পানি ছেড়ে উঠে এলো। পশম আর সরঞ্জাম থেকে পানি ঝরছে। সাবধানে আশপাশে নজর চালাল স্কাউটরা, তারপর সংকীর্ণ পথরেখা ধরে আগে বাড়ল। গা ঢাকা দিয়ে রইল মেরেন ও ওর লোকজন। যেতে দিল ওদের। নদীর ওপাড়ে তিনটা সারিতে দাঁড় করানো হয়েছে ওনকার বাকি লোকজনকে। যার যার ঘোড়ার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। অপেক্ষা করছে।

অবশেষে খুরের খটাখট শব্দ শোনা গেল, স্কাউটদের একজন পথরেখা ধরে ছুটে এসে দৌড়ে গেল নদীর পাড়ের দিকে। ওখানে থেমে মাথার ওপর হাত নেড়ে ইশারা করতে লাগল। 'এখানে সব পরিষ্কার!' চিৎকার করে বলল সে। লোকজনকে চেঁচিয়ে হুকুম দিল ওনকা। ঘোড়ার পিঠে উঠে এক সারিতে নদীর ঘাটের দিকে এগোতে শুরু করল ওরা। পেছনের প্রহরীদের সাথে রয়ে গেল ওনকা, ওখান থেকে নদী পারাপার ভালো করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কিন্তু আকের ও এক-তাঙকে সামনের কাতারে দেখে অবাক হলো তাইতা। এটা আশা করেনি। ভেবেছিল কলামের মাঝখানে অবস্থান নেবে ওরা, যেখানে চারপাশের লোকদের প্রতিরক্ষার ভেতরে থাকতে পারবে।

'ওদের কায়দামতো পেয়ে গেছি মনে হয়।' উত্তেজনায় কঠিন ওর কণ্ঠস্বর। মেরেনকে তৈরি হতে ইঙ্গিত করল ও। কলামের মাথায় দুজন অলিগার্ক ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে পানিতে নেমে এলো। মাঝামাঝি এসে সাঁতার কাটতে শুরু করল ওরা। স্রোতের ধাক্কায় ভাটির দিকে সরে যাওয়া সারিটা শক্ত গঠন ধরে রাখতে পারল না।

'তৈরি হও!' মেয়ে দুটোকে সতর্ক করল তাইতা। 'অলিগার্ক ও ওদের পেছনের তিন ঘোড়সওয়ারকে তীরে পৌঁছতে দাও, তারপর আর কেউ অনুসরণ করার চেষ্টা করলেই তীর ছুঁড়বে। অন্তত কিছু সময়ের জন্যে, ওনকা ওর লোকজনকে ফের ভাগ করার আগেই আমরা অলিগার্কদের মূল দল থেকে আলাদা করে ফেলতে পারব, আমাদের দয়ার পাত্রে পরিণত হবে ওরা।'

স্রোত বেশ শক্তিশালী, কলামের মাঝখানে বেশ বড় একটা ফোকর তৈরি হয়েছে।

'তোমাদের তীর তৈরি করো!' শান্ত কণ্ঠে নির্দেশ দিল তাইতা। পিঠের তুনের দিকে হাত বাড়াল মেয়েরা। আকেরের ঘোড়া জমিনের স্পর্শ পেতেই হাঁচড়ে পাছড়ে তীরে উঠে এলো। এবার সারিতে একটা ফোকর তৈরি হলো। কলামের অবশিষ্ট অংশ এখনও নদীর ওপারে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে।

'এইবার!' চিৎকার করে উঠল তাইতা। 'সামনে যারা আছে তাদের পেছনের ঘোড়াসওয়ারদের উদ্দেশে তীর ছোড়ো!'

লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ফেন ও সিদুদু, দীর্ঘ বাঁকানো তীর বের করে আনল। অল্প পাল্লার লক্ষ্য, পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্কই বলা চলে। ছিলায় ঢিল দিল ওরা, দুটি তীর নীরবে উড়ে গেল নিচের দিকে। দুটোই লক্ষ্য ভেদ করল। জিনের উপর পাক খেল এক সৈনিক, শাবাকোর ফ্লিন্টের তীরে ফলা পেটে বিঁধতেই আর্তচিৎকার করে উঠল। গলায় ফেনের তীর গ্রহণ করল তার পেছনের লোকটা। দুই হাত মাথার উপরে তুলে উল্টে জলে পড়ে গেল। লুটিয়ে পড়ল তার ঘোড়া, ওদের পেছন পেছন আসতে থাকা অন্য ঘোড়াগুলোর সাথে সংঘর্ষ বাঁধল। কলামের বাকি অংশকে একেবারে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিল। ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে পথরেখায় চলে এলো আকের ও এক-তাঙ।

'ওহ, হ্যাঁ, দারুণ প্র্যাকটিস।' মেয়েদের তারিফ করল তাইতা। 'আমি পালানোর নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওদের পেছনে লেগে থাকো।' ওদের রেখে পথ ধরে দৌড়ে পথরেখায় নেমে এলো ও।

অলিগার্কদের পথরেখার মুখে ঢুকতে দিল মেরেন, তারপর অন্য দুই শিলুক আর ও পেছনের ঝোঁপ থেকে লাফিয়ে বের হয়ে এলো। এক-তাঙয়ের দিকে দৌড় লাগাল ইম্বালি, কুড়াল চালাল। একটা মাত্র কোপে অলিগার্কের বাম পা হাঁটুর উপর থেকে আলগা করে ফেলল। আর্তনাদ করে উঠল এক-তাঙ, ঘোড়াকে সামনে বাড়ার তাগিদ দিল। কিন্তু একটা পা খোয়া যাওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

ঘোড়ার কেশর আঁকড়ে ধরে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে করতে একপাশ থেকে খসে পড়ল। পায়ের কাটা জায়গা থেকে ধমনীর উজ্জ্বল রক্ত ছলকে ছলকে বের হচ্ছে। ওর দিকে তেড়ে গিয়ে ফের কুড়োল চালাল ইম্বালি। এক-তাঙয়ের মুণ্ডটা ধড় থেকে লাফ দিয়ে পাথুরে পথে গাড়গাড়ি খেতে লাগল। সাড়াবিহীন আঙুলগুলো আরও খানিকক্ষণ ঘোড়ার কেশর আঁকড়ে থাকল, তারপর মুক্ত হয়ে গেল। জমিনে কাত হয়ে লুটিয়ে পড়ল সে।

চিৎকার ছেড়ে ইম্বালির দিকে তেড়ে এলো এক-তাঙকে অনুসরণরত সেনাটি। বর্শা ছুঁড়ে দিল নাকোন্তো। সৈনিকের ঠিক পিঠের মাঝখানে লাগল ওটা। জমে গেল সে। বুক থেকে এক হাত সমান উঁচু হয়ে বের হয়ে আছে বর্শাটা। তলোয়ার ফেলে স্যাডল থেকে খসে পড়ল সে। সময় মতোই শেষ সৈন্যটির পেছনে চলে এলো মেরেন। ওকে আসতে দেখে খাপ থেকে তলোয়ার বের করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু ফলা বের করার আগেই লাফ দিয়ে উঠল মেরেন, পাঁজরে অস্ত্র চালিয়ে দিল। কাঁধ ও মাথার পেছনে ভর দিয়ে জমিন স্পর্শ করল সে। গলায় আরেকটা আঘাত হেনে খতম করে দিল তাকে। এবার আকেরের উদ্দেশে ধাওয়া করল। ওকে আসতে দেখল অলিগার্ক, ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল সে, পথরেখা বরাবর দূরে সরে গেল। মেরেন ও ইম্বালি পিছু ধাওয়া করল ওর, কিন্তু নাগাল পেল না।

উপর থেকে আকেরের সটকে পড়া দেখল তাইতা। পথ থেকে পাঁই করে ঘুরে মাথার উপরের ক্লিফের কিনারা বরাবর ঝেড়ে দৌড় লাগাল। ক্লিফের কিনারা থেকে লাফ দিয়ে নামতে থেমে তৈরি হলো। আকেরের ঘোড়া ওর নিচ দিয়ে ঝড়ের বেগে বের হয়ে যেতেই সজোরে অলিগার্কের পিঠের উপর নেমে এলো ও। ধাক্কার চোটে আকেরের হাতের লাগাম খসে গেল, স্যাডল থেকে প্রায় পড়ে যাবার দশা হলো তার। এক হাতে তার গলা পেঁচিয়ে ধরল তাইতা, ঝাঁকাতে শুরু করল তাকে। খাপ থেকে ড্যাগার বের করার প্রয়াস পেল আকের। কাঁধের উপর দিয়ে তাইতাকে আঘাত করতে চাইল। মুক্ত হাতে ওর কব্জি আঁকড়ে ধরল তাইতা। সুবিধা আদায়ের জন্যে যুঝতে লাগল ওরা।

পিঠের উপর বারবার ওজন বদলে যাওয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে পথরেখার দেয়ালের সাথে বাড়ি খেল ঘোড়াটা, পেছনের দুই পা এক করে খাড়া হয়ে গেল। ওটার পাছার ওপর দিয়ে উড়ে নিচে পড়ল তাইতা ও আকের। ওরা জমিন স্পর্শ করার সময় আকের রইল ওপরে। তাইতার উপর শরীরের সমস্ত ভর চাপিয়ে দিল সে। পতনের ধাক্কায় আকেরের গলা ও অস্ত্র ধরা কব্জিটা আলগা হয়ে গেছে। সামলে নেওয়ার আগেই ঘুরল আকের, তাইতার গলায় ড্যাগার চালানোর চেষ্টা করল। ফের ওর কব্জি জাপ্টে ধরল তাইতা, ঠেকিয়ে রাখল তাকে। ড্যাগারের উপর শরীরের সমস্ত শক্তি চাপিয়ে দিল আকের। কিন্তু সফল হলো না। এখন তাইতার দেহে তরুণের অপার শক্তি, আর অনেক আগেই তারুণ্যের কাল পার হয়ে এসেছে আকের। প্রবল চাপে আকেরের হাত কাঁপতে শুরু করল। ভয়ের ছাপ পড়ল তার

চোখে মুখে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল তাইতা। 'ইয়োস শেষ হয়ে গেছে,' বলল ও। শিউরে উঠল আকের। হাত খসে গেল তার। গড়িয়ে তার উপরে উঠে এলো তাইতা।

'মিথ্যা বলছ,' চিৎকার করে উঠল আকের। 'উনি দেবী, একমাত্র সত্য দেবী।'

'তাহলে তোমার একমাত্র সত্যি দেবীকে আহ্বান জানাও এখন, লর্ড আকের। ওকে বলো গালালার তাইতা তোমাকে খুন করতে যাচ্ছে।'

ভয় আর উদ্বেগে বিস্ফোরিত হলো আকেরের চোখ। 'আবার মিথ্যা বলছ,' ঢোক গিলল সে। 'তুমি তাইতা নও। তাইতা বুড়ো মানুষ, এতক্ষণে তার পটল তোলার কথা।'

'তোমার ভুল হয়েছে। পটল তুলেছে ইয়োস, এবার তোমারও একই দশা হতে চলেছে।' হাসি মুখেই আকেরের কব্জির উপর চাপ বাড়াল তাইতা, হাড়ের ভাঙনের শব্দ না শোনা পর্যন্ত চালিয়ে গেল ও। চিৎকার করে উঠল আকের, আঙুলের ফাঁক গলে ড্যাগার খসে পড়ল। উঠে বসল তাইতা, পাক খেতে শুরু করল, এমনভাবে ঘোরাতে লাগল তাকে যে অসহায় হয়ে গেল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দৌড়ে এলো মেরেন। 'ব্যাটাকে শেষ করে দেব?'

'না,' ওকে থামাল তাইতা। 'সিদুদু কোথায়? ওর বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বেশি পাপ করেছে সে।' ক্লিফের চূড়া থেকে নেমে আসা পথ ধরে মেয়েদের দৌড়ে আসতে দেখল ও। তাইতা যেখানে আকেরকে গেঁথে রেখেছে সেখানে চলে এলো ওরা।

'তাইতা, আমাদের পালাতে হবে! লোকজন যোগাড় করে তীরের ওপাশ থেকে তেড়ে আসছে ওনকা!' চিৎকার করে বলল ফেন। 'শুয়োরটাকে শেষ করে চলো চলে যাই।'

ওকে পাশ কাটিয়ে সিদুদুর দিকে তাকাল তাইতা। 'এই লোকই তোমাকে ওনকার হাতে তুলে দিয়েছিল,' ওকে বলল ও। 'তোমার বন্ধুদেরও পাহাড়ে পাঠিয়েছে। এবার তোমার বদলা নেওয়ার পালা।'

দ্বিধা করল সিদুদু।

'এই ড্যাগারটা নাও,' আকেরের পড়ে যাওয়া অস্ত্র তুলে ওর হাতে তুলে দিল মেরেন।

দৌড়ে এসে আকেরের মাথা থেকে হেলমেট খুলে নিল ফেন। দুই হাতে মাথার চুল মুঠি করে ধরে উল্টোদিকে মাথা ঘুরিয়ে গলা উন্মুক্ত করে দিল। 'তোমার ও পাহাড়ে পাঠানো সব মেয়েদের পক্ষে,' চিৎকার করে বলল ও। 'গলাটা ফাঁক করে দাও, সিদুদু।'

প্রতিজ্ঞায় কঠিন হয়ে উঠল সিদুদুর অভিব্যক্তি।

ওর চোখে মরণ দেখতে পেল আকের, নিজেকে বাঁচাতে যুঝতে লাগল সে, ফিসফিস করে বলল, 'না! দয়া করে আমার কথা শোনো। তুমি ছোট্ট বাচ্চা। এমন একটা জঘন্য কাজ জীবনভর যন্ত্রণা দেবে তোমাকে।' কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল, প্রায়

ছন্দহীন। 'তুমি বুঝতে পারছ না, দেবী আমাকে পাপমুক্ত করেছেন। তাঁর নির্দেশ মানতে হয়েছে আমাকে। আমাকে এমন কিছু করতে পারো না তুমি।'

'বুঝতে পেরেছি,' জবাব দিল সিদুদু, 'কাজটা আমি করতে পারব।' ওর কাছে এসে থামল ও। আর্তনাদ করতে লাগল আকের। ঠিক কানের নিচে গলার টানটান চামড়ার উপর ড্যাগারের ডগা বসাল সিদুদু, তারপর গভীর দীর্ঘ একটা পোঁচ দিল। মাংস ফাঁক হয়ে গেল, ক্ষতস্থানের গভীরে মহাধমনী ফেটে গেল। দ্বিখণ্ডিত শ্বাসনালীর ভেতর থেকে মরণ চিৎকার বের হয়ে এলো। খিঁচুনির ভঙ্গিতে দাপাতে লাগল তার দুই পা। কোটরের ভেতর পাক খাচ্ছে চোখজোড়া। জিভ বের হয়ে এসেছে, রক্ত-ভেজা লালা ও থুতু বের করছে সে।

ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল তাইতা, গড়িয়ে গিয়ে জবাই করা শুয়োরের মতো নিথর পড়ে রইল সে। মুখ নিচের দিকে, নিজের রক্তের বিস্তারে পড়ে আছে। ড্যাগার ফেলে এক লাফে সোজা হয়ে দাঁড়াল সিদুদু। মৃত্যুপথযাত্রী অলিগার্কের দিকে তাকিয়ে আছে।

ওর পেছনে এসে দাঁড়াল মেরেন, এক হাতে কাঁধ জড়িয়ে ধরল। 'কাজ শেষ, বেশ ভালোভাবেই শেষ হয়েছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। 'ওর জন্যে করুণা দেখানোর কোনওই প্রয়োজন নেই। এবার আমাদের যেতে হবে।'

ঘোড়ার কাছে দৌড়ে যাবার সময় পেছনে নদীর ঘাটে ওনকা বাহিনীর চিৎকার কানে এলো ওদের। ঘোড়ার পিঠে চেপেই পথরেখা বরাবার ছুটল ওরা, সবার সামনে তাইতা ও উইন্ডস্মোক। টিলার চূড়ায় উঠে সামনে ছাড়িয়ে থাকা মুক্ত ঘেসো প্রান্তরে দিকে তাকাল ওরা। দূরের নীলে আরেকটা পাহাড়সারির অস্তিত্ব দেখতে পেল। ওগুলোর চূড়া চিরুণীর কাটার মতো খাঁজকাটা, তীক্ষ্ণ।

তারই ছায়ায় একটা ফোকরের দিকে ইঙ্গিত করল সিদুদু। 'ওখনেই কিতানগুলে গ্যাপ, কর্নেল তিনাতের সাথে যেখানে দেখা করার কথা আমাদের।'

'কত দূর হতে পারে?' মেরেন জিজ্ঞেস করল।

'বিশ লীগ, একটু বেশিও হতে পারে,' জবাব দিল সিদুদু। ঘুরে নদীর ঘাটের দিকে তাকাল ও।

সৈন্যদলের সামনে ঘোড়াকে আঘাত করে আগে বাড়ছে ওনকা। অলিগার্কের লাশ দেখে রাগে চিৎকার করে উঠল সে। আরও জোরে তেড়ে এলো।

'বিশ লীগ! তার মানে সামনে বেশ ভালোই দাবড়ানি রয়েছে,' বলল মেরেন।

ঘোড়াগালো ঢালের কাছে নিয়ে এলো ওরা, তারপর সবেগে সমতলের দিকে ছুট লাগাল। ওদের পেছনের পাহাড়ের কিনারা থেকে ওনকা-বাহিনী হাজির হতে হতে সমতলে পৌঁছে গেল। বুনো সমবেত চিৎকার ছেড়ে নিচে নামতে শুরু করল ওরা, ওনকার হেলমেটের অস্ট্রিচ প্লুম অন্যদের থেকে আলাদা করেছে তাকে।

'এখানে সময় নষ্ট করার দরকার নেই,' তাগিদ দিল তাইতা। 'চলো, সটকে পড়ি।'

আধা লীগের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে সিদুদুর বাচ্চা ঘোড়াটা বাকি ঘোড়ার সাথে তাল মিলিয়ে ছুটতে পারবে না। ফলে ওর গতির সাথে নিজেদের গতি সমন্বয় করতে বাধ্য হলো ওরা।

'সাহস রাখ!' জোরে বলল ফেন। 'আমরা তোমাকে ফেলে যাব না।'

'আমার ঘোড়াটা কাহিল হয়ে যাচ্ছে টের পাচ্ছি,' কেঁদে বলল সিদুদু।

'ভয় পেয়ো না,' বলল মেরেন। 'ওটা লুটিয়ে পড়লেই তোমাকে আমার ঘোড়ার পেছনে তুলে নেব।'

'না!' ফেনের ফিসফিসানিতে সহানুভূতি। 'তোমার ওজন অনেক বেশি, মেরেন। বাড়তি ওজন তোমার ঘোড়াটাকে মেরে ফেলবে। ওয়ার্লপুল আমাদের দুজনকেই বইতে পারবে। ওকে আমি নেব।'

রেকাবের উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পেছনে তাকাল তাইতা। দ্রুত গতির ঘোড়াগুলো সামনে এগিয়ে যাওয়ায় ও ধীর গতির ঘোড়াগুলো পিছিয়ে পড়ায় ছড়িয়ে পড়ছে ধাওয়ার কাজটা। সামনের কাতারের তিন জাররিয় অশ্বারোহীর ভেতর ওনকার নকশাদার হেলমেটটা বেশি করে চোখে লাগছে। জোরে আগে বাড়ছে সে। ক্রমে মাঝখানের ফোকরটা কমিয়ে আনছে। উইন্ডস্মোককে আগে বাড়ার তাগিদ দিয়ে সামনের পাহড়সারির দিকে তাকাল তাইতা। এখন ফোকরটাকে ফুটিয়ে তোলা নচটা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু ওটা এত দূরে যে ওনকা ওদের ওপর চড়াও হওয়ার আগেই ওখানে পৌঁছতে পারার আশা করতে পারল না। পরক্ষণেই একটা কিছু ধরা পড়ল ওর চোখে। সামনের প্রান্তরের বুকে মলিন ধুলোর একটা আস্তরণ দেখা যাচ্ছে। দ্রুততর হয়ে উঠল ওর হৃৎপিণ্ডের গতি। বাগ মানানোর চেষ্টা করল ও। মিথ্যে আশার সময় নেই এখন। নিশ্চিতভাবেই ওটা গেযেল বা যেব্রার পাল ছিল। কথাটা ভাবতে ভাবতেই ধূলির মেঘের নিচে ধাতুর ওপর সুর্যের আলো ঠিকরে যেতে দেখল। 'সশস্ত্র লোকজন!' বিড়বিড় করে বললও। 'তবে কি ওরা জাররিয়, নাকি রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে ফিরে আসছে হিলতো।' স্থির করার আগেই পেছনে ক্ষীণ চিৎকার শোনা গেল। ওনকার কণ্ঠস্বর শনাক্ত করতে পারল ও।

'তোকে দেখেছি, কুত্তী! ধরতে পারলে তোর জরায়ু বের করে আনব। তারপর পুড়িয়ে গলায় ঠেসে দেব।'

'ওসব কথা কানে নিয়ো না,' সিদুদুকে তাগিদ দিল ফেন। কিন্তু অশ্রু গড়িয়ে নামতে লাগল সিদুদুর গাল বেয়ে। ওর টিউনিকের সামনের দিকটা ভিজিয়ে দিল।

'ওকে ঘৃণা করি!' বলল সে। 'মনপ্রাণে ঘৃণা করি।'

পেছনে ওনকার কণ্ঠস্বর আরও পরিষ্কার ও কাছে এসে পড়েছে। চিৎকার করে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছে।

প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল সিদুদু।

'ওর কথা শোনার দরকার নেই। কান বন্ধ করে রাখ, মনোযোগ অন্যদিকে সরাও।' অনুরোধ করল মেরেন।

'তুমি এসব কথা শোনার আগেই যদি মরে যেতাম,' ফুঁপিয়ে উঠল সে।

'এর কোনও অর্থ নেই, তোমাকে আমি ভালোবাসি। শুয়োরটাকে তোমার কোনওই ক্ষতি করতে দেব না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে সিদুদুর ঘোড়াটা লম্বা ঘাসের আড়ালে লুকানো একটা মংগুজ বারোতে সামনের বাম পা দিয়ে বসল। শুকনো ডালের মতো মড়াৎ করে ভেঙে গেল ওটার হাড়। ঘোড়ার মাথার সামনে দিয়ে উল্টে পড়ে গেল সিদুদু। নিমেষে মেরেন ও ফেন পাঁই করে ঘুরে ছুটে এলো ওর দিকে।

'তৈরি হও, সিদুদু। তোমাকে তুলে নিচ্ছি,' চিৎকার করে বলল ফেন। কিন্তু গড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ধাওয়াকারীদের দিকে পেছন ফিরে তাকাল সিদুদু। এতক্ষণে ওকে অনুসরণকারীদের চেয়ে অনেক দূর আগে চলে এসেছে ওনকা। আগ্রহের সাথে সামনে ঝুঁকে আছে সে, পূর্ণ গতিতে ঘোড়া ছোটাচ্ছে, এগিয়ে আসছে সিদুদুর দিকে।

'তোমার চিরকালীন প্রেমিকের সাথে মিলিত হতে তৈরি হও,' চিৎকার করে বলল সে।

কাঁধের উপর ধনুক নামাল সিদুদু, হাত বাড়াল তীরের দিকে।

খুশিতে হেসে উঠল ওনকা। 'দেখা যাচ্ছে আমাকে আনন্দ দিতে একটা খেলনা রয়েছে তোর কাছে। তোর মরার আগে খেলার আরও ভালো কিছু আছে আমার কাছে।'

ওকে তীর ছুঁড়তে দেখতেই পেল না সে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ধণুক উঁচু করল ও। এখন চেহারা দেখার মতো যথেষ্ট কাছে এসে গেছে ওনকা। ওর চোখে ভীতিকর ক্রোধ দেখামাত্রই মুখের পরিহাসের হাসি মুছে গেল তার। ছিলা টানটান করে মুখের কাছে নিয়ে এলো সিদুদু। ঘোড়ার মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করল ওনকা। তীর ছেড়ে দিল সিদুদু। ওনকার ঠিক পাঁজরে গিয়ে বিঁধল ওটা। দুই হাতে ওটা বুক থেকে বের করার প্রয়াসে হাতের তলোয়ার ছেড়ে দিল সে। কিন্তু কাটাতারের ফলাটা গভীরে পৌঁছে গেছে। আতঙ্কিত হয়ে উঠল ঘোড়াটা, পাঁই করে ঘুরল ওটা, লুটিয়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে। ফের তীর ছুঁড়ল সিদুদু। ওর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল লোকটা। এবারের তীরটা লাগল পিঠের ঠিক নিচে। গভীরে ঢুকে কিডনি ভর্তা করে দিল। একটা মারণ ক্ষত তৈরি করল। তীরের দিকে হাত বাড়াতে বেঁকে গেল তার শরীর। ফের তীর ছুঁড়ল সিদুদু। বুকে লাগল ওটা, ফুটো করে দিল দুটো ফুসুফসই। আধা গোঙানি আধা দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দ বের হলো ওনকার মুখ দিয়ে, তারপর তার ঘোড়াটা শরীরের নিচ থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই পেছনে উল্টে পড়ে গেল সে। রেকাবে আটকে গেল ওনকার একটা পা, লাফিয়ে সামনে ছুটতে শুরু করল তার ঘোড়া, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল তাকে, ভীত জানোয়ারটার পেছনের দুই পা তার লাশে আঘাত করায় জমিনের উপর লাফাচ্ছে তার মাথা।

ধনুকটা ফের কাঁধে তুলে রাখল সিদুদু, তারপর ছুটন্ত ফেনের সাথে মিলিত হতে ফিরে তাকাল। নিচের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ফেন। লাফ দিয়ে উঁচু হলো সিদুদু, ওদের হাত জুড়ে গেল। ওয়ার্লপুলের গতি কাজে লাগাল ফেন, পেছনে তুলে নিল ওকে। বসার পর পেছন থেকে বন্ধুর কোমর জড়িয়ে ধরল সিদুদু। স্পার দাবিয়ে ওয়ার্লপুলকে ঘুরিয়ে নিল ফেন।

পরের তিন জাররিয় বেশ কাছে এসে পড়েছে। ওনকার হত্যাকাণ্ডে রাগে ফুঁসছে। সামনাসামনি ওদের মোকাবিলা করল মেরেন। একজনকে ফেলে দিল, বাকিরা সংঘর্ষের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে বরং পালিয়ে বাঁচল। ওকে ঘিরে ধরল ওরা। সুযোগের অপেক্ষা করছে। কিন্তু মেরেনের তলোয়ার ঝিলিক তুলে পাঁইপাঁই করে ঘুরতে থাকায় সামনে বাড়তে পারছে না ওরা। এরই মধ্যে তাইতা ও দুই শিলুক ওর বিপদ টের পেয়ে পূর্ণ গতিতে ওকে সাহায্য করতে ছুটে আসতে শুরু করেছে।

'ভালোই দেখিয়েছ!' পরস্পরকে পাশ কাটানোর সময় ফেনের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল তাইতা। 'এখন গ্যাপের দিকে ছোট। আমরা তোমাদের পেছন থেকে কাভার দেব।'

'তোমাকে ফেলে যেতে পারব না, তাইতা,' প্রতিবাদ করল ফেন।

'ঠিক পেছনেই আছি আমি!' কাঁধের উপর দিয়ে চিৎকার করে বলল ও, তারপর লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক জাররিয়কে জিনের উপর থেকে ফেলে দিল ও, অন্য জন দেখল দারুণভাবে সংখ্যার দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে, দলের বাকিরা এখনও অনেক দূরে। আত্মরক্ষার প্রয়াস পেল সে। কিন্তু তার বুকের একপাশে দীর্ঘ বর্শাটা সেঁধিয়ে দিল নাকোন্তো। তলোয়ার ধরা হাত লক্ষ করে যুদ্ধ কুঠার ঘোরাল ইম্বালি। কব্জির উপর থেকে কাটা পড়ল ওটা। সরে সহযোদ্ধাদের সাথে যোগ দিতে ছুটে চলল, জিনের উপর দোল খাচ্ছে প্রবলভাবে।

'ওকে যেতে দাও!' নির্দেশ দিল তাইতা। 'ফেনকে অনুসরণ করো।' জাররিয়দের অবিশিষ্ট লোকজন ক্রমে কাছে এগিয়ে আসায় দ্রুত দূরে সরে এলো ওরা। সামনে চলে এলো তাইতা। অচেনা অশ্বারোহী দলটা এখন অনেক কাছে। সরাসরি পরস্পরের দিকে ছুটে যাচ্ছে ওরা।

'ওরা জাররিয় হয়ে থাকলে আমরা ঘোড়া সামলে ওদের সাথে মোলাকাতের অপেক্ষা করব।' চিৎকার করে বলল তাইতা। জানোয়ারগুলোকে বৃত্তাকারে দাঁড় করিয়ে ওদের পেছনে আশ্রয় নেবে ওরা। ওদের দেহ বর্ম হিসাবে কাজে লাগাবে।

নিবিড় মনোযোগের সাথে ওদের পরখ করল তাইতা। এখন ওর দৃষ্টি শক্তি এত প্রখর হয়ে গেছে যে মেরেন ও ফেনের বেশ আগেই পুরোভাগের সওয়ারিকে চিনে ফেলল ও। 'হিলতো!' চিৎকার করে উঠল ও। 'ওটা হিলতো।'

'আইসিসের মিষ্টি বীচির কসম, ঠিক বলেছেন!' চিৎকার করে উঠল মেরেন। 'দেখে মনে হচ্ছে তিনাতের অর্ধেক রেজিমেন্টই ফিরে এসেছে!' হিলতোর অপেক্ষা

করার জন্যে গতিবেগ খানিকটা কমাল ওরা। ফলে পিছু ধাওয়ারত জাররিয়রা দ্বিধায় পড়ে গেল। ওরা ভেবেছিল হস্তক্ষেপকারীরা ওদের দলেরই লোক। অনিশ্চিতভাবে থমকে দাঁড়াল ওরা।

'হোরাসের আহত চোখের দোহাই, তোমাদের স্বাগত জানাই, হিলতো, পুরোনো বন্ধু।' ওকে স্বাগত জানাল মেরেন। 'দেখতেই পাচ্ছ, তোমার তলোয়ারের ফলাকে বিশ্রাম দিতে বেশ কিছু বদমাশকে রেখে দিয়েছি আমরা।'

'কর্নেল আমার, তোমার দয়ার সীমা পরিসীমা নেই,' হেসে বলল হিলতো। 'সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাব আমরা। তোমাদের সাহায্য লাগবে না। কর্নেল তিনাত আনকুর কিতানগালে গ্যাপের যেখানে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে সোজা সেখানে চলে যাও। অল্পক্ষণের মধ্যেই তোমাদের অনুসরণ করব আমরা।'

পেছনে তিনাতের লোকজনের নিবিড় দল নিয়ে দুলকি চালে ছুটে গেল হিলতো। নির্দেশ দিল সে, যুদ্ধের ফরমেশনে রেখা তৈরি করল। সোজা গিজগিজে জাররিয়দের দিকে এগিয়ে গেল ওরা। ঝাঁপিয়ে পড়ল, ছিন্ন ভিন্ন করে দিল গোটা সারি। তারপর প্রান্তরের উপর দিয়ে ধাওয়া করে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে পাঠিয়ে দিল। আহত ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিতে দিতে ওদের কুচকাটা করল।

নীল পাহাড়ের দিকে সদলে ছুটে চলল তাইতা। ওয়ার্লউইন্ডের পিঠে সওয়ার মেয়ে দুটির সাথে যোগ দেওয়ার পর লাগাম টেনে ওদের পাশে চলে এলো মেরেন। 'ভূতের মতো তীর ছুঁড়তে পারো তুমি,' সিদুদুকে বলল ও।

'ওনকাই আমার ভেতর ভূত নিয়ে এসেছে,' বলল সে।

'মনে হয়, সোনার মুদ্রায়ই তোমার দেনা শোধ করেছ: এখন তুমি আর তোমার ভূত রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।'

'হ্যাঁ, মেরেন,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল সে। 'কিন্তু আমি কোনওদিন যোদ্ধা হতে চাইনি–এটা আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আমি বরং ভালো স্ত্রী ও মা হতে চাইব।'

'খুবই তারিফযোগ্য ইচ্ছা। আমি নিশ্চিত, তুমি এর ভাগ নিতে একজন ভালো মানুষের দেখা পাবে।'

'আশা করি, কর্নেল ক্যাম্বিসেস,' চোখের পাতা নামিয়ে ওর দিকে তাকাল সিদুদু। 'খানিক আগে আমাকে ভালোবাসার কথা বলছিলে...'

'ওয়ার্লউইন্ড এরই মধ্যে ফেন বাধ্য করায় বাড়তি ওজন বইতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে,' গম্ভীরভাবে বলল মেরেন। 'আমার পেছনে তোমার বসার মতো জায়গা আছে। আমার কাছে আসতে চাও না?'

'যারপরনাই আনন্দের সাথে, কর্নেল।' ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। অনায়াসে ওকে তুলে এনে পেছনে জিনের উপর বসিয়ে দিল মেরেন। দুই হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল সে। তারপর ওর দুকাঁধের মাঝখানে মাথা দাবাল। নিজের গায়ে ওর কম্পন টের পাচ্ছিল মেরেন। মাঝেমাঝেই সামলে ওঠার আগেই কান্নার

দমকে ওর গোটা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল মেরেনের। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ওকে দেখেশুনে রাখতে, যত্ন নিতে ইচ্ছে করল ওর। তাইতা ও ফেনের পেছনে পেছন ছুটে চলল ও, ঠিক পেছনে রইল নাকোস্তো ও ইম্বালি।

পাহাড়ের পাদদেশের কাছে পৌঁছুনোর আগেই হিলতো ও তার স্কোয়াড্রন মিলিত হলো ওদের সাথে। মেরেনের কাছে রিপোর্ট করতে আগে বাড়ল হিলতো। 'সাতজনকে মেরে ওদের ঘোড়া ছিনিয়ে নিয়েছি আমরা,' বলল সে। 'বাকিরা আর লড়াই করতে পারবে না। ওদের পিছে না ছুটে চলে যেতে দিয়েছি। ওদের পেছনে শত্রুদের কেমন বাহিনী আসতে পারে আমার জানা নেই।'

'ভালোই দেখিয়েছ, হিলতো।'

'ছিনিয়ে নেওয়া ঘোড়াগুলোর একটা কি ছোট সিদুদুর জন্যে নিয়ে আসব?'

'না, ধন্যবাদ। আপাতত অনেক কাজ করেছ তুমি। যেখানে আছে সেখানেই অনেক নিরাপদে আছে ও। আমি নিশ্চিত, তিনাতের নাগাল পাওয়ার পর আমাদের আরও ঘোড়ার দরকার হবে। ততক্ষণ ওগুলো সামলে রাখ।'

পাহাড়ের পাদদেশ ধরে গ্যাপের দিকে উঠে যাবার সময় শরণার্থীদের এক বিশাল মিছিলের শেষাংশের সাথে মিলিত হলো ওরা। বেশিরভাগই পায়ে হেঁটে চলছে, তবে বেশি অসুস্থ বা দুর্বলদের দুই চাকার ঠেলাগাড়ি বা পরিবারের সদস্য বা সহযাত্রীরা পালকিতে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাবার কাঁধে বসেছে ছোট বাচ্চারা, মেয়েদের কারও কারও পিঠে দুধের শিশুদের বেঁধে রাখা হয়েছে। বেশির ভাগই মেরেনকে চিনতে পেরে পাশ কাটানোর সময় ডেকে কথা বলল। 'মেরেন ক্যাম্বিসেস, আপনার উপর সকল দেবতার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। তিক্ত দুর্ভোগ থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন আপনি। আমাদের বাচ্চারা এবার মুক্ত হবে।'

প্রজনন খোঁয়াড় থেকে ওদের উদ্ধার করা অল্পবয়সী মেয়েরা ফেন ও সিদুদুর সাথে বসে ওদের স্পর্শ করার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ আবেগের আতিশয্যে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। 'আমাদের অন্তিম পাহাড় থেকে উদ্ধার করেছ। দরদ ও সাহসের জন্যে আমরা তোমাদের ভালোবাসি। সিদুদু, তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার উপর সকল দেবতার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক, ফেন।'

তাইতাকে চিনতে পারেনি কেউ, যদিও মেয়েরা কৌতূহলের সাথে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও চলাফেরার সময় কর্তৃত্বপূর্ণ উপস্থিতি সম্পন্ন এই তরুণকে দেখছে। ওদের এই আগ্রহ সম্পর্কে বেশ সজাগ ফেন, তো অধিকারের একটা ভাব নিয়ে ওর কাছে চলে এলো ও। এইসব ধীরতা ও ঘটনায় ওদের পাহাড়ের ওঠার গতি কমে এলো। চূড়ায়

পৌঁছানোর আগেই ডুবে গেল সূর্য। আরও একবার কিতানগালে গ্যাপে এসে দাঁড়াল ওরা।

সীমান্ত দুর্গের প্রহরা মিনার থেকে ওদের আসতে দেখেছিল তিনাত। মই বেয়ে তরতর করে নেমে ওদের সাথে যোগ দিতে গেট দিয়ে দৌড়ে এলো। মেরেনকে স্যালুট করে ফেন ও সিদুদুকে আলিঙ্গন করল, তারপর তাইতার দিকে ফিরল। 'এই লোক কে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ওকে বিশ্বাস করি না, কারণ বড় বেশি সুন্দর সে।'

'ওকে জানপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে,' বলল মেরেন। 'সত্যি কথা হচ্ছে ওকে আগে থেকেই ভালো করে চেনো তুমি। পরে ব্যাখ্যা করব আমি, যদিও তখন আমার কথা বিশ্বাস করবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে।'

'তুমি ওর পক্ষে সাক্ষী দিচ্ছ, কর্নেল মেরেন?'

'আমার গোটা অস্তিত্ব দিয়ে,' বলল মেরেন।

'আমিও আমার গোটা সত্তা দিয়ে,' বলল ফেন।

'আমিও,' বলল হিলতো।

কাঁধ ঝাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল তিনাত। 'দেখা যাচ্ছে এখানে আমি সংখ্যালঘু, কিন্তু তারপরও আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তুলে রাখছি।'

'তোমার কাছে ফের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, কর্নেল তিনাত,' কোমল কণ্ঠে বলল তাইতা। 'আমাদের জাররিয়দের কবল থেকে উদ্ধার করার সময় তামাফুপায় ছিলাম আমি।'

'তামাফুপায় যাদের পেয়েছি, তাদের মধ্যে আপনি ছিলেন না,' বলল তিনাত।

'ওহ, তুমি ভুলে গেছ,' মাথা নেড়ে বলল তাইতা। 'তাহলে নিশ্চয়ই মেরেনের চোখ অপারেশনের পর ওর সাথে আমাকে মেঘ-বাগিচা থেকে পথ দেখিয়ে আনার কথা তোমার মনে আছে। তখনই তুমি প্রথমবারের মতো তোমার আনুগত্য প্রকাশ করেছিলে, মিশরে ফিরে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছ। আমরা যে ইয়োস ও তার ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটা মনে আছে?'

তাইতার দিকে তাকিয়ে রইল তিনাত। অভিব্যক্তি বিকৃত হয়ে গেছে। 'লর্ড তাইতা! ম্যাগাস! মেঘ-বাগিচার পাহাড়ে আপনি মারা যাননি? এটা কিছুতেই আপনি হতে পারেন না!'

'নিশ্চিতভাবেই পারি, এবং আমিই,' বলে হাসল তাইতা। 'যদিও আমার চেহারার কিছু বিশেষ পরিবর্তনের কথা স্বীকার করছি।'

'আপনি তরুণ হয়ে গেছেন! এ অলৌকিক, অবিশ্বাস্য ঘটনা! কিন্তু আপনার কণ্ঠস্বর ও চোখ কথাটা সত্যি বলে মানতে বাধ্য করছে আমাকে।' দৌড়ে কাছে এসে তাইতার হাত তুলে শক্ত করে ধরল সে। 'ইয়োস আর অলিগার্কদের কী দশা হয়েছে?'

'অলিগার্করা মারা গেছে, ইয়োসও আর আমাদের জন্যে হুমকি নয়। তোমাদের এখনকার অবস্থা কী?'

'এখানে জাররিয় সেনাছাউনীতে হামলা করেছিলাম আমরা। মাত্র বিশ জন লোক ছিল এখানে, কেউ রেহাই পায়নি। ওদের লাশ গোর্জে ফেলে দিয়েছি। দেখুন! শকুনের ঝাঁক এরই ভেতর খোঁজ পেয়ে গেছে।' মাথার উপরে আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়ানো মরাখেকো পাখিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'কিতানগালে নদীর ঘাটে নৌকা আর ওখানে পড়ে থাকা জাহাজগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শখানেক লোক পাঠিয়েছি।'

'ভালো কাজ দেখিয়েছ,' ওর তারিফ করল তাইতা। 'এবার নদীর ঘাটে যেতে হবে তোমাকে, ওখানকার কর্তৃত্ব নিতে হবে। জাহাজগুলো জড়ো করো, আমাদের লোকজন আসামাত্র ওদের তুলে নদীর ভাটিতে রওয়ানা করিয়ে দেবে, ভালো চালক দেবে সাথে, যাতে ওদের পথ দেখাতে পারে। নালুবা'লে হ্রদের তীরে গোটা বহর আবার জড়ো করবে, যেখানে নাকে শিংঅলা দানো শিকারে নেমেছিলাম আমরা।'

'ভালো করেই মনে আছে।'

'পাহাড় থেকে নামার পথে গোর্জের উপরের সেতুতে বিশজন কুড়োলঅলা লোক রেখে যাবে। সব লোক পার হওয়ার পর ওরা সেতুটা কেটে গোর্জে ফেলে দেবে।'

'আপনি কী করবেন?'

'মেরেন আর আমি এখানে দুর্গে হিলতোর সাথে তোমার পাঠানো কয়েকজন লোক নিয়ে অপেক্ষা করব। সেতু ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত জাররিয়দের ঠেকিয়ে রাখব।'

'আপনার যেমন নির্দেশ, লর্ড তাইতা,' দ্রুত চলে গেল তিনাত, ক্যাপ্টেনদের উদ্দেশে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে।

মেরেনের দিকে ফিরল তাইতা। 'হিলতো, দুই শিলুক আর যে ক'জন লোকের ব্যবস্থা করতে পারো, শরণার্থীদের সাহায্য করতে পাঠিয়ে দাও। দ্রুত কাজ করার তাগিদ দিতে হবে ওদের। দেখ! জাররিয়দের মুল দলটা খুব বেশি দূরে নেই।' ওরা যেপথে এসেছে সেপথে পাহাড়ের নিচের দিকে ইঙ্গিত করল ও। দূরে, একেবারে সেই সমতল ভূমিতে ধূলির মেঘ চোখে পড়ছে, অস্তগামী সূর্যের আলোয় রক্ত লাল, জাররিয় রথ ও আগুয়ান সেনাদলের কারণে উড়ছে ধুলো।

ছোট দুর্গ দ্রুত পরখ শেষে গ্যাপের গলার কাছে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্যে ফেনকে সাথে নিয়ে গেল তাইতা। একেবারেই মামুলি পর্যায়ের ব্যবস্থা। দেয়ালগুলো নিচু, যেনতেনভাবে মেরামত করা। অবশ্য, অস্ত্রাগার ও কোয়ার্টার মাস্টারের গুদাম বেশ ভালোভাবেই বোঝাই করা, রান্নাঘর ও গুদামঘরের মতোই।

'এখানে শত্রুকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না,' ফেনকে বলল ও। 'গতিই আমাদের প্রতিরক্ষা।' শরণার্থীদের সংগ্রামরত রেখার দিকে তাকাল ওরা।

'এগিয়ে যাবার মতো শক্তি ফিরে পেতে খাবার ও পানির প্রয়োজন হবে ওদের। সিদুদু ও তোমাকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক অল্প বয়সী মেয়েদের খুঁজে বের করো, ওরা যাবার সময় যেখানে যা খাবার মেলে ওদের হাতে চালান করে দাও। বিশেষ করে যাদের সাথে ছোট বাচ্চা রয়েছে। তারপর ওদের নৌকাঘাটের দিকে পাঠিয়ে দেবে। থামতে দেবে না। বিশ্রাম নিতে দেবে না, তাহলে কিন্তু এখানেই মারা পড়বে সবাই।'

দ্রুত এসে ওদের সাথে যোগ দিল মেরেন। মই বেয়ে প্রহরা মিনারে উঠে এলো সে আর তাইতা। এখান থেকে আরও উপরের একটা চাতালের দিকে ইঙ্গিত করল তাইতা, পথের মাথা দেখা যায় ওটা থেকে। 'যতজন যোগাড় করতে পারো সবাইকে নিয়ে ওখানে চলে যাও। ওদের বলো বড় বড় পাথরের চাঁই যোগাড় করে চাতালের কিনারায় বসাতে। জাররিয়রা ওই পথে আসলেই উপর থেকে পাথর গড়িয়ে দেব আমরা।' তরতর করে মই বেয়ে নিচে নেমে গেল মেরেন, নিজের লোকদের খোঁজে নামল। এদিকে রাস্তায় ফেনের সাথে যোগ দিতে দ্রুত আগে বাড়ল তাইতা। মেয়েটা খাবার বানানোর জন্যে মেয়ে বাছাই করার সময় সমর্থ লোকজন বাছাই করে চাতালে মেরেনের সাথে কাজ করতে পাঠাল।

আস্তে অস্তে বিশৃঙ্খল অবস্থা কাটিয়ে উঠল ওরা। প্রত্যাহারের গতি বেড়ে উঠল। পেটে দানা পানি পড়ায় আবার চাঙা হয়ে উঠল লোকজন। পাশ দিয়ে যাবার সময় লোকজনের সাথে আলাপ করল তাইতা, মেয়েদের হাসতে বাধ্য করে বাচ্চাদের ওদের কাঁধে তুলে দিল। সবাই নতুন প্রতিজ্ঞা নিয়ে সামনে বাড়ল। সন্ধ্যা মেলাতেই ফেনের সাহায্যকারীদের হাসি রাতকে মধুর করে তুলল। হিলতোর রেখে যাওয়া প্রহরীদের মশালের আলো স্পষ্ট করে তুলল কলামের পথ।

'আইসিসের কৃপায়, মনে হচ্ছে অনায়াসেই জায়গামতো পৌঁছে যাব আমরা,' মশালের আলোয় হিলতোর দীর্ঘ দেহ দেখে বলল ফেন। কলামকে সামনে বাড়তে গভীর কণ্ঠে তাগিদ দিচ্ছে ও।

ওর সাথে যোগ দিতে দৌড়ে গেল তাইতা। 'বেড়ে দেখিয়েছ, সুজন হিলতো,' ওকে শুভেচ্ছা জানাল ও। 'জাররিয় ভ্যানগার্ড চোখে পড়েছে তোমার?'

'সন্ধ্যায় ওদের ওড়ানো ধুলো দেখার পর আর কিছুই চোখে পড়েনি।। তবে খুব বেশি দূরে থাকার কথা নয় ওদের।' হিলতোর দুই কাঁধে দুটা বাচ্চা বসে আছে। ওর লোকজনও একইভাবে বোঝাই।

'পূর্ণ গতিতে এগিয়ে যাও,' নির্দেশ দিল তাইতা, তারপর শূন্য ট্র্যাক ধরে ছুটে একা না হওয়া পর্যন্ত আগে বাড়ল ও, এক সময় পশ্চাদপসরণকারীদের আওয়াজ অনেক পেছনে পড়ে গেল। থেমে কান পাতল ও, নিচে ক্ষীণ একটা বিড়বিড় আওয়াজ কানে এলো। হাঁটু গেড়ে বসে পাথরে কান পাতল। এবার প্রবল হয়ে উঠল আওয়াজটা। রথ ও কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসা লোকজন।' এক লাফে সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। 'দ্রুত ছুটে আসছে ওরা।' হিলতো যেখানে কলামের শেষ

মাথায় পরিদর্শন করছিল, দ্রুত সেখানে চলে এলো। দলের প্রায় শেষের দিকে এক মহিলা পিঠে বাচ্চা নিয়ে এগোচ্ছে। তার পেছনে আরও দুজনকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে সে।

'আমি ক্লান্ত, আমার পা আর চলছে না।'

'এবার কি আমরা বিশ্রাম নিতে পারব? আমরা ঘরে ফিরতে পারব?'

'বাড়িতেই যাচ্ছ,' বলে দুটো বাচ্চাকেই কাঁধে তুলে নিল ও। 'শক্ত করে ধরে রাখ,' ওদের বলল, তারপর মুক্ত হাতটা মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এবার চলো। অচিরেই তোমাদের ও মাথায় নিয়ে যাব।' উপর দিকে দ্রুত পা চালাল ও। পেছনে টেনে নিয়ে চলল মহিলাকে।

'এই যে এসে গেছি,' পাসের চূড়ায় পৌঁছে বাচ্চা দুটোকে মাটিতে নামিয়ে বলল ও। 'এই দুই সুন্দরী তোমাদের ভালো কিছু খাবার দেবে।' ফেন ও সিদুদুর দিকে ওদের ঠেলে দিল। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে হাসল। বেচারা একেবারে কাহিল হয়ে গেছে, উদ্বেগে কাবু। 'এখন আর বিপদের কোনও কারণ নেই।'

'জানি না আপনি কে, তবে নিঃসন্দেহে আপনি ভালো মানুষ।'

ওদের রেখে আবার হিলতোর কাছে ফিরে এলো ও। একসাথে শরণার্থীদের অবশিষ্টাংশ পাসের উপর দিয়ে নেমে যেতে দেখল ওরা, ওপাশের ঢাল বেয়ে নামছে। ইতিমধ্যে ভোর হতে শুরু করেছে। খাড়া ঢালের চাতালের মাথায় যেখানে মেরেন দাঁড়িয়ে আছে, মাথা তুলে সেদিকে তাকাল তাইতা। হাত নাড়ল মেরেন। ওর লোকেরা জড়ো করা আলগা পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

'প্রহরা মিনারের চূড়ায় যাও,' ফেন ও সিদুদুকে নির্দেশ দিল তাইতা। 'একটু পরেই তোমাদের সাথে যোগ দিচ্ছি।' মুহূর্তের জন্যে মনে হলো তর্ক জুড়ে দেবে ফেন, কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও।

অচিরেই দুর্গের দিকে রথের চাকার ঘরঘর আওয়াজ ছুটে আসার শব্দ পেল তাইতা। ওদের সাথে মিলিত হতে ট্র্যাক ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলও। চাতালের উপর ওত পেতে থাকা মেরেনের লোকদের দিক থেকে ওদের দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে চায়। সহসা সংকীর্ণ পথের বাঁক ঘুরে উদয় হলো প্রথম বাহনটা। ওটা এগিয়ে আসার সময় বাকিগুলোও উদয় হলো পেছনে। প্রতিটি বাহনের পাশে বারজন করে পদাতিক সৈনিক। খাড়া পথ ধরে উঠে আসার সময় রথের পাশ ধরে রেখেছে। সব মিলিয়ে আটটা রথ দেখা যাচ্ছে, শেষেরটার পেছনে একটা বিশাল পদাতিক বাহিনী আবির্ভূত হলো।

গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টাই করল না তাইতা, সামনের রথের দিক থেকে চিৎকার শোনা গেল। চালক চাবুক চালাতেই লাফ দিয়ে সামনে ছুটল ওটা। নড়ল না তাইতা। ওকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ে দিল এক বর্শাধারী, কিন্তু বিক্ষিপ্ত হলো না তাইতা। অস্ত্রগুলো পাথরের উপর পড়ে ঝনঝনিয়ে উঠছে, লক্ষ করল ও। আবার ওদের আসতে দিল ও। পরের বর্শাটা হয়তো ওকে শেষ করে দিতে পারত। কিন্তু

বাউলি কেটে ওটাকে ফাঁকি দিল। কাঁধের উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল ওটা। মিনারের উপর থেকে চিৎকার শুনতে পেল ও। 'তাইতা, ফিরে এসো। নিজেকে বিপদে ফেলছ তুমি।' ফেনের সতর্কবাণী উপেক্ষা করল ও। রথের দিকে লক্ষ রাখতে লাগল। অবশেষে পুরোপুরি মনোযোগ দিল ওরা: এখন আর ওদের ঘুরে পালানোর সুযোগ নেই। মেরেনের উদ্দেশে ইশারা করল ও। 'এখন' চিৎকার করে বলে উঠল। ক্লিফের প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হলো ওর কণ্ঠস্বর: 'এখন! এখন! এখন!'

কাজে লেগে গেল মেরেনের লোকজন। চাতালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল প্রথম দফার পাথরগুলো, খাড়া ঢাল বেয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে এলো। অন্য পাথরও আলগা করে দিল ওগুলো, ফলে পাথর ধস নামল। তারই প্রবল আওয়াজ শুনতে পেল রথ চালকরা। হতচকিত চিৎকার করে বাহন ছেড়ে নিরাপদ জায়গার খোঁজে ছুট লাগাল। কিন্তু সংকীর্ণ পাসে পাথরের ধারা থেকে রক্ষা পাওয়ার মতো কোনওই আশ্রয় নেই। পরিত্যক্ত রথের উপর পড়তে রাগল পাথরের ঝাঁক। মানুষসহ পথের উপর থেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওগুলোকে নিচের গোর্জে। পাথরের পতন শেষ হলে দেখা গেল আবর্জনার স্তূপে রুদ্ধ হয়ে গেছে পাসটা।

'কিছু সময়ের জন্যে কোনও রথই আর এই পাস ব্যবহার করতে পারবে না, এমনকি পায়ে চলা লোকজনও এই বাধা ডিঙাতে গিয়ে ঝামেলায় পড়বে।' সন্তোষের সাথে আপনমনে বলল তাইতা। 'সকালের অবশিষ্ট সময়ের জন্যে ওদের আটকে রাখবে।' ইশারায় মেরেনকে ওর লোকজনকে দুর্গে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিল ও। মিনারের মাথায় যখন উঠে এলো ও ততক্ষণে শরণার্থীদলের অবশিষ্টাংশও উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে ঢের আগেই উধাও হয়েছে।

ওকে দেখে দারুণ স্বস্তিতে প্রবলভাবে আলিঙ্গন করল ফেন। 'আমার অনেক প্রিয় তুমি, হে লর্ড।' ফিসফিস করে বলল। 'তোমার চারপাশে বর্শা উড়তে দেখে আমার বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল।'

'আমার জন্যে তোমার ভেতর এত সম্মান থাকলে জাররিয়দের বাকি দলটা আসার আগেই আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত তোমার।'

'পাহাড় থেকে ফিরে আসার পর দারুণ দক্ষ হয়ে উঠেছ, খুব ভালো লাগছে আমার, লর্ড।' হেসে উঠল সে, রান্নাঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে ফিরে আসার পর প্যারাপেটের উপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে ধুরা পিঠা দিয়ে ডিম খেল। মেরেন আর ওর লোকেরা যে চাতাল থেকে পাথর ফেলেছিল সেটা দখল করার জন্যে জনা পঞ্চাশেক লোক পাঠিয়েছে জাররিয় কমান্ডার, দেখতে পেল ওরা। ওদের নিচে দূর পাল্লার তীরের হাত থেকে গা বাঁচিয়ে পথের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে সে। লোকটা লম্বা, ছিপছিপে, হেলমেটের চূড়ায় কর্নেলের প্রতীক উটপাখির পালক পরেছে।

'ব্যাটার হাবভাব মোটেই ভালো ঠেকছে না,' মন্তব্য করল তাইতা। লোকটার গায়ের রঙ শ্যামলা, কঠিন উঁচু হয়ে থাকা চিবুক, বাঁকানো নাক। 'ওকে চিনতে পারছ, সিদুদু?'

'পেরেছি, ম্যাগাস। কঠিন, নিষ্ঠুর লোক, আমরা সবাই তাকে ঘৃণা করি।'

'নাম?'

'কর্নেল সোকলোশ।'

'কর্নেল স্নেক,' তরজমা করল তাইতা। 'নামের সাথীর সাথে অনেক মিল তার।'

চাতালের নিয়ন্ত্রণ অধিকার করেই যোদ্ধাদের দুর্গের সামনের পাথরে ছাওয়া রাস্তা পরিষ্কার করতে পাঠিয়ে দিল সোকলোশ, একই সাথে যারা এখানকার প্রতিরক্ষায় আছে তাদের শক্তিরও পরীক্ষা নেবে।

'কয়েকটা তীর পাঠাও ওকে লক্ষ্য করে,' ফেনকে বলল তাইতা। ঝটপট তীর আলগা করে নিল মেয়ে দুটো। সিদুদুর তীরটা এক জাররিয়র মাথার ঠিক উপর দিয়ে চলে গেল, লোকটা মাথা নিচু করে দৌড়ে পালাল। আরেকজনের পায়ের গোছায় আঘাত লাগাল ফেন। নেকড়ের মতো অক্ষত পায়ের উপর পাক খেতে লাগল সে, অবশেষে সহযোদ্ধারা তাকে চেপে ধরে তীরের ফলাটা বের করে আনল। তারপর পথ ধরে ছুটে চলে গেল ওরা। দুজন আহতকে সাহায্য করছে। তারপর দীর্ঘ সময় নীরবতা বজায় রইল। এক সময় সশস্ত্র লোকদের বিরাট একটা দল বাঁক ঘুরে ট্র্যাক বরাবর দুর্গের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

'মনে হচ্ছে এখন আমার নিচে যাবার সময় হয়েছে,' বলল মেরেন। তারপর মই বেয়ে প্যারপেটে নেমে গেল। শত্রুপক্ষের পরের দলটা তীরের নাগালের মধ্যে আসামাত্র হিলতোকে ডাক দিল ও: 'তৈরি হও!'

'সমবেত হামলা!' চিৎকার ছাড়ল হিলতো। তলোয়ার খাপে পুরে ধনুক আলগা করে নিল ওর লোকজন। 'নিশানা স্থির করো! ছুঁড়ো!'

সকালের আকাশে উড়ে গেল নিক্ষিপ্ত তীরের ঝাঁক, যেন পঙ্গপালের ঝাঁক। জাররিয়দের উপর গিয়ে পড়ল ওগুলো। জাররিয়দের ঘোড়ার বর্মে ঝনঝন শব্দ তুলল ওগুলোর ফলা। কয়েক জন লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু বাকিরা কাছাকাছি ঘেঁষে মাথার উপর বর্ম তুলে ধরে ছামিয়ানার মতো তৈরি করে দুলকি চালে আগে বাড়ল আবার। বারবার হিলতোর লোকেরা তীরের আক্রমণ চালাতে লাগল, কিন্তু বর্মের ছত্রছায়ায় অক্ষত রয়ে গেল জাররিয়রা। দেয়ালের পায়ের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। পাথুরে গাঁথনির বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করল প্রথম দলটা, দ্বিতীয় দলটা ওদের কাঁধের উপর উঠে পিরামিড তৈরি করে ফেলল।

তৃতীয় সারির সৈনিকরা সেটাকে দেয়ালের চূড়ায় ওঠার সিঁড়ি হিসাবে কাজে লাগাল। তলোয়ার চালিয়ে, তীর ছুঁড়ে ওদের পিছু হটিয়ে দিল হিলতো-বাহিনী। অন্যরা তাদের জায়গায় দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করল, একজনের তলোয়ারের ফলার সাথে আরেকজনের তলোয়ারের টক্কর লাগছে, ঠেলাঠেলি করছে ওরা। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠছে লোকজন, একে অপরকে খিস্তি করছে। জাররিয় বাহিনীর একটা ছোট অংশ দেয়াল টপকে জোর করে প্যারাপেটের উপর উঠে এলো, কিন্তু

ওরা সুযোগটা কাজে লাগানোর আগেই মেরেন, নাকোন্তো ও ইম্বালি হামলে পড়ল ওদের উপর। বেশিরভাগকেই দুভাগ করে ফেলল, দেয়াল থেকে ফেলে দিল অন্যদের।

মিনারের উপর ফেন ও সিদুদু তাইতার দুপাশে দাঁড়িয়ে সতর্কতার সাথে নিশানা বাছাই করছে, দেয়ালের নিচে জাররিয় ক্যাপ্টেন তার লোকজনকে আবার দলবদ্ধ করার চেষ্টা করার সময় ফেলে দিচ্ছে ওদের। তারপর যখন আক্রমণ মুখ থুবড়ে ব্যর্থ হলো, ওদের তীরের বৃষ্টি পলায়নের গতি বাড়াতে বাধ্য করল জাররিয়দের। নিহতদের লাশ দেয়ালের পায়ের কাছে ফেলে গেল শত্রুপক্ষ, কিন্তু আহতদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল।

দুপুরের আগে আরও দুই দফা আক্রমণ শানাল সোকলোশ। ওদের প্রথম হামলাটা যেভাবে পরল ঠেকাল মেরেন-বাহিনী, কিন্তু পরের হামলার সময় তিনটা আলাদা ডিটাচমেন্টে নিয়ে আগে বাড়ল জাররিয়রা, সাথে নিয়ে এলো তাড়াহুড়োয় তৈরি আক্রমণ মই।

যুগপতভাবে দেয়ালের মাঝখানে আর দুই প্রান্তে আক্রমণ চালাল ওরা। আগেই ক্ষীণ সারিতে ছড়িয়ে ছিল প্রতিরক্ষাকারীরা, কিন্তু এবার ত্রিমুখী হামলার মোকাবিলা করতে ওদের আরও ছোট ভাগে ভাগ করতে বাধ্য হলো মেরেন। মরিয়া লড়াই চলল। ওদের সাথে যোগ দিতে নেমে এলো তাইতা। অস্ত্রভাণ্ডারে পাওয়া তীরের বান্ডিলের সাথে মেয়েদের মিনারে রেখে এসেছে। সকালের বাকি সময়টায় দেয়ালের মাথায় অব্যাহত রইল লড়াই। অবশেষে ওরা যখন জাররিদের ছুঁড়ে ফেলে দিল, মেরেনের লোকদের তখন পর্যুদস্ত অবস্থা। ওদের বার জন লোক খুন হয়েছে, বাকি দশ জন এমন মারাত্মক আহত হয়েছে যে লড়াই চালানোর অবস্থা নেই ওদের। বাকিদের বেশিরভাগই অন্তত পক্ষে ছোটখাট চোট পেয়েছে, ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে প্রায়। ট্র্যাকের দিক থেকে সোকলোশ ও তার ক্যাপ্টেনদের চিৎকার শুনতে পেল ওরা, আবার নতুন করে হামলার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে তারা।

'ওদের আর বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব বলে মনে হয় না,' প্যারাপেট বরাবর নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল মেরেন। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ফেন আর সিদুদুর দেওয়া চামড়ার পানির পাত্র থেকে পানি খাচ্ছে ওরা। তলোয়ার আর বর্শার ভোঁতা প্রান্তে ধার দিচ্ছে; ক্ষতস্থান বাঁধছে বা স্রেফ বিশ্রাম নিচ্ছে, ওদের চোখমুখ ফাঁকা, চোখে মলিন দৃষ্টি।

'দালানকোঠায় আগুন লাগাতে তৈরি আছ তুমি?' জানতে চাইল তাইতা।

'মশাল তো জ্বালানোই আছে,' নিশ্চিত করল মেরেন। দেয়ালের কেবল ভিত্তিই পাথরের তৈরি। মূল ভবন ও প্রহরামিনারসহ বাকি সব কিছুই কাঠের। আগুনের শিখা জাররিয়দের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার আগেই এইসব উপকরণ পাসের মুখ বন্ধ করে দেবে।

মেরেনকে রেখে প্যারাপেটের দূর প্রান্তে এলো তাইতা। এক কোণে বসে মাথার উপর জোব্বা টেনে দিল।

কৌতূহলের সাথে ওকে দেখছিল লোকেরা।

'কী করছেন তিনি?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'ঘুমাচ্ছেন,' আরেকজন জবাব দিল।

'উনি ধার্মিক মানুষ। প্রার্থনা করছেন।'

'ওর প্রার্থনার প্রয়োজন আছে আমাদের,' মন্তব্য করল চার নম্বর।

তাইতা কী করতে চাইছে, জানে ফেন; কাছে এসে দাঁড়াল ও। নিজের শরীর দিয়ে ওকে আড়াল করে আপন মনস্তাত্ত্বিক শক্তিতে ওকে আরও শক্তি যোগানোর চেষ্টা করল।

অমন ভীষণ লড়াইয়ের পর নিজেকে স্থির করতে বেশ প্রয়াসের দরকার হলো তাইতার, তবে অবশেষে দেহের সীমানা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল, পাহাড়ের চূড়ায় উড়ে গেল ওর আসল সত্তা। রণক্ষেত্রের উপর নজর বুলিয়ে জাররিয় বাহিনীর জটলা দেখতে পেল, তিন হাজার বা তারও বেশি সৈন্য ট্র্যাক ধরে সমতলের দিকে যেতে সমবেত হচ্ছে। দুর্গের ঠিক নিচে, কিন্তু দেয়ালের কাছ থেকে বেশ দূরে পরের হামলা সংগঠিত হতে দেখল ও। এবার পাহাড় চূড়া পার হয়ে গেল ও। তাকাল কিতানগালে নদী ও হ্রদের দূরবর্তী নীলের দিকে।

নদীর মুখে নৌকা ঘাটে তিনাতের লোকদের দেখতে পেল। সেনাছাউনী দখল করে নিয়েছে ওরা। এখন নদীর জোরাল প্রবাহে নৌকো জুড়ে নামানোর প্রয়াস পাচ্ছে। এরই মধ্যে শরণার্থীদের প্রথম দলটা নৌকায় উঠে পড়েছে, বাকিরা বৈঠা টানার বেঞ্চে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু আরও শত শত লোক এখনও পাহাড়ী পথে নামছে। মাটির আরও কাছাকাছি নেমে এলো ও। পাহাড়ের শরীরকে বিভক্তকারী গোর্জের দিকে তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে। ওটার উপর দিয়ে চলে যাওয়া ঝুলন্ত সেতুটাকে ধূসর পাথরের বিশাল কাঠামোর বিপরীতে এতটুকুন মনে হচ্ছে। শরণার্থীদের শেষ দলটা গোর্জের উপর দিয়ে বিপদসঙ্কুল যাত্রা শুরু করতে নাজুক কাঠের তক্তার উপর উঠতে শুরু করেছে। তিনাতের লোকেরা দুর্বল ও প্রবীনদের সাহায্য করছে, ওর কুঠারবাহিনী সেতুর পাইলন কেটে ওটাকে নিচের অসীম গহ্বরে ফেলে দিতে তৈরি হয়ে আছে। সজোরে পিছু হটল তাইতা, দেহের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তুলে নিল। তারপর মাথার হুড খুলে তড়াক করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'কী জানতে পেলে, তাইতা?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল ফেন।

'আমাদের বেশিরভাগ লোক গোর্জ পার হয়ে গেছে,' জবাব দিল ও। 'এখন দুর্গ ছেড়ে গেলে আমরা ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে বাকিরাও সেতু পার হয়ে যেতে পারবে। ফেন, তুমি আর সিদুদু ঘোড়াগুলোকে তৈরি রাখ।'

ওকে কাজটা করার জন্য রেখে প্যারাপেটের উপর দিয়ে দ্রুত পায়ে মেরেনের কাছে চলে এলো ও। 'লোকজন জড়ো করো। দেয়ালে আগুন লাগিয়ে দাও, জাররিয়দের পরের হামলা শুরু হওয়ার আগেই পথে নেমে পড়ো।'

লড়াইয়ের অবসান ঘটেছে জানতে পেরে লোকদের প্রাণশক্তি চড়ে উঠল। অল্প সময়ের মধ্যেই যার যার অস্ত্র ও আহতদের বয়ে দুর্গের পেছনের ফটক দিয়ে ঠিক পথে এগোতে শুরু করল ওরা। আগুন ধরানোর কাজ তদারক করতে রয়ে গেল তাইতা। জাররিয় সেনাছাউনী মেঝের আস্তরণ ও মাদুর হিসাবে উলুখাগড়া ব্যবহার করেছে। সেগুলোকেই এখন দেয়াল বরাবর ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। মেরেনের লোকেরা ওগুলোকে কোয়ার্টার মাস্টার স্টোরে পাওয়া তেলে আক্ষরিক অর্থেই ভিজিয়ে ফেলেছে। জ্বলন্ত মশাল ওগুলোর উপর ছুঁড়ে দিতেই আগুন ধরে গেল, নিমেষে জ্বলে উঠল দাউদাউ করে। কাঠের দেয়ালে এমন জোরাল আগুন ধরে গেল যে তোরণের দিকে ছুট লাগাতে বাধ্য হলো তাইতা ও মশালধারীরা।

আগেই ওয়ার্লউইন্ডের পিঠে চেপে বসেছিল ফেন, উইন্ডস্মোকের লাগাম ধরে ওর অপেক্ষা করছে। একসাথে ট্র্যাক ধরে শেষ প্লাটুনের পেছন পেছন ছুটতে শুরু করল ওরা। মেরেন ও হিলতো রয়েছে ওটার নেতৃত্বে।

ঝুলন্ত সেতুর কাছে পৌঁছে তখনও অন্তত শখানেক শরণার্থী ওপারে যেতে পারেনি দেখে হতাশ হয়ে পড়ল ওরা। ভীড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে সামনে এগিয়ে গেল মেরেন, কারণ কী জানতে চায়। পাঁচজন বয়স্কা কিন্তু মুখরা মহিলা গোর্জের উপরের সংকীর্ণ সেতুতে পা রাখতে অস্বীকার যাচ্ছে। পথের উপর শুয়ে আতঙ্কে চিৎকার করছে ওরা, কেউ কাছে যাবার চেষ্টা করলেই লাথি হাঁকাচ্ছে তাদের।

'মারতে চাও নাকি আমাদের!' গজগজ করে চলেছে ওরা।

'আমদের এখানেই ফেলে যাও। গর্তে ফেলার বদলে আমাদের বরং জাররিয়দের হাতে তুলে দাও।' ওদের ভীতি সংক্রামক হয়ে দাঁড়াল। পেছনে যারা আসছিল, এখন তারা পিছু হটতে চাইছে; সারির পেছনের লোকদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাটের গুরুর কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে কাঁধে তুলে নিল মেরেন। 'এবার চলো।' ওর কানে কামড়ে দিতে চাইল মহিলা, খাঁমচে দেওয়ার চেষ্টা করল মুখে। কিন্তু দাঁত ওর ব্রোঞ্জের হেলমেটের উপর দাগ ফেলতে পারল না। সংকীর্ণ পথে ওকে নিয়ে দৌড় লাগাল মেরেন, পায়ের নিচে তক্তা থরথর করে কাঁপছে। দুপাশ যেন সীমাহীন। বয়স্কা মহিলা আবার আর্তনাদ করে উঠল। সহসা মেরেন বুঝতে পারল ওর পিঠ ভিজে গেছে। ভয়ঙ্কর হাসিতে ফেটে পড়ল ও। 'বেশ খাটুনি গেছে। আমাকে শীতল করে দেওয়ায় ধন্যবাদ।' উল্টো দিকে এসে মহিলাকে নামিয়ে দিল ও। ওর চোখজোড়া উপড়ে তোলার শেষ একটা প্রয়াস পেল সে। তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে লুটিয়ে পড়ল পথের উপর। ওকে রেখে বাকিদের তুলে আনতে ফিরে গেল মেরেন। কিন্তু হিলতো ও অন্যরা ইতিমধ্যে গোর্জের উপর দিয়ে

এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। প্রত্যেকের কাঁধে এক জন করে বয়স্কা মহিলা, নিজেদের ছাড়িয়ে নিতে যুঝছে ওরা, পিঠের উপর চিৎকার করছে। ওদের পেছনে লোকজন আরও একবার গোর্জের উপর দিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু দেরির জন্যে খেসারত গুনতে হলো ওদের। ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল মেরেন, তাইতাকে কলামের একেবারে সামনের কাতারে দেখতে পেল।

'দুর্গের দেয়ালের আগুন সোকলোশকে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না। ওদের সবাইকে পার করার আগেই আবার আমাদের উপর হামলে পড়বে সে। সবাই পার হওয়ার আগে সেতুটা কাটার সাহস করেত পারব না আমরা,' তাইতাকে বলল সে।

'সংকীর্ণ পথে তিনজনই গোটা সেনাবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে,' বলল তাইতা।

'হিলতো আর আমরা দুজন?' জিজ্ঞেস করল মেরেন। 'সেথের পাছার পাকা ফোসকার দোহাই, ম্যাগাস, পরিস্থিতি কত পাল্টে গেছে ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন আপনিই সবচেয়ে শক্তিশালি ও দক্ষ তলোয়ারবাজ।'

'আজকের দিনে এই কথাটা পরখ করার একটা সুযোগ পাব আমরা,' ওকে আশ্বস্ত করল তাইতা। 'তবে এটা নিশ্চিত করো যে আমাদের মধ্যে কেউ পড়ে গেলে যেন পেছন থেকে সুঠাম কেউ এসে তার জায়গা নেয়।'

সেতুর উপর তখনও অন্তত পঞ্চাশজন ওদের পালা আসার অপেক্ষায় ছিল, এমন সময় পেছনে সোকলোশের হুঙ্কার শুনতে পেল ওরা: পায়ের দুমাদুম আওয়াজ, বর্ম আর খাপে রাখা অস্ত্রের ঝনঝনানি।

কাঁধে কাঁধে লাগিয়ে, পথের উপর অবস্থান গ্রহণ করল তাইতা, মেরেন ও হিলতো। মাঝখানে রয়েছে তাইতা, হিলতো বামে আর মেরেন বাইরের দিকে, ওর পাশেই সোজা গভীর গহ্বরের দিকে নেমে গেছে ক্লিফ প্রাচীর। নাকোন্তোসহ আরও বাছাই করা দশজন লোক ওদের পেছনে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রয়োজনে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। ট্র্যাকের আরেকটু সামনের দিকে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ফেন ও সিদুদু, তাইতা ও মেরেনের ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে। যার যার ধনুক নামিয়ে নিয়েছে ওরা, তৈরি রেখেছে। স্যাডলের উপর উঁচু হয়ে বসে থাকায় তাইতা ও অন্যদের মাথার উপর দিয়ে সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

পথের বাঁক ঘুরে এগিয়ে এলো জাররিয় ব্রিগেডের সামনের সারিটা, পরক্ষণেই ওদের তিনজনকে মোকাবিলা করতে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল। ওদের পেছনে অনুসরণকারী দলটা এগিয়ে এসে থামল। ওরা ফর্মেশন ঠিক করার আগে খানিকক্ষণের জন্যে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। তারপর নীরবে তিন রক্ষীর দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। প্রতিপক্ষের শক্তি আন্দাজ করার প্রয়োজনীয় সময়টুকুই স্থায়ী হলো সেটা। তারপর সামনের কাতারের বিশালবপু সার্জেন্ট

তলোয়ার দিয়ে ওদের দিকে ইঙ্গিত করে মাথা পেছনে হেলিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

'তিন হাজারের বিরুদ্ধে তিনজন! হা! হা!' হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড় হলো তার। 'ওহ! ভয়ে মরে গেলাম!' বর্মের উপর তলোয়ারের ফলা ঘঁষতে শুরু করল সে। চারপাশের লোকজন ভীতিকর একঘেয়ে ছন্দে যোগ দিল তার সাথে। ঢাল দিয়ে শব্দ করতে করতে সামনে বাড়ল জাররিয়রা। ছিলা টানাটান করা ধনুকের তীরের উপর দিয়ে ওদের উপর নজর রাখছে ফেন। জাররিয়রা আক্রমণ শানানোর ঠিক আগ মুহূর্তে মুখের কোণ দিয়ে ফিসফিস করে কথা বলে উঠল ও, দাড়িঅলা সার্জেন্টের উপর থেকে দৃষ্টি সরাল না, ঢালের কিনারার উপর দিয়ে লোকটার চোখজোড়া দেখা যাচ্ছে। 'মাঝখানেরটাকে কায়দা মতো পেয়েছি। তোমার দিকেরটাকে গাঁথ তুমি।'

'ব্যাটাকে চোখে ধরেছিল আমার,' বিড়বিড় করে বলল সিদুদু।

'মারো ওকে!' বলে উঠল ফেন। একসাথে তীর ছুঁড়ল ওরা। তাইতার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল জোড়া তীর। জাররিয় সার্জেন্টের চোখে গিয়ে বিঁধল একটা, উল্টে পড়ে গেল সে, বর্মের ভারে পেছনের দুজনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। লুটিয়ে পড়ল তারাও। সিদুদুর তীর তার পাশের লোকটার মুখে লাগল। দুটো দাঁত খসে পড়ল তার, গলার ভেতর দিকে গিয়ে স্থান করে নিল তীরের ফলা। ক্রোধে চিৎকার করে উঠল তার পেছনের সৈনিকরা। লাশ টপকে তাইতা ও ওর দুই সঙ্গীর দিকে তেড়ে এলো। এখন দুপক্ষই এত কাছাকাছি এসে পড়েছে যে মেয়ে ও নিজেদের লোকদের আঘাত করার আশঙ্কায় তীর ছোঁড়ার সাহস করে উঠতে পারছে না।

অবশ্য, একেকবারে মাত্র তিনজন জাররিয় সারির সামনে আসতে পারছে। ওর দিকে ছুটে আসা লোকটার আঘাত বাউলি কেটে সরে গেল তাইতা, তারপর তলোয়ারের নিচু করে চালানো কোপে তার দুটো পা আলগা করে দিল। লোকটা লুটিয়ে পড়তেই তার ব্রেসপ্লেটের ভেতর দিয়ে সোজা হৃৎপিণ্ডের ভেতর ফলা চালিয়ে দিল তাইতা। শত্রুর ফলা পাশ কাটাল হিলতো, তারপর পাল্টা হামলায় মেরে ফেলল তাকে। লোকটার হেলমেটের ভাইজরের নিচ দিয়ে উড়ে গেল ওটা। একসাথে হয়ে দু কদম পিছিয়ে গেল ওরা তিনজন।

আরও জাররিয় নিহত সহযোদ্ধার লাশ টপকে তেড়ে এলো ওদের দিকে। মেরেনকে আঘাত করল একজন, বাউলি কেটে সরে গেল ও; প্রতিপক্ষের তলোয়ার-ধরা হাতের কব্জি আঁকড়ে ধরে ক্লিফের কিনারার উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল নিচে। আর্তনাদ করে নিচের পাথরে ধপাস করে পড়ল সে। দুই হাতে তলোয়ার উঁচু করে ধরল তাইতার দিকে এগিয়ে আসা পরের লোকটা, কাঠ কাটার ভঙ্গিতে ওর মাথা লক্ষ্য করে চালাল। তার তলোয়ারের আঘাত গ্রহণ করল তাইতা, তারপর

চট করে সামনে এগিয়ে বাম হাতে ধরা ড্যাগারের ফলা সেঁধিয়ে দিল তার পেটে। ঠেলে পাঠিয়ে দিল নিজের দলের দিকে, টলতে টলতে সরে গেল সে। আরেকজনকে পঙ্গু করে দিল মেরেন, লোকটা পড়ে যাবার সময় সজোরে তার মাথায় লাথি হাঁকাল; ডিগবাজি খেয়ে ক্লিফের উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল সে। এক আঘাতে পরের জাররিয়র হেলমেট কেটে দিল হিলতো, ফলে ব্রোঞ্জের চূড়া ভেদ করে খুলির গভীরে বসে গেল সেটা। তীরের আঘাত তলোয়ার ঠেকাতে পারল না। মট করে ভেঙে গেল সেটা, হিলতোর হাতে রয়ে গেল কেবল হাতলটা।

'একটা তলোয়ার! আমাকে একটা নতুন তলোয়ার দাও,' মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল সে। কিন্তু পেছন থেকে কেউ তলোয়ার তুলে দেওয়ার আগেই ফের আক্রমণের মুখে পড়ে গেল ও। ড্যাগারের হাতলটা জাররিয়র মুখের দিকে ঠেলে দিল হিলতো, কিন্তু চট করে নিচু হয়ে গেল লোকটা, হিলতোর দিকে ঠেলে দেওয়া হেলমেটের ভাইজরের দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল ওটা। জায়গামতোই লাগল আঘাতটা, কিন্তু শক্ত করে তার কোমর জড়িয়ে ধরল হিলতো, নিজের লোকের সারির ভেতর টেনে নিয়ে এলো। হিলতোর কব্জা থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে যুদ্ধ করার সময় ওর পেছনের লোকজন মেরে ফেলল তাকে। কিন্তু মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে হিলতো; ওইদিন আর লড়াই করার উপায় রইল না ওর। ধরাধরি করে সেতুর কাছে নিয়ে গেল সহযোদ্ধারা, ওদের শরীরের উপর সমস্ত ওজন ছেড়ে দিল ও। তাইতার পাশে ওর জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করল নাকোন্তো। ওর দুহাতে একটা করে স্ট্যাবিং বর্শা রয়েছে। সেগুলো এমন নৈপূণ্য ও জোরে ঘোড়াতে শুরু করল যে ব্রোঞ্জের ডগা নৃত্যরত আলোর মতো ঝাপসা হয়ে গেল। পথের উপর মৃত ও মৃত্যুপথযাত্রী জাররিয়দের ফেলে সেতুর মাথার দিকে পিছিয়ে আসতে শুরু করল ওরা তিনজন, শরণার্থীদের চলার গতির সাথে নিজেদের গতি খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।

অবশেষে চিৎকার করে উঠল ফেন। 'সবাই পার হয়েছে!' যুদ্ধের ডামাডোল ছাপিয়ে ভেসে গেল ওর সুরেলা কণ্ঠ। তাইতা যার সাথে লড়ছিল এক কোপে তাকে খতম করল, গলায় পোচ লাগাল একটা, তারপর পেছনে তাকাল। সেতু ফাঁকা।

'কুঠারঅলাদের দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াতে বলো। সেতু কেটে ফেল!' ফেনের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল ও। ওকে নির্দেশ পুনরাবৃত্তি করতে শুনল। পরের শত্রুর মোকাবিলা করতে ঘুরে দাঁড়াল এবার। ওদের মাথার উপর দিয়ে সোকলোশের হেলমেটে লাগানো উটপাখির পালক দেখতে পাচ্ছে। লোকদের সামনে এগোতে ধমক দিচ্ছে সে। কিন্তু সহযোদ্ধাদের কচুকাটা হতে দেখেছে ওরা। ওদের পায়ের নিচের মাটি এখন রক্ত আর কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে। পুরো রাস্তা লাশে ভরা। সাহস উবে যেতে শুরু করেছে ওদের। পেছনে আবার চোখ ফেরানোর মতো যথেষ্ট সময় পেল তাইতা। সেতুর কাঠ ও রশির উপর কুড়োলের আঘাতের আওয়াজ কানে আসছে। তবে ঘোড়ার পিঠে মেয়ে দুটি এখনও গোর্জের ওপাশে যায়নি।

ওদের সাথে পুরুষের একটা ছোট দল সারির কোনও ফাঁক পূরণ করতে তৈরি হয়ে আছে।

'পিছিয়ে যাও!' ওদের নির্দেশ দিল তাইতা। 'সবাই, পিছিয়ে যাও।' দ্বিধা করল ওরা। শত্রুর মোকাবিলায় এত অল্প লোক রেখে যেতে অনীহ। 'বলছি চলে যাও। এখানে আর বেশি কিছু করার নেই তোমাদের।'

'পেছাও!' গর্জে উঠল মেরেন। 'জায়গা দাও আমাদের। আমরা আসার পর অনেক তাড়াতাড়ি ঘটবে সবকিছু।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল মেয়েরা, সেতুর তক্তার উপর আওয়াজ তুলল ওদের ঘোড়ার খুর। অন্যরা ওদের অনুসরণ করে সেতুর ওপারে দূর প্রান্তে পৌঁছাল। নাকোন্তো, মেরেন ও তাইতা এখনও জাররিয় বাহিনীর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সেতুর উপর উঠে ঠিক মাঝখানে অবস্থান নিল। দুপাশেই গভীর খাদ। লোকেরা আসল খুঁটি কাটার সময় কুড়োলের আওয়াজের সাথে প্রতিধ্বনি তুলছে ক্লিফ।

ঝেড়ে দৌড়ে সেতুর উপর এলো শত্রুপক্ষের তিনজন। ওদের পায়ের নিচে কাঁপছে তক্তাগুলো। কেন্দ্রের তিনজনের ঢালে নিজেদের ঢালের বাড়ি খাওয়াল ওরা। তলোয়ার হাঁকিয়ে, ঠেলে দুই পক্ষই দোল খাওয়া সেতুর উপর টিকে থাকল। প্রথম জাররিয় সারিকে কতল করার পর অন্যরা ওদের জায়গা দখল করতে ধেয়ে এলো; রক্তের পুকরে পিছলে যাচ্ছে ওদের পা, হুমড়ি খেয়ে পড়ছে মৃত সহযোদ্ধাদের উপর। ওদের পেছনে অন্যরা হামাগুড়ি দিয়ে সংকীর্ণ সেতুতে উঠে আসছে। তলোয়ারের ফলার সাথে তলোয়ারের ফলার সংঘর্ষ হচ্ছে। লুটিয়ে পড়ছে মানুষ, তারপর সেতুর কিনারা দিয়ে পিছলে নিচে পড়ে যাচ্ছে, মরণ চিৎকার উঠছে ওদের কণ্ঠে। কিন্তু পুরো সময় জুড়ে কাঠের গায়ে কুড়োল হাঁকানোর শব্দ ও চিৎকার নতুন করে প্রতিধ্বনি সূচনা করছে।

সহসা কুকুরের মাছি তাড়ানোর মতো থরথর কেঁপে উঠল গোটা সেতু। এক পাশে খসে পড়ে বেঁকে ঝুলতে লাগল। বিশজন জাররিয় আর্তনাদ ছেড়ে সোজা নিচের গহ্বরের দিকে ধেয়ে গেল। তাইতা ও মেরেন দোলায়মান সেতুর উপর ভারসাম্য বজার রাখতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। কেবল নাকোন্তো খাড়া রইল।

'ফিরে এসো, তাইতা!' চিৎকার করে উঠল ফেন ও ওর চারপাশের অন্যরা। 'ফিরে এসো! সেতু ভেঙে গেছে! ফিরে এসো!'

'ফিরে যাও!' মেরেনের উদ্দেশে গর্জে উঠল তাইতা, লাফ দিয়ে উঠেই আক্রোব্যাটের মতো ভারসাম্য বজায় রেখে দৌড় লাগাল। 'ফিরে যাও!' নাকোন্তোকে নির্দেশ দিল ও, কিন্তু যুদ্ধের উন্মাদনায় লাল হয়ে আছে শিলুকের চোখ। শত্রুর উপর স্থির সেগুলো, তাইতার কথা শুনেছে বলে মনে হলো না। তলোয়ার দিয়ে তার পিঠে সজোরে আঘাত করল তাইতা। 'ফিরে যাও! যুদ্ধ শেষ!' ওর বাহু শক্ত করে ধরে দূর প্রান্তের দিকে ঠেলে দিল ওকে।

যেন ঘোর থেকে বের হয়ে এসেছে, মাথা নাড়ল নাকোন্তো, তারপর মেরেনের পিছু পিছু দৌড় লাগাল। কয়েক গজ পেছনে থেকে অনুসরণ করল তাইতা। সেতুর শেষ মাথায় পৌঁছুল মেরেন, লাফ দিয়ে পড়ল পাথুরে পথের উপর, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে চাবুকের শব্দের মতো শব্দ করে সেতুকে আটকে রাখা মূল গাই রোপের একটা ছিঁড়ে গেল। তীক্ষ্ণ কোণে ঢেউ তুলে দুলতে শুরু করল ক্যাটওঅক, তারপর থামল আবার। জাররিয়দের যারা তখনও কোনওমতে খাড়া হয়ে ছিল, তারা আর টিকতে না পেরে একের পর একের কিনারার দিকে পিছলে গেল, তারপর টপাটপ খসে পড়ল। সেতুটা আবার কাঁপতে শুরু করার আগেই জমিনে পা রাখল নাকোন্তো।

সেতুটা প্রবলভাবে কেঁপে ওঠার সময়ও ওটার উপর ছিল তাইতা। কিনারার দিকে পিছলে গেল ও, আত্মরক্ষা করতে একদিকে ছুঁড়ে দিল তলোয়ারটা, তারপর নিজেকে মিশিয়ে দিল। প্ল্যাঙ্কের বাঁধনের ভেতর সংকীর্ণ ফোকর রয়েছে। আঙুল বাঁকা করে সেগুলোর সাহায্যে উপরে উঠে আসার সময় হাত রাখার মতো একটা জায়গা পেয়ে গেল। ফের কেঁপে উঠল সেতুটা। গড়িয়ে প্রায় ক্লিফের গায়ের কাছে এসে থামল আবার। গোর্জের উপর ঝুলছে ওর পাজোড়া, আঙুলের ডগা দিয়ে কোনমেতে ঝুলে আছে ও। পা রাখার মতো একটা জায়গার খোঁজ করতে লাগল ও। কিন্তু স্যান্ডেলের পায়াগুলো সংকীর্ণ ফোকরে ঢোকানোর পক্ষে বেশ বড়। হাতের শক্তি জড়ো করে নিজেকে টেনে ওপরে ওঠাল ও।

ওর ঠিক মাথার কাছে তক্তার উপর খ্যাঁচ করে বিঁধল একটা তীর। গোর্জের উল্টোদিকে দাঁড়ানো জাররিয়রা ওকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করছ। নিজেকে বাঁচনোর মতো অবস্থায় নেই সে। একের পর হাত চালিয়ে নিজেকে ওপরে ওঠাল। প্রতিবার একটা হাত ছেড়ে দেওয়ার সময় এক হাতে ঝুলে থেকে ওটার ওপরের কোনও একটা প্ল্যাঙ্কের ফোকর খুঁজছে ও। সেতুটা পাক খেয়ে যাওয়ায় প্ল্যাঙ্কগুলোর ভেতরের ফোকর আগেরটার চেয়ে পরেরটা অনেক সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। অবশেষে এমন একটা জায়গায় পৌঁছুল ও, যেখানে আর পরের ফোকরে আঙুল ঢোকাতে পারল না, তো অসহায়ের মতো ঝুলে রইল। পরের তীরটা এত কাছে এসে লাগল যে ওর টিউনিকের স্কার্টকে কাঠের সাথে গেঁথে দিল।

'তাইতা!' ফেনের কণ্ঠস্বর। মাথা ঘুরিয়ে ওপরে তাকাল ও। ওর থেকে দশ ফুট ওপরে ফেনের মাথা। চিৎ হয়ে বসে কিনারার উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে। 'হে, প্রিয় আইসিস, আমি তো ভেবেছি তুমি পড়ে গেছ,' কেঁপে গেল ওর কণ্ঠস্বর। 'আরেকটু ধরে থাকো।' চলে গেল ও। আরেকটা তীর এসে বিঁধল ঠিক ওর বাম কানের কাছে কাঠের গায়ে।

'ধরো, এটা ধারো।' ফাঁস বানানো একটা হল্টার দড়ির এসে পড়ল ওর পাশে। ওটার দিকে এক হাত বাড়িয়ে দিল ও, ভেতরে মাথা গলিয়ে বগলের নিচে ফাঁসটাকে বসিয়ে নিল।

'তৈরি?' ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে ফেনের চোখ। 'অন্য প্রান্ত উইন্ডস্মোকের স্যাডলের সাথে বাঁধা আছে। আমরা টেনে তুলছি তোমাকে।' আবার অদৃশ্য হয়ে গেল ও। একটা ঝাঁকি খেয়ে টান টান হয়ে গেল দড়িটা। উপরে ওঠার সময় ঝুলন্ত সেতুর উপর হাত পা চালিয়ে নিজেকে রক্ষা করল ও। আরও তীর ছুটে এলো ওর দিকে, কাঠে বিঁধল। তবে গাছে উঠে পড়া চিতার নিচে একপাল নেকড়ের মতো ওর রক্তের নেশায় জাররিয়দের চেঁচামেচি শুনতে পেলেও একটা তীরও স্পর্শ করতে পারল না ওকে।

রাস্তার সমতলে ওঠার পর মেরেনের শক্তসমর্থ লোকজন ও নাকোস্তো ওকে নিরাপদে তুলে নিতে হাত বাড়িয়ে দিল। জমিনে এসে উঠে দাঁড়াল ও, অমনি উইন্ডস্মোকের লাগাম ছেড়ে ছুটে এলো ফেন। নীরবে ওকে আলিঙ্গন করল ও, স্বস্তির অশ্রু গড়িয়ে নামছে গাল বেয়ে। চকচক করছে।

সেদিন রাতে শরণার্থীদের কলামটাকে ট্র্যাক বারাবর এগিয়ে নেওয়া অব্যাহত রাখল ওরা। ভোরের প্রথম আলোয় শেষ দলটাকে কিতানগালে নদীর তীরে নিয়ে আসতে পারল। নৌকাঘাটের গেটে ওদের অপেক্ষায় ছিল তিনাত। তাইতার সাথে যোগ দিতে দ্রুত ছুটে এলো সে। 'আপনাকে নিরাপদে থাকতে দেখে খুশি হয়েছি, ম্যাগাস, তবে লড়াইটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় দুঃখ লাগছে। শুনেছি দারুণ শক্ত লড়াই হয়েছে নাকি। জাররিয়দের পিছু ধাওয়ার আর কী খবর আছে?'

'গোর্জের সেতুটা ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে তাই বলে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে না ওদের। সিদুদু বলছে দক্ষিণে আরও চল্লিশ লীগ দূরে একটা সহজ পথ আছে। আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি সোকলোশ ওটার খবর জানে। লোকজন নিয়ে ওই পথ ধরবে সে। আমাদের চেয়ে অনেক দ্রুত ছুটতে পারবে। অচিরেই ওকে আমাদের সামনে আশা করতে পারি।'

'দক্ষিণের পথটাই জাররিতে ঢোকার মূল রাস্তা। সোকলোশ অবশ্যই ওটার কথা জানে।'

'পথে লোক রেখে এসেছি যাতে ওর দিকে খেয়াল রাখতে পারে,' বলল তাইতা। 'এইসব লোককে এখুনি নৌকায় তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।' প্রথমে ঘোড়গুলোকে বোঝাই করল ওরা। তারপর অবশিষ্ট শরণার্থীদের।

শেষ কয়েক জন নৌকায় ওঠার আগেই পিকেটাররা ঘোড়া হাঁকিয়ে নৌকাঘাটে হাজির হলো। 'জাররিয়দের সামনের কাতারের লোকজন ঘণ্টাখানেকের ভেতর হামলে পড়বে আমাদের উপর।'

মেরেন ও ওর লোকজন শরণার্থীদের শেষ দলটাকে জেটি বরাবর সামনে নিয়ে নৌকায় তুলে দিল। সবগুলো নৌযান ভরে ওঠার পরপরই বৈঠাঅলারা নদীর মূল স্রোতে নিয়ে এলো ওদের যান, তারপর স্রোতের দিকে গলুই ঘুরিয়ে নিল। ফ্লোটিলার শেষ নৌকায় হিলতোর খাটিয়াসহ উঠল ফেন ও সিদুদু। জাহাজঘাটায় বিশটা জাহাজ পড়ে রইল খালি, তাইতা পাড়ে রয়ে গেল ওগুলোর ধ্বংস তত্ত্বাবধান করবে বলে। ওগুলোর ভেতর জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে দিল ওরা, কাঠের গায়ে দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠলে টেনে পানিতে নামিয়ে আনল, এখানে দ্রুত পানির কাছে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সব। নৌকাঘাটকে ঘিরে রাখা প্রাচীর থেকে পাহারাদাররা কুডু-শিংয়ের শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে সতর্ক করে দিল ওদের। 'শত্রুকে দেখা গেছে!'

নৌকার জন্যে চূড়ান্ত সংঘাত হলো। মেয়ে দুটো যেখানে ওদের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিল সেটার ডেকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তাইতা ও মেরেন। হাল ধরল মেরেন, বৈঠাঅলারা ডক থেকে নৌকাটাকে বের করে আনল। জাররিয় ভ্যানগার্ডের প্রথম দলটা যখন ঝড়ের বেগে নৌকাঘাটে হাজির হলো তখনও ওরা তীরের আওতায় রয়ে গেছে। স্যাডল থেকে নেমে তীরে ভীড় করে দাঁড়াল ওরা, ঝড়ের মতো তীরের বৃষ্টি শুরু করল, ওগুলোর কয়েকটা ডকের গায়ে বিঁধলেও চোট পেল না কেউ।

প্রশস্ত কিতানগালে নদীর স্রোত ধরার জন্যে গলুই ঘুরিয়ে নিল মেরেন, ওদের টেনে নিয়ে চলল ওটা, প্রথম বাঁক পার করে আনল। ওরা জাররিয় ম্যাসিফের ক্লিফের দিকে তাকানোর সময় দীর্ঘ স্টিয়ারিংয়ের উপর ঝুকে পড়ল ও। ইয়োসের সাম্রাজ্য ছেড়ে আসার সময় আনন্দে আপ্লুত থাকার কথা হলেও বরং নীরব ও গম্ভীর হয়ে আছে ওরা।

পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে আছে ফেন ও তাইতা। অবশেষে নীরবতা ভাঙল ফেন। কেবল তাইতাকে শোনাতে নিচু কণ্ঠে কথা বলল। 'তাহলে অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। পালাতে পেরেছি, কিন্তু ডাইনীটা বেঁচে আছে, এখন নীল নদী বইছে না।'

'খেলা এখনও শেষ হয়নি। ঘুটি এখনও টেবিলে সাজানো আছে,' বলল তাইতা।

'তোমার কথার মানে বুঝলাম না, মাই লর্ড। জাররি থেকে সটকে পড়ছি আমরা। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সরে এসেছি, ডাইনীটাকে জীবিত রেখে যাচ্ছি। মিশর ও ফারাও'র কাছে নিয়ে যাবার মতো কিছুই নেই তোমার কাছে, স্রেফ কিছু কাহিল দর্শন পলাতক ও আমাদের নিজস্ব কিছু দাস। মিশর এখনও অভিশপ্তই আছে।'

'না, কেবল এইটুকুই সাথে নিচ্ছি না। ইয়োসের সমস্ত জ্ঞান ও নাক্ষত্রিক শক্তি রয়েছে আমার সাথে।'

'তাতে তোমার বা ফারাও'র কী লাভ হবে, যদি মিশর খরায় শেষ হয়ে যায়?'

'আমি হয়তো ডাইনীর স্মৃতি তার রহস্য ও ষড়যন্ত্র বানচাল করার কাজে ব্যবহার করতে পারব।'

'তুমি কি এরই মধ্যে তার জাদুর রহস্য জেনে গেছ?' ওর মুখের দিকে চেয়ে আশান্বিত কণ্ঠে জানতে চাইল ফেন।

'তা জানি না। ওর কাছ থেকে জ্ঞানের এক পাহাড় ও সাগর ছিনিয়ে নিয়েছি আমি। আমার অন্তস্তল ও চৈতন্য ভরে গেছে। এত বেশি সেই জ্ঞান যেন অসংখ্য হাড়অলা একটা কুকুর। এর বেশির ভাগই আমাকে লুকিয়ে রাখতে হয়েছে। সম্ভবত এর কিছু অংশ এত গভীরে পুঁতে রাখা হয়েছে যে কোনওদিন আর উদ্ধার করতে পারব না। অন্তত তা আত্মস্থ করতে কিছু সময় লাগবে। তোমার সহায়তা লাগবে সেজন্যে। আমাদের দুজনের মন এমনভাবে খাপ খেয়ে গেছে যে কেবল তুমিই আমার কাজে সাহায্য করতে পারো।'

'আমাকে সম্মানিত করলে তুমি, ম্যাগাস,' সহজ কণ্ঠে বলল ফেন।

ভাটিতে অনেকটা পথ ওদের ধাওয়া করল জাররিয়রা। নদীর তীর বরাবর চলে যাওয়া ট্র্যাক ধরে প্রবল বেগে ধেয়ে এলো যতক্ষণ না জলাভূমি ও নিবিড় বন ওদের একাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য করল। স্রোতের টানে ভেসে চলল নৌবহর, চাঁদের পাহাড়ে ঝরা বৃষ্টির পানিতে ভরে ফুলে ফেঁপে উঠেছে ওটা, শত্রুকে পেছনে ফেলে গেলে ওরা।

রাত নামার আগেই সেদিন স্কোয়াড্রনের সামনের সারির যানগুলো প্রথম জলপ্রপাতের কাছে পৌঁছাল। অনেক মাস আগে এটা ওদের যাত্রা বিঘ্নিত করেছিল। কিন্তু এখন শাদা পানি প্রবল বেগে নিচে পাঠিয়ে দিল ওদের, ঝাপসা হয়ে গেল দুইপাশে তীর। জলপ্রপাতের শেষে নিচের তীরে জাররিয় সীমানাপ্রাচীর ও ছোট সেনাছাউনীর নিচে ঠেকার পর ওরা লক্ষ করল ফ্লোটিলার আগমন টের পেয়েই সৈনিকরা সটকে পড়েছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে ব্যারাকগুলো, কিন্তু গুদামঘরগুলো অস্ত্র, সরঞ্জাম ও অন্যান্য রসদে ভর্তি। বার্জগুলো রসদে বোঝাই করে আবার পুব দিকে আগে বাড়ল ওরা। নৌকায় ওঠার মাত্র দশদিনের মাথায় কিতানগালের মুখ দিয়ে বের হয়ে নালুবা'লে হ্রদের বিশাল বিস্তারে এসে পড়ল, তারপর উত্তরে বাঁক নিল, তীর অনুসরণ করে ঘুরে তামাফুপা পর্বতমালার দিকে এগিয়ে চলল।

যাত্রাটা রুটিনে পরিণত হতে হতে নিজের ও ফেনের জন্যে বৈঠার বেঞ্চির ঠিক সামনে ডেকের এক কোণে একটা জায়গা দখল করে নিল তাইতা। ছায়া ও গোপনীয়তার স্বার্থে ম্যাটিং পাল ডেকের উপর মেলে দিয়েছে। একটা মাদুরে বসে দিনের প্রায় পুরো সময়ই এক সাথে কাটায় ওরা, পরস্পরের হাত ধরে একে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে তেনমাস ভাষায় ফিসফিস করে ওর সাথে কথা বলে তাইতা। ওর মনের ভেতর উপচে ভরা সব তথ্য ফেনকে জানানোর এটাই একমাত্র জুৎসই ভাষা।

ওর সাথে ফিসফিস করে কথা বলার সময়ই ফেনের মন ও নাক্ষত্রিক আত্মা বিস্তৃত হওয়ার ব্যাপারে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন হয়ে উঠল তাইতা। ওর কাছে যতটুকু নিচ্ছে তার প্রায় সমান সমানই ফিরিয়ে দিচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তুলছে ওকে। তাছাড়া ক্লান্ত করা তো দূরের কথা বরং অবিকিরত মানসিক কার্মকাণ্ড আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে ওদের।

রোজ সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের আগে নোঙর ফেলে নৌবহর, বেশির ভাগ যাত্রীই রাতের মতো তীরে নেমে পড়ে, কেবল পাহারা দিতে রেখে যায় অ্যাংকার ওয়াচকে। সাধারণত তাইতা ও ফেন দিনের আলোর এই সময়টুকুর সুবিধা কাজে লাগিয়ে তীর বরাবর ও বনের সীমানায় ঘুরে শেকড়, গুল্ম ও বুনো ফল যোগাড় করে। খাবার ও প্রয়োজনীয় ওষুধ তৈরি মতো যথেষ্ট যোগাড় হলেই আবার নিজেদের আশ্রয়ে ফিরে আসে। শিবিরের বাকি অংশ থেকে অনেকটা তফাতে বসানো হয়েছে ওটা। কোনও কোনও সন্ধ্যায় মেরেন ও সিদুদুকে ওদের তৈরি খাবার খেতে আমন্ত্রণ জানায় ওরা। তবে প্রায়ই নিজেদের ভেতরই মগ্ন থাকে, গভীর রাত অবধি গবেষণা করে।

যখন মাদুরে শুয়ে গায়ে কারোস পশমের চাদর টেনে নেওয়ার পর ফেনকে আপন বাহুতে টেনে নেয় তাইতা। জড়োসড়ো হয়ে ওর বুকে শুয়ে থাকে সে।

মরিয়াভাবে ওকে পেতে চায় তাইতা। ওর সদ্যপ্রাপ্ত সমগ্র পৌরুষ দিয়ে ওকে আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু অনেকদিক থেকেই মেয়েটার মতোই নিজেও এই ব্যাপারে নিষ্পাপ ও অভিজ্ঞতাহীন ও। কেবল মেঘ-বাগিচার সেই নিষ্ঠুর সংঘাতই ছিল ওর একমাত্র ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা যেখানে নিজের দেহ ধ্বংসের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল ও, ভালোবাসার বাহন হিসাবে নয়। সেখানে এখনকার মতো তিক্তমিষ্টি আবেগের ছাপ ছিল না, রোজই এখন এই অনুভূতিটা প্রখরতর হয়ে উঠছে।

ফেন ওকে নিয়ে খেলা করার সময় ওরও একইভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সহাজাত প্রবৃত্তি ওকে সতর্ক করে বলে মেয়েটা নারীত্বের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেও চৌকাঠ পেরুনোর মতো অবস্থায় পৌঁছায়নি এখনও।

'আমাদের সামনে সারা জীবন, সম্ভবত অনেকগুলো জীবন পড়ে আছে,' নিজেকে সান্ত্বনা দেয় ও, তারপর জোর করে ঘুমিয়ে পড়ে।

হারানো মাতৃভূমির উদ্দেশে এগিয়ে চলেছে বৈঠার বেঞ্চির লোকগুলো, তাই প্রাণের টানে বৈঠা বাইছে ওরা। পরিচিত হ্রদের তীর দ্রুত পেছনে পড়ে যাচ্ছে, নৌবহরের পেছনে চলে যাচ্ছে লীগের পর লীগ পথ। অবশেষে এক সময় নীল হ্রদের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াল তামাফুপা পাহাড়সারি। নৌকার রেইলিংয়ের কাছে

ভীড় করে দাঁড়াল ওরা, বিস্ময়ভরা নীরবতায় তাকিয়ে রইল সেদিকে। এই জায়গাটা ছিল অমঙ্গলে ভরা, সবচেয়ে সাহসী লোকটিরও এখানে এলে বুকে কাঁপন ধরে যেত। উপসাগরের মূল ভূমি পাশ কাটিয়ে নীলের মুখে বাঁধ হিসাবে দাঁড়ানো লাল পাথর দেখে তাইতার কাছে এগিয়ে এলো ফেন, স্বস্তির আশায় ওর হাত ধরল। 'এখনও মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে ওগুলো। আশা করেছিলাম মালকিনের সাথে ওগুলোও শেষ হয়ে গেছে।'

জবার দিল না তাইতা। হালে দাঁড়ানো মেরেনকে ডাকল তার বদলে। 'উপসাগরের মাথা দিকে ঘোরাও।'

শাদা সৈকতে শিবির করল ওরা। সে রাতে কোনও উৎসব হলো না। সবার মেজাজই খারাপ, অনিশ্চিত। যাত্রা অব্যাহত রাখতে নীলের অস্তিত্ব বা ওদের মিশরের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট ঘোড়াও নেই।

সকালে সব নৌকা তীরে তুলে ধ্বংস করার নির্দেশ দিল তাইতা। এটা আশা করেনি কেউ। এমনকি মেরেন পর্যন্ত বাঁকা চোখে তাকাল ওর দিকে। কিন্তু ওর নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন তোলার কথা ভাবল না কেউ। মালসামান নামানো হলে ফোকরের ডাওয়েল পিন খুলে ফেলা হলো, বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হলো খোলস।

'সবকিছু, সবাইকে–নৌকা, মানুষ, মালপত্র–গ্রামে নিয়ে যাও, যেখানে মূলভূমির চূড়ায় খোঁড়া শামান কালুলু থাকত।'

'কিন্তু সেতো নদীর অনেক উপরে,' বিভ্রান্ত মেরেন মনে করিয়ে দিল ওকে।

ওর দিকে হেঁয়ালি মাখা চোখে তাকাল তাইতা, নড়েচড়ে দাঁড়াল মেরেন। 'মহাহ্রদের অনেক উপরেও ওটা,' অবশেষে বলল ও।

'ব্যাপারটা কি গুরুত্বপূর্ণ, ম্যাগাস?'

'হতে পারে।'

'তাহলে এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

সবকিছু পাহাড়ে তুলতে টানা ছয়দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির প্রয়োজন হলো। অবশেষে কালুলু'র গ্রামের কালো ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে খোলের বিভিন্ন অংশ সাজিয়ে রাখার পর ওদের বিশ্রাম নিতে দিল তাইতা। নীলের শুষ্ক মুখ ও সেটার মুখে দাঁড়ানো অপ্রতিরোধ্য বাঁধের দিকে পাহাড়ের ঢালে আশ্রয় নির্বাচন করল তাইতা ও ফেন। ভোরে শুকনো আগাছার ছামিয়ানার নিচে বসে হ্রদের দিকে তাকিয়ে থাকে ওরা; নীল পানির বিশাল বিস্তার মাথার উপরের আকাশে ভেসে বেড়ানো মেঘের দলের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। বাঁধের বাধাহীন দৃশ্য এবং ওটার উপরের ব্লাফে ইয়োসের ক্ষুদে মন্দিরও দেখতে পায়।

তৃতীয় দিন সকালে তাইতা বলল, 'ফেন, আমরা এখন তৈরি। আমরা আমাদের শক্তি সংহত করেছি। এখন পূর্ণিমার অপেক্ষা করতে হবে।'

'এখন থেকে আর চারদিন,' বলল ফেন।

'তার আগে ডাইনীর বিরুদ্ধে আর একটা মাত্র হামলা চালাতে পারব আমরা।'

'তুমি যেকোনও সিদ্ধান্তের জন্যে আমি তৈরি, ম্যাগাস।'

'চারপাশে নাক্ষত্রিক প্রাচীর তৈরি করেছে ইয়োস।'

'সেজন্যেই ওর আস্তানায় থাকতে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি।'

'শেষবারের মতো তার প্রতিরক্ষা পরখ করতে চাই আমি। কাজটা বিপজ্জনক হবে, তবে আমাকে ও তোমাকে অবশ্যই শক্তি একত্রিত করে বর্ম ভেদ করে তার শক্তঘাঁটি দখল করার চেষ্টা চালাতে হবে।' হ্রদের কিনারে নেমে এলো ওরা। পরনের পোশাক ধুয়ে তারপর টলটলে জলে স্নান করল। আচরিক স্নান এটা: নোংরা ও বিশ্রী বস্তুতে অশুভ বিস্তার লাভ করে। সূর্যের আলোয় ওদের নগ্ন শরীর শুকোনের সময় ফেনের চুল আঁচড়ে বেণী বেঁধে দিল তাইতা। তাইতার সদ্য গজানো ঝলমলে দাড়ির যত্ন নিল ফেন। কাঁচা ডালে দাঁত মেজে সুবাসিত গাছের ডাল কুড়িয়ে পাহাড়ের ঢালে শিবিরে নিয়ে এলো। আশ্রয়ে পৌঁছার পর ওদের আগুনে গনগনে কয়লা বানালো ফেন, অগ্নিশিখায় পাতা ছিটিয়ে দিল তাইতা। তারপর পায়ের উপর পা তুলে হাতে হাত ধরে ধ্যানের ভঙ্গিতে বসল, পরিষ্কার ও সজীবকারী ধোঁয়া বুকে টেনে নিতে লাগল শ্বাসের সাথে।

এবারই প্রথমবারের মতো যৌথ নাক্ষত্রিক আক্রমণের প্রয়াস পেয়েছে ওরা, কিন্তু নাক্ষত্রিক বলয়ে ওদের এই পরিবর্তন ছিল খুবই মসৃণ। আত্মায় আত্মা মিলিয়ে হ্রদের অনেক উপরে উঠে এলো ওরা, বনের উপর দিয়ে ভেসে চলল পুব দিকে। জাররিয়দের এলাকা ঘন মেঘের নিচে ঢাকা পড়ে থাকতে দেখল, কেবল চাঁদের পাহাড়ের চূড়াগুলোই ওগুলো ফুঁড়ে বের হয়ে এসেছে, ওগুলোর চূড়ার বরফ অপরূপ আভায় ঝিলিক মারছে। ওগুলোর বরফের নীড়ে বাসা বেঁধেছে মেঘ-বাগিচার গোপন জ্বালামুখ। ডাইনীর ঘাঁটির দিকে নামতে শুরু করল ওরা, কিন্তু কাছাকাছি আসতেই তাইতার উত্থানও কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল, যেন বা কোনও মলাধারের ভেতর দিয়ে সাঁতার কাটছে। ওদের এগোনোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল ওটার ওজন ও ঘনত্ব। মিলিত শক্তিতে ওটার দুর্বল করে তোলা প্রভাবের বিরুদ্ধে আগে বাড়তে লাগল ওরা। অবশেষে অনেক আত্মিক ক্ষয়ের পর বাধা ডিঙিয়ে ডাইনীর আস্তানার সবুজ চেম্বারে ঢুকল ওরা।

শেষবার যেখানে দেখে গিয়েছিল সেখানেই আছে ইয়োসের বিশাল মুটকীট, কিন্তু এখন প্রতিরক্ষা খোলস সম্পূর্ণ গঠিত হয়েছে; সবুজ, চকচকে, এক ধরনের প্রখর ঝিলিক দিচ্ছে। তাইতার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে: ইয়োসের নানা রূপ দেখাতে ফেনকে এখানে নিয়ে এসেছে ও, কেবল ছায়াময় প্রকাশ নয়। এখন সময় হওয়ার পর ওরা ওদের সমস্ত শক্তি এক করে তার উপর প্রয়োগ করতে পারবে।

মেঘ-বাগিচা থেকে সরে এলো ওরা; পাহাড়ের উপর দিয়ে বন ও হ্রদ পেরিয়ে আবার ভৌত দেহে প্রবেশ করল। এখনও ওর হাত ধরে রেখেছে তাইতা। সে আবার সজীব হয়ে উঠতেই অন্তর্চক্ষু দিয়ে ওর দিকে তাকাল তাইতা। চুল্লী থেকে বেরুনো গলিত ধাতুর মতো জ্বলছে ওর আভা, ভীতি আর ক্রোধে তপ্ত হয়ে আছে।

'ওই জিনিসটা!' ওকে আঁকড়ে ধরল ফেন। 'ওহ, তাইতা, ভয়ঙ্কর, আমার কল্পনারও বাইরে। মনে হচ্ছে ওর খোলসের ভেতর মহাবিশ্বের সমস্ত অমঙ্গল আর বৈরিতা আশ্রয় নিয়েছে।' ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে ওর চোখমুখ, ত্বক বরফ-শীতল।

'শত্রুকে দেখেছ তুমি। এখন নিজেকে স্থির করতে হবে তোমাকে, প্রিয় আমার,' বলল তাইতা। 'তোমার সমস্ত শক্তি ও সাহস এক করতে হবে।' শক্ত করে ওকে ধরে রাখল তাইতা। 'আমার সাথে তোমাকে চাই আমি। তোমাকে ছাড়া ওর সাথে টিকে উঠতে পারব না।'

প্রতিজ্ঞায় কঠিন হয়ে উঠল ফেনের চেহারা। 'তোমাকে আমি হতাশ করব না, তাইতা।'

'তেমন কিছু তুমি করবে বলে ভাবিনি কখনও।' পরবর্তী কয়েক দিন ইয়োসকে দেখার পর ফেনের টলে যাওয়া আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আবার চাঙা করে তুলতে সমস্ত নিগূঢ় শক্তি কাজে লাগাল তাইতা।

'আগামী কাল পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে, চক্রের সবচেয়ে শুভ পর্যায়। আমরা তৈরি, আর সময়ও হয়েছে।' কিন্তু সকালে ফেনের গোঙানি আর কান্নার শব্দে জেগে উঠল তাইতা। ওর মুখে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে কথা বলল। 'ওঠো, প্রিয়া আমার। এটা স্বপ্ন মাত্র। তোমার পাশে আছি আমি।'

'আমাকে ধরে রাখো, তাইতা। অনেক ভয়ের স্বপ্ন দেখছিলাম। দেখলাম জাদুর শক্তি দিয়ে আমাকে আক্রমণ করেছে ইয়োস। আমার পেটে ড্যাগার বসিয়ে দিয়েছে। ফলাটা উত্তপ্ত, চকচক করছিল।' আবার গুঙিয়ে উঠল সে। 'ওহ, এখনও ব্যথা টের পাচ্ছি। স্বপ্ন ছিল না ওটা। সত্যি। আমি আহত হয়েছি, ব্যথাটা খুবই মারাত্মক।'

সতর্কতায় টানটান হয়ে উঠল তাইতার মন। 'তোমার পেটটা দেখি।' ওকে আস্তে করে শুইয়ে হাঁটু পর্যন্ত তুলে দিল কারোসটা, ফর্শা চ্যাপ্টা পেটে হাত বোলাল।

'কেবল ব্যথা না, তাইতা,' ফিসফিস করে বলল ফেন। 'তার তৈরি করা ক্ষত থেকে রক্তপাত হচ্ছে।'

'রক্ত ঝরছে? ক্ষতটা কোথায়?'

'এখানে! দুই পায়ের মাঝখানে!'

'এতদিন আর এমন হয়েছে কখনও?'

'কোনওদিন না,' জবাব দিল ফেন। 'এই প্রথম।'

'ওহ, আমার প্রিয়তমা।' আস্তে করে ওকে কোলে তুলে নিল তাইতা। 'তুমি যা ভাবছ, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। ইয়োসের কাছ থেকে আসছে না ওটা। এটা সত্যির দেবতার উপহার, আশীর্বাদ। ইম্বালি কেন তোমাকে এর কথা বলেনি বুঝলাম না। পরিপূর্ণ নারী হয়ে উঠেছ তুমি।'

'বুঝতে পারছি না, তাইতা,' এখনও ভয় পাচ্ছে ও।

'এটা তোমার চাঁদ-রক্ত, তোমার নারীত্বের গর্বিত প্রতীক।'

তাইতা বুঝতে পারল যাত্রার পরিশ্রম, ওর ভোগ করা দুর্ভোগ ও কষ্ট নিশ্চিতভাবে স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিলম্বিত করেছে।

'কিন্তু ব্যথা কেন?'

'ব্যথাই নারীদের ভাগ্য। ব্যথায় তার জন্ম, ব্যথার ভেতরই আবার নতুন জন্ম দেয় সে। চিরকাল তাই হয়ে আসছে।'

'এখন কেন? ঠিক যখন আমাকে তোমার প্রয়োজন তখনই কেন আমাকে এভাবে পড়ে যেতে হলো?' বিলাপ করে উঠল ফেন।

'ফেন, নারীত্বের জন্যে উল্লাস করতে হবে তোমাকে। দেবতারা তোমাকে সশস্ত্র করে দিয়েছেন। কুমারীর প্রথম চাঁদ-রক্ত দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মাদুলি। আজকের দিনে তুমি যখন পুরোপুরি প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে উঠেছ, ডাইনীর বা মিথ্যার সমস্ত শক্তি এখন আর তোমার সাথে পেরে উঠবে না।' ওকে লিনেনের প্যাড লাগানো শিখিয়ে দিল ও। মাদুর থেকে উঠে দাঁড়াল ওরা। আবার শরীর ধুয়ে হ্রদের খানিকটা পানি খেল, তবে কিছু খেল না।

'খালি পেটে সিংহ আর সিংহী অনেক ভালো শিকার করতে পারে,' বলল তাইতা। আশ্রয় ছেড়ে এলো ওরা, শিবিরের ভেতর হাঁটতে লাগল। উদ্বেগে ভার নীরবতায় ওদের পাশ কাটাতে দেখল লোকেরা। ওদের হাবভাব, আচরণে এমন কিছু ছিল যাতে ওরা বুঝে গেল ভীতিকর একাট কিছু এগিয়ে আসছে।

কেবল মেরেন এগিয়ে এসে ওদের সাথে যোগ দিল। 'আমার সাহায্য লাগবে, ম্যাগাস?'

'সৎ মেরেন, তুমি সব সময়ই বিশ্বস্ত, কিন্তু আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে তুমি যেতে পারবে না।'

ওর সামনে এক হাঁটু ভাঁজ করে বসল মেরেন। 'তাহলে আপনার আশীর্বাদ দিন আমাকে, আপনার কাছে মিনতি করছি।'

মেরেনের মাথার উপর একটা হাত রাখল তাইতা। 'তার সম্পূর্ণই পেয়েছ তুমি,' বলল ও। তারপর ফেন আর ও শিবির থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হ্রদের দিকে এগিয়ে গেল। বাতাস, স্থির, গুমোট, চারপাশ ঝিম মেরে আছে। জানোয়ারের ডাক নেই, পাখিরা ডাকছে না। আকাশ উজ্জ্বল, যন্ত্রণাকর নীল, কেবল হ্রদের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে ছোট এক টুকরো মেঘ, অনেক দূরে। তাইতা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আস্তে আস্তে বদলে গিয়ে বেড়ালের থাবার চেহারা নিল ওটা।

'এমনকি মুটকীটে থেকেও আমরা তার পক্ষে কতটা হুমকি টেরে পেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে ডাইনী,' মৃদু কণ্ঠে ফেনকে বলল ও। ওর উপর হেলে পড়ল ফেন। হাঁটতে হাঁটতে ব্লাফের উচ্চতার শেষ মাথায় চলে এলো ওরা। শিশু নীলের মুখ রুদ্ধ করে রাখা বিশাল বাঁধ লাল পাথরের দিকে চোখ ফেরাল।

'অমন বিশাল জিনিসকে নাড়ানোর মতো মানুষ বা প্রকৃতির অধীন কোনও শক্তি কি আছে?' স্বগত উচ্চারণ করল ফেন।

'মিথ্যার শক্তিতে ওটার উত্থান ঘটেছে। সত্যির শক্তি দিয়ে ধ্বংস করা যেতেই পারে,' ওর প্রশ্নের জবাবে বলল তাইতা, তারপর একসাথে ইয়োসের মন্দিরের দিকে চোখ ফেরাল।

'তুমি তৈরি?' জিজ্ঞেস করল ও, মাথা দোলাল ফেন। 'তাহলে ইয়োসকে মোকাবিলা করতে তার মন্দিরে যেতে হবে আমাদের।'

'ওখানে ঢুকলে কী ঘটবে, ম্যাগাস?'

'সেটা আমি জানি না। সবচেয়ে খারাপটাই আশা করতে হবে, তৈরি থাকতে হবে তার জন্যে।' আরও একবার হ্রদের উপরিতলের দিকে তাকাতে একটু সময় নিল তাইতা। মসৃণ, চকচকে। ওটার অনেক উপরে ভাসছে ছোট মেঘ খণ্ড। এখনও বেড়ালের থাবার মতো। হাতে হাত রেখে মন্দিরের অভিশপ্ত ছাদের দিকে চলে যাওয়া পথে পা রাখল ওরা। অমনি ক্ষীণ হওয়া গুমোট বাতাসকে দোল দিল। শীতল ছোঁয়া লাগল ওদের গালে। লাশের আঙুলের মতো ঠাণ্ডা। হ্রদের উপর দিয়ে বয়ে গেল হাওয়াটা, চকচকে তলকে আঁচড়ে দিল, তারপরই হারিয়ে গেল। উপরে উঠতে লাগল ওরা। চূড়ার আধাআধি দূরত্বে যাবার আগেই ফের এলো হাওয়াটা। মৃদু শিসের শব্দ তুলে ছোট মেঘটাকে দিগন্তে ছড়িয়ে দিল, হ্রদের বুকে গাঢ় নীল খাদের সৃষ্টি করল।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বাতাসের শব্দ। তারপর ধেয়ে এলো ওদের দিকে। ওদের পোশাক ও তাইতার দাড়িতে টান লাগার সময় আর্তচিৎকার করতে লাগল। হাওয়ার ঝাপ্টায় যুঝতে লাগল ওরা, সমর্থনের জন্যে একে অপরকে ধরে রেখেছে। সহসা শাদা ঢেউ হয়ে নাচতে শুরু করেছে হ্রদের জল। দোল খাচ্ছে তীরের গাছপালা, চাবুকের মতো শপাং শপাং শব্দ তুলছে ডালপালা। অনেক কষ্টে উঠে চলল ওরা, অবশেষে মন্দিরের মূল দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজাটা হাঁ করে খোলা, একটা কব্জার উপর দোল খাচ্ছে, অন্য পাল্লাটা বাড়ি খাচ্ছে, দুলছে। আচমকা গর্জন তোলা হাওয়া দুটো পাল্লাই এমনভাবে কামড়ে ধরে সজোরে আটকে দিল যে পাশের সীমানা ফেটে কুকড়ে গেল।

গলার কাছে হাত তুলে সোনার চেইনে ঝুলন্ত লস্ত্রিসের মাদুলিটা মুঠি করে ধরল তাইতা। তাইতার তালিসমানের সোনার টুকরো মুঠি করে ধরল ফেন। তারপর মুক্ত হাতে থলেয় হাত দিয়ে ইয়োসের চুলের পুরু গোছাটা বের করে উঁচু করে ধরল তাইতা। কেঁপে উঠল ওদের পায়ের নিচের জমিন, এমন বিপুল বিক্ষোভে যে বন্ধ দরজার একটা পাল্লা কব্জা থেকে খুলে ওদের পায়ের কাছে উড়ে এসে পড়ল। ওটার উপর দিয়ে উন্মুক্ত পথে মন্দিরের বৃত্তাকার দহলিজে ঢুকে পড়ল ওরা। এখানে বাতাস ভারি, অশুভের মতো ভয়ঙ্কর। ঠেলে এগোনো কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল, যেন গভীর জলার কাঁদা ভেঙে আগে বাড়ছে। ফেনকে স্থির করতে ওর

বাহুতে হাত রাখল তাইতা। পথ দেখিয়ে প্যাসেজওয়ে ধরে মন্দিরের উল্টোদিকে নিয়ে এলো ওকে। অবশেষে ফুল আকৃতির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, ওটার চৌকাঠ পুলিশ করা হাতির দাঁত, মালাকাইট ও বাঘের চোখের নকশা করা। কুমীরের চামড়ার দরজাটা বন্ধ। ইয়োসের চুলের রশিটা ওটার মাঝখানে ছোঁয়াল তাইতা। ধীরে ধীরে খুলে গেল পাল্লাটা, ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল কব্জাগুলো।

ভেতরের চাকচিক্য এতটুকু কমেনি, চকচক করছে মার্বল আর আধা মূল্যবান পাথরের বিরাট পেন্টাগ্রামের প্রতীক। কিন্তু অপ্রতিরোধ্যভাবে মাঝখানের হাতির দাঁতের বর্মের দিকে চলে গেল ওদের চোখ। ছাদের ফোকর দিয়ে চুঁইয়ে আসা সূর্যরশ্মি ধীরে কিন্তু নির্ভুলভাবে পেন্টাগ্রামের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শিগগিরই দুপুর হয়ে যাবে।

মন্দিরের অন্য দরজাগুলোর গায়ে গুমড়ে মরছে বাতাস, ছাদের আস্তরণ আর কাঠে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। স্থির দাঁড়িয়ে আলোর স্থান বদল দেখতে লাগল ওরা। হাতির দাঁতের বৃত্তে প্রবেশ করলে সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছাবে মিথ্যার শক্তি।

ছাদের ফোকর দিয়ে বরফ-শীতল একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। গোখরা সাপের মতো হিসহিসিয়ে উঠল, চারপাশে বাদুর ও শকুনের ডানা ঝাপ্টানোর মতো শব্দ হলো। সূর্যরশ্মি হাতির দাঁতের বৃত্তে প্রবেশ করল। চোখে ধাঁধানো আলো গোটা অন্দর ভরে ফেলল, কিন্তু তাতে কুকড়ে গেল না ওরা বা চোখ আড়াল করল না। হাতীর দাঁতের ঠিক কেন্দ্রে ফুটে ওঠা ইয়োসের হিংস্র আত্মার প্রতীকের দিকে তাকিয়ে রইল। ডাইনীর কটু গন্ধে চারদিকের পরিবেশ ভরে ওঠার সাথে সাথে সামনে পা বাড়াল তাইতা, চুলের গোছা উঁচু করে ধরল।

'তাশকালোন!' চিৎকার করে বলে উঠলও। চুলের গোছাটা ঢুকিয়ে দিল আইভরি বৃত্তে। 'আসকারতোও! সিলোনদেলা!' ইয়োসের শক্তির কথাগুলো আবার তারই উপর চালিয়ে দিচ্ছে। সহসা বাতাস পড়ে গেল, সারা মন্দিরে নেমে এলো অজ্ঞাত ধরনের নীরবতা।

তাইতার পাশে এসে দাঁড়াল ফেন, টিউনিকের হেম উঁচু করে দুই পায়ের মাঝখান থেকে লিনেনের প্যাডটা খুলে নিয়ে ইয়োসের চুলের গোছার উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল আইভরির বৃত্তে। 'তাশকালোন! আসকাবতোও! সিলোনদেলা!' মিষ্টি পরিষ্কার কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল ও। মন্দিরের ভিত্তিমূল কেঁপে উঠল, পৃথিবীর গভীর থেকে গুরুগুরু গর্জন ভেসে এলো। বাইরের দিকে খসে পড়ল সামনের দেয়ালের একটা অংশ। তারপর চুনসুরকির গুঁড়ো ছড়িয়ে ধসে পড়ল। ওদের পেছনে ছাদের একটা কড়িকাঠ ফেটে বাইরের দহলিজে গিয়ে পড়ল। সাথে নিয়ে গেল ছাদের খড়ের কিছুটা অংশ। আইভরি বৃত্তের ভেতর দিয়ে চলে গেল ওটা। ওদের মাঝখানের পাকা অংশের উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিল ওদের। গহ্বরের কোনও তল নেই। যেন পৃথিবীর একেবারে পেটের ভেতর চলে গেছে।

'তাইতা!' আর্তনাদ করে উঠল ফেন। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ওরা, ফেন বুঝতে পারছে তাইতার কাছ থেকে পাওয়া ওর শক্তি এখন তেলের কুপির শিখার মতোই ক্রমে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। ফাটলের কিনারে ছুটে এলো ও, বুভুক্ষের মতো ওকে টেনে নিতে চাইল ওটা।

'তাইতা, আমি পড়ে যাচ্ছি। বাঁচাও!' কিনারা থেকে ছুটে সরে যাবার চেষ্টা করল ও, হাতজোড়া ল্যাগব্যাগ করে ঝুলছে, কিনারা থেকে উঠে আসা টানে যন্ত্রণাদায়কভাবে বেঁকে গেছে ওর পিঠ।

ওদের দুজনের মিলিত নাক্ষত্রিক শক্তির পুরো মাত্রা বুঝতে পারেনি তাইতা। ভীষণ গহ্বরের উপর দিয়ে লাফিয়ে আস্তে ফেনের পাশে এসে নামল ও। ফাটলে পতনের আগেই ধরে ফেলল ওকে, এক ঝটকায় কোলে তুলে ওকে নিয়ে ফুলের আকারের দরজার দিকে দৌড়ে গেল। বুকের সাথে সেঁটে রেখেছে ওকে, ওর কাছ থেকে ইয়োসের কেড়ে নেওয়া শক্তি পূরণ করে দিচ্ছে। অন্দর ছেড়ে দহলিজ ধরে মন্দিরের বাইরের দরজার উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগল ও। ওদের সামনে দড়াম করে লুটিয়ে পড়ল ছাদের এক বিরাট কড়িকাঠ। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল ওরা। ওটা টপকে আবার দৌড় দিল ও। যেন হ্যারিকেনে আক্রান্ত ছোটখাট জাহাজের ডেকের উপর দিয়ে যাচ্ছে। চারপাশে আরও অসংখ্য গভীর ফাটল দেখা দিচ্ছে। ওগুলো লাফিয়ে যাচ্ছে ও। পায়ের নিচের মাটি ঢেউ খেলছে। ঠিক সামনে বাইরের প্রাচীরের আরেকটা অংশ চুনসুরকির আলগা স্তূপে পরিণত হলো। কিন্তু স্তূপের উপর দিয়ে লাফিয়ে খোলা বাতাসে বের হয়ে এলো ও।

কিন্তু উপাদানের আদিম বিশৃঙ্খলা থেকে রেহাই মিলল না। ঢেউ তোলা মাটির উপর ভারসাম্য বজায় রাখতে টলমল পায়ে অবাক বিস্ময়ে চারপাশে নজর বোলাল তাইতা। হ্রদ অদৃশ্য হয়ে গেছে। যেখানে টলটলে নীল পানি ছিল, এখন সেখানে বিশাল শূন্য বেসিন, তাতে আটকে পড়া মাছের ঝাঁক লেজ দাপাচ্ছে, পাক খাচ্ছে কুমীরের দল, আর সুবিশাল জলহস্তি কাদায় পা রাখার মতো জায়গা খোঁজার প্রয়াস পাচ্ছে। লাল পাথরের বাঁধ নগ্নভাবে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। কল্পনাকেও হার মানায় ওটার আকার।

সহসা উথালপাতাল অবস্থার অবসান ঘটল। তার জায়গায় দেখা গেল স্থিরতা। যেন গোটা সৃষ্টি থমকে গেছে। কোনও শব্দ বা নড়াচড়া নেই। সাবধানে ফেনকে মাটিতে নামিয়ে দিল তাইতা, কিন্তু শূন্য হ্রদের দিকে তাকিয়ে ওকে আঁকড়ে থাকল ও। 'দুনিয়াটার হলো কী?' ফ্যাকাশে শুকনো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শ্বাস ফেলল ও।

'ওটা ছিল প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প।'

'ব্যাপারটা চুকে যাওয়ায় হাথোর আর আইসিসকে ধন্যবাদ।'

'চুকে যায়নি। ওগুলো ছিল স্রেফ প্রথম দফার ধাক্কা। এখন পূর্ণ শক্তির বিস্ফোরণ ঘটার আগের নীরবতা বিরাজ করছে।'

'হ্রদের পানির কী হলো?'

'পৃথিবীর ঢাকনার নড়াচড়ায় শুষে নিয়েছে,' বলল তাইতা, তারপর একটা হাত ওঠাল। 'শোনো!' জোরাল হওয়ার মতো প্রবল একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। 'পানি ফিরে আসছে!' শূন্য বেসিনের উপর দিয়ে ইশারা করল ও।

দিগন্তে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে পানির নীল পাহাড়, তাতে ক্রিমের মতো ফেনা, জমিনের উপর দিয়ে বিপুল অটল শক্তিতে ছুটে আসছে। একের পর বাইরের দ্বীপগুলো গিলে নিল ওটা, এগিয়ে আসতে লাগল, তীরের দিকে এগোনোর সময় আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। এখনও বেশ কয়েক লীগ দূরে থাকলেও ইতিমধ্যে ওটার চূড়া ওরা যে ব্লাফের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটার উচ্চতা ছাড়িয়ে গেছে যেন।

'আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ওটা! ডুবে মরব! পালাতে হবে!'

'যাবার মতো কোনও জায়গা নেই,' বলল তাইতা। 'আমার পাশে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো।'

ওদের চারপাশে একটা প্রতিরক্ষা প্রাচীর গড়ে তুলছে তাইতা, টের পেল ফেন, সাথে সাথে ওর নিজস্ব মানসিক শক্তিও যোগ করল ওর সাথে।

আরেকটা প্রবল ঝাঁকুনি কাঁপিয়ে দিল জমিনকে, এত জোরে যে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ওরা। কিন্তু পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আগুয়ান ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। আকাশের সব বজ্র যেন একসাথে ডেকে উঠেছে, এমন প্রবল আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল ওদের।

লাল পাথরের বাঁধটা গোড়া থেকে চূড়া পর্যন্ত দুভাগ হয়ে গেল। গভীর সব চিড়ে গোটা শরীর চৌচির হয়ে গেছে ওটার। ওটার মাথা ছাড়িয়ে গেল দানবীয় ঢেউ, পরক্ষণেই ফেনা আর লাফাতে থাকা ঢেউ নিয়ে নেমে এলো প্রবল বেগে। বিশাল পাথরের পিয়ার তলিয়ে গেল ওটার নিচে। তারপর একটার উপর আরেকটা পড়তে শুরু করল লাল পাথরের টুকরোগুলো, পানির প্রবল স্রোত জলোচ্ছ্বাসের সাথে ভাসিয়ে নিয়ে চলল নীলের শূন্য তলদেশের দিকে। এমনভাবে ভেসে গেল যেন নুড়ি পাথরের চেয়ে বেশি কিছু নয়। ফাটল দিয়ে বজ্রের আওয়াজে সবুজ ঢেউ তুলে হ্রদে এসে পড়তে লাগল। এত বিপুল পানি ধারণ করার মতো গভীরতা বা প্রশস্ততার কিছুই নেই নদীর তলদেশের, ফলে পানির ধারা তীর ছাপিয়ে দুপাশের সবচেয়ে উঁচু গাছগুলোও ছাড়িয়ে গেল। শেকড়সহ উপড়ে এসে ঢেউয়ের চাপে লুটিয়ে পড়ল, কাঠের টুকরোর মতো ভেসে চলল স্রোতের টানে। উত্তাল সাগরের মাথার উপরে ঘন মেঘের মতো পানির ছিটা ধেয়ে গেল আকাশের দিকে। রোদে লেগে নদীর উপরে বাঁকা হয়ে অসাধারণ রঙধনু হয়ে উঠল।

জলোচ্ছ্বাসের চূড়াটা ব্লাফের উপর দিয়ে ভাঙা মন্দিরের সামনে জড়োসড়া হয়ে বসা তাইতাদের দিকে ধেয়ে এলো। যেন ওদেরও গ্রাস করে নেবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে প্রবল স্রোতের টানে, কিন্তু ওদের কাছে আসার আগেই শক্তি ফুরিয়ে গেল ওটার। প্রবল শক্তির অবশিষ্টাংশ মন্দিরের ভাঙা দেয়ালের চারপাশে পাক খেতে লাগল, ওদের হাঁটু পর্যন্ত উঠে এসে অবশেষে লুটিয়ে পড়ল। পরস্পরের বাহু

আঁকড়ে ধরে নিজেদের অটল রাখল ওরা। পানির টান আকর্ষণ করলেও হ্রদে ভেসে যাওয়ার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারল।

আস্তে আস্তে সব কিছু আবার নিজেদের রূপ ফিরে পেল: জমিনের কম্পন থেমে গেল, হ্রদের জল স্থির হলো। কেবল গর্জন করে চলল সবুজ, প্রশস্ত নীল; ফোয়ারা ছিটিয়ে ধেয়ে চলল উত্তরে মিশরের দিকে।

'নদী আবার জন্ম নিয়েছে,' ফিসফিস করে বলল ফেন। 'ঠিক তোমার মতো, ম্যাগাস। নীল আবার নতুন হয়ে গেছে, তরুণে রূপান্তরিত হয়েছে।'

মনে হচ্ছিল যেন এই অনন্য অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে ওরা কখনও ক্লান্ত হবে না। বিস্ময় ও মুগ্ধতা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর কী মনে হতেই তাইতার বাহুডোরের বৃত্তের ভেতরে ঘুরে দাঁড়াল ফেন, চোখ ফেরাল পশ্চিমে। এত প্রবলভাবে চমকে উঠল ও, সতর্ক হয়ে উঠল তাইতা। 'কী ব্যাপার, ফেন?'

'দেখ!' চিৎকার করে উঠল ও, উত্তেজনায় কাঁপছে ওর কণ্ঠস্বর। 'জাররিয়দের দেশ জ্বলছে!' দিগন্তে ভেসে উঠছে ধোঁয়ার বিশাল মেঘ, ধূসর, ভীতিকর, টগবগ করে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে, সূর্য আড়াল করে ফেলেছে; পৃথিবীটাকে অন্ধকারে ঢেকে দিচ্ছে। 'কী ওটা, তাইতা? ডাইনীর রাজধানীতে কী ঘটছে?'

'আন্দাজে কিছু বলা মুশকিল,' স্বীকার গেল তাইতা। 'যুক্তি বা বিশ্বাস দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেয়ে অনেক বিশাল।'

'জাররিয়দের দেশের দিকে আরেকবার চোখ ফিরিয়ে এই বিপর্যয়ের কারণ ও পরিণতি বোঝার চেষ্টা করতে পারি না আমরা?'

'এখুনি সেটাই করতে হবে,' সায় দিল তাইতা। 'এসো, তৈরি হয়ে নিই।' গর্জনশীল নদীর উপরের বিরান পাহাড়ের কোলে বসল ওরা, হাতে হাত ধরল, তারপর নাক্ষত্রিক সমতলে যাত্রা করল। অনেক উপরে উঠে ভেসে চলল শক্তিশালী মেঘ ও তার নিচে বিছিয়ে থাকা জমিনের দিকে।

ওদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল জায়গাটা ধ্বংস হয়ে গেছে: দাউদাউ করে জ্বলছে গ্রামগুলো, বিষাক্ত ধোঁয়া আর ঝরে পড়া ছাইয়ে ক্ষেতখামার নষ্ট হয়ে গেছে। লোকজন ওখান থেকে ছুটে পালাচ্ছে, আগুন ধরে গেছে ওদের চুল, কাপড়চোপড়ে। মেয়েদের বিলাপ, শিশুদের কান্নার শব্দ শুনতে পেল ওরা, মরতে চলেছে ওরা। চাঁদের পাহাড়ের দিকে নেমে এলো ওরা, চূড়াগুলো উড়ে গেছে। ছিন্নভিন্ন জ্বালামুখ থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর লাভা। ওগুলোর একটা অলিগার্কদের দুর্গে গিয়ে পড়েছে, আগুন ও ছাইয়ের নিচে চাপা দিয়েছে ওটাকে, যেন কোনওদিনই ওটার অস্তিত্ব ছিল না।

এই ধ্বংসলীলার ভেতর কেবল মেঘ-বাগিচার উপত্যকাই যেন অক্ষত আছে মনে হচ্ছে; কিন্তু তারপরই ওদের মাথার উপর উঁচু হয়ে থাকা চূড়াটাকে ফুলে-ফেঁপে উঠতে দেখল ওরা, দোল খেল ওটা। চোখের সামনেই আরেকটা আগ্নেয়গিরি

অগ্ন্যুৎপাতে পাহাড়ের অর্ধেকটা উড়ে গেল। আকাশের দিকে ধেয়ে গেল কালো পাথরের পেল্লায় টুকরোগুলো। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মেঘ-বাগিচা। এককালে যেখানে ওটা দাঁড়িয়েছিল সেখানে মুখ ব্যাদান করে তাকিয়ে আছে বিরাট একটা জ্বালামুখ, লাভার নদী উগড়ে দিচ্ছে।

'ডাইনী! তার কী হলো?'

ওকে নিয়ে একেবারে চুল্লীর ভেতরে চলে এলো তাইতা। ওদের নাক্ষত্রিক সত্তা ভয়াবহ তাপ থেকে মুক্ত, অথচ স্বাভাবিক দেহ নিমেষেই ছাই হয়ে যেত। আরও নিচে ইয়োসের আস্তানার প্যাসেজ ধরে আগে বাড়ল ওরা, এটার কথা ভালোই মনে আছে তাইতার। ডাইনীর মুটকীটের কাছে চলে এলো ওরা। এরই মধ্যে সবুজ পাথরের দেয়াল চকচক করতে শুরু করেছে; টাইল খসে পড়ছে, প্রবল তাপে ভেঙে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে।

খোলস থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। চকচকে মেঝে কালো হয়ে ফাটতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে পাক খেতে লাগল ওটা, নড়ছে। সহসা ফেটে গিয়ে আরও ভেতরের আঠার মতো হলুদ তরল বের হয়ে এলো, বুদ্বুদ উঠছে তার ভেতর থেকে, যেন উতড়াচ্ছে। অসহনীয় দর্গন্ধ। এবার খোলসটা বিস্ফোরিত হলো, আগুন ধরে গেল তাতে; পুড়ে পাউডারের মতো ছাইয়ে পরিণত হলো ওটা। বিশ্রী তরলের অবশিষ্টাংশটুকুও উবে গেল, রেখে গেলে কেবল চকচকে সবুজ পাথরের উপর কালো দাগ। বিস্ফোরণে উন্মুক্ত হয়ে গেল গুহার ছাদটাও, জ্বলন্ত লাভা ফাটল দিয়ে সবেগে বের হয়ে ডাইনীর আস্তানা প্লাবিত করতে ধেয়ে গেল।

পিছিয়ে এলো তাইতা ও ফেন, উঠে এলো পাহাড়ের উপর। নিচে ধ্বংসলীলা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। ছাই ও লাভার নিচে চাপা পড়ে গেছে জাররি। অবশেষে যখন ইথারে ভর দিয়ে আবার আপন দেহে ফিরে এলো ওরা, কিছুক্ষণ যা দেখেছে, যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সেসব নিয়ে কথাই বলতে পারল না। হাতে হাত ধরেই পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। অবশেষে অশ্রুতে ভলে উঠল ফেনের দুই চোখ, নীরবে কাঁদতে শুরু করল ও।

'সব চুকে গেছে,' ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল তাইতা।

'ইয়োস মরেছে?' জানতে চাইল ফেন। 'বলো, ওটা বিভ্রান্তি ছিল না। দয়া করে বলো, তাইতা, দিব্য দর্শনে যা দেখেছি সেটা সত্যি।'

'হ্যাঁ, সত্যি। একমাত্র সম্ভাব্য উপায়েই মারা গেছে সে। যে আগ্নেয়গিরি থেকে উত্থান ঘটেছিল তারই আগুনের শিখায় পুড়ে মরেছে।' হামাগুড়ি মেরে ওর কোলে উঠে এলো ফেন। দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরল তাইতা। বিপদ কেটে যাওয়ায় ওর সব শক্তি উবে গেছে। এখন শঙ্কিত শিশুতে পরিণত হয়েছে ও। দিনের বাকি অংশটুকু সবুজ নীলের দিকে তাকিয়ে কাটাল ওরা। তারপর আকাশের পশ্চিমে উঁচু ধোঁয়া ও ধূলি-মেঘের আড়ালে সূর্য অস্ত যাবার মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল তাইতা, ফেনকে কোলে করে পাহাড়ী পথ ধরে গ্রামে নিয়ে এলো।

ওদের আসতে দেখে ছুটে এলো লোকজন, উত্তেজনায় চিৎকার করছে বাচ্চারা, মহিলারা খুশিতে উলু ধ্বনি করছে। ওদের সাথে যোগ দিতে সবার আগে সামনে ছুটে এলো মেরেন। ফেনকে মাটিতে নামিয়ে দুহাত মেলে স্বাগত জানাল ওকে তাইতা।

'ম্যাগাস! আপনার প্রাণাশঙ্কায় ভুগছিলাম আমরা,' পঞ্চাশ কদম দূরে থাকতেই চেঁচিয়ে উঠল মেরেন। 'আপনার উপর আমার আরও আস্থা থাকা উচিত ছিল। জানা উচিত ছিল আপনার জাদুই জিতবে। নীল আবার বইতে শুরু করেছে!' তাইতাকে সজোরে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল সে। 'আপনি নদী আর আমাদের মায়ের দেশকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন।' আরেক হাত বাড়িয়ে ফেনকে আহ্বান করল ও। 'তোমরা দুজন এমন অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছ যার মাত্রাটুকু আমরা কেউই কোনওদিন বুঝতে পারব না। তবে মিশরিয়দের একশো প্রজন্ম এজন্যে তোমাদের ধন্যবাদ জানাবে।' উল্লসিত জনতা ঘেরাও করে রেখেছে ওদের, এক রকম কোলে করে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হলো ওদের। সেদিন সারারাত চলল নাচ ও হাসি, নাচ ও উল্লাস।

আবার দুই তীরের মাঝে নীলের সীমিত হয়ে আসতে বেশ কয়েক সপ্তাহ সময় লাগল। কিন্তু তারপরও রূপালি পেয়ালায় ফুঁসতে লাগল ওটা, তলায় লাল পাথরের চাঙরগুলো পিষে ফেলতে সগর্জন প্লাবন অব্যাহত রইল। শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল বুঝি কোনও দানব প্রচণ্ড রাগে দাঁত কিড়মিড় করছে। তাসত্ত্বেও পাহাড়ের ঢল বেয়ে নৌকাগুলো নিচে বয়ে নিয়ে গিয়ে ফের বানানোর নির্দেশ দিল তাইতা।

'আপানি এগুলো উপারে আনতে বাধ্য না করলে ঢেউয়ের ধাক্কায় শেষ হয়ে যেত,' বলল মেরেন। 'তখন আপনার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলাম আমি, সেজন্য এখন কাছে ক্ষমা চাইছি, ব্যাপারটা যেন আপনি বুঝতে পারেন, ম্যাগাস।'

'উদার হস্তে দেওয়া হলো সব,' হেসে বলল তাইতা। 'তবে আসল সত্যি হলো অনেক বছর ধরে যখনই তোমাকে কোনও ভালো পরামর্শ দিয়েছি, তোমার খোঁচায় পোষ না মানা ঘোড়ার মতোই অক্ষত হয়ে গেছি আমি।'

নদী তীরে নৌকাগুলো আবার বানানোর পর পাহাড় চূড়ার কালুলু গ্রাম ছেড়ে নৌকাগুলো যেখানে রাখা হয়েছে তার কাছেই গাছপালায় ছাওয়া একটা আরামদায়ক মালভূমিতে শিবির খাটাতে চলে এলো ওরা। এখানে নীলের এমন একটা স্তরে নেমে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল ওরা, যাতে নিরাপদে যাত্রা করা যায়। এখনও শিবিরের মেজাজ উৎসব মুখর। জাররিয়দের আরও হামলা ও ইয়োসের বৈরী ক্ষমতা নিয়ে এখন আর শঙ্কিত হতে হবে না জানা থাকাটা প্রত্যেকের জন্যেই খুশির একটা অবিরাম উৎসে পরিণত হয়েছে। ওদের দীর্ঘ যাত্রার

চূড়ান্ত পর্যায় শিগগিরই আবার শুরু হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আরও জোরাল হয়ে উঠেছে সেটা। প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার কথা সারাক্ষণ মনে পড়ছে ওদের।

নালুবা'লে হ্রদবাসী পালের একটা বিশাল মাদী জলহস্তি নীলের সদ্য উন্মুক্ত মুখের কাছে এসে পড়েছিল, স্রোতে আটকা পড়ে গেছে ওটা। এমনকি তার বিপুল শক্তিও জলপ্রপাতে ভেসে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারল না তাকে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল তার দেহ, আছড়ে পড়ল পাথরের উপর। মারাত্মক আহত অবস্থায় কোনওমতে নিজেকে তীরে তুলে আনল সে, ঠিক ঢালের নিচে। বর্শায় সজ্জিত পঞ্চাশজন লোক ছুটে গেলা ওটার দিকে, মরণোন্মুখ জানোয়ারটা পালাতে পারল না। ওটাকে মেরে সেখানেই ছাল খসিয়ে মাংস কেটে নিল ওরা।

সেদিন রাতে ওটার পেটের রসাল শাদা চর্বিতে জড়ানো মাংস পঞ্চাশটা ভিন্ন ভিন্ন আগুনের কয়লায় ঝলসে আরও একবার ভোজ-উৎসবে মেতে উঠল সবাই, সারা রাত নাচল ওরা। সবাই গোগ্রাসে খেলেও লবন মাখানো ও ধোঁয়ায় ঝলসানোর মতো প্রচুর মাংস রয়ে গেল। অনেক সপ্তাহ চলবে ওদের। এই সাথে মাগুর মাছে ভরে আছে নদী, জলের প্রবল ধাক্কায় বিভ্রান্ত, দিশাহারা হয়ে থাকায় তীর থেকেই অনায়াসে হারপুনে গেঁথে ফেলা যাচ্ছে ওগুলোকে; কোনও কোনওটা তো পূর্ণ বয়স্ক মানুষের সমান হবে। জাররির সেনাছাউনী থেকে নেওয়া ধুরা শস্যেরও বিরাট একটা অংশ রয়ে গেছে ওদের কাছে। তাই তার একটা অংশ বিয়র বানাতে চোলাই করতে দিতে রাজি হলো তাইতা। নদী বৈঠা বাইতে দেওয়ার মতো স্তরে নেমে আসতে আসতে সবাই ফের যাত্রা শুরু করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ও উদগ্রীব হয়ে উঠল। এমনকি হিলতোও অনেকটা সেরে উঠেছে, বৈঠার জায়গায় অবস্থান নিতে তৈরি হয়ে গেল ও।

ওরা যখন জাররির উদ্দেশে পথে নেমেছিল তখনকার সেই মরা ধারা থেকে এখন বলদে গেছে নীল। প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি ডুবো চর আর শৈলশ্রেণী বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে; তাই রাতে যাত্রা করার ঝুঁকি নিতে পারল না তাইতা। সন্ধ্যায় তীরে নৌকা ভেড়াচ্ছে ওরা, তারপর কাটা ঝোপের মজবুত প্রাচীর বানাচ্ছে। দীর্ঘ দিন সংকীর্ণ ডেকে বন্দি থাকার পর রাত নেমে আসা পর্যন্ত ঘোড়াগুলোকে ঘাস খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। শিকারী দল পাঠায় মেরেন যাতে যেমন শিকারই মিলুক না কেন নিয়ে আসতে পারে। অন্ধকার মেলালেই মানুষ আর পশুর দলকে প্রাচীরের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা হয়। ঘোড়া আর টাটকা শিকারের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে কাঁটাঝোঁপের দেয়ালের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় সিংহ ও চিতার দল।

এত অসংখ্য মানুষ আর পশুকে জায়গা দিতে হচ্ছে বলে প্রাচীর বেশ জনাকীর্ণ হয়ে থাকে। অবশ্য, ওদের প্রতি বরাবরের সম্মান ও ভালোবাসার জন্যে সব সময়ই তাইতা ও ফেনের জন্যে একটা ছোট তবে আলাদা ঘেরাও করা জায়গার ব্যবস্থা থাকে। নিজেদের আশ্রয়ে একা হওয়ার পর প্রায়ই মাতৃভূমির প্রসঙ্গে বাঁক নেয়

ওদের কথোপকথন। অন্য জীবনে ফেন উচ্চ রাজ্য ও নিম্নরাজ্যের যৌথ সিংহাসনে আরোহণ করলেও মিশর সম্পর্কে ওর সব জ্ঞান তাইতার কাছেই শেখা। দেশ ও দেশের মানুষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, তাদের ধর্ম, শিল্পকলা, ও রেওয়াজ সম্পর্কে জানতে অধীর হয়ে আছে ও; বিশেষ করে অনেক অনেক দিন আগে জন্ম দেওয়া সন্তানদের কথা, এখন যারা শাসন করছে সেই উত্তরসুরি সম্পর্কেই বেশি জানতে চায়।

'ফারাও নেফার সেতির কথা বলো।'

'ওর সম্পর্কে যা জানার সবই জানা হয়ে গেছে তোমার,' প্রতিবাদ করে তাইতা।

'আবার বলো,' নাছোড়বান্দা ফেন। 'ওর সাথে মুখোমুখি দেখা হওয়ার দিনটির অপেক্ষা করে আছি। কী মনে করো, আমি ওর দাদী ছিলাম, বুঝতে পারবে ও?'

'বুঝলে আমি অবাক হবো। তোমার বয়স তার থেকে অর্ধেকেরও কম; আর এত সুন্দর যে এমনকি সে হয়তো তোমার প্রেমেও পড়ে যেতে পারে,' ওর সাথে ঠাট্টা করল তাইতা।

'সেটা কোনওদিনই হবে না,' সজীব কণ্ঠে জবাব দেয় ফেন। 'প্রথমত, সেটা হবে অবৈধ, কিন্তু তারচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমি তোমার।'

'তাই কি ফেন? সত্যিই কি তুমি আমার?'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখজোড়া মেলে ধরল ফেন। 'ম্যাগাস আর মোহন্ত হলেও অনেক সময় কেমন যেন আনাড়ীর মতো কথা বলো। আমি তোমার, আরেক জীবনে তোমাকে আমি কথা দিয়েছিলাম। নিজেই বলেছ তুমি।'

'অবৈধ সম্পর্কের কী জানো তুমি?' প্রসঙ্গ পাল্টাল তাইতা। 'কে তোমাকে বলেছে সেটা?'

'ইম্বালি,' জবাব দিল ফেন। 'তুমি বলোনি এমন সব কথা আমাকে বলেছে ও।'

'তা এই বিষয়ে কী বলেছে সে?'

'অবৈধ সম্পর্ক মানে রক্তের সম্পর্কিত মানুষের *জিজিমা* করা,' জবাব দিল ফেন।

ফেনের নিষ্পাপ কণ্ঠ এমনি কর্কশ শব্দ শুনে শ্বাস আটকে ফেলল তাইতা। *'জিজিমা?'* সতর্ক কণ্ঠে জানতে চাইল ও। 'তার মানে কী?'

'মানেটা ভালো করেই জানো তুমি, তাইতা,' দীর্ঘ কষ্ট প্রকাশসূচক একটা ভাব করে বলল ফেন। 'তুমি আর আমি সারাক্ষণই *জিজিমা* করছি।'

ফের দমবন্ধ হয়ে গেল তাইতার। তবে এবার নিজেকে সামলে রাখল ও। 'সেটা কীভাবে ?'

'খুব ভালো করে জানো তুমি। আমরা হাত ধরাধরি করে চুমু খেয়েছি। এভাবেই লোকে *জিজিমা* করে।' স্বস্তির সাথে দীর্ঘশ্বাস ফেলল তাইতা। ফেন বুঝতে পারল একথাটা ওকে বলেনি তাইতা। 'বেশ, ব্যাপারটা তা নয়, তাই না?'

'মনে হয়, কিংবা অন্তত আংশিক ঠিক না।'

এবার ওর সন্দেহ পুরোপুরি চাঙা হয়ে উঠল। সন্ধ্যার বাকি সময়টা অস্বাভাবিক রকম চুপ থাকল সে। তাইতা জানে সহজে ওকে আর ঠেকানো যাবে না।

পরের রাতে উজানে যাত্রার সময় থেকে মনে থাকা একটা জলপ্রপাতের মাথার উপর শিবির করল ওরা। তখন নদীটা প্রায় শুকনো ছিল, কিন্তু এখন ওটার অবস্থান ফোয়ারার উঁচু স্তম্ভে চিহ্নিত হয়ে আছে, বনের মাথা ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে ওটা। তীরে পৌঁছানো দলটা সীমানা বানাতে কাঁটাঝোঁপ কাটার সময় তাইতা ও ফেন উইন্ডস্মোক ও ওয়ার্লউইন্ডের পিঠে সওয়ার হয়ে নদীর তীর বরাবর চলে যাওয়া জন্তুজানোয়ারের চলার পথ ধরে এগিয়ে গেল, মোষ ও হাতির পায়ের গভীর ছাপে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে পথটা, নাদিতে ভরা। তীর ধনুক তৈরি রেখে সাবধানে এগিয়ে চলল ওরা। ট্রেইলের প্রতিটি বাঁকেই কোনও একটা পালের সামনে পড়ে যাবার আশা করছে। তবে কাছের বনে হাতির ডাক ও ডালপালা ভাঙার আওয়াজ কানে এলেও কোনও প্রাণী না দেখেই প্রপাতের মাথায় এলো ওরা। ঘোড়াগুলোকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে আগে বাড়ল।

নদীর এই অংশটা যখন সংকীর্ণ পাথুরে গোর্জের গভীরে সামান্য একটা ধারা ছিল, তখনকার কথা ভাবল তাইতা। এখন উঁচু পাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাবার সময় শাদা ফেনা তুলে কালো পাথর থেকে লাফিয়ে উঠে আসছে জল। সামনে গর্জন করছে অদৃশ্য জলপ্রপাত, ওদের মুখে এসে পড়ছে জল-কণা।

ওরা যখন অবশেষে জলপ্রপাতের উপরের চাতালে এসে দাঁড়াল, দেখা গেল এখানে নীল নদ দুই শো কদম থেকে কমে স্রেফ বিশ কদমে পরিণত হয়েছে। নিচে প্রবল স্রোতধারা চমৎকার রংধনুর খিলানের ভেতর দিয়ে শত শত কিউবিট নিচের ফেনা ওঠা গোর্জে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

'আমরা মিশরের মোহনায় আসার আগে এটাই শেষ জলপ্রপাত,' বলল তাইতা। 'আমাদের পথের শেষ বাধা।' দৃশ্যের চমৎকারিত্বে নিজেকে হারিয়ে ফেলল ও।

ফেনকেও সমান মুগ্ধ মনে হলো। কিন্তু আসলে ভিন্ন ভাবনায় ডুবে আছে ও। ঠোঁটে স্মিত হাসি, চোখে স্বপ্নীল দৃষ্টি নিয়ে তাইতার কাঁধে ভর দিল ও। শেষে যখন কথা বলল, ফ্যাঁসফ্যাঁসে শব্দ হলো, কথাগুলো নীলের পানির গর্জনে হারিয়ে গেল না। 'গতকাল ইম্বালির সাথে আবার লোকের *জিজিমা* করার ব্যাপারে কথা বলেছি।' সবুজ চোখজোড়া ওর দিকে ফেরাল ফেন। 'আমাকে সব বলেছে ও। আমরা অমন কিছু করব, এটা কোনোদিন ভাবিনি।'

ঠিকমতো উত্তর দিতে গিয়ে কিছুটা দিশাহারা বোধ করল তাইতা।'এখন ফিরতে হবে,' বলল ও। 'সূর্য ডুবতে বসেছে, অন্ধকার নামার পর আমাদের পথে থাকা উচিত হবে না, যেখানে আশপাশে সিংহ রয়েছে। পরে এনিয়ে কথা বলব আমরা।'

ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে ফের নদীর কিনারা বারাবর আগে বাড়ল ওরা। সাধারণত ওদের কথোপকথনের ধারা অবিরাম চলতে থাকে, এক কথার সূত্র ধরে আরেক কথা চলে আসে। কিন্তু এই একবারের জন্যে হলেও কারও কিছুই বলার নেই, নীরবে জন্তুজানোয়ারের পথ ধরে এগিয়ে চলল ওরা। যখনই আড়চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছে তাইতা, দেখা যাচ্ছে হাসছে ফেন।

ওরা সীমানা প্রাচীরের ভেতর ফেরার পর দেখা গেল মহিলারা রান্নার আগুনের চারপাশে ব্যস্ত হয়ে আছে। পুরুষরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আলাপ করছে আর বিয়র খাচ্ছে, সারাদিনের বৈঠা বাওয়ার কঠোর পরিশ্রম শেষে পরিশ্রান্ত পেশিগুলোকে বিশ্রাম দিচ্ছে। স্যাডল থেকে নামতেই ওদের সাথে যোগ দিতে ছুটে এলো মেরেন। 'আপনাদের খোঁজে আর একটু হলেই অনুসন্ধানী দল পাঠানোর ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলাম।'

'পথ রেকি করছিলাম আমরা,' স্যাডল থেকে নেমে সহিসদের হাতে ঘোড়ার লাগাম তুলে দিয়ে বলল তাইতা। 'আগামীকাল নৌকোগুলো আলগা করে জলপ্রপাতের ওপাশে নিয়ে যেতে হবে আমাদের। নিচের ট্র্যাকটা অনেক খাড়া, সুতরাং সামনে অনেক খাটুনি অপেক্ষা করছে।'

'এই ব্যাপারে আলোচনা করতেই সব ক্যাপ্টেন ও হেডম্যানের সভা ডেকেছি। আমরা আপনার শিবিরে ফেরার অপেক্ষা করছিলাম।'

'আমি তোমার রাতের খাবার নিয়ে আসছি,' বলল ফেন, তারপর পিছলে সরে গেল রান্নার আগুনের কাছে মেয়েদের দিকে।

সমাবেশের মাথার কাছে অবস্থান নিল তাইতা। কেবল নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা বা কর্মধারা নিয়ে আলোচনার করার জন্যেই এসব সভা আয়োজন করে না বরং প্রত্যেককে দলের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক বা গুরুত্বপূর্ণ যেকোনও বিষয় তোলার সুযোগও দেয় ও। এটা আবার এক ধরনের শৃঙ্খলা ও ন্যায় বিচারের আদালতও, এখানে দুষ্কৃতকারীদের জবাবদিহির জন্যে তলব করা যেতে পারে।

সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে ওকে এক গামলা স্টু আর এক কাপ বিয়র এনে দিল ফেন। যাবার সময় ফিসফিস করে বলল, 'আমি বাতি জ্বেলে তোমার অপেক্ষায় থাকব। আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার রয়েছে।'

এ কথায় কৌতূহলী হয়ে দ্রুত সভার কাজ নিয়ে অগ্রসর হলো তাইতা। নৌকাগুলো সরিয়ে নেওয়ার কৌশল সম্পর্কে একমত হওয়ার পরই মেরেন ও তিনাতকে অল্প গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপার ফয়সালা করার ভার দিয়ে চলে এলো ও। রান্নার আগুনের পাশের মহিলাদের পাশ কাটানোর সময় শুভরাত্রি জানাল ওরা। নিজেদের মধ্যে হাসতে লাগল, যেন কোনও মজার গোপন বিষয় নিয়ে মজা করছে। ঘেরাওয়ের শেষ প্রান্তে টাটকা কাটা ছাদ বানানোর ঘাসের পর্দার আড়ালে ওদের কুঁড়েটা বসিয়েছে মেরেন। খোলা পথে ভেতরে পা রাখতেই তাইতা দেখল ফেন সত্যিই কুপি জ্বালিয়ে রেখেছে। এরই মধ্যে মাদুরের উপর কারোসের নিচে শুয়ে পড়েছে। উঠে বসল ও, ওর কোমরের কাছে নেমে গেল পশমটা। কুপির আলোয় কোমল হয়ে জ্বলছে ওর বুক। ওর প্রথম চাঁদের পর থেকে পরিপূর্ণ, আরও সুগোল হয়ে উঠেছে ওগুলো।

'যেমন ভেবেছিলাম, তারচেয়ে অনেক আগে এসে পড়েছ,' কোমল কণ্ঠে বলল ফেন। 'টিউনিক খুলে এক কোণে ফেলে দাও। কাল ওটা ধুয়ে দেব। এবার বিছানায় এসো।' কুপি নেভাতে উবু হলো তাইতা, কিন্তু ওকে থামাল ফেন। 'না, জ্বলুক। তোমাকে দেখতে চাই আমি।' ফেন যেখানে শুয়ে আছে সেখানে চলে এলো তাইতা। ওর পাশে মাদুরের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। বসেই রইল ফেন, ওর চেহারা পরখ করতে সামনে ঝুঁকলো।

'তুমি এত সুন্দর,' ফিসফিস করে বলল, আঙুল দিয়ে ওর কপালে এসে পড়া এক গোছা চুল সরিয়ে দিল। 'মাঝে মাঝে তোমার মুখের দিকে যখন তাকাই, তাইতা, এত খুশি লাগে, মনে হয় কেঁদে ফেলি।' ওর ভুরুর বাঁকে হাত বোলাল ফেন, তারপর ঠোঁট। 'তুমি একেবারে নিখুঁত।'

'এটাই কি তোমার গোপন কথা?'

'আংশিক,' বলে তাইতার গলা থেকে শুরু করে ওর বুকের পেশির উপর হাত বোলাল ও।

ওদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মেরেন। হাতে ধরে রাখা বিয়রের পটটা ফেলে দিল। তরলটুকু আগুনে পড়ে ধোঁয়া আর ছাইয়ের মেঘ সৃষ্টি করল। খাপ থেকে এক টানে তলোয়ার বের করে যুদ্ধের ঢঙে বিকৃত চেহারায় ছুটে গেল তাইতার কুঁড়ের দিকে। সমান ক্ষিপ্রতা দেখাল নাকোন্তো। দুই হাতে একটা করে স্ট্যাবিং বর্শা নিয়ে মেরেনের পিছু পিছু ছুটল। ওরা ঘেরাওয়ের মাঝামাঝি যাওয়ার আগেই সিদুদু আর ইম্বালি দৃঢ়ভাবে ওদের পথ আগলে দাঁড়াল।

'সরে দাঁড়াও!' চিৎকার করে উঠল মেরেন। 'ওরা বিপদে পড়েছে। ওদের কাছে যেতে হবে আমাদের।'

'সরে যাও, মেরেন ক্যাম্বিসেস!' ছোট মুঠি দিয়ে ওর বুকে ঘুসি মারল সিদুদু। 'তোমাদের সাহায্য লাগবে না ওদের। কেউই খুশি হবে না তোমাদের উপর।'

'নাকোন্তো, মুর্খ শিলুক কোথাকার!' স্বামীর উদ্দেশে চিৎকার করল ইম্বালি। 'বর্শা তুলে রাখ। সারা জীবন কি কিছুই শেখনি? ওদের একা থাকতে দাও!'

বিভ্রান্ত হয়ে থমকে দাঁড়াল দুই যোদ্ধা, সামনে দাঁড়ান মেয়েদের দিকে তাকাল একবার, তারপর বোকার মতো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। চেহারায় লজ্জা। 'নিশ্চয়ই...?' শুরু করতে গেল মেরেন। 'ম্যাগাস আর ফেন না–' বোকার মতো থেমে গেল ও।

'অবশ্যই তাই,' জবাব দিল সিদুদু। 'ঠিক তাই করছে ওরা।' শক্ত করে ওর হাত ধরে ওকে আবার আগুনের পাশে নিজের টুলে নিয়ে এলো ও। 'তোমাকে আবার বিয়র এনে দিচ্ছি।'

'তাইতা আর ফেন,' আমোদিত হয়ে মাথা নাড়ল সে। 'কে ভাবতে পেরেছিল?'

'তুমি বাদে সবাই,' বলল সে। 'মনে হচ্ছে মেয়েরা কী চায় তার কিছুই জানো না তুমি।' মেরেন কাঁপছে টের পেল সে, ওকে শান্ত করতে ওর বুকে একটা হাত রাখল। 'ওহ, মেয়েরা কী চায় খুব ভালো করেই জানো তুমি। আমি নিশ্চিত, মিশরের সব সেরা বিশেষজ্ঞ তুমি।'

ধীরে ধীরে স্থির হলো মেরেন, সিদুদুর কথা ভাবল। 'মনে হয় ঠিকই বলেছ, সিদুদু,' অবশেষে স্বীকার গেল। 'নিশ্চয়ই তুমি কি চাও আমার জানা নেই, জানলে আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তোমাকে দিতাম।'

'তা দিতে, জানি আমি, প্রিয় মেরেন। আমার প্রতি অনেক ভদ্রতা আর দরদ দেখিয়েছ তুমি। জানি তোমার সংযম কীভাবে তোমার ক্ষতি করেছে।'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, সিদুদু। তুমি সেই ট্রগদের ধাওয়া খেয়ে বন থেকে ছুটে বের হয়ে আসার পর থেকেই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

'আমি জানি,' ওর কাছে ঘেঁষে এলো ও। 'তোমাকে খুলে বলেছি সব, জাররিতে আমার উপর কি ঘটেছে, সবই বলেছি। ওনকা দানোটা...' থেমে গেল সে, তারপর আবার শান্ত কণ্ঠে বলল, 'অনেক ক্ষত রেখে গেছে সে।'

'ক্ষতগুলো কখনও সেরে উঠবে না?' জানতে চাইল মেরেন। 'সারা জীবন তার অপেক্ষায় থাকব আমি।'

'তার দরকার হবে না। তোমার সাহায্যে একদম সেরে গেছে, এমনকি সামান্য চিহ্ন পর্যন্ত নেই।' লাজুক ঢঙে মাথা হেলাল সে। 'তুমি হয়তো আমার মাদুরটা তোমার কাছে নিয়ে আসার অনুমতি দেবে, তবে আজ রাতে...'

'দুটো মাদুরের দরকার নেই আমাদের।' আগুনের আলোয় বিস্তৃত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে তার চেহারা। 'আমারটা যথেষ্ট বড়। তোমার মতো ছোট্ট মানুষটির ঠিকই জায়গা হয়ে যাবে।' নিজে উঠে সিদুদুকে টেনে দাঁড় করাল ও।

ওরা আগুনের বৃত্ত ছেড়ে যাবার সময় ইম্বালি আর নাকোস্তো ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

'এই বাচ্চারা!' আমোদিত মাতৃসুলভ ঢঙে বলে উঠল ইম্বালি। 'চোখের সামনে কী পড়ে আছে সেটা ওদের দেখিয়ে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তবে এবার আমার কাজ শেষ হয়েছে। একরাতেই দুটো! নিজের উপর দারুণ খুশি আমি।'

'তাই বলে ধারেকাছের বাকি সবাইকে নিয়ে আবার মাথা ঘামাতে যেয়ো না, তাতে আবার তোমার চোখের সামনে যে আছে তাকে অবহেলা করে বসতে পারো, মেয়ে,' কড়া কণ্ঠে ওকে বলল নাকোস্তো।

'আহ, ভুল হয়ে গেছে। আমার কাজ শেষ হয়নি।' বলে হেসে উঠল সে। 'আমার সাথে চলো, শিলুকদের মহান নেতা। তোমার বর্শা শানিয়ে দিচ্ছি। তাতে ভালো ঘুম হবে তোমার।' হেসে উঠল সে। 'আর আমারও!'

অগুনতি প্রজাতির হাতির পথ চলায় বিক্ষত একটা পথ চলে গেছে রিফ্‌ট উপত্যকার ঢালের উপর দিয়ে, কিন্তু পথটা সংকীর্ণ হওয়ায় নৌকাগুলো নিচে বয়ে যাওয়া কাবা-লেগা জলপ্রপাতের নিচের অংশে নদীর কাছে নিয়ে যেতে পথটা চওড়া করতে অনেক সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হলো ওদের। অবশেষে নৌবহর আবার ভাসাতে পারল ওরা, জলধারার কেন্দ্রে চলে এলো। স্রোত জোরাল হওয়ায় দ্রুত উত্তরে টেনে নিয়ে চলল ওদের, কিন্তু বিপজ্জনকও। মোটামুটি সমান সংখ্যক দিনে ডুবো পাহাড়ের খোঁচায় পাঁচটা নৌকা খোয়াতে হলো ওদের। ছয়টা ঘোড়াসহ তিনজনের সলিলসমাধি হলো। সিমলিকি নিয়ানযু হ্রদের খোলা জলে বের হয়ে আসতে আসতে প্রায় সবগুলো নৌকাই ক্ষতবিক্ষত, দুমড়ে মুচড়ে গেল। এমনকি নীল আবার বইতে শুরু করার এই স্বল্প সময়ের ভেতর নাটকীয়ভাবে ভরে উঠেছে এটার জলধারা। এখন আর অগভীর, কাদাময় নেই, রোদের আলোয় নীলে ঝলক খেলছে। উত্তরের বিস্তৃর্ণ জলের সীমানার ওপারে তীরের আবছা নীল রেখা কোনওমতে চোখে পড়ে, কিন্তু পশ্চিমে জমিনের লেশমাত্র নেই।

কাছের তীরে এখন অনেকগুলো গ্রাম চোখে পড়ছে, তবে ওরা এপথে যাবার সময় ছিল না এগুলো। এটা পরিষ্কার, ইদানীং এখানে বসতি গড়ে উঠেছে। কারণ সদ্য তোলা মাগুর মাছ ঝলসানোর তাকে বিছিয়ে রাখা হয়েছে, অগ্নিকুণ্ডে টাটকা আগুন জ্বলেছে। কিন্তু নৌবহরকে এগিয়ে আসতে দেখে সরে পড়েছে লোকজন।

'এই গোত্রকে আমি চিনি। ওরা ভীতু জেলে, আমাদের জন্যে হুমকি হবে না,' তাইতাকে বলল ইম্বালি। 'এখন বিপজ্জনক সময় যাচ্ছে, যুদ্ধংদেহী গোত্রগুলো ঘিরে রেখেছে ওদের। সেজন্যেই পালিয়ে গেছে ওরা।'

নৌকার খোল মেরামতের জন্যে তীরে ওঠানোর নির্দেশ দিল তাইতা। ঢালের দায়িত্ব তিনাত ও মেরেনের হাতে দিয়ে নাকোন্তো ও ইম্বালিকে দোভাষী হিসাবে ফেনসহ অক্ষত নৌকায় করে হ্রদের পশ্চিম প্রান্ত ও সেমলিকি নদীর মুখের দিকে রওয়ানা হলো তাইতা। নীলের অন্য বিশাল শাখাটি আবার বইতে শুরু করেছে নাকি এখনও ইয়োসের বৈরী প্রভাবে রুদ্ধ হয়ে আছে, জানতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও। কারনাকে পৌঁছার পর ওকে অবশ্যই ফারাওকে এইসব বিষয় জানানোর মতো অবস্থায় থাকতে হবে, মিশরের মঙ্গলের জন্যে এসব জরুরি।

পুব থেকে একটানা বাতাস বইছে। তাতে বৈঠার বেঞ্চের মাঝিদের সাহায্য করার জন্যে তেকোণা পাল খাটাতে পারল ওরা। গলুইয়ের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া নিচু ঢেউয়ের কারণে শাদা সৈকতের সীমারেখা পাথুরে জমিন ধরে তরতর করে এগোতে লাগল ওরা। দিগন্তে রইল নীল পাহাড়ের বাঁধ। পঞ্চম দিনে দক্ষিণ থেকে এসে হ্রদে মেশা প্রশস্ত খরতোয়া নদীর মুখে হাজির হলো ওরা।

'এটাই সেমলিকি?' ইম্বালার কাছে জানতে চাইল তাইতা।

'এর আগ আর এতদূর আসিনি আমি। বলতে পারব না।' জবাব দিল সে।

'আমাকে নিশ্চিত হতে হবে। এখানকার কোনও বাসিন্দাকে খুঁজে বের করতে হবে।' নৌকা দেখামাত্রই তীর বরাবর বসতির বাসিন্দারা পালিয়ে গেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হ্রদের জলে একটা জীর্ণ কুঁদে বানানো ক্যানু দেখতে পেল ওরা। ওটার বয়স্ক লোক দুটো এত ব্যস্ত ছিল যে নৌকাটা একেবারে পিছনে এসে হাজির হওয়ার আগে টেরই পেল না। এবার জাল ফেলে সৈকতের দিকে ঝোড়ে দৌড় লাগাল ওরা। কিন্তু গালিকে ফাঁকি দেওয়ার কোনও সুযোগই ছিল না। শেষে হতাশার সাথে হাল ছেড়ে চুল্লীর আগুনে তুলে দিল নিজেদের।

দুই পাকা দাড়ি বুড়ো ওদের খেয়ে ফেলা হবে না বুঝতে পারলে স্বস্তিতে বকবক শুরু করে দিল। ইম্বালি ওদের প্রশ্ন করতেই সাথে সাথে নিশ্চিত করল এটাই সেমলিকি আর এই অল্প কদিন আগেও এটা শুকনো খটখটে ছিল। নদীর অলৌকিক পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠার বর্ণনা দিল ওরা। পাহাড় আর পৃথিবী যখন কেঁপে উঠেছে, নড়েছিল, হ্রদের পানি আকাশের মতো উঁচু ঢেউয়ের ঘায়ে আছাড়িপাছাড়ি করছিল, এমন একটা সময় প্রবল জোয়ার তুলে নেমে এসেছে নদীটা, এখন অনেক বছর আগে যেভাবে বইত সেভাবেই বইছে। ওদের পুঁতি আর তামার বর্শার ফলা উপহার দিল তাইতা, তারপর ছেড়ে দিল দুই বুড়োকে। নিজেদের অবিশ্বাস্য ভাগ্যে দুজনই বিস্মিত।

'এখানে আমাদের কাজ শেষ,' ফেনকে বলল তাইতা। 'এবার আমরা মিশরে ফিরে যেতে পারব।'

ওরা যখন নীলের মুখে ঢালে ফিরে এলো, দেখল মেরেন আর তিনাত ক্ষতিগ্রস্ত নৌকার খোলস মেরামতের কাজ সেরে ফেলেছে, সেগুলো ফের জলে ভাসানোর উপযোগী হয়ে গেছে। নোঙর ওঠানোর নির্দেশ দেওয়ার আগে দুপারের হাওয়া চড়ে

ওঠার অপেক্ষা করল তাইতা। তেকোণা পাল তুলে বৈঠায় টান মেরে হ্রদের খোলা জলের উপর দিয়ে ভেসে চলল ওরা। পালের সবসেরা জায়গায় হাওয়া লাগায় সূর্যাস্তের আগেই উত্তর তীরে পৌঁছে গেল। নালুবা'লে আর সেমলিকি নুয়ানযি নামের দুটি মহা হ্রদের জলে পরিপূর্ণ নীলের শাখায় বের হয়ে এলো। দক্ষিণে আসার সময় পার হয়ে আসা এলাকার উপর দিয়ে উত্তরে নিয়ে চলল ওদের নদী।

ওদের যাত্রার পরবর্তী বাধা ছিল মারাত্মক ত্সেতসি মাছির সেই এলাকা। অনেক আগেই ঘোড়ার অসুস্থতার মহৌষধ তোলাস পিঠার সবটুকু শেষ করে ফেলেছে ওরা। তাই সামনের নৌকার ডেকে বসার জন্যে তেড়ে আসা প্রথম মাছিটা দেখামাত্রই গতি বদলের নির্দেশ দিল তাইতা, নৌবহরকে নদীর মাঝখানে নিয়ে এলো। স্টার্ন ধরে এক লাইনে এগিয়ে চলল ওরা। অচিরেই স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, পতঙ্গগুলোকে এড়ানো গেছে। নদীর মাঝখানে নৌকার কাছে আসতে উন্মুক্ত জলে বের হয়ে আসবে না। তো অনাক্রান্ত অবস্থায় এগিয়ে যেতে লাগল ওরা। রাতে তীরে নামা দূরে থাক কোনও নৌকাকে তীরের ধারে কাছেও যেতে দিচ্ছে না তাইতা। অন্ধকারে ভেসে চলে ওরা আধখানা চাঁদের আলোয়।

আরও দুই দিন তিন রাত স্রোতের ঠিক মাঝখানে রইল ওরা। অবশেষে কুমারীর বুক আকৃতির জোড়া পাহাড়ের অবয়ব দেখতে পেল দূরে, মাছির এলাকার উত্তরের সীমা নির্দেশ করছে ওটা। তবু নৌকাগুলোকে বিপদে ফেলার ঝুঁকি নিল না তাইতা। প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে তীরে যাবার নির্দেশ দেওয়ার আগে আরও অনেক লীগ ভেসে চলল। স্বস্তির সাথে লক্ষ করল মাছির কোনও চিহ্ন নেই। আদারি দুর্গের পথ পরিষ্কার।

কর্নেল তিনাত প্রায় এগার বছর আগে ওখানে রেখে যাওয়া সেনাছাউনীর অবস্থা জানতে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিল। তার ধারণা নির্যাতিতদের উদ্ধার করে আবার ওদের মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ওর দায়িত্বের ভেতর পড়ে। নৌবহর দুর্গের পাহাড়ের একই সমতলে আসার পর নোঙর করে ঘোড়াগুলোকে পাড়ে নামানো হলো।

যাত্রার ক্লান্তি থেকে কিছু সময়ের জন্যে নিস্তার পাওয়ায় আর শরীরে নিচে ফের ঘোড়ার অস্তিত্ব অনুভব করে ভালো লাগল ওদের। ফলে পাসের ভেতর দিয়ে গোড়ার পিঠে অন্যান্য ঘোড়সওয়ারের সাথে আগে বাড়ার সময় বেশ চাঙা হয়ে উঠল তাইতা, ফেন ও তিনাতের মেজাজ। দুর্গকে ঘিরে রাখা ঘেসো মালভূমি দেখতে পাচ্ছে ওরা।

'তোলাসের কথা তোমার মনে আছে, ঘোড়ার কবিরাজ?' জানতে চাইল ফেন। 'আবার তার সাথে দেখা হওয়ার অপেক্ষায় আছি আমি। আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে সে।'

'ঘোড়ার বেলায় জাদু দেখাতে পারে সে,' সায় দিল তাইতা। 'উইন্ডস্মোককে তার খুবই পছন্দ হয়েছিল, ভালো জাতের ঘোড়া চিনতে পারে।' মেয়ারের ঘাড়ে

চাপড় দিল ও। ওর কণ্ঠ শোনার জন্যে কান বাঁকাল ঘোড়াটা। 'তোকে আমার কাছ থেকে হাতিয়ে নিতে চেয়েছিল সে, তাই না?' নাক দিয়ে আওয়াজ করল ঘোড়াটা, মাথা দোলাল। 'তুইও নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় চলে যেতি ওর সাথে, বিশ্বাসঘাতিনী, বুড়ী ছিনাল কোথাকার।'

দুর্গের দিকে এগিয়ে চলল ওরা, কিন্তু বেশি দূরে যাবার আগেই একটা কিছু গড় বড় হয়ে গেছে বলে মনে হতে লাগল। মালভূমিতে কোনও ঘোড়া বা গরুছাগল নেই; দেয়ালের ওপাশ থেকে ধোঁয়া উঠে আসছে না। প্যারাপেটের উপর পতাকাও উড়ছে না।

'আমার লোকজন সব গেল কোথায়?' বলে উঠল তিনাত। 'রাবাত বিশ্বস্ত লোক। এতক্ষণে আমাদের তার দেখার কথা...এখনও এখানে থাকলে।' উদ্বিগ্নভাবে আগে বাড়ল ওরা। শেষে চিৎকার করে উঠল তিনাত, 'দেয়ালগুলো খুব খারাপ অবস্থায় পড়েছে। গোটা জায়গাটাই মনে হচ্ছে খাখা করছে।'

'প্রহরা মিনার আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে,' লক্ষ করল তিনাত, ঘোড়াগুলোকে আরও জোরে ছোটার তাগিদ দিল ওরা।

যখন দুর্গের তোরণে পৌঁছুলে, দেখা গেল হাঁ করে খোলা ওটা। প্রবেশ পথে থামল ওরা, ভেতরে নজর চালাল। আগুনে কালো হয়ে গেছে দেয়ালগুলো। রেকাবে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে প্যারাপেটের উদ্দেশ্যে সৈনিকসুলভ হুঙ্কার ছাড়ল তিনাত। কোনও জবাব মিলল না। অস্ত্র বের করে নিল ওরা। কিন্তু সেনাছাউনীর উপকারে আসতে অনেক দেরি করে ফেলেছে। গেটের ভেতরে ঢুকে আগে বাড়ার সময় প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে রান্নার আগুনের ধারে ওদের দেহাবশেষ করুণভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখল ওরা।

'চিমা!' মানুষখেকোদের ভোজৎসবের আলামত দেখে বলল তাইতা। মজ্জা বের করতে হাত-পায়ের লম্বা হাড়গুলো আগুনে পুড়িয়েছে চিমারা, তারপর বড় আকারের পাথরে রেখে ফাটিয়েছে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে ভাঙা টুকরোটাকরা। শিকারের ছিন্ন মাথাগুলোরও একই অবস্থা করেছে ওরা, আগুনে পুড়িয়ে কালো করে উটপাখির সেদ্ধ ডিমের মতো ফাটিয়েছে। মনের চোখে গোল হয়ে বসে উন্মুক্ত খুলি হাত বদল করতে দেখল ওদের তাইতা। আধা-সেদ্ধ মগজ হাত দিয়ে কুড়িয়ে তুলে মুখে ঠেসে দিচ্ছে।

খুলিগুলোর আনুমানিক একটা হিসাব করল তাইতা। 'মনে হচ্ছে ছাউনীর কেউই পালিয়ে বাঁচতে পারেনি। মেয়ে, শিশু, পুরুষ–সবাইকেই কায়দা করেছে চিমারা।'

ত্রাস আর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করার মতো ভাষা খুঁজে পেল না ওরা।

'দেখ!' ফিসফিস করে বলে উঠল ফেন। 'নিশ্চয়ই ছোট্ট বাচ্চা হবে। পাকা ডালিমের চেয়ে বেশি বড় হবে না খুলিটা।' ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে ওর চোখজোড়া।

'দেহাবশেষগুলো জড়ো করো,' নির্দেশ দিল তাইতা। 'নৌকায় ফিরে যাবার আগে ওদের কবরের ব্যবস্থা করতে হবে।'

দেয়ালের বাইরে ছোট করে গণকবর খুঁড়ল ওরা, কারণ কবর দেওয়ার মতো তেমন কিছু অবশিষ্ট ছিলো না।

'তারপরও চিমাদের এলাকা দিয়ে যেতে হবে আমাদের,' শীতল, অটল দেখাচ্ছে তাইতার চেহারা। 'দেবতারা প্রসন্ন হলে এই খুনে কুকুরগুলোর সাথে বোঝাপড়ার সুযোগ মিলে যাবে।'

বিদায় নেওয়ার আগে কেউ বেঁচে আছে কিনা নিশ্চিত হতে দুর্গ ও এর আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালাল ওরা, কিন্তু নেই কেউ। 'নিশ্চয়ই অসতর্ক অবস্থায় হামলা করা হয়েছিল,' বলল তাইতা। 'লড়াইয়ের কোনও আলামত নেই।'

গম্ভীর নীরবতায় নদীর পাড়ে ফিরে এলো ওরা। পরদিন ফের যাত্রা শুরু করল। চিমাদের এলাকায় পৌঁছানোর পর দুপাশে একটি করে ঘোড়সওয়ারের দলকে নামার নির্দেশ দিল তাইতা।

'চোখকান খোলা রেখে সামনে বাড়ো। তোমাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখব আমরা যাতে চিমারা টের না পায়। ওদের কোনও নিশানা পাওয়ামাত্রই আমাদের সতর্ক করতে ফিরে আসবে।'

চতুর্থ দিন তিনাতের আশা পূরণ হলো। নদীর আরেকটা প্রশস্ত বাঁক ঘুরে স্কাউটসহ হিলতোকে দেখতে পেল ওরা, তীর থেকে ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ছে। সামনের নৌকাটা তীরে ভিড়তেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল হিলতো, ঝটপট তাইতাকে স্যালুট করতে এগিয়ে এলো। 'ম্যাগাস, এখান থেকে অল্প দূরেই নদী তীরে চিমাদের একটা বিরাট বসতি রয়েছে। বুনোদের দুই বা তিনশো জড়ো হয়েছে ওখানে।'

'ওরা তোমাকে দেখতে পেয়েছে?' জানতে চাইল তাইতা।

'না। কিছুই সন্দেহ করেনি ওরা,' জবাব দিল হিলতো।

'ভালো,' অন্য নৌকা থেকে মেরেন ও তিনাতকে তলব করল তাইতা, তারপর দ্রুত ওর আক্রমণ পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল। 'কর্নেল তিনাতের লোকদের হত্যা করা হয়েছে, সুতরাং ওর প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার ও দায়িত্ব দুটোই রয়েছে। কর্নেল, আজ বিকেলে শক্তিশালী একটা বাহিনী নিয়ে তীরে যাবে–চিমাদের চোখে পড়ার হাতে থেকে বাঁচতে রাতে অভিযান চালাতে হবে। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বনের কিনারা আর গ্রামের মাঝখানে অবস্থান নেবে। ভোরের প্রথম আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে নৌকা নিয়ে গ্রামে এসে যাব আমরা। তারপর নাকাড়া আর তীরে বৃষ্টির ভেতর বাড়িঘর থেকে বের করে আনব চিমাদের। ওরা নিশ্চিতভাবেই গাছপালার দিকে ছুটে যাবে। তোমার লোকদের ওপর গিয়ে পড়ার সময় পেছনে চোখ থাকবে ওদের। কোনও প্রশ্ন আছে?'

'ভালো, সহজ পরিকল্পনা,' বলল মেরেন। সায় দিয়ে মাথা দোলাল তিনাত।

বলে চলল তাইতা। 'চিমারা দৌড়ানো শুরু করলেই মেরেন আর আমি বাকি লোকজন নিয়ে ওদের পিছু ধাওয়া করব। ওদের সাঁড়াশি আক্রমণে কায়দা করতে পারব বলে মনে হয়। এবার, আদারি দুর্গের ভেতর আমরা কি পেয়েছিলাম সেটা মনে রেখে কাউকে বন্দি করতে যাব না। প্রত্যেককে মেরে ফেলবে।'

গ্রামের অবস্থান আর বিস্তার আগেই রেকি করে রেখেছিল হিলতো, গোধূলির সময় তিনাতের বাহিনীকে তীরে নিয়ে গেল সে। রাতের মতো তীরে ভেড়ানো রইল নৌকাগুলো। তাইতা ও ফেন সামনের ডেকে মাদুর বিছাল, তারপর রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইল। মহাশূন্যের বিভিন্ন বস্তু সংক্রান্ত আলোচনা, কিংবদন্তী ও বিভিন্ন নক্ষত্র নিয়ে পৌরাণিক গল্প শুনতে পছন্দ করে ফেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব সময়ই একই প্রসঙ্গে ফিরে আসে। 'আবার আমার তারার কথা বলো, ম্যাগাস, লস্ত্রিসের তারা, অন্য জীবনে মারা যাবার পর যা হয়ে উঠেছিলাম আমি। কিন্তু একেবারে গোড়া থেকে শুরু করো। বলো, কীভাবে আমি মারা গিয়েছিলাম, কীভাবে আমাকে তুমি নানা রকম মলম মাখিয়েছিলে, আমার কবর সাজিয়েছিলে।' একটা বিন্দুও বাদ দিতে দেয় না। সব সময়ই শেষে তাইতা ওর চুল কেটে লস্ত্রিসের মাদুলি বানানোর অংশে এলে নীরবে কাঁদতে থাকে। হাত বাড়িয়ে তালিসমানটা ধরে। 'আমি তোমার কাছে আবার ফিরে আসবতা সব সময় বিশ্বাস করতে তুমি?' জিজ্ঞেস করে ও।

'সব সময়, রোজ রাতে অকাশে তোমার তারা উঠতে দেখে অপেক্ষায় থাকতাম কবে ওটা আকাশের বুক থেকে হারিয়ে যাবে। আমি জানতাম ওটাই হবে আমার কাছে তোমার ফিরে আসার লক্ষণ।'

'নিশ্চয়ই অনেক নিঃসঙ্গ আর বিষণ্ন ছিলে তুমি।'

'তুমি ছাড়া আমার জীবন শূন্য মরুর মতো,' বলে তাইতা, আবার কাঁদে ফেন।

'ওহ, আমার তাইতা, এত দুঃখের আর সুন্দর গল্প আর কখনও বলা হয়নি। দয়া করে এখুনি আমাকে ভালোবাসো, আমার সমস্ত আত্মা আর দেহ দিয়ে তোমাকে চাই আমি। তোমাকে আমার অন্তরে অনুভব করতে চাই, আমার অন্তস্তল স্পর্শ করো। আমাদের আর কখনওই বিচ্ছিন্ন হওয়া চলবে না।'

জলের উপর দিয়ে ভোরের আলো ও নদীর কুয়াশা ভেসে আসার সাথে সাথে এক রেখায় ভাটির দিকে সামনে ভেসে চলল নৌবহর। বৈঠাগুলো চাপা দেওয়া, নীরবতা রীতিমতো অলৌকিক। ধনুক প্রস্তুত করে উপরের কিনারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে তীরন্দাজরা। কুয়াশার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ছাউনী দেওয়া ঘরের ছাদ। তীরের আরও কাছে এগিয়ে যেতে মাস্তুলে অবস্থানরত মেরেনকে ইশারা করল তাইতা। তীর থেকে একটা কুকুর খেঁকিয়ে উঠল। ডাক ছাড়ল করুণ

সুরে। এছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। সকালের হাওয়ায় কাঁপছে কুয়াশার পর্দা। তারপর চিমাদের গ্রামটাকে উন্মুক্ত করতে একপাশে সরে গেল পর্দাটা।

তলোয়ার উঁচু করে ধরেই আবার সজোরে নামিয়ে অনল তাইতা। সঙ্কেত ছিল এটা। বাঁকা কুড়ু শিংয়ের শিঙ্গা তীক্ষ্ণ আওয়াজে বেজে উঠল। আওয়াজ শুনে শত শত নগ্ন চিমা কুঁড়ে ছেড়ে বের হয়ে এলো, চেয়ে রইল আগুয়ান নৌকাগুলোর দিকে। হতাশার আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল। ভীষণ আতঙ্কে ছড়িয়ে পড়ে ছুটতে শুরু করল ওরা। অল্প কয়েকজন সশস্ত্র ছিল, কিন্তু বেশিরভাগই তখনও নিদ্রালু অবস্থায় ছিল। গাছের আশ্রয়ের দিকে ছুটে যাবার সময় মাতালের মতো টলছে, পড়ে যাচ্ছে হুমড়ি খেয়ে। আবার তলোয়ার ধরা হাত ওঠাল তাইতা। ওটা নামিয়ে আনতেই ওদের দিকে তীরের একটা মেঘ ছেড়ে দিল তীরন্দাজরা। ছুটন্ত এক মায়ের পিঠে বাঁধা এক বাচ্চাকে তীরের আঘাতে স্থির হয়ে যেতে দেখল তাইতা। তারপর শেষ করে দিল মাকেও।

'আমাদের তীরে নিয়ে চলো!' গলুই কিনারা স্পর্শ করামাত্র হামলায় নেতৃত্ব দিল ও।

ঘেরাও হয়ে থাকা চিমাদের পিছু ধাওয়া করল বর্শা আর কুড়োলধারীরা সামনের দিকে আরেক দফা ত্রাস আর হতাশার আর্তনাদ উঠল, হিলতোর পাতা ফাঁদে গিয়ে পড়েছে ওরা। জীবন্ত মাংসে আঘাত হানতে লাগল তিনাত-বাহিনীর তলোয়ার; বের করে আনার সময় এক ধরনের ভেজা শব্দ করছে। কনুই পর্যন্ত কাটা হাত নিয়ে তাইতার দিকে ছুটে এলো এক চিমা। কাটা জায়গা থেকে সারা গায়ে রক্ত ঝরে পড়ায় পাগলের মতো আর্তনাদ করছিল সে। ওকে চকচকে লাল রঙে রঞ্জিত করে ফেলেছে। এক কোপে ওকে শেষ করে দিল তাইতা, খুলিটা মাঝখান থেকে দুভাগ করে দিল। এবার একটামাত্র আঘাতে তার পিছনে ছুটে আসা নগ্ন মেয়েটির বুকের ঠিক মাঝখানে আঘাত করে মারল। যুদ্ধের ক্রোধে সামান্যতম অনুশোচনা বা করুণা বোধ করছে না। পরের লোকটা নিজেকে বাঁচানোর ব্যর্থ প্রয়াসে খালি হাত মাথার উপর ওঠাল। এতটুকু করুণা ছাড়াই ওকে দুভাগ করে ফেলল তাইতা, যেভাবে হয়তো ত্সেত্সে মাছি মারবে।

দুই সারি সশস্ত্র লোকের মাঝখানে আটকা পড়ে চিমারা জালে পড়া মাছের ঝাঁকে মতো এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করল। প্রতিশোধ ছিল শীতল ও নিষ্ঠুর. হত্যালীলা ভবয়াবহ ও সম্পূর্ণ। অল্প কয়েক জন চিমা ব্রোঞ্জের ছোট হয়ে আসা বৃত্ত থেকে পালিয়ে নদীর কিনারে পৌঁছাতে পারল। কিন্তু ওদের অপেক্ষায় ছিল তীরন্দাজরা। অপেক্ষায় ছিল কুমীরগুলোও।

'কেউ পালাতে পেরেছে?' লাশ আর মরণোন্মুখে ভরা মাঠের মাঝখানে মিলিত হওয়ার পর তিনাতকে জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'কয়েকজনকে আবার কুঁড়েয় ফিরতে দেখেছি। ওদের পেছনে যাব?'

'না। এতক্ষণে অস্ত্র তুলে নিয়েছে ওরা, কোণঠাসা চিতার মতো ভয়ঙ্কর হয়ে থাকবে এখন। আমি আর আমার লোকদের ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে পারব না। কুঁড়ের ছাউনীতে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া দিয়ে বের করে আনো ওদের।'

সূর্য গাছপালার মাথার উপর উঠে আসতে আসতে সবকিছু চুকেবুকে গেল। তিনাতের দুজন সৈনিক সামান্য চোট পেয়েছে, কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে চিমারা। হায়েনার দল ব্যবস্থা করবে বলে যেখানে পড়েছে সেখানেই লাশ ফেলে রাখল ওরা। নৌকায় ফিরে সূর্য দুপুরে পৌঁছানোর আগেই উত্তরে পাল ওড়াল।

'এখন কেবল মহান সুদের জলাভূমিই আমাদের পথে বাধা হয়ে আছে,' ফেনকে বলল তাইতা, সামনের ডেকে একসাথে বসে আছে ওরা। 'যে জলাভূমিতে তোমার দেখা পেয়েছিলাম আমি। তুমি ছিলে ছোট বুনো বর্বর, ওই গোত্রের সাথে ছিলে।'

'সব কিছু কতদিন আগের মনে হচ্ছে,' বিড়বিড় করে বলল ফেন। 'স্মৃতি এখন ফিকে, ধূসর হয়ে এসেছে। ওই জীবনের চেয়ে বরং আগের জীবনের কথাই বেশি মনে করতে পারি। আশা করছি পশুর মতো লু-দের কারও সাথে আর দেখা হবে না। পুরো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চাই।' মাথা ঝাঁকিয়ে সোনালি চুলের গোছা পেছনে পাঠিয়ে দিল ও। 'এসো, আরও ভালো কোনও প্রসঙ্গে কথা বলা যাক,' প্রস্তাব দিল ও। 'তুমি জানো ইম্বালির শরীরে ভেতরে একটা বাচ্চা বড় হয়ে উঠছে?'

'আচ্ছা! তাহলে ব্যাপার এই। নাকোন্তোকে ওর দিকে অন্যভাবে তাকাতে দেখেছি আমি। কিন্তু তুমি কীকরে জানলে?'

'ইম্বালিই বলেছে। অনেক গর্ব ওর। বলছে বাচ্চাটা নাকোন্তোর মতোই বিরাট যোদ্ধা হবে।'

'যদি মেয়ে হয়?'

'সেও যে ইম্বালির মতোই মহান যোদ্ধা হবে তাতে সন্দেহ নেই,' হেসে ফেলল ফেন।

'ওদের জন্যে ভালো খবর, তবে আমাদের জন্যে খারাপ।'

'খারাপ কেন?' জানতে চাইল ও।

'ওদের শিগগিরই হারানোর ভয় হচ্ছে। বাবা হতে যাচ্ছে বলে ভবঘুরে যোদ্ধা হিসাবে নাকোন্তোর দিন ফুরিয়ে আসছে। ইম্বালি আর বাচ্চা নিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে যেতে চাইবে সে। শিগগিরই ঘটবে সেটা। কারণ শিলুকদের দেশের কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা।'

বন আর হাতির এলাকা ছেড়ে চ্যাপ্টা মাথার বাবলা গাছে ভরা সাভানাহ্য় ঢোকার সময় নদীর তীরের চেহারা বদলে যেতে শুরু করল। কফি রঙ চামড়ায় শাদা ছোপ ছোপ দাগঅলা উঁচু উঁচু জিরাফ গাছের মগডাল থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে, ওদের নিচে তৃণভূমির মিষ্টি ঘাসে অ্যান্টিলোপ, কোব, তোপি, ইলান্দের পাল

স্বাস্থ্যবান ডোরা কাটা যেব্রার পালের সাথে মিলেমিশে চরে বেড়াচ্ছে। পুনরুজ্জীবিত নীল ওদের আবার তার সৌন্দর্য উপভোগ করতে ফিরিয়ে এনেছে।

আরও দুদিন এগোনোর পর বেশ কয়েক শো কুঁজঅলা পশুর পাল দেখতে পেল ওরা, ওগুলোর মাথায় হেলে পড়া শিঙ। আগাছার তীরে আলগা হয়ে চরে বেড়াচ্ছে। অল্পবয়সী ছেলেরা চরাচ্ছে ওদের। 'ওরা শিলুক, তাতে আমার সন্দেহ নেই,' ফেনকে বলল তাইতা। 'নাকোন্তো বাড়ি ফিরেছে।'

'নিশ্চিত হচ্ছো কী করে?'

'ওরা কত লম্বা আর ছিপছিপে দেখ, ওদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি, ঠিক একপায়ে দাঁড়ানো ধ্যানমগ্ন সারসের মতো, অন্য পাটা থোড় মাংসের কাছে তুলে রাখা শিলুক না হয়ে পারে না।'

নাকোন্তোও দেখেছে ওদের। ওর স্বাভাবিক নির্লিপ্ত নিরাসক্ত হাবভাব উধাও হয়েছে। ডেকের সবাইকে হতবাক করে যুদ্ধের নাচে মেতে উঠেছে সে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করছে, আগাছার উপর দিয়ে ভেসে ওপাড়ে পৌঁছে যাচ্ছে সেই হাঁক। ওর কাণ্ড দেখে হাসছে ইম্বালি, হাত তালি দিচ্ছে, আরও বেশি চিৎকার করার উৎসাহ দিতে উলু ধনি করছে।

রাখালরা ওদের নিজস্ব ভাষায় কারও ডাকার আওয়াজ পেল। দৌড়ে তীরে এসে বিস্ময়ের সাথে অতিথিদের দিকে তাকিয়ে রইল। দুজনকে চিনতে পারল নাকোন্তো, ডাকল ওদের: 'সিকুনেলা! তিম্বাইল!'

সবিস্ময়ে সাড়া দিল ছেলেরা। 'আগন্তুক, কে তুমি?'

'আমি আগন্তুক নই। আমি তোমাদের চাচা নাকোন্তো, বিখ্যাত বর্শাধারী!' পাল্টা চিৎকার করে বলল ও।

উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল ছেলেরা, বড়দের ডাকতে চলে গেল গ্রামের দিকে অল্পক্ষণের মধ্যেই কয়েক শো শিলুক হাজির হলো নদীর পাড়ে, বিস্ময়ে নাকোন্তোর উদ্দেশে হাত নাড়ছে। তারপর বের হয়ে এলো বেঁটে নোম্ভ, গোটা সাড়ে চার কিউবিট, সামনে তার স্ত্রী ও ওদের নানা আকারের ছেলেপুলে।

মহানন্দে আলিঙ্গন করল নাকোন্তো ও নোম্ভ। তারপর মেয়েদের হুকুম দিল নোম্ভ, দল বেঁধে গ্রামে ফিরে গেল তারা। অচিরেই আবার মাথার উপর উপচে পড়া বিয়রের বিশাল পাত্র নিয়ে ফিরে এলো।

নদীর পাড়ের উৎসব বেশ কয়েকদিন স্থায়ী হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাকোন্তো এলো তাইতার কাছে। 'আপনার মতো মহান এক মানুষের সাথে অনেক দূরের পথ যাত্রা করেছি, এখন আর আপনি প্রবীন পুরুষ নন,' বলল সে। 'বিশেষ করে লড়াইটা দারুণ ছিল, কিন্তু এটাই আমাদের একসাথে চলার শেষ। আপনি নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাচ্ছেন, আমাকেও আমার লোকদের কাছে ফিরে যেতে হবে।'

'বুঝতে পারছি। একটা ভালো মেয়ে পেয়েছ তুমি, তোমার সাথে মানাবে সে। তোমার সন্তানরা তোমার মতোই লম্বা চওড়া হোক এটাই আশা করি। তুমি যেন ওদের বাপের মতোই সমান দক্ষ বর্শা চলাতে শেখাতে পারো।'

'এটা ঠিক, আমার চেয়ে বয়সে ছোট বুড়ো বাবা। কিন্তু আমি পথ না দেখালে কীভাবে বিশাল জলাভূমিতে পথ খুঁজে পাবেন?'

'তোমার গোত্রের এমন দুজন তরুণকে বাছাই করবে তুমি যারা এখন তোমার সাথে আমার পরিচয়ের সময় তুমি যেমন ছিলে ঠিক সেরকম অবস্থায় আছে–যুদ্ধ আর অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে উন্মত্ত। পথ দেখানোর জন্যে ওদের আমার সাথে পাঠাবে তুমি।' বিশাল সুদ-এ ওদের পথ দেখাতে দুই ভাস্তেকে বাছাই করল নাকোস্তো।

'ওরা একেবারে অল্পবয়সী,' ওদের জরিপ করে বলল তাইতা। 'খালগুলো চিনতে পারবে তো?'

'বাচ্চারা কি জানে না কীভাবে মায়ের দুধের কাছে যেতে হয়?' হেসে ফেলল নাকোস্তো। 'আপনারা এখন যান, আমার বয়স যত বাড়বে তত আপনাদের কথা ভাবব আমি, সেটা সব সময়ই আনন্দের সাথে।'

'জাহাজের গুদাম থেকে পাঁচ শো গরু কেনার জন্যে যত ইচ্ছে পুঁতি নিয়ে নাও।' শিলুকরা গরুবাছুর আর জন্ম দেওয়া ছেলে দিয়ে সম্পত্তির পরিমাপ করে। 'এক মুঠো ব্রোঞ্জের বর্শাও নাও, যাতে তোমার ছেলেরা সব সময়ই সশস্ত্র থাকে।'

'আপনার আর আপনার নীলের জলে ঝিলিক মারা সূর্যের আলোর মতো চুলের মেয়েমানুষ ফেনের তারিফ করি আমি।'

আলিঙ্গন করল ফেন ও ইম্বালি, কাঁদল দুজনই। ঘাটের অর্ধেকটা দূরত্ব পর্যন্ত নৌবহরকে অনুসরণ করল নাকোস্তো ও ইম্বালি, নদীর তীর বরাবর দৌড়াচ্ছে, সামনের সারির নৌকার সাথে তাল মিলিয়ে চলছে, হাত নেড়ে নাচছে, চিৎকার করে বিদায় জানাচ্ছে। অবশেষে থামল ওরা। স্টার্নে একসাথে দাঁড়াল ফেন ও তাইতা, ওদের দীর্ঘ অবয়ব ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যেতে দেখল।

সীমাহীন দিগন্ত অবধি বিছানো প্যাপিরাসের তীরের প্রথম মায়াবী দৃশ্য দেখা দেওয়ামাত্র নাকাস্তোর দুই ভাস্তে গলুইয়ে অবস্থান নিল, জলময় বুনো এলাকায় ঢোকার পর হালে অবস্থান নেওয়া মেরেনকে বিভিন্ন বাঁক আর মোড় সম্পর্কে ইশারা দিয়ে চলল।

নীল এখন প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়ায় জলাভূমিতে কেবল পানি আর পানি, কোথাও পা রাখার জায়গা নেই, ফলে দিনের পর দিন বৈঠা বেয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছে ওরা। কিন্তু ওদের উত্তরে ঠেলে দেওয়া বাতাস স্থির, অবিচল রয়ে গেছে। তেকোণা

পাল ফুলিয়ে তুলে আগাছা থেকে লাফিয়ে উঠে আসা হুল ফোটানো কীটপতঙ্গের ভেতর দিয়ে সবেগে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ওদের। প্রায়শই বাতাসের এই অস্বাভাবিক তুষ্টি নিয়ে ভাবছে ফেন। অবশেষে অনুমান করল তাইতা ইয়োসের কাছ থেকে আদায় করা ওর অসাধারণ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে এমনকি প্রকৃতির উপাদান-গুলোকেও ইচ্ছামতো আচরণে বাধ্য করেছে।

এমনি পরিস্থিতিতে জলের উপর দিয়ে যাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠছে না। তাইতার কাছে তেমন কোনও দাবি দাওয়া নেই কারও, ফলে নৌকা চালানোর দায়িত্ব মেরেন ও নাকোস্তোর দুই ভাস্তে আর অন্যান্য ব্যাপার তিনাতের হাতে ছেড়ে দিতে পেরেছে ও। ফেন আর ও বেশির ভাগ সময়ই সামনের ডেকে নিজস্ব জায়গায় থাকে। ওদের আলাপের সিংহভাগ জুড়ে থাকে প্রথমত, ইয়োসের সাথে তাইতার সংঘাত ও দ্বিতীয়ত, দুর্গের আবিষ্কার ও তার অলৌকিক সম্পত্তি। ফেন ওর মুখে ইয়োসের বর্ণনা শুনতে কখনও ক্লান্ত হয় না।

'তোমার দেখা সবচেয়ে সুন্দরী নারী কি সেই?'

'না, ফেন। তুমিই সবচেয়ে সুন্দরী।'

'কথাটা কি আমার জিভটাকে বাধা দিতে বলছ নাকি মন থেকে?'

'তুমি আমার ছোট মাছ, তোমার সৌন্দর্য সোনালি দোরাদোর মতো, সব সাগরের সবচেয়ে মোহনীয় প্রাণী।'

'আর ইয়োস? তার কথা কী বলবে? সে কি সুন্দরী না?'

'খুবই সুন্দরী ছিল বটে, কিন্তু সেটা অনেকটা খুনে হাঙরের সৌন্দর্যের মতো। ওর ছিল ভয়ঙ্কর, আতঙ্ক জাগানো সৌন্দর্য।'

'সে যখন তোমার সাথে মিলিত হয়েছিল, তখনকার অনুভূতি আমার সাথে মিলনের সময়কার অনুভূতি কি একই রকম ছিল?'

'ঠিক জীবন ও মরণের মতোই আলাদা। ওরা বেলায় ব্যাপারটা ছিল শীতল, নিষ্ঠুর। তোমার বেলায় উষ্ণ, প্রেম ও সহানুভূতিতে ভরা। ওর বেলায় ভীষণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মতো, তোমর বেলায় তোমার ও আমার ভিন্ন ভিন্ন আত্মাকে মিলিয়ে বিভিন্ন অংশের তুলনায় অসীম, বিশাল সমগ্রতে পরিণত করার মতো।'

'ওহ, তাইতা, তোমাকে বিশ্বাস করতে যারপরনাই ইচ্ছে করছে। জানি, বুঝি কেন তোমাকে ইয়োসের কাছে যেতে হয়েছিল, ওর সাথে মিলিত হতে হয়েছে, কিন্তু তারপরেও ঈর্ষায় জ্বলে যাচ্ছি। ইম্বালি বলেছে পুরুষরা অনেক মেয়ের সাথে মজা লুটতে পারে। সে কি তোমাকে আনন্দ দেয়নি?'

'ওর বুনো আলিঙ্গন কতটা ঘৃণা করেছি, প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার নেই। তার উচ্চারিত প্রতিটি কথা, তার দেহ ও হাতের প্রতিটি স্পর্শ আমাকে ভীত, বিতৃষ্ণ করে তুলেছে। এমনভাবে আমাকে দুষিত আর নোংরা করেছে সে, মনে হয়েছে আর কখনও পবিত্র হতে পারব না।'

'তোমার কথা শুনলে আমার ভেতর ঈর্ষা থাকে না। তোমার কষ্টের কথা ভেবে আমার মন সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। তুমি কি কখনও ভুলে যেতে পারবে?'

'ফন্টের নীলে ধুয়ে আবার পরিচ্ছন্ন হয়েছি আমি। বয়স, পাপ ও অপরাধবোধের ভার আমার উপর থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে।'

'আবার ফন্টের কথা বলো। নীলে আবৃত্ত হওয়ার সময় কেমন অনুভূতি হয়েছিল তোমার?' আবার ওর পরিবর্তনের অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা দিল তাইতা। শেষ করার পর খানিক ক্ষণ চুপ থেকে তারপর ফেন বলল, 'আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণে খোদ ইয়োসের মতোই ধ্বংস হয়ে গেছে ফন্ট।'

'এটাই পৃথিবীর স্পন্দিত ধমণী। প্রকৃতির স্বর্গীয় ক্ষমতা, যা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও ত্বরান্বিত করে। একে কখনও ধ্বংস করা যাবে না। কারণ তেমন কিছু ঘটলে সব সৃষ্টি বিনাশ হয়ে যাবে।'

'এখনও তার অস্তিত্ব থাকলে কী হয়েছে তার? কোথায় গেছে?'

'আবার পৃথিবীর মূলে চলে গেছে, ঠিক যেভাবে চাঁদ আর স্রোতের টানে সাগর দূরে ভেসে যায়।'

'তবে কি চিরকালের জন্যে মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এটাকে?'

'মনে হয় না। আমার ধারণা এক সময় ফের উঠে আসবে ওটা। হয়তো পৃথিবীর কোনও দূরপ্রান্তে এরই মধ্যে এসেও গেছে।'

'কোথায়, তাইতা? কোথায় আবার ফিরে আসবে ওটা?'

'আমি কেবল ইয়োস যতটুকু জানত ততটুকুই জানি। বিশাল কোনও আগ্নেয়গিরি আর জলের বিশাল আধারের সাথে সম্পর্কিত থাকবে এটা। আগুন, মাটি, বাতাস ও পানি; চার উপাদান।'

'কেউ কি আবার ফন্টের খোঁজ পাবে?'

'উত্তরের আগ্নেয়গিরি এরনার উদ্গীরণের ফলে জমিনের গভীরে চলে গেছে ওটা। সেই সময় ইয়োসের আস্তানার কাছে ছিল ওটা। আগুনের কারণে সরে পড়তে হয়েছিল তাকে। এক শো বছর ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাকে নীল নদ আবার কোথায় উঠে এসেছে তার সন্ধানে। চাঁদের পাহাড়ে এর খোঁজ পেয়েছিল। এখন আবার নিচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ওটাকে।'

'কতদিন তুমি তরুণ থাকবে, তাইতা?'

'ঠিক করে বলতে পারব না। হাজার বছরেরও বেশি সময় তরুণ ছিল ইয়োস। তার গলাবাজি আর ওর কাছ থেকে আদায় করা বিশেষ কিছু জ্ঞানের কল্যাণে সেটা জানতে পেরেছি।'

'এখন ফন্টে স্নান করার পর একই ব্যাপার ঘটবে,' বলল ফেন, 'হাজার বছর বেঁচে থাকবে তুমি?'

সে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদ উঠে ওকে জাগাল ফেন। ওর নাম ধরে ডাকল 'তাইতা, আমার জন্যে অপেক্ষা করো! ফিরে এসো! আমাকে ফেলে যেয়ো না।' ওর গালে হাত বুলিয়ে দিল তাইতা, চোখের পাতায় চুমু খেয়ে আস্তে করে জাগিয়ে তুলল ওকে। ব্যাপারটা স্রেফ স্বপ্ন ছিল বুঝতে পেরে ওকে আঁকড়ে ধরল ফেন। 'তুমি, তাইতা। সত্যি তুমি? তুমি আমাকে ফেলে চলে যাওনি?'

'তোমাকে ফেলে কোনওদিনই যাব না আমি,' নিশ্চিত করল ও।

'যাবে।' এখনও চোখজোড়া অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে আছে তার।

'কখনও না,' আবার বলল তাইতা। 'তোমাকে ফিরে পেতে অনেক দিন লেগেছে আমার। তোমার স্বপ্নের কথা বলো, ফেন। চিমা বা ট্রগরা ধাওয়া করছিল তোমাকে?'

চট করে জবাব দিল না ও। এখনও নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। অবশেষে ফিসফিস করে কথা বলল। 'এটা হাস্যকর স্বপ্ন ছিল না।'

'আমাকে বলো ওটার কথা।'

'স্বপ্নে আমি বুড়িয়ে গেছি। আমার চুল পাতলা, শাদা হয়ে গেছে–চোখের সামনে ঝুলে থাকতে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার চামড়া কুঁচকে গেছে, হাতের হাড় জিরজিরে থাবার মতো। পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে, পা ফুলে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে পড়েছে। তোমার পেছনে পেছনে কোনওমতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এত জোরে হাঁটছিলে তুমি, তোমার সাথে তাল মেলাতে পারছিলাম না। পিছিয়ে পড়ছিলাম, এমন কোথাও চলে যাচ্ছিলে তুমি যেখানে তোমার সাথে আমি যেতে পারব না।' ফের অস্থির হয়ে উঠল ও। 'চিৎকার করে তোমাকে ডাকছিলাম, কিন্তু শুনতে পাচ্ছিলে না তুমি।' আবার কাঁদতে শুরু করল সে।

'এটা কেবলই স্বপ্ন,' দুহাতের বৃত্তের ভেতর ওকে শক্ত করে ধরে রাখল তাইতা, কিন্তু প্রবলভাবে মাথা নাড়ল ফেন।

'এটা ছিল ভবিষ্যতের একটা ছবি। পেছনে না তাকিয়ে দ্রুত চলে গেছ তুমি। তুমি লম্বা, শক্তিশালী, ঋজু, তোমার পাজোড়া শক্তিশালী। তোমার চুল ঝলমলে, ঘন।' হাত বাড়িয়ে এক গোছা চুল আঙুলে জড়াল সে। 'ঠিক এখনকার মতোই।'

'বোন আমার, খামোকা নিজেকে কষ্ট দিয়ো না। তুমিও খুবই সুন্দর ও তরুণী।'

'হয়তো এখন। কিন্তু তুমি এমনই রয়ে যাবে, আর আমি বুড়িয়ে যাব, মরে যাব। তোমাকে আবার হারাতে হবে আমাকে। আমি আর শীতল তারায় পরিণত হতে চাই না। তোমার সাথে থাকতে চাই।'

ওর আয়ত্তাধীন অনেক কালের সমস্ত প্রজ্ঞা দিয়েও ফেনকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কোনও ভাষা খুঁজে পেল না তাইতা। শেষে আবার ওর সাথে মিলিত হলো ওর আলিঙ্গনে ধরা দিল ফেন, এক ধরনের মরিয়া উন্মাদনায়, যেন ওর সাথে মিশে যেতে চাইছে, শারীরিক দেহের সাথে সাথে আত্মায়ও মিশে এক হয়ে যেতে চাইছে.

যেন এমনকি মরণও ওদের বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। শেষে ভোরের ঠিক আগে ভালোবাসা ও হতাশার ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল ফেন।

সময়ে সময়ে দীর্ঘদিন আগে পরিত্যক্ত লু-দের গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছে ওরা। খুটির উপর কোনওমতে জুলছে কুঁড়েগুলো। ফুসে ওঠা পানিতে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছে। 'পানি বেড়ে ওঠায় বিশাল সুদের আশপাশের উঁচু এলাকার খোঁজে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে ওরা,' ব্যাখ্যা করল ফেন। 'পানি কমে যাবার পরেই কেবল আবার মাছ ধরতে ফিরে আসবে।'

'ভালোই হয়েছে,' বলল তাইতা। 'ওদের সাথে দেখা হয়ে গেলে নিশ্চিতভবাবেই যুদ্ধ করতে হতো। অথচ এই অভিযানে এমনিতেই আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমাদের লোকেরা ঘরে ফিরতে অধীর হয়ে উঠেছে।'

'ঠিক আমার মতো,' সায় দিল ফেন। 'যদিও আমার বেলায় এই জীবনে প্রথমবারের মতো ঘরে যাওয়া হবে।'

সেরাতে আবার দুঃস্বপ্ন তাড়া করল ফেনকে। ওকে জাগিয়ে তুলল তাইতা, উদ্ধার করে আনল মনের অন্ধকার ত্রাস থেকে। এক সময় ওর হাতের উপর নিথর হয়ে না শোয়া পর্যন্ত ওকে সোহাগ আর চুমু খেয়ে চলল। কিন্তু তারপরেও জ্বরাক্রান্তের মতো কাঁপতে লাগল ফেন। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজের মতো ওর বুকের কাছে ধুকপুক করে চলল ওর হৃৎপিণ্ড।

'সেই একই স্বপ্ন?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল তাইতা।

'হ্যাঁ, তবে আরও খারাপ,' ফিসফিস করে বলল ফেন। 'এইবার বয়সের ভারে আমার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে আর তুমি এত দূরে চলে গেছ যে কেবল তোমার গাঢ় অবয়বই দেখতে পাচ্ছিলাম আমি, আবছায়ায় মিশে যাচ্ছ।' ফেন আবার কথা বলার আগ পর্যন্ত দুজনই চুপ রইল। 'তোমাকে হারাতে চাই না, কিন্তু জানি অর্থহীন বাসনা আর দুঃখ করে দেবতারা আমাদের যে ভালোবাসার সময়টা দিয়েছেন তা নষ্ট করা যাবে না। আমাকে অবশ্যই শক্তিমতী ও সুখী থাকতে হবে। অবশ্যই একসাথে থাকার সময়টুকু উপভোগ করতে হবে–না ঘটা পর্যন্ত এই ভীষণ বিচ্ছিন্নতার কথা বলব না।' আরও এক মিনিট নীরব রইল সে, তারপর এত নিচু কণ্ঠে কথা বলল যে বুঝতে কষ্ট হলো তাইতার। 'যতক্ষণ না ঘটছে, তবে অবশ্যই ঘটবে।'

'না, প্রিয় ফেন আমার,' জবাব দিল তাইতা। 'এটা অনিবার্য নয়। আর কখনওই আমরা বিচ্ছিন্ন হবো না।' ওর বাহুতে স্থির হয়ে গেল ফেন। বলতে গেলে শ্বাসই ফেলছে না, এত মনোযোগ দিয়ে শুনছে। 'তাকে ঠেকাতে কী করতে হবে আমি জানি।'

'বলো আমাকে!' দাবি করল ফেন। ব্যাখ্যা করল তাইতা। মনোযোগ দিয়ে শুনল ফেন। কিন্তু তাইতা শেষ করতেই একশো একটা প্রশ্ন শুরু করল। তাইতা সেগুলোর জবাব দেওয়ার পর বলল, 'সেটা অনন্ত কালের মতো হতে পারে।' ওর সামনে তাইতার মেলে ধরা ছবির আওতায় হতাশ।

'কিংবা হয়তো কয়েক বছর লাগতে পারে,' বলল তাইতা।

'ওহ, তাইতা, নিজেকে সামলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে আমার। কখন শুরু করতে পারব আমরা?'

'তার আগে আমাদের প্রিয় মিশরের যে ক্ষতি ইয়োস করে গেছে তার পুনর্বাসনের জন্যে অনেক কিছু করার বাকি রয়ে গেছে।'

'ততদিন পর্যন্ত ক্ষণ গুনে যাব আমি।'

দিনের পর দিন হাওয়া স্থিতিশীল রইল, ফলে মাঝিরা মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে বৈঠা বেয়ে চলল, ওদের প্রাণশক্তি অফুরান, হাত আর শিরদাঁড়া অপরাজেয়, নাকোন্তোর ভাস্তেরা ওদের নির্ভুলভাবে বিভিন্ন খালের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রোজ দুপুরে মাস্তুলের ডগায় উঠে যায় তাইতা, সামনের

বিস্তার জরিপ করে। ওর প্রত্যাশার ঢের আগেই দূরে অন্তহীন প্যাপিরাসের মাথার উপর প্রথম গাছপালার অবয়ব দেখতে পেল ও। গালির কীলের নিচে গভীর হয়ে উঠেছে নীলের জল, দুপাশের আগাছার স্তূপ ফাঁক হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বিশাল সুদে এসে পড়ল ওরা। সামনে পড়ে আছে বিশাল সমতল ভূমি, যার ভেতর দিয়ে দীর্ঘ সবুজ পাইথনের মতো চলে গেছে নীল, এক সময় হারিয়ে গেছে দূরের ধূলিময় ধোঁয়াশায়।

একটা খাড়া তীরের কাছে গালিগুলো নোঙর করল ওরা। অনেক দিন বাদে তাইতা ও ওর লোকজন শুকনো মাটিতে শিবির খাটানোর সময় ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিল। এক লীগ দূরে নোংরা সমতলের ওপাশে আটটা জিরাফের একটা পাল চ্যাপ্টা মাথার বাবলা গাছের একটা ঝাড়ে চরে বেড়াচ্ছে।

'শিলুকদের ওখান থেকে বিদায় নেওয়ার পর থেকে আর টাটকা মাংস জোটেনি আমাদের কপালে,' তিনাতকে বলল তাইতা। 'মাগুর মাছের বদলে অন্য কিছু খেতে পারলে সাবাই খুশি হবে। একটা শিকারী দল করার কথা বলছি আমি। ওদের যারীবা তৈরি শেষ হয়ে গেলে লোকজনকে বিশ্রাম নিয়ে মজা করতে দাও।'

তাইতা, মেরেন আর মেয়ে দুটি ওদের ধনুকে তীর পরাল, ঘোড়ার পিঠে চেপে দীর্ঘ পাঅলা ডোরাকাটা জানোয়ারের উদ্দেশে আগে বাড়ল। ঘোড়াগুলো মনিবের মতোই ফের তীরে আসতে পেরে খুশি। ঘাড় সোজা করে রেখেছে ওরা, খোলা

প্রান্তরের উপর দিয়ে ছোটার সময় লেজ দোলাচ্ছে। জিরাফের দল অনেক দূর থেকে ওদের আসতে দেখে বাবলা গাছের আড়ালে আশ্রয় নিতে ছুটে গেল। প্রান্তরের উপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটতে রাগল। ওদের পশমের গোছাঅলা দীর্ঘ লেজ পাছার উপর উঠে গেছে। ওদের দুপাশের পা একসাথে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, ফলে মনে হচ্ছে খুব ধীরে আগে বাড়ছে ওরা। কিন্তু নাগাল পেতে সর্বোচ্চ বেগে ঘোড়া হাঁকাতে হচ্ছে শিকারীদের। জিরাফগুলোর পেছনে পৌঁছার পর ওগুলোর খুরের ঘায়ে ওড়া ধুলোর মেঘে ঢুকে পড়ল, চোখ বাঁচাতে চোখ সরু করে ফেলতে বাধ্য হলো ওরা। পালের ঠিক পেছন পেছন ছুটতে থাকা একটা অল্পবয়সী মদ্দা জিরাফ বেছে নিল তাইতা, গোটা দলের জন্যে পর্যাপ্ত মাংস মিলবে ওটা থেকে। সেই সাথে নরম ও চর্বিদারও হবে।

'ওটাই চাই আমাদের!' চিৎকার করে বলে উঠল ও। ইঙ্গিতে অন্যদের দেখাল ওটা। পশুটার কাছাকাছি গিয়ে ওটার পায়ের পেছনে প্রথম তীর ছুঁড়ে মারল। মহাশিরা কেটে খোঁড়া করে ফেলার ইচ্ছা ওটাকে। টলে উঠে প্রায় পড়ে যাবার দশা হলো জিরাফটার, কিন্তু আবার তাল সামলে আগে বাড়তে লাগল, তবে ভাঙা গতিতে। আহত পায়ের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখছে। অন্যদের ইশারা করল তাইতা। দু ভাগে ভাগ হয়ে দুপাশ থেকে পশুটার দিকে চেপে এলো ওরা। মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে ওটার জীবন্ত হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস লক্ষ্য করে ক্রমাগত তীর ছুঁড়ে চলল। কিন্তু যুদ্ধের ঢালের মতোই শক্ত ওটার চামড়া, স্পর্শকাতর অঙ্গগুলোও অনেক গভীরে বসানো। প্রবল রক্তক্ষরণ নিয়ে দৌড়ে চলল জানোয়ারটা, লেজ দোলাচ্ছে, একেকটা তীর গায়ে বিঁধছে আর অমনি মৃদু স্বরে গুঙিয়ে উঠছে।

আওতা কমাতে ক্রমে ওদের ঘোড়া কাছে নিয়ে আসতে লাগল অশ্বারোহীরা, যাতে ওদের তীরগুলো আরও কার্যকরভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারে। মেরেনের সামান্য পেছনে ছিল সিদুদু, মেয়েটার বেপরোয়াভাবে শিকারের দিকে ছুটে যাওয়া খেয়াল করেনি মেরেন, কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে অবশেষে দেখতে পেল ও।

'বেশি কাছে চলে যাচ্ছ!' ওর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল মেরেন। 'পিছিয়ে যাও, সিদুদু!' কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। জিরাফটা পেছন পায়ে প্রবল একটা লাথি হাঁকাল ওকে। থমকে গেল ঘোড়াটা। সিদুদু আসন হারাল, ঘোড়ার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে দড়াম করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ও, গড়ান খেয়ে আরেকটু হলেই জিরাফের পায়ের নিচে চলে যাবার অবস্থা হলো। আবার লাথি হাঁকাল জিরাফটা, জায়গামতো লাগলে খুলি ফেটে চৌচির হয়ে যেত ওর, কিন্তু ফস্কে যাওয়ায় মাথার অল্প উপর দিয়ে চলে গেল। তারপর ওর গড়ানি থামলে মড়ার মতো স্থির পড়ে রইল ও। নিমেষে ঘোড়া ঘোরাল মেরেন, লাফ নিয়ে নেমে পড়ল।

মেরেন ওর দিকে ছুটে যাবার সময় মাতালের মতো উঠে বসে অনিশ্চিত হাসি দিল সিদুদু। 'যতটা মনে হয়, জমিন তারচেয়ে শক্ত,' আলতো করে কপালের একপাশে হাত ছোঁয়াল সে। 'আমার মাথাও যতটা ভাবতাম তারচেয়ে নরম।'

তাইতা বা ফেন, কেউই ওর পতন দেখেনি, জিরাফের পেছনে ধাওয়া করে চলল ওরা। 'ওটাকে মারার মতো গভীরে ঢুকেছে আমাদের তীর,' ফেনের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল তাইতা। 'তলোয়ার দিয়েই ফেলতে হবে ওটাকে।'

'জানের ঝুঁকি নিয়ো না,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল ফেন। কিন্তু সতর্কবাণী উপেক্ষা করল তাইতা। রেকাব থেকে এক ঝটকায় পা মুক্ত করে নিল।

'উইন্ডস্মোকের মাথাটা ধরো,' ফেনকে বলল ও। লাগাম ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। এবার দুই কাঁধের মাঝখানে ঝোলানো খাপ থেকে তলোয়ার বের করে এক লাফে নেমে পড়ল জমিনে। মেয়ারের গতি কাজে লাগিয়ে নিজেকে সামনে ছুঁড়ে দিল যাতে অল্প সময়ের জন্যে হলেও জিরাফের গতির সাথে পাল্লা দিতে পারে। প্রতি পদক্ষেপে ওটার পেছনের বিশাল পা তাইতার মাথা ছাড়িয়ে অনেকটা উপরে উঠে যাচ্ছে, বাউলি কেটে পাশ কাটাচ্ছে ও। কিন্তু জিরাফটা ওর একেবারে কাছে পা স্থির করে ওটার উপর নিজের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিতেই চাপ পড়ে তাইতার কব্জির মতো পুরু টেন্ডন সগর্ব ভঙ্গিতে দাগঅলা চামড়ার ভেতরে ফুটে উঠল।

দৌড়ের উপরই দুই হাতে তলোয়ারের বাঁট শক্ত করে ধরে ঠিক গোড়ালির উপরে সপাটে ফলা চালাল ও, টেন্ডন বিচ্ছিন্ন করার ইচ্ছা। লাগাতে পারল, রাবার ছেঁড়ার মতো শব্দ করে কেটে গেল ওটা। পা দুমড়ে গেল, পাছার উপর পিছলে লুটিয়ে পড়ল জিরাফটা। নিজেকে আবার ওঠানোর চেষ্টা করল, কিন্তু পাজোড়া অচল হয়ে গেছে। উল্টো তাল হারিয়ে গড়িয়ে একপাশে পড়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে তাইতার নাগালের ভেতর জমিনে লম্বা হয়ে গেল ওটার গলা। এক লাফে সামনে এগিয়ে গেল তাইতা, পেছনে ঢুকিয়ে দিল ফলাটা, কশেরুকার সংযোগ স্থল বিচ্ছিন্ন করে দিল প্রায়। জিরাফটা ফের লাথি হাঁকাতেই লাফিয়ে পিছিয়ে এলো ও। ওটার চারটে পাই অসাড় হয়ে এলো, স্থির হয়ে গেল তারপর। কেঁপে উঠল চোখের পাতা, বিরাট চোখের উপর নেমে এলো পাঁপড়িগুলো।

তাইতা মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় উইন্ডস্মোক নিয়ে ওর কাছে দৌড়ে এলো ফেন। 'অনেক ক্ষিপ্র তুমি।' ওর কণ্ঠে বিস্ময়। 'কবুতরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া বাজপাখির মতো।' লাফ দিয়ে নেমে তাইতার কাছে ছুটে এলো ও। হাওয়ায় দোল খাচ্ছে মাথার চুল, পিছু ধাওয়ার রোমাঞ্চে উজ্জ্বল ওর চেহারা।

'আর এতই সুন্দর যে যখনই তোমাকে দেখি আমার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দাও,' ওকে দুহাতে সামনে ধরে রেখে বলল তাইতা, চেহারা পরখ করল। 'কেমন করে ভাবতে পারলে যে তোমাকে ফেলে চলে যেতে পারি?'

'এ নিয়ে পরে আবার কথা বলব আমরা, কিন্তু ওই যে মেরেন আর সিদুদু আসছে।'

সিদুদুর ঘোড়াটাকে আবার পাকড়াও করেছে মেরেন। আবার সওয়ার হয়েছে সিদুদু। কাছে আসার পর ওরা লক্ষ করল ওর পোশাক ছিঁড়ে গেছে। ধুলোয় ভরে

আছে সারা শরীর, চুলে খড়কুটো লেগে রয়েছে। এক গালে চিড় ধরেছে। কিন্তু হাসছে সে। 'হো, ফেন,' চিৎকার করে বলল সে। 'দারুণ খেলা না?'

চারজন একসাথে বাবলা গাছের সবচেয়ে কাছের ঝোঁপের দিকে এগিয়ে গেল, ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিতে জিন থেকে নামল। পানির চামড়ার থলে পরস্পরের হাতে চালান করল ওরা। তৃষ্ণা মেটানোর পর কাঁধের উপর থেকে টিউনিক ফেলে দিয়ে তাইতাকে ক্ষতস্থান পরখ করার সুযোগ করে দিল সিদুদু। বেশি সময় লাগল না।

'টিউনিক পরে নাও, সিদুদু। কোনও হাড়গোড় ভাঙেনি তোমার,' ওকে আশ্বস্ত করল তাইতা। 'কেবল নদীতে একদফা গোসল দরকার তোমার। কয়েক দিনের মধ্যেই আঘাতগুলো মিলিয়ে যাবে। এখন মেরেন আর তোমার সাথে একটা অসাধারণ মুহূর্ত নিয়ে আলাপ করতে চাই।' ওদের শিকারে নিয়ে আসার এটাই আসল কারণ। ওদের একা পেতে চেয়েছে তাইতা, যাতে ওদের কাছে নিজের পরিকল্পনা খুলে বলতে পারে।

মেরেন ও সিদুদুকে অপেক্ষামান নৌবহরে ফিরে যেতে দেবার আগে সূর্য দুপুরের দূরত্বে পৌঁছে গেল। ততক্ষণে ওদের মেজাজ বদলে গেছে, দুজনই উদ্বিগ্ন ও অসুখী।

'কথা দাও চিরজীবনের জন্যে চলে যাবে না তুমি,' আন্তরিকভাবে ফেনকে আলিঙ্গন করল সিদুদু। 'আমার কাছে বোনের চেয়েও অনেক বেশি প্রিয় তুমি। তোমাকে হারানো সহ্য করতে পারব না।'

'তোমরা আমাদের দেখতে না পেলেও এটা স্রেফ একটা সামান্য জাদু। আগেও অনেকবার ঘটতে দেখেছ।' ওকে আশ্বস্ত করল ফেন।

এবার মেরেন কথা বলল, 'আপনার বুদ্ধির উপর আমার আস্থা আছে, ম্যাগাস, যদিও মনে হচ্ছে এককালে যতটা ছিল এখন তার চেয়ে অনেক কমে গেছে। সেইসব সময়ের কথা আমার মনে আছে যখন আপনিই আমার কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়ে দিয়েছেন। এখন আমাকেই আপনার সেবকের ভূমিকায় নামতে হবে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে দুপায়ের মাঝখানে যখন একটা কিছু ঝুলতে থাকে তখন লোকে কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে।'

হেসে উঠল তাইতা। 'বেশ ভালো পর্যবেক্ষণ, সৎ মেরেন। কিন্তু খামোকা উদ্বিগ্ন হয়ো না। ফেন আর আমি জানি আমরা কী করতে যাচ্ছি। নৌকায় ফিরে যাও, নিজের কাজ করো।'

নদীর উদ্দেশে ঘোড়া হাঁকাল মেরেন ও সিদুদু, কিন্তু বারবার স্যাডলে ঘুরে উদ্বিগ্ন চোখে পেছনে তাকাচ্ছে। চোখের আড়ালে যাবার আগে কমপক্ষে দশ-বার বার হাত নাড়ল।

'এবার নিজেদের অদৃশ্য হওয়ার পটভূমি স্থির করতে হবে আমাদের,' ফেনকে বলল তাইতা। স্যাডলের পিছনে বাঁধা ঘুমানোর মাদুর আনতে এগিয়ে গেল ওরা।

বেডরোলের ভেতরে নিজেদের জন্যে টাটকা পোশাক নিয়ে এসেছিল ওরা। নোংরা, ঘামে ভেজা টিউনিক খুলে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে নগ্ন শরীরে শীতল বাতাসের স্পর্শ উপভোগ করল। পরিষ্কার টিউনিক তুলতে উবু হলো তাইতা, কিন্তু ওকে বাধা দিল ফেন। 'এমন কোনও তাড়াহুড়ো নেই, মাই লর্ড। অন্যরা আমাদের খোঁজে ফিরে আসতে বেশ সময় লাগবে। আমাদের উচিত এই মুহূর্তের সুযোগ নেওয়া, যখন পোশাকে আবদ্ধ হয়ে নেই আমরা।'

'মেরেন তিনাতকে আমাদের মারা যাবার কথা বললেই আমাদের লাশের খোঁজে গোটা বাহিনী ছুটে আসবে এখানে। আমাদের বহাল তবিয়তে দেখে ফেলতে পারে।'

'মেরেন কী বলেছে মনে আছে? পুরুষকে কীভাবে বেপরোয়া হয়ে ওঠে? বেশ, আমি বলি কি দুজনে মিলেই বেপরোয়া হই আমরা।'

ব্যাপারটা ঠিক মতো শেষ করতে পারল ওরা। যখন কেবল আত্মগোপনে যাবার মঞ্চ তৈরি শেষ করে এনেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই নদীর দিক থেকে দ্রুত ছুটে আসা ঘোড়ার পায়ের ঘায়ে উড়ন্ত ধুলোর মেঘ চোখে পড়ল ওদের। নিঃশব্দে বাবলা গাছের বনে ফিরে এসে চুপ করে একটা গাছের গোড়ায় বসে রইল ওরা। পরস্পরের হাত ধরে চারপাশে আড়ালের জাদু বুনতে লাগল।

এক বিরাট অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে প্রবল বেগে ধুলোর মেঘ তুলে ছুটে এসে দৃষ্টি সীমায় উদয় হলো মেরেন ও তিনাত। উইন্ডস্মোক ও ওয়ার্লউইন্ডকে বনের ধারে চরে বেড়াতে দেখেই ওদের দিকে বাঁক নিল। তাইতা ও ফেন যেখানে বসেছিল তার বিশ কদমের মধ্যে চলে এলো।

'হায়, সেথের ভুঁড়ি আর কলজের দোহাই,' চিৎকার করে উঠল মেরেন। 'স্যাডলে রক্ত দেখতে পাচ্ছ! ঠিক তোমাদের যা বলেছি। জিনের দল ওদের পাকড়াও করে নিয়ে গেছে।'

গাঢ় ছোপগুলো আসলে জিরাফের রক্ত, কিন্তু সেটি তিনাতের জানার কথা নয়। 'আইসিস আর ওসিরিসের দোহাই, খুবই করুণ ঘটনা।' জিন থেকে নেমে পড়ল সে। 'ম্যাগাস ও তার সঙ্গীর খোঁজে গোটা এলাকায় তল্লাশি চালাও।'

অল্পক্ষণের ভেতরই তাইতার ছেঁড়াফাটা রক্তাক্ত টিউনিক পেয়ে গেল ওরা। ওটা দুহাতে ধরে মুখ দাবাল মেরেন। 'তাইতাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বাবা ছাড়া সন্তান হয়ে গেছি আমি,' কেঁদে উঠল ও।

'সৎ মেরেন অতিঅভিনয় করে ফেলছে বলে ভয় হচ্ছে,' ফিসফিস করে ফেনকে বলল তাইতা।

'ওর ভেতর এই গুণ থাকার কথা মনে হয়নি কখনও,' সায় দিল ফেন 'মন্দিরের উৎসবে হোরাসের ভূমিকায় দারুণ অভিনয় করতে পারবে।'

'কীভাবে ফারাও'র কাছে ফিরে গিয়ে তাইতার অপহরণের কথা বলব?' বিলাপ করছে তিনাত। 'অন্তত লাশ তো খুঁজে বের করতে হবে।'

'তোমাকে বলেছি তো, কর্নেল তিনাত। দুজনকেই জিনরা আকাশে তুলে নিয়ে যেতে দেখেছি আমি,' ওকে নিরস্ত করার প্রয়াস পেল মেরেন।

কিন্তু তিনাত একগুঁয়ে আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'তারপরেও অনুসন্ধান চালাতে হবে আমাদের। বনের প্রতিটি ইঞ্চি চিরুণী তল্লাশি চালাব আমরা,' জোর করল সে। আরও একবার লোকেরা প্রসারিত রেখায় ছড়িয়ে পড়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে আগে বাড়ল।

সবার সামনে রয়েছে মেরেন ও তিনাত, ওদের মাত্র হাত খানেক দূরে হাঁটছে মেরেন। ভয়ঙ্করভাবে চোখ কুঁচকে আছে ওর, আপনমনে বিড়বিড় করছে। 'আরে তিনাত, বোকামি করো না। চলো নৌকায় ফিরে যাই, ম্যাগাস ওর জাদু নিয়ে থাকুন।'

এই সময় এক সৈনিক ফেনের রক্তমাখা টিউনিকের খোঁজ পেতেই চিৎকার শুনতে পেল ওরা। ওর দিকে ছুটে গেল মেরেন, তিনাতের সাথে তর্ক জুড়ে দিতে শুনল ওকে, তল্লাশি বাদ দিতে রাজি করানোর চেষ্টা করছে ওকে। রক্তাক্ত পোশাকের প্রমাণ পাওয়ায় অবশেষে ক্ষান্ত দিল তিনাত। উইন্ডস্মোক আর ওয়ার্লউইন্ডকে নিয়ে জিরাফের লাশের কাছে ফিরে গেল ওরা, ছাল খসিয়ে মাংস কেটে নৌকায় নিয়ে যাবে। উঠে দাঁড়াল তাইতা ও ফেন, অস্ত্রশস্ত্র তুলে তারপর উত্তর দিকে কোণাকুনি আবার নীলের তীরে আসার জন্যে এগোল।

'তোমার সাথে একা হতে পেরে খুবই ভালো লাগছে আমার,' স্বপ্নিল ভাব নিয়ে বলল ফেন। 'আমরা কি আবার বিশ্রাম নিতে ওই গাছের ছায়ায় থামব?'

'মনে হচ্ছে তোমার ভেতর একটা সুপ্ত ড্রাগনকে জাগিয়ে দিয়েছি।'

তাইতার অদৃশ্য হওয়ার মারাত্মক খবর শোনার পর গোটা দলটাই রীতিমতো এক শোকাবহ অবস্থায় পতিত হলো। পরদিন ওরা ঘোড়া বোঝাই করে আবার নদীর ভাটির দিকে রওয়ানা হওয়ার সময় শববাহী মিছিলের মতো লাগছিল ওদের। ওরা কেবল ম্যাগাসকেই হারায়নি, বরং ফেনও বিদায় নিয়েছে। ওর সৌন্দর্য ও কমনীয়তা দলের সবার কাছে সৌভাগ্যের কবচের মতো ছিল। সিদুদুর মতো অল্প বয়সী তরুণীরা বিশেষ করে যাদের ও অস্ত্রে গোলা ভরার কাজ থেকে মুক্তি দিয়েছিল তারা ওকে রীতিমতো পূজা করতে শুরু করেছিল।

'জানি সত্যি না তারপরেও ওকে ছাড়া নিজেকে বিষাদগ্রস্ত মনে হচ্ছে,' মেরেনকে ফিসফিস করে বলল সিদুদু। 'কেন তাইতা এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলতে গেলেন?'

'নিজের আর ফেনের জন্যে নতুন জীবন গড়ে তুলতে হবে তাকে। তিনি যখন বয়স্ক আর রূপালি দাড়িধারী ছিলেন তাদের খুব অল্পজনই তাঁর জাদুকরী

পরিবর্তনের ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। ওরা তার নব জন্মের ভেতর কালো ডাকিনী বিদ্যার বৈরী ব্যাপারস্যাপার দেখতে পাবে। ফেন ভয় ও ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হবে।'

'তারমানে ওরা এমন কোথাও যাবে যেখানে আমরা ওদের অনুসরণ করতে পারব না।'

'আমারও সেই রকমই ভয়, তাই তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না,' ওর কাঁধে হাত রেখে বলল মেরেন। 'এখন থেকে আমাদের দুজনকে নিজের পথ বেছে নিতে হবে। পরস্পরের মাঝে আমাদের অবশ্যই শক্তি আর লক্ষ্য খুঁজে পেতে হবে।'

'কিন্তু ওদের ভাগ্যে কী হবে? ওরা কোথায় যাবে?' জোর করল সিদুদু।

'তাইতা এমন এক জ্ঞানের সন্ধান করছেন আমরা যা বুঝব না। ওর সারাটা জীবনই একটা অনুসন্ধান। এখন তার জীবন অন্তহীন হয়ে গেছে বলে অনুসন্ধানও তাই।' কী বলেছে সেটা মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখল ও। তারপর আবার খেই ধরল, ওর পক্ষে এটা অন্তর্দৃষ্টির এক বিরল ঝলক। 'সেটা বিশাল আশীর্বাদ বা বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'ওদের কি আর কোনওদিনই দেখতে পাব না আমরা? দয়া করে বলো, ব্যাপারটা অমন হবে না।'

'ওরা চলে যাবার আগে আবার ওদের দেখা পাব। এই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা যেতে পারে। আমাদের সাথে অমন নিষ্ঠুর আচরণ কখনওই করবে না। তবে একদিন চিরকালের মতো চলে যাবে ওরা।'

কথা বলায় সময় পাশ দিয়ে পিছলে চলে যাওয়া তীরের দিকে নজর রাখছিল মেরেন, তাইতা চিহ্ন রেখে যাবার কথা বলেছিল, সেটা দেখার চেষ্টা করছে। অবশেষে তীর থেকে আলোর উজ্জ্বল একটা প্রতিফলন দেখতে পেল, পলিশ করা ধাতুর উপর রোদের প্রতিফলন। চোখের উপর হাত রেখে দেখার চেষ্টা করল সে। 'ওই যে,' তীরে দিকে নৌকা ঘোরাল ও। মাঝিরা ওদের বৈঠা থামাল। ডেক আর শুকনো জমিনের মাঝের দূরত্বটুকু এক লাফে পার হয়ে গেল মেরেন, দৌড়ে গেল ডগার উপর খাড়া হয়ে থাকা তলোয়ারটার দিকে। বের করে নিল ওটা, মাথার উপর ঘোরাল। 'তাইতার তলোয়ার!' তিনাতের উদ্দেশে বলল ও। পেছনের গালিতে ছিল সে। 'এটা একটা লক্ষণ!'

ওর কাছে একটা শোর পার্টি পাঠাল তিনাত। দুই দিকে আধ লীগ এলাকা জুড়ে তল্লাশি চালাল ওরা। কিন্তু মানুষের উপস্থিতির আর কোনও চিহ্ন পেল না।

বুড়ো শেয়ালের মতোই চতুর তাইতা, ভাবল মেরেন। এমন নিখুঁতভাবে কায়দা করছে এমনকি আমি পর্যন্ত ধরা খেয়ে যাচ্ছি। আপনমনে হাসল সে। তবে অন্য লোকদের সাথে কথা বলার সময় চেহারা গম্ভীর করে রাখল। 'তল্লাশী চালিয়ে আর ফায়দা নেই। এইসব ব্যাপার আমাদের বোধের বাইরে। ম্যাগাস তাইতাই যদি হেরে গিয়ে থাকেন, তো আমরা কোন ছার? আমরাও পরাস্ত হওয়ার আগেই বরং

নৌকায় ফিরে যাই।' কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভীতি নিয়ে দ্রুততার সাথে পরমার্শটা গ্রহণ করল ওরা, ঝটপট আবার গালিতে আশ্রয় নিল। ওরা নিরাপদে আবার রওয়ানা দেওয়ার পরপরই যাত্রা অব্যাহত রাখার হুকুম দিল মেরেন। মাঝিরা বেঞ্চে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করল। তারপর লীগ খানেক দূরত্ব নীরবে এগিয়ে চলল।

গলুইতে মূল বৈঠা হাঁকাচ্ছে হিলতো। হঠাৎ মাথা উঁচু করে গান ধরল সে। কর্কশ কিন্তু শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। যুদ্ধের ডামাডোল ছাপিয়ে লোকদের নির্দেশ দেয় ওরই কণ্ঠস্বর। নীরব নদীর ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল তার গানের সুর:

'ভয়াল দেবী হাগ-এন-সা-কে প্রণাম, অনন্ত কাল অবধি যার আয়ু।
প্রথম পাইলনের রক্ষকর্তাকে জানাই প্রণাম।
পৃথিবীর একেবারে গভীরে তোমার বাস;
প্রতিদিন সূর্যাস্তের সাথে সাথে মরণ ঘটে তোমার।
ভোরে আবার জীবিত হয়ে ওঠো। রোজ তোমার নতুন করে পাওয়া
তারুণ্য নিয়ে উদিত হও লোনাসের ফলের মতো।
তাইতা শব্দের ক্ষমতা রাখেন;
তাঁকে প্রথম পাইলন অতিক্রম করতে দাও!'

এটা মৃতের গীতিকা-এর একটা অধ্যায়, এক রাজার নামে বিলাপ। সাথে সাথে গোটা দল সুর তুলে নিল, বাকি অংশ গাইল:

'তাকে সেখানেই যেতে দাও যেখানে আমরা যেতে পারব না।
অন্ধকার জগতের রহস্য জানার সুযোগ দাও তাঁকে।
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হোরাসের প্রাজ্ঞ সাপে পরিণত হয়েছে তিনি।'

পরের পঙক্তি গাইল হিলতো:

'জগতের ধ্বংসকারী সেথকে প্রণাম;
আত্মার সর্বশক্তিমানকে জানাই প্রণাম, ভয়াল ভীতি জাগিয়ে তোলা ঐশ্বরিক আত্মা।
তাইতার আত্মাকে দ্বিতীয় পাইলন অতিক্রম করতে দাও।
শক্তির শব্দের অধিকারী তিনি।
তাইতাকে অসিরিসের শাপলা সিংহাসনে পৌঁছাতে দাও;
যার পেছনে আইসস আর হাথর দাঁড়িয়ে থাকেন।'

কয়েকজন মহিলাসহ অন্যরা সুরেলা কণ্ঠে তাল মেলাল:

'ওকে যেতে দাও যেখানে আমরা যেতে পারব না।
অন্ধকার জগতের রহস্য জানার সুযোগ দাও তাঁকে।

ওকে যেতে দাও!
ওকে যেতে দাও!'

সামনের নৌকার স্টার্নে স্টিয়ারিং বেঠা ধরে দাঁড়ানো মেরেন গাইতে লাগল ওদের সাথে। ওর পাশে সিদুদুর কণ্ঠ কাঁপছে, সর্বোচ্চ লয়ে পৌঁছালে ওর আবেগের ভারে ভেঙে পড়ার অবস্থা হলো।

পেশিবহুল হাতে হালকা স্পর্শ টের পেল মেরেন। ওই হাতেই স্টিয়ারিং বেঠা ধরে রেখেছে ও। বিস্ময়ে চমকে উঠে চারপাশে তাকাল। কেউ নেই, কিন্তু স্পর্শ ছিল পরিষ্কার। তাইতার অধীনে থাকতে নবীশ হিসাবে ভালো করেই সরাসরি উৎসের দিকে না তাকানো শিখেছিল। তো দৃষ্টি একপাশে সরিয়ে দৃষ্টিসীমার সীমানায় একটা আবছা অবয়ব দেখতে পেল। ভালো করে নজর দিতেই মিলিয়ে গেল সেটা।

'ম্যাগাস, আপনি এখানে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ও, ঠোঁটজোড়া নড়ল না।

ওর প্রশ্নের জবাব দানকারী কণ্ঠস্বরও সমান অস্পষ্ট। 'তোমার পাশেই আছি আমি, সিদুদুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে ফেন।'

পরিকল্পনা মোতাবেক মেরেন যেখানে তলোয়ার উদ্ধার করেছে সেখানে নৌকা ভেড়ানোর পর নৌকায় উঠেছে ওরা। চেহারায় স্বস্তি ও খুশির ছাপ ফুটতে দিল না মেরেন; যাতে অন্যরা দেখে ফেলতে না পারে। দৃষ্টি সরিয়ে দৃষ্টিসীমার উল্টোদিকে আরেকটা আবছায়া অবয়ব দেখতে পেল ও, সিদুদুর খুব কাছে আবির্ভূত হয়েছে।

'তোমার বাম পাশে আছে ফেন,' সিদুদুকে সতর্ক করে দিল ও। 'উঁহু, দেখতে পাবে না। তোমাকে স্পর্শ করতে বলো ওকে।' নিজের গালের উপর ফেনের অদৃশ্য আঙুলের ছোঁয়া অনুভব করে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চেহারা।

তীরে যারীবা খাটাতে যখন শেষ বিকেলে তীরে ভিড়ল ওদের বহর, জমায়েতের উদ্দেশে বক্তব্য রাখল মেরেন। 'সামনের গালির ফোর ডেকে একটা মন্দির বানাব আমরা, আমাদের সাথে থাকার সময় যেখানে ওরা থাকতে পছন্দ করত। এটা হবে একটা আশ্রয়, এখানে তাইতা আর ফেনের বিদেহী আত্মা অন্য জগতের পথে প্রথম পাইলন পাড়ি দেওয়ার আগে অস্তিত্বের এই বলয়ে নব্বই দিন বন্দি থাকার সময়টায় বিশ্রাম নিতে পারবেন।'

ছোট জায়গাটা আগাছার মাদুরে ঘিরে ওখানে মেঝেতে মাদুর আর নিখোঁজ জুটির জিনিসপত্র রেখে দিল ওরা। রোজ সন্ধ্যায় ওটার ওপাশে খাবার, বিয়র ও পানির প্রসাদ রেখে আসে সিদুদু। সকাল নাগাদ সেগুলো খাওয়া হয়ে যায় ম্যাগাসের বিদেহী আত্মা এখনও ওদের উপর নাজর রাখছে জেনে দলটা অনেক উৎসাহিত হয়ে উঠেছে, ফলে নৌবহরের মেজাজ মর্জিও অনেক হালকা এখন আবারও হাসল লোকেরা, কিন্তু ফোরডেকের মন্দির থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখল ওরা।

আবার উত্তরে বাতাসের আবাস কেবুইতে পৌঁছুল ওরা, নদীটা এখানে, যার উপর দিয়ে এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে ওরা, তার সাথে পুবের পাহাড়সারি থেকে নেমে সত্যিকার নীলে পরিণত হতে অন্যান্য শক্তিমান ধারার সাথে মিশেছে। শেষবার দেখার পর খুব একটা বদলায়নি কেবুই, কেবল এর চারপাশের ক্ষেতি জমিগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত হয়েছে; শহরের মাটির প্রাচীরের গা ঘেঁষে চরে বেড়াচ্ছে ঘোড়া ও গরুর পাল। সহসা এমনি বিরাট আকারের একটা নৌবহরের আবির্ভাব সেনাছাউনী ও শহরবাসীকে আশঙ্কিত, ভীত করে তুলল। মেরেন সামনের জাহাজের গলুইতে এসে বন্ধুসুলভ উদ্দেশ্যের কথা বলার পরেই কেবল গভর্নর নারা চিনতে পারলেন ওকে।

'কর্নেল মেরেন ক্যাম্বিসেস যে!' চিৎকার করে তীরন্দাজদের উদ্দেশে বললেন তিনি। 'ওদের দিকে তীর ছুঁড়ো না।'

মেরেন তীরে পা রাখামাত্র ওকে আলিঙ্গন করলেন নারা। 'অনেক আগেই তোমাদের ফেরার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম আমরা, তাই ফারাও নেফার সেতির নামে সম্ভাব্য উষ্ণতম স্বাগত জানাই তোমাদের।' তিনাতের সাথে এর আগে দেখা হয়নি নারার। কর্নেল লোত্তির নেতৃত্বাধীন অভিযাত্রী দল নারা গভর্নরের দায়িত্ব নেওয়ার অনেক আগেই কেবুই অতিক্রম করে গিয়েছিল। তবে অভিযানের কথা তিনি জানতেন, তাকে জীবিত কমান্ডার হিসাবে দেওয়া মেরেনের বক্তব্য মেনে নিলেন তিনি। তবে ওরা নদীর তীরে আলোচনা করার সময় বারবার ভেড়ানো নৌকাগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন নারা, যেন কারও আসার অপেক্ষা করছেন। শেষে নিজেকে আর সামলে রাখতে পররলে না। 'ক্ষমা করবে, কর্নেল, কিন্তু জানতে চাইছি সেই অসাধারণ মানুষটি, মহান ম্যাগাস গালালার তাইতার কী হয়েছে।'

'আপনাকে যে কাহিনী বলতে যাচ্ছি সেটা এমনই অদ্ভুত ও অনন্য যে সব কল্পনা আর বিশ্বাসকে হার মানায়। কিন্তু, সবার আগে, লোকজনকে তীরে এনে ওদের সুবিধা অসুবিধা দেখতে হবে। অনেক দিন ধরে নীলের বুকে আছে ওরা, কষ্টকর ও বিপজ্জনক দীর্ঘ যাত্রা করেছে সাম্রাজ্যের এই চৌকি পর্যন্ত আসতে। এই দায়িত্ব শেষ হলেই আপনার কাছে পূর্ণাঙ্গ ও আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন দাখিল করব আমি, যা আপনি কারনাকে ফারাও'র দরবারে পেশ করবেন।'

'আমি ক্ষমা চাইছি,' নারার সহজাত ভদ্রতা আবার ফিরে এলো। 'আমার আতিথেয়তায় ঘাটতি হয়ে গেছে। ওদের এখুনি তীরে চলে আসতে বলো। তারপর তোমাদের কাহিনী বলার জন্যে আরও জোর করার আগে তরতাজা হও আর নিজেদের সামলে নাও।'

সেদিন সন্ধ্যায় দুর্গের সম্মেলন হলে মেরেন, তিনাত ও অন্য উচ্চপদস্থ ক্যাপ্টেনদের সম্মানে এক অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করলেন নারা। শহরের অন্য গণ্যমান্য লোকেরা উপস্থিত থাকল। ওরা খাওয়াদাওয়া শেষ করলে ভাষণ দিতে উঠে দাঁড়ালেন নারা। স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাগত ভাষণ দিলেন। বক্তব্য শেষ করলেন

সমবেত অতিথিদের উদ্দেশে মেরেনকে দক্ষিণ যাত্রার কাহিনী বয়ান করার অনুরোধ জানিয়ে। 'তোমরাই প্রথম ওই রহস্যময় অজানা দেশ থেকে ফিরে এসেছ। ওখানে কী ঘটেছে বলো। বলো, নীল মাতার জন্মস্থানে পৌঁছুতে পেরেছিলে কিনা। জলের ধারা মরে যাবার ঘটনাটা কীভাবে ঘটল সেটা বলো, তারপর কীভাবে আবার এমনি আকস্মিক প্রাবল্যে ভরে উঠল। কিন্তু সবার আগে বলো গালালার তাইতার কী হয়েছে।'

সবার আগে কথা বলল মেরেন। অনেক দিন আগে এই পথে যাবার পর থেকে ওদের জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা বলে গেল। কেমন করে তামাফুপায় নীলের মুখে পৌঁছেছিল বলল ও, নদীর প্রবাহ রুদ্ধ করে দেওয়া লাল পাথর আবিষ্কারের কথা বলল। তিনাত ওদের উদ্ধার করে কীভাবে জাররিতে নিয়ে গিয়েছিল, বলল তাও, যেখানে অলিগার্কদের সর্বোচ্চ পরিষদের সামনে হাজির হতে হয়েছিল ওদের।

'এবার কর্নেল তিনাত আনকুতকে আহ্বান জানাব কর্নেল লর্ড লোত্তির নেতৃত্বাধীন অভিযানের কী পরিণতি ঘটেছিল তার বিবরণ দিতে। সে ও তার জীবিত লোকজন জাররিতে গিয়ে কী পরিস্থিতি আবিষ্কার করেছিল।' তিনাতকে মঞ্চ ছেড়ে দিল মেরেন।

স্বভাবজাতভাবে তিনাতের বক্তব্য তীর্যক, কোনও রকম অলঙ্কার বর্জিত। সোজাসাপ্টা সৈনিকসুলভ ভঙ্গিতে রানি লস্ত্রিসের শাসনামলে লর্ড আকেরের হাতে আদি জাররিয় সরকারের প্রতিষ্ঠার বর্ননা দিল সে। তারপর সেটা কীভাবে রহস্যময়ী জাদুকরী ইয়োসের হাতে ভীষণ নিষ্ঠুর স্বৈরাচারে পরিণত হয়েছিল বলল সেকথাও। সেজাসাপ্টা বক্তব্য দিয়ে নিজের বিবরণ শেষ করল সে। 'জাদুকরী ইয়োসই নীলের শাখাপ্রশাখায় বাঁধ সৃষ্টির জন্যে অশুভ জাদু ব্যবহার করেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল মিশরকে পরাস্ত করে শৃঙ্খলে বন্দি করা।' শ্রোতারা প্রতিবাদ আর নানা প্রশ্ন শুরু করায় শোরগোল শুরু হয়ে গেল।

বাধা দিতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন নারা, কিন্তু ওদের শান্ত করতে বেশ কিছুটা সময় লাগল তার। 'কর্নেল মেরেনকে আবার কথা বলার আহ্বান জানাচ্ছি দয়া করে তার বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা প্রশ্ন করা বন্ধ রাখুন। আমি নিশ্চিত সে আপনাদের অনেক উৎকণ্ঠারই জবাব দিতে পারবে।'

তিনাতের চেয়ে ঢের বেশি বাগ্মী মেরেন। ম্যাগাস গালালার তাইতা ইয়োসের ঘাঁটিতে প্রবেশ করে তার মোকাবিলা করতে যাবার বিবরণ দেওয়ার সময় মুগ্ধ হয়ে শুনল ওরা। 'একা নিরস্ত্র অবস্থায় গেছেন তিনি, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তাঁর সাথে। এই দুই রহস্যের গুরুর আধ্যাত্মিক সংঘাতের বিশালতা কেউ কখনও জানতে পারবে না। আমরা কেবল জানি শেষ পর্যন্ত তাইতাই জয়ী হয়েছেন। ধ্বংস হয়ে গেছে ইয়োস, সেই সাথে তার অশুভ সাম্রাজ্যও। নীল মাতার উপর তার তৈরি বাঁধ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে যাতে নদী আবার বইতে পারে। তাইতার শক্তিতে

কেমন করে ওটা আবার জীবিত হয়ে উঠেছে দেখার জন্যে আপনাদের কেবল কেবুই শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী দেখলেই হবে। কর্নেল তিনাতের সহায়তায় আমাদের লোকজন, যাদের এতগুলো বছর জাররিতে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, তাদের মুক্ত করা হয়েছে। আজকের সন্ধ্যায় তারা আপনাদের মাঝে বসে আছে।'

'ওদের উঠে দাঁড়াতে বলো!' বলে উঠলেন গভর্নর নারা। 'ওদের চেহারা দেখতে চাই আমরা যাতে আমাদের ভাই-বোনদের আমার মাতৃভূমিতে স্বাগত জানাতে পারি।' এক এক করে তিনাতের রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ও অন্য অফিসাররা উঠে যার যার নাম আর পদমর্যাদা উল্লেখ করল, তারপর একটা ঘোষণা বাক্য উচ্চারণ করে বক্তব্য শেষ করল: 'আজ সন্ধ্যায় আমাদের সম্মানিত কর্নেল মেরেন ক্যাম্বিসেস ও কর্নেল তিনাতে আনকুরের মুখে যা যা শুনেছেন আমি তার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি।'

ওরা শেষ করার পর আবার কথা বললেন নারা। 'আজকের সন্ধ্যায় বর্ণনা করা অনেক বিস্ময়কর ঘটনার কথা শুনলাম আমরা, আমাদের বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করে তুলতে যথেষ্ট। তবে আমি জানি এখন আমি সবার পক্ষেই কথা বলতে যাচ্ছি, আরও একটা প্রশ্ন আমাকে ভেতরে ভেতরে কুরেকুরে খাচ্ছে, সেটাই জিজ্ঞেস করছি।' নাটকীয়ভাবে একটু বিরতি দিলেন তিনি। 'কর্নেল মেরেন ক্যাম্বিসেস, আমাদের বলো, ম্যাগাস তাইতার কী হয়েছে? কেন তিনি আর তোমাদের বাহিনীর নেতৃত্বে নেই?'

মেরেনের চেহারা গম্ভীর। খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সে, যেন ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর লম্বা করে দম নিল। 'ম্যাগাস আর আমাদের সাথে নেই, এই কথাটা বলার জন্যে আজকের দিনটা আমার জন্যে খুবই বেদনাদায়ক ও কষ্টকর। রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছেন তিনি। আমি আর কর্নেল তিনাত তাঁর অন্তর্ধানের জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।' আবার থামল সে, তারপর মাথা নাড়ল। 'লাশ খুঁজে না পেলেও আমরা তাঁর কাপড় আর ঘোড়ার সন্ধান পেয়েছি: তাঁর টিউনিক রক্তে মাখামাখি ছিল, স্যাডলও। আমরা তাঁর অন্তর্ধানের জন্যে কেবল কোনও রহস্যময় অতিপ্রাকৃত ঘটনাকেই দায়ী করতে পারি। ধরে নিতে পারি ম্যাগাস মারা গেছেন।'

শোকের একটা গোঙানি তার কথাগুলোকে স্বাগত জানাল।

নীরবে বসে রইলেন গভর্নর নারা, চেহারা ফ্যাকাশে, বিষণ্ন। অবশেষে হলের অওয়াজ কমে এলে তার দিকে তাকাল সবাই। উঠে কথা বলতে শুরু করলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর বুজে এলো। নিজেকে সামলে নিয়ে তারপর শুরু করলেন তিনি।

'দুঃখের সংবাদ। গালালার তাইতা ছিলেন শক্তিশালী ও ভালো মানুষ। ভারাক্রান্ত মনে ফারাও নেফার সেতির কাছে আমি তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছে দেব। কেবুই নোমের গভর্নর হিসাবে আমার ক্ষমতানুযায়ী নদীর তীরে নীল মাতার

জীবনদায়ী জলেরপ্রবাহ আবার ফিরিয়ে আনায় গালালার তাইতার সম্মানে একটা সৌধ নির্মাণের নির্দেশ দেব।' আরও কিছু বলতে চাইলেন তিনি, কিন্তু মাথা নেড়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি ভোজের কামরা ছেড়ে যাবার সময় অতিথিরা অনুসরণ করল তাকে। রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

পাঁচদিন পর শহরের অধিবাসী ও দক্ষিণ থেকে আগত অভিযাত্রীরা আবার নীলের দুটি শাখার সঙ্গম স্থলে দাঁড়ানো এক চিলতে জমিনে মিলিত হলো। গভর্নর নারা নির্মিত সৌধটা একটা মাত্র নীল গ্রানিট কুঁদে বের করা একটা স্তম্ভ। ওটার গায়ে খোদাই করা হয়েছে অসাধারণ নকশার হিরিওগ্লাফিক হরফে একটা লিপি। আজকের দিনের জন্যে ওটাকে তৈরি করতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছে রাজমিস্ত্রিরা:

> ফারাও নেফার সেতির নামে দুই রাজ্যে তাঁর শাসনামলের ছাব্বিশতম বছরে এই স্তম্ভটি স্থাপন করা হলো, তিনি যেন চিরন্তন জীবন লাভ করেন!
>
> এই স্থান হতে ম্যাগাস গালালার তাইতা নীল মাতার উৎস মুখ আবিষ্কারের লক্ষ্যে তাঁর ঐতিহাসিক অভিযাত্রা শুরু করেছিলেন, মিশরিয় সাম্রাজ্য এবং এর সকল নাগরিকের কল্যাণে আশির্বাদপ্রাপ্ত নদীর প্রবাহ আবার উন্মুক্ত করে তোলার জন্যে।
>
> তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি বলে এই বিপজ্জনক অভিযানে সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা যেন অব্যাহত থাকে!
>
> দুঃখজনকভাবে গহীন বনে তিনি তিরোহিত হয়েছেন। আর কোনওদিন আমাদের প্রাণপ্রিয় মিশরে না ফিরলেও তাঁর স্মৃতি ও তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা এই গ্রানিট স্তম্ভের মতোই দুই হাজার বছর টিকে থাকবে।
>
> আমি নোম কেবুইয়ের গভর্নর নারা, দেবতাদের প্রথম পছন্দ ফারাও নেফার সেতির নামে তাঁর প্রশংসায় এই কথাগুলো উৎকীর্ণ করছি।

সকালের রোদের আলোয় গ্রানিট স্তম্ভের চারপাশের জমায়েত হোরাস ও হাথরের উদ্দেশ্যে প্রশংসা সঙ্গীত গাইল, তাইতার বিদেহী আত্মাকে নিরাপদে তুলে নেওয়ার আবেদন জানাল তারা। তারপর দলবল নিয়ে অপেক্ষমান নৌকার উদ্দেশে রওয়ানা হলো মেরেন ও তিনাত। নৌকায় উঠে প্রত্যাবর্তনের শেষ পর্যায়ে ফের ওদের যাত্রা শুরু করল। ছয়টা বিশাল জলপ্রপাতের ভেতর দিয়ে আরও দুই হাজার লীগ দূরত্ব, তারপর মিশরের উর্বর ভূমি।

নীলের জল ফুলে ফেঁপে ওঠায় জলপ্রপাতগুলো এখন ভীষণ পানির দীর্ঘ শাদা সুড়ঙে পরিণত হয়েছে। তবে জাররিয় নৌকাগুলো ঠিক এই রকম পরিস্থিতির কথা ভেবেই বানানো হয়েছিল। আর মেরেনও দক্ষ নদীর চালক। ভুল করলেই ওকে ঠিক পথ দেখাতে ঠিক ওর কনুইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে অদৃশ্য তাইতা। ওরা দুজনে মিলে তেমন মারাত্মক কোনও ক্ষতি ছাড়াই নৌবহর পার করে আনল।

পঞ্চম ও দ্বিতীয় জলপ্রপাতের মাঝখানে নদীটা বিশাল একটা বাঁক নিয়ে পশ্চিমের মরুভূমিতে মিলে যাওয়ায় যাত্রা পথে বাড়তি এক হাজার লীগ দূরত্ব যোগ হয়েছে। গভর্নর নারার পাঠানো রিলে রাইডাররা ওদের চেয়ে পাঁচ দিন এগিয়ে ছিল; ওরা জমিনের উপর দিয়ে চলে যাওয়া কাফেলার চলার পথ ধরে নদীর উপর দিয়ে সরাসরি পেরিয়ে যেতে পেরেছে। ওদের নিয়ে আসা সংবাদ আসৌন নোমের গভর্নর নৌবহর প্রথম জলপ্রপাত হয়ে মিশরের উপত্যকায় নেমে আসার অনেক আগেই পড়ে ফেলেছিলেন। এইখান থেকে অভিযান এক বিজয়ী প্রক্রিয়ায় পরিণত হলো।

নদীর দুপাশেই জমিন জীবনদায়ী জলে প্লাবিত হয়ে আছে। কৃষকরা ক্ষেতে খামারে কাজ করার জন্যে গ্রামে ফিরে এসেছে। এরই মধ্যে সবুজ, প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে ওদের ফসল। নৌকাগুলো পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সাধারণ জনগণ ছুটে এলো পাড়ে, তালপাতার শাখা দোলাচ্ছে; জলের ভেতর জেসমিন ফুলের তোড়া ছুঁড়ে ফেলল ওরা, ফ্লোটিলার সাথে ভেসে চলল ওগুলো। আনন্দে কাঁদছে ওরা, পৃথিবীর দক্ষিণের বিস্তারের রহস্যময় অন্ধকার থেকে ফিরে আসা বীরদের উদ্দেশে প্রশংসার বাণী উচ্চারণ করছে।

প্রতিটি শহর পর্যটকদের কাছে আসার সাথে সাথে সেখানকার গভর্নর, অভিজাতজন ও পুরোহিতরা মিছিল করে মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছে ওদের, ভোজে আপ্যায়িত করছে, ফুলের পাঁপড়ির বৃষ্টি ঝরানো হচ্ছে ওদের উপর।

ওদের সাথে তীরে নেমেছে তাইতা ও ফেন। এখনকার জীবনে প্রথমবারের মতো যে দেশ এক সময় শাসন করেছে ও, সেই দেশ দেখছে ফেন। মিশরের কেউই তাইতা বা ফেনকে ওদের এখনকার চেহারায় চিনবে না। তাই দীর্ঘ সময় ওদের আড়াল করে রাখা জাদুর মায়া তুলে নিল তাইতা। তবে নেকাবে চেহারা ঢেকে রাখল, যাতে কেবল ওদের চোখ দেখা যায়। তারপর জনতার ভিড়ে স্বাধীনভাবে মিশে গেল।

তাইতার মুখে চারপাশের সবকিছুর ব্যাখ্যা শুনতে গিয়ে ফেনের চোখ বিস্ময় আর আনন্দে ঝিলিক খেলছে। এতদিন অন্য জীবনের স্মৃতি ছিল আবছা, কাল্পনিক; সেগুলো তাইতাই ওর মনে রোপন করেছিল। তবে এখন আপন দেশের মাটিতে দাঁড়ানোর পর সবকিছু ঝড়ের বেগে ফিরে এসেছে ওর মনে। শত বছর আগের চেহারা, কথা আর কর্মকাণ্ড মাত্র কয়েক বছর আগের ঘটনাপ্রবাহের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ওর মনে।

কোম কোম্বে মন্দির এলাকার বিশাল দেয়ালের নিচে নৌকা ভেড়াল ওরা। চুনাপাথরের চাঁইয়ের উপর দেব-দেবীদের বিশাল সব মূর্তি খোদাই করা। পর্যটকদের স্বাগত জানাতে প্রধান পুরোহিতিনী ও তার দলবল নদীর তলদেশে নেমে এলে ফেনকে নিয়ে হাথরের বিরান মন্দিরের করিডর ধরে ম্লান শীতল খাস মহলে নিয়ে চলল তাইতা।

এখানেই প্রথম এখনকার চেহারায় তোমার বিদেহী আত্মার দেখা পেয়েছিলাম,' ওকে বলল তাইতা।

'হ্যাঁ! ভালো করে মনে আছে সেটা,' ফিসফিস করে বলল ফেন। 'এই জায়গার কথা পরিষ্কার মনে আছে। পবিত্র পুকুর হয়ে তোমার কাছে সাঁতরে আসার কথা মনে করতে পারছি। আমাদের কথাগুলোও মনে আছে।' যেন উচ্চারণ করার আগে মনে মনে মহড়া দিতে একটু থামল সে। *'আমাকে চিনতে পারছ না, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। কারণ আমি ফেন,'* মিষ্টি ছেলেমানুষি উচ্চারণে বলল সে, তাইতার হৃদয়ে অনুরণন তুলল সেটা।

'ঠিক এই সুরেই কথাটা বলেছিলে,' বলল তাইতা।

'তুমি কী জবাব দিয়েছিলে মনে আছে?' মাথা নাড়ল তাইতা। পরিষ্কার মনে আছে ওর, কিন্তু ফেনের মুখে শুনতে চাইছে।

'তুমি বলেছ...' ওকে নকল করতে কণ্ঠস্বর পাল্টে ফেলল ও। *'আগাগোড়াই তোমাকে চিনেছি আমি। তোমার সাথে প্রথম পরিচয়ের সময় যেমন ছিলে ঠিক তেমনই আছো। তোমার ওই চোখের কথা কোনও দিন ভুলতে পারব না। তখনকার মতো এখনও সারা মিশরের সবচেয়ে সবুজ আর সুন্দর চোখ ওগুলো।'*

মৃদু হাসল তাইতা। 'মেয়ে মানুষ আর কাকে বলে! কোনওদিন প্রশংসার কথা ভোলো না।'

'নিশ্চয়ই এমন চমৎকার প্রশংসা নয়,' সায় দিল ফেন। 'তোমার জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসেছিলাম আমি। কী ছিল সেটা মনে করতে পারো?'

'একমুঠো চুনো পাথরের গুঁড়ো,' চট করে জবাব দিল ও। 'অমূল্য উপহার।'

'এখন দাম মেটাতে পারো। একটা চুমু দিলেই চলবে,' বলল ফেন। 'কিংবা তোমার যতগুলো মনে চায়।'

'আমার মনে দশ হাজার সংখ্যাটা জেগে উঠেছে।'

'তোমার প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি। এখুনি প্রথম একশোটা নেব আমি। বাকিগুলো কিস্তিতে শোধ করতে পারো।'

ওরা যত কারনাকের কাছাকাছি আসছে ততই ওদের চলার গতি ধীর হয়ে আসছে। আনন্দমুখর জনসাধারণের বাধার মুখে পড়ছে ওরা। অবশেষে রাজকীয় বার্তাবাহক ফারাও'র প্রাসাদ থেকে উজানের বেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে হাজির হলো। নৌবহরের অধিনায়কের কাছে নির্দেশ নিয়ে এসেছে, দ্রুততার সাথে কারনাকের দারবারে উপস্থিত হতে হবে।

'তোমার নাতী নেফার সেতি ধৈর্য ধরতে শেখেননি,' ফেনকে বলল তাইকা, শুনে উত্তেজিতভাবে হেসে উঠল ও।

'ওকে দেখতে আর কতদিন লাগবে! মেরেনকে জলদি ফেরার নির্দেশ দিয়েছে শুনে আমি খুশি হয়েছি। এখন নেফার সেতির বয়স কত হতে পারে?'

'সম্ভবত চুয়ান্ন বছর আর ওর রানি ও প্রধান স্ত্রী মিনতাকাও তেমন তরুণী নেই। তার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা হয় দেখাটা মজাদার হবে, কারণ চরিত্রের দিক থেকে তিনি অনেকটা তোমার মতোই। বুনো, বদমেজাজি। ক্ষেপে উঠলে তোমার মতোই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন।'

'বুঝতে পারছি না, কথাটা প্রশংসা করে বললে নাকি এটা কোনও রকম অপমান,' জবাব দিল ফেন। 'তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত, ওকে আমার পছন্দ হবে, আমার নাতীপুতিদের মা।'

'আমার ধারণা তিনি বিপদে আছেন। এখনও ইয়োস আর ভুয়া পয়গম্বর সোয়ের প্যাঁচে পড়ে আছেন তিনি। ইয়োস মরে গেছে, তার সব ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু সোয়ে এখনও তাঁকে বন্দি করে রেখেছে। ওকে মুক্ত কারাই হবে আমাদের শেষ পবিত্র দায়িত্ব। এরপর তুমি আর আমি আমাদের নিজেদের স্বপ্নের পিছু নেব।'

তো কারনাকে পৌঁছুল ওরা, শত দুয়ার আর অপরিমেয় বিস্ময়ের নগরী, প্রবহমান জলের কল্যাণে সবই আবার ফিরে এসেছে। এখানকার জনতা ওদের সাথে দেখা হওয়া অন্য যেকোনও জায়গার জনতার তুলনায় আরও নিবিড় ও উল্লাসমুখর। নগরীর তোরণ গলে স্রোতের মতো বের হয়ে এলো ওরা, ঢোল, শিংগা আর চিৎকারের অওয়াজ বাতাসে কাঁপন তুলল।

রাজকীয় বন্দরে দাঁড়ানো ছিল সরকারী পোশাক পরা পুরোহিত, অভিজাতজন ও জেনারেলদের এক অভ্যর্থনা কমিটি, ওদের সাথে অন্যান্য সঙ্গীরাও একই রকম জাঁকাল পোশাক পরেছে।

মেরেন ও তিনাত তীরে নেমে আসতেই সুরেলা উৎসবমুখর সুর ধ্বনিত হলো শিংগায়। জনতার মাঝে প্রশংসার দারুণ সাড়া পড়ে গেল। প্রধান উযির পথ দেখিয়ে ওদের জন্যে তৈরি করে রাখা দুটো জাঁকালভাবে সাজানো রথের কাছে নিয়ে গেলেন। দুটো বাহনই সোনা ও মূল্যবান পাথরে ঢাকা, ফলে উজ্জ্বল রোদে ঝিলিক মারছে। ফারাও'র নিজস্ব আস্তাবলের নিখুঁতভাবে মানানসই ঘোড়ার দল টানছে ওগুলোকে। একটা দুধ শাদা, অন্যটা সেগুন কাঠের মতো কালো।

লাফ দিয়ে পাদানীতে উঠে দাঁড়াল মেরেন ও তিনাত, ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাল। পাথরের স্ফিংক্সের সারির মাঝখান দিয়ে রাজকীয় পথে এগিয়ে চলল যুদ্ধের বর্ম আর জোব্বা পরা দুটি বীর সুলভ অবয়ব। ওদের সামনে রইল অশ্বারোহী একদল এসকর্ট, পেছনে রাজকীয় রক্ষীদের একটা দল। জনতার উল্লাসধ্বনি যেন কোনও ধারার মতো ওদের উপর এসে পড়ছে।

অনেক পেছনে তাইতা ও ফেন ছদ্মবেশে অনুসরণ করছে, চলমান প্রবল জনতার ভীড়ে পথ করে এগোচ্ছে ওরা। অবশেষে তোরণের কাছে পৌঁছুল ওরা।

এখানে থেমে প্রাসাদ রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে বিশাল রাজকীয় দরবার কক্ষে ঢুকতে হাতে হাত রেখে মন্ত্র পড়ে নিজেদের আড়াল করে ফেলল। কামরা আকীর্ণ করে রাখা সভাষদ ও গণ্যমান্য লোকদের ভীড় থেকে দূরত্ব বাঁচিয়ে অবস্থান নিল।

শেষ প্রান্তের উঁচু মঞ্চে আইভরি সিংহাসনে পাশাপাশি বসে আছেন ফারাও নেফার সেতি ও তাঁর রানি। ফারাও পরেছেন নীল যুদ্ধ মুকুট–খেপরেশ–মাথার লম্বা টুপি যার দুপাশে দুটো খাঁটি সোনার চাকতি দিয়ে সাজানো দাঁতঅলা শিংয়ের মতো রয়েছে, হেলমেটের ভুরুর উপর রয়েছে উরাকাস: কোবরা আর শকুনের পরস্পর সংযুক্ত মাথা–উচ্চ ও নিম্ন রাজ্যের প্রতীক। প্রসাধন নেননি ফারাও, ধড় উন্মুক্ত; পঞ্চাশটা যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর বুক ও হাতের পেশি এখনও পিচ্ছিল, কঠিন। ওর আভা পরখ করে তাইতা দেখতে পেল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তা অটল এবং প্রয়াসের বেলায় ধৈর্যশীল। তাঁর পাশে রানি মিনতাকাও উরাকাস মাথায় দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর চুলে রূপালি ছোঁয়া লেগেছে, চেহারায় সন্তানদের জন্যে শোকের কান্না ও বিষাদের কারণে বলীরেখা পড়ে গেছে। তাঁর আভা বিভ্রান্ত, নিরাশ, সন্দেহ আর অবিশ্বাসে তাড়িত: গভীর ও চরম তাঁর ভোগান্তি।

রাজ সিংহাসনের সামনে মেরেন ক্যাম্বিসেস ও কর্নেল তিনাত আনকুর দু পা ফাঁক করে মাথা নিচু করে আনুগত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। উঠে একটা হাত তুললেন ফারাও। গোটা জমায়েতে নিবিড় নীরবতা নেমে এলো। তিনি যখন কথা বললেন, একেবারে ভিত্তি থেকে উঁচু ছাদ পর্যন্ত উঁচু স্তম্ভগুলোয় প্রতিধ্বনিত হলো তাঁর কণ্ঠস্বর।

'আমার দুই রাজ্য এবং বিদেশের উপনিবেশসমূহে সবাই জেনে রাখুক যে মেরেন ক্যাম্বিসেস ও তিনাত আনকুত আমার বিশেষ সুদৃষ্টি লাভ করেছে।' থামলেন তিনি, প্রধান উযির তেতেক তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে একটা রূপার ট্রে বাড়িয়ে ধরলেন, তাতে প্যাপিরাসের একটা স্ক্রোল রাখা। ওটা নিয়ে ভাঁজ খুললেন ফারাও। সুরেলা কণ্ঠে পার্চমেন্ট থেকে পড়তে শুরু করলেন তিনি। 'এতদ্বারা সবাইকে অবগত করা যাচ্ছে যে আমি লর্ড তিনাত আনকুতকে অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে তার সম্মানে এসনার ভাটিতে নীলের পাড়ে এক নদী সমান উর্বর জমি দান করে দিচ্ছি।' এক নদী পরিমাণ দিয়ে দশ বর্গ লীগ জমি বোঝানো হয়, চাষযোগ্য বিশাল জমি। এক খোঁচায় তিনাত বিরাট ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু আরও আছে; বলে চললেন নেফার সেতি, 'এখন থেকে লর্ড তিনাত আনকুর আমার উচ্চরাজ্যের সেনা বাহিনীর একজন ফিল্ড জেনারেল হিসাবে বিবেচিত হবে। তার হাতে থাকবে ফাত এলাকার দায়িত্ব। এসবই আমার করুণা ও বদান্যতার কল্যাণে।'

'ফারাও করুণাময়!' এক সাথে চিৎকার করে উঠল জমায়েত।

'উঠে দাঁড়াও, লর্ড আনকুত, আমাকে আলিঙ্গন করো।' ফারাও'র নগ্ন ডান পাশের কাঁধের পাশে উঠে দাঁড়াল তিনাত। ফারাও নেফার সেতি নতুন ভূসম্পতির দলিল তার ডান হাতে তুলে দিলেন।

এবার মেরেনের দিকে ফিরলেন তিনি, তখনও তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল সে। তাকে আরেকটা রূপার ট্রে বাড়িয়ে দিলেন তেনতেক। ওটা থেকে আরেকটো স্ত্রোল তুলে জমায়েতকে দেখালেন ফারাও। 'এত দ্বারা সকলকে অবগত করা যাচ্ছে যে আমি লর্ড মেরেন ক্যাম্বিসেসকে অভিজাতকূলের কাতারে উন্নীত করেছি এবং তার সম্মানে নীলের তীরে তিন নদী সমপরিমাণ জমি দান করেছি। এখন থেকে লর্ড মেরেন নিম্ন রাজ্যের সেনাবাহিনীর মার্শাল জেনারেল পদমর্যাদার বলে গণ্য হবে। এছাড়া আমি তার প্রতি আমার বিশেষ অনুকম্পার নিদর্শন হিসাবে তাকে প্রশংসা ও বীরত্বের স্বর্ণ তুলে দিচ্ছি। উঠে দাঁড়াও, লর্ড মেরেন।'

মেরেন তাঁর সামনে দাঁড়ালে তার কাঁধে প্রশংসা ও বীরত্বের স্বর্ণ পরিয়ে দিলেন ফারাও। 'আমাকে আলিঙ্গন করো, লর্ড মার্শাল মেরেন ক্যাম্বিসেস!' বললেন তিনি, মেরেনের গালে চুমু খেলেন।

ফারাও'র কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে তাগিদের সুরে মেরেন বলল, 'আমার কাছে তাইতার খবর আছে, কেবল আপনার জন্যে।'

মুহূর্তের জন্যে মেরেনের কাঁধের উপর ফারাও'র হাতের বাঁধন শক্ত হয়ে এঁটে বসল, তারপরই মৃদু কণ্ঠে তিনি বললেন, 'তেনতেক তোমাকে সরাসরি আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

গোটা জমায়েত নতজানু অবস্থায় রানির হাত ধরে কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলেন ফারাও। তাইতা ও ফেন যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার মাত্র অল্প কয়েক কদম দূর দিয়ে চলে গেলেন তাঁরা, ওদের দেখতে পেলেন না। তেনতেকের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করল মেরেন, তার সাথে নিচু কণ্ঠে কথা বলল, 'ফারাও আপনাকে তলব করেছেন। আমাকে অনুসরণ করুন, মাই লর্ড মার্শাল।' মেরেন পাশ কাটানোর সময় ফেনের হাত ধরে ওর পেছনে হাঁটতে শুরু করলেন তাইতা।

মেরেনকে রাজ দর্শনে নিয়ে এলেন তেনতেক। কিন্তু মেরেন ফের অনুগতের মতো দাঁড়ালে নেফার সেতি এগিয়ে এসে আন্তরিক আলিঙ্গন করলেন তাকে। 'প্রিয় বন্ধু এবং লাল পথের সঙ্গী আমার, তোমাকে আবার ফিরে পেয়ে বেশ ভালো লাগছে। শুধু যদি সাথে করে ম্যাগাসকে নিয়ে আসতে। ওর মৃত্যু আমার অন্তরে লেগেছে।' এবার মেরেনকে সামনে ধরে ভালো করে ওর চেহারা দেখলেন। 'তুমি কখনওই আবেগ আড়াল করার দক্ষতা পেলে না। এখন কিসে জ্বালাচ্ছে তোমাকে? বলো।'

'বরাবরের মতোই তীক্ষ্ণ আপনার চোখ। কোনও কিছুই বাদ যায় না। আমার কাছে খবর আছে যা আপনাকে জানাব।' জবাব দিল মেরেন। 'কিন্তু তার আগে বিরাট একটা ধাক্কা হজম করার জন্যে নিজেকে তৈরি রাখতে বলব আপনাকে। আপনাকে যা বলতে যাচ্ছি সেটা যেমন অদ্ভুত তেমনি বিস্ময়কর, প্রথম আমি এর মুখোমুখি হওয়ার পর আমার মনকে বিশ্বাস করাতে পারিনি।'

'আরে রাখো তো, মাই লর্ড,' ওর দু' কাঁধের মাঝখানে একটা ঘুসি মারলেন নেফার সেতি, টলে উঠল মেরেন।'ঝেড়ে কাশো!'

লম্বা করে শ্বাস টানল মেরেন, তারপর হড়বড়িয়ে বলল, 'তাইতা বেঁচে আছেন।'

হাসি বন্ধ করলেন নেফার সেতি, অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে। তারপর ভুরু কুঁচকে অন্ধকার করে ফেললেন চেহারা। 'আমার সাথে ঠাট্টা করলে তোমার বিপদ হবে, মাই লর্ড মার্শাল,' শীতল কণ্ঠে বললেন তিনি।

'আমি সত্যি কথাই বলছি, জাঁহাপনা,' এমনি মেজাজে নেফার সেতি সবচেয়ে সাহসী জনেরও বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেন।

'কথাটা সত্যি হলে, তোমার মঙ্গলের জন্যেই ভালো, মেরেন ক্যাম্বিসেস, তাহলে আমাকে বলো তাইতা এখন কোথায়।'

'আরেকটা জিনিস আপনাকে বলা দরকার, হে জাঁহাপনা ও মহামান্য, তাইতার চেহারাছবি অনেক বদলে গেছে। প্রথমে আপনি তাঁকে নাও চিনতে পারেন।'

'হয়েছে!' চড়ে উঠল নেফার সেতির কণ্ঠস্বর। 'বলো সে কোথায়।'

'খোদ এই কামরাতেই আছেন তিনি,' ভেঙে গেল মেরেনের কণ্ঠস্বর। 'আমাদের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন।' তারপর চাপাকণ্ঠে যোগ করল, 'অন্তত তাই আশা করি।'

ড্যাগারের হাতলে হাত রাখলেন নেফার সেতি। 'আমার ভালো মানুষির সুযোগ নিয়েছ তুমি, মেরেন ক্যাম্বিসেস।'

বুনো দৃষ্টিতে শূন্য কামরার এদিক ওদিক নজর বোলাল মেরেন। ফাঁকা হওয়ার উদ্দেশে কথা বলার সময় করুণ শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'ম্যাগাস, ও ম্যাগাস! দেখা দিন, নিবেদন করছি! ফারাও'র কোপের বিপদে আছি আমি!' তারপর স্বস্তির সাথে বলে উঠল, 'দেখুন, জাঁহাপনা!' কামরার উল্টোদিকে কালো গ্রানিট কুঁদে বের করা একটা লম্বা মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করল ও।

'ওটা তাইতার মূর্তি, নিপূণ ভাস্কর ওশ খোদাই করেছে,' বললেন নেফার সেতি, ক্ষুব্ধ তিনি। 'ম্যাগাসের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে এখানে রেখেছি ওটা, কিন্তু ওটা কেবলই পাথর, আমার প্রিয় রক্ত মাংসের তাইতা নয়।'

'নাহ, ফারাও। মূর্তির দিকে তাকান, কিন্তু ওটার ডান পাশে।'

মেরেন যেখানে ইঙ্গিত করেছে সেখানে একটা কম্পিত স্বচ্ছ মেঘের মতো উদয় হলো, মরুভূমির মরীচিকার মতো। ওটার দিকে তাকানোর সময় চোখের পাতা পিটপিট করলেন ফারাও। 'ওটা কিছু না। বাতাসের মতাই হাল্কা। এটা কি জিন? ভূত?'

আরও ঘন হয়ে এলো মরীচিকা, আস্তে আস্তে নিরেট আকার নিল। 'একজন পুরুষ!' বলে উঠলেন নেফার সেতি। 'কিন্তু এ তো তাইতা নয়। একজন তরুণ,

কমনীয় তরুণ। আমার তাইতা নয়। নিজেকে আড়াল করার জাদু জানে যখন নিশ্চয়ই কোনও জাদুকর হবে।'

'এটা জাদুই,' সায় দিল মেরেন, "কিন্তু সবচেয়ে ভালো ও অভিজাত ধরনের। খোদ তাইতার সৃষ্ট জাদু। এটাই তাইতা।'

'না!' মাথা নাড়লেন নেফার সেতি। 'এই লোককে আমি চিনি না, আদৌ যদি সে জীবিত প্রাণী হয়ে থাকে।'

'দয়াময়, এটাই তরুণ ও পূর্ণাঙ্গ পরিণত ম্যাগাস।'

এমনকি নেফার সেতি পর্যন্ত বাকহারা হয়ে গেলেন। কেবল মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি। চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে তাইতা।

'মূর্তির দিকে তাকান,' আবেদন জানাল মেরেন। 'ওশ যখন এটা বানিয়েছে তখন ম্যাগাসের বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু এমনকি এখন আবার তরুণ হয়ে উঠলেও মিলটুকু ভ্রান্তির অতীত। ভুরুর দৈর্ঘ-প্রস্থ দেখুন, নাকের গঠন আর কান, কিন্তু সবার উপরে ওর চোখজোড়া দেখুন।'

'হ্যাঁ...হয়তো মিলটুকু দেখতে পাচ্ছি,' সন্দিহান কণ্ঠে বিড়বিড় করে বললেন নেফার সেতি। তারপর ওর কণ্ঠ দৃঢ় ও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠল। 'হে, প্রেতাত্মা! তুমি সত্যিই তাইতা হয়ে থাকলে কেবল আমরা দুজন জানি এমন কিছু নিশ্চয়ই বলতে পারবে।'

'ঠিক তাই, ফারাও,' সায় দিল তাইতা। 'এমন অনেক কিছুই আপনাকে বলতে পারি, তবে সবার আগে একটা কথা মনে পড়ছে। তখনকার কথা কি আপনার মনে আছে যখন আপনি ছিলেন নেফার মেমনন, দুই সাম্রাজ্যের ফারাও হননি। যখন আপনি আমার ছাত্র ও পোষ্য ছিলেন, আপনাকে আমি মেম ডাকতাম?'

মাথা দোলালেন ফারাও। 'ভালো করেই মনে আছে।' কর্কশ ফিসফিস শব্দে পরিণত হয়েছে তাঁর কণ্ঠস্বর, দৃষ্টি কোমল। 'কিন্তু আরও অনেকেই এসব জানতে পারে।'

'আপনাকে আরও বলতে পারি, মেম। বলতে পারি আপনি ছোট থাকতে কীভাবে গেবেত নাগারার বুনো এলাকায় কবুতরের মূর্তি বসিয়ে বিশ দিন আপনার গডবার্ড রাজা বাজের ওগুলোর কাছে আসার অপেক্ষা করেছিলাম।'

'আমার গডবার্ড পুতুলের কাছে আসেনি কোনওদিন,' বললেন নেফার সেতি, তাঁর আভার কেঁপে ওটা দেখে তাইতা বুঝতে পারল ওর জন্যে ফাঁদ পাতছেন ফারাও।

'আপনার বাজপাখী এসেছিল,' ওকে শুধরে দিল তাইতা। 'মিশরের দ্বৈত মুকুটের প্রতি আপনার রাজকীয় অধিকারের প্রমাণ সেই চমৎকার বাজপাখি।'

'আমরা ওকে বন্দি করেছিলাম,' বিজয়ীর ঢঙে বললেন নেফার সেতি।

'উঁহু, মেম। পুতুল অস্বীকার গেছে বাজপাখি, উড়ে গেছে।'

'শিকারে ক্ষান্ত দিয়েছিলাম আমরা।'

'এবারও না, মেম। আপনার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। পাখিটাকে অনুসরণ করে গভীর বনে চলে গিয়েছিলাম আমরা।'

'ও, হ্যাঁ! তোতা পানির হ্রদ নাত্রোনে।'

'ফের না। আমরা গিয়েছিলাম বির উম্ম মাসারা পাহাড়ে। আমি দড়ি ধরে রাখার সময় আপনি বাচ্চা তুলে আনতে পাহাড়ের পুব দিকের দেয়াল বেয়ে বাজপাখির উঁচু বাসায় নেমে গেছেন।' এতক্ষণে ওর দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকাতে শুরু করেছেন নেফার সেতি। 'আপনি ওই বাসায় পৌঁছানোর পর দেখলেন আপনার আগেই কোবরা পৌঁছে গেছে ওখানে। পাখিগুলো মরে গেছে, সাপের বিষাক্ত ছোবলে প্রাণ হারিয়েছে।'

'ওহ, ম্যাগাস, তুমি ছাড়া এসব কথা আর কারও জানার কথা নয়। তোমাকে অস্বীকার করেছি বলে ক্ষমা করে দাও। সারা জীবন তুমি ছিলে আমার পরামর্শক ও পরিচালক, অথচ এখন তোমাকে উপেক্ষা করেছি।' অনুতাপে আক্রান্ত হয়েছেন নেফার সেতি। ছুটে কামরার এপাশে এসে তাইতাকে শক্তিশালী আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন তিনি। অবশেষে যখন আলাদা হলেন ওরা, তাইতার মুখ থেকে চোখ সরাতে পরলেন না তিনি। 'তোমার পরিবর্তন আমার বোধের অতীত। বলো, কেমন করে ব্যাপারটা ঘটল।'

'সে অনেক কথা,' সায় দিয়ে বলল তাইতা। 'কিন্তু তার আগে আমাদের মাথা ঘামানোর মতো আরও ব্যাপার আছে। প্রথমত, একজনকে আপনার সাথে পারিচয় করিয়ে দিতে চাই।' হাত বাড়িয়ে দিল তাইতা। আরও একবার বাতাস কেঁপে উঠল, তারপর এক তরুণীর আকার নিল। নেফার সেতির দিকে তাকিয়ে হাসল ও।

'আগেও যেমন অনেক বার করেছ, তোমার জাদু দিয়ে বিভ্রান্ত করছ আমাকে,' বললেন নেফার সেতি। 'এই মেয়েটি কে? কেন ওকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ?'

'ওর নাম ফেন, ডানদিকের পথের একজন পণ্ডিত।'

'বয়সে তো অনেক ছোট।'

'আরও অন্য জীবন পার করে এসেছে ও।'

'অসাধারণ সুন্দরী।' কামুক পুরুষের চোখে ফেনের দিকে তাকালেন তিনি। 'কিন্তু তারপরেও কোথায় যেন একটা পরিচিত ভাব রয়েছে। ওর চোখজোড়া...ওই চোখজোড়া আমার চেনা।' স্মৃতি হাতড়ালেন তিনি। 'এককালে খুব চেনা কারও চোখের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।'

'ফারাও, ও আমার স্ত্রী।'

'তোমার স্ত্রী? তা কি করে হয়? তুমি তো–' থেমে গেলেন তিনি। 'মাফ করবে ম্যাগাস। তোমার সম্মানের উপর কোনও রকম আঘাত করতে চাইনি।'

'কথাটা সত্যি, ফারাও, এককালে আমি খোঁজা ছিলাম, কিন্তু এখন আমি পূর্ণাঙ্গ পুরুষ। ফেন আমার মেয়েমানুষ।'

'অনেক কিছু বদলে গেছে,' প্রতিবাদ করলেন নেফার সেতি। 'একটা ধাঁধার সমাধান করতে না করতেই আরেকটা ধাঁধা সামনে তুলে ধরছ তুমি–' আবার থেমে গেলেন তিনি, ফেনের দিকে তাকিয়ে আছেন। 'ওই চোখ। সবুজ ওই দুটি চোখ। আমার বাবার! ওই চোখজোড়া বাবার ছিল। এমন হাতে পারে কিনা ফেন আমারই রাজবংশের কেউ?'

'আরে, মেম!' ওকে মৃদু স্বরে ভর্ৎসনা করল তাইতা। 'প্রথমে তোমার সামনে মেলে ধরা রহস্য নিয়ে অভিযোগ করলেন, তারপরই দাবি করলেন আপনার সামনে আরও বোঝা নামিয়ে রাখছি। আপনার একটা সহজ কথা বলি, ফেন আপনার বংশের প্রত্যক্ষ ধারার মানুষ। আপনার রক্তই ওর রক্ত, তবে অনেক দিন আগের।'

'তুমি বললে অন্য জীবন পার করে এসেছে ও। সেটা কি সেই অন্য কোনও জীবনে?'

'ঠিক তাই,' সায় দিল তাইতা।

'খুলে বলো!' নির্দেশ দিলেন ফারাও।

'পরে এর সময় পাওয়া যাবে। অবশ্য, আপনি আর মিশর এখনও হুমকির মুখে রয়েছেন। আপনি এরই মধ্যে ডাইনী ইয়োসের কথা জানতে পেরেছেন, নীল মাতার প্রবাহ যে বন্ধ করে দিয়েছিল।'

'এটা কি সত্যি যে তুমিই তাকে তার আস্তানায় গিয়ে ধ্বংস করে এসেছ?'

'ডাইনী এখন আর বেঁচে নেই, তবে তার এক চ্যালা এখনও মুক্ত আছে। তার নাম সোয়ে। খুবই বিপজ্জনক লোক।'

'সোয়ে! এই নামে এক লোককে চিনি আমি। মিনতাকা এর কথা বলেছে। যাজক। এক নতুন দেবীর কথা বলে।'

'উল্টো বানান করলে তার নাম দাঁড়ায় ইয়োস। জাদুকরীই ছিল তার দেবী। আপনাকে ও আপনার বংশধারাকে ধ্বংস করে তারপর ডাইনীর জন্যে মিশরের সিংহাসন দখল করাই তার উদ্দেশ্য।'

নেফার সেতির চেহারায় আতঙ্কের ছাপ। 'আমার প্রধান স্ত্রী মিনতাকার কাছে পৌঁছে গেছে সোয়ে লোকটা। তাকে বিশ্বাস করে ও। ওকে নতুন ধর্মে দীক্ষা দিয়েছে সে।'

'আপনি বাধা দেননি কেন?'

'আমি ওকে সম্মান করি। আমাদের মৃত বাচ্চাদের শোকে মিনতাকা ভেঙে পড়েছিল। সোয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। এখানে আমি খারাপ কিছু দেখিনি।'

'অনেক খারাপ হয়ে গেছে,' বলল তাইতা। 'আপনার ও মিশরের ক্ষতি। সোয়ে এখনও মারাত্মক হুমকি হয়ে আছে। ডাইনীর শেষ অনুসারী সে, এই পৃথিবীর বুকে তার উপস্থিতির শেষ আলামত। মহা মিথ্যার অংশ সে।'

'আমাকে কী করতে হবে? নীল আবার বইতে শুরু করার সাথে সাথে সোয়ে সটকে পড়েছে। তার কী হয়েছে জানা নেই আমাদের।'

'সবার আগে তাকে পাকড়াও করে আপনার সামনে নিয়ে আসতে হবে। রানি মিনতাকা এমন গভীরভাবে তার শৃঙ্খলে আটকা পড়ে আছেন যে তিনি তার সব কথাই বিশ্বাস করে বসে আছেন। আপনাকে তার হাতে তুলে দিতেন তিনি। খোদ সোয়ের মুখ থেকে না শুনলে তার মধ্যে খারাপ কিছুর অস্তিত্ব মানতে চাইবেন না তিনি।'

'আমার কাছে কী চাও?' জানতে চাইলেন নেফার সেতি।

'রানি মিনতাকাকে সরিয়ে নিতে হবে। পশ্চীম তীরের মেমনরের প্রাসাদের স্বাধীনতা প্রয়োজন হবে আমার। হাথরের মন্দিরে বলী দিতে তাঁকে আপনি আসুইতে নিয়ে যান। তাকে বলুন দেবী আপনার সামনে আবির্ভূত হয়ে আপনাদের বাচ্চা যুবরাজ খাবা আর ওর বোন উনাসের স্বার্থে দুজনের কাছেই এই বলী দাবী করেছেন, এখন যারা অন্য জগতে রয়েছে।'

'হাথরের কাছে বলী দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলাম আমি, এটা ঠিক। পাঁচ দিনের মধ্যেই, পূর্ণিমার রাতে আমি আর রানি রাজ প্রাসাদ ছেড়ে যাব। আমার কাছে আর কী চাও তুমি?'

'লর্ড মেরেন ও আপনার সেরা যোদ্ধাদের ভেতর থেকে এক শো জন সৈনিক। মেরেনকে অবশ্যই আপনার বাজপাখির সীলমোহর বহন করতে দিতে হবে, ওকে আপনার সীমাহীন ক্ষমতা দেবে ওটা।'

'এসব সে পাবে।'

রাজ দম্পতি বার্জে চেপে নৌকা ভাসানোর সাথে সাথে প্রহরীদের সাথে করে নীল পেরিয়ে পশ্চিম তীরে চলে এলো মেরেন ও তাইতা। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে মিনতাকার আবাস মেমননের প্রাসাদের উদ্দেশে এগিয়ে চলল ওরা। ভোর বেলায় ওখানে পৌঁছাল।

হতবাক হয়ে গেল ওখানকার লোকজন। প্রাসাদের উযির বাড়ির প্রহরীদের একটা দল নিয়ে ওদের ঢোকার পথে বাধা দিতে চাইলেন। তবে প্রাসাদের রক্ষীরা ভোগ বিলাসে মত্ত জীবন কাটিয়ে নরম হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে ওদের মুখোমুখি দাঁড়ানো এক শো কঠিন যোদ্ধার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা।

বাজপাখির সীলমোহর দেখাল মেরেন। 'ফারাও নেফার সেতির নির্দেশ তামিল করছি আমরা। সরে দাঁড়াও, আমাদের ঢুকতে দাও!'

'ওর কাছে বাজপাখির সীল আছে।' হার মানলেন উযির, প্রাসাদ রক্ষীদের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তোমার লোকদের ছাউনীতে নিয়ে যাও, আমি খবর না দেওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবে ওরা।'

প্রবেশ পথের দহলিজে ঢুকল মেরেন ও তাইতা। মার্বল পাথরের উপর আওয়াজ তুলছে ওদের পেরেক লাগানো স্যান্ডেল। এখন আর আত্মগোপনের জাদুতে নিজেকে আড়াল করে রাখেনি তাইতা, বরং কুমীরের চামড়ার একটা ব্রেসপ্লেট ও মানানসই হেলমেট পরেছে, ভাইজরটা নামিয়ে রেখেছে যাতে চেহারা আড়াল হয়। দেখে ভীষণ একটা চরিত্র বলে মনে হচ্ছে। ওকে দেখে সটকে পড়ল প্রাসাদ রক্ষী ও মিনতাকার পরিচারিকারা।

'কোথায় তল্লাশি শুরু করব, ম্যাগাস?' জিজ্ঞেস করল মেরেন। 'ব্যাটা কি এখনও এখানে লুকিয়ে আছে?'

'সোয়ে এখানেই আছে।'

'আপনাকে অনেক নিশ্চিত মনে হচ্ছে।'

'বাতাসে ইয়োসের বিশ্রী গন্ধ প্রকট হয়ে আছে,' বলল তাইতা।

শব্দ করে গন্ধ শুঁকল মেরেন।

'কোনও গন্ধ পাচ্ছি না।'

'তোমার দশ জন লোক রাখো আমাদের সাথে। বাকিদের সমস্ত দরজা আর গেট পাহারায় পাঠিয়ে দাও। শারীরিক কাঠামো আর আকার বদলানোর ক্ষমতা রাখে সোয়ে, সুতরাং কাউকে প্রাসাদ ছেড়ে যেতে দেওয়া যাবে না, পুরুষ, নারী বা প্রাণী যাই হোক।' বলল তাইতা। নির্দেশ জারি করে দিল মেরেন। যার যার অবস্থানের উদ্দেশ্যে চলে গেল লোকেরা।

উদ্যেশ্যমূলকভাবে বিশাল জাঁকালভাবে সাজানো কামরাগুলোতে ঘুরে বেড়াতে লাগল তাইতা। মেরেন ও ওর লোকজন খুব কাছে থেকে অনুসরণ করছে ওকে। সবার তলোয়ার বের করা। খানিক পর পর থেমে যেন হাওয়া পরখ করছে তাইতা। যেন শিকারের গন্ধ শুঁকে এগিয়ে চলেছে শিকারী কুকুর।

অবশেষে রানির অন্দরের বাগিচায় এলো ওরা, উঁচু স্যান্ডস্টোন পাথরের দেয়ালে ঘেরা, মেঘহীন আকাশের দিকে উন্মুক্ত একটা বড় সড় জায়গা। ফুলে ভরা গাছপালা আর মাঝখানে একটা ফোয়ারার চারপাশে রাস্তা ঘিরে বিছানো রয়েছে রেশমী গদিমোরা বেঞ্চি। সৈনিকদের আবির্ভাবে মিনতাকার পরিচরিকারা যেটা যেখানে ফেলে গেছে সেখানেই পড়ে আছে–লুটসহ আরও নানা রকম বাদ্যযন্ত্র। অল্প বয়সী মেয়েদের সৌরভ ভাসছে হাওয়ায়, মিশে গেছে কমলা রঙের ফুলের সুবাসের সাথে।

উন্মুক্ত এলাকার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট লতার মাঁচা। একটু দ্বিধা না করে ওটার দিকে এগিয়ে গেল তাইতা। নিশ্চিত, দ্রুত পদক্ষেপ। মাঝখানের গোলাপি মার্বল প্লিন্থের উপর দাড়িয়ে আছে ধাতু কুঁদে খোদাই করা একটা মূর্তি। ওটার পায়ের কাছে কেউ সূর্যপদ্মের একটা গোছা ফেলে রেখেছে। বাতাস মিষ্টি করে তুলেছে ওগুলোর গন্ধ। শক্তিশালী মাদকের মতো বোধবুদ্ধি ঘোলা করে দিচ্ছে।

'ডাইনীর ফুল,' ফিসফিস করে বলল তাইতা। 'গন্ধটা স্পষ্ট মনে আছে আমার।' এবার প্লিন্থের উপরের মূর্তিটা পরখ করল ও। প্রমাণ সাইজ। বোরকা ঢাকা নারীর আকৃতি। পর্দার ভাঁজ আপাদমস্তক ঢেকে রেখেছে তাকে। হেমের নিচে নিখুঁত পাজোড়া এমন দক্ষতার সাথে খোদাই করা হয়েছে যে শীতল প্রাণহীন পাথরের বদলে বরং জীবন্ত মাংসের বলে মনে হয়।

'ডাইনীর পা,' বলল তাইতা। 'এই মন্দিরেই রানি মিনতাকা তার পূজা করেছেন।' তাইতার নাকে পদ্মের গন্ধের চেয়ে জোরাল হয়ে লাগছে এখন অশুভ গন্ধ। 'লড মেরেন, তোমার লোকদের মূর্তিটা ভেঙে ফেলতে বলো,' শান্ত কণ্ঠে নির্দেশ দিল তাইতা।

এমনকি অদম্য মেরেনও ডাইনীর মন্দিরকে ভরে রাখা প্রভাবে হতবাক হয়ে গেছে। চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল ও।

তলোয়ার খাপে ভরে মূর্তির গায়ে কাঁধ ঠেকাল সৈনিকরা। শক্তিশালী ও বেপরোয়া লোক ওরা, কিন্তু উপড়ে ফেলার প্রয়াস ঠেকিয়ে দিল মূর্তিটা।

'তাশকালোন!' বলে উঠল তাইতা, আরও একবার ইয়োসের শক্তি তার উপরই প্রয়োগ করল। নড়ে উঠল মূর্তিটা, মার্বল পাথরের উপর তীক্ষ্ণ শব্দ তুলল মার্বল পাথর, নিখোঁজ আত্মার মতো। সৈনিকদের চমকে দিল আওয়াজটা। ভয়ে পিছিয়ে এলো ওরা।

'আসকারতো!' ইয়োসের মূর্তির দিকে তলোয়ার তাক করল তাইতা। আস্তে আস্তে সামনে উল্টে পড়তে শুরু করেছে ওটা।

'সিলোন্দেলা!' চিৎকার করে বলল ও। পথের পাথরের উপর সপাটে উল্টে পড়ল মূর্তিটা, অসংখ্য টুকরোয় ভাগ হয়ে গেল। কেবল নিখুঁত পাজোড়া অক্ষত রইল। সামনে এগিয়ে গেল তাইতা, তলোয়ারের ডগা দিয়ে প্রতিটি পা স্পর্শ করল। আস্তে আস্তে ফেটে চৌচির হয়ে গেল ওগুলো, গোলাপি ধুলোয় পরিণত হলো অবশেষে। প্লিন্থের উপরে রাখা সূর্য পদ্মের গোছা নেতিয়ে যেতে লাগল, এক সময় শুকিয়ে কালো হয়ে গেল।

ধীর পায়ে প্লিন্থের ভিত্তি ঘিরে একটা চক্কর দিল তাইতা। কয়েক কদম পর পর মার্বলের উপর টোকা দিচ্ছে। পেছনের দেয়ালের কাছে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত দৃঢ়, নিরেট শোনাল আওয়াজটা। তারপর ক্ষীণ, ফাঁপা একটা প্রতিধনি বিলোল মার্বল পাথর। পিছিয়ে গিয়ে পরখ করল তাইতা। তারপর আবার সামনে বেড়ে হাতের গোড়া দিয়ে ওটার ডান কোণে চাপ দিল। ভেতরে কোনও লেভার নড়ে ওঠার তীক্ষ্ণ শব্দ হলো। ট্র্যাপডোরের মতো গোটা প্যানেলটা খুলে গেল।

পরবর্তী নীরবতায় ওরা প্লিন্থের পেছনে খুলে যাওয়া কালো চৌকো ফোকরটার দিকে তাকিয়ে রইল। একজন লোকের ঢোকার মতো যথেষ্ট বড় ওটা।

'ইয়োসের মিথ্যে পয়গম্বরের আত্মগোপনের জায়গা,' বলল তাইতা। 'দরবার হলের ব্র্যাকেট থেকে মশাল নিয়ে এসো।' নির্দেশ পালন করতে দ্রুত ছুটে গেল

প্রহরীরা। ওরা ফিরে এলে একটা মশাল নিয়ে খোলা মুখে ধরল তাইতা। মশালের আলোয় অন্ধকারে নেমে যাওয়া একটা সিঁড়ি দেখতে পেল ও। নির্দ্বিধায় সামনে ঝুঁকে ভেতের চোখ চালাল। মোট তেরটা সিঁড়ি, নিচে নেমে একজন দীর্ঘদেহী মানুষ না ঝুঁকেই হাঁটার মতো উঁচু একটা সুড়ঙে পরিণত হয়েছে। মেঝেটা সাধারণ স্যান্ডস্টোন টাইলসের। দেয়ালগুলো ছবি বা খোদাই কর্ম দিয়ে অলঙ্কৃত নয়।

'আমার খুব কাছে থেকো,' সড়ঙ দিয়ে দ্রুত এগোনোর সময় মেরেনকে বলল তাইতা। বাতাস, বাসী, ভারি; স্যাঁতসেঁতে মাটি আর অনেক দিন আগে চাপা দেওয়া মৃত জিনিসের গন্ধে ভারি হয়ে আছে। দুবার সুড়ঙের মোড়ে হাজির হলো তাইতা, কিন্তু চিন্তা করার জন্যে না থেমেই সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে পথ বেছে নিল ও। অবশেষে ওর সামনে আলোর একটা আভা দেখা গেল। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল ও।

একটা রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে আগে বাড়ল ও, এখানে তেল, পানি আর মদের বিরাট বিরাট কলসী রাখা। ধুরা রুটির কাঠের ঝুড়ি আর ফল ও সব্জির ঝুড়ি রয়েছে। ছাদের হুক থেকে ঝুলছে পোড়ানো পা। কামরার ঠিক কেন্দ্রে অগ্নিকুণ্ডের ছাই থেকে ধোঁয়ার ক্ষীণ একটা রেখা সর্পিল গতিতে উঠে ছাদের ভেন্টিলেশন ফোকরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কাঠের টেবিলের উপর একটা জগ ও লাল মদের গামলাসহ অর্ধভুক্ত খাবার। একটা ছোট তেলের কুপি আধো আলো বিলোচ্ছে চারপাশে। রান্নাঘর পেরিয়ে উল্টোদিকের দেয়ালের দরজার দিকে এগিয়ে গেল তাইতা। একটা সেলের দিকে নজর বোলাল, একটা মাত্র লণ্ঠনের আলোয় ম্লানভাবে আলোকিত হয়ে আছে ওটা।

কিছু পোশাক, টিউনিক, একটা জোব্বা ও এক জোড়া স্যান্ডেল অবহেলাভরে এক কোণে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। মেঝের মাঝখানে একটা মাদুর বিছানো, ওটার উপর শেয়ালের চামড়ার কারোস। কারোসের একটা কোণ ধরে একপাশে ছুঁড়ে ফেলল তাইতা। ছোট একটা বাচ্চা শুয়ে ওটার নিচে, দুই বছরের বেশি হবে না বয়স; মনকাড়া ছোট ছেলে, ওর চোখজোড়া বিরাট, কৌতূহলী, তাইতার দিকে চোখ তুলে তাকাল সে।

হাত বাড়িয়ে ছেলেটার মাথা স্পর্শ করল তাইতা। হিসহিস একটা শব্দ হলো, পোড়া মাংসের কটু গন্ধ পাওয়া গেল। চিৎকার করে দুমড়ে মুচড়ে তাইতার কাছ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল বাচ্চাটা। ওর চাঁদির উপর কাঁচা লাল ছ্যাকার দাগ পড়েছে। তাইতার হাতের আউটলাইন নয়, বরং ইয়োসের বেড়াল থাবার চিহ্ন।

'ছোট্ট মানুষটাকে আঘাত করেছেন আপনি,' বলে উঠল মেরেন, প্রায় কোমল ওর কণ্ঠস্বর।

'ওটা কচি খোকা নয়,' জবাব দিল তাইতা। 'এটা জাদুকরীর শেষ অশুভ ডালপালা।' আবার ছেলেটাকে স্পর্শ করতে হাত বাড়াল ও। কিন্তু তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে হাঁছড়েপাছড়ে সরে গেল সে। গোড়ালী ধরে উল্টো করে তাকে ঝোলাল তাইতা। ওর হাতের মুঠোয় পাক খাচ্ছে, যুঝছে ওটা। 'মুখোশ খোলো, সোয়ে।

তোমার মালকিন ডাইনী জমিনের নিচের আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ওর কোনও শক্তিই আর তোমার কাজে আসবে না।' ছেলেটাকে মাদুরের উপর ছুঁড়ে ফেলল ও। ওখানে শুয়ে কুঁইকুঁই করতে লাগল সে।

ওর ওপর ডান হাতের একটা ইশারা করল তাইতা, সোয়ের ফাঁকি দূর করে দিল। আস্তে আস্তে গড়ন আর চেহারা পাল্টে ডাইনীর দূতের রূপ ধারণ করল ছেলেটা; চোখজোড়া জ্বলছে তার, ঘৃণা আর বৈরিতায় বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা।

'এখন চিনতে পারছ?' মেরেনকে জিজ্ঞেস করল তাইতা।

'সেথের মুখের দুর্গন্ধের কসম, এ যে দেখছি সোয়ে, দিমিতারের উপর কুনো ব্যাঙ লেলিয়ে দিয়েছিল। শয়তানের বাচ্চাটাকে শেষবার ওর মতোই এক হায়েনার পিঠে সওয়ার হয়ে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেখেছিলাম।'

'ওকে বেঁধে ফেল,' নির্দেশ দিল তাইতা। 'ফারাও'র বিচারের মুখোমুখি হতে কারনাকে যাচ্ছে সে।'

রাজ দম্পতির আসুইত থেকে কারনাকে ফিরে আসার পরদিন সকালে মিনতাকা প্রাসাদের খাস দরবার হলে ফারও'র সাথে বসে আছেন। উঁচু জানালা গলে ঢুকে পড়েছে উজ্জ্বল সূর্যের আলো। কিন্তু সেটা তাঁকে আমোদ যোগাচ্ছে না। তাকে ক্লান্ত, পর্যুদস্ত মনে হচ্ছে। মেরেনের মনে হচ্ছে মাত্র কয়েকদিন আগে ওকে শেষবার দেখার পর অনেক বয়স বেড়ে গেছে তার।

রানির চেয়ে উঁচু সিংহাসনে বসে আছেন ফারাও। বুকের কাছে বিচার ও সাজার প্রতীক সোনালি ফ্লেইল ক্রস করে রাখা। তাঁর মাথায় লম্বা লাল-শাদা দুই রাজ্যের মুকুট, শক্তিমান একজন হিসাবে পরিচিত শেন্ট। সিংহাসনের দুই পাশে তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার জন্যে দুই জন লিপিকার বসে আছে।

মেরেনকে স্বীকৃতি দিলেন ফারাও নেফার সেতি। 'লর্ড মার্শাল, তোমাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সেটা শেষ করতে পেরেছ?'

'পেরেছি, শক্তিমান ফারাও। আপনার শত্রু এখন আমার হেফাযতে।'

'তোমার কাছে এর চেয়ে কম কিছু আশা করিনি। তবুও অনেক খুশি হয়েছি। তাকে এবার আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে নিয়ে আসতে পারো।'

মেঝের উপর বর্শার ফলা দিয়ে তিনবার আঘাত করল মেরেন। সাথে সাথে পেরেক লাগানো স্যান্ডেলের আওয়াজ উঠল মেঝেয়, দশজন প্রহরী সার বেঁধে কামরায় ঢুকল। ওদের সাথে থাকা বন্দিকে চেনার আগ পর্যন্ত শূন্য দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালেন রানি মিনতাকা।

সোয়ে দিগম্বর, শাদা ব্রিচ ক্লাউট ছাড়া গায়ে কিছু নেই। কব্জি ও গোড়ালিতে বাঁধা রয়েছে ভারি ধাতব শেকল। চেহারা ভেঙে পড়েছে তার, কিন্তু মুখটা উদ্ধত

ভঙ্গিতে উঁচু করে রেখেছে। ঢোক গিললেন মিনতাকা, এক লাফে উঠে মহা বিস্ময় ও ভয়ের সাথে তাকালেন ওর দিকে। 'ফারাও, উনি একজন শক্তিমান ও ক্ষমতাশালী পয়গম্বর; নামহীন দেবীর একজন ভৃত্য। উনি তো শত্রু নন! ওর সাথে এমন আচরণ করতে পারি না আমরা।'

ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকলেন ফারাও। 'সে আমার শত্রু না হলে তাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছ কেন?' জানতে চাইলেন তিনি।

থতমত খেয়ে গেলেন মিনতাকা, এক হাতে মুখ ঢাকলেন। সিংহাসনে মিশে গেলেন তিনি। চেহারা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখজোড়া ভীত।

আবার সোয়ের দিকে ফিরলেন ফারাও। 'তোমার নাম বলো!' বন্দিকে নির্দেশ দিলেন তিনি।

স্পর্ধিত দৃষ্টিতে তাকাল সোয়ে। 'আমি নামহীন দেবী ছাড়া আর কারও কর্তৃত্ব মানি না,' ঘোষণা করল সে।

'তুমি যার কথা বলছ এখন আর সে নামহীন নেই। তার নাম ছিল ইয়োস। কোনওদিনই দেবী ছিল না সে।'

'সাবধান! ' চিৎকার করে উঠল সোয়ে। 'আপনি ধর্মের অপমান করছেন! দেবীর অভিশাপ ক্ষিপ্র, নিশ্চিত।'

তার বিস্ফোরণ উপেক্ষা করলেন ফারাও। 'তুমি এই জাদুকরীর সাথে নীল মাতার জলে বাঁধ দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলে?'

'আমি কেবল দেবীর কাছেই জবাবদিহি করি,' খেঁকিয়ে উঠল সোয়ে।

'জাদুকরীর সাথে যোগসাজশে তুমি মিশরের উপর প্লেগ ডেকে আনতে অতিলৌকিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়েছিলে? আমাকে সিংহাসন থেকে উৎখাত করাই কি তোমার মতলব ছিল?'

'আপনি সত্যিকারের রাজা নন!' চিৎকার করে বলল সোয়ে। 'আপনি ক্ষমতা দখলকারী, ধর্মদ্রোহী! ইয়োসই পৃথিবী ও এর সকল জাতির আসল শাসক!'

'তুমি আমার বাচ্চাদের হত্যা করেছ, রাজকীয় রক্তের যুবরাজ আর রাজকন্যাকে?'

'ওরা রাজরক্তের ছিল না,' নিশ্চিত সুরে বলল সোয়ে। 'ওরা সাধারণ লোক। কেবল দেবীই রাজ রক্ত ধারণ করেন।'

'তুমি আমার রানিকে সম্মানের পথ থেকে বিচ্যুত করতে তোমার অশুভ প্রভাব কাজে লাগিয়েছ? জাদুকরীকে ক্ষমতায় বসানোর জন্যে তোমাকে সাহায্য করতে ওকে বিশ্বাস করিয়েছ?'

'এটা আপনার সিংহাসন নয়। এটা ইয়োসের বৈধ সিংহাসন।'

'আমার রানির কাছে বাচ্চাদের আবার জীবিত করার কথা দিয়েছ?' জানতে চাইলেন ফারাও। তলোয়ারের ফলার মতো শীতল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

'কবর কখনও নিজের ফল খায় না,' জবাব দিল সোয়ে।

'তার মানে তুমি মিথ্যা বলেছ। দশ হাজার মিথ্যা! তুমি মিথ্যা বলেছ, খুন করেছ আর আমার সাম্রাজ্য জুড়ে অসন্তোষ ও হতাশার বিস্তার ঘটিয়েছ।'

'ইয়োসের সেবায় মিথ্যা হচ্ছে সৌন্দর্যের বিষয়, হত্যা মহান কাজ। আমি মোটেই অসন্তোষ ছড়াইনি, সত্যি কথা প্রচার করেছি।'

'সোয়ে, নিজের মুখের কথায়ই তোমার অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যায়।'

'আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবেন না আপনি। আমার দেবী আমাকে রক্ষা করবেন।'

'ইয়োস ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমার দেবীর আর অস্তিত্ব নেই,' গম্ভীর কণ্ঠে প্রকাশ করলেন ফারাও। মিনতাকার দিকে ফিরলেন তিনি। 'রানি আমার, যথেষ্ট শোনা হয়েছে?'

নীরবে কাঁদছিলেন মিনতাকা। এমনই হতবিহ্বল হয়ে গেছেন যে মুখে কথাই সরছে না। তবে মাথা দোলালেন তিনি। লজ্জায় মুখ ঢাকলেন।

এইবার দরবারের একেবারে শেষ প্রান্তে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো অবয়বের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তিনি। তাইতার শিরস্ত্রাণের ভাইজর নামানো। ফেনের মুখ পর্দায় ঢাকা। কেবল ওর সবুজ চোখজোড়া দেখা যাচ্ছে।

'ইয়োস কীভাবে ধ্বংস হলো বলো আমাদের,' নির্দেশ দিলেন ফারাও।

'শক্তিমান, আগুনে পুড়ে মারা গেছে সে,' বলল তাইতা।

'তাহলে তার চিড়িয়াও একই ভাগ্য বরণ করবে, এটাই তো মাননসই।'

'সেটা হবে অনেক আরামের মৃত্যু, তার যোগ্যতার চেয়ে ভালো। নিষ্পাপ লোকজনকে সে যেভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে তার চেয়ে অনেক ভালো।'

চিন্তিতভাবে মাথা দোলালেন ফারাও। তারপর মিনতাকার দিকে ফিরলেন। 'আমি তোমাকে আমার ও মিশরের দেবতাদের চোখে নিজেকে মুক্ত করার একটা সুযোগ দেওয়ার কথা ভাবছি।'

ফারাও'র পায়ে লুটিয়ে পড়লেন মিনতাকা। 'কী করছি বুঝতে পারিনি। সে আমাকে কথা দিয়েছিল নীল আবার প্রবাহিত হবে, আমাদের বাচ্চারা আবার বেঁচে উঠবে, যদি আপনি দেবীকে মেনে নেন। আমি তার কথা বিশ্বাস করেছি।'

'আমি যা বুঝতে পারছি,' মিনতাকাকে দাঁড় করালেন ফারাও। 'তোমার জন্যে শাস্তি হচ্ছে আমার সাম্রাজ্য থেকে সোয়ে ও জাদুকরীর শেষ চিহ্ন মুছে যাওয়ার আগুনের মশালটা তুমিই জ্বালবে।'

দুলতে শুরু করলেন মিনতাকা, চরম হতাশা ভর করল তার চেহারায়, তারপর যেন নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। 'আমি ফারাও'র বিশ্বস্ত স্ত্রী ও প্রজা। তাঁর নির্দেশ মানাই আমার কর্তব্য। আমি সোয়ের পায়ের নিচে আগুন ধরাব, একদিন যাকে বিশ্বাস করেছিলাম।'

'লর্ড মেরেন, এই জঘন্য প্রাণীটাকে প্রাঙ্গণে নিয়ে যাও, ওখানে শূল রাখা আছে। রানি মিনতাকা তোমার সাথে যাবেন।'

সেনাদল সোয়েকে মার্বল সিঁড়ি বেয়ে প্রাঙ্গণে নিয়ে গেল। ওদের অনুসরণ করল মেরেন। ওর বাহুতে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছেন মিনতাকা।

'আমার পাশে দাঁড়াও, ম্যাগাস,' তাইতাকে নির্দেশ দিলেন ফারাও। 'আমাদের শত্রুর পরিণতির সাক্ষী থাকবে তুমি।' এক সাথে প্রাঙ্গণে খোলা বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন তারা।

ওদের নিচের প্রাঙ্গণের মাঝখানে গাছের গুঁড়ি আর প্যাপিরাসের বান্ডিল দিয়ে তৈরি একটা স্তূপ দাঁড়িয়ে আছে। কুপির তেলে ভেজানো হয়েছে ওটাকে। চিতার উপরে বানানো মাঁচার দিকে চলে গেছে একটা কাঠের মই। পায়ের কাছে অপেক্ষা করছে দুজন তাগড়া চেহারার জল্লাদ। সোয়েকে প্রহরীদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে টেনে নিয়ে চলল ওরা। পা জোড়া কোনওমতে ধরে রেখেছে তাকে। শূলের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো তাকে। মই বেয়ে নেমে এলো ওরা। চূড়ায় রয়ে গেল সে। প্রাঙ্গণের দরজার কাছে রাখা জ্বলন্ত পাত্রের দিকে এগিয়ে গেল মেরেন। অগ্নিশিখায় আলকাতরায় ভেজানো মশাল ডোবাল ও। মিনতাকার কাছে এনে তার হাতে তুলে দিল। মৃত্যুদণ্ডের চিতার পায়ের কাছে মিনতাকাকে রেখে সরে এলো ও।

মাথার উপরে বারান্দায় দাঁড়ানো ফারাও'র দিকে তাকালেন মিনতাকা। করুণ ওর অভিব্যক্তি। ওর দিকে তাকিয়ে মাথা দোলালেন ফারাও। এক মুহূর্ত বেশি ইতস্তত করলেন মিনতাকা। তারপর তেলে ভেজানো প্যাপিরাসের স্তূপে ঠেসে দিলেন জ্বলন্ত মশাল। চিতার পাশ ঘেঁষে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে আসতেই টলমল পায়ে সরে এলেন তিনি। আগুনের শিখা আর ধোঁয়া প্রাসাদের ছাদ ছাড়িয়ে গেল। অগ্নিশিখার মাঝখানে মেঘহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে আর্তচিৎকার করল সোয়ে। 'আমার কথা শুনুন, ইয়োস, একমাত্র দেবী! আপনার অনুগত ভৃত্য আপনাকে আহ্বান করছে। আমাকে অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করুন। এই খুচরো ফারাও আর সারা বিশ্বকে আপনার ক্ষমতা আর পবিত্র শক্তি দেখান!' তারপর আগুনের লেলিহান শিখার করকর আওয়াজে চাপা পড়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। ধোঁয়া ও তাপ গিলে নেওয়ায় শক্ত বাঁধনের উপর হেলে পড়ল সোয়ে। দাউদাউ শিখা ঢেকে ফেলল তাকে। মুহূর্তের জন্যে ফাঁক হয়ে কালো, বিকৃত অবয়বটা মেলে ধরল, এখন আর মানুষ বলে চেনার উপায় নেই, এখনও শূলে ঝুলে আছে। তারপর চিতাটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। আগুনের কেন্দ্রে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সে।

মিনতাকাকে টেনে সিঁড়ি ঘরের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এলো মেরেন, তারপর পথ দেখিয়ে রাজকীয় দরবার হলে নিয়ে এলো। বয়স্কা, নাজুক নারীতে পরিণত হয়েছেন তিনি, সৌন্দর্য ও মর্যাদা তিরোহিত হয়েছে। ফারাও'র সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি। 'হে প্রভু, আমার স্বামী, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি,'

ফিসফিস করে বললেন। 'আমি নির্বোধ নারী, যা করেছি তার কোনও অজুহাত হয় না।'

'তোমাকে ক্ষমা করা হলো,' বললেন নেফার সেতি, তারপর যেন এরপর কী করতে হবে বুঝতে পারলেন না। রানিকে দাঁড় করানোর একটা ভঙ্গি করলেন, কিন্তু পরক্ষণেই পিছিয়ে গেলেন। তিনি জানেন এ ধরনের ঔদ্ধত্য স্বর্গীয় ফারাও'র পক্ষে বেমানান। তাইতার দিকে চোখ ফেরালেন তিনি। তার পরামর্শ চাইছেন। ফেনের বাহু স্পর্শ করল তাইতা। মাথা দুলিয়ে পর্দা তুলল ও। সোনালি সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ল তার। এগিয়ে এসে মিনতাকার সামনে দাঁড়াল। 'আসুন, আমার রানি,' বলল ও, মিনতাকার হাত ধরল।

মুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন রানি। 'কে তুমি?' কম্পিত কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

'আমি সে যে আপনার জন্যে অনেক ভাবে,' জবাব দিল ফেন। তুলে নিল ওকে।

ওর সবুজ চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন মিনতাকা। সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি। 'আমার মনে হচ্ছে বয়সের তুলনায় তুমি অনেক ভালো আর প্রাজ্ঞ,' বলে ফেনের আলিঙ্গনে ধরা দিলেন তিনি। ওকে নিবিড় করে ধরে রেখে ঘরে নিয়ে গেল তাকে ফেন।

'ওই মেয়েটা কে?' তাইতাকে জিজ্ঞেস করলেন নেফার সেতি। 'জানার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাকে বলো, ম্যাগাস। এটা রাজকীয় আদেশ।'

'ফারাও, সে আপনার দাদীমার অবতার, রানি লস্ত্রিস,' জবাব দিল তাইতা। 'যাকে একবার আমি ভালোবেসেছিলাম, এখন আবার ভালোবাসছি।'

মেরেনের নতুন ভূসম্পত্তির সীমানা নীল মাতার তীর বরাবর তিরিশ লীগ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে অন্যতম রাজকীয় প্রাসাদ আর **বাজপাখি দেবতা হোরাসের প্রতি নিবেদিত** একটা অসাধারণ সৌন্দর্য মণ্ডিত মন্দির। তিন হাজার বর্গা চাষী উর্বর জমিন চাষ করে, নদীর জলে সেঁচ করা হয় এসব জমিন। নতুন ভূস্বামী লর্ড মার্শাল মেরেনকে ফসলের এক পঞ্চমাংশ কর দেয় ওরা। দেড়শো দাস শ্রমিক আর দুই শো ফারাও'র যুদ্ধ বন্দি প্রাসাদ বা সম্পত্তির নিজস্ব জমিদারিতে কাজ করে।

মেরেন ওর জমিদারির নাম রেখেছে কারিম-এক-হোরাস–হোরাসের আঙুর বাগান। সে বছর বসন্ত কালে ফসল বোনার পর পৃথিবী যখন চমৎকার সাজে সেজে উঠল, কারনাক থেকে নদীর ভাটিতে সব রাজকীয় সঙ্গী নিয়ে লর্ড মেরেন ও তার স্ত্রীর বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এলেন ফারাও।

মেরেন ও সিদুদু এক সাথে নদীর তীরে এলো। সেনাবাহিনীর মার্শালের রিগালা পরেছে মেরেন, হেলমেটে অস্ট্রিচের পালক, নগ্ন বুকে বীরত্ব ও প্রশংসার সোনার চেইন ঝুলছে। চুলে জেসমিন ফুল গুঁজেছে সিদুদু। পরনে ক্যাথে থেকে

আমদানি করা শাদা মেঘের মতো পোশাক। নীলের জলের পাত্র ভাঙল ওরা, চুমু খেল। আর এদিকে লোকেরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল, দেবতাদের আশীর্বাদ কামনা করল।

দশ দিন দশ রাত ধরে চলল উৎসব। প্রাসাদের ফোয়ারাগুলো মদে ভরে দিতে চেয়েছিল মেরেন, কিন্তু সিদুদু ওর স্ত্রী হওয়ার পর থেকেই এই ধরনের বাড়াবাড়ির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মেয়েটা কত দ্রুত ওর সংসারের সর্বময় কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে দেখে অবাক হয়ে গেছে মেরেন। তবে তাইতা ওকে সান্ত্বনা যুগিয়েছে। 'তোমার জীবনের সেরা স্ত্রীতে পরিণত হবে ও। ওর মিতব্যয়ীতাই তার প্রমাণ। অপচয়কারী স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর বিছানায় কাঁকড়া বিছের মতো।'

রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাইতা ও মেরেনের সাথে চাঁদের পাহাড়ে ওদের অভিযানের কাহিনী মন দিয়ে শুনে যান নেফার সেতি। কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করার পর পুনরাবৃত্তির নির্দেশ দেন তিনি। সিদুদু, ফেন ও মিনতাকা বসে থাকেন ওদের সাথে। ফেনের প্রভাবে রানির চরিত্র পাল্টে গেছে। তিনি তাঁর বিষাদ ও অপরাধ বোধের ভারমুক্ত হয়েছেন। আবার প্রশান্তি ও সুখে আলোকিত হয়ে উঠেছেন। এটা সবার কাছে পরিষ্কার যে আবার পরিপূর্ণভাবে স্বামীর আনুকূল্য ফিরে পেয়েছেন তিনি।

কাহিনীর একটা অংশ বিশেষভাবে তাদের, বিশেষ করে নেফার সেতিকে বিমোহিত করে। বার বার সেই অংশে ফিরে আসেন তিনি। 'আমাকে আবার ফন্টের কথা বলো,'; তাইতার কাছে জানতে চান তিনি। 'একটা অংশও যেন বাদ না পড়ে। জ্বলন্ত লাভার হ্রদের উপর পাথরের সেতু পার হওয়ার ঘটনা দিয়ে শুরু করো।'

তাইতা গল্পের শেষে পৌঁছলেও সন্তুষ্ট হন না তিনি। 'মুখে নেওয়ার সময় নীলত্বের স্বাদের কথা বলো,' 'শ্বাস টানার সময় পানির মতো তোমার শ্বাসরুদ্ধ করল না কেন?'; 'সেটা কি ঠাণ্ডা ছিল নাকি গরম?'; 'ফন্ট থেকে উঠে আসার কতক্ষণ পরে ওটার বিস্ময়কর প্রভাব সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছিলে?'; 'তুমি বললে তোমার পায়ের উপর লাভা পড়ায় পুড়ে যাওয়া পা সাথে সাথে ভালো হয়ে গেছে, হাত পায়ের শক্তি ফিরে এসেছে। ব্যাপারটা কি সত্যিই তাই?'; 'আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ফন্ট ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় সেটা কি জ্বলন্ত লাভায় ডুবে গেছে? কী বাজে একটা ক্ষতি হবে সেটা। সেটা কি চিরকালের জন্যে আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে?'

'জীবনদায়ী শক্তি যোগানোর মতো ফন্টও চিরন্তন। যতদিন এই পৃথিবীতে জীবন আছে, ততদিন ফন্টও থাকবে,' জবাব দেয় তাইতা।

'বছরের পর বছর দার্শনিকরা এই জাদুকরী ফন্টের স্বপ্ন দেখে এসেছেন, আমার সব পূর্ব পুরুষ এর সন্ধান করেছে। চিরন্তন জীবন ও চিরন্তন তারুণ্য, কি

নিষ্ঠুর সম্পদ এসব?' ফারাও'র চোখজোড়া প্রায় ধর্মীয় উন্মাদনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'আমার জন্যে এর সন্ধান এনে দাও, তাইতা। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি না। তবে আবেদন জানাচ্ছি। আমার আর মাত্র বিশ কি তিরিশ বছর আয়ু বাকি আছে। বেরিয়ে পড়ো, তাইতা, আবার আমার জন্যে ফন্ট খুঁজে বের করো।'

ফেনের দিকে তাকানোর প্রয়োজন হয়নি তাইতার। ওর কণ্ঠস্বর ওর মাথার ভেতর স্পষ্ট গুঞ্জন করে উঠেছে। 'প্রিয় তাইতা আমার, রাজার সাথে সাথে আমার আবেদনও যোগ করছি। আমাকে তোমার সাথে নিয়ে চলো। ফন্টের লুকানোর জায়গায় না পৌঁছানো পর্যন্ত চলো সারা দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়াই। আমাকে সেই নীলে অবগাহন করতে দাও, যাতে আমি তোমার পাশে দাঁড়াতে পারি। সারা জীবন তোমাকে ভালোবেসে যেতে পারি।'

'ফারাও,' তাঁর অধীর চেখের দিকে তাকায় তাইতা। 'আপনার আদেশ শিরোধার্য।'

'সফল হলে তোমার পুরস্কার হবে সীমাহীন। এই পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন তোমাকে দান করব আমি।'

'এখন আমার কাছে যা আছে সেটাই যথেষ্ট। তারুণ্য ও বয়সের প্রজ্ঞা আছে আমার। আমার রাজা ও নারীর ভালোবাসা আছে। আপনাদের দুজনের প্রতি ভালোবাসা থেকেই কাজটা করব আমি।'

উইন্ডস্মোক হাঁকাচ্ছে তাইতা, ওয়ার্লউন্ডের পিঠে রয়েছে ফেন। দুজনই একটা করে পুরোদস্তুর বোঝাই প্যাকহর্স টেনে নিয়ে চলছে। বেদুঈন পোশাক ওদের পরনে, তীর ধনুক ও তলোয়ার বহন করছে। মেরেন ও সিদুদু ওদের সাথে কারিম-এক-হোরাসের শেষ প্রান্তের পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত এসেছিল; এখানেই বিদায় নিয়েছে ওরা। সিদুদু ও ফেন সহোদরাসুলভ চোখের পানি ফেলেছে, আর তাইতাকে আলিঙ্গন করে ওর গালে চুমু খেয়েছে মেরেন।

'বেচারা ম্যাগাস! আপনার সেবা করার জন্যে আমি না থাকলে কেমন করে চলবেন আপনি?' কর্কশ শোনায় ওর কণ্ঠস্বর। 'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, চোখের আড়ালে চলে যাবার পর এক দিনের মধ্যেই ফের ঝামেলায় পড়বেন।' তারপর ফেনের দিকে তাকিয়েছে সে। 'ওর দিকে খেয়াল রেখো, আবার একদিন আমাদের কাছে ফিরিয়ে এনো।'

ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে পাহাড়ের পেছনের ঢাল বেয়ে নেমে গেছে তাইতা ও ফেন। মাঝ পথে থেমে পেছনে তাকিয়েছে ওরা–মাথার উপর দিগন্তে দাঁড়ানো দুটি ক্ষুদে অবয়বের দিকে। শেষবারের মতো হাত নেড়েছে মেরেন ও সিদুদু তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে দিগন্ত রেখায় মিলিয়ে গেছে।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' জিজ্ঞেস করল ফেন।

'প্রথমে সাগর, বিশাল প্রান্তর এবং তারপর উঁচু পাহাড়ী এলাকা পার হতে হবে আমাদের।'

'তারপর?'

'এক গহীন বনে, বিদ্যা ও প্রজননের দেবী সরস্বতীর মন্দিরে।'

'ওখানে কী পাওয়া যাবে?'

'একজন জ্ঞানী নারী, তোমার অন্তর্চক্ষু উন্মাচিত করবে সে যাতে তুমি আরও পরিষ্কারভাবে পবিত্র ফন্ট খোঁজে আমাকে সাহায্য করতে পারো।'

'কতদিন চলবে এই যাত্রা?'

'আমাদের যাত্রা হবে অন্তহীন, অনন্ত কাল একসাথে চলব আমরা,' বলল তাইতা।

খুশিতে হেসে উঠল ফেন। 'তাহলে মাই লর্ড, এখুনি শুরু করতে হবে।'

পাশাপাশি ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল ওরা, এগিয়ে চলল অজানার পথে।

শেষ

একের পর এক দুর্যোগে আক্রান্ত হচ্ছে মিশর, বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দেশের অর্থনীতি। তারপর আঘাত হানল চরম বিপর্যয়। নীল শুকিয়ে গেল। শুকিয়ে গেল দেশকে পুষ্টি যোগানো জল। আফ্রিকার দূরবর্তী ও সম্পূর্ণ অজানা প্রান্তে মারাত্মক একটা কিছু ঘটছে, যেখানে এই বিশাল নদীর উৎপত্তি। মরিয়া হয়ে তাইতাকে ডেকে পাঠালেন ফারাও, একমাত্র ওর পক্ষেই নীলের উৎস পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব, উদ্ঘাটন করা সম্ভব এই দুর্ভোগের কারণ। কিন্তু কারওই ধারণা ছিল না ওইসব রহস্যময় দ্বীপে কোন ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে শত্রু।

ISBN 978 984 8975 02 2

9 789848 975022